

শ্রীশ্রীগুরুগোবিন্দো জয়ত:

সিদ্ধান্তরত্ন

[গোবিন্দভাষ্য-পীঠিকা]



শ্রীগৌড়ীয়বেদান্তাচার্য্য-শ্রীমদ্বলদেব-বিভাভূষণ-বিরচিতং
তদীয়-টিপ্পনী-সম্বলিতঞ্চ

মূলানুবাদেন সহিতঞ্চ

জগদগুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তরশতশ্রী-

শ্রীমদ্বক্ত্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী-গোস্বামি-প্রভুপাদানুকম্পিত
অন্তরঙ্গ-প্রিয়পার্শ্বদবর-"শ্রীগৌড়ীয়-বেদান্ত-সমিভেঃ" প্রতিষ্ঠাতা

ওঁবিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী-

শ্রীমদ্বক্ত্তিপ্রজ্ঞান-কেশব-গোস্বামি-মহারাজানুগৃহীত-
ত্রিদিগুস্বামিনা

শ্রীমদ্বক্ত্তিবেদান্ত-বামন-মহারাজেন সম্পাদিতম্

সর্ব্বস্বত্বং সংরক্ষিতম্]

প্রকাশক—

ত্রিদিগ্বামী শ্রীমন্ত্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজ

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

তেঘরিপাড়া, নবদ্বীপ (নদীয়া) ।

আদি সংস্করণ

গোবিন্দ কৃষ্ণ-তৃতীয়া, ৪৮৬ শ্রীগৌরাক্দ

৮ই ফাল্গুন, ১৩৭৯ ; ইং ২০।২।১৯৭৩

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি হইতে প্রকাশিত

গ্রন্থাবলীর প্রাপ্তিস্থান :—

১। শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ

তেঘরিপাড়া, নবদ্বীপ (নদীয়া) ।

২। শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠ

চৌমাথা, চুঁচুড়া (হুগলী) ।

৩। শ্রীকেশবজী গৌড়ীয় মঠ

কংসটীলা (মথুরা), ইউ. পি. ।

মুদ্রাকর—

শ্রীনবযোগেন্দ্র ব্রহ্মচারী

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা প্রেস, নবদ্বীপ (নদীয়া) ।

শ্রীশ্রীগুরুগোরাঙ্গো জয়তঃ

সম্পাদকীয় নিবেদন

মঙ্গলাচরণ

ওঁ অজ্ঞান-তিমিরাক্ষয় জ্ঞানাজ্ঞান-শলাকয়া ।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥
নমঃ ওঁ বিষুপাদায় আচার্য্যসিংহ-রূপিণে ।
শ্রীমন্তুক্তিপ্রজ্ঞান কেশব ইতি নামিনে ॥
নমন্তে গৌরবাণী-শ্রীমূর্তয়ে দীনতারিণে ।
শ্রীমতে ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতীতি নামিনে ॥
নমো গৌরকিশোরায় সাক্ষাদ্‌বৈরাগ্য-মূর্তয়ে ।
বিপ্রলম্ব-রসানুধে পাদানুজায় তে নমঃ ॥
নমো ভক্তিবিনোদায় সচ্চিদানন্দ-নামিনে ।
গৌরশক্তি-স্বরূপায় রূপানুগ-বরায় তে ॥
গৌরাবির্ভাব-ভূমেত্বং নির্দেষ্ঠ্য সজ্জন-প্রিয়ঃ ।
বৈষ্ণব-সার্বভৌম-শ্রীজগন্নাথায় তে নমঃ ॥
শ্রীমধ্ব-সম্প্রদায়শ্রীচৈতন্য-কুল-রক্ষকঃ ।
বেদান্তাচার্য্য-শার্দূলো বলদেবো মহামতিঃ ॥
শ্রীচৈতন্য-মনোহরীকটং স্থাপিতং যেন ভূতলে ।
স্বয়ংরূপঃ কদা মহং দদাতি স্ব-পদান্তিকম্ ॥
আনন্দতীর্থ-নামা সুখময়-ধামা যতিজীয়াং ।
সংসারার্ণব-তরণীং যমিহ জনাঃ কীর্তয়ন্তি বৃধাঃ ॥
বাঞ্ছা-কল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিদ্ধুভ্য এব চ ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ ॥
নমো মহাবদান্যায় কৃষ্ণপ্রেম-প্রদায় তে ।
কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্য-নাম্নে গৌরদ্বিষে নমঃ ॥

বন্দনা ও কৃপাশীর্বাদ-প্রার্থনা

সর্বপ্রথমে শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-ভগবানের স্মরণ ও জয়গানপূর্বক “সম্পাদকীয় নিবেদন”-এর সূচনা করিতেছি। মাদৃশ আযোগ্য জীবাধমের উপর গভীর দার্শনিক তত্ত্ববিচারপূর্ণ “সিদ্ধান্ত-রত্নম্ বা ভাষ্যপীঠকম্” গ্রন্থের ভূমিকা লিখিবার গুরুদায়িত্ব অর্পিত হইয়াছে। এবিষয়ে শ্রীকৃপানুগ-গৌড়ীয়-গুরুবর্গের অর্হেতুকী কৃপা ও আশীর্বাদই আমার একমাত্র সম্বল।

“সিদ্ধান্তরত্নম্”-গ্রন্থ-প্রকাশে শ্রীগুরুবর্গের মনোহীর্ষ-পূরণ

বিশ্ববিশ্রুত “শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি” ও তদধীনস্থ ভারতবাসী শুদ্ধভক্তি-প্রচারকেন্দ্রসমূহের প্রতিষ্ঠাতা, শ্রীজগন্নাথ-গৌর-বিনোদ-বাণীর বিশুদ্ধ-ধারাবাহিত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যায় দশমাধস্তনবর সর্ববেদান্তবিত্তম মদভীষ্টদেব **ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমন্ত্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী** মহারাজের অহৈতুকী করুণাবলে শ্রীগৌড়ীয়-বেদান্তাচার্য্য শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু-কৃত “সিদ্ধান্ত-রত্নম্ বা ভাষ্যপীঠকম্” গ্রন্থ তদীয় টীপনীসহ সহজবোধ্য সরল বঙ্গানুবাদযুক্ত হইয়া আত্ম-প্রকাশ করায় হৃদয় আনন্দে উদ্বেলিত হইতেছে। শ্রীগুরুপাদপদ্ম ও পরম-গুরুদেব শ্রীল সরস্বতী প্রভুপাদের কিঞ্চিং মনোহীর্ষ পূরণ হওয়ায় তাঁহারা গোলোকের উন্নততম প্রকোষ্ঠ হইতে আজ আমাদের উপর নিশ্চয়ই প্রচুর কৃপাশীর্বাদ বর্ষণ করিতেছেন। গুরু-বর্গের অভীষ্ট-পূর্ত্তিই তদাশ্রিত শিষ্যাভিমানিগণের বিশেষ কৃত্য ও সেবা।

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি স্থাপনের উদ্দেশ্য

শ্রীল গুরুদেব শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত ও গৌড়ীয়-বেদান্তাচার্য্য-কেশরী শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুর প্রতি বিশেষ গৌরব-প্রদর্শনের নিমিত্তই তাঁহার নামানুসারে স্ব-প্রতিষ্ঠিত মিশনের নাম রাখিয়াছিলেন—“**শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি**।” এ সম্বন্ধে তিনি তাঁহার স্ব-রচিত “মায়াবাদের জীবনী”-গ্রন্থের ভূমিকায় লিখিয়াছেন,—“‘ব্রহ্ম’ বলিতে ‘শব্দব্রহ্মকে’ লক্ষ্য করে। এই শব্দব্রহ্মই শ্রীমুহাপ্রভুর প্রচারিত শ্রীনাম-ব্রহ্ম। যাহারা এই নাম-ব্রহ্মের অনুসন্ধান করেন না বা নামতত্ত্ব জানেন না, তাহাদের বিশুদ্ধভাবে শ্রীনাম-ভজন হইতে পারে না। এই জগুই আমি ১৯৪০ সালে বাগবাজার কলিকাতায় অক্ষয়-তৃতীয়া-দিবসে **শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি** স্থাপন করিয়া ‘**শ্রীমন্ মহাপ্রভুর নাম-প্রেমধর্মই বেদান্তের প্রতিপাত্ত বিষয়**’ বলিয়া সর্বত্র প্রচার করিতেছি।”

শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণের সহিত শ্রীবেদান্ত সমিতির সম্বন্ধ

তিনি স্বলিখিত “গৌড়ীয়-বেদান্তাচার্য্য শ্রীবলদেব”-প্রবন্ধে জানাইয়াছেন,—“গৌড়ীয়-বৈষ্ণবসমাজে বলদেবের অলৌকিক শক্তির পরিচয় সম্বন্ধে বহু ইতিহাস প্রচলিত আছে। আমরা **শ্রীবলদেবের দাসসূত্রে** শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি হইতে ক্রমশঃ তাহা প্রকাশ করিব।” তিনি

প্রবন্ধে আরও লিখিয়াছেন,—“শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির সহিত শ্রীগৌড়ীয় বেদান্তাচার্য বলদেবের যে অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ, তাহা বলাই বাহুল্য। শ্রীবলদেবের আচার-বিচার ও ভজন-পদ্ধতি সর্বতোভাবেই শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি অঙ্গীকার করিয়াছেন; যেহেতু শ্রীবলদেব রূপানুগ বৈষ্ণব। তাঁহার রূপানুগত্যা তাঁহার বিবিধ গ্রন্থ হইতে প্রচারিত আছে।”

শ্রীরূপানুগ গুরুবর্গের বাণীতেই শ্রীবলদেবের সুষ্ঠু পরিচয়

শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুর সুষ্ঠু পরিচয় জানিতে হইলে ও তাঁহার রচিত বর্তমান “সিদ্ধান্তরত্নম্ বা ভাষ্যপীঠকম্”—গ্রন্থের বৈশিষ্ট্য কীর্তন করিতে গেলে রূপানুগ-ধারায় মাধব গৌড়ীয়-সম্প্রদায়রক্ষক শ্রীল ভক্তিবিনোদ-সরস্বতী কেশবাদি গুরুবর্গের বাণী অনুসরণ ব্যতীত গত্যান্তর নাই। শ্রীল বলদেবের জীবনী ও তাঁহার দার্শনিক বিচার-বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে তাঁহাদের বলিষ্ঠ লেখনীপ্রসূত সুচিন্তিত বিচার-যুক্তিপূর্ণ প্রবন্ধাদি আলোচনা করিয়াই আমি আমার বক্তব্য নিবেদন করিতেছি।

শ্রীল কেশব গোস্বামীর শঙ্কর-ভাষ্যাদি আলোচনা ও বেদান্তে ভক্তিবাদ স্থাপন

শ্রীল গুরুগাদপদ্য তাঁহার অভীষ্টদেব ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদের উক্তি “যতদিন পৃথিবীতে শঙ্কর-দর্শন প্রচলিত থাকিবে, ততদিন শুদ্ধভক্তির ব্যাঘাত জন্মিবে” শুনিয়া শ্রীশঙ্করের অদ্বৈতবাদ বা মায়াবাদ সমূলে উৎপাটনোদ্দেশ্যে বিভিন্ন ভাষ্য-কারগণের বেদান্ত-দর্শনের ১০।১২ খানি ভাষ্য সংগ্রহপূর্বক আলোচনা করিয়া এইরূপ সিদ্ধান্ত স্থাপন করেন,—“আচার্য্য শঙ্করের ব্রহ্মসূত্রের মৌলিক সিদ্ধান্ত বেদান্ত-দর্শনের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ। ব্রহ্ম নিরাকার, নির্বিশেষ, ও নিগুণ-স্বরূপ নহেন। বেদান্ত-দর্শনের কোন সূত্রের মধ্যে উক্ত শব্দত্রয় উল্লিখিত হয় নাই। * * ‘জ্ঞান’ শব্দটী ব্রহ্মসূত্রের কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না, তজ্জগৎ ‘ব্রহ্মবাদকে কখনও জ্ঞানবাদ’ বলিয়া স্বীকার করা যায় না। শ্রীবেদবাদ, শাণ্ডিল্য-ঋষি এবং নারদ ঋষিও ব্যাসসূত্রকে ভক্তিগ্রন্থ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন।”

শ্রীগোবিন্দ-ভাষ্যের বৈশিষ্ট্য ও “সিদ্ধান্তরত্নম্”-

গ্রন্থের উল্লেখ

“মায়াবাদি-ভাষ্য শুনিলে হয় সর্বনাশ” বাক্যানুসারে শ্রীল গুরুপাদপদ্ম চারি বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের ভাষ্য, বিশেষতঃ “শ্রীগোবিন্দ-ভাষ্য” আলোচনার উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করেন এবং ঐ ভাষ্য ও ভাষ্যকারের বিচার-বৈশিষ্ট্য স্থাপন করিতে গিয়া তিনি “গৌড়ীয় বেদান্তাচার্য্য শ্রীবলদেব” প্রবন্ধ রচনা করেন। তিনি উহার প্রারম্ভেই লিখিয়াছেন,—“শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুর আলোচনা করিতে গেলে সর্বপ্রথমেই তাঁহার কৃত বেদান্তভাষ্য—শ্রীগোবিন্দ-ভাষ্যের কথা স্মৃতিপটে জাগরিত হয়। তাঁহার ভাষ্যই তাঁহাকে চারি-সম্প্রদায় বৈষ্ণবের মধ্যে সঞ্জীবিত করিয়া রাখিয়াছে। * * এই ভাষ্যের একটা টীকাও তিনি রচনা করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত “সিদ্ধান্ত-রত্নম্” নামে একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। ঐ গ্রন্থের অপর নাম—“ভাষ্য-পীঠকম্”। ইহারও একটা টীকা তাঁহার নিজেরই রচিত।”

ভাষ্যকারের জীবনীর সংক্ষিপ্ত অধ্যায়

শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণব-বেদান্তাচার্য্য মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতকুল-মুকুটমণি শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুর অতিমর্ত্য জীবনী ও দার্শনিক বিচার-বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে মদীয় গুরুপাদপদ্ম শ্রীল ভক্তিপ্ৰজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ-লিখিত “গৌড়ীয় বেদান্তাচার্য্য শ্রীবলদেব”* শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদ-প্রদত্ত “ভাষ্যকারের বিবরণ”† এবং শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-লিখিত “গৌড়ীয়-বেদান্তাচার্য্য শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ”‡ প্রবন্ধ আলোচনা করিলেই শ্রীমদ্বলদেব প্রভুর সূষ্ঠ পরিচয় পাওয়া যায়। উক্ত প্রবন্ধত্রয়কে নিম্নলিখিত কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করা যায় :—(১) শ্রীবলদেবের আবির্ভাব কাল, (২) জাতি, জন্ম, জন্মভূমি ও বিদ্যাভ্যাস, (৩) দৈব-বর্ণাশ্রমধর্ম প্রতিষ্ঠা, (৪) দ্বিতীয়-বার গুরুকরণ, (৫) নবদ্বীপ-দর্শন ও বৃন্দাবনে স্থিতি, (৬) শ্রীনारायण অপেক্ষা শ্রীকৃষ্ণের শ্রেষ্ঠত্ব স্থাপনকল্পে জয়পুর যাত্রা, (৭) গোবিন্দ-ভাষ্য রচনা, (৮)

* শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ১০-১৭ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত।

† শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা (শ্রীমদ্বলদেবকৃত ‘গীতাভূষণ’-ভাষ্য), গৌড়ীয় ষষ্ঠ ত্রয় সংস্করণে প্রকাশিত ভূমিকা।

‡ শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩য় বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা, ১২৭-১৩০ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত; তৎপূর্বে সজ্জন-তোষণী ৯ম খণ্ড, ১০ম সংখ্যা, ১-৮ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত।

গলতাগাদীতে সংসম্প্রদায় প্রতিষ্ঠা, (৯) গোড়ীয় বৈষ্ণবের শ্রেষ্ঠত্ব স্থাপন, (১০) জয়লাভ ও ‘বিদ্যাভূষণ’ উপাধিপ্রাপ্তি, (১১) গোড়ীয় বৈষ্ণবগণের অভিনবভাবে মঞ্চ-সম্প্রদায়ভুক্তি, (১২) শ্রীকৃপানুগত্য, (১৩) বৃন্দাবনে শ্রীশ্যাম-সুন্দর মন্দিরে শেষজীবন যাপন, (১৪) কালনির্ণয় ও গুরু-পরম্পরা, (১৫) শিষ্য-পরম্পরা, (১৬) পাঞ্চরাত্রিক পারম্পর্য্য ও ভাগবত-পারম্পর্য্য, (১৭) ব্রহ্মার অবতার শ্রীগোপীনাথ মিশ্রই বলদেবরূপে অবতীর্ণ ও (১৮) স্ব-রচিত গ্রন্থ পরিচয়।

শ্রীগোড়ীয়-বেদান্তাচার্য্যের সংক্ষিপ্ত জীবনী ও গ্রন্থাবলী

শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুর আবির্ভাব-কাল সঠিকভাবে জানা না গেলেও তিনি বর্তমান সময় হইতে দুইশতাধিক বৎসর পূর্বে আবিভূত হন। তিনি উৎকল-প্রদেশের অন্তর্গত বালেশ্বর জেলার রেমুণার নিকটবর্তী এক পল্লীতে প্রথম সূর্যালোক দর্শন করেন। শ্রীশ্রী-বৈষ্ণবকুলে কৃষিজীবী খণ্ডাইং জাতির মধ্যে উদ্ভূত হইয়া অল্প বয়সেই বিদ্যাশিক্ষা ও তীর্থভ্রমণ করেন। চিন্তা-হৃদের পরপারে ব্যাকরণ-অলঙ্কারাদি এবং পরে ন্যায়শাস্ত্র, বেদ, বেদান্ত (শাঙ্কর ও মঞ্চ-ভাষ্যাদি) উত্তমরূপে অধ্যয়ন করিয়া শ্রীমঞ্চ-সম্প্রদায়ভুক্ত হন। বেদান্ত-বিশারদ শ্রীবলদেব অল্পদিনের মধ্যেই দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত হইলেন।)

ব্রাহ্মণেতর কূলে জন্মগ্রহণ করিলেও তিনি ‘বৈষ্ণবাচার্য্য’ বলিয়া জগতে বিখ্যাত হন। “কিবা বিপ্র, কিবা ন্যাসী, শূদ্র কেনে নয়। যেই কৃষ্ণতত্ত্ব-বেত্তা, সেই ‘গুরু’ হয়।”— এই শাস্ত্র-বাক্যানুসারে তাঁহার বর্ণের মধ্যে অনেকেই আজও উপনয়ন-সংস্কার গ্রহণ করিয়া আসিতেছেন। ব্রাহ্মণ-ক্রবগণ এই বৈষ্ণবাচার্য্যের ‘বিদ্যাভূষণ’-সংজ্ঞা গ্রহণ ও বেদাদি-অধ্যয়নের প্রতি কটাক্ষপাত করিলেও তিনি গীতা-ভাগবতাদি-প্রতিপাদিত বৃত্ত-ব্রাহ্মণতা বা শ্রীত-পন্থারই শ্রেষ্ঠত্ব স্থাপন করিয়াছেন।

শ্রীল বলদেব কান্যকুব্জবাসী বিপ্র রাধাদামোদরের সহিত প্রথমে বিচার-প্রার্থী হইয়াছিলেন; পরে ষট্‌সন্দর্ভাদিতে তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্য, ভক্তি ও প্রেম দর্শনে শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া তাঁহার শিষ্যত্ব স্বীকার করেন। তিনি স্বীয় মঞ্চান্নায় বজায় রাখিয়া শ্রীচৈতন্যদেবকে স্বয়ং ভগবান্ জানিতে পারিয়া শ্রীমঞ্চ-গোড়ীয়-সম্প্রদায়ে প্রবেশ করিলেন। এই সময়ে গুরুকৃপাবলে ভাবৎপ্রেমে মত্ত হইয়া শ্রীক্ষেত্র হইতে আসিয়া শ্রীনবদ্বীপ-ধাম দর্শনান্তে

শ্রীবৃন্দাবনে বাস করিতে থাকেন। এই স্থানে তিনি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের নিকট শ্রীমদ্ভাগবতাদি ভক্তিশাস্ত্রের শিক্ষালাভ করেন।

সেই সময়ে বর্তমান রাজস্থানের অন্তর্গত জয়পুরে একটি গণ্ডগোল সৃষ্টি হয়। জয়পুরের রাজগণ গোড়ীয় সম্প্রদায়ের অনুগত থাকিয়া শ্রীনারায়ণের অগ্রে শ্রীগোবিন্দজীর পূজা করাইতেন। কয়েকজন ‘শ্রী’ সম্প্রদায়ী মহান্ত-বৈষ্ণব এই পূজা-পদ্ধতি পরিবর্তনের চেষ্টা করিলে সদাচারী রাজা শাস্ত্র-বিচারের জগ্য বৃন্দাবন হইতে বৈষ্ণব-পণ্ডিত আহ্বান করেন। তখন শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর বার্কাকাদশায় উপনীত হওয়ায় শ্রীবলদেবকে বেদ-বেদান্তে বিশেষ পারদর্শী জানিয়া জয়পুরে পাঠাইলেন। শ্রীবলদেব রাজসভায় উপস্থিত হইলে তথাকার মহান্ত ‘শ্রী’-সম্প্রদায়ী বৈষ্ণবগণের সহিত সাক্ষাৎ হওয়ায় তাঁহারা বলদেবকে কোন সম্প্রদায়ভুক্ত জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি নিজকে মধ্বশিষ্য ও মধ্বভাষ্যের অনুগত জানাইলে তাঁহারা পুনরায় জিজ্ঞাসা করেন— “মধ্বের ভাষ্যে কেবল কৃষ্ণই প্রতিষ্ঠিত, শ্রীরাধার প্রতিষ্ঠা নাই। শ্রীগোবিন্দজী কি রাধাকে ছাড়িয়া পূজা লইবেন?” তখন শ্রীবলদেব মধ্বভাষ্যের দ্বারা বিচার করা চলিবে না বুঝিয়া কয়েকদিবসের মধ্যেই শ্রীগোবিন্দজীর আজ্ঞাক্রমে বেদান্ত-সূত্রভাষ্য, গীতাভাষ্য, সহস্রনামভাষ্য ও উপনিষদ্ভাষ্য লিখিয়া ফেলেন এবং গলতা-পাহাড়ে বিচারসভায় ‘শ্রী’-বৈষ্ণবদিগকে পরাস্ত করিয়া সেই বিদ্বৎসভা হইতে ‘বিদ্যাভূষণ’ উপাধি প্রাপ্ত হন।

এই বিচার-সভায় ‘শ্রীমন্নুহাপ্রভুর প্রদর্শিত পথই সর্বোত্তম ও সর্বশ্রেষ্ঠ’ ইহা শাস্ত্রযুক্তিদ্বারা স্থাপনপূর্বক ‘গোড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায় শ্রীব্যাসোক্ত চারি সম্প্রদায়ের অন্যতম ব্রহ্ম-মাধ্ব-সম্প্রদায়ভুক্ত’ বলিয়া ঘোষণা করেন। তৎপূর্বেও ইহা উক্ত সম্প্রদায়ের শাখাস্বরূপে বিবেচিত হইত, কারণ শ্রীচৈতন্যমহা-প্রভু মধ্বসম্প্রদায়ী শ্রীল ঈশ্বর পুরীপাদকে আচার্য্যরূপে স্বীকার করায় তাঁহার মাধ্ব সম্প্রদায়ভুক্তি পূর্ব হইতেই প্রমাণিত হয়। ইহার পর শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু শ্রীধাম বৃন্দাবনে শ্রীশ্যামসুন্দর মন্দিরে শেষজীবন অতিবাহিত করেন এবং অপরাপর গ্রন্থাদি ঐসময়েই তৎকর্তৃক রচিত হয়।

শ্রীল বিদ্যাভূষণ প্রভুর পরমগুরু শ্রীমুরারি, মুরারির গুরু—রসিকানন্দ এবং তাঁহার গুরু শ্রীশ্যামানন্দ। শ্রীশ্যামানন্দের গুরু গোবীন্দ দাস পণ্ডিত; এই গোবীন্দ দাস পণ্ডিতকে শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু রূপা করেন। শ্যামানন্দপ্রভু পরবর্তী কালে শ্রীজীব গোস্বামীর শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়াছিলেন। আচার্য্য শ্রীল বলদেব প্রভুর শিষ্য উদ্ধবদাস, তাঁহার শিষ্য শ্রীমধুসূদন দাস। বৈষ্ণব-

সার্বভৌম শ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজ এই মধুসূদন দাসের শিষ্য।
 শ্রীল জগন্নাথদাস হইতেই শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ, শ্রীল গৌরকিশোরদাস
 বাবাজী মহারাজ, শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদ ও মদীয় গুরুপাদপদ্ম
 ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামীর পাঞ্চরাত্রিক ও
 ভাগবত-পারম্পর্য চলিয়া আসিতেছে।

কথিত আছে, শ্রীচৈতন্য-পার্ষদ শ্রীগোপীনাথ মিশ্র, যিনি সার্বভৌমের
 সহিত শ্রীমন্ মহাপ্রভুর শ্রীমুখ-নিঃসৃত সূত্রভাষ্য শ্রবণ করেন, তিনিই ব্রহ্ম-
 সম্প্রদায়ের ভাষ্যকর্তারূপে পরে শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণরূপে আবির্ভূত হন।
 আচার্য্য শ্রীল বলদেবের রচিত গ্রন্থ-তালিকা :— ১। শ্রীগোবিন্দ-ভাষ্য,
 ২। ‘সূক্ষ্মা’-টীকা, ৩। সিদ্ধান্ত রত্নম্ বা ভাষ্যপীঠকম্, ৪। ঐ টীকা, ৫। সাহিত্য-
 কোমুদী, ৬। ব্যাকরণ-কোমুদী, ৭। তত্ত্বসন্দর্ভের টীকা, ৮। ঈশোপনিষদ্-
 ভাষ্য, ৯। সিদ্ধান্ত দর্পণম্, ১০। কাব্য-কৌস্তুভ, ১১। গোপাল-তাপনী-ভাষ্য,
 ১২। সাহিত্য কোমুদী টীকা (কৃষ্ণানন্দিনী), ১৩। ছন্দকৌস্তুভ-ভাষ্য,
 ১৪। লঘুভাগবতামৃত-টীকা, ১৫। ‘চন্দ্রালোক’ গ্রন্থের টীকা, ১৬। নাটক-
 চন্দ্রিকা-টীকা, ১৭। শ্রীমদ্ভাগবত-টীকা (বৈষ্ণবানন্দিনী), ১৮। বেদান্ত স্যমন্তক,
 ১৯। প্রমেয়-রত্নাবলী, ২০। গীতাভূষণ-ভাষ্য, ২১। বিষ্ণুদহস্রনাম-ভাষ্য
 (নামার্থসুধা), ২২। সংক্ষেপ-ভাগবতামৃত-টীপ্পনী (সারঙ্গ-রত্নদা), ২৩। স্তব-
 মালা-বিভূষণ-ভাষ্য, ২৪। পদকৌস্তুভ ও ২৫। শ্রীশ্যামানন্দশতক-টীকা।

শ্রীল বলদেব প্রভু শ্রীগৌড়ীয়-সম্প্রদায়ভূক্ত ও

শ্রীমন্নহাপ্রভুর নিত্যপার্ষদ

“বিদ্যাভূষণ মহাশয় গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের একটি নক্ষত্রবিশেষ।
 তিনি এই সম্প্রদায়ের যে পরিমাণ উপকার করিয়াছেন, তাহা
 শ্রীপাদ গোস্বামীদিগের পরে আর কেহ করেন নাই। ইহাতে
 বোধ হয় যে, তিনি শ্রীমন্নহাপ্রভুর নিত্য পার্ষদদিগের মধ্যে একজন”—
 গদাধরাভিন্ন-তনু শ্রীগৌরশক্তি শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের এই উক্তি হইতে
 জানা যায়,—গলতা-পাহাড়ে শ্রীবলদেব গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের বিজয়-
 বৈজয়ন্তী উড্ডীন করিয়া তাঁহাদের মাধব-সম্প্রদায়ভুক্তি বৈশিষ্ট্যের সহিত ঘোষণা
 করেন এবং তিনি যে রূপানুগ গৌড়ীয়-বৈষ্ণব, ইহাও প্রমাণ করেন। কারণ
 তিনি শ্রীমন্নহাপ্রভুর অন্তর্গত শ্যামানন্দ পরিবারভুক্ত; শ্যামানন্দ প্রভু শ্রীল
 জীব গোস্বামীর আনুগত্য স্বীকার করেন ও শ্রীজীব প্রভু একান্তভাবে রূপানুগ
 হওয়ায় শ্রীবলদেবও রূপানুগ বৈষ্ণব। তিনি একাধারে পাঞ্চরাত্রিক ও

ভাগবত-পরম্পরায় অবস্থান করিয়াও শেষোক্ত পারম্পর্য্যে ভজন-নিষ্ঠার মাধুর্য্য ও শ্রেষ্ঠত্ব স্থাপন করেন।

শ্রীব্রহ্ম-মাধব-সম্প্রদায়ই গোড়ীয়গণের গুরু-প্রণালী

এবং শ্রীবলদেবেরও তৎস্বীকৃতি

কতিপয় অর্ধাচীন, অতত্ত্বজ্ঞ, অতিবাড়ী, প্রাকৃত-সহজিয়া শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণের বিচার-ধারা ও তাঁহার প্রদর্শিত গুরু-পরম্পরা-প্রণালী অস্বীকার-পূর্ব্বক গোড়ীয়-দার্শনিক-সম্রাট শ্রীল জীবগোস্বামীপাদের সহিত তাঁহার ভেদ ও মত-বৈষম্য কল্পনা করেন। বস্তুতঃ শ্রীবলদেব ও শ্রীজীবগোস্বামীর মত এক, কিছুমাত্র ভিন্ন নয় ; তত্ত্ব ও উপাসনা-বিষয়ে দুই জনেই একই প্রকার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। শ্রীল বলদেব প্রভু শ্রীমন্মহাপ্রভুর “অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-সিদ্ধান্ত”ই স্বীকার করেন ; শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর “শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা”য় ‘আম্মায়-বাক্যই মূলপ্রমাণ’ এর ২য় পরিচ্ছেদে জানাইয়াছেন,—“ব্রহ্মসম্প্রদায় নামক একটা সম্প্রদায় সৃষ্টির সময় হইতে চলিয়া আসিতেছে।

* * যে-সকল লোক ব্রহ্ম-সম্প্রদায় স্বীকার করেন না, তাহারা ভগবদুক্ত পাষণ্ডমত-প্রচারক। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-সম্প্রদায় স্বীকার করত যাহারা গোপনে গুরু-পরম্পরা সিদ্ধ-প্রণালী স্বীকার করেন না, তাহারা কলির গুপ্তচর, তাহাতে সন্দেহ কি ?

* * * শ্রীজীব গোস্বামী আপ্ত-বাক্যের প্রমাণস্থ স্থির করিয়া পুরাণশাস্ত্রের তদ্ব্যবস্থিত নিরূপণপূর্ব্বক শ্রীমদ্ভাগবতের যে সর্ব্বপ্রমাণ-শ্রেষ্ঠত্ব স্থাপন করিয়াছেন, সেই-লক্ষণদ্বারা ব্রহ্মা, নারদ, ব্যাস ও তৎসহ শুকদেব ও ক্রমে বিজয়ধ্বজ, ব্রহ্মতীর্থ, ব্যাসতীর্থ প্রভৃতির তত্ত্বগুরু শ্রীমন্মহাপ্রভু-প্রমিত শাস্ত্রনিচয়ের উল্লেখ করিয়াছেন। এই সমস্ত বাক্যদ্বারা সম্পৃষ্টই প্রতীত হয় যে, শ্রীব্রহ্ম-সম্প্রদায়ই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-দাসদিগের গুরু-প্রণালী। শ্রীকবি কর্ণপুর গোস্বামী এই অনুসারে দৃঢ় করিয়া স্বীকৃত ‘গৌরগণোদ্দেশ-দীপিকা’য় গুরু-প্রণালীর ক্রম লিখিয়াছেন। বেদান্ত-সূত্র-ভাষ্যকার শ্রীবিদ্যাভূষণও সেই প্রণালীকে স্থির রাখিয়াছেন। যাহারা এই প্রণালীকে অস্বীকার করেন, তাহারা যে শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য-চরণানুচরণের প্রধান শত্রু, ইহাতে আর সন্দেহ কি ?”

শ্রীগোবিন্দ ভাষ্যের প্রকাশ

শ্রীগোড়ীয়-বেদান্তাচার্য্য শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণকৃত “সিদ্ধান্তরত্নম্ বা শ্রীগোবিন্দ-ভাষ্য-পীঠকম্” সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিতে হইলে “শ্রীগোড়ীয়-

বেদান্ত—শ্রীগোবিন্দ-ভাষ্য”ও আলোচ্য বিষয় হইয়া পড়ে। ভগবদবতার মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন শ্রীবেদব্যাস-কর্তৃক উত্তর-মীমাংসা অর্থাৎ ব্রহ্মসূত্র বা বেদান্ত-দর্শন রচিত হয়। বেদান্তে মধুর রস-প্রকাশক গোবিন্দভাষ্যই সর্বশ্রেষ্ঠ, তজ্জন্য স্বয়ং অভিধেয়াধিদেব শ্রীগোবিন্দজীউ শ্রীবলদেবকে ঐ ভাষ্য রচনার আজ্ঞা প্রদানপূর্বক স্বয়ং ইহা উপদেশ করেন। তাঁহার নামানুসারেই ইহা “গোবিন্দ ভাষ্য” নামে আখ্যাত হইয়াছে। শ্রীল বিদ্যাভূষণ প্রভু স্বয়ং ইহার “সূক্ষ্মা” নাম্নী টীকা রচনা করিয়াছেন।

পঞ্চাঙ্গী ব্রহ্মসূত্রের বিভিন্ন অধ্যায়ে বিভিন্নপাদের পরিচয়

ব্রহ্মসূত্র চারি অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রতি অধ্যায়ে ৪টি করিয়া পাদ আছে। এই ব্রহ্মসূত্রের প্রথমাধ্যায়—সমস্ত বেদের ব্রহ্মে সমন্বয়। দ্বিতীয়ে—সকল শাস্ত্রের সহিত বিরোধ পরিহার। তৃতীয়ে—ব্রহ্মপ্রাপ্তির সাধন। চতুর্থ—ব্রহ্মপ্রাপ্তিই পুরুষার্থ বলিয়া উক্ত হইয়াছে। নিষ্কাম ধর্ম, নির্মল চিত্ত, সংপ্রসঙ্গলুক্ক, শ্রদ্ধালু শম-দমাদিসম্পন্ন জীব এই শাস্ত্রের অধিকারী। এই শাস্ত্র স্বয়ং বাচক এবং ব্রহ্ম ইহার বাচ্য, সুতরাং পরস্পর বাচ্য-বাচক সম্বন্ধ। শাস্ত্র প্রতিপাদ্য বিষয়, নিরবচ্ছ বিগুহ্যানন্ত-গুণগণ অচিন্ত্যানন্দ-শক্তি-সচ্চিদানন্দ-পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ। অশেষ দোষ-বিনাশ পুরঃসর তৎ-সাক্ষাৎকারই ইহার প্রয়োজন। এই শাস্ত্রে বিষয়, সংশয়, পূর্বপক্ষ, সিদ্ধান্ত ও সঙ্গতি—এই পাঁচটিই ন্যায়াবয়ব। অধিকরণ অর্থাৎ অধ্যায়ের অংশবিশেষের নামই ন্যায়। বিচার-যোগ্য বাক্যের নাম বিষয়। এক-ধর্ম্মিতে পরস্পর বিরোধী নানাপ্রকার অর্থ বিচারের নাম সংশয়। প্রতি-কূল অর্থের নাম পূর্বপক্ষ। প্রামাণিকরূপে অভ্যুপগত অর্থের নাম সিদ্ধান্ত। পূর্বোত্তর অর্থদ্বয়ের নাম সঙ্গতি।

“সিদ্ধান্তরত্নম্”—গ্রন্থের পাদ-সংখ্যা, নাম ও

আলোচিত বিষয়

শুদ্ধভক্তি-মন্দাকিনীর মূল-ভগীরথ সপ্তম-গোস্বামী জগদ্গুরু শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর জানাইয়াছেন—“শ্রীল বিদ্যাভূষণ প্রভু বেদান্ত-সূত্রভাষ্য প্রকাশ করত সেই ভাষ্যের পীঠক অর্থাৎ সিংহাসন-স্বরূপ এই ‘সিদ্ধান্ত-রত্নম্’-গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। গোঁড়ীয়-মাধ্ব-সম্প্রদায়ী বৈষ্ণবদিগের ইহাতে বিশেষ উপকার হইয়াছে, সন্দেহ নাই।” এই গ্রন্থের আটটি পাদ, যথা— ১। পাঞ্চজন্ম, ২। কৌমোদকী, ৩। সুদর্শন, ৪। তাক্ষণ্য, ৫। বামন, ৬। ত্রিবিক্রম, ৭। নন্দক ও ৮। পদ্মক পাদ এবং ইহাতে

যথাক্রমে পরমপুমর্থ-নির্ণয়, ভগবদৈশ্বর্য্য-নির্ণয়, বিষ্ণুর পারম্য-নির্ণয়, বিষ্ণুর সর্ববেদবেত্ত্ব-নির্ণয়, কেবলাদ্বৈত-নিরাস, বিধান্তরে কেবলাদ্বৈত-নিরাস, কেবলানুভূতিব্যুদাস ও পুরুষার্থনির্ণয়-নামক বিষয়সমূহ ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

গ্রন্থের আদি ও অন্তে মঙ্গলাচরণ ও জয়গান

“সিদ্ধান্তরত্নম্ বা ভাষ্যপীঠকম্” গ্রন্থকার গ্রন্থারম্ভে শ্রীগৌড়ীয় আশ্রমায়-পরম্পরা কীর্তনমুখে সর্বপ্রথমে অচিন্ত্যশক্তিমান্ বিজ্ঞানানন্দধন শ্রীমূর্ত্তি সর্বেশ্বরেশ্বর ভগবান্ শ্রীশ্যামসুন্দর ও গজপতিতারণ ঔদার্য্য-মাধুর্য্যরস-বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপ মুরারিকে প্রণাম এবং পরে ভক্তি-লক্ষ্মী, শ্রীমদ্ভাগবত-কল্পতরু, বেদান্তসূত্র-রত্ন, শ্রীহরিকীর্তন-চন্দ্রামৃত, জ্ঞান-ধনুর্বিদ্য উদ্ভবস্থান মহাসমুদ্ররূপ শ্রীকৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন বেদব্যাস ও তত্ত্ববিৎচূড়ামণি, সর্ব-লক্ষ্মীময়ী শ্রীরাধিকাসেবিত শ্রীগোবিন্দতত্ত্ব-রত্ন-প্রদর্শনকারী, মায়াবান-ঘনাকারবিনাশী চন্দ্র-সূর্য্যতুলা শ্রীরূপ-সনাতনের জয়গান করিয়াছেন। গ্রন্থশেষে উক্ত হইয়াছে,—যে উদারপুরুষ ‘বিদ্যা’রূপ ‘ভূষণ’ প্রদানপূর্ব্বক খ্যাতি বিস্তার করিয়াছেন, ঐহার স্বপ্নাদেশে বেদান্তসূত্রের “গোবিন্দ-ভাষা” প্রকাশিত হইয়াছে, সেই রাধাবন্ধু ত্রিভঙ্গভঙ্গিম শ্রীগোবিন্দদেব জয়যুক্ত হউন।

গ্রন্থকার-কর্তৃক গ্রন্থ রচনার বৈশিষ্ট্য স্থাপন

গ্রন্থের উপসংহারে ভাষ্যকার জানাইয়াছেন,— ব্রহ্মসূত্রে শ্রীহরির পরতমত্ব বর্ণনমুখে নবপ্রমেয়-সম্বলিত যে কৃষ্ণায়ক-ভাষা বর্ণিত হইয়াছে. এই ‘সিদ্ধান্তরত্ন’-নামক সুবর্ণপীঠক নিশ্চয়ই তাঁহার সুখস্নান হইবে। তীক্ষ্ণ-ধীসম্পন্ন ভক্তিমন্ত জনগণ এই সিদ্ধান্ত-রত্নের অদ্বৈতবাদ তমোবিধ্বংসী ভাষ্যরূপ চন্দ্রজ্যোতিঃ নিঃসংশয়ে দর্শন করিতে পারিবেন। জিতেন্দ্রিয় ভক্তিবাদান্ত-শাস্ত্রাধ্যায়ী আচার্য্যগণ যে-সকল সদ্যুক্তি শাস্ত্রে নিবদ্ধ করিয়াছেন উহাই সঙ্কলনপূর্ব্বক বাস্তব-সত্যানুসন্ধিৎসু পণ্ডিতমণ্ডলীর চিত্ত-বিনোদনের নিমিত্ত এই ভাষ্যপীঠক রচিত হইয়াছে।

“সিদ্ধান্তরত্নম্ বা ভাষ্যপীঠকম্” গ্রন্থের-বিভিন্ন পাদে বর্ণিত

বিষয় সম্বন্ধে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

“এই ‘সিদ্ধান্তরত্নম্’-গ্রন্থে* বিদ্যাভূষণ প্রভু যে-প্রণালীতে সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজন বিচার করিয়াছেন তাহা সংক্ষেপে লিখিতেছি। এই গ্রন্থের সমুদয় তত্ত্বালোচনা আটপাদে বিভক্ত হইয়াছে :—

* “সিদ্ধান্তরত্ন বা বেদান্তপীঠক” গ্রন্থ সম্বন্ধে জগদগুরু শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর লিখিত প্রবন্ধ “সজ্জনকোষণী” ৯ম খণ্ড, ১০ম সংখ্যা, ১-৮ পৃষ্ঠা; ১১শ সংখ্যা, ১-৮ পৃষ্ঠা এবং ১২শ সংখ্যা, ৭-৮ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হইয়াছে।

প্রথম পাদে বলিয়াছেন যে, দুঃখ-পরিহার ও সুখ-প্রাপ্তির জন্য সর্বলোকের প্রবৃত্তি। তদুভয় সাধনের জন্য কপিল, পতঞ্জলি, কণাদ, গোতম ও জৈমিনী যে-সমস্ত উপায় নিরূপণ করিয়াছেন, সে-সমস্তই সদোষ। বেদব্যাস সেইসব মত খণ্ডনপূর্বক বেদশাস্ত্র হইতে বেদান্তসূত্র নির্মাণ করত জীবের আত্মজ্ঞান সাধনপূর্বক সর্বেশ্বর অনুভবই যে একমাত্র উপায়, তাহা শিক্ষা দিয়াছেন। সেই সর্বেশ্বর পুরুষটী জ্ঞানানন্দ-স্বরূপ, সর্বশক্তি-সম্পন্ন, অচিন্ত্য, অলৌকিক, তর্কাতীত, সত্যকামাদি গুণাষ্টকবিশিষ্ট পুরুষাকার ভগবান্। তাঁহার স্বরূপে ধর্মধর্মিগত স্বগত পর্যন্ত ভেদ নাই, তথাপি অচিন্ত্য-শক্তিবলে সর্বিশেষ। শাস্ত্রের অভিধা-শক্তিদ্বারাই তিনি ও তাঁহার বিচিত্র ‘বিশেষ’ পরিজ্ঞাত। পূর্বোক্ত চরম ফলদায়-সাধনে কর্ম সাক্ষাৎ হেতু বলিয়া নির্দিষ্ট হয় নাই; জ্ঞান ও ভক্তির সাক্ষাৎহেতুত্ব নির্দিষ্ট হইয়াছে। ত্বম্পদার্থানুভবই নির্ভেদ-জ্ঞান, তাহাতে কৈবল্য-লক্ষণ মোক্ষ। ‘তৎ’ ও ‘ত্বৎ’ পদার্থের বিচিত্র অপাঙ্গ-বীক্ষণই ভক্তি-স্বরূপ জ্ঞান। শুদ্ধ ‘তৎ’ পদার্থ পরিজ্ঞানরূপ ভক্তিদ্বারা সালোক্যাদি মুক্তি। শুদ্ধ সম্বন্ধবিশেষ পরিজ্ঞানরূপ ভক্তিদ্বারা ‘তৎ’-পাদপদ্ম পরিচর্য্যারূপ পুরুষার্থ লাভ হয়। সেই ভক্তি হ্লাদিনী-সার-সমবেত সন্নিঃসাররূপা, কেবল জৈবানন্দাদিরূপা নন। সেই ভক্তি ভগবান্ ও জীবের উভয়ের আনন্দ বিধান করেন। সন্ধিনী, সন্নিং ও হ্লাদিনী-ভগবানের পরাশক্তির স্বান্ত্রয়। জীবের বর্তমান কায়াদিতে আবিভূত হইয়া ভক্তি বিমুক্তানন্দ তাদাত্ম্য-স্বরূপে সর্বেন্দ্রিয়ে কার্য্য করেন। কর্মদ্বারা চিত্তগুন্ধি অপেক্ষা না করিয়াও অনেকেই সাধুসঙ্গ-সম্বন্ধ শ্রদ্ধা-সহকারে ভজনদ্বারাই চিত্তগুন্ধি লাভ করত ভগবৎ-সাক্ষাৎকার লাভ করেন। সালোক্যাদি মোক্ষ তাঁহার পৃষ্ঠলগ্ন বলিয়া তাহাদের জন্য অভিলাষ—অকর্ষণ্য। ‘কৃষ্ণ-সুখই আমার সুখ’—এইরূপ নিক্রাম-ভক্তির ভক্তি ব্যতীত অন্য ফল নাই। এই ভক্তি ভগবৎ-পরিকর হইতে ইদানীন্তন ভক্তগণের মধ্যে গঙ্গাশ্রোতের ন্যায় সম্প্রদায়গত। পূর্ণকাম ভগবান্ ভক্তের পূজা আদরে গ্রহণ করেন। কৃষ্ণ-প্রসাদ অচিন্ত্য ও অবিতর্ক।

দ্বিতীয় পাদে বলিয়াছেন যে, মাধুর্য্য ও ঐশ্বর্য্যভেদে ভগবত্তা দ্বিবিধ। তন্ত্বেদে জীবের জ্ঞান ভক্তিও দ্বিবিধ। যে-স্থলে পরমৈশ্বর্য্য প্রকাশ বা অপ্রকাশ সত্ত্বেও নরবৎ লীলার অতিক্রম হয় না, সেইস্থলে মাধুর্য্য স্বংকম্প সন্ত্রমদ্বারা স্বভাব-শৈথিল্যকারী ধর্মকে ঐশ্বর্য্যজ্ঞান বলা যায়। নিহিত

ঐশ্বর্য্যাজ্ঞানই মাধুর্য্য পুষ্ট করে। মাধুর্য্য-ভক্তের বিষয়, বিরহ ও বিপদকালে ঐশ্বর্য্য অনুভূত হয়। তদুভয় ধর্ম্মই ব্রহ্ম-ধর্ম্ম। চিচ্ছক্তিসার লীলানন্দ-স্বরূপ মাধুর্য্য ভগবৎস্বরূপ হইতে অভিন্ন। সেই স্বরূপই অষ্টাদশ-দোষশূন্য ভগবত্ত্ব। মুগ্ধতা, সার্বজ্ঞ্য প্রভৃতি বিরুদ্ধ অনন্ত গুণগণ ভগবানের পরমৈশ্বর্য্য-পরবশ হইয়া অবিরুদ্ধভাবে লীলা বিস্তার করে। **ভক্তি দ্বিবিধ—ঐশ্বর্য্য-প্রকাশিনী বিধি-ভক্তি ও মাধুর্য্য-প্রকাশিনী রুচিভক্তি।** বিধি-ভক্তি মিশ্র ও শুদ্ধভেদে দ্বিবিধ। মিশ্র-বিধিভক্তগণ স্বনিষ্ঠ, অর্চিরাদি-মার্গে অবশেষে বৈকুণ্ঠ গমন করেন। শুদ্ধভক্তগণ ব্যাকুলতা-প্রযুক্ত কৃপালু ভগবৎকর্তৃক গুরুডঙ্কে তদ্ধামে নীত হন। রুচিভক্তি মাধুর্য্যময়ী বান্ধবভাব-সংযুক্ত। সেই ভক্ত সম্ভ্রমশূন্য তদ্ধামে গমন করেন। যশোদানন্দন কৃষ্ণ গোপাণের বান্ধব। পুরুষোত্তম কৃষ্ণই সর্বশক্তিসম্পন্ন স্বয়ং ভগবান্। যে-সব স্বরূপে সর্বশক্তি ব্যঞ্জিত হয় নাই, দুই একটি শক্তিমাত্র ব্যঞ্জিত হইয়াছে, তাঁহার বিলাস বা অংশ, কলা। কৃষ্ণ সর্বাবতারী এবং পরব্যোমপতি নারায়ণ তাঁহার বিলাস-মূর্ত্তি। কৃষ্ণ অনন্যাপেক্ষী স্বয়ংরূপ। রাধাদি পূর্ণশক্তির পরিকরমণ্ডল-সহচরত্ব, চরাচর-বিষ্মাপক নেণুনাদ-মাধুর্য্য, স্বপর্য্যন্ত-কর্ণক শ্রীরূপমাধুর্য্য, নিরতিশয় কারুণ্যাди-গুণবাজি সর্বাত্মক চমৎকার-লীলাকল্লোলসমুদ্র—এই চারিটি অসামান্য গুণ একমাত্র শ্রীকৃষ্ণেই দেখা যায়। নারায়ণাদিতেও সেই গুণ-চতুষ্টয় প্রকাশিত হয় নাই : হ্লাদিনী-সারাংশ প্রেমায়িক রাধিকা—ভগবানের পরাশক্তি। লক্ষ্মী-দুর্গাদি তাঁহার অংশ ও ছায়াবিশেষ, সুতরাং চতুষ্টয় সংখ্যক সর্বধর্ম্মের পূর্ণাবিস্কার-প্রযুক্ত কৃষ্ণই স্বয়ংরূপ। কৃষ্ণের নিত্যলীলাধাম অতি বিচিত্র ‘গোলোক’ নামে বেদে অভিহিত। গোলোকের নীচে মথুরা, তাহার নীচে দ্বারকা, তাহার নীচে বৈকুণ্ঠ, তাহার নীচে শিবধাম, তাহার নীচে দেবীধামরূপ এই জড় জগৎ। সেই সেই ধাম সেই সেই লীলা প্রকাশের জন্য জড়জগতে তদিচ্ছা-ক্রমে আবির্ভূত হয়।

আবির্ভূত ধামেও সম্পূর্ণ অপ্রাকৃতত্ব থাকিলেও অসংস্কৃত দৃষ্টিতে ঐ ঐ ধাম প্রপঞ্চময়রূপে দৃষ্ট হয়। তদ্রূপ দৃষ্টিও পূণ্যজনক। অনন্তাকার, অনন্তপ্রকাশ, অনন্ত-লীলা, অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ও অনন্ত বৈকুণ্ঠ ও অনন্তপার্বদগণের অনন্ত ব্যতিক্রমে কৃষ্ণের সমস্ত লীলাই নিত্য। ভগবৎকৃপা ব্যতীত এরূপ অবগতির রহস্য উদয় হয় না ; ভগবদ্ধামের কাল বর্ত্তমানময়, ভূত ও ভবিষ্যৎময় নয়। তথাকার স্থান, দ্রব্য ও সূর্য্য-চন্দ্রাদিও অপ্রাকৃত।

প্রপঞ্চনাশে কাদাচিৎকী লীলা থাকে না, কিন্তু তৎসঙ্গস্থিত নিত্যলীলা ধ্বংস হয় না। বিধি-রুচিপূর্ব্বিকা উভয়বিধ ভক্তিই হৃৎখহানি ও সুখ-প্রাপ্তির কারণ বটে। কৃষ্ণকৃপা বাতীত সেই ভক্তিতে প্রবৃত্তি হয় না; বিধিভক্তি অপেক্ষা রুচিভক্তি শ্রেষ্ঠ।

তৃতীয় পাদে বলিয়াছেন যে, সেই সম ও অধিকশূন্য, পরশক্তিবিশিষ্ট ষড়্বিকারহীন ভগবান্ দেবতা-বিশেষ। তিনি সকল দেবতার দেবতা বিষ্ণু, মুমুক্শুদিগের উপাস্য। কেবল তাঁহাকেই উপাসনা করিবে, কিন্তু অন্য দেবতাগণকে অবজ্ঞা করিবে না। বিষ্ণুভক্তির বিরোধী (১) সর্বদেবতৈক্যবাদী, (২) ত্রিদেবৈক্যবাদী, (৩) হরিহরৈক্যবাদী প্রভৃতি তিন প্রকার। ইহারা খণ্ড খণ্ড শাস্ত্রবাক্য লইয়া বিষ্ণুতে অনন্যভক্তির ব্যাঘাত উৎপাদন করিয়া বঞ্চনা করেন ও বঞ্চিত হন। সেই সব শাস্ত্রবাক্য অন্যান্য শাস্ত্র-বাক্যের সহিত একত্রে বিচার করিলে শ্রীবিষ্ণুই একমাত্র পরদেবতা ও জীবোপাস্য বলিয়া স্পষ্ট প্রতীত হন। অন্যান্য দেবগণ শ্রীবিষ্ণুর পরিচারকরূপে কার্য্য করেন। বিষ্ণুই তাঁহাদের নিয়ন্তা। অতএব ত্রিমূর্ত্তির মধ্যে স্বেচ্ছাপূর্ব্বক অবতীর্ণ পুরুষই বিষ্ণু, আর দুইজনই তাঁহার বিভিন্মাংশ তত্ত্ব, স্বাংশ নন। তাঁহার জন্ম-কর্মাাদি অপ্রাকৃত, কৃপা-প্রকাশ মাত্র। স্বীয় বিভিন্মাংশদিগের সহিত তাঁহার লীলাও নিত্য।

চতুর্থপাদে কৈবল্যাষ্ট্রৈক্যবাদীকে নিরস্ত করিয়াছেন। কৈবল্যাষ্ট্রৈক্যবাদীর মতে শ্রুতিসকল দুইভাগে বিভাজ্য,—সগুণ ও নিগুণ। নিগুণ শ্রুতিগণই লক্ষণাদ্বারা ব্রহ্ম-প্রতিপাদক। সগুণ শ্রুতিগণ ব্রহ্মের ব্যবহারিক ভাবকে ব্যক্ত করিয়া নিগুণ শ্রুতিসিদ্ধ শুদ্ধ চিন্মাত্র আত্মাকে প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য অনুবাদরূপে বর্ত্তমান। এ প্রকার শ্রুতি-বিভাগ নিতান্ত অন্যায়। ঋষিগণ শ্রুতিসকলকে কর্ম্মকাণ্ডীয় ও জ্ঞানকাণ্ডীয়-রূপে যে বিভাগ করিয়াছেন, তাহা অনিন্দনীয়। কেন না, বস্তুতঃ জ্ঞানকাণ্ডীয় শ্রুতিগণ ব্রহ্মকে সাক্ষাৎ নির্দেশ করেন এবং কর্ম্মকাণ্ডীয় শ্রুতিগণ জ্ঞানাক্ষরূপে পরম্পরাক্রমে ব্রহ্মকে নির্দেশ করেন। এস্থলে জ্ঞানকাণ্ডীয় শ্রুতিসকলকে পারমার্থিক ও ব্যবহারিক ভেদদ্বারা বিভাগ করা অর্ক্যাচীন-মত। বেদবাক্যে এরূপ বিভাগের ঈঙ্গিত কোনস্থানে নাই। প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের অগম্য সগুণ বেদবাক্যসকল ব্রহ্মের অলৌকিক পারমার্থিক গুণগণের প্রতিষ্ঠা করেন এবং নিগুণ শ্রুতিসকল কেবল প্রাকৃত গুণসকল নিষেধ করিয়া থাকেন। ঔপনিষদ-পুরুষ শব্দবাচ্য। ভোগ ত্যাগ লক্ষণাদ্বারা কল্পিত ব্রহ্মের অচৈতন্যত্ব হইয়া পড়ে। ‘সাক্ষী’,

‘কেবল’, ‘নির্বিশেষ’—এইসকল নিগুণ-সাধক বাক্য কি গুণ-সাধক নয়? সর্বজ্ঞাদির ন্যায় সাক্ষীত্যাগি বাক্যসকল সমানরূপে পারমার্থিক। নিগুণ চিন্মাত্র-চিন্তা অলীক। বেদবাক্যসকলে শিথিল বিশ্বাসক্রমে মায়াবাদ জন্মিয়াছে। স্বরূপানুরহিত অপ্রাকৃত নাম-রূপাদি শুদ্ধসত্ত্বে আছে, ইহা সমস্ত জ্ঞানকাণ্ডীয় বেদ-বাক্যের সাক্ষাৎ অর্থ। সাকল্যে বাচ্য না হইলেও ভগবান্ বেদবাচ্য, জীবও প্রপঞ্চ হইতে পৃথক্। ক্ষরাক্ষরের অতীত পুরুষোত্তমকে জানিয়া জীব কৃতার্থ হন।

পঞ্চম পাদে দেখাইলেন যে, ‘অদ্বৈত’ কখনই সিদ্ধ হয় না। অদ্বৈতকে ব্রহ্মাতিরিক্ত বলিলে ‘অদ্বৈত’ থাকে না। ব্রহ্মাত্মক বলিলে সিদ্ধ-সাধনতা দোষ হয়; তাহা নিষ্ফল। আত্ম-স্বরূপসিদ্ধ বস্তুর যখন আবরণ সম্ভব হয় না, তখন অদ্বৈতকে অজ্ঞান কিরূপে আবরণ করিতে পারে? অনধিগত অর্থ-সাধনে শাস্ত্রের অপ্রামাণ্য হইয়া পড়ে। যদি বল,—ব্রহ্মাতিরিক্ত অজ্ঞান আছে, তবে দ্বৈত হইয়া পড়ে। যদি বল,—অজ্ঞান নাই, তবে সিদ্ধ আত্মার মোক্ষরূপ প্রয়োজনের অভাব হয়। অজ্ঞান সং নয় এবং অসংও নয়; তবে কি অনির্বচনীয়? দেখ, ক্রমশঃ কল্পনা বাড়িতে চলিল। একটা মিথ্যা মত করিতে গেলে কল্পনার উপর কল্পনা আসিয়া পড়ে। **অদ্বৈত ব্যাপারটাই আকাশ-কুসুমের ন্যায় মিথ্যা।** অদ্বৈতমত বিচার করিলে বিষয়, প্রয়োজন ও অধিকারীর অভাব হয়। তখন সে-মতের শাস্ত্রের সহিত কোনও সম্বন্ধ নাই। সংবস্তুর সহিতই শাস্ত্রের সম্বন্ধ।

ষষ্ঠপাদে অদ্বৈতবাদীর সমস্ত বিতর্ক নিরাস করিয়াছেন। বেদমতে অদ্বিতীয় ব্রহ্ম জাত-জ্ঞেয়-জ্ঞানাদি-বিশেষের দ্বারা ভেদরূপে প্রতীত হয়। সে প্রতীতি পারমার্থিক, মিথ্যা নয়। অভেদ পরমার্থ নয়। ব্রহ্মভাব ফল নয়, ব্রহ্মসুখানুভবই ফল। শাস্ত্রে ব্রহ্মভেদ নাই। আত্মা মূঢ় চিন্মাত্রময়, কিন্তু কর্তৃত্ব-ভোক্তৃত্ব-ধর্মযুক্ত সবিশেষ বস্তু। আত্মাতে যে অল্পদর্শ ও যুগ্মদর্শ, তাহা মায়াকল্পিত নয়; পারমার্থিক তদ্বিশেষ। ‘সত্য’, ‘জ্ঞান’, ‘অনন্ত’—এ সমস্তই ব্রহ্মের গুণ। “দ্বা সুপর্ণা সযুযা” ইত্যাদি শ্রুতি পারমার্থিক ভেদকে প্রকাশ করেন। জীব জড়াত্মক প্রপঞ্চ অধ্যাসিত নয়, কিন্তু ব্রহ্ম-সম্বন্ধ পারমার্থিক ভিন্ন ভিন্ন বস্তু। পরস্পর স্বরূপ-ভেদ পারমার্থিক। শ্রুতিতে ব্রহ্মের যে রূপ বর্ণিত আছে, তাহা কাল্পনিক নয়। অদ্বৈতবাদীর সাধন-কাণ্ড নিরর্থক। উপক্রম, উপসংহার, অভ্যাস, অপূর্বতাফল, অর্থবাদ ও উৎপত্তি—এই ছয় লক্ষণ দ্বারা বিচার

করিলে সমস্ত বেদবাক্যে পারমার্থিক ভেদ দৃষ্ট হইবে এবং ব্রহ্মের সবিশেষত্ব সিদ্ধান্তিত হইবে। ব্রহ্মাত্মক বৃত্তিকত্বপ্রযুক্ত এই জগৎ ব্রহ্মাত্মক। ব্রহ্ম-নিষ্ঠত্ব ও ব্রহ্ম-ব্যাপকত্ব-নিবন্ধনও ব্রহ্মাত্মকতা সিদ্ধ হয়। সংসার-দশায় অজ্ঞতা প্রযুক্ত জগৎকে ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্র বলিয়া ভ্রম হয়। শাস্ত্রের একদেশ অবলম্বনপূর্বক সিদ্ধান্ত করিলে ভ্রম হয়। সৰ্ব্বদেশসম্মত সিদ্ধান্তে ভ্রম হয় না। ব্রহ্ম-শক্তিময় প্রপঞ্চ কখনই মিথ্যা বলিয়া শাস্ত্রে প্রতিপাদিত হয় নাই। জন্মাদি অনিত্য ব্যাপ্য বলিয়া জগৎকে অনিত্য বলা যায়। জগতের ত্রিকাল-মিথ্যাত্ব না থাকায় জগৎ সত্য, কিন্তু ঈশ্বর পরতন্ত্র। ব্রহ্মের সৃষ্টিাদি-ভাবশক্তি আছে—একথা শ্রুতি-স্মৃতিসিদ্ধ। সমস্ত ঐশ্বর্য্য, বীৰ্য্য, যশ, শ্রী, জ্ঞান ও বৈরাগ্য-বিশিষ্ট ভগবানই পরব্রহ্ম; অখিল ভূত তাঁহাতে এবং তিনি অখিল ভূতে বর্তমান। তাঁহাতে হেয়গুণ বর্তমান নাই। বিষ্ণুর ভগবত্তা বস্তুসিদ্ধ, অন্যের মহাত্ম্যাপর। তিনি ইচ্ছাময় ও লীলা-ময়; তিনি নিত্যমুক্ত জীবেরও পরতত্ত্ব। নিগুণতা তাঁহার একদেশিক ধর্ম্ম বা আবির্ভাব। কেবল ব্রহ্মাত্মক বুদ্ধি হইতে অজ্ঞান নিবৃত্তি হয় না, কিন্তু ব্রহ্ম-প্রপত্তিতে তাহা সিদ্ধ হয়। কেবল প্রাকৃত রূপগত ইয়তার প্রতিষেধ বেদে আছে। রূপমাত্রের প্রতিষেধ নাই, বরং অচিন্ত্য, অপ্রাকৃত রূপের উল্লেখ আছে। “যতো বা ইমানি ভূতানি” এইপ্রকার বেদবাক্যে প্রপঞ্চের মিথ্যাত্ব নিরাকৃত হইয়াছে। বৌদ্ধমতে প্রপঞ্চ মিথ্যা, স্তূতরাং মায়াবাদ প্রচ্ছন্ন-বৌদ্ধমত,—ইহা স্মৃতি স্বীকার করেন। বৌদ্ধের ‘ক্ষণিক’বাদও মায়াবাদে দৃষ্টি-সৃষ্টিমতে পাওয়া যায়। মায়াবাদ বৌদ্ধের শূন্যবাদের প্রতিচ্ছবি মাত্র। সদসৎ অনির্বচনীয় ধরিয়া মায়াবাদীকে জৈন-বন্ধুও বলা যায়। সৰ্ব্বেদ-তাৎপর্য্যসিদ্ধ ভেদবাদই পারমার্থিক।

সপ্তমপাদে বলেন যে, মায়াবাদী এক, অদ্বিতীয়, সত্য, অনন্ত শক্ত্যাদি-বিশেষশূন্য এবং স্বজাতীয়াদি-ভেদত্রয়শূন্য-জ্ঞানই পরতত্ত্ব। ভাববাচ্যে সাধিত হইলে সেই জ্ঞান নির্ভেদ সন্নিৎ-অনুভূতি-জ্ঞপ্তিবাচক তত্ত্ব; কারক-বাচ্য করিলে ভেদ দোষ হয়—এ কথা নিতান্ত হাস্য্যাস্পদ। “জায়তে অনেক ইতি জ্ঞানং” এরূপ সাধিলে কি শক্তি আসিয়া গলগ্রহ হয় না? শক্তি আসিলেই জ্ঞেয়, জ্ঞাতা ও জ্ঞানের বিশেষগুলি অবশ্য আসিবে। শক্তি আসিলে কিসের ভয়? শক্তির অনন্ত-জ্ঞানও অনন্ত। শক্তি আসায় জ্ঞান অন্তরাল হয় না। যদি বল, অহমর্থ স্থলদেহের অনুগত, তাহা নয়;

জ্ঞান গুণের আশ্রয়ই জ্ঞাতৃত্ব। জ্ঞান আত্মার ঔৎপত্তিক ধর্ম। প্রকাশ-
রূপ সূর্য্যের প্রকাশকত্বদ্বারা যে রূপ দ্বৈত হয় না, জ্ঞানের জ্ঞাতৃত্ব-
দ্বারাও দ্বৈত হয় না। অতএব জ্ঞানাদি অনন্ত শক্তিমুক্ত ব্রহ্ম।
অনুভূতি বা কি? স্বীয় সত্তাদ্বারা স্বাশ্রয়ের প্রকাশক বা স্বীয় বিষয়-সাধকই
অনুভূতি। নির্দীপ্তা অনুভূতি সিদ্ধ হয় না। অনুভূতি সিদ্ধ হইলে শক্তিমান
হয়। অহং-বুদ্ধিকে অনাত্ম বলিতে পার না; অহং-বুদ্ধি শুদ্ধাত্মনিষ্ঠ। আমি
জানি,— আমি সুখী, একরূপ জ্ঞান ‘সুখমহমদ্বপ্সম্’— একরূপ শ্রুতি-স্বীকৃত।
অহঙ্কার শুদ্ধ-জ্ঞাতৃনিষ্ঠ ধর্ম, তাহা অনাত্ম নয়। দেহের ন্যায় পৃথগাত্ম-বুদ্ধি
যে অহংতা, তাহা মহত্তত্ত্বজাত প্রাকৃত, সুতরাং শুদ্ধজ্ঞাননিষ্ঠ অহংতা হইতে
পৃথক। শুদ্ধ অহংভাব স্বরূপানুবন্ধী। তাহা সংস্রতির কারণ নয়,
বরং তাহার নিবর্তক। প্রাকৃত অহঙ্কারই যদি জীবের নিজ অহঙ্কার
হইত, তবে কে মোক্ষের জন্য প্রয়াস করিত? মোক্ষে যাহার নাশ হইবে,
সে কেন মোক্ষ পরামর্শ শুনিবে এবং তজ্জন্য যত্ন করিবে? সুতরাং মুমুক্শু-
অহঙ্কার শুদ্ধাহঙ্কার-নিষ্ঠ। বামদেবাদির বাক্য বিচার কর। অনুভূতির সত্তায়
বিষয়-বিষয়ী ভেদ অনুসৃত। আত্মা অনুভবিতা, অনুভূতি তাহার ধর্ম।
সেই ধর্ম বিষয়-প্রকাশকালে স্বপ্রকাশ এবং অন্তঃসময়ে জ্ঞানগম্য।

অষ্টমপাদে স্থির করিয়াছেন যে, কর্তৃত্বাদি মান জ্ঞান ও জ্ঞাতৃস্বরূপ,
অহম্পদার্থ আত্মা ঈশ্বর ও জীবভেদে দ্বিবিধ। ঈশ্বর বিহু, দ্ব্যস্তিত্বদ্বারা
জগৎকর্তা। স্বেচ্ছাধীন প্রকৃতিদ্বারা জগতের নিমিত্ত ও উপাদান কারণ।
প্রকৃতি জীবরূপ প্রপঞ্চ হইতে তদাশ্রয়রূপ ঈশ্বর নিত্য ভিন্ন। পরাদি
শক্তিব্রহ্মযুক্ত ব্রহ্ম সর্বদা স্বরূপানতিরিক্ত জগজ্জন্মানাদির হেতু;
সুতরাং জগৎ পরমার্থতঃ সত্য, শ্রীকৃষ্ণে নিত্য প্রতিষ্ঠিত। জীব
অণু ও অনেক, ঈশ্বরাধীন কর্তা, মন্তা, বোদ্ধা ও জ্ঞাতা। বিন্দু বিন্দু-রূপে
গুণসকল জীবে নিত্য। চৈতন্যগণ হইলেও জীব আনন্ত্য ধর্মের উপযোগী,
অণু-চৈতন্যত্ব-প্রযুক্ত ঈশ্বরাংশ। ব্রহ্ম-নিঃসৃত বিস্কুলিঙ্গের উপসর্জনস্বরূপ
তদংশ। চিন্তামণি যে রূপ হেমভার প্রসব করিয়া অবিকৃত থাকে,
অনন্ত জীবকে উপসর্জন করিয়া ব্রহ্ম সর্বদা অবিকৃত থাকেন।
সুতরাং জীব ব্রহ্ম হইতে নিত্য ভিন্ন। ব্রহ্মের তটস্থশক্তি-নিঃসৃত
জীব শক্তিমান হইতে অভেদ। সুতরাং ঈশ্বরে ও জীবে অচিন্ত্য-
ভেদাভেদ। অগ্যাগ্য মতে যে রূপ কার্য্য-কারণাদি ভেদাভেদ স্বীকৃত-
সে রূপ নয়। মায়াবাদীর তটস্থ লক্ষণ তাহাতে নাই। অচিন্ত্য-ভেদাভেদের

প্রতীতি নিত্য ভেদ। অহং-বুদ্ধি বিনাশকে মায়াবাদী পুরুষার্থ বলেন। তাহাতে দুঃখহানি ও সুখাপ্তি সিদ্ধ হয় না ; কেবল আত্মনাশ হয়, এইমাত্র। জীবেশ্বরের ভেদমত সর্বশাস্ত্রে সিদ্ধান্তিত আছে। ব্রহ্মাংশ জীব ভগবৎ-বৈমুখ্যক্রমে মায়া নিগৃহীত। সংসঙ্গে ভগবৎ-সামুখ্য হইলে বিশ্বমায়া নিবৃত্তি। সংসঙ্গ-জনিত ভগবৎ-প্রসাদরূপ ভগবৎ সামুখ্য। অবিরত অনুবৃত্তিদ্বারা ভগবানের নিত্য গুণগণের আবরক অবিচ্ছিন্ন নাশ। তদনন্তর ভগবৎ স্বরূপ-আবরক অবিচ্ছিন্ন দূর হইলে তৎসাক্ষাৎকার হয়। কৃপাই একমাত্র তদ্বিশয়ের মূল হেতু। শাস্ত্রে যেগুলি অভেদপর বাক্য আছে, তাহা কেবল ব্রহ্মায়ত্ত্বক বৃত্তি, ব্রহ্মাধীন স্থিতি, ব্রহ্মনিষ্ঠতা ও ব্রহ্ম-ব্যাপ্যতা-বোধক, বস্তুতঃ অভেদ-বোধক নয়। কোন কোনস্থলে স্থানও নতির ঐক্যে ঐক্য-বাক্য এবং কোনস্থলে সকলই ব্রহ্মের শক্তিবিশেষ এবং শক্তি ও শক্তিমানের অভেদ-বিচারে অভেদ বাক্য প্রযুক্ত হইয়াছে এইমাত্র। তাহাতে কিছুমাত্র দোষ নাই। সেইসব কথা অবলম্বন করিয়া নিতান্ত অভেদবাদ স্থাপন করা কেবল অবিচ্ছিন্ন-প্রসাদ মাত্র। কোন কোন বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তী বলেন যে, পরতত্ত্ব পারমার্থ স্বরূপেই সর্বাকার। সুতরাং শঙ্কর-সিদ্ধান্ত ও মধ্ব-সিদ্ধান্ত উভয়কে এক করিয়া মানিলে সর্বশ্রুতির সম্মান হয় এবং ভক্তির হানি হয় না। তাহাতে দোষ এই যে, প্রপঞ্চ ব্রহ্ম হইলে বৈরাগ্যের কারণ থাকে না, মিথ্যা বলিলে বেদ-বিরুদ্ধ হয় ; জীবের প্রতি করুণ গুণেরও কারণ হয় না। এস্থলে ভেদাভেদ-বাদকে দূরে রাখিয়া অচিন্ত্য-ভেদাভেদই স্বীকার্য।

বিচ্ছাদভূষণ মহাশয় অসামান্য বৈদিক ও বৈদান্তিক পাণ্ডিত্য ও অপার ব্রহ্ম-ধীষণার পরিচয় দিয়া এই পাদগুলিতে প্রথমে ভগবত্ত্ব স্থাপনপূর্বক **শ্রীকৃষ্ণেরই সেই ভগবত্ত্ব** দেখাইয়া **শ্রীকৃষ্ণ শুদ্ধ-ভক্তি দ্বারা সর্বার্থসিদ্ধির** বিচার করিয়াছেন। **সেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ** পরম লৌকিকালৌকিক চমৎকার ধর্ম প্রকাশপূর্বক স্ব-সংস্থানে **সর্বোচ্চ গোলোক-ধামস্থিত হইয়াও জগতে অপ্রাকৃত লীলা বিস্তার করেন।** আবার জগৎসৃষ্টির সহিত স্বীয় বিভিন্নাংশ তত্ত্বস্বরূপ দেবগণকে আধিকারিক দাসরূপে সংস্থাপনপূর্বক স্বয়ং স্বেচ্ছাক্রমে শুদ্ধসত্ত্ব স্বপ্রকাশরূপ বিষ্ণু-স্বরূপে পরদেবতা হইয়া জগৎ পালন করেন। **সর্ব বেদ-বেত্তা বিষ্ণুপদই সর্বোপাশ্রয়।** অন্য দেবতাসকলকে যথাযথ সম্মানপূর্বক

শ্রীবিষ্ণুর উপাসনাই সর্বজীবের কর্তব্য দেখাইয়া বিষ্ণুর অনন্তভক্তির বাধক অবিচ্ছিন্নত সর্বদৈবতৈক্যবাদ, ত্রিদৈবৈক্যবাদ, হরি-হরৈক্যবাদ আলোচনা করিয়াছেন। পরে শুদ্ধভক্তি-বিরোধ-ধর্মরূপ কেবলান্নৈকবাদী, অদ্বৈতবাদী, মায়াবাদী নিগূণ-জ্ঞানবাদীদিগের পরস্পর সহায়চারী দুষ্কৃত্য নিরসনপূর্বক অষ্টমপাদে শুদ্ধব্রহ্মের উপাস্ত্ব, শুদ্ধজীবের উপাসকত্ব এবং মোক্ষের স্বরূপ দেখাইয়া শুদ্ধ-ভক্তিবাদ প্রচার করিয়াছেন।”

ভাষ্যকার শ্রীমাদ্ব-গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ী এবং তৎসম্বন্ধে চরম সিদ্ধান্ত ও সঙ্গতি

পরিশেষে বিশেষ নিবেদন এই যে, “সিদ্ধান্তরত্নম্ বা গোবিন্দ-ভাষ্যপীঠকম্”-গ্রন্থকার শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণপাদ গ্রন্থের “আনন্দতীর্থপ্লুতম্” নামক অস্তিম শ্লোকে জানাইয়াছেন,— “শ্রীমদানন্দতীর্থব্যাপ্ত, শ্রীচৈতন্য-সূর্য্য-কিরণোদ্ভাসিত শ্রীহরির প্রীতিরূপ অরবিন্দের মকরন্দ মধ্ব-সিদ্ধান্তাক্রান্তমনা আমার চিত্ত-ভ্রমর পান করুক।” তিনি স্বরচিত ‘প্রমেয়-রত্নাবলী’-গ্রন্থেও “আনন্দতীর্থ-নামা” শ্লোকের দ্বারা হনুমন্তীমাবতার পূর্ণপ্রজ্ঞ শ্রীমদ্ভাষ্যচার্য্যের বন্দনা করিয়াছেন—“সুখময় ধামস্বরূপ আনন্দতীর্থ মধ্বমুনি জয়যুক্ত হউন। পণ্ডিতগণ তাঁহাকে সংসার-সাগর উত্তরণের তরণীস্বরূপ কীর্ত্তন করিয়া থাকেন।” আলোচ্য গ্রন্থের প্রারম্ভিক মঞ্জলাচরণেও তিনি “শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপ মুরারিকে প্রণাম ও শ্রীরূপ-সনাতনকে বন্দনা করিয়াছেন। প্রমেয়-রত্নাবলীতে তাঁহার প্রদর্শিত শ্রীগুরু-পরম্পরা-প্রণালীও বিশেষ প্রণিধান-যোগ্য। ইহাতে স্পষ্টই প্রমাণিত হয়, ভাষ্যকার শ্রীল বিদ্যাভূষণপাদ শ্রীগৌড়ীয়-আনন্দ-ধারায় স্নাত এবং তিনি রূপানুগ গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-চার্য্য-সম্রাট্। মদভীষ্মদেব শ্রীল গুরুপাদপদ্ম ও বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমন্তুক্তিপ্ৰজ্ঞান কেশব গোস্বামিপাদও শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুকে নিম্ন-লিখিত শ্লোকে বন্দনা করিয়াছেন—

শ্রীমধ্ব-সম্প্রদায় শ্রী-চৈতন্য কুলরক্ষকঃ।

বেদান্তাচার্য্য-শার্দূলো বলদেবো মহামতিঃ ॥

শ্রীমধ্ব-সম্প্রদায়ের শ্রী-স্বরূপ শ্রীচৈতন্যদেবের কুল অর্থাৎ গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের রক্ষক বেদান্তাচার্য্য-সিংহ মহামতি শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু জয়যুক্ত হউন।

উপসংহার—দুঃসঙ্গবর্জন ও কৃপা-প্রার্থনা

গৌড়ীয়-বেদান্তাচার্য্য শ্রীল বিদ্যাভূষণপাদের শ্রীকৃপানুগতো সন্দেহ পোষণ-কারিগণের সম্বন্ধে পরমারাধাদেব লিখিয়াছেন—“যাঁহারা শ্রীবলদেবকে কৃপানুগ বলিয়া স্বীকার করিতে কুষ্ঠিত, তাঁহারা প্রকৃতই ভ্রান্ত ও বৈষ্ণব-অপরাধী। তাঁহারা সংসম্প্রদায়ানুগত গুর্বানুগত্য ত্যাগপূর্ব্বক শ্রীবলদেবের নাম উল্লেখ করিতেও সঙ্কোচ বোধ করিতেছেন।”

অতএব ঐরূপ অসংসম্প্রদায়কে সর্ব্বতোভাবে দুঃসঙ্গজ্ঞানে পরিত্যাগ করিতে পারিলেই শ্রীল বলদেব প্রভুর প্রতি বাস্তব শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা হইবে। জগৎ-গুরু শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের “বৈষ্ণব-চরিত্র সর্ব্বদা পবিত্র, যেই নিন্দে হিংসা করি’। ভক্তিবিনোদ না সম্ভাষে তারে, থাকে সদা মৌন ধরি ॥”—এই দুঃসঙ্গবর্জন-নীতি ও আদর্শ যাহাতে মনে-প্রাণে গ্রহণ করিতে পারি এবং ভক্তিবিনোদ-ধারায় অবস্থিত হইয়া শ্রীকৃপ-রঘুনাথের বানী প্রচার করিতে সক্ষম হই, আজ আমরা তজ্জন্য শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু ও শ্রীবলদেবাভিন্নবিগ্রহ শ্রীগুরুপাদপদের অহৈতুকী করুণা ও শুভাশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করি।

শ্রীগোবিন্দ-কৃষ্ণতৃতীয়া-তিথি

প্রহ্মায়, ৩ গোবিন্দ, ৪৮৬ শ্রীগৌরাক্ষ
মঙ্গলবার, ৮ই ফাল্গুন, ১৩৭৯ বঙ্গাব্দ
ইং ২০।২।১৯৭৩

শ্রীল ভক্তিবিনোদ-গৌর-সরস্বতী-

কেশব-কিঙ্করাভিমানী—

(ত্রিদিগ্ভিষ্মু)

শ্রীভক্তিবাদান্ত বামন



প্রকাশকের বক্তব্য

শ্রী ব্রহ্ম-মাধব-গৌড়ীয়-বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের অমিত প্রভাবশালী আচার্য্য-ভাস্কর শ্রী শ্রীল ভক্তিবিনোদ-গৌরকিশোর-সরস্বতী ঠাকুরের মনোহরীক্‌টপূরক, শ্রীগৌরসুন্দরের পরম্পরায় দশমাধ্যস্তন এবং শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি ও তদধীনস্থ সমগ্র ভারতবাসী শাখা গৌড়ীয়মঠসমূহের সংস্থাপক আচার্য্যকেশরী মদীয় পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্ম ও বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তরশত শ্রী শ্রীল ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের অহৈতুকী অনুকম্পা ও প্রেরণায় অল্প শ্রীগৌড়ীয়-বেদান্তাচার্য্য শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণপাদ বিরচিত ‘সিদ্ধান্তরত্নম্ বা শ্রীগোবিন্দ-ভাষ্যপীঠকম্’ গ্রন্থের স্বকৃত-টীপ্পনীযুক্ত সাধারণ তত্ত্বপিপাসু শ্রদ্ধালুজনের বোধগম্য সুন্দর অনুবাদ সহিত এই অভিনব সংস্করণ পাঠক-বর্গের সম্মুখে উপস্থাপিত করিতে গিয়া আমরা আন্তরিক আনন্দ অনুভব করিতেছি।

শ্রীল বিদ্যাভূষণপাদ রচিত এই প্রখ্যাত ‘সিদ্ধান্তরত্নম্ বা গোবিন্দভাষ্য-পীঠকম্’ গ্রন্থখানি দার্শনিক জগতে অত্যাঙ্কল নক্ষত্রবিশেষ। গ্রন্থকার স্বয়ং এই গ্রন্থরত্নের একটি সুসিদ্ধান্তপূর্ণ হৃদয়স্পর্শী টিপ্পনীও রচনা করিয়াছেন এবং ইহার সম্বন্ধে তিনি স্বয়ংই এইরূপ উক্তি করিয়াছেন,—“শ্রীব্রহ্মসূত্রের শ্রীগোবিন্দভাষ্য ও ষট্‌সন্দর্ভাদি গৌড়ীয়-দার্শনিক গ্রন্থরাজির সারস্বরূপ এই গ্রন্থখানি পাঠ করিলে সর্বদর্শন-সিদ্ধান্তের ব্যুৎপত্তি লভ হয়।” এই গ্রন্থের মহত্ত্ব সম্বন্ধে আর অধিক কিছু উল্লেখ করিবার প্রয়োজন মনে করি না। শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির বর্তমান সভাপতি পরিব্রাজকাচার্য্য মদীয় সতীর্থবর ত্রিদিগ্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবাদান্ত বামন মহারাজ “সম্পাদকীয় নিবেদন”এ এই গ্রন্থ এবং গ্রন্থকারের বৈশিষ্ট্য ও পরিচয়াদি সকল গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়া এই সংস্করণের উপযোগিতা সংরক্ষণ করিয়াছেন, আমি পাঠকবর্গকে মূল-গ্রন্থ পাঠ করিবার পূর্বে ঐ সম্পাদকীয় ভূমিকা মনোনিবেশ-পূর্বক পাঠ করিতে অনুরোধ করি। ইহাতে দৃক্‌হ দার্শনিক তত্ত্বে প্রবেশের পথ সুগম হইবে, আমার দৃঢ়বিশ্বাস।

পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল গুরুপাদপদ্ম কঠোর পরিশ্রম এবং অর্থব্যয় করিয়া কলিকাতার সাহিত্য-পরিষদে এবং কাশী, ব্রজমণ্ডল, জয়পুর, বোম্বাই ও ভারতের বিভিন্ন স্থানে প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ গ্রন্থাগারে এই গ্রন্থের প্রতিলিপি অন্বেষণ করিয়াও বিফল-মনোরথ হন। অবশেষে কাশীর ‘সরস্বতী ভবন’ হইতে দেবনাগরী অঙ্করে প্রকাশিত একখানি গ্রন্থ কোনরূপে সংগ্রহ করিয়াছিলেন। শ্রীগৌড়ীয় বেদান্তের নির্দেষ্ঠা শ্রীশ্রীগোবিন্দজীউর অহৈতুকী কৃপায় শ্রীল

গুরুপাদপদ্ম তাঁহার সতীর্থ এবং পরমবান্ধব প্রপূজ্যচরণ **পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদিগ্বিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রোতী মহারাজের** সাহায্যে বাংলা হরফে জীর্ণশীর্ণ এবং আদি-অন্তের কয়েকটি পৃষ্ঠারহিত একখানি গ্রন্থও পরবর্ত্তীকালে সংগ্রহ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। এই সংস্করণের সম্পাদক, প্রকাশক, মুদ্রাকর ও সময়াতির কোন উল্লেখ পাওয়া যায় নাই। তিনি দেবনাগরী সংস্করণের সহিত মিলাইয়া ব্যাকরণ-সম্বন্ধি-ভ্রম-প্রমাদাদি সংশোধন-পূর্ব্বক মূলগ্রন্থে উদ্ধৃত প্রমাণাবলী বেদ-বেদান্ত-স্মৃতি পুরাণাদি আকর গ্রন্থের মূল বাক্যের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া একটি শুদ্ধ সংস্করণ প্রকাশ করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। তজ্জন্য তিনি বাংলা সংস্করণের মধ্যে অনেকস্থলে ঐ সংশোধনাদিও করিয়াছিলেন। কিন্তু ভগবদ্ভিষ্মায় হঠাৎ তিনি নিত্যানীলায় প্রবেশ করায় তাঁহার প্রকটকালে ঐ গ্রন্থ প্রকাশ করা সম্ভবপর হয় নাই। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, তাঁহার প্রকটকালে ঐ গ্রন্থরত্ন প্রকাশিত হইলে ঐ সংস্করণ সমধিক সমাদৃত হইত।

পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল গুরুপাদপদ্মের অপ্রকটের পর তদীয় মনোহরীষ্ট পূরণের উদ্দেশ্যে আমরা ঐ গ্রন্থ প্রকাশ করিবার যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিলাম, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে বহু অনুসন্ধান করিয়াও তাঁহার সংশোধিত ঐ বাংলা সংস্করণখানি পাওয়া যায় নাই। গতবর্ষে শ্রীল গুরুপাদপদ্মের সংস্থাপিত ‘শ্রীগৌড়ীয়-গ্রন্থাগারের’ পুনর্বিদ্যাস-সেবাকার্য্যে নিযুক্ত থাকাকালে বিরাট গ্রন্থারাজির মধ্যে উহা হঠাৎ দৃষ্টিগোচর হওয়ায় আনন্দ ও উৎসাহের সীমা ছিল না। তদুপরি সেই সময় বিদ্বদ্বরেণ্য পরমপূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রোতী মহারাজ আকস্মিকভাবে শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে উপস্থিত হন এবং ঐ গ্রন্থ অবিলম্বে প্রকাশনের জন্য আমাদেরকে প্রভূত উৎসাহ ও প্রেরণা দান করেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি ত্রিদিগ্বিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবাদান্ত উর্দ্ধমস্থী মহারাজ (কাব্য-ব্যাকরণ-বৈষ্ণবদর্শনতীর্থ). ও শ্রীনবযোগেন্দ্র ব্রহ্মচারীর সহায়তায় ঐ গ্রন্থের নানা প্রকারের ব্যাকরণ-ভাষাগত অশুদ্ধি ও মুদ্রাকর-ভ্রম-প্রমাদাদির সংশোধন করিয়া একটি শুদ্ধ পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করাইয়া দেন। তজ্জন্য শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির সেবকগণ তাঁহার নিকট চিরকৃতজ্ঞ।

অপরদিকে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির পরিচালক সমিতির অন্যতম সদস্য বেগমপুর (হুগলী) নিবাসী শ্রীপাদ নারায়ণ চন্দ্র দাসাধিকারী মহোদয় স্বেচ্ছায় গ্রন্থের কাগজের সম্পূর্ণ অর্থানুকূল্যের দ্বারা পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল গুরুপাদপদ্মের এবং সকল সারস্বত বৈষ্ণবগণের মনোহরীষ্ট পূরণে

আমাদিগকে প্রচুর সহায়তা করিয়া সকলের ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন। গোড়ীয় বেদান্তাচার্য্য শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণপাদ, জগদগুরু শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদ ও পরমারাধ্যতম ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল গুরুপাদপদ্ব তঁাহার এই মহৎসেবাকার্য্যের জন্য তঁাহাকে প্রচুর কৃপাশীর্বাদ করিবেন।

এই গ্রন্থ মুদ্রণ এবং প্রকাশন-কার্য্যে বিবিধ প্রকারে সাহায্য এবং সহানুভূতির জন্য সমিতির সাধারণ-সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবাদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবাদান্ত পর্য্যটক মহারাজ, শ্রীপাদ নবযোগেন্দ্র ব্রহ্মচারী, ভক্তিবান্ধব ও শ্রীমান সুবলসখ ব্রহ্মচারী মহোদয়ের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বিশেষ করিয়া এই গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুতি এবং প্রুফ সংশোধনাদি কার্য্যে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবাদান্ত উর্দ্ধমস্থী মহারাজের সেবা-প্রচেষ্টা বিশেষ উল্লেখযোগ্য এবং প্রশংসনীয়। তিনি অসুস্থ অবস্থাতেও বহু ক্লেশ স্বীকার করিয়া এই দায়িত্বপূর্ণ সেবাকার্য্য করিয়াছেন, তজ্জন্য হরি গুরু-বৈষ্ণবের অবশ্যই কৃপালাভ করিবেন।

আমার পূর্ণ বিশ্বাস, এতদেশীয় সাধারণ তত্ত্বপিপাসু শ্রদ্ধালু জনগণ তথা বিদ্বান্গুলী অনেকেই এই গ্রন্থপাঠ করিয়া দর্শনের প্রতিপাত্ত অদ্বয়জ্ঞান পরতত্ত্ব শ্রীগৌরসুন্দরের, তদনুগত গোস্বামীবর্গের এবং বিশেষ করিয়া গোড়ীয়-বেদান্তাচার্য্য শ্রীল জীবগোস্বামিপাদ ও শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণপাদের শ্রুতি-স্মৃতি-বেদান্তাদি নিখিল শাস্ত্রের প্রতিপাদিত দার্শনিক বিচারধারা—বৈদান্তিক বিচারধারা—“অচিন্ত্যভেদাভেদ তত্ত্ব” সহজ সরলভাবে অনুধাবন করিতে পারিবেন।

সর্ব্বশেষে আমার নিবেদন, এই গ্রন্থের মুদ্রণ-কার্য্য অত্যন্ত সময়ের মধ্যে সম্পন্ন হওয়ায়, বিশেষ সাবধান থাকা সত্ত্বেও কিছু কিছু মুদ্রাকর প্রমাদ থাকা সম্ভব। শ্রদ্ধালু পাঠকবর্গ তাহা নিজগুণে সংশোধন করিয়া পাঠ করিবেন। তঁাহারা এই গ্রন্থ আলোচনা করিয়া আমাদের প্রতি প্রচুর আশীর্বাদ করুন—ইহাই প্রার্থনা। অলমতিবিস্তরেণ। —

শ্রীদেবানন্দ গোড়ীয় মঠ
নবদ্বীপ,
শ্রীগুরুপাদপদ্বের আবির্ভাব-
তিথিপূজাবাসর
৮ই ফাল্গুন, ১৩৭৯;
(ইং ২০।২।৭৩)।

পরমারাধ্যতম ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮ শ্রী
শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞানকেশব গোস্বামী
মহারাজের অর্হেতুকী কৃপাপ্রার্থী
তদীয় কিস্করাভাস—ত্রিদণ্ডিভিক্ষু
শ্রীভক্তিবাদান্ত নারায়ণ

পাদ-বিষয়-সূচীপত্রম্

পাদসংখ্যা	পাদনাম	বিষয়ঃ	পৃষ্ঠা
১। প্রথমঃ	পাঞ্চজন্ম-পাদঃ	পরমপুমর্থ-নির্ণয়ঃ	১—১০৩
২। দ্বিতীয়ঃ	কৌমোদকী-পাদঃ	ভগবদৈশ্বর্য-নির্ণয়ঃ	১০৪—১৭০
৩। তৃতীয়ঃ	সুদর্শন-পাদঃ	বিষ্ণোঃ পারম্য- নির্ণয়ঃ	১৭১—২১১
৪। চতুর্থঃ	তান্ময়-পাদঃ	বিষ্ণোঃ সর্ববেদ- বেত্ত্ব-নির্ণয়ঃ	২১২—২৪৫
৫। পঞ্চমো	বামন-পাদঃ	কেবলাদ্বৈত-নিরাসঃ	২৪৬—২৫৬
৬। ষষ্ঠঃ	ত্রিবিক্রম-পাদঃ	বিধাস্তুরেণ কেবলা- দ্বৈত-নিরাসঃ	২৫৭—৩৪৩
৭। সপ্তমো	নন্দক-পাদঃ	কেবলাহুভূতিব্যুদাসঃ	৩৪৪—৩৭১
৮। অষ্টমঃ	পদ্মক-পাদঃ	পুরুষার্থ-নির্ণয়ঃ	৩৭২—৪০১

পরতত্ত্ব-বন্দনা

ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সুরঃ দিবীব চক্ষু-
রাততম্ । তদ্বিপ্রাসো বিপন্যবো জাগৃবাংসঃ সনিংধতে ।
বিষ্ণোর্যং পরমং পদম্ ॥১॥ (ঋগ্বেদঃ)

যং ব্রহ্মা বরুণেন্দ্রকুদ্মরুতঃ স্তত্বন্তি দিব্যৈঃ স্তবৈ-
বেদৈঃ সান্সপদক্রমোপনিষদৈর্গায়ন্তি যং সামগাঃ ।
ধ্যানাবস্থিত-তদগতেন মনসা পশ্যন্তি যং যোগিনো
যস্যান্তং ন বিদুঃ সুরাসুরগণা দেবায় তস্মৈ নমঃ ॥২॥
বদন্তি তং তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্জ্ঞানমদ্বয়ম্ ।

ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবান্নিতি শব্দ্যতে ॥৩॥

জন্মান্তস্য যতোহম্ময়াদিতরতশ্চার্থেষভিজ্ঞঃ স্বরাট
তেনে ব্রহ্ম হৃদা য আদিকবয়ে মুহুন্তি যং সুরয়ঃ ।
তেজো-বারিমুদাং যথা বিনিময়ো যত্র ত্রিসর্গোহমৃষা
ধাম্না স্বেন সদা নিরন্তকুহকং সত্যং পরং ধীমহি ॥৪॥
(শ্রীমদ্ভাগবতম্)

যস্য প্রভা প্রভবতো জগদণ্ডকোটি-

কোটীশেষবস্তুধাদিবিভূতিভিন্নম্ ।

তদ্ব্রহ্ম নিষ্কলমনন্তমশেষভূতং

গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥৫॥ (ব্রহ্মসংহিতা)

যস্য ব্রহ্মেতি সংজ্ঞাং কচিদপি নিগমে যাতি চিন্মাত্রসত্তা-

প্যাংশো যস্যংশকৈঃ স্বের্বিভবতি বশয়নৈব নার্যাং পুমাংশ্চ ।

একং যস্যৈব রূপং বিলসতি পরমব্যোম্নি নারায়ণাখ্যং

স শ্রীকৃষ্ণো বিধতাং স্বয়মিহ ভগবান্ প্রেম তৎপাদভাজাম্ ॥৬॥

(তত্ত্ব-সন্দর্ভঃ)

আমায়ঃ প্রাহ তত্ত্বং হরিমিহ পরমং সর্বশক্তিং রসাক্ষিম্

তদ্ভিন্নাংশাংশ্চ জীবান্ প্রকৃতিকবলিতান্ তদ্বিমুক্তাংশ্চ ভাবাং ।

ভেদাভেদ-প্রকাশং সকলমপি হরেঃ সাধনং শুদ্ধভক্তিম্

সাধ্যং তৎপ্রীতিমেবেতুাপদিশতি জনান্ গৌরচন্দ্রঃ স্বয়ং সঃ ॥৭॥

(দশমূল-নির্যাসঃ)



ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବତ୍ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ-ସମିତି, "ନିଷାଧୁରଣ—କଳାପିଠାଳୟ" ଲେଖକ
ଓ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଶ୍ରୀଜୀନନ୍ଦନେନ ନିଷାଧୁରଣ ପ୍ରାଚୁର

শ্রী শ্রী গুরুগোরাঙ্গে ভষতঃ

সিদ্ধান্তরত্নম্

প্রথমঃ পাদঃ

— :*(*) :*—

বেদান্তথা স্মৃতিগিরো যমচিন্ত্যশক্তিং
সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়কারণমামনন্তি ।
তং শ্যামসুন্দরমবিক্রিয়মাঅমূর্তিং
সর্বেশ্বরং প্রণতিমাত্রবশং ভজামঃ ॥ ১ ॥

যস্য শ্রীমন্মামপীযুষবর্ষেরাসীদ্বিশ্বং ধৃততাপং কিলৈতৎ ।
স্বাবির্ভাবোল্লাসিতানন্দসিন্ধুজীয়াং স শ্রীকৃষ্ণচেতন্যচন্দ্রঃ ॥
সান্দ্রানন্দসন্দি গোবিন্দভাষ্যং জীয়াদেতং দিঙ্কুগান্তীর্ধ্যাসন্তঃ ।
যস্মিন্ সত্ত্বং সংশ্রতে মানবানাং মোহচ্ছেদী জায়তে তত্ত্ববোধঃ ॥
আলস্যাদপ্রবৃত্তিঃ স্যাৎ পুংসাং যৎপ্রত্ববিস্তরে ।
দিদ্বান্তরত্নে সংক্ষিপ্তা টিপ্পনী ত্রিয়তেহত্র তৎ ॥

টীকা—অথ সোহয়ং গোবিন্দৈকান্তী বলদেবাপরাখ্যো বিদ্যাভূষণো ব্রহ্মসূত্রেষু
গোবিন্দ-ভাষ্যাভিধানং বিবরণং নির্মায় তৎপরিপোষায় সিদ্ধান্তরত্নাখ্যং তৎ
পীঠকং নির্মাতুকামঃ শিষ্টাচারপরিপ্রাপ্তঃ সাক্ষাদ্ভগবতোহর্চয়মানস্য শ্রীশ্যাম-
সুন্দরস্য ভজনরূপং মঙ্গলমাত্রতি—বেদান্তথেতি । তং সর্বেশ্বরং বয়ং ভজামঃ
প্রণত্যাদিকয়া ভক্ত্যানুকূলয়া স ইত্যর্থঃ । তং কিং গুণকমিত্যপেক্ষায়ামাহ—

অনুবাদ—বেদ ও স্মৃতিবাক্যসমূহ ঐহাকে অচিন্ত্যশক্তি—
তুর্ঘটকত্বশক্তি ও সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের কারণ বলিয়া সম্যগ্ৰূপে
নির্দেশ করিয়া থাকেন, সেই বিকারশূন্য বিজ্ঞানানন্দঘন-বিগ্রহ সর্বেশ্বর
প্রণতিমাত্রবশযোগ্য শ্যামসুন্দর শ্রীভগবানকে ভজন করি ॥ ১ ॥

গজপতিরনুকম্পাসম্পদা যন্ত সত্ত্বঃ

সমজনি নিরবজ্ঞঃ সান্দ্রমানন্দমুচ্ছন্ ।

নিবসতু মম তস্মিন্ কৃষ্ণচৈতন্যরূপে

মতিরতিমধুরিন্মা দীপ্যमानে মুরারৌ ॥ ২ ॥

যং বেদান্তথা স্মৃতয়ঃ সৃষ্টাদিকারণমামনন্ত্যভ্যাস্তি । তথা সাদৃশ্যনির্দেশ ইতি
শ্রীধরঃ । কথমেবং তত্রাহ—অচিন্ত্যোতি । নহু তথাপি মহৎকার্য্যং কুর্ক্বতস্তস্য
প্রমাদি-লক্ষণো বিকারঃ স্যাতত্রাহ—অবিক্রিয়মিতি । সমঞ্জসমাত্রোণ তৎ কুর্ক্বতো
ন কোহপি তদগন্ধ ইতি ভাবঃ । আত্মা বিজ্ঞানানন্দলক্ষণো মূর্ত্তিরস্ম্যেতি
সুবর্ণপ্রতিমাবদন্তর্ব্বহির্ভেদশূন্যং সান্দ্রানন্দ-বিজ্ঞানমিতি পরমপুমর্থত্বমুক্তম্ ।
তথাভূতস্বাপ্যতসী-পুষ্পবল্লীলবর্ণত্বমাহ—শ্যামেতি । তেন সুধ্যানত্বম্ । প্রণতি-
মাত্রোতি সুখাধাত্ব-স্নিগ্ধত্বঞ্চ । তস্মিন্দীদৃশত্বাবিভানমবিছ্যাতিমিরবিমুক্তদৃষ্টি-
নামেবেতি বোধ্যম্ । ইহ খলু সকলশিষ্টৈকবাক্যতয়াভিমতকর্ম্মারম্ভসময়ে
তৎসমাপ্তিকামা মঙ্গলমাচরন্তি । তত্র যত্নপি মঙ্গলস্য কারণতা নান্বয়ব্যাতিরেক-
গম্যা বিনাপি মঙ্গলং প্রমত্তানুষ্ঠিতসমাপ্তেঃ । ন চ তত্র জন্মান্তরীয় কল্লনম্ :
অন্যোহন্যাশ্রয়াং লোকাবগতকারণেনান্যথাগিদ্বৈশ্চ । নাপি মঙ্গলং সফলম্
অবিগীতশিক্ষাচারবিষয়ত্বাৎ ; ফলসিদ্ধৌ প্রাপ্তিপ্তফলসমাপ্তেস্তদানীম-
পেক্ষিতত্বেন নিয়মেনোপস্থিতত্বাৎ, ফলান্তরস্মাতথাভাবাৎ ফলকল্লনে গৌরবাৎ,
পরিশেষানুমানেন তৎকারণতাগ্রহঃ ব্যভিচারেণ কারণত্বস্যাভাবাৎ উপায়-
সহশ্রেণাপি গ্রহীতুমশক্যত্বাৎ । তথাপি তথাবিধশিক্ষাচারানুমিত-শ্রুতিরেব
মঙ্গলস্যাভিমতহেতুত্বে মানম্ ॥ ১ ॥

টীকা—অথ স্বাভীষ্টে মহাপ্রভে, রসিকানন্দে চ স্বধীপ্রবেশং ততোহর্থয়তে
গজপতিরिति । অত্র গজপতিরূপকলাধীশঃ প্রতাপরুদ্রঃ গোপালদাসখ্যাতঃ
করীন্দ্রশ্চ । নিতানিরবজ্ঞস্তাক্তরাজ্যভিমানঃ ত্যক্তপশুভাবশ্চ । কৃষ্ণচৈতন্যরূপে
শচীসুতায়নি মুরারৌ কৃষ্ণে । পক্ষে পরেশতয়া কৃষ্ণচৈতন্যং নিরূপয়তি তন্মাম-
পূর্ব্বকে স্বপূর্ব্বচতুর্থে চ । শ্লেষোহত্রালঙ্কারঃ ॥ ২ ॥

অনুবাদ—যাঁহার কৃপাসম্পদ্বারা সান্দ্রানন্দপ্রাপ্ত হইয়া (নিবিড়
আনন্দস্বরূপ শ্রীভগবানকে লাভ করিয়া) গজপতি মহারাজ প্রতাপ-
রুদ্রদেব সত্ত্বঃ নির্মল হইয়াছিলেন, মাধুর্যাধিক্যে দীপ্যমান সেই
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপ মুরারিতে আমার মতি অবস্থান করুক ॥ ২ ॥

দেবাভ্যর্থনমন্দরেণ মথিতান্ভক্তীন্দ্রিরাভূদ্ যতঃ
 শ্রীমদ্ভাগবতান্থ্যনির্জরতরুঃ সংসূত্ররত্নোৎকরঃ ।
 দীব্যদ্যুগীতিসুধাংশুকামৃতরুচিজ্ঞানঞ্চ ধন্বন্তরিঃ
 স শ্রীব্যাসমহাম্বুধি বিজয়তে শ্রীতৈ্য সমন্তাং সতাম্ ॥ ৩ ॥
 গোবিন্দাভিধমিন্দ্রিরাশ্রিতপদং হস্তস্বরত্নাদিবৎ
 তত্ত্বং তত্ত্ববিদুত্তমৌ ক্ষিতিতলে যৌ দর্শয়াক্রতুঃ ।
 মায়াবাদমহান্ধকারপটলী সংপুষ্পবন্তৌ সদা
 তৌ শ্রীরূপসনাতনৌ বিরচিতাশ্চর্য্যৌ স্তবর্য্যৌ স্তমঃ ॥ ৪ ॥

অথ নিখিলকুমতবিমর্দকং বাদরায়ণস্য ভগবতো বিজয়মাহ,—দেবেতি ।
 বিকসিতার্থং পঞ্চম্ । জ্ঞানং প্রকৃতিজীবেশ্বরানাং মিথো বিবেকেন বোধঃ ।
 সাক্ষরূপকমেতৎ । রত্নাধিক্যাবির্ভাবোণ্যাস্থধেরাধিক্যাদ্যতিরেকঃ । ভক্তী-
 ন্দ্রিরাদ্যনামভুৎ ক্রিয়াভিসম্বন্ধাৎ তুল্যযোগিতা চাত্রালঙ্কারঃ ॥ ৩ ॥

অথ স্বসিদ্ধান্তদেশিকৌ স্তোতি গোবিন্দেতি । তত্ত্বং পুরুষোত্তমলক্ষণম্ ।
 “তত্ত্বং বাচ্যপ্রভেদে স্যাৎ স্বরূপে পরমাত্মনি” ইতি বিশ্বঃ । অত্র বতিঃ
 সাধুত্বার্থম্ । তদ্বৎ প্রত্যক্ষীভবদिति জ্ঞেয়ম্ । এবং কচিদন্যত্রাপি জ্ঞেয়ম্ ।
 মায়াবাদরূপা যা মহান্ধকারপটলী তস্যা বিনাশায় সংপুষ্পবন্তৌ লাঞ্ছনদোষা-
 ভাব্যং তাপহৃদয়হাৎ শোভমানৌ সহোদিতৌ চন্দ্র-সূর্য্যৌ । (একয়োক্ত্যা
 পুষ্পবন্তৌ দিবাকরনিশাকরৌ ইত্যমরঃ) । ঈদৃশাকারহাৎ বিরচিতৈত্যাদি-
 লক্ষণে ॥ ৪ ॥

দেবতাগণের প্রার্থনারূপ মন্দর পর্বত দ্বারা মথিত হইলে যাঁহা
 হইতে ভক্তিসদৃশী লক্ষ্মী, কল্পতরুর ন্যায় শ্রীমদ্ভাগবত, বেদান্তসূত্ররূপ
 রত্ন, শ্রীহরি-কীর্ত্তনরূপ চন্দ্রামৃত ও জ্ঞানরূপ ধন্বন্তরি সমুদ্ভূত হইয়া-
 ছিলেন, সেই শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়নরূপ মহাসমুদ্র সজ্জনবৃন্দের প্রীত্যর্থ
 সর্বোপরি সুষ্ঠুভাবে জয়যুক্ত হইতেছেন ॥ ৩ ॥

যে দুইজন তত্ত্ববিৎচূড়ামনি এ ক্ষিতিতলে লোকসমূহকে শ্রীলক্ষ্মী-
 (সর্বলক্ষ্মীময়ী শ্রীমতী রাধিকা) সেবিতপদদ্বয় শ্রীগোবিন্দাখ্য-তত্ত্ব
 হস্তস্থিত রত্নতুল্য প্রদর্শন করাইয়াছিলেন এবং যাঁহারা মায়াবাদরূপ
 মহান্ধকাররাশি-বিনাশার্থ শোভমান চন্দ্র-সূর্য্যের ন্যায় একত্র সমুদিত
 হইয়াছিলেন, সেই চমৎকারকারী শ্রীরূপ ও শ্রীসনাতনকে স্তব
 করি ॥ ৪ ॥

ইহ হি সুখদুঃখ-প্রাপ্তি-পরিহারয়োলোকপ্রবৃত্তিদ্ৰুতঃ ।
 তৌ চোপেষুভুতাবুপায়মন্তরা ন সম্ভবেতামতঃ সারাসারবিচারজ্ঞা
 মহর্ষয়স্ত্রোপায়ং প্রকীৰ্ত্তয়ন্তি । তত্র প্রকৃতিপুরুষাবিবেকাদস্ত
 ত্রিবিধদুঃখোৎপাদস্তদ্বিবেকাৎ পুনরনাভিবিবেকনিবৃত্তৌ পুরুষং
 প্রাতি নিবৃত্তাধিকারা প্রকৃতিৰ্ভবতীতি তস্ত ত্রিবিধস্ত দুঃখস্ত প্রধ্বংসঃ
 স্তাৎ । স চ কার্যোহপি নিত্যঃ অভাবরূপত্বাৎ । স এবানন্দা-
 বাপ্তিরিত্যুপচরিতঃ ভাৰাপগমে সুখী সংবৃত্ত ইতিবৎ, ন তু তস্মাৎ
 সাতিরিচ্যত ইতি কপিলঃ ॥ ৫ ॥

ভগবদ্ব্যাসকৃতমীমাংসয়া পরিনিষ্পন্নং পরমার্থতত্ত্বমুপাদিৎসুস্তদন্যকৃতামীমাংসাঃ
 প্রত্যাচিখ্যাসূরবতারয়তি ইহেতি । লোকানাং সুখপ্রাপ্তৌ দুঃখপরিহারে চ
 প্রবৃত্তিরস্তি । কিন্তু তে তত্রোপায়ং ন জানন্তি । তেষাং তৎসিদ্ধয়ে মহর্ষয়স্তং
 বদন্তীত্যর্থঃ । তত্রাদৌ কপিলমতং দর্শয়তি । তত্র প্রকৃতীতি । ত্রিবিধদুঃখেতি ।
 আধ্যাত্মিকমাধিভৌতিকমাধিদৈবিকক্ষেতি ত্রিবিধম্ । আধ্যাত্মিকং দুঃখং
 শারীরং মানসক্ষেতি দ্বিবিধম্ । বাতপিত্তাদিবৈষম্যাহেতুকং শারীরম্ । কাম-
 ক্রোধান্দিকং মানসম্ । এতদ্বয়মাত্তরোপায়সাধ্যত্বাদাধ্যাত্মিকমুক্তম্ । মনুষ্য-
 পশ্বাদিহেতুকমাধিভৌতিকম্ । যক্ষরাক্ষসাত্মাবেশহেতুকমাধিদৈবিকমিতি । ইদং
 দুঃখত্রয়ং প্রকৃতিমূলকং বিবেকাৎ প্রকৃতের্নিবৃত্তৌ বিনশ্চেদেব । যদুপ্যৌষধ-
 কামিনীভুগ্নমন্ত্রোপাসনৈরস্য নিবৃত্তিস্থতাপি দ্রব্বৎ পুনরুৎপত্ততে মূলস্যানিবৃত্তের-
 তস্তদ্বিবেকাভ্যাস এব তদাত্যন্তিকনাশহেতুঃ । স চেতি । ভাবমূলং ঘটাদি-
 কার্যমনিত্যমভাবমূলং ঘটাদিধ্বংসকার্যাস্তু নিত্যং ধ্বংস্য ঘটাদেঃ পুনরনার্ত্তে-
 রিতিভাবঃ । স এব দুঃখধ্বংস এব । তস্মাৎ দুঃখধ্বংসাৎ । সা আনন্দবাপ্তিঃ ।

এ সংসারে সুখপ্রাপ্তি ও দুঃখ-পরিহারে লোকসকলের প্রবৃত্তি দৃষ্ট
 হইয়া থাকে । কিন্তু ঐ সুখপ্রাপ্তি ও দুঃখ-পরিহার উপায়সাধ্য ;
 কারণ, উপায় ব্যতীত উহা সম্ভব হয় না । অতএব সারাসারবিচারবিৎ
 কপিলাদি মহর্ষিবৃন্দ নিজ নিজ দর্শনশাস্ত্রে স্ব স্ব মতানুসারে তাহার
 উপায় কীৰ্ত্তন করিয়াছেন । তন্মধ্যে প্রকৃতিপুরুষের অবিবেকহেতু
 অর্থাৎ পুরুষ হইতে প্রকৃতি ভিন্ন, এই জ্ঞান যে পর্য্যন্ত না জন্মে,
 তদবধি জীবের আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক, আধিদৈবিক, এই ত্রিবিধ
 দুঃখের উৎপত্তি হয় । পুনর্ব্বার প্রকৃতি-পুরুষবিবেকে অনাদি-অবিচার
 নিবৃত্তি হইলে পুরুষের প্রাতি প্রকৃতির যে অধিকার ছিল, তাহার

কপিল ইতি অগ্নিবংশজোহয়ং নিরীশ্বরঃ পঞ্চবিংশতিতত্ত্ববাদী । যন্তু কার্দ্দমিঃ
 কপিলঃ স বাসুদেবঃ ষড়্‌বিংশতিতত্ত্ববাদীতি বোধ্যম্ । তথা চ পাদ্মবাক্যম্—
 “কপিলো বাসুদেবাখ্যঃ সাংখ্যং তত্ত্বং জগাদ হ । ব্রহ্মাদিভ্যশ্চ দেবেভ্যো ভৃগাদি-
 ভ্যন্তথৈব চ ॥ তথৈবাসুরয়ে সর্বং বেদার্থৈরুপবৃংহিতম্ । সর্ববেদবিরুদ্ধঞ্চ
 কপিলোহন্যো জগাদ হ । সাংখ্যমাসুরয়েহন্যস্মৈ কুতর্কপরিবৃংহিতম্ ॥ ইতি ।
 বুদ্ধিরচেতনপরিণামিত্বাৎ ইতি কপিলমতং, তত্ত্ব ন সঙ্গচ্ছতে কৃত্যদৃষ্টভোগা-
 নামিব চৈতন্যস্যাপি সামানাধিকরণ্য প্রতীতেঃ । কৃতিঃ স্বসমানাধিকরণমদৃষ্টং
 জনয়তি, তচ্চ তাদৃশং ভোগং, তদ্বৎ চেতনোহহমিত্যাদিসামানাধিকরণ্য-
 প্রতীতিঃ । বস্তুতস্ত কৰ্ত্তৃভিন্নে চেতনে মানাভাবঃ, চেতনোহহং কৰোমীতি
 প্রতীতেঃ । পরিণামিত্বাৎ চৈতন্যাংশে ভ্রম ইতি চেৎ, কৃত্যাংশে কিং নেষ্টিতে ?
 কৰ্ত্তৃচেতনয়োৰ্ভেদাঙ্গীকারে, সুখদুঃখাভাবাৎ সংসারমোক্ষয়োরনুপপত্তিঃ ।
 অচেতনায়াঃ প্রকৃতেঃ কার্যত্বাৎ বুদ্ধেৰ্চৈতন্যং কার্যাকারণয়োস্তাদাত্ম্যাৎ ইতি
 চেন্ন অসিদ্ধেঃ কৰ্ত্তৃজ্ঞত্বে মানাভাবাৎ বীতরাগজন্মাদর্শনাদনাতিত্বম্ অনাদেৰ্ণা-
 শাসম্ভবান্নিত্যত্বমিতি । অচেতনায়াঃ প্রকৃতের্জগৎস্রষ্টৃৎ সাংখ্যস্মৃতিবেদ-
 বিরুদ্ধত্বাদযুক্ত্যচ্চ নিরন্তেতি জ্ঞেয়ম্ ॥ ৫ ॥

নিবৃত্তি হয়; সুতরাং পূর্বোক্ত ত্রিবিধ দুঃখেরও ধ্বংস হয় । এই
 ধ্বংস কার্য্য হইলেও অগ্ন্যায় কার্য্যের গ্নায় অনিত্য নহে; কারণ উহা
 অভাবস্বরূপ । যাহা অভাবস্বরূপ, তাহার নিত্যত্ব স্বীকার্য্য হইয়া
 থাকে । অতএব দুঃখ ধ্বংসও নিত্য হইতেছে । উপচারবশতঃ
 উহাই আনন্দপ্রাপ্তি । যেরূপ ভারবাহক পুরুষ ভার দূরীভূত হইলে
 আপনাকে সুখী বোধ করে, সেইরূপ দুঃখধ্বংসে জীব নিজেকে সুখী
 অনুভব করিয়া থাকে । ইহাই জীবের মোক্ষ । ইহাই কপিল-
 দর্শনের সংক্ষিপ্ত সারকথা ॥৫॥

পাঠকবর্গস্য সুখবোধায় কপিলমতং সবিস্তারং প্রদর্শিতম্ :—

আত্মানাত্মবিবেকসাক্ষাৎকারাৎ কৰ্ত্তৃত্বাচ্চাখিলাভিমাননিবৃত্ত্যা তৎকার্য্যরাগ-
 দ্বেষধৰ্ম্মাধৰ্ম্মাত্তনুপাদাৎ পূর্বোৎপন্নকৰ্ম্মণাং চাবিচারাগাদিসহকার্য্যুচ্ছেদ-
 রূপদাহেন বিপাকানারম্ভকত্বাৎ প্রারব্ধসমাপ্ত্যানন্তরং পুনর্জন্মাভাবেন ত্রিবিধ-
 দুঃখাত্যন্তনিবৃত্তিরূপো মোক্ষো ভবতীতি । আত্মা তাবৎ সুখদুঃখাত্তনুভবিতা
 অনাত্মা চ প্রকৃত্যাদিজড়বর্গঃ । তয়োরন্যোহন্যবৈধর্ম্ম্যেণ পরিণামিত্বাপরিণামিত্ব-
 রূপেন দোষগুণাত্মকেন হেয়োপাদেয়তয়া পৃথক্‌ত্বেন জ্ঞানং বিবেকঃ । এবং

যথাপ্যন্যোহন্যভেদ-জ্ঞানমেব বিবেকজ্ঞানং তথাপ্যন্যবিশেষ্যকমেব তন্মোক্ষ-
 কারণং ভবতি । নম্বনান্নন্যান্নবুদ্ধিরূপায়া অবিজ্ঞায়াঃ কথমান্নবিশেষ্যকবিবেক-
 জ্ঞাননাশত্বং প্রকারাদিভেদাদিতি চেন্ন তাদৃশাবিজ্ঞায়া অনান্নবিশেষ্যকবিবেক-
 জ্ঞানদ্বারেণান্নবিশেষ্যকবিবেকজ্ঞাননাশত্বাদিতি । যত্ত্ব নিৰ্বিকল্পকমাত্মজ্ঞানমেব
 মোক্ষসাধনমিতি তদসং তস্য বিবেকজ্ঞানদ্বারেণৈব মোক্ষহেতুত্বাৎ সাক্ষাদ-
 বিজ্ঞানিবর্তকত্বাভাবাৎ । অহং গৌরঃ কৰ্ত্তা সুখী দুঃখীত্যাদিজ্ঞানমেব হবিজ্ঞা-
 সংসারানর্থহেতুতয়া প্রসিদ্ধা তস্যাশ্চ নিবর্তকং নাহং গৌর ইত্যাদিরূপং
 বিবেকজ্ঞানমেব ভবতি । সমানে বিষয়ে গ্রাহ্যতাবত্বপ্রকারকগ্রাহ্যতাবজ্ঞানত্বেন
 নৈব বিরোধাৎ । অন্যথা শুক্তির্নিৰ্বিকল্পকস্যাপি ইদং রজতমিতি জ্ঞান-
 বিরোধিত্বাপত্তেঃ । কিঞ্চ যথোক্ত্যভাবজ্ঞানে গ্রাহ্যজ্ঞানবিরোধিত্বস্যাবশ্যকতয়া
 নিৰ্বিকল্পজ্ঞানস্য ভ্রমনিবর্তকত্বং ন পৃথক্ কল্পাতে গৌরবাৎ । ননু যথোক্ত-
 বিবেকজ্ঞানাদপ্যত্যন্তমবিছোচ্ছেদো ন ঘটতে বিবেকজ্ঞানস্যাবিজ্ঞাপ্রতি-
 বন্ধকত্বমাত্রত্বেন বিবেকজ্ঞাননাশোত্তরং পুনরভিমানসম্ভবাৎ শুক্তিরজতাবিবেক-
 দর্শিনোহপি কালান্তরে শুক্তৌ রজতভ্রমবদिति চেৎ মৈবং দৃষ্টান্তবৈষম্যাৎ ।
 শুক্ত্যাदिषু জাতেহপি সাক্ষাৎকারে দূরত্বাদিরূপবিষয়দোষণাৎ পাটলাদিরূপ-
 করণদোষণাৎ চোৎপত্তিসম্ভবেন পুনর্ভ্রমো যুক্তঃ । অনান্নন্যান্নাভিमानেন
 ত্বনাদিবাসনৈব দোষঃ সৰ্ব্বসম্মতঃ জাতমাত্রস্য ভ্রমেনে দোষান্তরানুপলব্ধেঃ ।
 সা মিথ্যাজ্ঞানবাসনা যদা বিবেকখ্যাতিপরম্পরাভ্যনুদৃষ্টবাসনোন্মূলিতা তদৈব
 বিবেকসাক্ষাৎকারনিষ্ঠোচ্যতে । তৎপূর্বমবশ্যং বাসনালেশতো মিথ্যাংশস্য
 কস্যাপ্যন্যনি ভাবাৎ তস্যাং চ বিবেকখ্যাতিনিষ্ঠায়াং জাতায়াং ন পুনরভি-
 মানঃ সম্ভবতি, বাসনাখ্যাদোষাভাবাদিতি তুমহদ্বৈষম্যম্ । যদি তু বুদ্ধিপুরুষ-
 যোরন্যোহন্যপ্রতিবিম্বানাদিকমবিবেককারণং দোষ ইযাতে তদা তু তদোষং
 বাধিত্বৈব বিবেকসাক্ষাৎকার উদিত ইতি ন তস্য পুনর্ভ্রমহেতুত্বং ফলবলেন
 যোগজধর্মাসহকৃতস্যৈব তস্য দোষত্বকল্পনাসম্ভবাদিতি । নম্বৈবমপি বিবেক-
 প্রতিযোগিপদার্থানামানন্ত্যেন প্রাতিষ্মিকরূপৈঃ সৰ্ব্বপদার্থেভ্যো বিবেকগ্রহা-
 সম্ভবাৎ কথং বিবেকখ্যাতেমোক্ষহেতুত্বমিতি চেন্ন ; দৃশ্যত্বপরিণামিত্বাদি-
 সামান্যরূপৈর্বিবেকগ্রহসম্ভবাৎ । তথাহি দ্রষ্টা স্বসাক্ষাৎপ্রকাশেভ্যো ভিন্নঃ
 প্রকাশকত্বাৎ, যো यस্য প্রকাশকঃ স তস্মাৎ ভিন্নঃ যথা ঘটাদালোকো
 বৃত্তিপ্রকাশ্যচ্চ বৃত্তিরিত্যানুমানেনাদাবস্তদৃশ্তেভ্যো বুদ্ধিবৃত্তিতদাকৃতার্থেভ্যো
 বিবেকতো বুদ্ধিসাক্ষী সিধ্যতি । নম্বত্রানুमानেন বুদ্ধিবৃত্তিমাত্রাৎ বিবেকঃ
 সিধ্যতু বুদ্ধিস্তস্য এব সাক্ষাদান্নদৃশ্যত্বাৎ, ন প্রকৃত্যাদিভ্য ইতি চেন্ন বৃত্তীনাম-

জ্ঞাতসত্ত্বাভাবেন হত্বানুমাণে লাঘবাৎ অখিলবৃত্তীনাং দ্রষ্টা বিভুকুটস্থ-
 নির্নৈতিকজ্ঞানস্বরূপতয়ৈব সিধ্যতি; যথা নৈয়ায়িকানাং ক্ষিতিঃ সর্কর্তৃকা
 কার্য্যত্বাদিতানুমাণে লাঘবাৎ কর্ত্তুরেকত্বনিত্যত্বাদিকং তদ্বৎ । তত্র বিভুত্বং
 পরিচ্ছিন্নভিন্নত্বং কুটস্থত্বাদিকত্বঞ্চ পরিণামিভিন্নত্বাদিকমতো বুদ্ধ্যাত্মনো-
 দৃগৃদৃশরূপতো বিবেকগ্রহে সতি তদুত্তরানুমাণেন পরিণামিত্বাপরিণামিত্বাদি-
 রূপৈঃ সামান্যতোহপ্যাত্মান্নবিবেকগ্রহো ঘটত ইতি । অথ কে তে
 প্রকৃত্যাদয়ো যেভ্য আত্মা বিবেচনীয় ইত্যাচ্যতে । “প্রকৃতিবুদ্ধ্যাহঙ্কারো
 তন্মাত্রৈকাদশেন্দ্রিয়ম্ । ভূতানি চেতি সামান্যাং চতুর্বিংশতিরেব তে ॥”
 এতেশ্চৈব ধর্ম্মধর্ম্ম্যভেদেন গুণকর্ম্মসামান্যানামন্তর্ভাবঃ । তত্র প্রকৃতিত্বং সাক্ষাৎ
 পরম্পরয়াখিলবিকারোপাদানত্বং, প্রকৃষ্টা কৃতিঃ পরিণামরূপা অস্যা ইতি
 ব্যুৎপত্তেঃ । “প্রকৃতিঃ শক্তিরজা প্রধানমব্যক্তং তমোমায়ী বিজ্ঞেতাদয়ঃ
 প্রকৃতেঃ পর্যায়াঃ । সা চ সাম্যাবস্থয়োপলক্ষিতং সত্ত্বাদিগুণত্রয়ম্ ; সাম্যাবস্থা
 চ ন্যূনাধিকভাবেনাসংহননাবস্থা অকার্য্যাবস্থেতি যাবৎ ।’ সত্ত্বাদিগুণবতী
 সত্ত্বাচ্যতিরজা প্রকৃতিরিতি ন শঙ্কনীয়ম্ । সত্ত্বাদীনাং প্রকৃতিস্বরূপত্ব-
 হেতুনা প্রকৃতিধর্ম্মত্ব-প্রতিষেধাৎ । তে চ সত্ত্বাদয়ঃ সত্ত্বং রজস্তম ইতি । তেষাং
 বৈষম্যাৎ মহাদিসৃষ্টিঃ । বৈষম্যাৎ চ সজ্জাতীয়াসংবলনেন গুণান্তরব্যাবৃত্ত-প্রকাশ-
 দিফলোপহিতঃ সত্ত্বাদিব্যবহারযোগ্যঃ পরিণাম ইতি । তত্র সত্ত্বং সুখপ্রসাদ-
 প্রকাশাত্মনেকধর্ম্মকং প্রাধান্যতন্ত্ব সুখাত্মকমুচ্যতে । এবং রজোহপি দুঃখ-
 কালুষ্যপ্রবৃত্ত্যাগ্নেনেক-ধর্ম্মকং প্রাধান্যতন্ত্ব দুঃখাত্মকমুচ্যতে । তথা তমোহপি
 মোহাবরণস্তম্ভনাগ্নেনেকধর্ম্মকং প্রাধান্যতন্ত্ব মোহাত্মকমুচ্যতে । ত এব ধর্ম্মা-
 ন্তেষাং লক্ষণানি ভবন্তি । সত্ত্বাদিসংজ্ঞা চান্বর্ত্তা । সতোঃ ভাবঃ সত্ত্বমুত্তমত্বমিতি
 ব্যুৎপত্ত্যা হি ধর্ম্মপ্রাধান্যেনোত্তমং পুরুষোপকরণং সত্ত্বশব্দার্থঃ । মধ্যমং
 চ রজঃ-শব্দার্থো রাগযোগাৎ । অধমং চ তমঃশব্দার্থঃ অধর্ম্মাবরণযোগাৎ ।
 তানি সত্ত্বাদীনি প্রত্যেকমসংখ্যাব্যক্তয়ঃ । প্রকৃতেঃ সকাশাৎ বুদ্ধ্যাখ্যং মহত্ত্বং
 জায়তে । তস্য ধর্ম্মাদিরূপ-প্রকৃষ্টগুণযোগাৎ মহৎ-সংজ্ঞা, তদেব চ লক্ষণম্ ।
 মহান্ বুদ্ধিঃ প্রজ্ঞেতাদয়শ্চ তস্য পর্যায়াঃ । সত্ত্বাংশত্রয়েণ মহতো দেবতা-
 ত্রয়োপাধিত্বাৎ তদবিবেকেন ব্রহ্মবিষ্ণুশিবস্ববচনম্ । ইদমেব-মহত্ত্বমংশতো
 রজস্তমঃসংভেদেন পরিণতং সং ব্যক্তিজীবানামুপাধিরধর্ম্মাদিযুক্তং ক্ষুদ্রমপি
 ভবতি । মহত্ত্বত্বাদহঙ্কার উৎপত্ততে । তস্যাভিমানবৃত্তিকত্বাদহঙ্কারসংজ্ঞা ।
 তস্য চ পর্যায়াঃ কোর্শ্মে প্রোক্তাঃ—“অহঙ্কারোহভিমানশ্চ কর্ত্তা মন্তা চ
 সংস্মৃতঃ । আত্মা চ প্রকুলো জীবো যতঃ সর্বাঃ প্রবৃত্তয়ঃ” ॥ ইতি । স চ

ত্রিবিধঃসাত্ত্বিকো রাজসস্তামসশ্চেতি । সাত্ত্বিকাং মনঃ দেবাশ্চ । রাজসাং ইন্দ্রিয়াণি বুদ্ধিশ্চ, তামসাচ্চ ভূতানি মাত্রাশ্চ জজ্ঞিরে । ননু অচেতনং প্রধানং চেতনানধিষ্ঠিতং মহাদাদিকার্যো ন ব্যাপ্রিয়তে অতঃ কেনচিৎ চেতনাদিষ্টাত্ৰা ভবিতব্যং তথা চ সৰ্বার্থদর্শী পরমেশ্বরঃ স্বীকর্তব্যঃ স্যাদিতি চেৎ তদসঙ্গতম্ । অচেতনস্যাপি প্রধানস্য প্রয়োজনবশেন প্রবৃত্ত্যাপপত্তেঃ । তদুক্তম্—বৎসবিরুদ্ধি-নিমিত্তং ক্ষীরস্য যথা প্রবত্তিরজ্জস্য । পুরুষবিমোক্ষ-নিমিত্তং তথা প্রবত্তিঃ প্রধানস্য ইতি ॥ ইতি । তস্মাদচেতনস্যাপি চেতনানধিষ্ঠিতস্য প্রধানস্য মহাদাদিরূপেণ পরিণামঃ পুরুষার্থপ্রযুক্তঃ প্রধানপুরুষসংযোগনিমিত্তঃ । যথা নির্বাপারস্যাপ্যয়স্ফাত্তস্য সন্নিধানেন লোহস্য ব্যাপারঃ তথা নির্বাপারস্য পুরুষস্য সন্নিধানেন প্রধানব্যাপারো যুজ্যতে । প্রকৃতিপুরুষ-সম্বন্ধশ্চ পঙ্কদ্ববৎ পরস্পরাপেক্ষানিবন্ধনঃ । যথোক্তম্—পুরুষস্য দর্শনার্থং কৈবল্যার্থং তথা প্রধানস্য পঙ্কদ্ববত্ভয়োরপি সম্বন্ধনিবন্ধনঃ সর্গঃ ॥ ইতি । ননু পুরুষার্থ-নিবন্ধনা ভবতু প্রকৃতেঃ প্রবত্তিঃ নিবত্তিস্তু কথমুপপদ্যত ইতি চেচ্চ্যতে যথা ভত্রী দৃষ্টদোষা স্বৈরিণী ভর্তারং পুনর্নোপৈতি যথা বা কৃতপ্রয়োজনা নর্তকী নিবর্ততে তথা প্রকৃতিরপি । যথোক্তম্—রজস্য দর্শয়িত্বা নিবর্ততে নর্তকী যথা নৃত্যাং । পুরুষস্য তথাত্মানং প্রকাশ্য বিনিবর্ততে প্রকৃতিঃ ॥ ইতি ।

সাজ্জ্যাদর্শন মহর্ষি কপিল কর্তৃক প্রণীত । কপিল দুই জন । তন্মধ্যে একজন সত্যযুগে এবং অপরজন ত্রেতাযুগে আবির্ভূত হয়েন । সত্যযুগের কপিল মহর্ষি কর্দ্দম ঋষির পুত্ররূপে মনুর কন্যা দেবহুতির গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন । ইনি ভগবদবতার ও সাজ্জ্যাদর্শনের আদিকর্তা বলিয়া প্রথিত । ইনি যদিও সাজ্জ্যাদর্শন নামে কোন বিশেষ গ্রন্থ প্রণয়ন করেন নাই বটে, কিন্তু ইহার প্রণীত সাজ্জ্যামত শ্রীমদ্ভাগবতাদি গ্রন্থে সুস্পষ্টরূপেই প্রাপ্ত হওয়া যায় । পরে ত্রেতাযুগের অগ্নিবংশজ কপিলমহর্ষি (যিনি সগর রাজার বংশ ধ্বংস করেন), পূর্বোক্ত সাজ্জ্যামত গ্রন্থ নিবদ্ধ করিয়া সাজ্জ্যাদর্শন নামে প্রচার করেন । এই শেষোক্ত সাজ্জ্যাদর্শনখানি প্রথমোক্ত সাজ্জ্যামতেরই সারসঙ্কলন হইলেও উহা হইতে ইহাতে কিছু কিছু বিশেষ পরিলক্ষিত হয় । ঐ বিশেষ অংশ-সকলই ঋতিবিরুদ্ধ । ঋতিবিরুদ্ধ অংশসকল সন্নিবেশিত থাকাতেই প্রচলিত সাজ্জ্যাদর্শনের অনাদর হইয়াছে । সম্যক্ প্রকারে আত্মতত্ত্ব সমালোচিত হওয়াতে জ্ঞানাংশে বেদান্তের সহিত ঐক্য এবং তজ্জন্ম

সাজ্জাদর্শনের উৎকর্ষ হইলেও শ্রুতিবিরুদ্ধ ঈশ্বর-প্রতিষেধাংশরূপ অপরিহার্য্য দোষবশতঃ সাধুসমাজে উহার আদর নাই। পরাশরোপ-পুরাণে লিখিত আছে—“অক্ষপাদপ্রণীত ন্যায়দর্শন, কণাদপ্রণীত বৈশেষিকদর্শন, কপিলপ্রণীত সাজ্জাদর্শন এবং পতঞ্জলিপ্রণীত যোগ-দর্শনের শ্রুতিবিরুদ্ধ অংশসকল শ্রুত্যেকশরণ সাধুগণ কর্তৃক পরিত্যজ্য। শ্রুতিসম্মত বেদার্থবিজ্ঞানরূপ, জৈমিনিপ্রণীত পূর্ব-মীমাংসাদর্শনে ও বেদব্যাসপ্রণীত উত্তরমীমাংসাদর্শনে ঐরূপ হেয়াংশ দৃষ্ট হয় না। শেষোক্ত মহর্ষিদ্বয় শ্রুতিপারগ ছিলেন বলিয়া তাঁহা-দিগের প্রণীত দর্শনদ্বয়ও শ্রুতির অনুগত ও বিশুদ্ধ হইয়াছিল।”

তবে নিরীশ্বর চার্বাকদর্শনাদির ন্যায় সাজ্জাদর্শন বা যোগদর্শন মীমাংসাদর্শনের অত্যন্ত বিরোধী নহে, একরূপও প্রসিদ্ধি আছে। বিষ্ণুপুরাণে উক্ত আছে—“কতকগুলি বিরুদ্ধ মত স্বীকার করিয়া লইয়া সাজ্জাদিশাস্ত্র কথিত হইয়াছে। অমুরবুদ্ধির মোহনার্থই ঐরূপ কৌশল করা হইয়াছে। অতএব শুধীগণ উহাদের হেয়াংশ পরিত্যাগ করিয়া উপাদেয় অংশই গ্রহণ করিবেন।”

পদ্মপুরাণেও লিখিত আছে—“মহাদেব পার্শ্বতীকে বলিতেছেন, দেবি! শ্রবণ কর। আমি অমুরবিমোহন ও প্রলয়ের নিমিত্ত সময়ে সময়ে তামস শাস্ত্রসকল বলিয়া থাকি। শৈব ও পাশুপতাদি শাস্ত্র, সাজ্জাশাস্ত্র, ন্যায়শাস্ত্র বা বৈশেষিক শাস্ত্রসকল উহারই নিদর্শন। ঐসকল শাস্ত্র আমারই শক্তিতে আবিষ্ট হইয়া ব্রহ্মগণ রচনা করিয়াছেন। আমিই বৃহস্পতিদ্বারা অতিগর্হিত নিরীশ্বর চার্বাকদর্শন প্রচার করিয়াছি। ভগবান্ বিষ্ণু যেরূপ বুদ্ধরূপে নগ্ন নীলপটাদি বৌদ্ধশাস্ত্রের প্রচার দ্বারা অমুরবুদ্ধির মোহন করেন, আমিও সেইরূপ কলিতে শঙ্কররূপে বেদার্থের আবরণে সমাবৃত অবৈদিক মায়াবাদ প্রচার করিয়া জগতের বিনাশকার্য্য সাধন করিয়া থাকি। ঐ মায়াবাদশাস্ত্রে আমি কতক-গুলি শ্রুতির লোকনিন্দিত যথাক্রম বিরুদ্ধার্থ আবিষ্কার করিয়া “কর্ম্মকাণ্ডত্যাগের” উপদেশ করিয়াছি এবং উহাতে সর্ব্বকর্ম্মত্যাগেই নৈকর্ম্ম্যসিদ্ধি, পরমাত্মা-জীবাত্ত্বার ঐক্য ও পরব্রহ্মের নিগূর্ণভাব প্রতি-পাদন করিয়াছি। কলিযুগে জগতের নাশই ইহার প্রধান উদ্দেশ্য।”

সাজ্যাদর্শনের সাজ্য্যশব্দটি যোগরূঢ়। তত্ত্বসংখ্যানার্থ ই উহার সাজ্য্যসংজ্ঞা। কেহ কেহ বলেন, যাহাতে সংখ্যা অর্থাৎ 'সম্যক্ বিবেকের' সহিত 'আত্মতত্ত্বকথন' আছে, তাহারই নাম সাজ্য্য। এই অর্থটি মহাভারতে দৃষ্ট হইয়া থাকে।

সাজ্য্যাদর্শনের মতে পঞ্চবিংশতিটি তত্ত্ব। ঐ তত্ত্বসকল যথা,—মূল প্রকৃতি, মহৎ, অহঙ্কার, পঞ্চ তন্মাত্র, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়, উভয়েন্দ্রিয় মন, পঞ্চ মহাভূত ও পুরুষ। এই পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের মধ্যে কোনটি কেবল প্রকৃতি, কোন কোনটি কেবল বিকৃতি, কোন কোনটি প্রকৃতি ও বিকৃতি উভয়, আর কোনটি বা অনুভয়। মূল প্রকৃতি মহত্ত্বের প্রকৃতি অর্থাৎ কারণ এবং উহার আর অন্য প্রকৃতি নাই বলিয়া কেবল প্রকৃতি। মহৎ হইতে পঞ্চ তন্মাত্র পর্য্যন্ত সাতটি একের কারণ ও অন্যের কার্য্য বলিয়া প্রকৃতি-বিকৃতি উভয়াত্মক। ইন্দ্রিয়বর্গ ও পঞ্চভূত ইহার। তত্ত্বাস্তরের কারণ নহে, পরন্তু কার্য্য বলিয়া কেবল বিকৃতি। পুরুষ নিত্য ও অপরিণামী। ইনি কাহারও প্রকৃতি বা কাহারও বিকৃতি নহেন বলিয়া অনুভয়।

মূল প্রকৃতি ত্রিগুণাত্মিকা। সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিনটি গুণের সাম্যাবস্থাই প্রকৃতি। গুণসকল জড় ও পরিণামী। নিখিল জগৎই গুণপরিণাম। সত্ত্বগুণ সুখস্বরূপ, লঘু ও প্রকাশক। উহার বৃত্তি শান্ত্য। রজোগুণ দুঃখস্বরূপ ও উপষ্টম্ভক অর্থাৎ প্রবর্তক। উহার বৃত্তি ঘোরা। তমোগুণ মোহস্বরূপ, গুরু ও আবরক। উহার বৃত্তি মূঢ়া। এই গুণত্রয় পরস্পর বিরুদ্ধভাবাপন্ন হইলেও বায়ু, পিত্ত ও কফ এই তিনটি ধাতুর গায় কার্য্যকালে পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য করিয়া থাকে। জগৎ সত্ত্বাদিগুণত্রয়ের পরিণাম বলিয়া সুখ-দুঃখ-মোহাত্মক হইয়াছে।

সুখ-দুঃখাদি বুদ্ধির ধর্ম্ম — প্রকৃতির ধর্ম্ম ; পুরুষের নহে। জবা-কুসুমের সন্নিধানে শুভ্র স্ফটিকের যেরূপ রক্তবর্ণ প্রতীতি হয়, সেইরূপ প্রকৃতির বা বুদ্ধির ধর্ম্ম সুখ-দুঃখাদির পুরুষে প্রতীতি হইয়া থাকে। বুদ্ধির দুইটি সংজ্ঞা—মহত্তত্ত্ব ও অন্তঃকরণ। বুদ্ধির সংসর্গেই বুদ্ধিগত

সুখ-দুঃখাদি পুরুষে প্রতিবিম্বিত হয়। ঐ প্রতিবিম্বই পুরুষের সংসার।
বুদ্ধির তিনটি অংশ,—পুরুষে প্রকৃতির উপরাগে উৎপন্ন অহং বুদ্ধি,
 প্রকৃতিতে পুরুষের উপরাগে উৎপন্ন ইদংবুদ্ধি, এবং তদুভয়ের উপরাগে
 উৎপন্ন কর্তব্যবুদ্ধি। এই বুদ্ধিত্রয় ভ্রমাত্মক। বিবেক দ্বারাই ঐ
 ভ্রম অপনীত হইতে পারে। ‘পুরুষ’ নিত্য, সত্ত্বাদিগুণশূন্য, চেতন,
 সাক্ষী, উদাসীন, প্রকৃতি হইতে ভিন্ন ও নানা, এবং ‘প্রকৃতি’ অচেতন
 হইয়াও কর্তা, পুরুষের সান্নিধ্যবশতঃই উহার কর্তৃত্ব ইত্যাদি জ্ঞানই
 বিবেক। উক্ত বিবেকের উদয়ে পুরুষকর্তৃক দৃষ্টদোষা প্রকৃতি
 পুরুষকে পরিত্যাগ করেন, তাহাতেই পুরুষের মুক্তি হয়।

আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক, এই ত্রিবিধ দুঃখের
 আত্যন্তিকী নিবৃত্তির নামই মুক্তি। যাহা আত্মা অর্থাৎ শরীর ও
 মনকে অধঃস্থ করিয়া প্রবৃত্ত হয়, তাহারই নাম আধ্যাত্মিক দুঃখ।
 এই দুঃখ দ্বিবিধ; শারীর ও মানস। বাত, পিত্ত ও কফরূপ ধাতু-
ত্রয়ের বৈষম্য হইতে উৎপন্ন রোগ প্রভৃতি যে দুঃখ উৎপাদন করে,
 তাহাকেই শারীর-দুঃখ বলে। আর কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, ভয়,
ঈর্ষা, বিমাদ ও প্রিয় বস্তুর অদর্শনজন্য যে দুঃখ, তাহারই নাম মানস
দুঃখ। যক্ষ, রাক্ষস প্রভৃতি গ্রহাদির আবেশনিবন্ধন দুঃখকে
 আধিদৈবিক দুঃখ কহে এবং মনুষ্য, পশু, পক্ষী প্রভৃতি দ্বারা যে
 দুঃখ হয়, তাহাকে আধিভৌতিক দুঃখ বলে। এই ত্রিবিধ দুঃখই
 প্রকৃতিমূলক; সুতরাং প্রকৃতি-পুরুষ-বিবেকে প্রকৃতির নিবৃত্তি
 হইলেই অর্থাৎ এ সকল প্রকৃতির ধর্ম, আমার নহে, আমি
 গুণময়ী জড়াত্মিকা প্রকৃতি হইতে স্বতন্ত্র, চেতন, উদাসীন পুরুষ—
 এই প্রকার জ্ঞানে ভুক্তভোগা প্রকৃতির প্রতি দোষদৃষ্টি ও বৈরাগ্য
 হইলেই পুরুষে প্রকৃতির অধিকারের নিবৃত্তি হইয়া থাকে। তাহা
 হইলেই দুঃখত্রয়ের নাশ হয়। যদিও ঐষধ ও বনিতাদি দ্বারা
 আধ্যাত্মিক দুঃখের নাশ, মন্ত্রাদি দ্বারা আধিদৈবিক দুঃখের নাশ এবং
 ছর্গাদি দ্বারা আধিভৌতিক দুঃখের নাশ হইতে পারে, কিন্তু তাহাতে
 উহাদের সমূলে বিনাশ হয় না, দক্ষ প্রভৃতি রোগের ন্যায় উহারা
 পুনর্ব্বার উৎপন্ন হইতে পারে; অতএব উহাদের যাহাতে পুনরুৎপত্তি

না হয়, এইরূপ আত্যন্তিক নাশের নিমিত্ত বিবেকের প্রয়োজন। বিবেকোদয়ে প্রকৃতির নিবৃত্তিতে দুঃখেরও আত্যন্তিকী নিবৃত্তি হইয়া থাকে। ইহাই মুক্তি। ভাষাপগমে দুঃখের নাশ ভিন্ন অন্য কোন স্বতন্ত্র সুখের উৎপত্তি না হইলেও ভাববাহক পুরুষ যেক্রপ আপনাকে সুখী বোধ করেন, সেইরূপ মুক্ত ব্যক্তিও আপনাকে দুঃখের নাশেই সুখী বোধ করিয়া থাকেন। ঈদৃশ মুখই মোক্ষানন্দ। ইহাই সাজ্জাদর্শনকর্তা কপিলের মত।

সাজ্জাদর্শনের প্রধান দোষই অচেতন প্রকৃতিকে কর্ত্রী বলিয়া স্বীকার করা। প্রকৃতির কর্তৃত্ব বেদে নাই। বেদে পুরুষেরই কর্তৃত্ব উপদিষ্ট হইয়া থাকে। 'আমি করিতেছি' ইত্যাদি প্রতীতি-হেতু কর্তারই চৈতন্য প্রতীত হইতেছে, অতএব প্রকৃতির কর্তৃত্ব যুক্তিসঙ্গতও নহে। পূর্বোক্ত প্রকৃতিকে চৈতন্যাংশে ভ্রান্তিরূপাও বলা যায় না, অর্থাৎ জড়বুদ্ধিগত কর্তৃত্ব চেতনপুরুষে ভ্রান্তি-বশতঃ আরোপিত, এক্রপও বলা যায় না; কারণ চেতনপুরুষগত কর্তৃত্ব জড়বুদ্ধিতে আরোপিত না বলিয়া জড়বুদ্ধিগত কর্তৃত্বই চেতন-পুরুষে আরোপিত, ঈদৃশী একতরপক্ষপাতিনী যুক্তির মূল কি? তন্মিন্ন পুরুষের কর্তৃত্বের অস্বীকারে একটি মহান দোষ আরোপিত হইতেছে;—চেতনপুরুষ হইতে ভিন্ন অচেতনবুদ্ধিকে নিত্য কর্ত্রী বলিলে পুরুষের মোক্ষাভাব এবং অনিত্য কর্ত্রী বলিলে উহার অসংসারাপত্তি হইতেছে। বিশেষতঃ অচেতন প্রকৃতির প্রথম-পরিণামভূতা বুদ্ধিকে প্রকৃতির কার্য্য বলিয়া অচেতন বলাও সঙ্গত হয় না; যেহেতু অচেতন ও জ্ঞান-কর্ত্তা যুক্তিবিরুদ্ধ। জ্ঞানের পূর্ব সংস্কারের অভাববশতঃ কার্য্যমাত্রই অসিদ্ধ হইয়া পড়ে। অতএব কর্ত্তার চেতনত্বের ন্যায় অনাদিত্বও স্বীকার্য্য হইতেছে। যাহা অনাদি, তাহা অবিনশ্বর। চেতন ব্যতিরেকে জড়ের কার্য্যকারিতা সম্ভব হয় না বলিয়া পুরুষের প্রয়োজকতা স্বীকার করিলে, সাজ্জ্যমত বেদান্তেরই অন্তর্গত হইয়া পড়ে। পুরুষ নিজ শক্তিরূপা মায়াদ্বারা এই বিচিত্র জগৎ রচনা করেন, ইহাই বেদান্তসিদ্ধান্ত।

প্রকৃতিপুরুষবিবেকাভ্যাসবৈরাগ্যপরিপাকাৎ যম-নিয়মাসন-
প্রাণায়াম-প্রত্যাহার-ধারণা-ধ্যান-সম্প্রজ্ঞাত-সমাধি - পূর্ব্বকাৎ
পরেশপ্রসাদজ্ঞাৎ পঞ্চবিধচিত্তবৃত্তিনিরোধাদেব ধর্ম্মমেঘশঙ্ক-
বাচ্যাদসম্প্রজ্ঞাত সমাধেরন্তু তাবিত্তি পতঞ্জলিঃ ॥৬॥ *

অথ পতঞ্জলিমতমাহ প্রকৃতি-পুরুষেতি । যমেত্যষ্টাঙ্গযোগো দর্শিতঃ ।
অহিংসাসত্যাস্তেয়-ব্রহ্মচর্য্যাপরিগ্রহা যমা ইতি, শৌচসন্তোষতপঃ স্বাধ্যায়েশ্বর-
প্রণিধানানি নিয়মা ইতি চ পতঞ্জলেঃ সূত্রম্ । আসনপ্রাণায়ামৌ খ্যাতৌ ।
বিষয়েভ্য ইন্দ্রিয়াণাং বিয়োজনং প্রত্যাহারঃ । নাভিচক্রনাসাদ্রাদৌ নির্ব্বিষয়স্য
চিত্তস্য স্থিরীকরণং ধারণা । ধ্যানং প্রত্যয়েকতানতা । সম্প্রজ্ঞাতেতি ।
বৃত্তিমতি চিত্তে যঃ সমাধিঃ স সম্প্রজ্ঞাতসংজ্ঞঃ পঞ্চবিধেতি । প্রমাণ-বিপর্য্যয়-
সঙ্কল্প-নিদ্রা-স্মৃতয়শ্চিত্তস্য পঞ্চ বৃত্তয়ঃ । ধর্ম্মমেঘেতি । পরমপুমর্থহেতুং ধর্ম্মং
মেহতি সিঞ্চতীতি ধর্ম্মমেঘঃ । সংপ্রখ্যানেহ্যাকুসীদস্য সর্ব্বথা বিবেকখ্যাভে-
ধর্ম্মমেঘঃ সমাধিরিতি পতঞ্জলেঃ সূত্রম্ । সংপ্রখ্যানং তত্ত্বানাং মিথো বিলক্ষণ-
স্বরূপপরিভাবনং তস্মিন্ সত্যপাকুসীদস্য ফলমলিপ্সোঃ প্রত্যয়ান্তরাণামনুদয়েন
সর্ব্বপ্রকারবিবেকখ্যাতেঃ পরিপোষাৎ ধর্ম্মমেঘঃ সমাধির্ভবতি । তত্র চিত্তং
বৃত্তিহীনমুক্তম্ । অস্যেতি পুরুষস্য ॥৬॥

প্রকৃতি-পুরুষ-বিবেকের অভ্যাসদ্বারা বৈরাগ্য জন্মে । ঐ বৈরাগ্য
পরিপক্ব হইলে যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান
ও সম্প্রজ্ঞাত সমাধি, এই অষ্টাঙ্গযোগ অনুষ্ঠান করিতে করিতে
পরমেশ্বরের প্রসাদ অর্থাৎ অনুগ্রহ প্রাপ্ত হওয়া যায় । উহা দ্বারা
পঞ্চবিধ চিত্তবৃত্তি নিরুদ্ধ এবং অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি সিদ্ধ হয় । তাহা
হইলেই সুখপ্রাপ্তি ও দুঃখ পরিহার হইয়া থাকে । ইহাই পতঞ্জলির
মত ॥৬॥

* “পতঞ্জলিনা পঞ্চবিংশতিতত্ত্বানি সাঙ্খ্যোক্তান্যেব স্বীকৃতানি । ষড়্বিংশস্ত
পরমেশ্বরঃ ক্লেশকর্ম্মবিপাকাশ্রয়েরপরামৃষ্টঃ পুরুষঃ স্বেচ্ছয়া নির্মাণকায়মধিষ্ঠায়
লৌকিকবৈদিক-সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তকঃ সংসারাজ্বারে তপ্যমানানাং পুরুষাণামনু-
গ্রাহকশ্চেতি বিশেষঃ । ননু পুঙ্কর-পলাশবন্নির্লেপস্য পুরুষস্য তাপঃ কথমুপ-
পত্ততে যেন পরমেশ্বরোহনুগ্রাহকতয়া কক্ষীক্রিয়তে ইতি চেদুচ্যতে ।
তাপকস্য রাজসঃ সত্ত্বমেব তপ্যং বুদ্ধ্যাব্গনা পরিণমতে ইতি সত্ত্বে পরিতপ্যামানে

তমোবশেন তদভেদাবগাহিপুরুষোহপি তপ্যত ইত্যুচ্যতে । তদুক্তম্—সত্ত্বং তপ্যং বুদ্ধিভাবেন রত্নং ভাবা তে বা রাজসাস্তাপকাস্তে । তপ্যাভেদগ্রাহিণী তামসী যা বৃত্তিস্তয়াং তপ্য ইত্যুক্ত আত্মা । ইতি চিচ্ছক্ত্যপৰপর্যায়্যা ভোক্তৃশক্তিরাত্মা এব পরিণামিন্যর্থো বুদ্ধিতত্ত্বে প্রতিসংক্রান্তে চ প্রতিবিস্মিতে তদ্বৃত্তিমনুভবতীতি বুদ্ধৌ প্রতিবিস্মিতা সা চিচ্ছক্তিবুদ্ধিচ্ছায়াপত্ত্যা বুদ্ধিরত্মানু-কারবতীতি ভাবঃ । তথা শুদ্ধোহপি পুরুষঃ প্রত্যয়ং বৌদ্ধমনুপশ্যতি তমনু-পশ্যন্ততদাত্ম্যাপি তদাত্মক এব প্রতিভাসত ইতি । ইথং তপ্যমানস্য পুরুষস্য বিবেকাভ্যাসবৈরাগ্যপরিপাকপূর্বকেন আদরনৈরন্তর্য্যাদীর্ঘকালানুবন্ধিয়মনিয়মা-দ্যষ্টাঙ্গযোগোত্তষ্ঠানেন পরমেশ্বরপ্রণিধানেন চ জনিতাং পরমেশ্বরপ্রসাদাৎ সত্ত্বপুরুষান্যতাখ্যাতাবনুপপ্লবায়ং জাতায়ামবিদ্যাদয়ঃ পঞ্চক্লেশাঃ সমূলকাষং কষিতা ভবন্তি কুশলাকুশলাশ্চ কৰ্ম্মাশয়াঃ সমূলঘাতং হতা ভবন্তি । ততশ্চ পুরুষস্য নিৰ্লেপস্য প্রমাণাদিপঞ্চবিধচিত্তবৃত্তিনিরোধাদেব অসম্প্রজ্ঞাত-সমাধিরূপেণ কৈবল্যোন্नावস্থানং কৈবল্যমিতি সিদ্ধম্ ।” অস্যা অপি নিরসনং পূর্ববদেব ।

কপিল ও পতঞ্জলির মত প্রায় একই । সাজ্জাদর্শনের মতে মুক্তিতে পরমেশ্বর-প্রসাদের অপেক্ষা নাই, যোগদর্শনের মতে তাহা আছে, ইহাই বিশেষ । তন্নিবন্ধন কেহ কেহ ইহাকে সেশ্বর সাজ্জ্য-দর্শনও বলিয়া থাকেন । অধিকন্তু যোগদর্শনে তদ্বিষয়ে অষ্টাঙ্গযোগের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা উক্ত হইয়াছে । ঐ অষ্টাঙ্গযোগ যথা,— অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য্য ও অপরিগ্রহ, এই গুলির নাম যম । শৌচ, সন্তোষ, তপস্যা, স্বাধ্যায় ও ঈশ্বরপ্রণিধান, এই কয়টির নাম নিয়ম । স্বস্তিক ও পদ্ম প্রভৃতি শরীর সংস্থানবিশেষের নাম আসন । শ্বাসপ্রশ্বাসাত্মক প্রাণের ক্রিয়াবিশেষের নাম প্রাণায়াম । বিষয় হইতে ইন্দ্রিয়সকলের বিয়োজনের নাম প্রত্যাহার । নাভিচক্র ও নাসাগ্র প্রভৃতি স্থান বিশেষে নির্বিষয় চিত্তের স্থিরীকরণের নাম ধারণা । প্রত্যয়েকতানতা অর্থাৎ বিষয়বিশেষে চিত্তের একাগ্রতার নাম ধ্যান । বিষয়ান্তরক্ষুভ্তিবিশিষ্ট চিত্তদ্বারা লব্ধ সমাধির নাম অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি এবং প্রমাণ, বিপর্য্যয়, সঙ্কল্প, নিদ্রা ও স্মৃতি এই পঞ্চবিধ চিত্তবৃত্তির নিরোধে যে সমাধি লাভ হয়, তাহারই নাম

দেহেন্দ্রিয়াদিবিলক্ষণো বিভুরয়মাত্মা নব বিশেষগুণাশ্রয়ন্তু
 দ্রব্যগুণকর্মসামান্যবিশেষসমবায়ানাং সাধর্ম্যবৈধর্ম্যাভ্যাং তত্ত্ব-
 জ্ঞানেন সাক্ষাৎকারাদীধরোপাসনাসহিতান্নবানাং বৈশেষিক-
 গুণানাং প্রাগভাবাসহবর্ত্তিধ্বংসো ভবেৎ স এবানন্দবাপ্তিরিতি-
 কণাদঃ ॥৭॥*

অথ বৈশেষিকমতং দর্শয়তি, দেহেতি । নবেতি । বুদ্ধিসুখদুঃখেচ্ছাদেষ-
 প্রযত্বধর্মাদর্ম্য-ভাবনাখ্যসংস্কারা নব আগ্ননো বিশেষগুণাঃ । প্রাগভাবেতি ।
 যেমাং প্রাগভাবস্তেষামুৎপত্তিরিতি ভাঃ । প্রাগভাবাসহবর্ত্তিতত্ত্ব তদসমান-
 কালীয়ত্বমিতি যাবৎ । এতন্মতে মুক্তে পাষণকল্প আত্মা । তন্নিরসন-
 প্রকারো যথা—বৈশেষিকান্ত্ত্বার্থভূতান্ ঘটপদার্থান্ দ্রব্যগুণকর্মসামান্যবিশেষ-
 সমবায়ানাখ্যানত্যন্তভিন্নান্ ভিন্নলক্ষণানভ্যুপগচ্ছন্তি যথা মনুষ্যোহশ্বঃ শশ ইতি ।
 তথা স্বপ্নাভ্যুপগম্য তদ্বিরুদ্ধং দ্রব্যাদীনত্বং শेषাণামভ্যুপগচ্ছন্তি । তন্মোপ-
 পত্ততেক । কথম্ ?—যথা হি লোকে শশকুশপলাশপ্রভৃतीনামত্যন্তভিন্নানাং সতাং
 নেতরেতরাধীনত্বং ভবতি এবং দ্রব্যাদীনামপ্যত্যন্তভিন্নহাং নৈব দ্রব্যাদীনত্বং
 গুণাদীনাম্ ভবিতুমর্হতি । অথ চ ভবতি দ্রব্যাদীনত্বং গুণাদীনাম্ । ততো
 দ্রব্যভাবে ভাবাং দ্রব্যভাবে চাভাবাং দ্রব্যমেব সংস্থানাदिভেদাদনেকশব্দ-
 প্রত্যয়ভাগ্ ভবতি যথা দেবদত্ত এক এব সন্নবস্থান্তরযোগাদনেকশব্দপ্রত্যয়ভাগ্
 ভবতি তদ্বৎ । তথা সতি সাজ্জ্যসিদ্ধান্তপ্রসঙ্গঃ স্বসিদ্ধান্তবিরোধশ্চাপত্তেয়াতাম্ ।
 নন্থগ্নেরন্যস্যাপি ধূমশ্চাদীনত্বং দৃশ্যতে সত্যম্ । ভেদপ্রতীতেস্ত তত্র অগ্নি-
 ধূময়োৰন্যত্বং নিশ্চীয়তে । ইহ তু গুরঃ কহণো বোহিণী শ্বেনুঃ নীলমুৎপলমিতি-

অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি । এই অসম্প্রজ্ঞাত সমাধিই মুক্তি বা মুক্তির
 সাধক । ইহার সিদ্ধিতেই দুঃখপরিহার হইয়া সুখপ্রাপ্তি বা মুক্তি
 প্রকাশ পায় । এই মতের পরিহারও সাজ্জ্যমত পরিহারের ন্যায়ই
 বুঝিতে হইবে । কারণ, কেবল সাজ্জ্যোক্ত প্রকৃতি-পুরুষের ভেদজ্ঞান-
 দ্বারা যেক্রপ মোক্ষ হইতে পারে না, সেইক্রপ পাতঞ্জলোক্ত অষ্টাঙ্গযোগ-
 দ্বারাও মুক্তি হইতে পারে না । শ্রুতিতে পরমেশ্বরের জ্ঞান ও ধ্যানাদি
 ভক্তির অঙ্গ সকলই মোক্ষসাধক বলিয়া উক্ত হইয়াছে । এ বিষয়ে
 যুক্তিরও অসম্ভাব নাই । ভক্তি ভিন্ন মুক্তি হয় না, ইহা শ্রুতি ও
 যুক্তিদ্বারা স্বমতস্থাপনাবসরে প্রদর্শিত হইবে ।

দ্রব্যস্য বা তস্য তেন তেন বিশেষেণ প্রতীয়মানত্বাৎ নৈব দ্রব্যগুণয়োঃ যি-
 ধ্ময়োঃ রিব ভেদপ্রতীতিরস্তি । তস্মাৎ দ্রব্যাত্মকতা গুণস্য । এতেন কৰ্মসামান্য-
 বিশেষসমবায়ানাং দ্রব্যাত্মকতা ব্যাখ্যাতা । গুণাদীনাং দ্রব্যাদীনত্বং দ্রব্যগুণ-
 যোরযুতসিদ্ধত্বাদিত্যি যজ্ঞাচ্যোত তৎপুনরযুতসিদ্ধত্বমপৃথগ্দেশত্বং বা স্যাৎ
 অপৃথক্কালত্বং বা অপৃথক্স্বভাবত্বং বা ? সৰ্ব্বথাপি নোপপত্ততে । অপৃথগ্-
 দেশত্বে তাবৎ স্বাভ্যুপগমো বিরুদ্ধোত । কথং তন্ত্ৱারকো হি পটঃ তন্ত্ৱ-
 দেশোহভ্যুপগম্যতে ন তু পটদেশঃ । পটস্য তু গুণাঃ গুরুত্বাদয়ঃ পটদেশা
 অভ্যুপগম্যন্তে ন তন্ত্ৱদেশাঃ । তথা চাহর্দ্রব্যানি দ্রব্যান্তর মারভন্তে গুণাঃ
 গুণান্তরমিতি । তন্ত্ৱবো হি কারণদ্রব্যানি কার্যাদ্রব্যং পটমারভন্তে তন্ত্ৱগতাঃ
 গুণাঃ গুরুত্বাদয়ঃ কার্যাদ্রব্যো পটে গুরুত্বাদিগুণান্তরমারভন্ত ইতি হি তেহভ্যুপ-
 গচ্ছন্তি । সোহভ্যুপগমো দ্রব্যগুণয়োঃ পৃথগ্দেশত্বেহভ্যুপগম্যমানে বাধ্যত ।
 অথাপৃথক্কালত্বং অযুতসিদ্ধত্বমুচ্যোত সব্যাদক্ষিণয়োঃ পি গোবিষাণয়োঃ যুত-
 সিদ্ধত্বং প্রসজ্যোত । অথাপৃক্স্বভাবত্বেহযুতসিদ্ধত্বে ন দ্রব্যগুণয়োরাভেদঃ
 সম্ভবতি তস্য তাদান্নো নৈব প্রতীয়মানত্বাৎ । যুতসিদ্ধয়োঃ সম্বন্ধঃ সংযোগো-
 হযুতসিদ্ধয়োস্ত সমবায় ইত্যয়মভ্যুপগমো মৃষেব তেবাং প্রাক্ সিদ্ধস্য কার্য্যাৎ
 কারণস্য যুতসিদ্ধত্বানুপপত্তেঃ । অথান্যতরাপেক্ষ এবায়মভ্যুপগমঃ স্যাদযুত-
 সিদ্ধস্য কার্য্যস্য কারণেন সম্বন্ধঃ সমবায় ইতি । এবমপি প্রাগসিদ্ধ্যালকাত্মকস্য-
 কার্য্যস্য কারণেন সম্বন্ধো নোপপত্ততে দ্বয়ায়ত্ত্বাৎ সম্বন্ধস্য । সিদ্ধং ভূত্বা
 সম্বধ্যোত ইতি চেৎ প্রাক্ কারণসম্বন্ধাৎ কার্য্যস্য সিদ্ধাবভ্যুপগম্যমানায়ামযুত-
 সিদ্ধাভাবাৎ কার্য্যকারণয়োঃ সংযোগবিভাগৌ ন বিদ্যোতে ইতীদমুক্তং দুরুক্তং
 স্যাৎ । যথা চোৎপন্নমাত্রস্যাঃ ক্রিয়স্য কার্য্যাদ্রব্যস্য বিভূতিরাকাশাদিভিঃ দ্রব্যান্তরৈঃ
 সম্বন্ধঃ সংযোগ এবাভ্যুপগম্যতে ন সমবায়ঃ এবং কারণদ্রব্যোণাপি সম্বন্ধঃ সংযোগ

আত্মা বিভূও দেহেন্দ্রিয়াদি হইতে পৃথক্ এবং উহা বুদ্ধি, স্মৃতি,
 ক্রোধ, ইচ্ছা, দ্বেষ, যত্ন, ধৰ্ম্ম, অধৰ্ম্ম ও ভাবনাখ্য সংস্কার, এই নববিধ
 গুণের আশ্রয় । দ্রব্য, গুণ, কৰ্ম্ম, সামান্য, বিশেষ ও সমবায় এই
 সপ্তপদার্থান্তর্গত ষট্ পদার্থের সাধৰ্ম্ম্য বৈধৰ্ম্ম্যদ্বারা পূৰ্ব্বোক্ত আত্মার
 তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয় । পরে উপাসনাদ্বারা তৎসাক্ষাৎকার লাভ
 হইলে উক্ত বৈশেষিক গুণসকলের বৃত্তির একরূপ ধ্বংস হয় যে, উহার
 পুনরুৎপত্তির সম্ভাবনাও থাকে না । এইরূপ গুণবৃত্তিবিনাশই
 আত্যন্তিকী দুঃখনিবৃত্তি বা মুক্তি । ইহাই বৈশেষিক দর্শনের মত ॥৭॥

এব স্যাৎ ন সমবায়ঃ। নাপি সংযোগস্য সমবায়স্য বা সম্বন্ধস্য সম্বন্ধিব্যতিরেক্ণা-
স্তিত্তে কিঞ্চিৎ প্রমাণমস্তু। সম্বন্ধিশব্দপ্রত্যয়ব্যতিরেক্ণে সংযোগসমবায়শব্দ-
প্রত্যয়দর্শনাৎ তয়োরস্তিত্ত্বমিতি চেন্ন একহেহপি স্বরূপবাহুরূপাপেক্ষয়া অনেক-
শব্দপ্রত্যয়দর্শনাৎ। যথৈকোহপি সন্ দেবদত্তো লোকস্বরূপং সম্বন্ধিরূপং
চাপেক্ষ্যানেকশব্দপ্রত্যয়ভাগ্ ভবতি মনুষ্যো ব্রাহ্মণঃ শৌত্রিয়ো বদান্ত্যো
বালো যুবা স্থবিরঃ পিতা পুত্রঃ পৌত্রো ভ্রাতা জামাতেতি। যথা চৈকাপি
সতী রেখা স্থানান্তত্বেন নিবেশ্যমানৈকদশশতসহস্রাদিশব্দ প্রত্যয়ভেদমনুভবতি
তথা সম্বন্ধিনোরিব সম্বন্ধিশব্দ প্রত্যয়ব্যতিরেক্ণে সংযোগসমবায়শব্দপ্রত্যয়াইত্বং
ন ব্যতিরিক্তবস্ত্তিত্ত্বেন ইতু্যপলক্লিলক্ষণপ্রাপ্ত্যানুপলক্কেরভাবো বস্ত্তন্তরস্য নাপি
সম্বন্ধিবিষয়ত্বে সম্বন্ধশব্দপ্রত্যয়য়োঃ সন্ততভাবপ্রসঙ্গঃ স্বরূপবাহুরূপাপেক্ষয়েত্যুক্তো-
ত্তরত্বাৎ। তথাখাত্ত্বমনসামপ্রদেশত্বান্ন সংযোগঃ সন্তবতি প্রদেশবতো দ্রব্যস্য
প্রদেশবতা দ্রব্যান্তরেণ সংযোগদর্শনাৎ। কল্পিতাঃ প্রদেশা অখাত্ত্বমনসাং
ভবিষ্যন্তীতি চেৎ ন অবিদ্যমানার্থস্য কল্পনায়্যাং সর্কার্থসিদ্ধিপ্রসঙ্গাৎ ইয়ানেবা-
বিদ্যমানো বিরুদ্ধোহবিরুদ্ধো বার্থঃ কল্পনীয়ো নাতোহধিক ইতি নিয়মে
হেতুভাবাৎ কল্পনায়্যাশ্চ স্বায়ত্তত্বাৎ প্রভূতত্বসম্ভবাচ্চ। ন চ বৈশেষিকৈঃ
কল্পিতেভ্যঃ ষড়্ভাঃ পদার্থেভ্যোহন্যেহদিকাঃ শতং সহস্রং বার্থা ন কল্পিতব্যা
ইতি নিবারণো হেতুরস্তি তস্মাদ্ যস্মৈ যস্মৈ যদ্ যদ্ রোচতে তত্ত্বং সিধ্যৎ।
কশ্চিৎ কুপালুঃ প্রাণিনাং দুঃখবহুলঃ সংসার এবং মাভূদিতি কল্পয়েৎ কস্তয়ো-
নিবারণকঃ স্যাৎ। কিঞ্চান্যদ্বাভ্যাং পরমণুভ্যাং নিরবয়বভ্যাং সাবয়বস্য
দ্ব্যণুকস্মাকাকশেনৈব সংশ্লেষানুপপত্তিঃ। ন হ্যাকাশস্য পৃথিব্যাदीনাঞ্চ জতু-
কাঠবৎ সংশ্লেষোহস্তি কার্য্যাকারণদ্রব্যয়োরাশ্রিতাশ্রয়ভাবেহন্যথা নোপপদ্যত
ইত্যবশ্যং কল্যাঃ সমবায় ইতি চেৎ ন ইতরেতরাশ্রয়ত্বাৎ। কার্য্যাকারণয়োহি
ভেদসিদ্ধাবাশ্রিতাশ্রয়ভাবসিদ্ধিরাশ্রিতাশ্রয়ভাবসিদ্ধৌ চ তয়োর্ভেদসিদ্ধিঃ কুণ্ড-

* “অথ শ্রুতিঃ শ্রুয়তে,—‘আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো
নিদিধ্যাসিতব্যঃ’—ইতি। অস্যার্থঃ, মুমুক্শুণা আত্মা দ্রষ্টব্যঃ, মুমুক্শোরাত্ম-
ক্ষর্শনমিষ্টসাধনমিতি যাবৎ। আত্মদর্শনোপায়ঃ কঃ? ইত্যত্রাহ,—শ্রোতব্যঃ,
ইত্যাদি। তেন অর্থক্রমেণ শব্দক্রমস্ত্যক্তো ভবতি কার্য্যস্য কারণোত্তর-
ভাবিত্বাৎ, ‘অগ্নিহোত্রং জুহোতি’ ‘যবাণুং পচতি,—ইত্যাদিবৎ; তথাচ
শ্রবণমনননিদিধ্যাসনানি তত্ত্বজ্ঞানজনকানীতু্যক্তং ভবতি। অত্র শ্রুতিতঃ
কৃত্তাত্মশ্রবণস্য মননেহধিকারঃ, মননঞ্চ আত্মন ইতরভিন্নত্বেনানুমানম্। তচ্চ
আত্মা ইতরেভ্যো ভিন্নতে আত্মত্ববত্বাৎ, যদি তরেভ্যো ন ভিন্নতে ন তদাত্মত্ববৎ

वदरवदिति इतरेतराश्रयता स्यात् । न हि कार्या कारणयोर्भेदः आश्रिताश्रय-
भावो वा वेदान्तवादिभिर्भूयःपगम्याते कारणसौव संस्थानमात्रं कार्यमित्या-
पगमात् । किष्काण्यं परमाणूनां परिच्छिन्नत्वात् सावयववाञ्छे स्युः सावयवत्वादनित्या-
श्चेति नित्यत्वनिरवयवत्वाभ्यापगमो बाध्यत । यांस्तु दिग्भेदभेदेनोहवय-
वान् कल्लयसि त एव मम परमाणव इति चेत् न सूक्ष्मसूक्ष्मतारतम्यक्रमेणापरम-
कारणादिनाशोपपत्तेः यथा पृथिवी द्यौकाष्ठपेक्षया सूक्ष्मतया वस्तुतयापि विनश्यति
ततः सूक्ष्मं सूक्ष्मतरं पृथिव्येकजातीयकं विनश्यति ततो द्यौकं तथा परमाण-
वोहपि पृथिव्येकजातीयकत्वात् विनश्येयुः । विनश्यतोहप्यवयवविभागेनैव
विनश्यतीति चेत् नायं दोषः ; यतो ह्यतकाष्ठिविलयनवदपि विनाशोप-
पत्तिमवोचाम । यथा हि ह्यतसुवर्गादीनामविभाज्यामानावयवानामपि अग्निसंयोगात्
द्रवत्वापत्त्या काष्ठिविनाशो भवति एवं परमाणूनामपि परमकारणत्वापत्त्या
मूर्त्यादिविनाशो भविष्यति । तथा कार्यारम्भोहपि नावयवसंयोगेनैव
केवलेन भवति । स्त्रीरज्ज्वादीनां अन्तरेणापि अवयवसंयोगान्तरं दधिहिमादि-
कार्यारम्भदर्शनात् तदेवमसारतरतर्कसंदृक्त्वादौश्वरकारणश्रुतिविरुद्धाच्छ्रुति
प्रवर्गैश्च शिष्टैर्मन्त्रादिभिर्परिग्रहीतत्वादत्यन्तमेवानपेक्षान्तिन् परमाणुकारण-
वादे कार्यार्यैः श्रेयोहर्षिभिरितिदिक् ॥ १ ॥

यथा घटादि, न चायं तथा इतिवत् भेदप्रतियोगीतरज्ज्वा-साध्याम् अभावज्जाने
प्रतियोगिज्ज्वा-स्य हेतुत्वात् । तथाचेतरदेव कियं ?—इत्येतदर्थः पदार्थ-
निरूपणम् । संक्षेपतः पदार्थो द्विविधः (अवाञ्छविभाजकोपाधिद्वयविशिष्टः) ;
—भावः अभावश्च ; भावः षड्विधः—द्रव्यगुणकर्मसामान्यविशेषसमवायभेदात् ।
तत्र द्रव्यगुणकर्मस्थानि जातयः । द्रव्यत्वं संयोगविभागसमवायिकारणताव-
च्छेदकतया, गुणत्वं गुणपदशक्यतावच्छेदकतया, कर्मत्वं चलतीत्यनुगतप्रत्यक्ष-
विषयतया च सिद्धम् । सामान्यत्वादीनि उपाधयः (अथगुणधर्मा इति यावत्) ।
द्रव्याणि नव,—पृथिव्याग्नेजोवाय्वाकाशकालदिगात्मनांसि । आकाशकाल-
वृद्धिद्वयं न्युपाधयः, अन्यानि जातयः । तत्र रूपरसगन्धस्पर्शसंख्यापरिमाण-
पृथक्त्वसंयोगविभागपरत्वापरत्वरूपद्रवत्वसंस्काराश्चतुर्दश गुणाः पृथिव्याम् ।
तत्रैव गन्धं विहाय स्नेहं विनियोज्य चतुर्दश गुणा जलस्य । रूपस्पर्शसंख्या-
परिमाणपृथक्त्वसंयोगविभागपरत्वापरत्वरूपद्रवत्वसंस्कारा एकादश गुणास्तैजसः ।
स्पर्शसंख्यापरिमाणपृथक्त्वसंयोगविभागपरत्वापरत्वरूपद्रवत्वसंस्कारा नव गुणा वायोः ।
शब्दसंख्यापरिमाणपृथक्त्वसंयोगविभागाः पञ्च गुणाः कालदिशोः । संख्या-
परिमाणपृथक्त्वसंयोगविभागवृद्धिसुखदुःखेच्छाद्वेषप्राप्तदुर्धर्माधर्मसंस्काराश्चतुर्दश

গুণা আত্মনঃ । সংখ্যাপরিমাণপৃথক্‌ত্বসংযোগবিভাগপরতাপরত্বসংস্কারা
 অর্কৌ গুণা মনসঃ । জ্ঞানেচ্ছাকৃতিসংখ্যাদিপঞ্চকমর্কৌ গুণা ঈশ্বরস্য ।
 তথাচ, ‘বায়োর্নবৈকাদশ তেজসো গুণাঃ জলক্ষিতিপ্ৰাণভূতাং চতুর্দশ । দিক্-
 কালয়োঃ পঞ্চ ষড়্‌ব চাশ্বরে মহেশ্বরেহর্কৌ মনসন্তুথৈব চ ।’ তত্র পৃথিবী-
 জলতেজোবায়বো দ্বিবিধাঃ, পরমানবঃ সাবয়বাশ্চ । আকাশকালান্নাদিশো
 বিভূরূপাঃ সর্বমূর্ত্তদ্রব্যসংযোগিনঃ । মনঃ পরমাণুরূপম্ । তত্র সাবয়বা
 অনিত্যাঃ, ইतरাণি নিত্যানি । সাবয়বা অপি ত্রিবিধাঃ শরীরেন্দ্রিয়বিষয়-
 ভেদাৎ । মানুষং শরীরং পার্থিবং, জলীয়ং শরীরং বরুণলোকে প্রসিদ্ধং,
 তৈজসং শরীরম্ আদিত্যলোকে, বায়বীয়ং শরীরং বায়ুলোকে । ঘ্রাণেন্দ্রিয়ং
 পার্থিবং, রসনেন্দ্রিয়ং জলীয়ং, চক্ষুরিন্দ্রিয়ং তৈজসং, ত্বগিন্দ্রিয়ং বায়বীয়ং,
 শ্রোত্রেন্দ্রিয়ং কর্ণশঙ্কুলাবচ্ছিন্নমভঃ প্রদেশঃ । এতানি পঞ্চ বহিরিন্দ্রিয়াণি ;
 মনঃ অন্তরিন্দ্রিয়ং, তেন ষড়্‌দ্রিয়াণি । বিষয়াশ্চ শব্দাদিরূপেণ প্রসিদ্ধাঃ ।
 আত্মা চ দ্বিবিধঃ, জীবাত্মা পরমাত্মা চ । তত্র জীবাত্মানঃ প্রতিশরীরং ভিন্নাঃ
 বন্ধমোক্ষযোগ্যাঃ । পরমাত্মা ঈশ্বরঃ । অথ প্রত্যক্ষাপ্রত্যক্ষদ্রব্যানি । পরমাণু-
 দ্ব্যণুকে অপ্রত্যক্ষে । মহদুদ্ভূতরূপং যত্র তানি পৃথিবীজলতেজাংসি প্রত্যক্ষাণি ।
 আত্মা চ প্রত্যক্ষঃ (মানসপ্রত্যক্ষঃ, মানসপ্রত্যক্ষনিক্রুপিত-লৌকিকবিষয়তাপ্রায়
 ইত্যর্থঃ) । বায়ুকাশ কালদিগ্‌মনাংসি তু অপ্রত্যক্ষাণি । বহির্দ্রব্যপ্রত্যক্ষং
 প্রতি মহত্বে সত্যাভূতরূপবত্ত্বং প্রয়োজকম্ । অথ দ্রব্যোৎপত্তিপ্রক্রিয়া । তত্র
 উৎপত্তিঃ কারণবতঃ । অন্যথাসিদ্ধিশূন্যনিয়তপূর্ববর্ত্তি কারণম্ । (অন্যথাসিদ্ধত্বা-
 ভাববিশিষ্টনিয়তপূর্ববর্ত্তি যৎ তদেব কারণমিতি তদর্থঃ ।) তত্ত্বং কারণত্বম্ ।
 ত্রিবিধানি কারণানি ;—সমবায়িকারণাসমবায়িকারণনিমিত্তকারণানি । যৎ
 সমবেতং কার্য্যমুৎপত্ততে তৎ সমবায়িকারণং, যথা পরমাণুদ্ব্যণুকস্য, কপালং
 ঘটস্য । সমবায়িকারণে সপ্তদ্বং কারণম্ অসমবায়িকারণং, যথা পরমাণুদ্বয়-
 সংযোগো দ্ব্যণুকস্য, কপালরূপং ঘটরূপস্য । এতদুভয়ভিন্নং যৎ কারণং তন্নিমি-
 ত্তকারণং, যথা দ্ব্যণুকে ঈশ্বরঃ, ঘটে দণ্ডঃ । এতৎ কারণত্রয়ং ভাবকার্য্যমাত্রস্য ।
 তত্র সমবায়িকারণং দ্রব্যমেব । অসমবায়িকারণং দ্রব্যো গুণঃ (অবয়বসংযো-
 গাদিঃ), গুণে (কার্য্যস্য ঘটাদেগুণে শুক্লরূপাদৌ) গুণঃ (সমবায়িকারণস্য
 কপালাদেগুণঃ শুক্লরূপাদিঃ) কর্ম্ম (ক্রিয়া) চ । কার্য্যমাত্রং প্রতি সাধারণ-
 কারণানি, ঈশ্বরঃ, তজ্‌জ্ঞানেচ্ছাকৃতয়ঃ, প্রাগভাবকালদিগ্‌দৃষ্টানি । তত্র পর-
 মাণুদ্বয়সংযোগাৎ দ্ব্যণুকমুৎপদ্যতে, সংযুক্তদ্ব্যণুকত্রয়াৎ ত্রসরেণুঃ । এবং চতুরণু-
 কাদিকপালান্তম্ । কপালদ্বয়সংযোগেন ঘটো জায়তে । ঘটস্তন্ত্যাবয়বী ।

অথ দ্রব্যে প্রমাণং কথ্যতে । প্রত্যক্ষদ্রব্যে প্রত্যক্ষমেব প্রমাণম্ অতীন্দ্রিয়ে অনুমানম্ । তৎ পক্ষহেতুসাধ্যদৃষ্টান্তজ্ঞানসাধ্যং বিশেষো বক্ষ্যতে । পরমাণু-
 দ্ব্যণুকানুমানং যথা, ত্রসরেণুঃ সাবয়বদ্রব্যারক্কঃ বহিরিন্দ্রিয়বেদ্যদ্রব্যত্বাৎ ।
 বহিরিন্দ্রিয়বেদ্যদ্রব্যং যৎ তৎ সাবয়বদ্রব্যারক্কং যথা, ঘটঃ । অত্র ত্রসরেণুঃ পক্ষঃ,
 সাবয়বদ্রব্যারক্কত্বং সাধ্যং, বহিরিন্দ্রিয়বেদ্যদ্রব্যত্বাদিতি হেতুঃ, ঘটো দৃষ্টান্তঃ ।
 অনেন দ্ব্যণুকঃ পরমাণুশ্চ সিধ্যতি । আকাশবায়ু শব্দেন স্পর্শেন চ অনুমীয়তে ।
 শব্দো দ্রব্যাপ্রিতো গুণত্বাৎ, যথা, ঘটরূপম্ । অনেন (পরিশেষানুমানেন)
 দ্রব্যান্তরব্যাধাৎ (আকাশাৎ অন্যত্র দ্রব্যান্তরে অসম্ভবাৎ) শব্দাশ্রয়ত্বেনাকাশঃ
 সিধ্যতি । পৃথিব্যাদিত্রয়াবৃত্তিরয়ং স্পর্শো দ্রব্যাপ্রিতো গুণত্বাদিত্যানুমানেন
 দ্রব্যান্তরব্যাধাৎ স্পর্শাশ্রয়ত্বেন বায়ুঃ সিধ্যতি । কালে প্রমাণং, যথা, পরত্বাপরত্বে
 দ্বিবিধে কালিকে দৈশিকে চ । পরত্বোৎপত্তিশ্চ বহুতররবিক্রিয়াবিশিষ্ট-
 শরীরজ্ঞানাৎ । তৎ পরত্বং জ্যেষ্ঠত্বম্ অপরত্বং কনিষ্ঠত্বম্ । তদনুমানং, যথা,
 পরত্বজনকং বহুতররবিক্রিয়াবিশিষ্টশরীরজ্ঞানমিদং, (শরীরবিশেষ্যকং দিনাদি-
 রূপরবিক্রিয়াবিশিষ্টজ্ঞানং পক্ষঃ) পরম্পরাসম্বন্ধঘটকসাপেক্ষং, সাক্ষাৎ সম্বন্ধ-
 ভাবে সতি বিশিষ্টজ্ঞানত্বাৎ, লোহিতঃ ক্ষটিক ইতি প্রত্যয়বৎ ; পরম্পরাসম্বন্ধশ্চ
 স্বসমবায়িসংযুক্তসংযোগঃ (স্বা রবিক্রিয়া, তৎ সমবায়ী রবিঃ, তৎ সংযুক্তঃ কালঃ,
 তৎসংযোগঃ অস্মদাদৌ), তেন সম্বন্ধঘটকঃ কালঃ সিধ্যতি । ননু কালস্য
 ভূতভবিষ্যদ্বর্তমানভেদেন বহুত্বাৎ কুত একত্বমিতি চেন্ন, উপাধিভেদেন ভেদ-
 প্রত্যয়াৎ, কালোপাধয়ো রবিক্রিয়াদিক্রুপা ভিন্না এব । এবং দৈশিকপরত্বা-
 পরত্বাভ্যাং দিশঃ সিদ্ধিঃ, তে চ দূরত্বসমীপত্বে । অবধিসাপেক্ষবহুতরসংযোগ-
 বিশিষ্টশরীরজ্ঞানমিদং পরত্বজনকং পরম্পরাসম্বন্ধঘটকসাপেক্ষমিত্যাदि পূর্ববৎ,
 তেন চ দিশঃ সিদ্ধিঃ । (যথা, প্রয়াগাৎ কাশীতো গয়া পরা, গয়াতঃ কাশী
 অপরেতি । অত্রাণ্ডে অবধিঃ কাশী, তদপেক্ষয়া প্রয়াগাবধিক-বহুতর সংযোগ-
 বত্ত্বং গয়ায়াম্ । দ্বিতীয়ে অবধির্গয়া তদপেক্ষয়া প্রয়াগাবধিকাল্লতরসংযোগ-
 বত্ত্বং কাশ্যাম্ । ন চ প্রয়াগপ্রতিযোগিকবহুতরসংযোগো গয়ায়াং, ন বা
 প্রয়াগসংযুক্তদেশীয় : কিন্তু প্রয়াগাবধিকাঃ, কাশ্যপেক্ষয়া বহুতরা যে মধ্যবর্ত্তি-
 দেশসংযোগাস্তদ্বত্ত্বং, তচ্চ ন সাক্ষাৎ, কিন্তু তাবৎসমবায়িসংযুক্তত্বরূপপরম্পরয়েতি
 তাবৎ সমবায়িদিকৃসিদ্ধিঃ । ন চ প্রয়াগসমীপবর্ত্তিণ্যপি তাদৃশ্যাবৎ সংযোগা-
 শ্রয়দিক্ সংযোগস্য সত্ত্বাৎ পরত্বাপত্তিঃ, প্রয়াগাবধিকা যে কাশ্যপেক্ষয়া
 বহুতরাঃ সংযোগাস্তদন্তঃপাতী তদেতদপ্রতিযোগিকসংযোগোহপীতি তৎ প্রতি-
 যোগিকসংযোগস্য তস্মিন্ সাক্ষাৎপরম্পরয়া চানঙ্গীকারাৎ) । ন চাকাশমেব

সম্বন্ধঘটকমাস্তামিতি বাচ্যং, তস্য শব্দাশ্রয়ত্বেনৈব ধর্মিগ্রাহকপ্রমাণসিদ্ধত্বাৎ
(ধর্মিণঃ আকাশস্য গ্রাহকং যৎ প্রমাণং পূর্বোক্তশব্দপক্ষকানুমিতিঃ, শব্দা-
শ্রয়ত্বেন তুল্যাবিভিবেদ্যতয়া তদ্বিষয়ত্বাৎ, তস্য সম্বন্ধঘটকত্বে হিমবত্যাগ্নি-
বিস্কবভূপ্রতীত্যাপত্তিঃ, কালদিশোক্ত যৎ সম্বন্ধঘটকত্বেন সিদ্ধিস্তদ্বিশিষ্টবুদ্ধি-
মাত্রনিয়ামকত্বেনানতিপ্রসঙ্গাৎ) ন রবিক্রিয়াত্বাপনায়কত্বসম্ভবঃ (রবিক্রিয়াত্বাপ-
নীতভানবিষয়ত্বসম্ভবঃ) । অহং সুখীত্যাदिপ্রত্যক্ষমাত্মনি প্রমাণম্ । ঈশ্বরে
চানুমানম্ । যথা, ক্ষিতিঃ সর্কর্তুকা কার্যত্বাৎ (প্রাগভাবপ্রতিযোগিত্ত্বে সতি
ধ্বংসপ্রতিযোগিত্ত্বাৎ) ঘটবৎ । তেন ঈশ্বরস্য তদ্বৃত্তিনিত্যজ্ঞানেচ্ছাকৃতীনাং,
তৎ সার্বভূম্য চ সিদ্ধিঃ । মনসি প্রমাণং, যথা, সুখাদিপ্রত্যক্ষমিन्द्रিয়জন্যং
জন্যপ্রত্যক্ষত্বাৎ ঘটপ্রত্যক্ষবৎ । তথাচেन्द्रিয়ান্তরবোধে মনসঃ সিদ্ধিঃ ।

অথ দ্রব্যনাশপ্রক্রিয়া । দ্রব্যনাশো দ্বিবিধঃ, কচিদসমবায়িকারণনাশাৎ,
কচিৎ সমবায়িকারণনাশাচ্চ । তত্রাত্তো যথা, পরমাণুদ্বয়সংযোগনাশাৎ দ্ব্যণুক-
নাশঃ, দ্বিতীয়ো যথা, কপালনাশাৎ ঘটনাশঃ । ঘটনাশঃ উভয়তঃ (সমবায়ি-
কারণনাশাদসমবায়িকারণনাশাচ্চ) সম্ভবতি । আকাশকালদিগাত্মপরমাণ-
বোহরুত্তয়ঃ, সমবায়শ্চ । পৃথিব্যাदिপঞ্চানাং ভূতত্বং (বহিরিन्द्रিয়গ্রাহ্যবিশেষ-
গুণবত্ত্বং) পৃথিবীজলতেজোবায়ুম্নস্যাং ক্রিয়াবত্ত্বমূর্ত্তত্বে (ক্রিয়া কৰ্ম্ম তদ্বত্ত্বং,
ক্রিয়াবত্ত্বং, তচ্চ মূর্ত্তত্বং, ক্রিয়াসমবায়িকারণতাবচ্ছেদকতয়া সিদ্ধো জাতি-
বিশেষঃ তচ্চ ইতি) । পৃথিব্যপ্তেজোবায়বো দ্রব্যসমবায়িকারণানি । কালস্য
কালিকসম্বন্ধেন সৰ্ব্বাধিকরণত্বম্ । দিশো দৈশিকসম্বন্ধেন সৰ্ব্বাধিকরণত্বম্ ।
ইতি দ্রব্যনিরূপণম্ ।

অথ গুণাঃ কথ্যন্তে— রূপরসগন্ধস্পর্শসংখ্যাপরিমাণপৃথক্ভূত-সংযোগ-
বিভাগ-পরত্বাপরত্ব-বুদ্ধিসুখদুঃখেচ্ছাদেষপ্রযত্নগুরুত্বদ্রবত্বস্নেহসংস্কারধৰ্ম্মাধৰ্ম্মশব-
্দচতুর্বিংশতিগুণাঃ । অত্র রূপত্বাদীনি সৰ্ব্বাণ্যেব জাতয়ঃ । রূপং পৃথিবীজল-
তেজোরুত্তি, তচ্চ গুরুকৃষ্ণনীলপীতরক্তচিত্রাদিভেদেন বহুবিধং পৃথিবীরুত্তি ।
অভাস্বরগুরুরূপং জলরুত্তি । গুরুভাস্বরং তেজোরুত্তি । রসঃ পৃথিবীজলরুত্তিঃ,
তত্র মধুরলবণকটুতিক্তাল্লকষায়ভেদাৎ ষড়্বিধো রসঃ পৃথিব্যাম্ । জলে মধু-
এব রসঃ । গন্ধো দ্বিবিধঃ—সুরভিরসুরভিশ্চ, পৃথিবীমাত্ররুত্তিঃ । স্পর্শঃ
পৃথিব্যাदिচতুষ্কয়রুত্তিঃ । স চ ত্রিবিধঃ—শীত, উষ্ণশ্চ, অনুষ্ণাশীতশ্চ
অনুষ্ণাশীতস্পর্শো বায়ুপৃথিব্যোঃ; জলে শীতঃ, তেজসি উষ্ণঃ । সংখ্যাপরি-
মাণপৃথক্ভূতসংযোগবিভাগা নবদ্রব্যরুত্তয়ঃ । পরত্বাপরত্বে পৃথিবীজলতেজোরু-
ত্তিমান্তরুত্তিনী । বুদ্ধিসুখদুঃখেচ্ছাদেষপ্রযত্নধৰ্ম্মাধৰ্ম্মা আত্মরুত্তয়ঃ । গুরুত্বং পৃথিবী-

জলবৃত্তিঃ। দ্রবত্বং পৃথিবীজলতেজোরত্নিঃ ; তদ্বিবিধং, নৈমিত্তিকং সাংসিদ্ধিকঞ্চ,
 আত্মং পৃথিবীতেজসোঃ ; দ্বিতীয়ং জলে। স্নেহো জলমাত্রবৃত্তিঃ। সংস্কারঃ
 পৃথিবীজলতেজোবায়ুত্মমনোরত্নিঃ। স চ ত্রিবিধঃ,—বেগো, ভাবনা, স্থিতি-
 স্থাপকশ্চ। তত্র বেগঃ পৃথিব্যাদিচতুষ্টয়মনোরত্নিঃ ; দ্বিতীয় আত্মবৃত্তিঃ ;
 তৃতীয়ঃ পৃথিব্যাদিচতুষ্টয়বৃত্তিঃ। শব্দো দ্বিবিধঃ,—ধ্বন্যধ্বকঃ, বর্ণাত্মকশ্চ,
 আকাশমাত্রবৃত্তিঃ। রূপরসগন্ধস্পর্শস্নেহসাংসিদ্ধিকদ্রবত্বশব্দবুদ্ধিসুখত্বং তেচ্ছাদেয়-
 প্রযত্বধর্মাদ্বৈতভাবনা বিশেষগুণাঃ। তথাচোক্তম্। “রূপং গন্ধো রসঃ স্পর্শঃ
 স্নেহঃ সাংসিদ্ধিকো দ্রবঃ। বুদ্ধ্যাদির্ভাবনান্তশ্চ শব্দো বৈশেষিকো গুণঃ।”
 সংখ্যাপরিমাণপৃথক্—সংযোগবিভাগগুরুত্বনৈমিত্তিকদ্রবত্ববেগস্থিতিস্থাপকাঃ
 সামান্যগুণাঃ। অথ নিত্যগুণাঃ,—জলতেজোবায়ুপরমাণুনাং বিশেষগুণাঃ
 পরমাণুবৃত্তিস্থিতিস্থাপকশ্চ, বিভূনাং পরমাণুনাঞ্চ একত্বপরিমাণপৃথক্স্থানি,
 ঈশ্বরেচ্ছাজ্ঞানকৃতয়শ্চ নিত্যগুণাঃ। অথাপ্রত্যক্ষগুণাঃ—গুরুত্বধর্মাদ্বৈতভাবনা-
 স্থিতিস্থাপকাঃ, পরমাণুদ্ব্যণুকবৃত্তিগুণাঃ, অতীন্দ্রিয়বৃত্তিসামান্যগুণাঃ, ত্রসরেণোঃ
 রূপং বিহায় অন্যে গুণাঃ অতীন্দ্রিয়াঃ রূপরসগন্ধস্পর্শস্নেহপ্রত্যক্ষে মহদ্বৃত্তিহে-
 সতি উদ্ভূতত্বং প্রযোজকম্। সামান্যগুণপ্রত্যক্ষে তু আশ্রয়প্রত্যক্ষে, বুদ্ধিপ্রত্যক্ষে
 স্ববৃত্তিবিশিষ্টজ্ঞানত্বং, সুখাদিপ্রত্যক্ষে স্ববৃত্তিসুখত্বাদিকমেব (প্রযোজকমিত্যর্থঃ)।
 অন্ত্যাত্মশব্দো বিহায় সর্বঃ শব্দঃ প্রত্যক্ষঃ। অথ গুণোৎপত্তিপ্রক্রিয়া,—অবয়ব-
 র্হাদ্বিশেষগুণাঃ অবয়বিনি স্বসমানজাতীয়গুণান্ (স্ববৃত্তিরূপাদিব্যাপ্য জাতি-
 ক্ষতো গুণান্) আরভন্তে। পৃথিবীবিশেষগুণাঃ পাকজাঃ, তে দ্বিবিধাঃ—
 পাকপ্রযোজ্যাঃ, পাকজন্যাশ্চ, কারণগুণপ্রক্রমজন্যাঃ পাকপ্রযোজ্যাঃ, অগ্নি-
 সংযোগজন্যাঃ দ্বিতীয়াঃ ; “শ্যামঘটে অগ্নিসংযোগেন শ্যামরূপনাশানন্তরং
 ঘটে রক্তং রূপমুৎপद्यতে” ইতি নৈয়ায়িকমতম্। “অগ্নিসংযোগেন পরমাণৌ
 পাকে সতি পরমাণুসু রক্তরূপমুৎপद्यতে” ইতি বৈশেষিকমতম্। কপালং
 নীলমেকম্, একঞ্চ পীতং যদি, তদা ঘটে চিত্ররূপমুৎপद्यতে। রসাদাবেবং
 সতি অবয়বিনি রসো ন জায়তে, চিত্ররসাত্ত্বস্বীকারাৎ। গুরুত্বস্থিতিস্থাপকয়েশ্চ
 কারণগুণপ্রক্রমজন্যতা। দ্বিত্বাদয়োহপেক্ষাবুদ্ধিজন্মাঃ (নার্নৈকত্বাবগাহিনী বুদ্ধি-
 রপেক্ষাবুদ্ধিঃ)। পরিমাণং চতুর্বিধম্—অণুঃ, মহৎ, হ্রস্বং, দীর্ঘঞ্চ। কারণগুণ-
 প্রক্রমজন্যং স্বাবয়ববহুত্বং মহত্ত্বজনকং, যথা ত্রসরেণূনাম্ ; অবয়বানাং শিথিলঃ
 (কিঞ্চিদবয়বানবচ্ছিন্নত্বং শিথিলত্বং, বস্তুতঃ শিথিলত্বং জাতিবিশেষঃ)। সংযোগঃ
 প্রচক্ষৌহপি তজ্জনকঃ, যথা তূল্য পরিমাণম্। পৃথক্—কারণগুণপ্রক্রমজন্যম্।
 ননু তজ্জ কিং পরিমাণম্। ঘটাত্মকঃ পটঃ পৃথগ্স্থিতি প্রত্যক্ষম্। তন্ম্যান্যোন্ত্যাব-

বিষয়কুহুমিতি চেম্ । অন্যান্যভাবপ্রত্যক্ষে প্রতিযোগ্যনুযোগিনোঃ সমান-
 বিভক্তিকল্পনয়মাং । যথা ঘটো ন পট ইতি । অন্যান্যভাবস্য পৃথক্ভূতরূপত্বে
 ঘটং পটো নেত্যপি প্রয়োগাপত্তেঃ । ন চৈবং ঘটাদন্ত্যঃ পট ইত্যত্র কথমন্যো-
 ন্যভাবপ্রতীতিরिति বাচ্যম্, অন্যত্বস্যপি পৃথক্ভূতরূপত্বাৎ । সংযোগস্ত্রিবিধঃ,
 অন্যতরকৰ্ম্মজঃ, উভয়কৰ্ম্মজঃ, সংযোগজশ্চ । আত্মো যথা, মনঃকৰ্ম্মণা আত্ম-
 মনসোঃ সংযোগঃ । দ্বিতীয়ো যথা, মেঘয়োঃ কৰ্ম্মণা তয়োঃ সংযোগঃ ।
 তৃতীয়ো যথা, কারণাকারণসংযোগাৎ কার্য্যাকার্য্যসংযোগঃ, যথা, হস্ততরু-
 সংযোগাৎ কায়তরুসংযোগঃ । বিভাগোহপি ত্রিবিধঃ,—অন্যতরকৰ্ম্মজঃ, উভয়-
 কৰ্ম্মজঃ, বিভাগজশ্চ । আত্মো যথা, মনঃকৰ্ম্মণা আত্মমনসোৰ্বিভাগঃ । দ্বিতীয়ো
 যথা, মেঘয়োঃ কৰ্ম্মণা তয়োৰ্বিভাগঃ বিভাগজবিভাগো দ্বিবিধঃ, কারণমাত্র-
 বিভাগজঃ, কারণাকারণবিভাগজশ্চ । আত্মো যথা, কপালস্ত্র্যাকাশাদিদেশা-
 দ্বিভাগজো বিভাগঃ । ন চ বিভাগঃ স্হোৎপত্ত্যান্তরমেব বিভাগজবিভাগঃ
 জনয়তীতি বাচ্যং, দ্রব্যনাশসংস্কৃতস্যৈব তস্য তজ্জনকত্বাৎ । তত্র দ্রব্যস্য প্রতি-
 বন্ধকত্বে সতি তদসম্ভবাৎ । ন চ কৰ্ম্মৈব একদা কপালদ্বয়বিভাগমাকাশ-
 কপালবিভাগঞ্চ জনয়ত্বিতি বাচ্যম্ । যদ্ দ্রব্যানারম্ভকসংযোগবিরোধিনং
 বিভাগমারভতে ন তৎ দ্রব্যারম্ভকসংযোগবিরোধিনম্ ; অন্যথা বিকসংকমল
 কুটুমলদলকৰ্ম্মণ্যতিব্যাপ্তিঃ (বিকসংকমলকুটুমলভঙ্গ এব বিপক্ষবোধকস্তুৰ্কঃ ।
 ইদঞ্চ বৈশেষিকমতম্ । নৈয়ায়িকান্নায়ে তু কৰ্ম্মণো বৈলক্ষণ্যেন দলকৰ্ম্মণোহ-
 তথাহেহপি কপালকৰ্ম্মণস্তথাহে বাধকাভাবাং কারণমাত্রবিভাগজবিভাগাস্বী-
 কারাৎ । কপালকৰ্ম্মদ্রব্যানারম্ভকসংযোগবিরোধিবিভাগাজনকং দ্রব্যারম্ভক
 সংযোগবিরোধিবিভাগজনকত্বাদিতি ব্যতিরেকানুমানেন চ বৈজাত্যমুপাধিরिति
 রহস্যম্) । ন চ সংযোগেহপ্যেবমস্তু তত্রাবিরোধাৎ । দ্বিতীয়স্ত কারণ-
 কারণবিভাগাৎ কার্য্যাকার্য্যবিভাগঃ, যথা করতরুবিভাগাৎ কায়তরুবিভাগঃ ।
 পরস্পরত্বোৎপত্তিঃ কালপ্রকরণে উক্তা । বুদ্ধিজ্ঞানং ; তদ্বিবিধং, স্মরণ-
 মনুভবশ্চ । স্মরণমপি দ্বিবিধং, যথার্থমযথার্থঞ্চ । তদ্বতি তৎপ্রকারকত্বং
 যথার্থত্বম্ । (বিশেষ্যত্বং সপ্তম্যর্থঃ, তস্য চ নিরূপিতত্বসংসর্গেণ তৎপ্রকারকত্বে-
 হনয়ঃ, তথা চ তদ্বিশেষ্যতানিরূপিততন্নিষ্ঠপ্রকারতানিরূপকত্বং জ্ঞানেচ্ছাকৃতি-
 নিষ্ঠং যথার্থত্বম্) । তদভাববতি তৎপ্রকারকত্বমযথার্থত্বম্ । পূর্ব্বানুভবঃ
 সংস্কারদ্বারা স্মরণং জনয়তি । তত্র পূর্ব্বানুভবস্য যথার্থত্বাযথার্থত্বাভ্যাং স্মরণমপি
 উভয়রূপং ভবতি । অনুভবো দ্বিবিধঃ, প্রমা অযথার্থশ্চ তত্র প্রমা চতুর্বিধা ।
 সা বক্ষ্যতে । অযথার্থজ্ঞানং চতুর্বিধং, সংশয়ো বিপর্য্যয়ঃ স্বপ্নোহনধ্যবসায়শ্চেতি ।

সংশয়ো যথা, সমানধর্মবদধর্মিজ্ঞানবিশেষাদর্শনকোটিদ্বয়স্মরণরয়ং স্থাপূর্ব্বা
 পুরুষো বেতি জ্ঞানং জন্মতে, স এব সংশয়ঃ । বিপর্যায়স্ত সমানধর্মবদধর্মিজ্ঞান-
 বিশেষাদর্শনৈককোটিস্মরণঃ শুদ্ধাবিদং জতমিতি জ্ঞানং জন্মতে । তত্র গুরুমতে
 ইদমিত্যানুভবাত্মকং জ্ঞানং রজতমিতি স্মরণাত্মকং ; তেন গ্রহণস্মরণাত্মকং জ্ঞান-
 দ্বয়ং, ন তু রজতত্ববিশিষ্টজ্ঞানমিদং অন্যস্যান্যথাভানসামগ্র্যভাবাৎ । প্রবৃত্তিশ্চ
 স্বতন্ত্রোপস্থিতেষ্ঠভেদাগ্রহাৎ । নৈয়ায়িকমতে প্রবর্ত্তকং বিশিষ্টজ্ঞানং তেন
 ভ্রমঃ সিধ্যতি । স্বপ্নস্ত অনুভূতপদার্থস্মরণৈরদৃষ্টেন ধাতুদোষেণ চ জন্মতে ।
 অনধ্যবসায়শ্চ কিঞ্চিদিতি জ্ঞানং বিশেষাদর্শনান্দ্রবতি । অত্র যদি ‘অয়ং নির্ব্বাক্তিঃ
 স্যাৎ তদা নির্ধূমঃ স্যাৎ’ ইতি তর্কো বিপর্যায়মধ্যে বোধ্যঃ । তত্র নৈয়ায়িকমতে
 স্বপ্নানধ্যবসায়ৌ বিপর্যায়মধ্যে প্রবিষ্টৌ । তেন তন্মতে অযথার্থজ্ঞানং দ্বিবিধং,
 —সংশয়ো বিপর্যায়শ্চেতি । সুখং ধর্ম্মজন্মং ; দুঃখমধর্ম্মজন্মং । ইচ্ছা ইষ্ট-
 সাধনতাজ্ঞানজন্মা । দ্বেষোহনিষ্টসাধনত্বজ্ঞানজন্মঃ । কৃতিহ্রিবিধা,—জীবনযোনি-
 যত্নরূপা, প্রবৃত্তিঃ, নিবৃত্তিশ্চ । আত্মা জীবনাদৃষ্টজন্মা । দ্বিতীয়া ইচ্ছাজন্মা ।
 তৃতীয়া দ্বেষজন্মা । ধর্ম্মঃ শ্রুতিবিহিতকর্ম্মজন্মঃ । অধর্ম্মঃ শ্রুতিবিরুদ্ধাচারজন্মঃ ।
 বেদাখ্যাঃ সংস্কারঃ, আচ্যক্রিয়াজন্মঃ দ্বিতীয়াদিক্রিয়াজনকঃ, যথা বেগেন
 বাণশলতীতি । ভাবনাখ্যাঃ সংস্কারো বিশিষ্টজ্ঞানজন্মঃ, স্থিতিস্থাপকখ্যাঃ
 সংস্কারঃ কারণগুণপ্রক্রমজন্মঃ । গুরুত্বং কারণগুণপ্রক্রমজন্মং । নৈমিত্তিকং
 হ্রস্বং জতুঘৃতক্রতসুবর্ণাদীনামগ্নিসংযোগজন্মং । স্নেহঃ কারণগুণপ্রক্রমজন্মঃ ।

শব্দদ্বিবিধঃ,—সংযোগঃ, বিভাগজঃ শব্দজশ্চ ; আত্মো ভেদীদণ্ডসংযোগজন্মঃ,
 দ্বিতীয়ো বংশাদিদলদ্বয়বিভাগজন্মঃ, তৃতীয়স্ত সংযোগেন বিভাগেন চ আত্মে শব্দে
 ভ্রমিতে তেন শব্দেন নিমিত্তবায়ুসহকৃतेन বীচিতরঙ্গন্যায়েন কদম্বগোলকন্যায়েন
 বা জন্মত ইতি গুণনিক্রপণম্ । উৎক্ষেপণাবক্ষেপণাকুঞ্চনপ্রসারণগমনানি পঞ্চ
 কর্ম্মাণি । উৎক্ষেপণত্বাদানি জাতয়ঃ । পৃথিবীজলতেজোবায়ুম্নোরুত্তীনি কর্ম্মাণি
 সর্বাণি অনিত্যানি ; অতীন্দ্রিয়বৃত্তীনি অতীন্দ্রিয়াণি, প্রত্যক্ষবৃত্তীনি প্রত্যক্ষাণি ।

অথ কর্ম্মপ্রক্রিয়া,—সংযোগেন নোদনাখ্যোনাদ্যং কর্ম্ম জন্মতে,
 দ্বিতীয়াদিবেগজন্মং । ক্রিয়াতো বিভাগঃ, বিভাগাৎ পূর্ব্বসংযোগনাশঃ, ততঃ
 উত্তরদেশসংযোগোৎপত্তিঃ, ততঃ কর্ম্মবিভাগয়োর্নাশ ইতি কর্ম্মনিক্রপণম্ ।
 সামান্যং ত্রিবিধং, ব্যাপকং, ব্যাপ্যং, ব্যাপ্যব্যাপকঞ্চ । ব্যাপকং সত্তা,
 ব্যাপ্যং ঘটহাদি, দ্রব্যহাদি ব্যাপ্যব্যাপকম্ । “ব্যক্তেরভেদস্তল্যত্বং সঙ্করো-
 হ্থানবস্থিতিঃ । রূপহানিরসম্বন্ধো জাতিবোধকদংগ্রহঃ ।” নিত্যে সত্য

নেকসমবেতত্বমিতি সামান্যলক্ষণম্ । সামান্যানি নিত্যান্যেব । অতীন্দ্রিয়বৃত্তীনি অতীন্দ্রিয়াণি, প্রত্যক্ষবৃত্তীনি প্রত্যক্ষাণি । নিত্যদ্রব্যবৃত্তয়োহন্ত্যাঃ বিশেষাঃ । তে চ বহবো নিত্য অতীন্দ্রিয়াশ্চ । প্রলয়ে পরমাণুনাং ভেদায় তে স্বীক্ৰিয়ন্তে তেষাং বৈধৰ্ম্মাব্যাপ্যত্বাদিতি । স্বস্বক্ৰিভিন্নো নিত্যঃ সমবায়ঃ, তেন স্বরূপস্বক্ৰস্যা সংযোগস্য চ নিরাসঃ । ‘ইহ ঘটে ঘটত্বম্’ ইতি প্রতীতিস্তত্র প্রমাণম্ ।

নৈয়ায়িকমতে সমবায়ঃ প্রত্যক্ষঃ, স চ একো নিত্যশ্চ । ননু অন্যান্যপি অন্ধকারসুবর্ণাদীনি দ্রব্যানি সন্তি, আলস্যাদয়ো গুণা অপি সন্তি, কথং নবৈবেত্যাদি । মৈবম্, অন্ধকারো ন দ্রব্যং, কিন্তু তেজোহভাবঃ । সুবর্ণং তেজ এব । আলস্যং কৃত্যভাব এব । এবমন্যদপি বোধ্যম্ । অভাবো দ্বিবিধঃ,—সংসর্গভাবোহন্যোন্ত্যভাবশ্চ । আত্মস্তিবিধঃ, প্রাগভাবঃ, ধ্বংসঃ, অত্যন্ত্যভাবশ্চ । প্রাগভাবো বিনাশী অজন্মঃ । ধ্বংসো জন্মো অবিনাশী চ । অত্যন্ত্যভাবো ন্যাভাবো ত্বজন্মো অবিনাশিনো । যোগ্যানুপলব্ধ্যা অভাবঃ প্রত্যক্ষঃ অন্যত্র তু অতীন্দ্রিয়ঃ । অথ প্রমা কথ্যতে, সা চতুর্বিধা, প্রত্যক্ষানুমিত্যুপমিতিশব্দভেদাৎ । তৎকরণানি প্রমাণানি চত্বারি,—প্রত্যক্ষানুমানোপমানশব্দভেদাৎ । অত্র প্রত্যক্ষং দ্বিবিধং,—নির্বিকল্পকং সর্বিকল্পকঞ্চ । প্রত্যক্ষকরণানি ষড়্ভিদ্ভিয়াণি,—ঘ্রাণরসনচক্ষুস্ত্বক্শ্রোত্রমনাসি । এতানি সন্নিকর্ষসহিতানি প্রত্যক্ষং জনয়ন্তি । সন্নিকর্ষশ্চ লৌকিকোহলৌকিকশ্চ । অলৌকিকস্তিবিধঃ,—জ্ঞানলক্ষণা, সামান্যলক্ষণা, যোগজশ্চ । লৌকিকঃ ষড়্ভিবিধঃ,—সংযোগঃ, সংযুক্ত-সমবায়ঃ, সংযুক্তসমবেতসমবায়ঃ, সমবায়ঃ, সমবেতসমবায়ঃ বিশেষণতা চেতি । সংযোগেন দ্রব্যগ্রহঃ, সংযুক্তসমবায়েন শব্দানুগুণকর্ম্মদ্রব্যবৃত্তিজাতীনাং প্রত্যক্ষং, সংযুক্তসমবেতসমবায়েন শব্দমাত্রবৃত্তিজাতীতরগুণবৃত্তিজাতীনাং প্রত্যক্ষং, সমবায়েন শব্দস্য, সমবেতসমবায়েন শব্দবৃত্তিজাতীনাং, বিশেষণতয়া অভাবস্য সমবায়স্য চ প্রত্যক্ষম্ । অলৌকিকঃ স যথা, জ্ঞানলক্ষণয়া ‘সুরভিচন্দনমিতি’ চাক্ষুষং জ্ঞানং, সামান্যলক্ষণয়া ঘটত্বেন রূপেণ যাবদৃঘটজ্ঞানং, যোগজধর্ম্মেণ যোগিনাং সর্বজ্ঞানম্ । তত্র নির্বিকল্পকং বিশেষ্যপ্রকারাদিরহিতং বস্তুস্বরূপ-মাত্রজ্ঞানং, সর্বিকল্পকং সপ্রকারকম্ । ভাসমানবৈশিষ্ট্যপ্রতিযোগিত্বং প্রকারত্বং, থা ‘অয়ং ঘটঃ’ ইত্যত্র অয়ং বিশেষ্যঃ, ঘটত্বং প্রকারঃ, ভাসমানবৈশিষ্ট্যং তয়োঃ যঃ, তস্য প্রতিযোগি ঘটত্বম্ । সর্বিকল্পকমেব বিশিষ্টবৈশিষ্ট্যজ্ঞানং ; যথা ‘দণ্ডী’ ইত্যত্র দণ্ডত্ববিশিষ্টস্য বৈশিষ্ট্যং পুরুষে ভাসতে । অথ প্রক্রিয়া, ন্দ্রিয়সর্গিকর্ষাং ‘ঘটঘটত্বৈ’ ইতি নির্বিকল্পকং, ততঃ ‘অয়ং ঘটঃ’ ইতি

বিশিষ্টজ্ঞানম্ । তত্র পরতঃ প্রামাণ্যগ্রহঃ, ইতি নৈয়ায়িকঃ । যথা আদৌ ‘ঘটঃ’ ইতি ব্যবসায়ঃ ; ততঃ ‘ঘটমহং জানামি’ ইত্যনুব্যবসায়ঃ ; ততঃ ‘প্রামাণ্য-প্রামাণ্যে’ ইতি কোটিষ্ময়স্মরণম্ ; অথ চতুর্থে ‘ইদং জ্ঞানং প্রমা ন বা’, ইতি প্রামাণ্যসংশয়ঃ ; ততো ‘বিশেষদর্শনানন্তরং প্রামাণ্যগ্রহঃ’—ইদং জ্ঞানং প্রমা সমর্থপ্রবৃত্তিজনকত্বাৎ জ্ঞানান্তরবৎ । ‘স্বতঃ প্রামাণ্যগ্রহঃ’ ইতি ত্রয়ো মীমাংসকাঃ, তত্র গুরুমতে ‘অয়ং ঘটঃ’ ইতি জ্ঞানং, বিষয়ম্, আত্মানং জ্ঞানপ্রামাণ্যঞ্চ গৃহ্ণাতি । মুরারিমিশ্রমতে ‘অয়ং ঘটঃ’ ইতি জ্ঞানানন্তরং ঘটমহং জানামীত্যনুব্যবসায়ঃ, তেনৈব প্রামাণ্যগ্রহঃ । ভট্টমতে জ্ঞানসঙ্গীতীদ্রিয়ত্বেন জ্ঞানমনুমেয়ং যথা, তথা তদ্ব্যবৃত্তিপ্রামাণ্যঞ্চ তথাহি ‘অয়ং ঘটঃ’ ইতি জ্ঞানানন্তরং ঘটে জ্ঞাততাপ্রাপ্ততে, ততো ‘জ্ঞাতো ময়া ঘটঃ’ ইতি জ্ঞাততাপ্রত্যক্ষঃ, ততো ব্যাপ্যাদিপ্রত্যক্ষানন্তরং জ্ঞানানুমানং, যথা, অহং ঘটত্বপ্রকারকজ্ঞানবান্ ঘটত্বপ্রকারকজ্ঞাততাবদ্ব্যত্, তাবতৈব তস্য ধর্ম্মধর্ম্মিবিষয়কত্বেন প্রামাণ্যানুমানম্ । ইতি প্রত্যক্ষনিরূপণম্ ।

অনুমিতিকরণমনুমানম্, অনুমিতিত্বং জাতিঃ । ব্যাপারবৎ কারণং করণং, বোপারশ্চ তজ্জন্যত্বে সতি তজ্জন্যজনকঃ । হেতুজ্ঞানাদিকরণং, পরামর্শো ব্যাপারঃ । পরামর্শশ্চ ব্যাপ্তিবিশিষ্টপক্ষধর্ম্মতাজ্ঞানং, যথা—‘বহিব্যাপ্যধূমবানয়মিতি’ । আদৌ মহানসাদৌ ধূমে বহিসামানাধিকরণ্যগ্রহে সতি ‘ধূমো বহিব্যাপ্যঃ’ ইত্যনুভবো জায়তে, ততঃ কালান্তরে পর্কতে ধূমে দৃষ্টে সতি ব্যাপ্তিস্মরণং, ততশ্চ ব্যাপ্তিবিশিষ্টবিশিষ্টজ্ঞানং ‘বহিব্যাপ্যধূমবানয়ম্’ ইতি তৃতীয়লিঙ্গ-পরামর্শঃ । পক্ষতাসহিতেন তেন ‘পর্কতো বহিমান্’ ইত্যনুমিতির্জন্যতে । ব্যাপ্তিশ্চ হেতুসমানাদিকরণাত্ত্যভাবাপ্রতিযোগিসাধ্যসামানাধিকরণ্যম্ । ন চ, ‘অয়ং ধূমযোগবান্ দ্রব্যত্বাৎ’ ইত্যত্রাব্যাপ্তিঃ, প্রতিযোগিব্যাদিকরণহেতু-সমানাদিকরণাত্ত্যভাবাপ্রতিযোগি-সাধ্যসামানাধিকরণ্যমিত্যর্থাৎ । পক্ষতাস্চ বিষাধয়িষাধিরহসহকৃতপিত্তাভাবঃ । অনুমানং দ্বিবিধং—স্বার্থঃ পরার্থঞ্চ । তত্র পরার্থঃ পক্ষাবয়বসাধ্যম্ । অবয়বশ্চ প্রতিজ্ঞাহেতুদাহরণোপনয়নিগমনানি ; যথা অয়ং বহিমান্ ধূমাৎ, যো যো ধূমবান্ স বহিমান্, যথা মহানসঃ, বহিব্যাপ্যধূমবানয়ং তস্মাদ বহিমান্ ইতি । স্বার্থঞ্চ স্বীয়ব্যাপ্তাদিজ্ঞানসাধ্যং, ন তত্র পরপ্রতিপত্ত্যর্থমেবমাহ শব্দপ্রয়োগম্ । তচ্ছানুমানং ত্রিবিধং, কেবল-দৃষ্টিকেবলব্যতিরেকাদয়ব্যতিরেকিভেদাৎ । যত্র সাধ্যব্যতিরেকো ন কুত্রাপি স কেবলদৃষ্টীয়ী, যথা ‘ঘটোহভিধেয়ঃ প্রমেয়ত্বাৎ’ ইত্যত্রাভিধেয়ত্বস্য স ব্যতিরেকো ন কুত্রাপ্যস্তু । যত্র সাধ্যপ্রসিদ্ধিঃ পক্ষাতিরিক্তে নাস্তি, স ব্যতিরেকী, যথা, ‘পৃথিবী ইতরেভ্যো ভিদ্বতে পৃথিবীত্বাৎ’ যত্রৈতর

তত্র পৃথিবীত্বাভাবো যথা জ্বলাদৌ । ব্যতিরেকব্যাপ্তৌ তু সাধ্যাভাবো ব্যাপ্যঃ
 হেতুভাবো ব্যাপকঃ । যত্র সাধ্যং সাধ্যাভাবশ্চান্যত্র প্রসিদ্ধঃ, সোহন্বয়ব্যতিরেকী
 যথা,—‘পৰ্বতো বহিমান্ ধূমাৎ’ ইতি । অন্বয়ব্যতিরেকিণি হেতাববশ্যং পঞ্চ-
 রূপোপপন্নতা অপেক্ষণীয়া । পক্ষবৃত্তিত্বং, সপক্ষসত্ত্বং, বিপক্ষব্যাবৃত্তহম্ অবাধিত-
 ত্বম্, অসংপ্রতিপক্ষিতত্বক্ষেতি পঞ্চরূপাণি । কেবলান্বয়িনি বিপক্ষব্যাবৃত্তহরহিতং
 কেবলব্যতিরেকিণি সপক্ষসত্ত্বরহিতং চতুরূপমেবাপেক্ষিতম্ । যত্র সাধ্যসন্দেহঃ
 স পক্ষঃ ; যত্র সাধ্যনিশ্চয়ঃ স সপক্ষঃ ; যত্র সাধ্যাভাবনিশ্চয়ঃ স বিপক্ষঃ ;
 সাধ্যাভাববান্ পক্ষো বাধঃ ; সাধ্যবিরোধিসাধকো হেতুঃ সংপ্রতিপক্ষঃ ।
 সোপাধৌ পক্ষসপক্ষসত্ত্বাভ্যন্তরমভঙ্গ্য আবশ্যকঃ, সোপাধিচ্চ স্বব্যভিচারিতা-
 সম্বন্ধেন উপাধিবিশিষ্টঃ । উপাধিচ্চ ত্রিবিধঃ—সাধনাব্যাপকত্বে সতি শুদ্ধসাধা-
 ব্যাপকঃ সাধনাব্যাপকত্বে সতি পক্ষধর্মাবচ্ছিন্নসাধ্যব্যাপকঃ, সাধনাব্যাপকত্বে
 সতি সাধনাবচ্ছিন্নসাধ্যব্যাপকশ্চ । আত্মো যথা, ‘অয়োগোলকং ধূমবদ্ বহেঃ’.
 আর্দ্রেন্ধনপ্রভববহির্মভ্রুপাধিঃ সাধনাব্যাপকত্বে সতি শুদ্ধসাধ্যব্যাপকঃ ।
 দ্বিতীয়ে যথা,—‘বায়ুঃ প্রত্যক্ষঃ প্রত্যক্ষস্পর্শাশ্রয়ত্বাৎ’, অত্র বহির্জ্বলাবচ্ছিন্নস্য
 প্রত্যক্ষত্বস্য সাধ্যস্য ব্যাপকম্ উভূতরূপবত্ত্বুপাধিঃ । তৃতীয়ে যথা,—‘সংস্রো-
 বিনাশী জগ্যত্বাৎ’, অত্র জগ্যত্বাবচ্ছিন্নবিনাশিত্ব ব্যাপকং ভাবহ্মুপাধিঃ ।

অথ হেতুভাসাঃ কথ্যন্তে । সব্যভিচারবিরুদ্ধ-সংপ্রতিপক্ষাসিদ্ধবোধিতাঃ
 পঞ্চ হেতুভাসাঃ । সব্যভিচারপ্রতিবিধঃ—সাধারণসাধারণানুপসংহারিভেদাৎ ।
 সাধ্যাভাববদ্রুতিত্বং সাধারণত্বং, যথা ‘ধূমবান্ বহেঃ’ । সকলসপক্ষব্যাবৃত্তহ-
 মসাধারণত্বং, যথা—‘পৰ্বতো বহিমান্ পৰ্বতত্বাৎ’ । সৰ্বপক্ষকত্বমুপসংহারিত্বং
 যথা ‘সৰ্বং প্রমেয়মভিধেয়ত্বাৎ’ । সাধ্যাভাবব্যাপ্তৌ তেতুর্বিধাঃ ; যথা ‘অট্টো-
 নিতাঃ’ সাবয়বত্বাৎ । সংপ্রতিপক্ষো যথা, ‘পৰ্বতো বহিমান্ ধূমাৎ’, ‘পৰ্বতো
 বহ্যভাববান্ মহানসান্যত্বাৎ’ । অসিদ্ধপ্রতিবিধঃ, আশ্রয়াসিদ্ধঃ, স্বরূপাসিদ্ধঃ, ব্যাপ্য-
 ত্বাসিদ্ধশ্চ । যত্র পক্ষোহসন্ সিদ্ধসাধনং বা, স আশ্রয়াসিদ্ধঃ, যথা ‘শশবিষাণং
 নিত্যমজন্মত্বাৎ’ । ‘শরীরং হস্তাদিবং হস্তাদিমত্তয়া প্রতীয়মানত্বাৎ’ ।
 যত্র পক্ষাবৃত্তিহেতুঃ স স্বরূপাসিদ্ধঃ, যথা, ‘পৰ্বতো বহিমান্ মহানসত্ত্বাৎ’ ।
 স চ বিশেষণাসিদ্ধবিশেষণাসিদ্ধভাগাসিদ্ধভেদাৎ ত্রিবিধঃ । আত্মো যথা,—
 ‘শব্দোহনিত্যশ্চাক্ষুষেত্বে সতি জন্মত্বাৎ’ । দ্বিতীয়ে যথা,—‘শব্দোহনিত্যোগুণত্বে
 সতি পরমাণুরুতিত্বাৎ’ । তৃতীয়ে যথা,—‘এতানি দ্রব্যানি নিরবয়বত্বাৎ’ ।
 সোপাধির্ন্যাপ্যত্বাসিদ্ধঃ যথা, ‘ধূমবান্ বহেঃ’ । বাধো যথা, ‘জলহ্রদো বহিমান্
 দ্রব্যত্বাৎ’ । তেন এতদোষরহিতো হেতুঃ শব্দেতুঃ । ইতানুমানং ব্যাখ্যাতম্ ।

উপমিতিকরণমুপমানম্ । কীদৃশো গবয়ঃ? ইতি প্রশ্নে ‘গোসদৃশো গবয়ঃ’ ইত্যুত্তরিতে যদা গোসদৃশং প্রাণিনং পশ্চতি, তদা পূর্বোক্তং বাক্যার্থং স্মরতি, অনন্তরং ‘অয়ং গবয়পদবাচ্যঃ’ ইতি শক্তিগ্রহঃ, সেয়মুপমিতিঃ । ইত্যুপমানং ব্যাখ্যাতম্ ।

আপ্তোক্তঃ “শব্দঃ” প্রমাণম্ । প্রকৃতবাক্যার্থগোচরযথার্থজ্ঞানবানাপ্তঃ । পদজ্ঞানং করণং, পদার্থোপস্থিতির্ব্যাপারঃ । আকাজ্ঞঃযোগ্যতাসম্প্রতিতাপর্য্য-জ্ঞানানি সহকারীণি, ফলং শাব্দবোধঃ । স্বরূপযোগ্যত্বে সতি অজ্ঞানিতান্বয়-বোধকত্বমাকাজ্ঞা তেন ঘটঃ কৰ্ম্মত্বম্, আনয়নং কৃতিঃ ইত্যত্র নান্বয়বোধঃ স্বরূপাযোগ্যত্বাৎ । ‘অয়মিতি পুত্রো রাজ্ঞঃ’, পুরুষোহপসার্য্যাতাম্, ইত্যত্র ‘রাজ্ঞঃ পুরুষঃ’ ইতি নান্বয়বোধঃ, পুত্রেণ জনিতান্বয়বোধকত্বাৎ । বাধকপ্রমা-বিরহো যোগ্যতা তেন ‘বহ্নিনা সিঞ্চতি’ ইত্যত্র নান্বয়বোধঃ অযোগ্যত্বাৎ । অব্যবধানেনান্বয়প্রতিযোগ্যপস্থিতিরাসম্প্রতিঃ, তেন ‘গিরিভূক্তং বহ্নিমান্ দেবদন্তেন’ ইত্যত্র নান্বয়বোধঃ । তদন্তর্থেপ্রতীতীচ্ছয়োচ্চরিতত্বং তাৎপর্য্যং, তেন ভোজনপ্রকরণাদৌ, ‘সৈন্ধবমানয়’ ইত্যুক্তে অশ্বান্বয়বোধো ন ভবতি । বৃত্ত্যা বিনা শব্দেন নান্বয়বোধো জন্মতে । বৃত্তির্দ্বিবিধা, শক্তির্লক্ষণা চ, শক্তির্ঘটাদিপদস্য ঘটাদৌ । লক্ষণা যথা — ‘গঙ্গায়াং ঘোষঃ প্রতিবসতি’ ইত্যত্র গঙ্গাপদার্থে প্রবাহে ঘোষান্বয়ানুপপত্ত্যা গঙ্গাপদস্য তীরে লক্ষণা কল্প্যতে, তয়া বৃত্ত্যা উপস্থিতে তীরে ঘোষঃ প্রতিবসতীত্যন্বয়বোধো ভবতি । গৌণীবৃত্তিরপি লক্ষণৈব । যথা, ‘অগ্নিমানবকঃ’ ‘গৌৰ্বাহীকঃ’, অত্র লক্ষণয়াগ্নাদিসাদৃশ্যং প্রতীয়তে । শব্দং পদং চতুর্বিধং, যৌগিকং, রূঢ়ং, যোগরূঢ়ং যৌগিকরূঢ়ঞ্চ । আত্মং যথা, পাচকাদিপদং, যোগার্থে পাককর্ত্তরি শব্দম্ । দ্বিতীয়ং যথা, বিপ্রাদিপদং রূঢ়া ব্রাহ্মণবাচকম্ । তৃতীয়ং যথা, পঞ্চজাদিপদং যোগরূঢ়া পঞ্চজনিকর্ত্ত্বেন পদ্মত্বেন চ পদ্মবাচকম্ । চতুর্থং যথা, উদ্ভিদাদিপদং যৌগিকং তরুণুল্লাদেঃ, রূঢ়ং যোগবিশেষস্য বাচকম্ । লক্ষণাঃ দ্বিবিধা, — জহংস্বার্থা-জহংস্বার্থা চ ; আত্মা যথা, ‘গঙ্গায়াং ঘোষঃ’ ইত্যাদৌ, দ্বিতীয়া যথা, ‘সর্ব্বৈ ছত্রিণো যান্তি’ ইত্যাদৌ ছত্রিণস্তদিতরশ্যাপি গমনান্বয়ঃ । অথ শাব্দবোধ-প্রক্রিয়া, — ‘দেবদন্তো গ্রামং গচ্ছতি’ ইত্যত্র গ্রামকৰ্ম্মকগমনজনকবর্ত্তমান-কৃতিমানিত্যান্বয়বোধঃ । দ্বিতীয়ায়া অর্থঃ কৰ্ম্মত্বং ধাতোগমনং, জনকত্বং সংসর্গ-মর্য্যাদালভ্যং, লটো বর্ত্তমানত্বম্, আখ্যাতস্য কৃতিঃ, তৎসম্বন্ধঃ সংসর্গমর্য্যাদা-লভ্যঃ । যত্র কর্ত্তরি কৃতেৰ্ব্বাধঃ তত্রাখ্যাতস্য ব্যাপারাদৌ লক্ষণা, যথা ‘রথো গচ্ছতি’ ইত্যত্র গমনজনকবর্ত্তমানব্যাপারবান্ রথঃ । ‘দধি পশ্চতি’ ইত্যাদৌ

দ্বিতীয়ালোপস্থলে দধিশব্দ এবাজহংস্বার্থলক্ষণয়া দধিকর্মত্বং বোধয়তি । এক-
বচনাত্ম্যপস্থিতমেকত্বাদি সর্বত্র প্রথমাदिपदमुपस्थापयति (তেন ‘দধি পশ্চতি’
ইত্যাদৌ কর্তৃপদাভাবেহপি একবচনেন তিঙা কর্তৃপদমুপস্থাপ্যত ইতি ভাবঃ)
‘দেবদন্তেন গম্যতে গ্রামঃ’ ইত্যস্য দেবদন্তবৃত্তিকৃতিজন্যগমনজন্যফলশালী গ্রাম
ইত্যর্থঃ । বৃত্তিত্বং সংসর্গবললভ্যং, তৃতীয়ার্থচ কৃতিঃ, জন্যত্বং সংসর্গঃ, গমনং
ধাত্বর্থঃ, জন্যত্বং সংসর্গঃ, ফলং কৰ্ম্মাণ্নেনেপদার্থঃ, শালিত্বং সংসর্গঃ, ভাবপ্রত্যয়ে
তু ‘দেবদন্তেন সুপাতে’ ইত্যস্য দেবদন্তবৃত্তিকৃতিজন্যঃ স্বাপ ইত্যর্থঃ । ভাবপ্রত্যয়-
স্থলে ফলাভাবাৎ আত্মনেপদার্থো ন ভাসতে । ভবিষ্যত্বং লূটোহর্থঃ, তচ্চ বিদ্য-
মানপ্রাগভাবপ্রতিষোধ্যপত্তিকত্বং, তেন ‘গমিষ্যতি’ ইত্যত্র বিদ্যমানপ্রাগভাব-
প্রতিষোধ্যপত্তিকগমনানুকূলকৃতিমানিত্যর্থঃ । লূটোহর্থঃ অনন্ততনত্বমপি ।
লুঙোহর্থঃ উৎপত্তিভূতত্বঞ্চ ; ভূতত্বমতীতত্বং, তচ্চোৎপত্তৌ অশ্ব্যেতি, তথাচ
বিদ্যমানধ্বংসপ্রতিষোধ্যপত্তিকত্বং লব্ধং, লিটোহনন্ততনত্বং, পরোক্ষত্বম্,
অতীতত্বার্থঃ, তদন্বয়ঃ পূর্ববহুৎপত্তৌ । লঙোহনন্ততনত্বমতীতত্বার্থঃ । বিধি-
লিঙোহর্থঃ কৃতিসাধ্যত্বে সতি বলবদনিষ্ঠাজনকেষ্টসাধনত্বং ; ‘স্বর্গকামো যজ্ঞেত’
ইত্যাদৌ কৃতিসাধ্যবলবদনিষ্ঠাজনকেষ্টসাধনযাগকর্তা স্বর্গকাম ইত্যর্থঃ ।
আশীলিঙ্ লোটোরর্থঃ বক্তৃচ্ছাবিষয়ত্বং ; তেন ‘ঘটমানয়’ ইত্যত্র ঘটকৰ্ম্ম-
কমদিচ্ছাবিষয়ানয়নানুকূলকৃতিমান্ ত্বমিত্যন্বয়বোধঃ । ব্যাপ্যক্রিয়ায়া ব্যাপক-
ক্রিয়ায়া আপাদনং লূঙোহর্থঃ ; তাৎপর্যাবশাৎ কচিদ্ ভূতত্বং, কচিদ্ভবিষ্যত্বঞ্চ লূঙা
বোধ্যতে । সনঃ কর্তৃরিচ্ছার্থঃ, সন্নুত্তরাখ্যাতস্যাশ্রয়ত্বে লক্ষণা, সবিষয়কার্থক-
প্রকৃতিকাখ্যাতস্য আশ্রয়ত্বে লক্ষণায়া ‘ঘটং জানাতি’ ইত্যাদৌ ক্ৰান্তত্বাৎ ।
যঙোহর্থঃ পৌনঃপুন্যং তত্ত্বঞ্চ তদানীন্তনপ্রকৃত্যর্থসজাতীয়ক্রিয়ান্তরধ্বংসকালীনত্বে
সতি বর্তমানাদিকৃতিবিষয়ত্বং ‘পাপচ্যতে’ ইত্যাদৌ তাদৃশকালীনত্বমেব যঙা
প্রত্যায্যতে, আখ্যাতস্য চরমদলবাচকত্বাৎ ন বিশিষ্টবাচকত্বং যঙঃ, তদানীন্তন-
ত্বঞ্চ স্থূলকালমাদায় । পূর্বকালীনত্বং কর্তা চ জ্ঞার্থঃ, পূর্বত্বঞ্চ সন্নিহিতক্রিয়া-
পেক্ষয়া বোধ্যম্ । তৎ পূর্বকালীনত্বং তৎপ্রাগভাবকালবৃত্তিত্বং, তদুৎপত্তি-
কালীনধ্বংসপ্রতিযোগিকালবৃত্তিত্বং বা, ‘তেন ভুক্ত্বা ব্রজতি’ ইত্যত্র গমনপ্রাগ-
ভাবাবচ্ছিন্নকালবৃত্তিভোজনকব্র’ভিনো ব্রজতীত্যর্থঃ । সমানবিভক্তিকৃতাম্
অভেদেন ধৰ্ম্মিবাচকত্বাৎ, অব্যয়ত্বেন জ্ঞাপরবিভক্তিলোপাৎ । কালঃ তাৎপর্য-
বশাৎ ব্যবহিতাব্যবহিতসাধারণো বোদ্ধব্যঃ, তেন ‘পূর্বস্মিন্ অদে গত্বা
অগ্নিন্নদে সমাগতঃ’ ইত্যেতাদৃশপ্রয়োগসঙ্গতিঃ । ইচ্ছাবান্ তুমুলোহর্থঃ,
‘ভোক্তুং ব্রজতি’ ইত্যস্য ভোজনেচ্ছাবান্ ব্রজতীত্যর্থঃ । ‘ভোক্তুমিচ্ছতি’ ইত্যত্র তু

কর্তরি লক্ষণা, ভোজনকর্তারমাত্মানমিচ্ছতীত্যর্থঃ । ‘সবিশেষণে হি’ ইতি ন্যায়াৎ বিশেষণে কৃতাবিচ্ছাদনঃ । প্রকৃতধাত্বর্থকর্তা শতৃশানচোঃ ধাত্বর্থজন্যফলবান্ কর্ম্মশানচোহর্থঃ । শত্রাদীনাং কর্তা বাচ্যঃ, সবিশয়ার্থকপ্রকৃতিকানাম্ আশ্রয়ত্বে লক্ষণা । এবং কর্তৃকর্ম্মকৃতাং তেন তেন রূপেণ কর্তা কর্ম্ম চ বাচ্যম্ । ভাবকৃতান্ত লঙ্ঘ্যাদীনাং প্রয়োগসাধুত্বমাত্রং, ধাত্বার্থাতিরিক্তস্য ভাবকৃতা অনুপস্থাপনাদিতি । ননু ‘নীলং ঘটমানয়’ ইত্যাদৌ দ্বিতীয়াদয়শ্রবণাৎ, কর্ম্মদ্বয়বোধাপত্তিঃ, ন তু বিশিষ্টস্য কর্ম্মত্বমিতি চেৎ ন, অত্র বিশেষণবিভক্তিঃ সাধুত্বায়, অথবা বিশেষণ-বিভক্তেরভেদোহর্থঃ । অত্রায়ং বিশেষঃ,—দ্বিতীয়পক্ষে বাক্যসমাসয়োঃ পর্যায়তা ন ঘটতে, বাক্যে ‘নীলং ঘটম্’ ইত্যাদৌ অভেদস্য পদার্থত্বেন প্রকারত্বাৎ ন সংসর্গত্বং, ‘নীলঘটম্’ ইত্যাদৌ কর্ম্মধারয়ে লক্ষণায়া অস্বীকারেণাভেদস্য-পদার্থত্বেন সংসর্গত্বাৎ ; তথা চ বাক্যসমাসয়োঃ পর্যায়ানুরোধেন ষষ্ঠীসমাসে ‘রাজপুরুষঃ’ ইত্যাদৌ ষষ্ঠ্যর্থসম্বন্ধে লক্ষণা ন ঘটতে, সম্বন্ধস্য সংসর্গমর্যাদালভ্য-ত্বাৎ । বস্তুতস্ত বিরুদ্ধবিভক্ত্যানবরুদ্ধস্য অভেদবোধকত্বব্যাপত্তেঃ মুখ্যার্থরাজা-ভেদস্য বাধেন রাজপদস্য রাজসম্বন্ধিনি লক্ষণা । এবং বহুব্রীহৌ চরমপদস্যান্য-পদার্থে লক্ষণা ; তথাচ দ্বন্দ্বকর্ম্মধারয়ান্যসমাসে সর্বত্র তত্তদর্থ্যে লক্ষণা । এবং নঞর্থোহভাবঃ, ‘অঘটং ভূতলম্’ ইত্যাদৌ ঘটভিন্বে লক্ষণা । ‘ন কলঙ্গ-ভক্ষয়েৎ’ ইত্যাদৌ বলবদনিষ্টজনকে লক্ষণা । ক্রিয়াসম্প্রতস্যৈবকারস্যাত্যন্তা-যোগব্যবচ্ছেদোহর্থঃ যথা ‘নীলং সরোজং ভবত্যেব ।’ বিশেষণসম্প্রতস্য অযোগ-ব্যবচ্ছেদঃ, যথা,—‘শঙ্খঃ পাণ্ডুর এব’ ইতি । বিশেষ্যসম্প্রতস্য অন্যযোগব্যবচ্ছেদঃ, যথা,—‘পার্থ এব ধনুর্ধরঃ’ ইত্যাদি । এবং দিশা সর্বত্র বোধ্যম্ ।”*

* এই মতে অত্যন্তদুঃখনিবৃত্তির নাম মুক্তি । যে দুঃখনিবৃত্তি একবার হইলে আর কখনও দুঃখান্তর না জন্মে, তাহারই নাম অত্যন্তদুঃখনিবৃত্তি । তাদৃশী দুঃখনিবৃত্তিরূপা মুক্তি আত্মসাক্ষাৎকারস্বরূপ তত্ত্বজ্ঞান ব্যতীত জন্মে না । ঐ তত্ত্বজ্ঞানও আবার সহজ নহে । প্রথমতঃ শ্রুতি, স্মৃতি ও পুরাণ হইতে আত্মার স্বরূপ এবং গুণাদি শ্রবণ করিতে হইবে । পরে শ্রুত বিষয়সকল যুক্তি-সম্প্রত হইতেহে কিনা, এইরূপ সংশয়ের নিরাসার্থ তাহাদের মনন অর্থাৎ অনুমান করিতে হইবে । তদনন্তর অনুমিত বিষয়ের নিদিধ্যাসন অর্থাৎ ধারণা দ্বারা চিন্তের একাগ্রতা সাধন করিতে হইবে । তাদৃশ একাগ্রচিন্তে যে ঈশ্বর-সাক্ষাৎকার হয়, তাহাই তত্ত্বজ্ঞান । অতএব শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন, এই তিনটিই তত্ত্বজ্ঞানের সাধন ; উহার সাধনান্তর নাই । যিনি আত্মাকে শ্রবণ করিয়াছেন, তাহারই মননে অধিকার জন্মিয়াছে । আবার যিনি আত্মাকে

আয়ত্তর বস্তুসকল হইতে ভিন্নরূপে মনন করিয়াছেন, তিনিই নিদিধ্যাসনের অধিকারী হইয়াছেন। এই নিদিধ্যাসনই তত্ত্বজ্ঞানের সাক্ষাৎ সাধন। আত্মা ও আয়ত্তর পদার্থসকলের জ্ঞান উহার পরম্পরায় কারণ। এই নিমিত্ত বৈশেষিকদর্শনে পদার্থসকল সবিশেষ নিরূপিত হইয়াছে। বৈশেষিকদর্শন-কারের মতে পদার্থ দ্বিবিধ,—ভাব ও অভাব। ভাব-পদার্থ দ্রব্য, গুণ, কর্ম, সামান্য, বিশেষ ও সমবায়ভেদে ষড়্‌বিধ। তন্মধ্যে দ্রব্যপদার্থ নয় প্রকার :—পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু, আকাশ, কাল, দিক্, আত্মা ও মন। যাহার গন্ধ আছে, সেই দ্রব্যের নাম পৃথিবী ; যথা পুষ্পফলাদি ; আর যাহার গন্ধ নাই, সেই দ্রব্য পৃথিবী নহে, যথা জলাদি ; প্রস্তরাদি পার্থিব দ্রব্যেরও গন্ধ আছে, কিন্তু ঐ গন্ধ উৎকট নহে বলিয়াই উহার প্রত্যক্ষ হয় না। প্রস্তরাদির গন্ধ অনুমানসিদ্ধ। যে দ্রব্যের স্নেহগুণ আছে, তাহারই নাম জল। জল ভিন্ন অন্য কোন দ্রব্যেরই স্নেহগুণ নাই। উষ্ণস্পর্শবিশিষ্ট দ্রব্যের নাম তেজ। যে দ্রব্যের স্বাভাবিক অনুষ্ণাণীত স্পর্শগুণ আছে, তাহাকে বায়ু বলে। বায়ুর অনুমানসিদ্ধ বক্রগতি আছে। পৃথিবী, জল, তেজ ও বায়ু এই চারিটি দ্রব্য, নিত্য ও অনিত্যভেদে দ্বিবিধ। পরমাণুরূপ পৃথিব্যাদি নিত্য এবং তদতিরিক্ত পৃথিব্যাদি অনিত্য। যাহার নিজের অবয়ব নাই, কিন্তু যে বস্তু পরম্পরায় সকলবস্তুরই অবয়ব এবং যাহা সমস্ত সূক্ষ্মবস্তুর শেষ সীমা স্বরূপ, তাহারই নাম পরমাণু। রবিকিরণসম্পর্কে গবাক্ষবিবরে ত্রসরেণু নামে যে সূক্ষ্মপদার্থ দৃষ্টিগোচর হয়, তাহার তৃতীয়াংশকে দ্যাণুক বলে, আর ঐ দ্যাণুকের অর্দ্ধাংশকেই পরমাণু বলে। পৃথিবী প্রভৃতি চারিটি দ্রব্যেরই আকার আছে, তদতিরিক্ত অপর সকলদ্রব্যই নিরাকার ও নিত্য। পূর্বোক্ত দ্রব্যচতুষ্টয়ের চারিটি শরীর স্বীকার করা হয় ; যথা, পার্থিব, জলীয়, তৈজস ও বায়বীয়। তন্মধ্যে পার্থিব শরীর মনুষ্যপশাদির, জলীয় শরীর বরুণলোকে প্রসিদ্ধ, তৈজস শরীর আদিত্যলোকে এবং বায়বীয় শরীর পিশাচাদির। শব্দগুণযুক্ত দ্রব্যের নাম আকাশ। আকাশই যাবতীয় শব্দের অদ্বিতীয় আশ্রয়। পৃথিবী হইতে আকাশ পর্য্যন্ত পাঁচটি দ্রব্যে গঠিত পাঁচটি ইন্দ্রিয় আছে। ঐ সকল ইন্দ্রিয়দ্বারা এক একটি অসাধারণ গুণাদির উপলব্ধি হইয়া থাকে। পার্থিব ইন্দ্রিয় নাসিকাদ্বারা গন্ধাদির, জলীয় ইন্দ্রিয় রসনাদ্বারা রসাদির, তৈজস ইন্দ্রিয় নেত্রদ্বারা রূপাদির, বায়বীয় ইন্দ্রিয় ত্বক্‌দ্বারা স্পর্শাদির এবং আকাশীয় ইন্দ্রিয় শ্রোত্রদ্বারা শব্দাদির উপলব্ধি হয়। যদবলম্বনে জোষ্ঠত্ব ও কনিষ্ঠত্ব ব্যবহার হইয়া থাকে, তাহারই নাম কাল। ঐ কাল এক হইয়াও ক্ষণ, দিন, মাস ও বৎসর প্রভৃতি বিভিন্ন

উপাধি অনুসারে বিভিন্ন প্রতীতি উৎপাদন করে। দূরত্ব ও নৈকট্য প্রভৃতি জ্ঞানের অসাধারণ কারণই দিক্। দিক্ও উপাধিভেদে ভিন্ন। যাহার চৈতন্য আছে, তাহাকে আত্মা বলা যায়। আত্মা শরীর ও ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতা। শরীরাদি হইতে আত্মার পার্থক্যবোধ অনুমানসিদ্ধ। ঐ আত্মা, জীবাত্মা ও পরমাত্মাভেদে দ্বিবিধ। “জীবাত্মা মনুষ্যাভিভেদে বহুবিধ”। পরমাত্মা এক ও পরমেশ্বরাদিশব্দবাচ্য। যদ্বারা সুখ-দুঃখাদির অনুভব হয়, শরীরান্তর্কর্ত্তী সেই দ্রব্য বিশেষের নামই মন। উহাকে অন্তরিন্দ্রিয়ও বলা হয়। রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথকত্ব, সংযোগ, বিভাগ, পরত্ব, অপরত্ব, বুদ্ধি, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ, যত্ন, গুরুত্ব, দ্রবত্ব, স্নেহ, সংস্কার, ধর্ম্ম, অধর্ম্ম ও শব্দ এই চতুर्वিংশতি পদার্থের নাম গুণ। তন্মধ্যে রূপ, নীলপীতাদিভেদে বহুবিধ। রূপ দর্শনজ্ঞানের কারণ। কেহ কেহ শুক্ল, নীল, পীত, রক্ত, হরিত, কপিশ ও চিত্র, এই সাতটি রূপ স্বীকার করেন। রস ষড়্‌বিধ; যথা, কটু, কষায়, তিক্ত, অম্ল, লবণ ও মধুর। গন্ধ, সৌরভ ও অসৌরভভেদে দ্বিবিধ। স্পর্শ, শীত, উষ্ণ ও অনুষ্ণাশীতভেদে ত্রিবিধ। কাঠিন্য এবং কোমলতাдиও ঐ স্পর্শেরই অবস্থা-বিশেষ। একত্ব ও দ্বিত্বাদিভেদে সংখ্যা নানাবিধ। পরিমাণ স্থূল, সূক্ষ্ম, দীর্ঘ ও হ্রস্ব, এই চারি প্রকার। পার্থক্য প্রতীতির কারণই পৃথকত্ব। বিপ্রকৃষ্ট বস্তুদ্বয়ের মিলনের নাম সংযোগ। সন্নিহিত বস্তুদ্বয়ের বিয়োগের নাম বিভাগ। দৈনিক ও কালিকভেদে পরত্ব এবং অপরত্ব, উভয়েই দ্বিবিধ হইয়া থাকে। জ্ঞানেরই নামান্তর বুদ্ধি। বুদ্ধি প্রথমতঃ প্রমা ও অপ্রমাভেদে দুই প্রকার। যাহার যাহা আছে, তাহাকে তদ্বিশিষ্ট বলিয়া জানার নামই প্রমা অর্থাৎ যথার্থজ্ঞান। আর যাহার যাহা নাই, তাহাকে তদ্বিশিষ্ট বলিয়া জানার নামই অপ্রমা অর্থাৎ অযথার্থজ্ঞান বা ভ্রমজ্ঞান। ভ্রম নানাকারণেই ঘটিয়া থাকে, উহার কোন নিয়ত কারণ নাই। নিশ্চয় ও সংশয়ভেদেও জ্ঞান দুই প্রকার হইয়া থাকে। অনুভব ও স্মরণভেদেও জ্ঞান দ্বিবিধ হইতে পারে। অভিপ্রেত বিষয়ের নাম সুখ এবং অনভিপ্রেত বিষয়ের নাম দুঃখ। অভিলাষেরই নামান্তর ইচ্ছা। অনিষ্টসাধক-বিষয়ে জ্ঞানের নামই দ্বেষ। যত্ন-প্রবৃত্তি, নিবৃত্তি ও জীবনযোনিভেদে তিন প্রকার। অভিলষিত বিষয়-প্রাপ্তির নিমিত্ত যে চেষ্টা, তাহার নাম প্রবৃত্তি। অনভিলষিত বিষয় হইতে দূরে থাকিবার যে চেষ্টা, তাহারই নাম নিবৃত্তি। এবং যে-যত্ন আছে বলিয়া আমরা জীবিত থাকিতেছি, তাহারই নাম জীবনযোনি যত্ন। পতনের কারণ গুরুত্ব। ক্ষরণের কারণ দ্রবত্ব। যে গুণের সত্ত্বাবে চূর্ণবস্তু পিণ্ডীকৃত হয়, তাহারই নাম স্নেহ। সংস্কার ত্রিবিধ; বেগ, স্থিতিস্থাপক ও

ভাবনা। গতির কারণ বেগ। যে-গুণ থাকাতে আকৃষ্টবস্তু বিমুক্ত হইয়া স্বস্থানস্থিত হয়, তাহারই নাম স্থিতিস্থাপক সংস্কার। আর যে-সংস্কার দ্বারা পূর্বানুভূত বস্তুর স্মরণ হয়, তাহারই নাম ভাবনা। শুভাদৃষ্টির নাম ধর্ম্ম। এবং দুরদৃষ্টির নাম অধর্ম্ম। শব্দ, ধ্বনি ও বর্ণভেদে দ্বিবিধ। মৃদঙ্গাদি হইতে উৎপন্ন শব্দের নাম ধ্বনি এবং কণ্ঠাদি হইতে সমুৎপন্ন শব্দের নাম বর্ণ। ক্রিয়ারই নামান্তর কর্ম্ম। কর্ম্ম—উৎক্ষেপণ, অবক্ষেপণ, আকৃষ্ণন, প্রসারণ ও গমন এই পাঁচ প্রকার। জাতি পদার্থের নাম সামান্য। ঐ জাতি পরা ও অপরা ভেদে দ্বিবিধ। যে জাতি অধিক স্থানে থাকে, তাহার নাম পরা জাতি। এবং যে জাতি অপেক্ষাকৃত অল্প স্থানে থাকে, তাহাকে অপরা জাতি বলা যায়। আকাশ ও পরমাণু প্রভৃতি নিত্য দ্রব্যে যে এক একটি ভেদক পদার্থ আছে, তাহারই নাম বিশেষ পদার্থ। উহা দ্বারাই নিত্য পদার্থসকলের পরস্পর ভেদ অনুমিত হইয়া থাকে। অবয়বের সহিত অবয়বীর, গুণের সহিত গুণীর, ক্রিয়ার সহিত ক্রিয়াবিশিষ্টের এবং নিত্যদ্রব্যের সহিত বিশেষ পদার্থের যে নিত্য সম্বন্ধ, তাহারই নাম সমবায়। অভাব পদার্থ সংসর্গাভাব ও অন্যোহন্যাভাবভেদে দ্বিবিধ। তন্মধ্যে সংসর্গাভাব আবার অত্যন্তাভাব, ধ্বংস ও প্রাগভাবভেদে তিন প্রকার। এক বস্তু হইতে অন্য বস্তুর যে ভেদ, তাহারই নাম অন্যোহন্যাভাব। বস্তুর নিত্য অনন্তিত্বের নাম অত্যন্তাভাব। বিনাশের নাম ধ্বংস। বস্তুর উৎপত্তির পূর্বে সেই বস্তুর যে অভাব থাকে, তাহাকেই প্রাগভাব বলে। এই সপ্ত পদার্থের তত্ত্বজ্ঞানে আত্মজ্ঞান লাভ হয়। তদনন্তর আত্মদ্বয়ের সাক্ষাৎকার ঘটে। আত্ম-সাক্ষাৎকার হইলেই দুঃখ, ধ্বংসের পরে জীবের মুক্তি হয়।

বৈশেষিকেরা এই যে অত্যন্ত ভিন্ন ভিন্নলক্ষণ পদার্থসকল স্বীকার করিয়া থাকেন, তাহা শ্রুতিসিদ্ধ নহে এবং যুক্তিসঙ্গতও নহে। বিচারে দ্রব্য ও গুণের পার্থক্য রক্ষিত হইতে পারে না। দ্রব্য হইতে পৃথক্ গুণপদার্থ দ্রব্যে অবস্থান করে, এইরূপ স্বীকার করিতে হইলে দ্রব্যের প্রত্যক্ষ অস্বীকার করিতে হয়, অথবা নিগুণ দ্রব্যের প্রত্যক্ষ স্বীকার করিতে হয়। উভয়ই অনিষ্টকর। অনিত্য দ্রব্যে নিত্য জাতির স্বীকারও সম্ভব হয় না। পরমাণুরই যখন নিত্যত্ব স্থাপন করা যায় না, তখন পরমাণুরূপবিশেষ পদার্থের নিত্যত্ব যে স্থাপিত হইতে পারে না, তাহাও স্থির। সমবায় সম্বন্ধেও ঐ কথা। উহাদিগের পরমাণুকারণবাদও নিতান্ত অযৌক্তিক। এইত গেল পদার্থের বিষয়। তারপর উহাদিগের কল্পিত আত্মগুণরূপধ্বংসস্বরূপ মুক্তিও প্রকৃত মুক্তি নহে, উহা জড়-ভাবাপত্তিমাত্র। কারণ, যাহাতে পৃথক্ সুখাস্বাদ নাই, তাহা মুক্তিই নহে।

প্রমাণপ্রমেয়াদি-ষোড়শপদার্থানামুদ্দেশলক্ষণপরীক্ষাভিরাত্মাদি-
দ্বাদশবিধপ্রমেয়নিক্ষেপণাভ্যুদয় সাক্ষাৎকারাৎ শ্রবণমনননিদিধ্যাসন
পূর্ব্বকাৎ সবাসনমিথ্যাজ্ঞাননি বৃত্তোতৎকার্য্যাণাং রাগদ্বेष-
মোহানাংনিবৃত্তিঃ ততঃ তৎকার্য্যয়োঃ প্রবৃত্তিপূর্ব্বকয়োঃ ধর্ম্মা-
ধর্ম্ময়োঃ ততঃ পূর্ব্বার্জিতকর্ম্মণাং কায়বুহপূর্ব্বকং ভোগেন
পরীক্ষয়াৎ দেহান্তরানারম্ভঃ ততো বাধনালক্ষণশ্চ একবিংশতি-
বিধশ্চ দুঃখস্তাত্যন্তিকী নিবৃত্তির্ভবেৎ, সৈব সুখাবাপ্তিরিতি
গৌতমঃ ॥ ৮ ॥*

অথ নৈয়ায়িকমতং দর্শয়তি প্রমাণেতি । আদিনা সংশয়াদেগ্রহণম্ । তথাচ
গৌতমসূত্রম্(১।১।১)—“প্রমাণপ্রমেয়সংশয়প্রয়োজনদৃষ্টান্তসিদ্ধান্তাবয়বতর্কনির্ণয়-
বাদজল্পবিতণ্ডাহেত্বাভাসচ্ছলজাতিনিগ্রহস্থানানাং তত্ত্বজ্ঞানাং নিঃশ্রেয়সাধিগমঃ”
ইত্যেতৎ আত্মাদিদ্বাদশবিধেতি । তথাচ গৌতমসূত্রম্ (১।১।১)—“আত্ম-
শরীরেন্দ্রিয়ার্থবুদ্ধিমনঃপ্রবৃত্তিদোষপ্রেত্যভাবফলদুঃখাপবর্গাস্ত প্রমেয়ম্” ইত্যেতৎ ।
নামধেয়েন পদার্থমাত্রাভিধানমুদ্দেশঃ । উদ্দিষ্টস্যাতত্ত্বব্যবচ্ছেদকো ধর্ম্মঃ লক্ষণম্ ।
লক্ষিতস্য যথালক্ষণমুপপত্ততে ন বা ইতি প্রমাণৈরবধারণং পরীক্ষা । একবিংশ-
তীতি । শরীরং ষড়্‌ইন্দ্রিয়াণি ষড়্‌ বিষয়াঃ ষড়্‌ বুদ্ধয়ঃ সুখং দুঃখঞ্চৈতি দুঃখমেক
বিংশতিপ্রকারম্ । অস্যাপি মোক্ষে পাষণকল্প আত্মা । নিরসনস্ত পূর্ব্ববৎ
শ্রুতিবিরুদ্ধত্বাদযুক্তত্বাচ্ছেতি বিভাবনীয়ম্ ॥ ৮ ॥

* “প্রমাণপ্রমেয়সংশয়প্রয়োজনদৃষ্টান্তসিদ্ধান্তাবয়বতর্কনির্ণয়বাদজল্পবিতণ্ডা-
হেত্বাভাসচ্ছলজাতিনিগ্রহস্থানানাং তত্ত্বজ্ঞানান্নিঃশ্রেয়সাধিগম ইতি গৌতম-
সিদ্ধান্তঃ । তত্র প্রমাণং চতুর্বিধং, প্রত্যক্ষানুমানোপমানশব্দভেদাৎ । প্রমেয়ং
দ্বাদশপ্রকারম্, আত্মশরীরেন্দ্রিয়ার্থবুদ্ধিমনঃপ্রবৃত্তিদোষপ্রেত্যভাবফলদুঃখাপবর্গ-
ভেদাৎ । অনবধারণাত্মকং জ্ঞানং সংশয়ঃ, স ত্রিবিধঃ, সাধারণধর্ম্মাসাধারণ-

প্রমাণাদি ষোড়শ পদার্থের উদ্দেশ, লক্ষণ ও পরীক্ষাদ্বারা আত্মা-
শরীর, ইন্দ্রিয়, ইন্দ্রিয়ের বিষয়, বুদ্ধি, মন, প্রবৃত্তি, দোষ, প্রেত্যভাব,
ফল, দুঃখ ও অপবর্গ, এই দ্বাদশ প্রমেয়ের জ্ঞানলাভ করিয়া শ্রবণ,
মনন ও নিদিধ্যাসনদ্বারা যে জীবাত্মা ও পরমাত্মার সাক্ষাৎকার, তদ্বারা
দুঃখের সহিত মিথ্যাজ্ঞানের নিবৃত্তি হইলে, তৎকার্য্যভূত রাগ, দ্বेष ও
মোহাদিরও নিবৃত্তি হয়, এবং তাহার নিবৃত্তি-ফলে ধর্ম্মাধর্ম্মেরও নিবৃত্তি
হইয়া থাকে । তারপর পূর্ব্বার্জিত দেহারম্ভক কর্ম্মসমূহের কায়বুহ-

ধর্মবিপ্রতিপত্তিলক্ষণভেদাৎ । যমধিকৃত্য প্রবর্তন্তে পুরুষান্তঃপ্রয়োজনং তৎ
 দ্বিবিধং দৃষ্টাদৃষ্টভেদাৎ । ব্যাপ্তিসংবেদনভূমিদৃষ্টান্তঃ স দ্বিবিধঃ, সাধর্ম্য-
 বৈধর্ম্যভেদাৎ । প্রামাণিকত্বেনাভ্যুপগমতোহর্থঃ সিদ্ধান্তঃ, স চতুর্ধিধঃ, সর্বতন্ত্র-
 প্রতিতন্ত্রাধিকরণাভ্যুপগমভেদাৎ । পরার্থানুমানবাক্যৈকদেশোহব্যবঃ, স পঞ্চ-
 বিধঃ, প্রতিজ্ঞাহেতুদাহরণোপনয়নিগমনভেদাৎ । ব্যাপ্যারোপে ব্যাপকা-
 রোপস্বত্বঃ, স চৈকাদশবিধঃ, ব্যাঘাতান্নাশ্রয়েতরেতরাশ্রয়—চক্রকাক্রিয়ানবস্থা-
 প্রতিবন্ধিকল্পনা—লাঘবকল্পনাগৌরবোৎসর্গাপবাদবৈজাত্যভেদাৎ । যথার্থানুভব-
 পর্যায়ঃ প্রমিতির্নির্ণয়ঃ, স চতুর্বিধঃ, সাক্ষাৎকৃত্যানুমিত্যুপমিতিশাকীভেদাৎ ।
 তত্ত্বনির্ণয়ফলঃ কথাবিশেষো বাদঃ । উভয়সাধনবতী বিজিগীষুকথা জল্পঃ ।
 স্বপক্ষস্থাপনাহীনঃ কথাবিশেষো বিতণ্ডা । কথা নাম বাদিপ্রতিবাদিনোঃ
 পক্ষপ্রতিপক্ষপরিগ্রহঃ । অসাধকো হেতুত্বেনাভিমতো হেত্বাভাসঃ, স পঞ্চবিধঃ,
 সব্যভিচারবিরুদ্ধপ্রকরণসমসাধ্যসমাতীতকালভেদাৎ । শব্দার্থপ্রতিব্যত্যয়েন প্রতি-
 যেষহেতুশূচলং, তৎ ত্রিবিধম্, অভিধানতাৎপর্যোপচারব্যত্যয়বৃত্তিভেদাৎ ।
 স্বব্যঘাতকমুত্তরং জাতিঃ, সা চতুর্বিংশতিবিধা, সাধর্ম্যবৈধর্ম্যোৎকর্ষাপকর্ষবর্ণ্যা-
 বর্ণ্যাবিকল্পসাধ্যপ্রাপ্ত্যপ্রাপ্তিপ্ৰসঙ্গপ্রতিদৃষ্টান্তানুৎপত্তিসংশয়প্রকরণাহেত্বার্থাপত্তি-
 বিশেষাপহ্নুপলক্ষ্যানুপলক্ষিনিত্যানিত্যাকার্য্যসমভেদাৎ । পরাজয়নিমিত্তং নিগ্রহ-
 স্থানং, তৎ দ্বাবিংশতিপ্রকারং, প্রতিজ্ঞাহানিপ্রতিজ্ঞান্তরপ্রতিজ্ঞাবিরোধপ্রতিজ্ঞা-
 সন্ন্যাসহেতুন্তরার্থান্তরনিবর্তকবিজ্ঞানার্থাপার্থকাপ্রাপ্তকালন্যূনাধিকপুনরুক্তাননু-
 ভাষণাজ্ঞানাপ্রতিভাবিক্ষেপ-মতানুজ্ঞাপর্য্যনুযোজ্যোপেক্ষণ-নিরনুযোজ্যানুযোজ্যা-
 পদিসিদ্ধান্তহেত্বাভাসভেদাৎ । ননু তত্ত্বজ্ঞানাৎ নিঃশ্রেয়সং ভবতীত্যুক্তম্ । তত্র
 কিং তত্ত্বজ্ঞানান্তরমেব নিঃশ্রেয়সং সম্পদ্যতে ? নেতুচ্যতে । কিন্তু তত্ত্বজ্ঞানাৎ
 দুঃখজন্মপ্রবৃত্তিদোষমিথ্যাজ্ঞানানামুত্তরোত্তরাপায়ে তদনন্তরাভাব ইতি । তত্র
 মিথ্যাজ্ঞানং নামানান্ননি দেহাদাবান্নবুদ্ধিঃ তদনুকূলেষু রাগঃ তৎপ্রতিকূলেষু
 দ্বেষঃ । বস্তুতন্তু আত্মনঃ প্রতিকূলমনুকূলং বা ন কিঞ্চিৎ সমস্তি পরস্পরানুবন্ধত্বাচ্চ
 রাগাদীনাং মূঢ়ো রজ্যতি রক্তো মুহুতি মূঢ়ঃ কুপ্যতি কুপিতো মুহুতীতি ।
 তত্শৈর্দোষঃ প্রেরিতঃ প্রাণী প্রতিষিদ্ধানি হিংসাদীন্যাচরতি, সেয়ং পাপরূপা

দ্বারা ভোগ করিতে করিতে ক্ষয় প্রাপ্ত হইলে, বিশ্বদায়ক একবিংশতি
 প্রকার দুঃখ, অর্থাৎ ষড়্‌দ্রিয়, ষড়্‌বিষয়, ষড়্‌বুদ্ধি এবং সুখ, দুঃখ ও
 অপবর্গ, এই একবিংশতি প্রকার দুঃখের (দুঃখ স্থানের) আত্যন্তিক
 নিবৃত্তি হয়, ইহাকেই সুখপ্রাপ্তি ও মুক্তি বলে । শ্রায়দর্শনকার
 গোতম ঋষির ইহাই মত ॥ ৮ ॥

প্রবৃত্তিরধর্ম্যমাবহতীতি । যানি চ প্রশস্তান্যচরতি, সেয়ং পুণ্যরূপা প্রবৃত্তিধর্ম্য-
মাবহতীতি । ততঃ তদুভয়ানুরূপং প্রশস্তং নিন্দিতং বা জন্ম । পুনঃ শরীরাদেঃ
প্রাদুর্ভাবঃ । তস্মিন্ সতি প্রতিকূলবেদনীয়তয়া বাসনান্নকং দুঃখং ভবতি ।
ত ইমে মিথ্যাজ্ঞানাদয়ো দুঃখান্তা এবিচ্ছেদেন প্রবর্তমানাঃ সংসারশব্দার্থে
ঘটীচক্রবৎ নিরবধিরনুবর্ততে । যদা কশিচৎ পুরুষধৌরেষঃ পুরাকৃতসুকৃতপরি-
পাকবশাদাচার্যোপদেশেন সর্বমিদং দুঃখায়তনং দুঃখানুযুক্তঞ্চ পশুতি তদা
তৎ সর্বং হেয়ত্বেন বুধ্যতে । ততস্তন্নিবর্তকমবিজ্ঞাদি নিবর্তয়িতুমিচ্ছতি ।
তন্নিবৃত্ত্যুপায়শ্চ তত্ত্বজ্ঞানমিতি । তত্ত্বজ্ঞানাৎ মিথ্যাজ্ঞানমপৈতি । মিথ্যা-
জ্ঞানাপায়ে দোষা অপযান্তি । দোষাপায়ে প্রবৃত্তিরপৈতি । প্রবৃত্ত্যপায়ে
জন্মাপৈতি । জন্মাপায়ে দুঃখমত্যন্তং নিবর্ততে । সাতাণ্ডিকী নিবৃত্তিরপবর্গঃ ।
নিবৃত্তেরাত্যন্তিকত্বং নাম নিবর্তাসজাতীয়স্য পুনস্তত্রাত্মংপাদ ইতি ।”

ন্যায়দর্শনের মতে পদার্থ ষোড়শবিধ ; প্রমাণ, প্রমেয়, সংশয়, প্রয়োজন,
দৃষ্টান্ত, সিদ্ধান্ত, অবয়ব, তর্ক, নির্ণয়, বাদ, জল্প, বিতণ্ডা, হেত্বাভাস, ছল,
জাতি ও নিগ্রহস্থান । যদ্বারা যথার্থরূপে বস্তুসকল নির্ণয় করা যায়, তাহার
নাম প্রমাণ । প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান ও শব্দ ভেদে প্রমাণ চতুর্বিধ ।
এ চারিটি প্রমাণদ্বারা যথাক্রমে প্রত্যক্ষ, অনুমিতি, উপমিতি ও শব্দবোধ,
এই চারিটি প্রমিতি জন্মে । নয়নাদি ইন্দ্রিয়দ্বারা যে জ্ঞান জন্মে, তাহারই নাম
প্রত্যক্ষ প্রমিতি । প্রত্যক্ষ প্রমিতি ছয় প্রকার ; ঘ্রাণজ, রাসন, চাক্ষুষ, স্পর্শ,
শ্রাবণ ও মানস । গন্ধ ও তদ্রূপত সূত্রিত্ত্ব প্রভৃতি জাতির ঘ্রাণজ প্রত্যক্ষ হয় ।
মধুরাদি রস ও তদ্রূপত জাতির রাসন প্রত্যক্ষ হয় । নীল-পীতাদি রূপ ও
তদ্রূপত জাতির রূপবিশিষ্ট দ্রব্যের, ক্রিয়ার এবং যোগ্যবৃত্তি সমবায়াদির চাক্ষুষ
প্রত্যক্ষ হয় । উদ্ভূত স্পর্শ ও তদ্বিশিষ্ট দ্রব্যাদির স্পর্শ প্রত্যক্ষ হয় । শব্দ ও
তদ্রূপত জাতির শ্রাবণ প্রত্যক্ষ হয় । এবং সুখ-দুঃখাদি আনন্দবৃত্তি গুণের,
আহার ও সুখহাদি জাতির মানস প্রত্যক্ষ হয় । ব্যাপ্যপদার্থদর্শনে ব্যাপক
পদার্থের যে জ্ঞান, তাহারই নাম অনুমিতি । যাহা থাকিলে যাহার অভাব
থাকে না, তাহাকে তাহার ব্যাপ্য বলে এবং যাহা না থাকিলে, যাহা থাকে
না, তাহাকে তাহার ব্যাপক বলে । ধূম থাকিলে বহির অভাব থাকে না,
অতএব ধূম বহির ব্যাপ্য, এবং বহি না থাকিলে ধূম থাকে না, অতএব বহি
ধূমের ব্যাপক । এই নিমিত্তই লোকে ব্যাপ্য পদার্থ দর্শন করিয়া ব্যাপক
পদার্থের অনুমান করিয়া থাকেন । অনুমান তিন প্রকার ; পূর্ববৎ, শেষবৎ ও
সামান্যতঃ দৃষ্ট অনুমান । কারণদর্শনে কার্যের অনুমান পূর্ববৎ অর্থাৎ কারণ-

লিঙ্গক অনুমান। কার্যাদর্শনে কারণের অনুমান শেষবৎ অর্থাৎ কার্যালিঙ্গক অনুমান। আর কার্য ও কারণ ভিন্ন কেবল ব্যাপ্য বস্তুর দর্শনে যে ব্যাপক বস্তুর অনুমান করা হয়, তাহাই সামান্যতঃ দৃষ্ট অনুমান। কোন কোন শব্দের কোন কোন অর্থে শক্তিপরিচ্ছেদের নাম উপমিতি। যে ব্যক্তি পূর্বে ‘গবয়’ জন্তু দর্শন করে নাই, কিন্তু শুনিয়াছে, ‘গোসদৃশ গবয়পদবাচ্য’ অর্থাৎ যাহার আকৃতি অবিকল ‘গো’র আকৃতির তুল্য, গবয়শব্দে তাহাকেই বুঝায়, সেই ব্যক্তি তৎকালে এইমাত্র জানে যে, যে জন্তু গোসদৃশ হইবে, ‘গবয়’শব্দে তাহাকেই বুঝাইবে, গবয়শব্দে গবয়জন্তুকে বুঝায়, ইহা জানে না। কিন্তু যখন সেই ব্যক্তির নয়নপথে গবয়জন্তু পতিত হয়, তখন সেই ব্যক্তি ঐ গবয়ের ‘আকৃতি গো’র আকৃতির তুল্য দেখিয়া এবং পূর্বশ্রুত ‘গোসদৃশ গবয়পদবাচ্য’ এই বাক্য স্মরণ করিয়া বিবেচনা করে, যদি গোসদৃশ জন্তুকে গবয়শব্দে বুঝায়, তবে যখন এই জন্তুটি গোসদৃশ দেখিতেছি, তখন এই জন্তুই গবয়-পদবাচ্য হইবে, সন্দেহ নাই। এস্থলে ‘এই জন্তুই গবয় পদবাচ্য হইবে’ এইরূপ গবয় শব্দের শক্তিপরিচ্ছেদকে উপমিতি বলে। শব্দ দ্বারা যে বোধ হয়, তাহার নাম শাব্দবোধ। শাব্দবোধ দ্বিবিধ; দৃষ্টার্থক ও অদৃষ্টার্থক। যে শব্দের অর্থ প্রত্যক্ষসিদ্ধ, তাহারই নাম দৃষ্টার্থক শব্দ এবং যে শব্দের অর্থ অদৃশ্য তাহাকে অদৃষ্টার্থক শব্দ বলে। প্রমেয় পদার্থ আত্মা, শরীর, ইন্দ্রিয়, অর্থ, বুদ্ধি, মন, প্রবৃত্তি, দোষ, প্রেত্যভাব, ফল, হুঃখ ও অপবর্গভেদে দ্বাদশ প্রকার। অনবধারণাত্মক জ্ঞানের নাম সংশয়। সংশয় প্রধানতঃ ত্রিবিধ; সাধারণধর্ম-দর্শনোৎসংশয়, অসাধারণধর্ম-দর্শনোৎসংশয় এবং বিপ্রতিপত্তিবাক্য-শ্রবণোৎসংশয়। যে উদ্দেশ্যে লোকের প্রবৃত্তি হয়, সেই উদ্দেশ্যের নামই প্রয়োজন। ঐ প্রয়োজন মুখ্য ও গৌণভেদে দুই প্রকার। প্রকৃত বিষয়ের দৃঢ়তা সম্পাদনার্থ যে প্রসিদ্ধ স্থলের উপন্যাস করা হয়, সেই স্থলকে দৃষ্টান্ত বলে। অনিশ্চিত বিষয়ের শাস্ত্রানুসারে নির্ণয়ের নাম সিদ্ধান্ত। বিচারাজ্ঞ বাক্যবিশেষের নামই অবয়ব। অবয়ব পাঁচটি; যথা, প্রতিজ্ঞা, হেতু, উদাহরণ, উপনয় ও নিগমন। আপত্তিবিশেষের নাম তর্ক। তর্ক আত্মাশ্রয়, অণ্যোহণ্যাশ্রয়, চক্রক, অনবস্থা ও প্রমাণবাসিতার্থপ্রসঙ্গভেদে পঞ্চবিধ। যথার্থানুভবরূপ প্রমিতির নাম নির্ণয়। পরস্পর জিগীষু না হইয়া কেবল প্রকৃত বিষয়ের তত্ত্বনির্ণয়ার্থ বাদী ও প্রতিবাদী যে বিচার করেন, তাহারই নাম বাদ। বাদী ও প্রতিবাদী পরস্পর জিগীষু হইয়া যে বিচার করেন, তাহারই

নাম জল্প। স্বপক্ষস্থাপনাহীন কথাবিশেষের নাম বিতণ্ডা। প্রকৃত বিষয়ের বাস্তবিক সাধক না হইলেও আপাততঃ যাহা তদ্রূপে প্রতীত হয়, তাহাকে হেত্বাভাস বলে। হেত্বাভাস পাঁচ প্রকার; সব্যভিচার, বিরুদ্ধ, অসিদ্ধ, সংপ্রতিপক্ষিত ও বাধিত। বক্তা যে অর্থে যে শব্দ প্রয়োগ করেন, সে শব্দের সে অর্থ গ্রহণ না করিয়া তদ্বিপরীত অর্থ কল্পনাপূর্বক মিথ্যা দোষারোপ করাকেই ছল কহে। ছল বাক্‌ছল, সামান্য ছল ও উপচারছল-ভেদে তিন প্রকার। বাদী কর্তৃক সংস্থাপিত মতের দূষণে অসমর্থ বা নিজ মতের হানিজনক উত্তরের নাম জাতি। জাতি চতুর্বিংশতিবিধা; সাধন্যাসম, বৈধন্যাসম, উৎকর্ষসম, অপকর্ষসম, বর্ণ্যসম, অবর্ণ্যসম, বিকল্পসম, সাধ্যসম, প্রাপ্তিসম, অপ্রাপ্তিসম, প্রসঙ্গসম, প্রতিদৃষ্টান্তসম, অনুপপত্তিসম, সংশয়সম, প্রকরণসম, অহেতুসম, অর্থাপত্তিসম, অবিশেষসম, উপপত্তিসম, উপলব্ধিসম, অনুপলব্ধিসম, নিত্যসম, অনিত্যসম ও কার্য্যাসম।

প্রতিজ্ঞাত বিষয়ে প্রতিবাদী দোষ প্রদান করিলে সেই দোষের উদ্ধারে অসমর্থ হইয়া প্রতিজ্ঞাত বিষয়ের পরিত্যাগাদিক্রমে যে পরাজয়কারণ, তাহারই নাম নিগ্রহস্থান। উহা দ্বাবিংশতিবিধ; প্রতিজ্ঞাহানি, প্রতিজ্ঞান্তর, প্রতিজ্ঞাব-
 রোধ, প্রতিজ্ঞাসন্ন্যাস, হেত্বন্তর, অর্থান্তর, নিরর্থক, অবিজ্ঞাতার্থ, অপার্থক,
 অপ্রাপ্তকাল, নান, অধিক, পুনরুক্ত, অনন্তভাষণ, অজ্ঞান, অপ্রতিভা, বিক্ষেপ-
 মতানুজ্ঞা, পর্য্যায়যোজ্যোপেক্ষণ, নিরনুযোজ্যানুযোজন, অপসিদ্ধান্ত ও হেত্বাভাস।
 এই ষোড়শ পদার্থের তত্ত্ব জ্ঞাত হইলে আত্মতত্ত্বজ্ঞান জন্মে, অর্থাৎ আত্মা যে
 শরীরাদি হইতে পৃথক্, তাহা অবগত হওয়া যায়। তদনন্তর পরমেশ্বরের
 শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যায়ন করিতে করিতে শরীরাদিতে আত্মতত্ত্ববুদ্ধিক্রমে
 মিথ্যাজ্ঞান আর জন্মে না। এইরূপে রাগ ও দ্বেষের কারণস্বরূপ ঐ মিথ্যাজ্ঞান
 নিবৃত্ত হইলে আর রাগ ও দ্বেষ উৎপন্ন হয় না, এবং রাগ ও দ্বেষের নিবৃত্তিতে
 উহাদিগের কার্য্যস্বরূপ ধর্ম্মপ্রবৃত্তি বা অধর্ম্মপ্রবৃত্তিরও পুনরুৎপত্তি ঘটে না।
 প্রবৃত্তির অপায়ে জন্মেরও অপায় হয়। জন্ম না হইলে সুখ-দুঃখাদিও
 হয় না। ঐ দুঃখনিবৃত্তিই মুক্তি। জীবাত্মাতিরিক্ত পরমেশ্বরের অস্তিত্বে শব্দ
 ও অনুমানই প্রমাণ। কার্য্যমাত্রেরই কর্তা আছে। পৃথিবী প্রভৃতি কার্য্যের
 কর্তৃত্ব আমরাদিগের সম্ভব হয় না। অতএব ঐ সকলের কর্তা অবশ্য অসাধারণ-
 শক্তিসম্পন্ন একজন পুরুষ আছেন। সেই পুরুষই পরমেশ্বর। পরমেশ্বরের
 ভোগসাধন শরীর, সুখ, দুঃখ ও দ্বেষাদি কিছুই নাই। তাঁহাতে কেবল নিত্য-
 জ্ঞান, ইচ্ছা ও যত্ন প্রভৃতি কয়েকটি গুণ আছে। জীবাত্মা নানা। এক একটি

বেদোক্তৈঃ শুভকৰ্মভির্দুঃখহানিঃ সুখলাভশ্চেতি জৈমিনিঃ ॥৯॥

সৰ্ব্বৈ হেতে উপায়ান্তয়োরাত্যন্তিকয়োঃ সিদ্ধয়ে নাজীকার্য্যাঃ
পরমাচার্য্যেণ ভগবতা শ্রীবাদরায়ণেন তত্ত্বতানানাং নিরাকৃতত্বাৎ ॥১০॥

কিন্তু সৰ্ব্বেশ্বরাভিখ্যস্ত পুরুষোত্তমস্য স্বরূপতো গুণতশ্চ পরি-
জ্ঞানং স্বজ্ঞানপূৰ্ব্বকং তস্মৈ কল্যতে। তথাহি (শ্বেঃ ১।১১) “জ্ঞাত্বা

অথ জৈমিনিমতং দৰ্শয়তি বেদোক্তৈরिति। ঈশ্বরার্চনরূপৈঃ বৈদিকৈঃ
কৰ্মভিঃ পুণ্যাদৃষ্টৈঃ দুঃখহানিঃ দুৰ্দৃষ্টক্ষতিঃ সুখস্য স্বৰ্গস্য মোক্ষস্য চ
প্রাপ্তিরিত্যর্থঃ। মোক্ষসাধনভূতয়া বিদ্যায়া অনুক্তত্বাদেব জৈমিনেন্যূনতা
জ্ঞেয়া। অস্যাং পঞ্চমত্যাং বিশেষাস্ত তত্ত্বগ্রন্থেষু দ্রষ্টব্য্যা গ্রন্থগৌরবভয়ান্ন
লিখিতাঃ। এতেষাং নিরাসেনৈব চার্বাকাত্মাঃ সৌগতাত্মাশ্চ নিরস্তা
বেদিতব্য্যাঃ। অতোহস্মাভিনীতিবিতায়তে ॥৯॥

এতাং পঞ্চমতীং ত্যক্তুমাহ। সৰ্ব্বৈ হীতি। হি নিশ্চয়ে। তয়োঃ সুখদুঃখ-
প্রাপ্তিপরিহারয়োঃ আত্যন্তিকয়োরिति। আপ্তস্য সুখস্থানিবৃত্তিরাত্যন্তিকী
প্রাপ্তিঃ। নিবৃত্তস্য দুঃখস্য পুনরনুৎপত্তিরাত্যন্তিকঃ পরিহারঃ। নিরাকৃত্যেতি।
নিরাকরণপ্রকারঃ পূৰ্ব্বমেব দৰ্শিতোহস্মাভিঃ ॥১০॥

বেদোক্ত শুভকৰ্মদ্বারা শুভাদৃষ্ট জন্মে। উহাদ্বারাই দুঃখনিবৃত্তি ও
সুখপ্রাপ্তিরূপ মুক্তি ঘটে। মীমাংসাদৰ্শনকর্ত্তা জৈমিনির ইহাই মত ॥৯॥

পঞ্চ দৰ্শনের ঋষিগণ দুঃখপরিহার ও সুখপ্রাপ্তিসম্বন্ধে যে সকল
বিভিন্ন উপায় কীর্তন করিয়াছেন, উহাদের কোনটিকেই তৎপক্ষে
অঙ্গীকার করা যাইতে পারে না ; কারণ পরমাচার্য্য ভগবান্ বেদব্যাস
স্বতঃসিদ্ধ প্রমাণ অপৌরুষেয় বেদবাক্যদ্বারা ঐ মতসকলের নিরসন-
পূৰ্ব্বক নিজমতে অন্যরূপ উপায় নির্দ্ধারণ করিয়াছেন ॥ ১০ ॥

শরীরে এক একটি জীবাত্মা আছেন। দৰ্শনাদি ইন্দ্রিয়কে ঐ আত্মা বলা যায়
না ; কারণ, তাহা হইলে ‘আমি নয়ন’ ইত্যাদি ব্যবহার হইত এবং নয়নাদির
বিনাশে আত্মারও বিনাশ হইত। আরও নয়নাদির উপঘাতে পূৰ্ব্বদৃষ্ট বস্তুর
স্মরণ অসম্ভব হইত। শরীরকে আত্মা বলিলে অনেক দোষ ঘটে। পূৰ্ব্ব-
সংস্কারের অভাববশতঃ সন্তোজাত বালকের স্তনপানপ্রবৃত্তি প্রভৃতি বিষয়
সকলের কারণ নির্দেশ অসম্ভব হইয়া উঠে। ইহাই ন্যায়দৰ্শনের মত।
এই মতের নিরসন-প্রকার বৈশেষিক দৰ্শনের অনুরূপ।

দেবং সৰ্ব্বপাশাপহানিঃ ক্ষীণৈঃ ক্রৈশৈর্জন্মমৃত্যুপ্রহাণিঃ। তস্মাভি-
 ধ্যানাৎ তৃতীয়ং দেহভেদে বিশ্বেশ্বর্যং কেবলমাপ্তকামঃ ॥” (শ্বেঃ ২।১৫)
 “যদাঙ্গতত্ত্বেন তু ব্রহ্মতত্ত্বং দীপোপমেনেহ যুক্তঃ প্রপশ্যেৎ। অজং
 ক্রবং সৰ্ব্বতত্ত্বৈর্বিশুদ্ধং জ্ঞাত্বা দেবং মুচ্যতে সৰ্ব্বপাশৈঃ ॥” ইত্যাদি
 শ্রবণাৎ ॥১১॥

বাদরায়ণমতং দর্শয়তি, কিস্তিতি ; কিন্তু কামবিতর্কয়োঃ সিত্তি শ্রীঃ৪ঃ ।
 বক্ষ্যমাণোহর্থো বাঞ্ছিত ইত্যর্থঃ । তস্যৈ তয়োরাত্যন্তিকয়োঃ সিদ্ধয়ে । সৰ্বেশ্বরস্য
 জ্ঞানং মোচক ইতাদাহরতি—জ্ঞাত্তেতি । দেবং সৰ্ব্বাধ্যক্ষং সৰ্বেশ্বরং হরিং
 বেদাজ্জ্ঞাত্বা স্থিতস্য মুমুক্শোঃ সৰ্বেষাং দেহদৈহিকমমতাপাশানাং হানিশ্চেদো
 ভবতি । তৎপাশহেতুকৈঃ ক্রৈশৈঃ ক্ষীণৈর্বিশিষ্টস্য তস্য প্রারদ্ধভোগপূর্তেঃ পুনঃ
 পুনর্জায়মানস্য জন্মমৃত্যুপ্রহাণির্ভবতি বিভালীদন্তস্পর্শেন তদর্ভকস্যেব জন্মাদিভ্যাং
 তস্য ক্রেশো ন ভবতীত্যর্থঃ । অথোত্তরোত্তরম্ এতস্য দেবস্যাভিধানাৎ লিঙ্গদেহস্য
 ভেদে প্রধ্বংসে সতি চান্দ্রব্রাহ্মাপেক্ষয়া তৃতীয়ং ভাগবতং পদং স দেবজ্ঞো
 বিন্দতীতি শেষঃ । তৃতীয়ং তৎ কীদৃক্ ? বিশ্বেশ্বর্যমনন্ত-নিত্যদিব্যবিভূতিকম্ ।
 কেবলং প্রকৃতিগন্ধেনাপ্যাস্পৃষ্টম্ । ততঃ স দেবজ্ঞঃ আপ্তকামো ভবতি । সৰ্বেশ্বর-
 জ্ঞানং জীবজ্ঞানপূর্বকং, মোচকমিতাদাহরতি । যদেতি । দীপোপমেনাঙ্গতত্ত্বেন
 স্বজ্ঞানেন যুক্তো মুমুক্শুর্যদা ব্রহ্মতত্ত্বং প্রপশ্যেৎ বিচিন্তয়েৎ তদা দেবং জ্ঞাত্বা
 সৰ্ব্বপাশৈর্মুচ্যতে ইত্যনুষঙ্গঃ । দেবং কীদৃশম্ ? অজং জন্মাদিবিকারশূন্যম্ ।
 ক্রবমচলম্ । পূর্ণং সৰ্ব্বতত্ত্বৈঃ প্রধানাষ্টৈর্বিশিষ্টম্ । বিশুদ্ধং তৈরস্পৃষ্টম্ ॥ ১১ ॥

শ্রীবাদরায়ণমতে আত্মজ্ঞান লাভপূর্বক সৰ্বেশ্বরাত্ম্য পুরুষোত্তমের
 স্বরূপের ও গুণের পরিপূর্ণজ্ঞান লব্ধ হইলেই আত্মান্তিকী দুঃখনিবৃত্তি
 ও সুখপ্রাপ্তি সিদ্ধ হইয়া থাকে, অর্থাৎ দুঃখের আত্মান্তিক পরিহার ও
 সুখের আত্মান্তিক লাভের একমাত্র উপায়— প্রথমতঃ আত্মজ্ঞান লাভ,
 পরে পরমাত্মজ্ঞান লাভ । পরমাত্মাকে জানিলেই সকলদুঃখের সমাপ্তি
 ও পরমানন্দপ্রাপ্তি হইয়া থাকে । বক্ষ্যমাণ শ্বেতাশ্বতর-শ্রুতিবাক্য-
 দ্বারা তদ্বিষয়ের প্রমাণ দৃষ্ট হয়, যথা—“যিনি সদগুরুর নিকট লব্ধ-
 দীক্ষা হইয়া আত্মতত্ত্ব অবগত হন, তাঁহার দৈহিক ও মানসিক সর্ব-
 মমতাপাশ ছিন্ন হইলে ক্রেশসমূহের সমূলে বিনাশ ও পরিশেষে জন্ম-
 মৃত্যুরও অবসান হয় । তৎপরে উত্তরোত্তর শ্রীভগবদ্ব্যনদ্বারা লিঙ্গদেহ

(১) ননু কিং তস্মৈ পুরুষোত্তমস্য স্বরূপম্? কে তস্মৈ গুণাঃ? কীদৃশাশ্চৈতে? যদিজ্ঞানাৎ বিমুক্তিরিতি চেৎ, উচ্যতে। বিজ্ঞানানন্দস্তস্য স্বরূপম্—“বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম রাতির্দাতুঃ পরায়ণম্” “আনন্দো ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ” “রসো বৈ সঃ” ইত্যাদিশ্রবণাৎ। তদেব বিগ্রহরূপমিতি মন্তব্যম্। ন তু স্বরূপাৎ বিগ্রহস্থ্যতিরেকঃ। যদাত্মকো ভগবান্, তদাত্মিকা ব্যক্তিঃ। কিমাত্মকো ভগবান্? জ্ঞানাত্মকঃ ঐশ্বর্যাত্মকঃ শক্ত্যাত্মকশ্চেতি। বুদ্ধিমনোহঙ্গপ্রত্যঙ্গ-বভাৎ ভগবতো লক্ষ্যামহে, বুদ্ধিমান্ মনোবানঙ্গপ্রত্যঙ্গবানিतीতি, “তমেকং গোবিন্দং সচ্চিদানন্দবিগ্রহমিতি,” “অর্দ্ধমাত্রাত্মকো রামো ব্রহ্মানন্দৈকবিগ্রহঃ” ইতি চৈবমাদিশ্রবণাৎ, “বেদান্তে প্রাথিতং তেজঃ” ইত্যাদিস্মৃতেশ্চ (হারিবংশে), ইথঞ্চ সত্যমেব জড়ং ভগবদ্ব-পুরিতি, জ্ঞানমেবাচেতনং তদिति চ প্রত্যুক্তম্। তদেবং ভগবদ্বি-গ্রহস্তেব ব্রহ্মত্বাৎ তস্মৈ বৈষ্ণবাদিবাক্যাদ্ (বিঃ পুঃ ৫মঃ অঃ) যদনুথা প্রত্যক্ষনং তত্ত্ব আশ্রয়ান্ প্রতি মায়্যৈব, (ভারতে) “রাজন্ পরস্ত তনুভূজ্জননাপ্যয়েহা মায়াবিড়ম্বনমবেহি যথা নটস্ত” ইত্যাদিকা-দেকাদশাদিবাক্যাদেব ॥১২॥

সর্বৈশ্বরতত্ত্বং পৃচ্ছতি,—ননু কিমিতি। (প্রশ্নাবধারণানুজ্ঞানুনয়ামন্ত্রণে নম্রিত্যমরঃ) উত্তরয়তি উচ্যতে ইত্যাদিনা। রাতিরিতি; দাতুর্য়জমানস্য রাতিঃ ফলাপ্ কামিত্যর্থঃ। যদাত্মক ইতি, শ্রুতিঃ স্বয়ং বিমুশতি ভগবান্ যদাত্মকস্তস্য ব্যক্তিমূর্ত্তিস্তদাত্মিকা, যো ভগবান্ সা মূর্ত্তিরিতি নাস্ত্যত্র স্বগত-ভেদোহপি—“নেহ নানাস্তি কিঞ্চন,” স্বগতভেদবিবর্জিতাত্মা” ইত্যাদি-বাক্যোভ্যঃ। বিশেষবলাৎ তু ভেদব্যবহারেণ ভাব্যমিতিভাবঃ। অত্র শ্রুতিঃ পৃচ্ছতি—কিমাত্মক ইতি। স্বয়মুত্তরয়তি—জ্ঞানাত্মক ইত্যাদিনা। জ্ঞানাত্মক-শ্চিদেকধাতুঃ। কিং নির্বিশেষা চিং? তত্রাহ, ঐশ্বর্যোতি, স্বানুবক্ষিষ্যৈশ্বর্য্য

ভঙ্গ হইলে তৃতীয় বিশুদ্ধসত্ত্বময় অপ্রাকৃতদেহপ্রাপ্তিপূর্বক ভগবৎসেবা-ধিকার লাভে তাঁহার মনোহভীষ্ট পূর্ণ হইয়া থাকে।” (“আত্মতত্ত্ব-জ্ঞান পরমাত্মদর্শনের দীপসদৃশ।) তদ্বারা জন্মাদি বিকারশূন্য, পূর্ণ, অচল, সর্বতত্ত্বসম্পন্ন ও বিশুদ্ধসত্ত্ব পরমাত্মার সাক্ষাৎকার লাভ হয়। তখন আর কোন দুঃখ-শোকাদি থাকিতে পারে না, এবং সর্ববিধ বন্ধন হইতে বিমুক্তি হয় ॥ ১১ ॥

ইত্যর্থঃ । ষট্‌সু ভাগেষু ঐশ্বর্য্যশব্দপ্রয়োগাৎ । ঐশ্বর্য্যাণি চৈতানি তত্র কুত-
স্তত্রাহ,—শক্তাত্মকশ্চেতি । শক্তিরত্র পরাখ্যা, তস্যা এব বহুস্ব্যুপাধায়াং স্বানু-
বন্ধিত্বাৎ । তথাচ জ্ঞানৈশ্বর্য্যাপরাত্মকভগবান্‌বৈ মূর্ধিরিতি । ইতি শব্দো,
হেতৌ—বস্তুন এব ঐবস্বিধ্যাৎ । সৰ্ব্বজ্ঞা বয়ং শ্রুতয়ো ভগবন্তমেবাচিন্ত্য-
স্বানুবন্ধিশক্ত্যা বুদ্ধাদিমন্তং লক্ষয়ামহে—পশ্যাম ইত্যর্থঃ । অভিনয়েনাহ—বুদ্ধি-
মানিত্যাদি । অগুণার্থমন্যাৎ ; হরিবংশেশেপি কৃষ্ণং প্রত্যোবমুক্তং দুর্বাঙ্গসং—
“বেদান্তে প্রথিতং তেজস্তব চেদং বিভাব্যতে । যেন বিজ্ঞানতৃপ্তাস্ত যোগিনো
বীতকল্মষাঃ ॥ পশুন্তি হংসরোজে হি তদেবেদং বপুঃ প্রভো । বেদৈর্ঘ্যং
কীর্ত্যতে তেজো ব্রহ্মেতি প্রবিভজ্য বৈ ॥ তদেবেদং বিজ্ঞানেহহং রূপমীশন-
শ্বরেতি ।” এবমাত্মবত্ত্বাদেব ভগবদ্বিগ্রহস্য নিত্যত্বমসন্দেহমাপাণ্ড তত্র
তুর্ধিমাং শঙ্কাং নিরাকর্তুমাহ,—তদেবমিতি । বৈষ্ণববাদীতি বিষ্ণুপুরাণস্য
পঞ্চমেহংশে পঠ্যতে,—“চংক্রম্যামণৌ তৌ রামং বৃক্ষমূলকৃত্যসনম্ । দদৃশাতে
মুখাচ্চাস্য নিষ্ক্রামন্তং মহোরগম্ ॥ নিষ্ক্রম্য সমুখাং তস্য মহানাগো ভুজঙ্গমঃ ।
প্রযাবাবর্ণং সিদ্ধৈস্তুয়মানো মহোরগৈঃ ॥ গতে তস্মিন্ স ভগবান্ সংযোজ্যা-
ত্মানমাত্মনি । ততাজ মানুষং দেহমতীত্য ত্রিবিধাং গতিম্ ॥ অর্জুনোহপি
তদস্বিষ্যকৃষ্ণরামকলেবরে । সংস্কারং লভয়ামাস তথ্যন্যেষামনুক্ৰমাৎ ॥ অষ্টৌ
মহিষাঃ কথিতা রুক্মিণী প্রমুখাস্ত যাঃ । উপগুহ্য হরের্দেহং বিবিশুস্তা হতা-
শনম্ ॥” রেবতী চৈব রামস্য দেহমাস্তিষ্য সত্তম । বিবেশ জলিতং বহ্নিং তৎ-
সঙ্গাদতিশীতলম্” ইতি । এবমেব মৌষলেয়পৰ্কণি,—“ততঃ শরীরং রামস্য বাসু-
দেবস্য চোভয়োঃ । অস্বিষ্য দাহয়ামাস পুরুষৈরাপ্তকারিভিঃ” ইতি । অর্জুন

এক্ষণে প্রশ্ন উত্থিত হইতেছে যে, পুরুষোত্তমের যে স্বরূপের ও
গুণাদির বিজ্ঞানে মুক্তিলাভ হইবে, সেই স্বরূপ কি, সেই গুণই বা
কি কি, এবং উহার কি প্রকার ?—উহার উত্তর এই—বিজ্ঞানানন্দই
শ্রীপুরুষোত্তমের স্বরূপ, অর্থাৎ তিনি বিজ্ঞানস্বরূপ ও আনন্দস্বরূপ ;
নিত্যবিজ্ঞান ও নিত্য আনন্দ বলিলে, যাহা বুঝায়, তাহাই তিনি ।
“বিজ্ঞানস্বরূপ ও আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মই যজমান সম্বন্ধে কর্মফল প্রদান
করেন ।” “ব্রহ্মবস্তুরূপে আনন্দস্বরূপ বলিয়াই জানিবেন ।” “তিনি
রসস্বরূপ ।” ইত্যাদি বেদবাক্যই উহার প্রমাণ । তাঁহার ঐ স্বরূপই
তাঁহার বিগ্রহ, অর্থাৎ তিনি যেমন জ্ঞানানন্দস্বরূপ, তাঁহার শরীরও
তেমন জ্ঞানানন্দস্বরূপ জানিতে হইবে । তাঁহার স্বরূপ হইতে তাঁহার

ইতি প্রকরণাদ্বোধাম্ । শ্রীভাগবতে চৈবম্—“যযাহরদুবো ভারং তাং তনুং
বিজহাবজঃ । কন্টকং কন্টকেনৈব দ্বয়ধাপীশিতুঃ সমম্ ॥ যথা মৎস্যাদিরূপাণি
ধত্তে জহাদ্ যথা নটঃ । ভূভারঃ ক্ষয়িতো যেন জহৌ তচ্চ কলেবরম্” ইতি
প্রথমে—“হরিরপি তত্যাজ আকৃতিং ত্র্যধীশঃ” ইতি তৃতীয়ে চ ।
পঞ্চমাংশবন্মৌষলবচৈকাদশেহপ্যন্তিমং চরিতমভিহিতম্ । এবং ষোড়শ-
রাজকীয়ে রংমং দাশরথিঞ্চৈব মৃতং শুশ্রুম সৃঞ্জয়েতি দাশরথেরপি নারদেন
তহুজ্ঞম্ । এষু বাক্যেষু ভগবদ্বিগ্রহস্য বিনাশোক্তেরনিত্যত্বং প্রক্ষুটমিতি
দুর্ধিয়ৌ বদন্তি তন্নিরাকরোতি তত্ত্বিতি । লোকে বৈরাগ্যায় মায়াইব তথা
ভগবতা প্রত্যায়িতম্ । আসুরপ্রকৃতিভিস্তদ্যথাবদেব গৃহীতম্ । ঐন্দ্রজালিকঃ
খলু স্বরূপেণ স্থিত এব স্বস্য ছেদাদিকং প্রত্যায়য়ন্ দৃষ্টঃ কিমুত মহামায়ী পরেশঃ
স ইতি । কুতস্তৎ প্রত্যায়নং মায়িকমিত্যত্র হেতুমাহ রাজন্বিতি ।
বক্ষ্যমাণং হরের্নির্দ্যাণং শ্রদ্ধা তদেকান্তী পরীক্ষিৎ অতিখিন্নোহভূদিতি তস্য
মায়িকত্বং তাবদাহ । হে রাজন্ তনুভূতঃ মনুষ্যস্যেব যা জননাপ্যয়েহা উপপত্তি-
মরণরূপা চেষ্টা পরস্য ময়া বর্ণিতা তৎ নটস্য ঐন্দ্রজালিকস্য ইব মায়াবিড়-
ম্বনমিত্যবেহীতি ন তৎ শ্রদ্ধা ত্বয়া খিন্নেন ভাব্যমিতিভাবঃ । ইতঃ প্রাক্ চ
মৌষলচরিতমেতন্মায়িকমেবেতু। ক্তং দারুকং প্রতি ভগবতা—“ত্বন্তু মদ্বর্ষ্যমাস্থায়
জ্ঞাননিষ্ঠ উপেক্ষকঃ । মন্মাদারচিতামেতাং বিজ্ঞায়োপশমং ব্রজ” ইতি ।
আদিনা স্কান্দবাক্যঞ্চ—“অসঙ্গশ্চাব্যয়োহভেদ্যোহনিগ্রাহ্যোহশোম্য এব চ ।
বিক্রোহসৃগাচিভো বদ্ধ ইতি বিষুঃ প্রদৃশ্যতে । অসুরান্ মোহয়ন্ দেবঃ ক্রীড়-
ত্যেয সুরেহপি । মানুষ্যান্ মদায়া দৃষ্ট্যা ন মুক্তেষু কথঞ্চনেনি । অবিজ্ঞায় পরং

শরীর অতিরিক্ত বস্তু নহেন । ভগবানও যদাত্মক, তাঁহার মূর্ত্তিও
তদাত্মিক । শ্রুতিতেই এই বিষয়ের প্রশ্নপূর্ব্বক মীমাংসা দেখা যায়,
যথা—“ভগবান্ কিমাত্মক ?”—ভগবান্ জ্ঞানাত্মক, ঐশ্বর্য্যাত্মক ও
শক্ত্যাত্মক । জ্ঞানাত্মক শব্দের অর্থ চিদেকধাতু, অর্থাৎ ভগবান্ চিন্ময়
পদার্থ । ভগবান্ যদি চিন্ময় পদার্থ হইলেন, চিৎ অর্থাৎ জ্ঞানই
যদি বিশেষ্য হইল, উহা যদি ভগবানের বিশেষণ অর্থাৎ ধর্ম্ম না হইল
তাহা হইলে, তিনি নিবিশেষ অর্থাৎ বিশেষণরহিত পদার্থই হইলেন ।
এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন—না, তিনি তদ্রূপ নহেন । তিনি,
জ্ঞানাত্মক হইয়াও ঐশ্বর্য্যাত্মক । তাঁহাকে ঐশ্বর্য্যাত্মক বলিবার কারণ
এই, তাঁহার এমন অংশ নাই, যাহা ঐশ্বর্য্যময় নহে । তাঁহার ঐ

দেহমানন্দান্নানমবায়ন্ । আরোপয়ন্তি জনিমং পঞ্চভূতান্নকং জড়ম্” ইতি চ ।
 নারায়ণীয়বাক্যঞ্চ—“এতৎ ত্বয়া ন বিজ্ঞেয়ং রূপবানিতি দৃশ্যতে । ইচ্ছন্
 মুহূর্তান্নশ্চেয়মীশোহহং জগতো গুরুঃ ॥ মায়া হেমা ময়া সৃষ্টা যন্মাং পশ্যসি নারদ ।
 সৰ্বভূতগুণৈর্যুক্তং নৈবং ত্বং জ্ঞাতুমর্হসি” ইতি । নশ্চেয়মদৃশ্যঃ স্যামিত্যর্থঃ ।
 বারাহবাক্যঞ্চ—“ন তস্য প্রাকৃত্য মূর্তির্মৈদমজ্জাস্তিসম্ভবা । ন যোগিত্বা-
 দীশ্বরত্বাং সতাক্রপোহচ্যুতো বিভূঃ” ইতি । মহাযোগিত্বাদিচ্ছাকৃতং তস্য রূপং ন,
 কিন্তু ঈশ্বরত্বান্নিত্যমেব তদিত্যর্থঃ । নির্যায়চরিতং মায়িকমেবেতি স্ফুটয়িতুং
 তত্র তত্রাপ্যন্ত এবমুক্তম্ ; তত্র বৈষম্যে—“নাতিক্রান্তমলং ব্রহ্মস্তুদেহ্যপি মহো-
 দধিঃ । নিত্যং সন্নিহিতস্তত্র ভগবান্ কেশবো যতঃ” ইতি । একাদশে চ—
 “দ্বারকাং হরিণা ত্যক্তাং সমুদ্রোহপ্লাবয়ং ক্ষণাৎ । বর্জয়িত্বা মহারাজ শ্রীমদ্-
 ভগবদালয়ম্ ॥ নিত্যং সন্নিহিতস্তত্র ভগবান্ মধুসূদনঃ” ইতি । রাজনিত্যতঃ
 প্রাক্ স্বতনুমদঙ্ক্ । তন্মৈব স্বধাম্ বিশতঃ কৃষ্ণস্য তু সৌদামিন্যা ইব গতির্দেবৈ-
 র্নালক্ষ্যেতি তদনন্তরং গুরুপুত্রানয়নাদিকথনেন স্বতনুরক্ষণে কৈমুত্যাং দর্শিতঞ্চ ;
 উদ্ধবস্ত্বেবং স্ফুটমাখ্যং, “আদায়ান্তরধাদ্ যন্ত স্ববিশ্বং লোকলোচনমিতি
 তৃতীয়ে । শ্রীরঘুপতেস্ত নিধাণে দ্বিভুজস্যৈব তস্য চতুভূজত্বমবিব্রদিত্যুক্ত-
 মুগুরকাণ্ডে—“যামিচ্ছসি মহাবীৰ্য্য তাং তনুং প্রবিশ স্বকাম্ । পিতামহবচঃ
 শ্রদ্ধা বিনিশ্চিত্য মতিং ততঃ । বিবেশ বৈষম্যং তেজঃ সশরীরঃ সহানুজঃ”
 ইতি । ষোড়শরাজকীয়স্ত পুত্রশোকনিবৃতিফলকপ্রপঞ্চানিত্যত্বনিবেদনফলকমেব
 তদন্তঃ পঠিতম্ । দাশরথেষুত্বমসম্ভবাদেবান্তর্ধানপরং প্রপঞ্চত্যাগপরং বা ভাবীতি
 ন কিঞ্চিদবগম্ ॥২২॥

ঐশ্বর্য্য অর্থাৎ বিভূতিও আহার্য্য নহে ; উহা তাঁহার স্বরূপানুবন্ধিনী,
 স্বরূপের অনুরূপ । তাঁহার ঐশ্বর্য্য জড়ময় নহে ; পরন্তু জ্ঞানময় ।
 তাঁহার উক্ত জ্ঞানময় ঐশ্বর্য্যের মূল কি, তাহাই বলিতেছেন,—তিনি
 শক্তাত্মক । তাঁহার শক্তিসকলই তাঁহার ঐশ্বর্য্য । বহির উষ্ণতার
 ন্যায় তাঁহার শক্তিসকল স্বরূপ হইতে অভিন্ন । তিনি ও তাঁহার
 শক্তি একই । এতদ্বারা তিনি জ্ঞানাত্মক অর্থাৎ জ্ঞানময় হইয়াও
 নিরবচ্ছিন্নভাবে জ্ঞানশক্তিসমন্বিত জ্ঞানগুণবিশিষ্ট, ইহাই বোধিত
 হইল । অপরাপর শ্রুতিও বলিতেছেন, “আমরা শ্রীভগবান্কে
 স্বরূপশক্তিদ্বারা বুদ্ধিমান্ মনোবান্ ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গবান্ দেখিতেছি ।”
 “সেই অদ্বিতীয় পরমপুরুষ শ্রীগোবিন্দকে সচ্চিদানন্দবিগ্রহ জানিবে ।”

জ্ঞানানন্দবিগ্রহতা তু তস্য শ্রুতিমাত্রেন গম্যা ন তু তর্কৈরচিস্ত্যা-
লৌকিকবস্তুত্বাৎ । তদিদমভিহিতং ভগবতা সূত্রকারেণ—(৩২।১৪)

ননু জ্ঞানানন্দযোবিগ্রহত্বং যুক্তিবিরুদ্ধমিতি চেদোমিত্যাহ—জ্ঞানেতি, ন
তু তর্কৈরিতি তর্কধর্মকৈরনুমানে রিত্যর্থঃ । তদিদমিতি জ্ঞানানন্দবিগ্রহত্বম্

“অর্দ্ধমাত্রাত্মক শ্রীরামচন্দ্র জ্ঞানানন্দমুক্তি।” স্মৃতিতেও উক্ত হইয়াছে
যে, “বেদান্তে যে তেজোময় ব্রহ্ম উক্ত হইয়াছেন, সেই তেজোময় ব্রহ্মই
তঁাহার মূর্ত্তি।” এই সকল প্রমাণদ্বারা, সত্যভূত ভগবদ্বিগ্রহের
জড়ত্ব এবং জ্ঞানপরিণামবাদী মীমাংসককর্তৃক সিদ্ধান্তিত জ্ঞানরূপত্ব
থাকিলেও অচেতনত্ব, এই দুইটি বিরোধীপক্ষ খণ্ডিত হইল। যেহেতু
ঐ সকল প্রমাণ হইতে স্পষ্টঃ প্রতীত হইতেছে যে, ভগবদ্বিগ্রহ
জড় নহে এবং উহার পরিণাম অর্থাৎ বিকার নাই। এইরূপে ভগবদ্বি-
গ্রহ যদি ব্রহ্মস্বরূপই হইল, উহা যদি তঁাহার স্বরূপ হইতে অভিন্ন
হইল, তবে শ্রীবিষ্ণু-পুরাণাদিতে যে ঐ বিগ্রহের অন্তরূপ প্রতীতির
কথা লিখিত হইয়াছে, তাহার অর্থও অবশ্য অন্য প্রকার হইবে।
অতএব ভগবান্ অসুরগণমোহনার্থ নিজ মায়াদ্বারা স্বয়ংই তঁাহার নিত্য
শ্রীবিগ্রহের ধ্বংস প্রভৃতি প্রদর্শন করিয়াছিলেন, এই প্রকারই বুঝিতে
হইবে। অর্জুন শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলদেবের শরীর সংস্কার করিয়াছিলেন,
শ্রীভগবানের অষ্ট মহিষী তঁাহার অনুমৃতা হইয়াছিলেন, শ্রীরামচন্দ্রের
মৃত্যু হইয়াছিল, এগুলি প্রকৃত ঘটনা নহে; শ্রীভগবান্ কর্তৃক নিজ
মায়াদ্বারা প্রত্যায়ািত অসুরগণের মিথ্যা প্রতীতিমাত্র। এই প্রত্যয়নের
অসুরমোহন ভিন্ন আরও একটি বিশেষ ফল আছে। শ্রীরামচন্দ্রাদিরও
মৃত্যু হইল দেখিয়া লোকের সংসারে বৈরাগ্য-উৎপাদনই ঐ ফল।
মহামায়াবী পরমেশ্বরের পক্ষে ঈদৃশ মায়াবিস্তারও বিচিত্র নহে।
শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশস্কন্ধে শ্রীহরির নির্য্যাণ ব্যাপার শ্রবণ করিয়া
খিণ্মান রাজা পরীক্ষিৎকে শান্তি প্রদানের নিমিত্ত ভগবান্ শুকদেব
বলিয়াছিলেন, “হে রাজন! পরমেশ্বরেরও যে মনুষ্যের তুল্য জন্ম-
মরণাদি দৃষ্ট হইতেছে, তাহা সত্য নহে। উহা নটের ন্যায় মায়া-
বিড়ম্বনই জানিবে” ॥১২॥

“অরূপবদেতৎপ্রধানত্বাৎ,” (৩।২।১৫) “প্রকাশবচ্চাবৈয়র্থ্যম্” (৩।২।১৬)
 “আহ চ তন্মাত্রম্,” (৩।২।১৭) দর্শয়তি চাখো অপি স্মর্যতে,” ইত্য-
 ন্মিন্নধিকরণে তথৈব ভাষিতঞ্চ ॥১৩॥

অরূপেতি রূপং বিগ্রহস্তদ্বিশিষ্টং ব্রহ্ম নেতরূপবদিত্যুচ্যতে ; কূতঃ? তস্মৈব
 রূপস্য প্রধানত্বাদান্ননো দ্বিভূজত্বাদি ধর্মধর্মিত্বাদিতার্থঃ । তন্মাং রূপাভিন্নং
 ব্রহ্মেতি ননু ধ্যাতেন বিজ্ঞানানন্দেন ব্রহ্মণা, জড়ত্বংরূপত্বাং তদ্বিরুদ্ধা
 প্রকৃতির্নিবর্ত্তেতৈব জ্যোতিষৈব তিমিরং, তত্র বিগ্রহত্বং ব্যর্থমিতি চেৎ? তত্রাহ,
 প্রকাশেতি । প্রকাশৈকরসেসূর্যো যথা ধ্যানহেতুত্বাং বিগ্রহত্বম্ অব্যর্থং তথা
 জ্ঞানানন্দে ব্রহ্মণীতি । এবং ভাবে প্রমাণং দর্শয়তি—আহেতি । তমেব
 তন্মাত্রম্ । মাত্রং কার্যম্ভেৎবধারণে ইতামরঃ । তং বিগ্রহমেব যন্মাং
 পরমাত্মানমাহ শ্রুতিঃ—“সংপুণ্ডরীকনয়নং মেঘাভং বৈদ্যুতাস্বরম্ । দ্বিভূজং
 মৌনমুদ্রাঢ্যং বনমালিনমীশ্বরম্ ॥” ইত্যাদি । ইহ পুণ্ডরীকাক্ষত্বাদিধর্মী বিগ্রহ
 এব ঈশ্বর ইতি স্মৃটম্ । দর্শয়তীতি, “সাক্ষাৎ প্রকৃতিপরোহয়মাত্মা গোপালঃ”
 ইতি শ্রুতিঃ, “সত্যজ্ঞানানন্তানন্দমাত্রৈকরসমূর্ত্তয়ঃ” ইতি স্মৃতিশ্চ পরমাত্মানং
 বিগ্রহং বদতি । তন্মাদ্ বিগ্রহত্বং প্রামাণিকম্ । সূত্রাত্মাং ব্যতিহারো
 লকঃ ॥১৩॥

ভগবানের ঐ শরীর যে জ্ঞানস্বরূপ ও আনন্দস্বরূপ, তাহা কেবল
 শ্রুত্যাदिশাস্ত্রমাধ্যমে জানিতে হইবে, তর্কদ্বারা নহে; কারণ যাহা
 লৌকিক, যাহা চিন্তার বিষয়ীভূত, তাদৃশ বস্তুই তর্কদ্বারা বিদিত হইতে
 পারা যায় । শ্রীভগবানের শ্রীবিগ্রহ অলৌকিক বলিয়া চিন্তার অবিসয়,
 অতএব তাহা কখনই তর্কগম্য হইতে পারে না । বেদান্ত-সূত্রকার
 মহর্ষি বেদব্যাস তৃতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় পাদের একটি অধিকরণে এই-
 রূপই বলিয়াছেন ; যথা—“ব্রহ্ম বিগ্রহবিশিষ্ট নহেন, তিনি স্বয়ংই
 বিগ্রহ । যেহেতু তাঁহার ঐ রূপই প্রধান, অর্থাৎ উহা বিভূত, জ্ঞাতৃত্ব
 ও ব্যাপকত্ব প্রভৃতি ধর্মবিশিষ্ট ধর্মী আত্মা । আত্মাই ব্রহ্মের বিগ্রহ ।
 অতএব আত্মস্বরূপ ব্রহ্ম আত্মবিগ্রহ হইতে অনতিরিক্ত ॥” প্রকাশ-
 বিশিষ্ট রবির ন্যায় ব্রহ্মেরও বিগ্রহবিশিষ্টত্ব ব্যর্থ হয় না । যেক্রূপ প্রকাশ-
 স্বরূপ সূর্য্যের ধ্যানার্থ বিগ্রহস্বীকার সঙ্গত হয়, সেইরূপ জ্ঞানানন্দস্বরূপ
 ব্রহ্মেরও ধ্যানের নিমিত্ত বিগ্রহস্বীকার যুক্তই হইতেছে । বিগ্রহ-

পরমাত্মজিজ্ঞাসোস্তু তর্কোহনুপাদেয় এব । কঠে ‘নৈষা তর্কেণ মতিরাপনেয়া প্রোক্তাণ্যেণ সূক্ষ্মানায়প্রেষ্ট,’ মহাভারতে “অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবা ন তাংস্তর্কেণ যোজয়েৎ ॥” ইত্যাদি শ্রুতি-স্মৃতিভ্যঃ । ননু ‘মন্তব্যঃ’ ইতি তর্কাভ্যুপগমঃ, সত্যং, বেদান্তার্থানুত্তরণোহসৌ ন নিবার্যতে, কুর্ম্য: পুঃ ।—“পূর্বোত্তরাবিরোধেন কোহত্রার্থোহভিমতো ভবেৎ । ইত্যাদ্যনুহনং, তর্কঃ, শুদ্ধতর্কন্তু বর্জয়েৎ” ইত্যাদি স্মৃতে: ॥১৪॥

পরমাত্মেতি । নৈষেতি কাঠকে । প্রেষ্ট নচিকেত এষা ব্রহ্মোপাসনযোগ্যা মতিভূয়া তর্কেণ নাপনেয়া ন ঘটনীয়ী ; অন্যেণ বৈদিকেণ গুরুণা প্রোক্তা উপদিষ্টা সতী সূক্ষ্মানায় ব্রহ্মানুভবায় ভবিষ্যতি । অচিন্ত্যা ইতি ভারতে । নস্বিতি । অসৌ তর্কঃ । পূর্বোত্তরেতি কোর্মে ॥১৪॥

ব্যতিরেকে ধ্যানই হইতে পারে না ; কারণ, বিগ্রহই ধ্যানের হেতু । বিরহিণী নিজ কান্তকে ধ্যান করে, ইত্যাদি স্থলে ধ্যান বিগ্রহবিষয়েই দৃষ্ট হইয়া থাকে ।” শ্রুতিতে বিগ্রহকেই পরমাত্মা বলিয়া থাকেন, অতএব ব্রহ্মের বিগ্রহই প্রামাণ্যই হইতেছে । গোপালতাপনীতে ব্রহ্মকে সৎপুণ্ডরীকনয়ন, নবীননীরদশ্যাম, বিদ্যাদমন, দ্বিভুজ, মৌনমুদ্রাযুক্ত ও বনমালাধারী ঈশ্বর বলিয়া নির্দেশ করেন । এই স্থলে পুণ্ডরীকাক্ষত্বাদি-ধর্মযুক্ত শ্রীবিগ্রহই ঈশ্বর বলিয়া স্পষ্টতঃ উক্ত হইয়াছেন । স্মৃতিতেও উল্লেখ আছে যে, “পরমেশ্বরে দেহ-দেহিভেদ নাই । ঈশ্বরের দেহ ও দেহি-ঈশ্বর একই বস্তু ।” এইরূপে শ্রুতি ও স্মৃতি উভয়েই আত্মার বিগ্রহরূপত্ব প্রদর্শন করিতেছেন । প্রকৃতির অতীত সাক্ষাৎ আত্মস্বরূপ গোপাল কিরূপে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইলেন ? এই প্রশ্নের উত্তরে যে শ্রুতি পরিব্যক্ত হয়, তাহাতে পরমাত্মাকেই বিগ্রহস্বরূপে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে । স্মৃতিতে উক্ত হইয়াছে যে, তিনি সত্য, জ্ঞান, অনন্ত, আনন্দমাত্রৈকরসময়মূর্তি । সূত্রদ্বয়েও বিগ্রহই আত্মা, আত্মাই বিগ্রহ এইরূপ ব্যতিহার অর্থাৎ অভেদ প্রদর্শিত হইয়াছে । অতএব শ্রুত্যাদি প্রমাণগম্য অবিচিন্ত্য অর্থে তর্কের অনবকাশ হেতু আত্মার বিগ্রহত্ব স্বীকার করাই সঙ্গত ॥১৩॥

বিশেষতঃ পরমাত্মজিজ্ঞাসুসম্বন্ধে তর্ক যে উপাদেয় (সুসঙ্গত) নহে, তাহার প্রমাণ কঠোপনিষদ হইতে জানা যায়, যথা—“হে নচিকেত, তুমি

তদেবং জ্ঞানানন্দবিগ্রহানতিরেকি তস্য স্বরূপং সিদ্ধম্।
 গুণাশ্চ সত্যকামত্বসত্যসঙ্কল্পত্বাদয়ো জ্ঞানানন্দাদয়শ্চানন্তান্তেহপি
 স্বরূপান্নাতিরিচ্যন্তে। (ছান্দোগ্য) “এষ আত্মাপহতপাপা বিজরো
 বিমৃত্যুর্বিশোকো বিজিঘৎসোহপিপাসঃ সত্যকামঃ সত্যসঙ্কল্পঃ”
 ইতি, “যঃ সর্বজ্ঞঃ সর্ববিদ যস্য জ্ঞানময়ং তপঃ” ইতি “আনন্দং
 ব্রহ্মণো বিদ্বান্” ইতি চ। এবমাদিশ্রবণাৎ। “যথোদকং দুর্গে বৃষ্টং
 পর্বতেষু বিধাবতি। এবং ধর্মান্ পৃথক পশ্যন্তানেবানুবিধাবতি”,
 “ব্রহ্মণস্তদ্গুণানাঞ্চ ভেদদর্শ্যধর্ম্যং তমঃ,” (কেঠে ২।৪।১৪ ভেদাভেদ-
 প্রদর্শী তু মধ্যমন্তু তমো ব্রজেৎ।” ইত্যাদিসু গুণাতিরেকদর্শিনো
 বিগর্হিতত্বশ্রবণাৎ। অতএব “নেহ নানাস্তি কিঞ্চন” ইতি তদন্ত্যং
 প্রতিষিদ্ধম্ ॥১৫॥

গুণান্ প্রমাণয়তি এষ ইতি ছান্দোগ্যে। বিজিঘৎসঃ বুভুক্ষারহিতঃ।
 গুণানাং স্বরূপানতিরেকং প্রমাণয়তি যথৈতি কাঠকে। পর্বতেষু বৃষ্টমুদকং
 যথা দুর্গে নিম্নস্থানে বিধাবতি এবং ব্রহ্মণঃ ধর্মান্ ততঃ পৃথক পশ্যন্তান্
 প্রসিদ্ধান্ নরকান্ ইত্যর্থঃ। ব্রহ্মণস্তদিতি। অতএবেতি। তদন্ত্যং স্বরূপভিন্নং
 বিগ্রহগুণাদি প্রতিষিদ্ধং শ্রুতৌব নিবারিতম্ ॥১৫॥

কখনই তোমার ব্রহ্মোপাসনোপযোগিনী বুদ্ধিকে তর্কদ্বারা বিনষ্ট করিবে
 না; কারণ সদগুরুকর্তৃক উপদিষ্ট হইলে তোমার ঐ মতি ব্রহ্মানুভব-
 নিমিত্ত হইবে।” “যে সকল বিষয় অচিন্ত্য, তাহাতে তর্ক যোজনা
 করা বিধেয় (উচিত) নহে।”—ইত্যাদি বাক্যে তর্ক স্বীকৃত হইয়াছে
 বটে, কিন্তু উহা তর্কিকের শুষ্ক তর্ক নহে। বেদান্তার্থের অনুগুণ
 অনুকূল তর্ক-স্বীকার সম্বন্ধে শাস্ত্রের বিধান দেখিতে পাওয়া যায়।
 তাদৃশ তর্ক আমরাও নিষেধ করি না। স্মৃতিতে উক্ত আছে,—তুইটি
 আপাতবিরোধিবাক্য দৃষ্ট হইলে উহাদের কোন্টি অভিমত হইবে,
 অথবা উহাদের কিরূপ সমন্বয় করিতে হইবে, ইহা স্থির করিবার জন্য
 তর্ক বিধেয়। শাস্ত্রে যে তর্ক-বর্জনের উল্লেখ আছে, উহা শুষ্ক তর্ক
 সম্বন্ধেই জানিতে হইবে ॥১৪॥

এইরূপে জ্ঞানানন্দবিগ্রহ হইতে অভিন্ন শ্রীভগবানের স্বরূপ সিদ্ধ
 হইল। অতঃপর সত্যকামত্ব, সত্যসঙ্কল্পত্ব এবং জ্ঞান ও আনন্দ প্রভৃতি

“জ্ঞানশক্তিবলৈশ্চর্য্যবীৰ্য্যতে জ্ঞানশেষতঃ। ভগবচ্ছব্দবাচ্যানি
বিনা হেতৈশ্চর্য্যাভিঃ ॥” ইত্যত্র ধৰ্ম্মাণামপি ধৰ্ম্মিশব্দবাচ্যতা
স্মৃতা। অনন্তকল্যাণগুণাত্মকোহসৌ স্বর্শাক্তিলেশাভূতভূতসর্গঃ।
(ভাঃ ১০।১৪।৭) “গুণাত্মনস্তেহপি গুণান্ বিমাতুং হিতাবতীর্ণশ্চ
ক ঈশিরেহশ্চ” ইত্যাদিসু ধৰ্ম্মিণো ধৰ্ম্মানতিরেকঃ স্মর্য্যতে। এব-

গুণগুণিনোর্য্যতিহারমভেদমাহ—জ্ঞানশক্তীতি যষ্ঠে ব্যাখ্যাস্যতে। গুণাত্মন
ইতি শ্রীদশমে ব্রহ্মবাক্যম্। তদিদং গুণগুণিনোরদ্বৈতম্। উভয়েতি—“বিজ্ঞান-
মানন্দং ব্রহ্ম”, “যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিৎ”, “আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্” ইতি দ্বিবিধ-
শ্রুতিবচনাৎ বিজ্ঞানানন্দরূপং ব্রহ্ম বিজ্ঞানানন্দীতি মন্তব্যম্। যথা কুণ্ডলাত্মনঃ
অহেঃ কুণ্ডলং বিশেষণং তদ্বৎ ॥১৬॥

অনন্ত গুণসকলও যে ভগবানের স্বরূপ হইতে অভিন্ন, তাহাই
প্রদর্শিত হইতেছে। শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে,—“আত্মা পাপরহিত,
জরারহিত, মৃত্যুরহিত, শোকরহিত, বৃভুক্ষারহিত, পিপাসারহিত,
সত্যকাম ও সত্যসঙ্কল্প।” “যিনি সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্ববিৎ, যাঁহার তপস্যা
অর্থাৎ আলোচনা জ্ঞানময়।” “ব্রহ্মের আনন্দ বিজ্ঞাত হইলে কোন
ভয়ই থাকে না।” বিশেষতঃ “যে রূপ পর্ব্বতে পতিত বৃষ্টির জল
নিম্নস্থানে গমন করে, তদ্রূপ ব্রহ্ম হইতে তাঁহার ধর্ম্মকে পৃথক্ দর্শন
করিলে জীব অধোগমন করে” ইত্যাদি শ্রুতি এবং “ব্রহ্ম ও তাঁহার
গুণের ভেদদর্শী ব্যক্তি অধম নরকে, আর ভেদাভেদদর্শী মধ্যম নরকে
গমন করে” ইত্যাদি স্মৃতিতে শ্রীভগবান্ হইতে তাঁহার ধর্ম্মের ও
গুণের ভেদদর্শীর যখন নরকপাত পর্য্যন্ত উক্ত হইয়াছে, তখন ব্রহ্মের
ধর্ম্মাদি যে তাঁহার স্বরূপ হইতে ভিন্ন নহে, তাহাই স্থির করিতে
হইবে। অতএব “ইহ সংসারে ব্রহ্মভিন্ন নানা বস্তু কিছুই নাই,
এই শ্রুত্যর্থই প্রবল হইল। ঐ শ্রুতিতে ব্রহ্মাতিরিক্ত বস্তুই প্রতিষিদ্ধ
হইয়াছে। ব্রহ্মাতিরিক্ত বস্তুই যদি না থাকিল, তবে ব্রহ্মাতিরিক্ত
বিগ্রহাদিও অসম্ভব হইল ॥১৫॥

স্মৃতিতে উক্ত হইয়াছে—“হেয় গুণ ব্যতীত জ্ঞান, শক্তি, বল,
ঐশ্বর্য্য, বীৰ্য্য ও তেজশব্দসকল ভগবচ্ছব্দবাচ্য।” এস্থলে ধর্ম্মসকলের
ধর্ম্মিশব্দ বাচ্যতা সিদ্ধ হইল। “শ্রীভগবান্ অনন্তকল্যাণগুণাত্মক,

মভেদেহপি ভেদব্যাপদেশো জলকল্লোলবৎ দ্রষ্টব্যঃ। তদিদমভি-
হিতং ভগবতা সূত্রকারেণ, (ব্রঃ সূঃ ৩.২।২৮)—উভয়ব্যাপদেশাত্ত্বি-
কুণ্ডলবৎ ইত্যহস্মি” অধিকরণে ॥১৬॥

ননু সচ্চিদানন্দবিগ্রহানতিরেকি ভগবতঃ স্বরূপং জ্ঞানানন্দায়ো
গুণাশ্চতস্মান্নাতির্যচ্যন্ত ইতি স্বরূপতো গুণতশ্চ নির্ভিন্নং তত্ত্বমিতি
নোপযুক্তম্। সচ্চিদানন্দশব্দানাং প্রবৃত্তিনিমিত্তভেদেন তদ্বাচ্যানাং
সচ্চিদানন্দানাং ভেদশ্রাবশ্যকত্বাৎ ইতি চেৎ, মন্দমেতৎ - অচিন্ত্যে-

ইহ শাদিকাস্ত্যাকিকাস্ত শব্দান্তে—নথিতি। নির্ভিন্নমিতি অভিন্নমিত্যর্থঃ—
নির্নিশ্চয়নিষেধয়োরিত্যমরঃ ; সচ্চিদানন্দশব্দানামিতি। যথা শেষট্যা-
শব্দানাং প্রবৃত্তিনিমিত্তভেদাৎ তদ্বাচ্যানাং ভেদস্তদ্বৎ। ইতি চেদিতি—
“পক্ষান্তরে চেদিতি চ” ইত্যমরঃ। নিরস্যতে মন্দমিতি। পরমং সঙ্গী কং তৎ
পরং ব্রহ্ম, অত্রার্থে ব্যাসসম্মতিমাহ—যথাহেতি। শ্রুতেস্থিতি। নেতানবর্ততে।

তঁহার নিজশক্তির লেশ হইতেই এই অদ্ভুত জগতের সৃষ্টি হইয়াছে।”
“তুমি গুণাত্মক হইলেও তোমার গুণের পরিমাণ করিতে কে সমর্থ?”
ইত্যাদি স্মৃতিবাক্যদ্বারা ধর্মী ভগবান্ হইতে ধর্মের অভেদত্ব সুব্যক্ত
হইয়াছে। এইরূপে ব্রহ্ম ও তদীয় গুণসকল স্বরূপতঃ অভিন্ন হইলেও
ইচ্ছাময়ের ইচ্ছায় জল ও তরঙ্গের ন্যায় উহাদের ভেদ-বাবহার বুঝিতে
হইবে। ভগবান্ সূত্রকারও “উভয়ব্যাপদেশাত্ত্বিকুণ্ডলবৎ” এই
অধিকরণে প্রদর্শন করিয়াছেন,—“ব্রহ্ম জ্ঞান ও আনন্দস্বরূপ হইয়াও
জ্ঞান ও আনন্দধর্মবিশিষ্ট; অহিকুণ্ডলকে উহার দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা
হইয়াছে। সর্পই কুণ্ডলাত্মক হইলেও যেরূপ কুণ্ডলকে সর্পের বিশেষণ-
রূপে গণ্য করা হয়, সেইরূপ ব্রহ্ম জ্ঞানানন্দাত্মক হইলেও জ্ঞান ও
আনন্দকে ব্রহ্মের বিশেষণ অর্থাৎ গুণ বা ধর্ম বলা হইয়া থাকে” ॥১৬॥

এই স্থলে তাকিকেরা আশঙ্কা উত্থাপন করেন যে, সচ্চিদানন্দ-
বিগ্রহেত্বই শ্রীভগবানের স্বরূপ; জ্ঞান ও আনন্দ প্রভৃতি গুণসমূহ
তঁহার ঐ স্বরূপ হইতে অভিন্ন, ব্রহ্মতত্ত্ব স্বরূপতঃ এবং গুণতঃ ভেদ-
রহিত, এই সিদ্ধান্ত কি প্রকারে সঙ্গত হইবে? তঁাহাদের উক্ত
আশঙ্কার মূলই সচ্চিদানন্দ প্রভৃতি শব্দ। সৎ, চিৎ ও আনন্দ, এই
শব্দত্রয়ের মিলনে সচ্চিদানন্দ পদ নিষ্পন্ন। ঐ তিনটি শব্দের কোনটি

হলৌকিকেহর্থে যুক্তেন্নবভারাং ; পরমং তত্ত্বং খলু তর্কগোচরং
ন ভবতি, “নৈষা তর্কেণ” ইত্যাদিশ্রুতিস্মৃতিভ্যঃ ; কিন্তু শ্রুত্যে-
কগম্যস্বৈব তৎ, যথাহ ভগবান্ সূত্রকারঃ, (২।১।২৭)—শ্রুতেন্তু
শব্দমূলত্বাৎ” ইতি ॥১৭॥

দেহদেহিভাবেন গুণগুণিভাবেন ভাতমপি ব্রহ্ম স্বগতভেদেনাপি নোপেতম্
কুতঃ ? “নেহ নানাস্তি কিঞ্চন” ইতি তথৈব শ্রুতেঃ । ননু বাধিতং শ্রুতিঃ
কথং ক্রিয়াং ? তত্রাহ—*দেতি । শব্দমূলত্বাৎ শব্দৈকপ্রমাণত্বাদিত্যর্থঃ ।
দৃষ্টক্ষেদং মন্ত্রোষণাদিযু ॥১৭॥

কাহারও পর্য্যায়, অর্থাৎ অর্থের বাচক নহে, কারণ উহাদের প্রত্যেকের
অর্থ ভিন্ন । যে শব্দটির যাহা অর্থ, সেই শব্দটি অবশ্য তদর্থবিশিষ্ট ।
ঐ বিশেষ অর্থটি বুঝাইবার নিমিত্তই—ঐ শব্দটির প্রবৃত্তি অর্থাৎ
প্রয়োগ হইয়া থাকে । অতএব ঐ অর্থই ঐ শব্দের প্রয়োগের হেতু ।
এইরূপে যদি অর্থভেদদ্বারা প্রবৃত্তিনিমিত্তের ভেদ স্থির হইল, তবে
ঐ তিনটি শব্দদ্বারা যে তিনটি পদার্থ বোধিত হইবে, তাহারাও
অবশ্যই ভিন্ন হইবে । এইরূপ যুক্তিদ্বারা তাকিকগণ ধর্ম ও ধর্মীর
অভেদপক্ষ অনুপযুক্তই বলিয়া থাকেন । কিন্তু তাহা বলা যায় না ।
কারণ, অচিন্ত্য অলৌকিক বিষয়ে ঐরূপ যুক্তির প্রয়োগই হইতে
পারে ন । পরমেশ্বরতত্ত্ব তর্কের বিষয়ীভূত হয়েন না । তদ্বিষয়ক
“নৈষা তর্কেণ” প্রভৃতি শ্রুতি-স্মৃতি-প্রমাণ পূর্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে ।
পরমেশ্বরের তত্ত্ব কেবল শ্রুতিমাত্র-প্রমাণদ্বারা বিদিত হইবে । ভগবান্
সূত্রকারও বলিয়াছেন,—“ব্রহ্মের অলৌকিকত্ব, জ্ঞানাত্মকত্ব, বিরুদ্ধ
বিবিধ ধর্ম্মাশ্রয় প্রভৃতির শ্রুতিদ্বারাই সমাধান করিতে হইবে.
তদ্বিষয়ে তর্কের প্রয়োগ হইতে পারে না ; কারণ, অবিচিন্ত্য বিষয়ে
শ্রুতিশব্দই একমাত্র প্রমাণ । ফল কথা,—প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শব্দ,
এই তিনটিই প্রমাণ । তন্মধ্যে মায়ামুণ্ডাবলোকাস্থলে, ইহা চৈত্রের
মুণ্ড, এইরূপ প্রতীতিতে প্রত্যক্ষের ব্যভিচার দেখা যায় । আবার,
বৃষ্টিদ্বারা অগ্নি নির্বাপিত হইলেও অধিকতর ধূম উঠিতে দেখিয়া
লোকে পর্ব্বতাদিতে বহির অনুমান করিতে পারে ; তাদৃশ স্থলে
অনুমানের ব্যভিচার ঘটিতেছে । কিন্তু শব্দের কোথাও ব্যভিচার

স্বগতভেদোহপি তত্র নেত্যাভিপ্রেত্যা হ শ্রুতিঃ— “নেহ নানাস্তি
কিঞ্চনেতি”, স্মৃতিশ্চ (নাঃ পঃ)।— “নির্দোষপূর্ণগুণবিগ্রহ আত্মতত্ত্বো
নিশ্চেতনাত্মকশরীরগুণৈশ্চ হীনঃ। আনন্দমাত্রকর পাদমুখোদ-
রাদিঃ সর্বত্র চ স্বগতভেদবিবজ্জিতায়া ॥” ইতি। তথাপি বৈদূর্য্য-
বদচিন্ত্যেন বিশেষমহিন্মা তৈঃ শব্দৈর্ব্যবহারো বিদুষামপি নির্বাধঃ।
ন চৈবং ভেদাভেদৌ স্মৃতাং নিষেধবাক্যব্যাকোপাৎ। তস্মাৎ
“অবিচিন্ত্যত্বমেব” শরণমিতি সন্তোষ্টব্যম্ ॥৮॥

উক্তং স্বগতভেদাভাবং স্মৃটয়তি স্বগতেতি। নেহেতি। ইহ পরমাত্মনি যৎ কিঞ্চন
বিগ্রহাদিকমস্তি তৎ নানা ততঃ ভিন্নং নাস্তি কিন্তু তৎস্বরূপানুবন্ধি অস্তুীত্যর্থঃ।
নানানেকোভ্যর্থায়োরিত্যমরশ্রীধরৌ। নির্বিশেষত্বে বিবক্ষিতে নেহ কিঞ্চনা-
স্তীতি ক্রিয়াৎ ॥ নির্দোষেতি নারদপঞ্চরাত্রে দৃষ্টম্। মৌখ্যাদিদোষশূন্যঃ
সার্বজ্ঞ্যাদিগুণপূর্ণো বিগ্রহো যস্য স পরমাত্মা। কিং মায়িনামিব বিদুঃসত্ত্বরূপ-
স্তস্য বিগ্রহস্তত্রাহ,—নিশ্চেতনেতি। চিদিগ্রহশ্চিদগুণকত্বেন বিশেষাৎ বিভাত
ইত্যর্থঃ। কিং সাংখ্যাदीনামিব চিদেকধাতুস্তত্রাহ,—আনন্দেতি। চিদানন্দ-

দেখা যায় না। অধিকন্তু উহা প্রত্যক্ষ এবং অনুমানের ভ্রম নিষেধ
করিয়া উহাদের অনুগ্রাহক হইয়া থাকে এবং উহাদের অগম্য গ্রহ-
চেষ্টাদিস্থলে সাধকতমরূপেই দৃষ্ট হয়। অতএব শব্দপ্রমাণেরই
শ্রেষ্ঠত্ব স্থির হইতেছে। ঐ শব্দ অর্থাৎ বেদাত্মক শব্দই ব্রহ্মের
প্রমাপক। কারণ, বেদশব্দ স্বতঃসিদ্ধ, অলৌকিক ও নির্দোষ। বেদই
বলেন, “অবেদবিৎ ব্যক্তি ব্রহ্মজ্ঞানে অসমর্থ” ॥১৭॥

ঈশ্বরে স্বগতভেদও নাই, এই অভিপ্রায়ে শ্রুতিতে বলিয়াছেন
যে, “এই ব্রহ্মে কিছুই নানা নাই।” পরমাত্মাতে যে বিগ্রহাদি আছে,
তাহাও তাঁহার স্বরূপ হইতে পৃথক্ নহে। নারদপঞ্চরাত্র নামক
স্মৃতিতেও উক্ত হইয়াছে, পরমেশ্বর মুক্তত্বাদিদোষশূন্য, সার্বজ্ঞ্যাদি-
গুণপূর্ণবিগ্রহ আত্মতত্ত্ব, জড়শরীরধর্ম্মরহিত, আনন্দকর, আনন্দপাদ,
আনন্দবদন, আনন্দোদরাদি ও সর্বত্র স্বগতভেদবিবজ্জিত; মানবে
মুক্তত্ব (ভ্রান্তত্ব) প্রভৃতি বিবিধ দোষ দেখা যায়; কিন্তু পরমেশ্বরে
তাহা নাই; তিনি সদা (যখন মুক্তের ন্যায় প্রতীত হয়েন. তখনও)
সত্যজ্ঞানসমন্বিত, যেহেতু তিনি সার্বজ্ঞ্যাদিগুণে পরিপূর্ণ। তিনি

বিগ্রহ ইত্যর্থঃ । কিং ত্রিদিগুণ্যমিব দেহদেহিভেদবান্ ? তত্রাহ—সর্বত্রৈতি । দেহদেহিভাবে গুণগুণিভাবেপি সতি স্বগতভেদেনাপি শূন্য ইত্যর্থঃ । আম্রো নিম্নো নেতি স্বজাতীয়ঃ ; আম্রোহশ্মা নেতি বিজাতীয়ঃ ; আম্রমুকুলমাশ্মো নেতি স্বগতশ্চভেদঃ । তথাপিতি । বৈদূর্য্যান্নীলপীতাদয়ো গুণা অভিন্না এব যথা মিথো ভিন্না ব্যবহ্রিয়ন্তে, তথা সঙ্গপাৎ ব্রহ্মণো বিজ্ঞানানন্দৌ সার্বজ্ঞ্যাদয়ো গুণাশ্চাভিন্না এব ভেদেন ব্যবহ্রিয়ন্তে বিশেষাদিত্যর্থঃ । নিষেধকেতি । এবং ধৰ্ম্মান্ পৃথক্ পশুন্নিত্যাदिश्रुत्यर्थवाधापत्तेरित्यর্থः ॥১৮॥

জীবের ন্যায় প্রকৃতিাদির অধীন নহেন, সদা (ভক্তাধীনরূপে প্রকাশের কালেও) স্বাধীন । তিনি সদা (নিরাকার স্বরূপে অনূভবের কালেও) শরীরধাবী, কিন্তু তাঁহার ঐ শরীরে জড়শরীরের ধর্ম নাই ; কারণ উহা চিন্ময় শরীর । সাজ্যোরাও কেহ কেহ প্রকারান্তরে পরমেশ্বরের চিন্ময়শরীর স্বীকার করেন বটে, কিন্তু সাজ্য্যস্বীকৃত শ্রীবিগ্রহ এবং এই শ্রীবিগ্রহে প্রভূত প্রভেদ । সাজ্য্যস্বীকৃত শ্রীবিগ্রহ চিদেকধাতু, অর্থাৎ তাঁহাতে চিদ্বর্ষ ভিন্ন আনন্দাদির ভাব প্রকাশ পায় না, কিন্তু অত্রত্য শ্রীবিগ্রহ আনন্দময় । ঐ বিগ্রহের সর্ববিদিক্ই আনন্দ । শ্রীবিগ্রহের হস্ত, পদ, মুখ ও উদর প্রভৃতি প্রত্যেক অবয়বই ঘন আনন্দ । এক্রূপ হইলে উক্ত শ্রীবিগ্রহে যে স্বগতভেদ নাই, তাহা বলা বাহুল্যমাত্র । ইহ সংসারে বস্তুমাত্রের ত্রিবিধ ভেদ দৃষ্ট হইয়া থাকে । ঐ ত্রিবিধ ভেদ যথা, স্বজাতীয়, বিজাতীয় ও স্বগত । আম্রবৃক্ষের সহিত তৎ-সজাতীয় নিম্ববৃক্ষের যে ভেদ, তাহাই স্বজাতীয় ভেদ । উহার সহিত প্রস্তুরাদি বিজাতীয় বস্তুর যে ভেদ, তাহাকেই বিজাতীয় ভেদ বলা হয় । আর, আম্রবৃক্ষের অবয়বভূত শাখা-প্রশাখা-মুকুলাদির যে পরস্পর ভেদ, তাহারই নাম স্বগতভেদ । পরমেশ্বরের উক্ত ত্রিবিধ ভেদের কোন ভেদই নাই । তিনি বা তাঁহার শক্তি ভিন্ন বস্তুস্তরই যখন নাই, তখন তাঁহাতে স্বজাতীয় বা বিজাতীয় ভেদ ত থাকিতেই পারে না । অতঃপর তাঁহার শ্রীবিগ্রহেরও প্রত্যেক অবয়বই যখন জ্ঞানানন্দময়, তখন তাঁহাতে স্বগতভেদও অসম্ভব হইল । এইরূপে তাঁহাতে কোন ভেদই না থাকিলেও যে ভিন্ন বস্তুর বোধক শব্দের ন্যায় জ্ঞান, আনন্দ, হস্ত ও পদ প্রভৃতি ভিন্ন শব্দের ব্যবহার, তাহা অচিন্ত্য

বিশেষত্ববশ্যং স্বীকার্য্যঃ । স চ ভেদপ্রতিনিধির্ভেদাভাবে-
হপি ভেদকার্য্যস্তা ধর্ম্মধর্ম্মিব্যবহারস্তা, সত্যাদিশব্দাপর্য্যায়তায়াম্
নির্বর্ত্তকঃ । ইতরথা “সত্তা সত্য” ভেদো ভিন্নঃ, কালঃ সর্ব্বদাস্তি,
দেশঃ সর্ব্বত্রৈত্যাধিতব্যবহারানুপপত্তিঃ । পরেষামপ্যাবশ্যকস্তৎ-
স্বীকারঃ । ইতরথা “বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম,” (তৈঃ ২।১) “সত্যং
জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম” ইত্যাদিষু স্বরূপমাত্রবোধকানাং বিজ্ঞানাদি-
শব্দানাং পর্য্যায়তাপত্তিঃ । ভ্রমাধিষ্ঠানত্বাদিনা চৈতন্যস্ত সর্ব্বদা
ভানেহপি তদভিন্নানন্দাদেবিদানীমপ্রকাশানুপপত্তিশ্চ । স্বভাবস্ত
বিশেষায় ॥১৯॥

নির্ভেদেহপি বস্তুনি বিশেষবলেন গুণগুণিভাবমাপাচ্চ তং
বিশেষমণ্যন্ গ্রাহয়িতুমান্—বিশেষস্তিতি । অনিচ্ছদ্বিরপি সর্কৈরিতর্থঃ ।
সত্যাদিশব্দেতি । নির্ভেদেহপি ব্রহ্মণি বিশেষাং সত্যাত্মাদিগুণভিনে ভিন্ন-
বাচ্যবাচিহাং সত্যাদিশব্দানামপর্য্যায়কত্বং সিধ্যোৎ । একবাচ্যবাচিহং খলু
পর্য্যায়কত্বং । যে তু অত্রাবত্তা সত্যাদিশব্দৈর্নিগুণমেকং বস্তু প্রাপ্তং কেবল-
গবৈতিনস্তম্ভে তেষাং পর্য্যায়তা দ্বারা একবাচ্যবাচিহাদিতি যদে
বিস্ময়করীভ্যে । ইতরথেতি । নির্ভেদে বস্তুনি গুণগুণিব্যবহারহেতোর্বিশেষ-

বিশেষ স্বভাবের বলেই জানিতে হইবে । একই বৈদূর্য্যমণি হইতে
যেমন নীল ও পীতাদি বিভিন্ন বর্ণের প্রকাশ হয়, ব্রহ্মের জ্ঞানানন্দাদিও
তদ্রূপই জানিবে । মণিতে যেরূপ নানবর্ণ প্রকাশিনী শক্তি আছে,
ব্রহ্মেও তদ্রূপ নানাবিভাবসম্পন্নপটীয়সী বিশেষ শক্তি আছে । ঐ
‘বিশেষ স্বভাবই’ স্বরূপতঃ অভিন্ন জ্ঞানানন্দ প্রভৃতিকে ভিন্নবৎ
প্রকাশ করিয়া থাকে । স্বরূপতঃ অভিন্ন জ্ঞানানন্দাদির আবির্ভাব-
ভেদদর্শনে ভেদাভেদ পক্ষও স্বীকার্য্য নহে, কারণ শ্রুতিতে ভেদদর্শীর
নরকপাত বলিয়া ভেদপক্ষ স্বীকারের পথ রুদ্ধ করিয়া দিয়াছেন ।
স্বরূপের ভেদ স্বীকার করিলে, ঐ সকল নিষেধাক্য বার্থ হইয়া যায় ।
অতএব অভেদবস্তুতে ভেদপ্রতীতিপক্ষে ‘অবিচিন্ত্যশক্তির স্বীকারই’
সঙ্গত হইতেছে । তদ্বিষয়ে অচিন্ত্যমহিমা স্বীকার করিয়াই সন্তুষ্ট
হইতে হইবে ॥১৮॥

অনিচ্ছাসত্ত্বেও উক্ত বিশেষ সকলেরই স্বীকার্য্য হইতেছে ।
ঐ ‘বিশেষ’ ভেদের প্রতিনিধি । উহার দুইটি কার্য্য । প্রথম—

স্মানঙ্গীকারে সতীত্যর্থঃ । সত্তাস্তীত্যত্র সত্তায়াঃ সত্তাশ্রয়ত্বং বিশেষাদেব
ভাসতে । ঘটঃ পটৌ ন ভবতীত্যত্র ঘটভেদঃ পটে প্রতীতিস্তস্য পটায়কস্যাপি
ঘটভেদবান্ পট ইতি পটাভেদেন প্রতীতিবিশেষে দেব । কালঃ সর্বদাস্তীতি
কালস্য কালাধারত্বং দেশঃ সর্বত্রৈতি দেশস্য দেশাধারত্বং চ তস্মাদেবে-
ত্যর্থঃ । পরেষামিতি কেবলাদৈতিনাম । ইত্যথেতি ! বৈশিষ্ট্যাপত্তিভিঃ
গুণাবভাসকং বিশেষমস্বীকৃত্য শব্দশব্দৈঃ চিত্তাহ্বাৎ বিনৈব প্রতীতিমিতি
বিজ্ঞানাদিশব্দৈঃ বিজ্ঞানাদিস্বরূপে ব্রহ্মণি নির্গদিতো সতীত্যর্থঃ । দোষান্তর-
মাহ ভ্রমাদিষ্টানেতি । ভ্রমে যথা তদবিস্তানস্য গুণেরপ্তি সাক্ষাৎকারস্তথা
প্রপঞ্চভ্রমে তদবিস্তানস্য চৈতন্যস্য সৌপ্তি । চৈতন্যবৎ তদভিন্নস্যানন্দাদে-
দানীং ব্যবহারদশায়াং যদপ্রকাশঃ তত্র চৈতন্যনিষ্ঠো বিশেষ এব হেতুঃ
তদস্বীকারে চৈতন্যমিব আনন্দোহপি প্রকাশেতেত্যর্থঃ । ননু সত্তাদীনাং
সত্তাচন্তরাভাবেহপি বস্তুস্বভাবাদেব সতীত্যাদিব্যবহারঃ স্যাৎ কিং বিশেষেণেতি
চেৎ, তত্রাহ—স্বভাবস্তিতি । স্বভাব এবাস্মাভিঃ বিশেষশব্দেনোচ্যত ইত্যর্থঃ ।
তস্মাদলং নামমাত্রবিরোধেনেতি ॥১৯॥

ভেদ না থাকিলেও ভেদকার্য্য যে ধর্ম্মধর্ম্মিভাবে ব্যবহার, তাহা সাধন
করা ; দ্বিতীয়—সত্যজ্ঞানানন্দাদি শব্দের অপর্য্যায়তা প্রদর্শন করা ।
একটি বাচ্য পদার্থের বাচক ভিন্ন ভিন্ন শব্দ সকল একটি অপরিচিত
পর্য্যায়রূপে নির্দিষ্ট হইয়া থাকে ; যথা, পৃথিবী, অবনী, ধরণী,
ধরিত্রী প্রভৃতি শব্দ সকল । উহারা সকলেই একই পৃথিবীর বাচক
হইয়া পৃথিবীর পর্য্যায়রূপে গণ্য হয় । সত্যজ্ঞানাদি শব্দের যে
ঈদৃশী পর্য্যায়তা নাই, তাহা বিশেষই প্রদর্শন করিয়া থাকে । সুতরাং
বিশেষ স্বীকার না করিলে উক্ত দুইটি কার্য্যেরই ব্যাঘাত ঘটিতেছে ।
প্রথমতঃ, সত্তা আছে, ভেদ ভিন্ন, কাল সর্বদা আছে, দেশ সর্বত্র আছে,
ইত্যাদি যে প্রসিদ্ধ ব্যবহার, যে ব্যবহার সর্বজনস্বীকৃত, তাহা
অসম্ভব হইতেছে । কারণ, ঐ বিশেষ ব্যতিরেকে কালের কালা-
শ্রয়ত্ব, ঘটভিন্ন পটের ঘটভেদাশ্রয়ত্ব, দেশের দেশাধারত্ব প্রভৃতি অভেদ
বস্তুতে ভেদব্যবহার কে করাইবে ? দ্বিতীয়তঃ একটী নির্বিশেষ বস্তু
অস্তিত্ব সাধন করিবার নিমিত্ত তৎ প্রতিবন্ধক যে বৈশিষ্ট্য তাহার ভেদ
বিশেষ স্বভাব স্বীকার না করিলে, “ব্রহ্ম বিজ্ঞানস্বরূপ ও আনন্দস্বরূপ ;
ব্রহ্ম সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ ও অনন্ত,” ইত্যাদিস্থলে ব্রহ্মের স্বরূপ-

ন চ বিজ্ঞানত্বাদিধর্মবিশিষ্টাভিধায়িভিবিজ্ঞানাदिशकैर्विशिष्ट-
मभिधेयम् शुद्धमथशुद्ध लक्ष्यमिति वाच्यम् । सर्वशब्दानभिधेयम्
तस्य लक्ष्यत्वायोगात् । तथापि, “तद्वमसि” इत्यत्र शोधितां
पदार्थां वाक्यार्थैक्यस्य भेदे। भेदाभेदे वा तव नाभिमतः ।
तथा सत्तैक्यस्य, मिथ्यात्वात्पापत्वेः । तत्र चेत् विशेषो न स्यात्,
तर्हि कथं स्वप्रकाशचिৎप्रकाशेहैक्यैक्यस्याप्रकाशः चिৎप्रकाशस्य
भेदभ्रमाविरोधिहेतुपि तदभिन्नैक्यप्रकाशस्य तद्विरोधश्चेति ।
तस्मादवस्थाभूतपेयो विशेषः ॥२०॥

সর্বশব্দাবাচ্যে লক্ষণায়। অসম্ভবাৎ তত্ত্বমস্যাদিবাক্যানাং বিনৈবাচিন্ত্য-
শব্দশক্ত্যা নির্বিশেষং চৈতন্যং বোধ্যমিতি নব্যমতম । পর্য্যায়তাপত্তা দুষয়িত্বা
বিশেষো গ্রাহিতঃ । অথ লক্ষণাবাদিনং প্রাপ্তং দুষয়ন্ বিধাস্তরেণ তং গ্রাহয়তি
— ন চেত্যাदिना । विज्ञानादिशब्दानां मिथोभिन्नविज्ञानत्वादधर्मवाचिह्यां

মাত্রের বোধক যে বিজ্ঞানাদি শব্দ, উহারা একই ব্রহ্মবস্তুর বাচক
হইয়া ব্রহ্মের পর্য্যায় হইয়া পড়িতেছে । এইরূপে সত্যাদিশব্দের
পর্য্যায়তা হইলে ঐ সকল শব্দের ব্রহ্মবাচকতাবশতঃ ব্রহ্মের শব্দ-
বাচ্যরূপ অনিষ্ট দুর্ব্বার হইতেছে । যাহারা ব্রহ্মবস্তুর শব্দের
অবাচ্য বলিয়া থাকেন, তাহাদের পক্ষে ইহা বিশেষ হানিজনকই
বলিতে হইবে । অধিকন্তু বিশ্বসম্বন্ধী ভ্রমের অধিষ্ঠানরূপে চৈতন্যের
সর্বদা ভান হইলেও ঐ চৈতন্য হইতে অভিন্ন যে আনন্দাদি, তাহাদের
ব্যবহারদশাতে প্রকাশ নাই । কেন, ইহার উত্তর দেওয়া দুঃসাধ্য
হইতেছে । এই সকল দোষের বারণার্থ যদি ব্রহ্মবস্তুর অচিন্ত্য
স্বভাব স্বীকার করা হয়, তাহাতে আমাদিগের কিছুই ক্ষতি হইতেছে
না । উক্ত স্বভাব স্বীকারকে আমরা ইষ্টাপত্তিই বলি । আমাদিগের
বিশেষই ঐ স্বভাব ॥১৯॥

বিজ্ঞানত্বাদিধর্মবিশিষ্ট বস্তুর বাচক বিজ্ঞানাদি শব্দদ্বারা তাদৃশ
বস্তুই বোধিত হইবে, কিন্তু শুদ্ধ, অথও বস্তু বোধিত হইবে না, যেহেতু
শুদ্ধ, অথও বস্তু ঐ সকল শব্দের লক্ষ্যমাত্র, অভিধেয় নহে, এরূপও
বলা যায় না । কারণ, অদ্বৈতবাদীরা শুদ্ধ, অথও বস্তুকে সকল শব্দেরই
অবাচ্য বলিয়া থাকেন । যাহা সকল শব্দের অবাচ্য, তাহাতে লক্ষণাও

ন পর্য্যায়তা । বস্তুমান্ বিহায় স্বরূপমাত্রে লক্ষ্যে কা নঃ ক্ষতিরিত্যেব ন
বাচ্যমিত্যর্থঃ । অত্র হেতুঃ—সর্ব্বশব্দেতি, তন্মতে সর্ব্বশব্দাবাচ্যং ব্রহ্ম যতো
বাচো নিবর্ত্তন্তে ইত্যাদিবাচনাং । তত্র কথং লক্ষণা? সৌহর্যং দেবদত্ত
ইত্যাদৌ বাচ্যমেব সিগুমাত্রং লক্ষ্যং দৃষ্টমিতি ভাবঃ । দূষণান্তরমর্পয়িতুমাং—
তথাপীতি । সর্ব্বশব্দাবাচ্যে ব্রহ্মণি লক্ষণায়ামবিরুদ্ধায়াং স্বীকৃতায়ামিত্যর্থঃ ।
শোধিতাঃ বিহীনঃ সর্ব্বজ্ঞঃ স্নানজ্ঞঃ স্নানজ্ঞঃ স্নানজ্ঞঃ স্নানজ্ঞঃ স্নানজ্ঞঃ স্নানজ্ঞঃ স্নানজ্ঞঃ
পদার্থাং বাক্যার্থস্য ঐক্যস্য ভেদে ভেদে ভেদে বা অনভিমতে সত্যীত্যর্থঃ ।
মিথ্যাভাবাপত্তিরিতি । ব্রহ্মভিন্নং সর্ব্বং তত্রাধ্যস্তৃত্বাং মিথ্যেতি ত্বংসিদ্ধান্তা-
দিত্যর্থঃ । তত্র চেদিতি । তত্রৈক্যমিহ শুদ্ধে ব্রহ্মণি—চিৎপ্রকাশস্বেতি ।
সত্যপি চিৎপ্রকাশে ভেদভ্রমো ন নিবর্ত্ততে, অতঃ স ন তদ্বিরোধী ঐক্যপ্রকাশে
জাতে ভেদভ্রমো বিনিবর্ত্ততে । অতঃ স তদ্বিরোধীতি নির্ভেদেহপি তত্ত্বে ভেদ-
কার্য্যং বদতন্তে বিশেষো গলে নিপতিত ইতি ভাবঃ । তন্মাদিতি । নাপ্যনুমেয়
এব বিশেষঃ । “অব্যক্তবুদ্ধাহঙ্কারমনোভূতেন্দ্রিয়ানি চ । তন্মাদ্রাণি বিশেষতঃ
তস্মৈ তদ্বায়নে নমঃ” ইতি ভারতে (শান্তিপর্কণি ৪৭ অধ্যায়ে) ভীষ্মস্তব-
রাজবচনেনাপি সিদ্ধেঃ ৥২০॥ (ভাঃ ১০, ৩৭, ২৩) ত্বমি শ্বরং স্বাশ্রয়মাশ্রয়য়
বিনিশ্চিত্য শেষবিশেষকল্পনম্ । ক্রীড়ার্থমজ্ঞাতমঃ স্তুবিগ্রহং নতোহস্মি ধূর্ধ্বাং
যদুয়স্মিৎসাহিত্যম্ ॥

সম্ভব হয় না । তর্কপরিহারের নিমিত্ত ভাবলক্ষণা স্বীকার করিলেও
বক্ষ্যমাণ দোষের নিষেধ হইতেছে না । “তত্ত্বমসি” এই বাক্যে “তৎ”
ও “ত্বং” পদার্থকে শোধন করিয়া, অর্থাৎ “ত্বং” পদের অর্থ যে জীবগত
অল্লজ্ঞত্বাদি এবং “তৎ” পদের অর্থ যে ঈশ্বরগত সর্ব্বজ্ঞত্বাদি এই
উভয় বিরুদ্ধ গুণকে পরিত্যাগ করিয়া শোধিত অবিরুদ্ধ চৈতন্যংশের
একতারূপ অর্থ গ্রহণ করিলাম । কিন্তু ঐ একতার ব্রহ্ম হইতে ভেদ
অথবা ভেদাভেদ স্বীকার করিব? উভয়ই অদ্বৈতবাদীর অভিমত
হইবে না । কারণ, পক্ষদ্বয়েই ব্রহ্মভিন্ন পদার্থের ব্রহ্মে অধ্যাসবশতঃ
একতার মিথ্যাভাবাপত্তি ঘটিতেছে । একতার ব্রহ্ম হইতে অভেদ
স্বীকারেও নিস্তার নাই । জীবব্রহ্মের ঐক্য ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন অনিবার্য্য
হইলে, স্বপ্রকাশ চিন্ময় ব্রহ্মের প্রকাশে তাদৃশ ঐক্যের প্রকাশ
হইয়া পড়ে । যদি বল, স্বপ্রকাশস্বরূপ ব্রহ্মের প্রকাশ, জীবব্রহ্মের
একতাসত্ত্বেও ভেদভ্রমের বিরোধী হ’ না বলিয়াই, ব্রহ্মের প্রকাশেও

স চ বস্তুভিন্নঃ স্বনির্বাহকশ্চেতি নানবস্থা। তস্যা তথাত্বঞ্চ
ধর্মিগ্রাহকপ্রমাণসিদ্ধম্ ॥২১॥

ননু বিজ্ঞানানন্দে স্বরূপে বিজ্ঞাতৃত্বাদিগুণভানং বিশেষাদিত্যুক্তম্। অথ
তস্মিন্ বিশেষভানং কস্মাদিত্যত্র বিশেষান্তরাদিতি চেদনবস্থিতিরিতি
কেবলাদ্বৈতিভিরাক্ষিপ্তো ব্রবীতি,—স চেতি। তস্যেতি। বিশেষস্য তথাত্বং
বস্তুভিন্নত্বং স্বনির্বাহকত্বঞ্চ কেন প্রমাণেনাবগতমিতি চেৎ তত্রাহ,—ধর্মিগ্রাহ-
কেতি। যেন এবং ধর্মান্ ইত্যাদিশ্রুত্যা অর্থাপত্ত্যা বা প্রমাণেন নির্ভেদহপি
বস্তুনি গুণগুণিভাবোজ্জৃম্বকো বিশেষো ধর্মী গৃহ্যতে তেনৈব তস্যাভিন্নত্বঞ্চ
ইতরথা অনবস্থাপত্তেঃ। তর্থেবং স্বনির্বাহকত্বঞ্চ স্বস্য তদ্ব্যবোজ্জৃম্বকত্বমচিন্ত্যত্বঞ্চ
তেনৈব গৃহ্যতে। অচিন্ত্যত্বং বিনা নির্ভেদে বস্তুন্যুভয়োজ্জৃম্বণাসম্ভবাদিত্যর্থঃ।
যথা। ন্যায়নয়ে পৃথিব্যাদিরূপং জগদীশ্বরকর্তৃকং জীবাস্বক্যরচনত্বে সতি
কার্যত্বাদিত্যনুমানেন জগতঃ কর্তৃত্বা সিধ্যন্ ধর্মীশ্বরশ্চেনৈব কর্তৃত্বনির্বাহকান্
জ্ঞানেচ্ছাপ্রযত্নান্ আদায়ৈব সিধ্যতি তদ্ব্যতামেব লোকে কর্তৃত্ববীক্ষণাদিতি
ধর্মিগ্রাহকেনানুমানেন তজ্জ্ঞানাদি গৃহীতং তদ্বৎ জগতঃ কার্যত্বস্তু সাবয়বত্বাৎ
সর্বসম্মতম্ ॥২১॥

তাদৃশ ঐক্যের অপ্রকাশই থাকে, তাহাতেও দোষের বারণ হইতেছে
না। ব্রহ্মের প্রকাশেও ঐক্যের অপ্রকাশ, চিংপ্রকাশে ভেদভ্রমের
অনিবৃত্তিবশতঃ ব্রহ্মপ্রকাশের ভেদভ্রমের অবিরোধিত্ব, এবং ঐক্যের
প্রকাশে ভেদভ্রমের নিবৃত্তিবশতঃ ঐক্যপ্রকাশের ভেদভ্রমের বিরোধিত্ব,
এই যে তিনটি ভেদকার্য্য, ইহার জনক কে হইবে? ভেদরহিত তত্ত্বে
ভেদকার্য্য স্বীকারের হেতু কি? অতএব স্বীকার না করিলেও যখন
বিশেষ পদার্থ অদ্বৈতবাদীর গলে নিপতিত হইতেছে, তখন বিশেষ
পদার্থ অবশ্য স্বীকার্য্য হইতেছে। ঐ বিশেষ যে কেবল আমরা
যুক্তিদ্বারাই স্বীকার করাইতেছি, তাহাও নহে, মহাভারতে ভীষ্ম-স্তুবে
ভগবান্কে বিশেষতত্ত্বাত্মক বলিয়াই নির্দেশ করিয়াছেন ॥২০॥

বিজ্ঞানানন্দস্বরূপ ব্রহ্মে বিশেষবলে বিজ্ঞাতৃত্ব প্রভৃতি গুণের
ভান সিদ্ধ হইল। কিন্তু ঐ বিশেষের ভানের কারণ কি? তজ্জন্ম
বিশেষান্তরস্বীকারে অনবস্থাদোষ ধটে। এই প্রকার তর্কই উত্থাপিত
হইতে পারে না; কারণ, বিশেষ বস্তু হইতে অভিন্ন এবং নিজেই

ননু জীবেশ্বরত্বাদি ব্যবহারোহপি বিশেষাদেবাস্তু মৈবম্ ।
যত্র ভেদাভাবো ভেদকার্যঞ্চ প্রমিতে তত্রৈব ভেদপ্রতিনিধির্বি-
শেষঃ কল্প্যতে, ন তু প্রমিতভেদেষু প্রকৃতিজীবেষু । ন হি সোম-
বল্লীলাভে পুতিকস্তং প্রতিনিধিঃ কল্পনীয়ঃ । তস্মাৎ নির্ভেদে-
হপি তত্ত্বে ভেদব্যবহারো বিশেষবলাদিতি সিদ্ধম্ ॥২২॥

অত্রাহঃ—বিগ্রহো গুণাশ্চ স্বরূপাদতিরিচ্যন্তে । ইতরথা “যদাত্মকো
ভগবান্ তদাত্মিকা ব্যক্তিঃ” “আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্” (তৈঃ ২।৬।১)

বিশেষাঙ্গীকারাৎ পরিত্রক্টাঃ স্বাভেদশ্রদ্ধাজাড্যভাজঃ কেচিদপূর্ববৈষম্যাঃ
প্রাহঃ—নহিতি । তান্ প্রত্যাখ্যাতি মৈবমিতি । প্রমিতভেদেহিতি । “জ্ঞাজ্ঞো-
দ্বাবজাবীশানীশাবজা হোকা ভোক্তৃভোগার্থযুক্তা” (শ্বেঃ উঃ ১।৯), “ভোক্তা
ভোগ্যং প্রেরিতারঞ্চ মত্বা” (শ্বেঃ উঃ ১।১২) ইত্যাদিশ্রুতিভিঃ ভোগ্যত্বভোক্তৃত্ব-
নিয়ন্তৃত্বৈঃ প্রমাণিতমিথোহন্যত্বেহিতি ॥২২॥

নিজের ভানের কারণ । এরূপ হইলে আর অনবস্থার সম্ভাবনা নাই ।
বিশেষের বস্তু হইতে অভিন্নত্ব এবং স্বনির্বাহকত্ব অপ্ৰামাণ্যও নহে ।
ধর্ম্মিগ্রাহক প্রমাণদ্বারাই বিশেষের তাদৃশত্ব সিদ্ধ হইতেছে । নির্ভেদ
ব্রহ্মতত্ত্বে যখন গুণগুণিভাবের প্রকাশ দৃষ্ট হইতেছে, এবং তাদৃশ ধর্ম্মী
বিশেষের স্বীকার ভিন্ন যখন ঐ গুণগুণিভাবাদির সামঞ্জস্য ব্রহ্মা হয় না,
তখন তাদৃশ ধর্ম্মী বিশেষপদার্থ অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে ॥২১॥

জীবত্ব ও ঈশ্বরত্ব—এইরূপ ভেদব্যবহারও ঐ বিশেষ দ্বারাই নিষ্পন্ন
হউক, একথা বলি যায় না ; কারণ যে স্থানে ভেদ নাই, অথচ ভেদ-
কার্য্য দৃষ্ট হইতেছে, সেই স্থানেই তন্নির্বাহার্থ ভেদের প্রতিনিধি
বিশেষ স্বীকার করা হয় । প্রকৃতি ও জীবের ব্রহ্ম হইতে ভেদ শ্রুতি-
বাক্যদ্বারাই স্থির হইতেছে, অতএব তন্নিমিত্ত বিশেষ স্বীকারের কোন
প্রয়োজন নাই । “জ্ঞানী ও অজ্ঞ, ঈশ্বর ও অনীশ্বর, নিয়ন্তা, ভোক্তা
ও ভোগ্য” ইত্যাদি স্থলে ব্রহ্ম হইতে প্রকৃতি ও জীবের ভেদ স্পষ্ট-
ভাবেই প্রদর্শিত হইয়াছে । সোমলতা প্রাপ্ত হইলে আর কেহ তৎ-
পরিবর্তে পুতিকাকে গ্রহণ করে না, বা পুতিকাকে সোমলতার
প্রতিনিধি কল্পনা করে না । অতএব নির্ভেদ তত্ত্ববস্তুতে বিশেষবলে
ভেদব্যবহার সিদ্ধ হইল ॥২২॥

ইত্যাদিশ্রুতেঃ “মমদেহে গুড়াকেশ”, “হরেণ্ড্ৰাঙ্কিশুমতিঃ” (ভাঃ) ইত্যাদিস্মৃতেশ্চ স্বারম্ভভঙ্গঃ । ন চ বিগ্রহাদেয়পি জ্ঞানাদিরূপত্বং নিপ্রয়োজনং প্রমাণেন প্রয়োজনমুখানিরীক্ষণাৎ ॥২৩॥

অত্রোতি । অত্র ভগবদ্বস্তনিক্রপণে ত্রিদিগুনো বদন্তীত্যর্থঃ । ইতরথা বিগ্রহাদেয়তিরেকাস্বীকারে । যদিতি । চিদাত্মকো ভগবান্ চিদাত্মিকা তস্য মূর্ত্তিরিত্যুভয়োশ্চিচ্ছেদ্যাদৃশ্যমেব ন ত্বভেদঃ । এতদ্ব্যপোদলকঞ্চ মম দেহে গুড়াকেশেত্যাদি । যদাত্মকো ঘটস্তদাত্মকঃ করক ইতিবৎ । তত্র কিমাত্মক ইতি পৃষ্ট্বা স্বয়মুত্তরয়তি জ্ঞানেত্যাদি । বিশেষ্যভূতো ধর্ম্মী জ্ঞানাত্মকঃ । ঐশ্বর্য্যশক্ত্যোরপৃথক্‌সিদ্ধধর্ম্মত্বাৎ তদাত্মকশ্চ স ইত্যর্থঃ । অন্যথা ষষ্ঠীশ্রবণং ব্যাকুপ্যেত । ইতি শব্দো হেতৌ । যস্মাৎ স ঐশ্বর্য্যশক্তিভ্যাং তাদৃশাভ্যাং নিত্যোপেতস্তস্মাদনাদিতৎসিদ্ধানি তস্মাৎ পৃথক্‌সিদ্ধানি বুদ্ধাদীনি বিশেষণানি বয়ং লক্ষ্যামহে ইত্যর্থঃ । ন চেতি । আত্মনো জ্ঞানাদিরূপত্বেন প্রকাশতাদি-ফলে সিদ্ধে বিগ্রহাদেস্তত্ত্ববর্ণনং নিষ্ফলমিতি ন বাচ্যং বিশুদ্ধসত্ত্বরূপত্বস্ত যুক্তং বক্তুমিতি ভাবঃ । প্রমাণেনেতি প্রমাণং হি বস্তুনং স্বভাবমপেক্ষ্য তত্র প্রবর্ত্ততে ন তু ফলমপেক্ষ্যেত্যর্থঃ ॥২৩॥

কেহ কেহ বলেন, শ্রীভগবানের গুণসকল এবং বিগ্রহ তাঁহার স্বরূপ হইতে অতিরিক্ত বলিয়াই স্বীকার করিতে হইবে । অন্যথা “ভগবান্ যদাত্মক, তাঁহার শ্রীমূর্ত্তিও তদাত্মিকা” ইত্যাদি শ্রুতির এবং “হে অর্জুন ! আমার দেহে”, “শ্রীহরির গুণে আক্ষিশুমতি” ইত্যাদি স্মৃতির স্বারম্ভ ভঙ্গ হয় । যেহেতু ঐ কয়েকটি স্থলেই স্বরূপ হইতে গুণাদির ভেদ স্পষ্টই প্রদর্শিত হইয়াছে । শ্রুতির ও স্মৃতির স্বারম্ভরক্ষার্থ বিগ্রহাদির জ্ঞানাদিরূপত্ব অপ্রয়োজন বলিয়া অস্বীকার করা যায় না (অর্থাৎ পরমাত্মার জ্ঞানাদিরূপত্ব বলিলেই যখন তাঁহার প্রকাশত্বাদি ফলের সিদ্ধি হইতেছে, তখন আবার বিগ্রহাদির জ্ঞানাদিরূপত্ব স্বীকার করিবার প্রয়োজন কি, এরূপও বলিতে পারা যায় না । কারণ, প্রমাণ প্রয়োজনমুখাপেক্ষী নহে, (অর্থাৎ ফলের অপেক্ষা করে না,) বস্তুর স্বভাব অনুসারেই উহার প্রবৃ্ত্তি দৃষ্ট হইয়া থাকে । শাস্ত্রে যখন বিগ্রহাদির জ্ঞানাদিরূপত্ব নির্দেশ করিতেছেন, তখন আমরা অপ্রয়োজন বলিয়া উহা অস্বীকার করিতে পারি না ॥২৩॥

বিশেষ্যেণ স্বরূপেণ সহ তস্মৈ সম্বন্ধো নিত্যঃ অপৃথক্‌সিদ্ধবিশে-
ষণত্বাৎ । নিত্যসম্বন্ধাপেক্ষীণ্যেব স্বরূপানতিরেকবচাংসি ॥২৪॥

ন চ বিশেষ্যবিশেষণয়োঃ জ্ঞানাদিরূপত্বে নিত্যসম্বন্ধে চ স্বীকৃতে
ভেদানুপপত্তির্বিশেষ্যবিশেষণত্বাভ্যাং তয়োর্ভেদাৎ । একং জ্ঞানা-
দিমং পরন্তু জ্ঞানাদিরূপমিতি । ইতরথা জীবেশয়োঃ ভেদাপত্তিঃ
॥২৫॥

ন চ বিগ্রহাদেভিন্নত্বাৎ কদাচিৎ স্বরূপাদ্বিযোগঃ স্যাদস্মদ্বিগ্রহাদিবদिति চেৎ
তত্রাহ—বিশেষ্যেণেতি । ননু বিগ্রহাদের্ভেদে তদভেদবোধকানি “নেহ নানাস্তি
কিঞ্চন”, “অনন্তকল্যাণগুণাত্মকোহমৌ” ইত্যাদি বচাংসি কথং সঙ্গতানি
তত্রাহ,—নিত্যেতি ॥২৪॥

স্বরূপরূপয়োর্ভেদকান্ ধর্ম্মান্ বক্তৃমাহ,—ন চেতি । যথা নারায়ণস্য পরস্য
বাসুদেবাদেশচ বৃহস্য জ্ঞানাদিরূপত্বাৎ নিত্যসম্বন্ধাচ্চাভেদস্তথা নারায়ণস্য তদ্বি-
গ্রহাদেশচ ভেদো মাভূৎ উক্তহেতোরिति ন বাচ্যমিত্যর্থঃ । তত্র হেতুঃ—
বিশেষ্যত্বেতি । একং বিশেষ্যং ভগবদ্বস্ত ; পরং বিশেষণং তদ্বিগ্রহাদিবস্ত ;
পূর্ব্বং চেতনং পরং চৈতন্যমিত্যর্থঃ । পরবৃহয়োস্ত ন বিশেষ্য বিশেষণভাবোহস্তি
পরস্মৈব বৃহাত্মনাবস্থিতেরिति ন কিঞ্চিদবদ্যম্ । ইতরথেতি জ্ঞানাদিরূপত্বান্নিত্য-
সম্বন্ধাচ্চ ভেদাস্বীকারে সতীত্যর্থঃ । তথা চ জীবেশভেদবোধকানি দ্বাসু-
পর্নৈত্যাদিবাক্যানি ব্যাকুপ্যেয়ুরिति ॥২৫॥

তবে যে ক্ষতিতে “ভগবান্ যদাত্মক, তাঁহার মূর্ত্তিও তদাত্মিকা”
বলিয়াছেন, উহার অর্থ, ভগবান্ চিদাত্মক, তাঁহার মূর্ত্তিও চিদাত্মিকা,
চিদ্ৰূপে উভয়ের সাদৃশ্যমাত্র, কিন্তু অভেদে তাৎপর্য্য নহে । এইরূপে
স্বরূপ হইতে বিগ্রহাদি ভিন্ন হইলে অস্মদাদির শরীরের ন্যায় ভগবদ্বি-
গ্রহের বিযোগ হইতে পারে, এ কথা বলিতে পারা যায় না ;
কারণ, শ্রীভগবানের বিগ্রহাদি তাঁহার অপৃথক্‌সিদ্ধ বিশেষণ বলিয়া
বিশেষ্য শ্রীভগবানের সহিত তদীয় বিগ্রহাদি বিশেষণের নিত্যসম্বন্ধ
আছে । বিগ্রহ ও স্বরূপের একত্বসূচক বাক্যসকলও ঐ নিত্যসম্বন্ধই
নির্দেশ করিতেছে ॥২৪॥

বিশেষ্য-বিশেষণের জ্ঞানাদিরূপত্ব এবং নিত্যসম্বন্ধ স্বীকার করিলেও
উহাদের অভেদ ঘটে না । যেহেতু—বিশেষ্য-বিশেষণরূপে ভেদ

(কঠ ৪।১৪) “যথোদকং দুর্গে রষ্টম্” ইত্যাদ্যাশ্রুতিস্তু পৃথক্-
সিদ্ধিবাচিনং নিন্দতি । তস্মাৎ স্বরূপাৎ বিগ্রহস্ত গুণানাঞ্চ ভেদ
এবেতি ॥২৬॥

নৈতদতিচারু, যদিত্যাদিশ্রুতিস্মৃতিস্বাভাব্যঃ । (ব্রঃ সূঃ ২।১।১৭)
“শ্রুতেস্ত শব্দমূলত্বাৎ” ইতি হি নঃ স্থিতিরिति ॥২৭॥

নহু গুণভেদবাদিনাং তদভেদবোধিকাশ্রুতিঃ কথং সঙ্গচ্ছতে ? তত্রাহ—
যথোদকমিতি । ন হ্যেযাশ্রুতিঃ গুণান্ ব্রহ্মাভিন্নানাহ, কিন্তু যে তান্ পৃথক্-
সিদ্ধান্ প্রকৃতিগতান্ বদন্তি তান্ গর্হণীয়ার্থঃ । বিজ্ঞাতৃত্বাদয়ো গুণাঃ
প্রকৃতেরেব, ন তু পুংসঃ ; কিন্তু প্রকৃতিসংসর্গাৎ তে পুংসি ভবন্তি জবাপুস্পা-
রুণ্যমিব স্ফাটিকে ইতি সাংখ্যাঃ ॥২৬॥

নিরস্মৃতি,—নৈতদিতি । অত্র হেতুর্যদিতি । যো নারায়ণঃ পরঃ স
বাসুদেবঃ ব্যুহ ইতিবৎ । যো ভগবান্ সা ব্যক্তিরিতি শ্রুতেঃ স্বার্থঃ প্রতীয়তে,
অনন্তকল্যাণেত্যাদি স্মৃতেষু গুণাভিন্নঃ পরমাত্মেতি স্বজুরেবার্থোহবগম্যতে
তস্য ভঙ্গঃ স্যাৎ যদি কষ্টকল্পনা তত্র বিধেয়েত্যর্থঃ । কিঞ্চ আত্মনিষ্ঠে বুদ্ধিমনসী
বিগ্রহনিষ্ঠে ত্বঙ্গপ্রত্যঙ্গে প্রসিদ্ধে । তেষাং সর্বেষামিহাশ্রয়নিষ্ঠতাশ্রয়মাণা
তয়োঁরেকো সম্ভাবিনীতি শ্রুতেস্ত্বিতি । জ্ঞানং ক্ষণিকমিতি বৌদ্ধাঃ । জ্ঞানং
নিরাকারমিতি মায়িনঃ সংগিরন্তে । তস্য শ্রুতিবলাদেব নিত্যত্বং সাকারত্বঞ্চ
যুগ্মং ক্রথেতি ভাবঃ ॥২৭॥

অনিবার্য্য । পরমেশ্বর জ্ঞানাদিবিশিষ্ট এবং তাঁহার বিগ্রহাদি জ্ঞানাদি-
স্বরূপ, একথা না বলিলে, জীব ও ইশ্বরের অভেদের আপত্তি
হইতেছে ॥২৫॥

পূর্বোক্ত ভেদনিন্দাকারী শ্রুতিবাক্যসকল যে ব্রহ্মাভিন্ন গুণসকল
স্বীকার করিতে বলিয়াছেন, তাহা নহে ; কিন্তু যাঁহারা ব্রহ্মের পৃথক্-
সিদ্ধ প্রকৃতিগত গুণ স্বীকার করেন, তাদৃশ ভেদদর্শীকেই নিন্দা
করিয়াছেন । ঐ সকল শ্রুতিতে অপৃথক্সিদ্ধ ব্রহ্মাভিন্ন গুণ নিষিদ্ধ হয়
নাই । অতএব বিগ্রহ ও গুণসকল স্বরূপ হইতে ভিন্ন, ইহাই সিদ্ধ
হইতেছে ॥২৬॥

পূর্ব পক্ষীয় ঐ সকল যুক্তি মনোরম নহে । যেহেতু যতই কেন
তর্ক করা হউক না, “ভগবান্ যদাত্মক, তাঁহার মূর্তিও তদাত্মিকা”
এই শ্রুতিতে ও তদ্রূপ স্মৃতি প্রভৃতিতে অভেদেই স্পষ্টতঃ তাৎপর্য্য

সগুণাদিবাক্যানাং গুণানুবাদিত্বেন গুণবিধানে তাৎপর্যা-
ভাবাৎ নিগূর্ণং চৈতন্যমেব পারমার্থিকং, ন তু সগুণং ব্রহ্মেতি
দুরুক্তিস্তুপরিষ্টাৎ নিরাকরিস্যতে ॥২৮॥

তথাচ বিগ্রহাদেঃ স্বরূপানতিরেকেহপি বিশেষেণৈব ভেদ-
ব্যবহারঃ। প্রবৃ্ত্তিনিমিত্তভেদাদর্থভেদস্ত লৌকিকোহস্মাভিঃ
স্বীকৃতঃ। ন ত্বলৌকিকে শ্রুতিমাত্রগোচরে পরস্মিন্শব্দে স
স্বীকর্তৃং শক্যতে ॥২৯॥

তদেবং তথাভূতস্য ভগবতো জ্ঞানাদেবাস্য জীবস্য তয়োরাভ্য-
ন্তিকয়োঃ সিদ্ধির্নহ্যন্যাদিতি সিধ্যতি, (শ্বেঃ উঃ ৩।৮) “তম্বেব বিদি-
ত্বাতিমৃত্যুমেতি নাত্যঃ পন্থা বিত্নতে অয়নায়” ইতি শ্রবণাৎ, (ব্রঃ সৃঃ-

কেবলাদ্বৈতিনঃ শঙ্কামবহেলয়রাহ—সগুণেতি। গুণো বিগ্রহো ধর্মশচ
তদ্বিশিষ্টব্রহ্মবাদিনামিত্যর্থঃ। উপরিষ্টাৎ চতুর্থপাদে ॥২৮॥

প্রকরণমুপসংহরতি—তথাচেতি। লৌকিক ইতি। ব্রাহ্মণঃ শ্রামঃ পাচকঃ
ডিথ ইতি ব্যাকরণাদিশাস্ত্রোক্ত ইত্যর্থঃ। ন ত্বলৌকিক ইতি ব্যাকরণাদি-
ব্যুৎপত্তিকৃপাশ্বনো বেদান্তব্যুৎপত্তিসুধোদধেৰ্ণ স্মাতৃপকৃতিরিতি ভাবঃ। স প্রবৃ্ত্তি-
নিমিত্তভেদাদর্থভেদঃ। প্রবৃ্ত্তিনিমিত্তভেদস্ত বিশেষবলাদিতি বোধ্যম্ ॥২৯॥

পরিদৃষ্ট হয়। অতএব ঐ সকল শ্রুতির ও স্মৃতির স্বারস্য ভঙ্গ না
করিয়া বিগ্রহ ও গুণাদির স্বরূপ হইতে অভেদ স্বীকার করাই যুক্তিযুক্ত
হইতেছে। আমরা সূত্রকারের ন্যায় শ্রুতিবলেই নিত্যত্ব ও সাকারত্বাদি
স্থির করিব ॥২৭॥

সগুণাদিবাক্যের গুণানুবাদিত্বহেতু উহাদের গুণবিধানে তাৎপর্যের
অভাব দৃষ্ট হয়। অতএব নিগূর্ণ চৈতন্যই পারমার্থিক, সগুণব্রহ্ম
পারমার্থিক নহে, এইরূপ কেবলাদ্বৈতবাদীর কুতর্কগুলি চতুর্থপাদে
নিরাকৃত হইবে ॥২৮॥

শ্রীভগবানের স্বরূপ হইতে শ্রীবিগ্রহ ভিন্ন নহেন। ভগবান্ ও
তঁহার শ্রীবিগ্রহের ভেদ না থাকিলেও বিশেষবলেই ভেদব্যবহার
বৃদ্ধিতে হইবে। প্রবৃ্ত্তিনিমিত্তভেদবশতঃ অর্থভেদের যে নিয়ম, উহা
লৌকিক; অলৌকিক বিষয়ে উহা কার্য্যকরী নহে। অলৌকিক
বেদগম্য পরতত্ত্বে লৌকিক নিয়ম স্বীকার্য্য নহে ॥২৯॥

(৩।৩।৪) “বিদ্বৈব তু তন্নির্ধারণাদিতি ন্যায়াক্ষ।” (মুঃ ১।২।৭) “প্লবা
হেতে অদৃঢ়া যজ্ঞরূপাঃ, (মুঃ ১।২।১২) “নাস্ত্যকৃতঃ কৃতেন” (মহানাঃ
১০, তৈঃ উঃ) “ন কৰ্ম্মণা ন প্রজয়া ধনেন, ত্যাগেনৈকেহমৃতত্বমানন্তঃ,”
(ভাঃ ১০।২৫।৪) “যথাদৃঢ়ৈঃ কৰ্ম্মময়ৈঃ ক্রতুভির্নামনৌনিভৈঃ, “বিদ্যা-
মান্বিক্ষিকীং হিত্বা তিষ্ঠীষন্তি ভবার্ণবম্ ইত্যাদিশ্রুতিস্মৃতিভ্যঃ ॥৩০॥

মুখ্যং প্রকরণমুপসংহরতি—তদেবমিতি । তয়োঃ সুখপ্রাপ্তিদুঃখগরিহারয়োঃ ।
অন্যস্মাৎ কৰ্ম্মতঃ । তমিতি পুরুষসূক্তে । তং পরেশং বিদিত্বা জ্ঞান্বা উপাশ্র-
চ । অতিমৃত্যুং মোক্ষম । তদ্বদনাদন্যঃ পন্থাঃ উপায়ঃ অয়নায় মোক্ষ-
প্রাপ্তয়ে ন বিদ্যতে । যলোপশ্চান্দসঃ, বিদ্বৈবেতি ব্রহ্মসূত্রম্ । বিদ্বৈব জ্ঞান-
পূর্ব্বিকোপাসর্নৈব মোক্ষহেতুঃ, কৃতঃ ? তমেবেত্যাদিশ্রুতৌ তস্যান্তদ্বৈতত্ব-
বিনিশ্চয়াদিত্যর্থঃ । ন ত্বন্যস্মাদিত্যেতৎ সমর্থয়ন্বাহ—প্লবা ইতি মুণ্ডকে ।
অদৃঢ়াঃ জীর্ণাঃ । নাস্ত্যকৃত ইতি । অকৃতো ভগবন্লোকঃ কৃতেন কৰ্ম্মণা নাস্তি
ন সিধ্যতি । সাধ্যসাধনয়োস্তয়োবৈরূপ্যান্নিত্যর্থঃ । কিন্তু বিদ্বৈবৈব সিধ্যতি ।
“তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ” ইতি বাক্যশেষাৎ । ন কৰ্ম্মণেতি তৈত্তি-
রীয়কে । একে বিরক্তাঃ “ত্যাগেন বিরাগপূর্ব্বকে বিজ্ঞানেন” ইত্যর্থঃ । যথা-
দৃঢ়ৈরিত্যি শ্রীদশমে (১০।২৫।৪) শত্রুবাক্যম্ । আশ্বিক্ষিকীং হি বিদ্যাম্ । তথাচ
কৰ্ম্মৈব স্বৰ্গমোক্ষহেতুঃ বিদ্যা তু তস্য দ্বারমিতি জৈমিনিমতং নিরস্তম্ ॥৩০॥

সম্প্রতি এই স্থিরসিদ্ধান্ত হইল যে, তথাহুত শ্রীভগবানের তত্ত্বজ্ঞান-
দ্বারা জীবের আত্যন্তিকী দুঃখনিবৃত্তি ও তাদৃশী সুখপ্রাপ্তি হয়, অন্য
কোনও উপায়ে নহে । তদ্বিষয়ে শাস্ত্রীয় প্রমাণ, যথা— “তঁাহাকে
জানিলেই মোক্ষলাভ হয় । মোক্ষপ্রাপ্তির তদ্বিন্ন অন্যকোন পথ
(উপায়) নাই ।” বেদান্তসূত্রেও উল্লেখ আছে,— “জ্ঞানপূর্ব্বক ভজনই
মোক্ষের হেতু ।” “এই সংসার-সমুদ্রপারে যাওয়ার পক্ষে যজ্ঞাদিরূপ
নৌকা দৃঢ় নহে । কৃতকৰ্ম্মদ্বারা অকৃত অর্থ্যং ভগবদ্ধাম লাভ করা যায়
না ।” “কৰ্ম্ম-পুত্র-ধনদ্বারা মোক্ষপ্রাপ্তি হয় না । কেবল ত্যাগদ্বারা
অর্থ্যং বৈর'গ্যপূর্ব্বক বিজ্ঞানদ্বারাই উহা সম্ভব ।” যিনি ব্রহ্মবিদ্যা
পরিত্যাগপূর্ব্বক অদৃঢ় যজ্ঞকৰ্ম্মরূপ নামমাত্র নৌকার সাহায্যে অসাগর
উত্তীর্ণ হইতে ইচ্ছা করেন, তঁাহার মনোরথ সিদ্ধ হয় না । এইরূপ
শ্রুতি-স্মৃতিপ্রমাণসমূহ পূর্ব্বোক্ত মতের পোষকতা করে ॥৩০॥

শ্রাদেতৎ। (ভাঃ ১১।২.০।৬) “যোগাস্ত্রয়ো ময়া প্রোক্তা নৃণাং
 শ্রেয়োবিধিঃসয়া। জ্ঞানং কৰ্ম চ ভক্তিশ্চ নোপায়োহন্যোহন্তি
 কহিচিৎ।” ইতি ভগবতা ত্রিকং নিঃশ্রেয়সহেতুরিত্যুক্তম্। বিদ্বৈব
 তু তদ্বৈতুরিতি কথমিতি চেৎ। উচ্যতে—কৰ্মণঃ সাক্ষাৎ তদ্বৈতুত্বং
 নাস্তি পূৰ্ব্বোক্তশ্রুত্যাদিভ্যঃ কিন্তু চিত্তশুদ্ধিদ্বারা তদুভয়াঙ্গতৈব,
 (বঃ আঃ ৪।৪।২২) “তমেতং বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণা বিবিদিষন্তি
 যজ্ঞেন দানেন তপসানানশকেন’ ইত্যাদিশ্রুতৈঃ, (বিঃ পুঃ)—
 “যথেষ্টাবাসনিরতাঃ সৰ্ব্ববাধাবিবৰ্জিতাঃ। শুদ্ধান্তঃকরণাঃ শুদ্ধাঃ
 কৰ্ম্মানুষ্ঠাননিৰ্ম্মলাঃ॥ শুদ্ধে চ তাসাং মনসি শুদ্ধেহন্তঃসংস্থিতে
 হরৌ। শুদ্ধং জ্ঞানং প্রপশ্যন্তি বিষ্ণুখ্যং যেন তৎপদম্॥”
 ইত্যাদিস্মৃতেশ্চ। কিন্তু জ্ঞানভক্ত্যোরেব সাক্ষ্যাৎ তদ্বৈতুত্বম্॥৩১॥

স্বাদিতি। জ্ঞানস্যেব তদুভয়হেতুত্বং যৎ ত্বয়োক্তং তদেতৎ তদা স্যাৎ যদি
 মদ্বৈতং নোপপদ্যেতেনি শেষঃ। ত্বয়া কিমুচ্যতে ইতি চেৎ? তত্র বক্তব্যমাহ
 —যোগা ইত্যেকাদশে। বিদ্বৈবেতি। জ্ঞানমেবেত্যর্থঃ। উচ্যত ইতি,
 তদুভয়াঙ্গতা জ্ঞানভক্তিপোষকত্বত্যাৰ্থঃ। তমিতি বৃহদারণ্যকে তং জীব্যাংশিন-
 মীশ্বরম্। বেদানুবচনেন স্বাধ্যায়পঠনেন ব্রহ্মচারিণঃ যজ্ঞেন দানেন চ গৃহিণঃ,
 তপসা বৰ্ণিণঃ, অনশনেন যতয়ঃ। যথেনি শ্রীবৈষ্ণবে। ব্রহ্মণা সৃষ্টাঃ প্রজা-
 ইতি বোধ্যম্। তাসাং প্রজানাং যেন শুদ্ধেন জ্ঞানেন বিষ্ণুখ্যং পদং
 বস্তু লভ্যং ভবতীতি (পদং ব্যবসিতব্রাহ্মণস্থানলক্ষ্মাজি বস্তুমিতি নানার্থবৰ্গঃ)।
 সাক্ষাৎ তদ্বৈতুত্বব্যবধানেন মোক্ষকারণত্বমিতি ত্যাৰ্থঃ॥৩১॥

ভগবান্ উক্তব-গীতাতে মনুষ্যের শ্রেয়োলাভের পক্ষে জ্ঞান, কৰ্ম্ম ও
 ভক্তি, এই ত্রিবিধ উপায় কীর্তন করিয়াছেন বলিয়া কেবল এক বিদ্যাকে
 মোক্ষহেতু বলা অনুচিত, একরূপও বলিতে পারা যায় না। কারণ
 সাধ্য-সাধনের বৈরূপ্যবশতঃ কৰ্ম্মের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে মোক্ষহেতু স্বীকার
 করা সম্ভব হয় না। পূৰ্ব্বোক্ত শ্রুতি ও স্মৃতিই তাহা বলিয়া দিতেছেন।
 তবে কৰ্ম্মসকল চিত্তশুদ্ধিদ্বারা জ্ঞান ও ভক্তির অঙ্গরূপে পরিগণিত
 হইয়া থাকে। তদ্বিশয়ে “বেদাধ্যয়ন, যজ্ঞ, দান, তপস্যা ও অনশন
 দ্বারা ব্রহ্মচারী প্রভৃতি আশ্রমীসকল সেই ব্রহ্মবস্তুকে বিশেষরূপে
 জানিতে ইচ্ছা করেন,” এইরূপ শ্রুতি, এবং “যথেষ্টাবাসরত, সৰ্ব্ব-
 বাধাবিবৰ্জিত, শুদ্ধান্তঃকরণ ও কৰ্ম্মানুষ্ঠাননিৰ্ম্মল প্রজাগণের শুদ্ধচিত্তে

ভক্তিরপি জ্ঞানবিশেষো ভবতীতি জ্ঞানত্বসামান্যে তমেবেতি
বিঠেবেতি চ ব্যপদেশঃ। জাতিং পুরুষত্বং বহুত্বৈক্যং ব্যপদি-
শ্যতে। যদাহ ভরতঃ—“রসাদীনামনন্তত্বাৎ ভেদ একো হি
গণ্যতে” ইতি। বিরতশ্চেতৎ,—(সাহিত্যকৌমুদ্যাম্) অসংলক্ষ্য
ক্রমতঃ জাতিমাদায় রসাদিরেক এব গণ্যতে। অত্থা তদগণনম-
শক্যম্,—প্রত্যেকং ভেদবাহুল্যাদিতি। জ্ঞানবিশেষে ভক্তিশব্দ-
প্রয়োগঃ কৌরববিশেষে পাণ্ডবশব্দবদ্ব্যর্থঃ ॥৩২॥

অয়মত্র নিষ্কর্ষঃ—বিজ্ঞানবেদনপর্যায়ং জ্ঞানং দ্বিবিধম্। একং
নির্নিমেষবীক্ষণবৎ তত্ত্বম্পদার্থানুভবরূপম্ ; দ্বিতীয়স্তু অপাক্ষবীক্ষণ-
বহিচিহ্নং ভক্তিরূপমিতি, তত্র শুদ্ধত্বম্পদার্থানুসন্ধিনাস্তু জীবন্ত
তৎপদভাজোহপি পতিত্যক্তপত্নীবৎ ভগবৎপ্রসাদসৌভাগ্যহীনস্ত

ননু ভগবদ্বাক্যাং জ্ঞানভক্ত্যেকভয়োস্তদ্বৈততা প্রতীতা, ন তু শ্রুতো
সূত্রে চ তত্রাহ,—ভক্তিরপীতি স্মৃষ্টার্থম্ ; বহুধিতি উভয়োরূপলক্ষণম্। বিরত-
মিতি সাহিত্যকৌমুদ্যামিতি বোধ্যম্। তদগণনং রসাদিসংখ্যাকরণম্ ॥৩২॥

শ্রীহরির সংস্থান হইলে নিৰ্মল জ্ঞানের অভ্যুদয় হয় এবং ঐ জ্ঞানদ্বারাই
শ্রীবিষ্ণুরূপ পরমপদপ্রাপ্তি হয়,” ইত্যাদি স্মৃতিপ্রমাণ দৃষ্ট হইয়া থাকে।
অতএব জ্ঞান এবং ভক্তিই সাক্ষাৎ মোক্ষের হেতু, ইহা স্থির হইতেছে ॥৩১॥

ভক্তিও জ্ঞানবিশেষ। জ্ঞানত্বধর্ম্যবিশিষ্টরূপেই ভক্তির প্রাপ্তি
অর্থাৎ জ্ঞান শব্দে ভক্তিকেও পাওয়া যাইতেছে। ফলতঃ এই নিমিত্তই
“তমেব বিদিত্বা” “বিঠেব তু” এই দুইটি কেবল জ্ঞানের পক্ষেই প্রমাণ
প্রদর্শিত হইয়াছে। জ্যোতিষপুরস্কারে বহু বিষয়ের উদ্দেশে একের
প্রয়োগ হইয়া থাকে। ভরতমুনি বলিয়াছেন,—“রসাদির বহুত্ব
হইলেও এক রসাদিশব্দে সকল রসাদিরই গ্রহণ হয়।” উহার
বিবরণেও উক্ত হইয়াছে,—“ক্রমতঃ লক্ষ্য না করিয়াই জ্যোতিষপুরস্কারে
রসাদি এক বলিয়াই গণনা করা হয়। অত্থা রসাদির সংখ্যাকরণ
করিতে পারা যায় না। কারণ, উহাদের প্রত্যেকেরই অসংখ্য ভেদ
দৃষ্ট হইয়া থাকে। অতএব এস্থলে পাণ্ডব কৌরব হইতে ভিন্ন না
হইলেও কৌরববিশেষে পাণ্ডবশব্দের প্রয়োগের ন্যায় জ্ঞানবিশেষেই
ভক্তিশব্দের প্রয়োগ বুঝিতে হইবে ॥৩২॥

কৈবল্যলক্ষণে মোক্ষঃ স্মৃঃ । (বৃঃ আঃ ১।৪।১২) “আত্মানঞ্চৈষিজা-
নীয়াদয়মস্মীতি পুরুষঃ । কিমিচ্ছন্ কস্য কামায় শরীরমনুসংজ্ঞরেং”
ইতি শ্রুতেঃ ॥৩৩॥

জ্ঞানস্য দ্বৈবিধাং বিশদয়তি—অয়মত্রেতি । তত্র শুদ্ধেতি । পঞ্চাগ্নিবিদঃ বলু
জীবস্বরূপং বিজ্ঞানবিজ্ঞাতৃপরেশাংশমনুসন্দধতে । তত্র সানুসন্ধাবপি পরেশানু-
সন্ধিরস্মীতি তমেবেত্যাদিশ্রুতিসূত্রাভ্যাং সহাবিরোধঃ । দৃষ্টান্তাদপ্যেবং লক্ষ্যং
তাক্রায়াঃ পত্ন্যাঃ পতিজ্ঞানমন্ত্যেব । কৈবল্যেতি । বিশুদ্ধঃ সন্ তল্লোকে
তিষ্ঠতীতি নাস্য লোকাধ্যক্ষতেতি ভাবঃ । আত্মানমিতি বৃহদারণ্যকে ।
পুরুষো জীবশ্চেদাত্মানং স্বয়ং বিজানীয়াং কথময়ং বিজ্ঞানবিজ্ঞাতৃবপুঃ পরেশাং-
শোহস্মদর্থো ভবামীতি বিদ্যাং তদাস্য সিদ্ধঃ পুমর্থঃ । অধায়ং কিং বস্তুিচ্ছন্
কস্য কামায় বাঞ্ছনীয়ায় শরীরমনুসংজ্ঞরেং নিরন্তরং সন্তাপয়েৎ । তাবতা
জ্ঞানেনায়াং নিঃসংসারঃ স্যাৎ । সাক্ষাৎকৃততাদৃগাত্মনোহস্য ন কাচিদ্ বাঞ্ছা ।
যন্তুস্যাংশী পরেশঃ সোহপি পূর্ণ এবেতি, ন কিঞ্চিং কার্যমস্তুি । কামঃ
স্মরেচ্ছয়োঃ কাম্যে ইতি শ্রীধরঃ ॥৩৩॥

এস্থলে নিষ্কর্ষ এই—জ্ঞান দুই প্রকার ; বিদ্যা ও বেদন । উহাদের
একটি আর একটির পর্যায় । উভয়ের মধ্যে প্রভেদ এই যে, একটি
নিমেষশূন্য দর্শনের ন্যায় ত্বম্পদার্থানুভবস্বরূপ এবং তৎপদার্থপরিশুদ্ধি-
বিজ্ঞানস্বরূপ অপরটি অপাঙ্গবীক্ষণের সদৃশ । দ্বিতীয়টিরই নামান্তর
ভক্তি । শুদ্ধত্বম্পদার্থানুসন্ধানকারী অর্থাৎ যিনি আপনাকেই ব্রহ্মরূপে
চিন্তা করিতেছেন, সেই জীবের যদিও ব্রহ্মপদ লাভ হইতেছে বটে,
কিন্তু তাঁহার কৈবল্যলক্ষণ সেই মোক্ষ পতিতাক্ত পত্নীর ন্যায় ভগবৎ-
প্রসাদসৌভাগ্যহীন বলিয়া অকিঞ্চিংকর জানিতে হইবে । শ্রুতিতে
উক্ত হইয়াছে,—“জীব যদি আপনাকে অস্মচ্ছবদ্য বিজ্ঞানরূপ
হইয়াও বিজ্ঞাতৃস্বরূপ পরমেশ্বরের অংশ বলিয়া জ্ঞানেন, তাঁহার
পুরুষার্থ সিদ্ধ হয় । একরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হইলে তখন তিনি আর কোন্
বস্তুর অভিলাষে শরীরকে নিরন্তর সন্তাপিত করিবেন ?” ঐরূপ আত্ম-
জ্ঞানেই সকল দুঃখের অবসান হইয়া যায় । তাদৃশ আত্মার সাক্ষাৎকারে
আর কোন বাঞ্ছাই থাকিতে পারে না । অতএব তৎকালে তাঁহার
কোনরূপ কার্য থাকে না ॥৩৩॥

তৎ পদার্থপরিশুদ্ধিবিজ্ঞানাৎ তু অমাত্যসৈন্যাদিবিদ্যৎ যথাযথং
তৎপ্রসাদসৌভাগ্যভাজনস্য তস্য সালোক্যাদিলক্ষণা মুক্তির্ভবতি ।
“এতদ্বৈ সত্যকাম পরঞ্চাপরঞ্চ ব্রহ্ম যদোঙ্কারঃ” ইত্যুপক্রম্য “যঃ
পুনরেতং ত্রিমাতেগৈবোমিত্যেতেনৈবাক্ষরেণ পরং পুরুষমভি-
ধ্যায়ীত, স তেজসি সূর্য্যে সম্পন্নে যথা পাদোদরভূতা বিনির্মূঢ়াতে ।
এবং হ বৈ স পাপুনা বিনির্মুক্তঃ স সামান্তরূপীয়েতে ব্রহ্মলোকং
স এতস্মাৎ জীবঘনাৎ পরাংপরং পুরিশয়ং পুরুষমীক্ষতে” ইতি
শ্রবণাৎ । শাস্ত্রীয়ং জ্ঞানং তু অত্র পরত্র চ দ্বারভূতং স্বীকার্যম্,—
ইতরথা প্রবৃত্ত্যানুপপত্তেঃ ॥৩৪॥

তৎপদার্থেতি । চিদেকরসপরেশানুভবাদিত্যর্থঃ । সালোক্যাদীতি ।
লোকাধ্যক্ষত্বসারূপ্যাসামীপ্যসাক্ষিলক্ষণেত্যর্থঃ । এতদ্বৈ ইতি ষট্‌প্রশ্নং পিঙ্গ-
লাদস্য মহর্ষেবাক্যম্ । হে সত্যকাম পরং নারায়ণাখ্যম্ অপরং বিরিঞ্চাখ্যং
যদব্রহ্ম তস্মৈতদেব যোহয়মোঙ্কার ইতি ওঙ্কারস্য পরব্রহ্মত্বং হংসাদিবদক্ষর-
রূপতদবতারিত্বাৎ অপরব্রহ্মত্বম্ অপরস্য পরকার্যত্বাৎ । তস্মাদোঙ্কারং ব্রহ্ম-
দ্বয়াত্মকং জানন্ বিদ্বান্ এতেনৌঙ্কারেণ ধ্যাতেন পরাপরয়োব্রহ্মণোরেকতরং
মত্বেতি যথাধ্যানং লভতে । পাদোদরঃ সর্পঃ । জীবঘনাৎ সর্বজীবাভিমানিনো
বিরিঞ্চাৎ পরং পুৰি পরব্যোম্মি শয়ং স্থিতং নারায়ণমীক্ষতে—আপ্নোতীতি ।
অস্য পরেশধ্যায়িত্বাৎ তৎপ্রসাদাৎ লোকাধ্যক্ষত্বাদিকং ভবতীতি গমাতে ।
শাস্ত্রীয়ং জ্ঞানস্তিতি । অত্র তত্ত্বস্পদার্থানুভবরূপে পরত্র চ ভক্তিরূপে বিজ্ঞানে
ইত্যর্থঃ । ইতরথা শাস্ত্রীয়ং জ্ঞানং বিনা তত্র তত্র প্রযুক্তির্ন স্যাৎ ॥৩৪॥

আর যিনি তৎ-পদার্থ পরিশুদ্ধিবিজ্ঞান অর্থাৎ যিনি উপাস্তুরূপে
পরমেশ্বরের নির্মল জ্ঞান লাভ করিয়াছেন, তিনি অমাত্য ও সেনাপতি
প্রভৃতির ন্যায় শ্রীভগবানের প্রসাদসৌভাগ্যের ভাজন হইয়া সালোক্যাদি-
লক্ষণ মোক্ষ লাভ করেন । শ্রুতিতে বলিয়াছেন—“হে সত্যকাম !
এই ওঙ্কারই হংসাদির ন্যায় অক্ষররূপ পরব্রহ্মের অবতার বলিয়া
শ্রীনারায়ণাখ্য পরব্রহ্মরূপে এবং চতুর্মুখাখ্য ব্রহ্মরূপে উক্ত হয়েন ।
অতএব ঐ ওঙ্কারকে কারণরূপ ব্রহ্ম এবং তৎকার্যরূপ ব্রহ্মা বলিয়া
জানিয়া উহার ধ্যানদ্বারা জীব পরব্রহ্ম বা অপরব্রহ্ম এই ব্রহ্ম দ্বয়ের
একতর ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয়েন । যিনি এই ত্রিমাত্র অর্থাৎ পরাশক্তি,
অপরাশক্তি ও তটস্থাশক্তি এই শক্তিত্রয়াত্মক ও এই অক্ষর দ্বারা

ভক্তিরূপেণ তু জ্ঞানবিশেষেণ স্নেহসৌন্দর্যাদিগুণাঙ্কিত-
যুবতীরত্নবদভগবদ্বশীকারপ্রসাদপাত্রস্ত তদজ্জিববরিবস্থানন্দলক্ষণঃ
পুরুষার্থো ভবতি ।” ভক্তিরেবৈনং নয়তি, ভক্তিরেবৈনং দর্শয়তি,
ভক্তিবশঃ পুরুষো. ভক্তিরেব ভূয়সী” ইতি, “বিজ্ঞানখনানন্দঘনা
সচ্চিদানন্দৈকরসে ভক্তিযোগে তিষ্ঠতি” ইতি চ গোঃ তাঃ শ্রুতেঃ,
“অহং ভক্তপরাধীনো হৃদয়তন্ত্র ইব দ্বিজ । সাধুভির্গ্ৰাস্তৃহৃদয়ো
ভক্তৈর্ভক্তজনপ্রিয়ঃ ॥ ময়ি নির্বদ্ধহৃদয়াঃ সাধবঃ সমদর্শিনঃ । বশে
কুর্বন্তি মাং ভক্ত্যা সংজিয়ঃ সংপতিং যথা” ইত্যাদিস্মৃতেশ্চ ॥৩৫॥

ভক্তিরূপেণেতি । নিকামভক্তিরূপেণেতি বোধ্যম্ । বরিবস্থা পরিচর্যা ।
(বরিবস্থা তু শুক্রশা পরিচর্যাপ্যুপাসনা ইত্যমরঃ) । ভক্তিরেবেতি তাপনী-
শ্রুতিঃ । এনং ভক্তং নয়তি তদ্ধাম প্রাপয়তি দর্শয়তি ধামিনং হরিম্ । কুত
এবম্ ? তত্রাহ,—যতঃ পুরুষো হরির্ভক্তিবশঃ । কুতস্তদ্বশত্বং তস্য ? তত্রাহ—
ভক্তিরেবেতি । ভূয়সী সর্বতৎসাধনেভ্যো বহুতরশ্রেষ্ঠেত্যর্থঃ । ভক্তেঃ স্বরূপং
নির্দর্শয়ন্ পুরুষস্য তস্য তদ্বশ্যতামাহ—বিজ্ঞানেতি শ্রীগোপালতাপন্যাম্ ।
কৃষ্ণস্য তাদৃশী মূর্ত্তির্ভক্তিযোগে তিষ্ঠতি তদ্বশ্যাস্তীত্যর্থঃ । কীদৃশী সেত্যাহ ।

পরমপুরুষ পরমেশ্বরকে ধ্যান করেন, তিনি তেজোময় সূর্য্যে অর্থাৎ
জগৎপ্রসবিতা ব্রহ্মে সম্পন্ন হইয়া সর্প যেরূপ স্বপ্ননির্ম্মুক্ত হয়, তদ্রূপ
প্রাকৃতকোষ হইতে মুক্তি লাভ করেন । এইরূপে তিনি পাপমুক্ত
হইয়া সামমন্ত্রের সাহায্যে ব্রহ্মলোকে উন্নীত হয়েন । তিনি সর্ব-
জীবাভিমानी বিরিকির ধাম হইতে উদ্ধ প্রদেশে পরব্যোমে স্থিত
শ্রীনारायणকে দর্শন করিয়া থাকেন ।” শাস্ত্রীয় জ্ঞান উভয়ত্রই দ্বারভূত,
অর্থাৎ কি জীববাচক তৎ-পদার্থের অনুসন্ধানে প্রযুক্ত অদ্বৈত ব্রহ্মজ্ঞান
ও পরমেশ্বরবাচক তৎ-পদার্থের অনুসন্ধানে প্রযুক্ত পরমাত্মজ্ঞান, কি
শুদ্ধ ভক্তিবিজ্ঞান, এই উভয় স্থানেই শাস্ত্রীয় জ্ঞানবিশেষ সাহায্য
করিয়া থাকে । শাস্ত্রীয় জ্ঞানের সহায়তা অস্বীকারে উভয়েই প্রবৃত্তির
অনুপপত্তি হয় । শাস্ত্রজ্ঞানব্যতিরেকে কে আমাদিগকে নির্বিশেষ
ব্রহ্মজ্ঞানে বা সর্বিশেষ পরমেশ্বরজ্ঞানে প্রবৃত্ত করিবে ? ॥৩৪॥

স্নেহসৌন্দর্যাদিগুণগ্রামে বিমণ্ডিত যুবতীরত্নসকল যেরূপ নিজগুণে
পতিকে বশীভূত করিয়া তাঁহার প্রসাদভাজন হয়েন, ভক্তও তদ্রূপ

সালোক্যাদেষু নেহাভিলাষঃ স্বতঃ সম্ভবাৎ,—(ভাঃ ৯।৪।৬৭ —
 “মৎসেবয়া প্রতীতং তে সালোক্যাদিচতুষ্টয়ম্ । নেচ্ছন্তি সেবয়া
 পূর্ণাঃ কুতোহুতং কালবিপ্লুতম্” ইতি শ্বতেঃ । ভক্তিলক্ষণেহপ্যেবং
 পঠ্যতে, (গোঃ তাঃ)—“ভক্তিরশ্রু ভজনং তদিহামুত্রোপাধিনৈ-
 রাস্ত্যোনামুশ্মিন্ মনঃকল্পনমেতদেব নৈকশ্ম্যম্” ইত্যর্থকশিরসি,
 সর্বোপাধিবিমিশ্রুতং তৎপরত্বেন নির্মলম্ । দ্বয়ীকেষু দ্বয়ীকেশ-
 সেবনং ভক্তিরূপম্” ইতি নারদপঞ্চরাত্রে চ ॥৩৬॥

বিজ্ঞানঘনা মূর্ত্তবিজ্ঞানরূপা আনন্দঘনা মূর্ত্তানন্দরূপা । মূর্ত্তে ঘন ইতি
 পাণিনিসূত্রম্ । মূর্ত্তে কাঠিন্যেহর্থো অন্তেরপ্শ্যাৎ ঘনশচাদেশ ইতি সূত্রার্থঃ ।
 সৈক্সঘনো দধিঘনমিতি চ তদুদাহরণম্ । ভক্তিয়োগে কীদৃশীত্যাহ—সচ্চিদা-
 নন্দৈকরসে ইতি হ্লাদিন্যাদিসারে ইত্যর্থঃ । অহমিতি নবমে শ্রীভগবদ্বাক্যম্ ।
 অস্বতন্ত্রো জীবো যথা পরস্যাৎকৃষ্টস্য অধীনস্তথা পরেশোহপ্যহং ভক্তাধীন
 ইত্যর্থঃ । ভক্তাধীনতা মে সুখায়ৈবেতি দৃষ্টান্তেনাহ সংশ্লিষ্য ইতি ॥৩৭॥

অস্মা ভক্তেনিষ্কামত্বং দর্শয়তি—সালোক্যাদেরিতি । ইহ নিষ্কামভক্তিরূপে
 জ্ঞানে । স্বত ইতি ভোজনেনেব তৃপ্তিরিতি ভাবঃ । অত্র প্রমাণং হেতুত্বেনাহ
 —মদिति নবমে শ্রীভগবদ্বাক্যম্ । ইহ পূর্বা সেবা সাধনভক্তিঃ পরা তু

ভক্তিরূপ জ্ঞানবিশেষদ্বারা শ্রীভগবান্কে বশীভূত করিয়া তাঁহার
 প্রসাদপাত্র হইয়া থাকেন । পত্নীর যেরূপ পতিবশীকরণের ফল পতির
 চরণসেবাতেই প্রকাশ পায়, ভক্তেরও তদ্রূপ ভগবচ্চরণসেবাতেই
 আনন্দের উদয় হইয়া থাকে । উহাই ভক্তির পরমপুরুষার্থ । তদ্বিশয়ে
 প্রমাণ, যথা, শ্রুতি—“ভক্তিই ভক্তকে ভগবদ্বাক্যে লইয়া গিয়া
 শ্রীভগবানের চরণ দর্শন করাইয়া থাকেন । শ্রীভগবান্ ভক্তিরই বশ ।
 ভক্তিই ভগবৎপ্রাপ্তির শ্রেষ্ঠ সাধন । “বিজ্ঞানানন্দঘনবিগ্রহ শ্রীভগবান্
 সচ্চিদানন্দৈকরসস্বরূপ ভক্তিয়োগেই অবস্থিত ।” শ্বতিতেও বলিয়া-
 ছেন,—“আমি ভক্তাধীন । ভক্তের নিকট আমার স্বতন্ত্রতা থাকে না ।
 আমি ভক্তজনপ্রিয় ; ভক্তসকল আমার হৃদয়কে অধিকার করিয়া
 থাকে । যে ব্যক্তি আমাতে বদ্ধহৃদয়, সাধু ও সমদর্শী, সেই ব্যক্তি
 সংস্রী যেরূপ সম্পতিকে বশীভূত করে, তদ্রূপ আমাকে বশীভূত
 করিয়া থাকে ” ॥৩৮॥

প্রেমভক্তিরিতি বোধ্যম্ । প্রতীতমুষ্ণলক্ষম্ । অন্যৎ স্বর্গসুখম্ । নম্বেষাং
সালোক্যাচ্চনিচ্ছা ন যুক্তা, তস্যা প্রাকৃতত্বেনেউব্যত্যাং ? সতাং, সালোক্যাদি-
স্বভাবজং সুখৈশ্বর্যং নেচ্ছন্তি সেবাবিরোধিত্বাং । তদবিরোধি চেদিচ্ছন্তোব ।
সেবানুপেতং তৎ সুখরূপং সেবোপহন্তৃপরমসুখরূপং সেবাস্য তদ্রূপত্বাদিতি স্বার্থ-
নিপুণত্বমেবাং যুক্তম্ । “আরাধনং ভগবত ঈহমাংসা নিরাশিষঃ । যে তু
নেচ্ছন্ত্যপি পরং তে স্বার্থকুশলাঃ স্মৃতাঃ ॥” ইতি শক্রেণ । এবমহৈতুক্যাব্যবহিতা
ইত্যাদৌ বোধ্যম্ । এষা ভক্তিরকিঞ্চনেতি তদনুষ্ঠাতৃমুখেন পৌরাণিকৈরুচ্যতে
—“ন যেষাং ভজনাদন্যচ্চিকীর্ষিতমভীপ্সিতম্ । জিজ্ঞাসিতঞ্চ কিঞ্চিন্ন জ্ঞেয়ো
নিকিঞ্চনৈ বুদ্ধৈঃ” ইতি । ভক্তিরস্যেতি শ্রীগোপালতাপন্যাম্ । অস্যা শ্রীকৃষ্ণস্য
ভক্তিরানুকূল্যেন শ্রবণাদিভজনম্ । অস্মৈ রোচমানা প্ররতিরাণুকূল্যাম্ । তথা-
মুগ্ধিন্ কৃষ্ণে মনঃকল্পনং চ তৎ মনঃ কল্পাতে অনুরজ্যতে অর্প্যতে অনেন ইতি
নিরুক্তে: চিত্তানুরঞ্জনাত্মকঃ শ্রবণাদিহৈতুকো ভাব ইত্যর্থঃ । উত্তমাত্মসিদ্ধয়ে
তদিহেতি । ইহলোকে পরলোকে চোপাধে: কৃষ্ণান্যফলেচ্ছায়া নৈরাশ্চেন
বিরহেণ কৃষ্ণেকস্পৃহয়া জায়মানমিত্যর্থঃ । এতদেব নৈকস্ম্যং নিতানৈমিত্তিকাদি-
কর্মানারতং স্বার্থে স্ত্যজ্ । এবশব্দঃ সকাম্যয়া ভক্তেব্যাবৃত্তয়ে । আয়ুর্ঘৃত-
মিতিবং প্রয়োগঃ । সর্বেতি সর্বেষুপাধিভিঃ হৃষীকেশান্যাভিলাষৈর্নির্মুক্তং
নির্মূলং কর্মযোগাচ্চনাবিলং তৎপরত্বেনানুকূল্যেন বিশিষ্টং হৃষীকেশস্য কৃষ্ণস্য
শ্রোত্রাদীন্দ্রিয়েণ সেবনং কায়িকং বাচিকং মানসিকঞ্চ পরিশীলনমিত্যর্থঃ ॥৩৬॥

ঐ নিষ্কাম ভক্তিরূপ জ্ঞানে সালোক্যাদি-মুক্তির অভিলাষ দেখা
যায় না । কারণ, ভোজনে তৃপ্তির ন্যায় সালোক্যাদি-মুক্তি, ভক্তিতে
আপনা হইতেই সিদ্ধ হইয়া থাকে । ভগবান্ বলিয়াছেন,—“আমার
সেবাদ্বারা অর্থাৎ সাধনভক্তিদ্বারা সালোক্যাদি-মুক্তিচতুষ্টয় প্রার্থনা না
করিলেও আনুষঙ্গিকরূপেই সিদ্ধ হয় । অতএব আমার সেবায়
পরিপূর্ণ প্রেমভক্তগণ ঐ সকল কামনা করে না । তাহাদিগের কালনাশ্চ
স্বর্গাদি যে প্রার্থনার বিষয় নহে, তাহা বলা বাহুল্যমাত্র ।” শ্রুতিতে
ভক্তিলক্ষণেও ঐরূপই উক্ত হইয়া থাকে । “আনুকূল্যসহকারে
শ্রীকৃষ্ণের ভজনই ভক্তি । উক্ত ভজনটি ঐহিক ও পারত্রিক ফলকামনা-
শূন্যভাবে শ্রীকৃষ্ণেই মনঃ কল্পনারূপ হইলে উহাকে উত্তমা ভক্তি বলা
যায় । উহাই আবার নৈকস্ম্য, অর্থাৎ আনুষঙ্গিকভাবে মোক্ষকর
হইয়া থাকে । নারদপঞ্চরাত্রেও উক্ত হইয়াছে,—“সর্বতোভাবে

এবঞ্চ “যথাক্রতুরস্মিন্ লোকে পুরুষো ভবতি তথৈতঃ প্রেত্য ভবতি”, (গীতা)—“যে যথা মাং প্রপত্ত্বন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্” (ভাঃ ১০।৯।২১) “নায়ং সুখাপো ভগবান্ দেহিনাং গোপিকা-সুতঃ । জ্ঞানিনাঞ্চাত্মভূতানাং যথা ভক্তিমতামিহ “ইত্যাদৌনি ফল-তারতম্যবাক্যানি সংগচ্ছেরস্মিতি ॥৩৭॥

অত্রৈবং পুনশ্চিন্ত্যতে ভগবদ্বশীকারহেতুভূতা ভক্তিঃ কিংস্বরূপেতি ? কিং প্রাকৃতসত্ত্বময়জ্ঞানানন্দরূপা, কিং বা ভগবজ্-জ্ঞানানন্দরূপা, অথবা জৈবজ্ঞানানন্দরূপা, উত হলাদিনীসারসম-বেতসম্বিশ্বংসাররূপেতি ? নাহুঃ, ভগবতো মায়াবশ্যত্বাশ্রবণাৎ স্বতঃ পূর্ণত্বাচ্চ ; ন দ্বিতীয়ঃ, অতিশয়াসিদ্ধেঃ ; নাপি তৃতীয়ঃ, জৈব-য়োস্তয়োঃ ক্ষোদিষ্ঠত্বাৎ ; কিন্তু চতুর্থ এবাসৌ ভবেৎ ॥৩৮॥

এবঞ্চৈতি । তদ্ব্যস্পদার্থানুসন্ধিরূপাদিতয়া শ্রবণাদিতি ভাবঃ । যে যথৈতি শ্রীগীতাসু । নায়মিতি শ্রীদশমে । অয়ং গোপিকাসুতঃ যশোদৌরস্যঃ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণঃ দেহিনামারুরুক্ষুজ্ঞানিনাম্ আত্মভূতানাম্ আকৃচ্ছজ্ঞানিনাঞ্চ তথা সুখদো-ন, যথা ইহ গোপিকাসুতে ভক্তিমতামিতার্থঃ ॥৩৭॥

মায়াবশ্যত্বৈতি । মায়া পরৈত্যভিমুখে চ বিলজ্জমানৈত্যাদিস্মৃতিভ্যাঃ । স্বতঃ পূর্ণত্বাচ্ছেতি । পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদমিত্যাদিশ্রুতিভ্যাঃ । অপূর্ণো হি জীবঃ প্রাকৃতঃ জ্ঞানানন্দমিচ্ছতি তদর্থমুদযততে । অতিশয়াসিদ্ধিরিতি । আনন্দস্বরূপোহপি ভগবান্ ভক্ত্যানন্দাতিশয়ী ভবতি ইতি বক্ষ্যমাণশ্চানন্দাধিক্যাস্যাসম্ভবাদিতার্থঃ । কিস্ত্বিতি । চতুর্থস্তত্ত্বভয়সারান্না চতুর্থপ্রকার এবাসৌ ভক্তিরিতার্থঃ ॥৩৮॥

উপাধি সকল পরিত্যাগপূর্বক তন্মাত্র অভিলাষহেতু নিৰ্ম্মলভাবে শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়সমূহদ্বারা হৃষীকেশ শ্রীভগবানের যে সেবন, তাহাকেই উত্তমা ভক্তি বলা হয়” ॥৩৬॥

এইরূপ জ্ঞানাদির ভেদবশতঃ, “এই সংসারে যিনি যেরূপ কৰ্ম্ম করেন, তিনি মৃত্যুর পর তাদৃশী গতি লাভ করেন” । “যে যেরূপে আমাকে আশ্রয় করে, আমিও তাহাকে তাদৃশী গতি প্রদান করিয়া থাকি” । এই গোপিকানন্দন শ্রীকৃষ্ণ আরুরুক্ষুজ্ঞানী অথবা আকৃচ্ছজ্ঞানী উভয়ের পক্ষেই তাদৃশ সুখলভ্য নহেন, ভক্তিমন্ত ব্যক্তিগণের সম্বন্ধে যাদৃশ সুখ-লভ্য” ইত্যাদি ফলতারতম্যসূচক বাক্যসকল সঙ্গত হইতেছে ॥৩৭॥

এস্থলে পুনর্ব্বার চিন্তা করিতেছেন যে, ভগবদ্বশীকারিণী ভক্তির স্বরূপ কি ? উহা প্রাকৃত সত্ত্বের বিকারস্বরূপ যে জ্ঞান ও আনন্দ

ভক্তৌ খলু ভগবান্ স্বয়মেব বশীভূষ্য তিষ্ঠতি তামরসকোষে মধুপ
ইব রসিকযুবত্যাং রসিকযুবেবেতি শ্রুতিস্মৃতিভ্যাং প্রতীয়তে।
তৎপ্রতীতার্থাণ্যথানুপপত্তিপ্ৰসূতস্বার্থাপত্ত্যা তু “হ্লাদিনী-সন্ধিনী-
সম্বিং-স্বয়ংকা সর্বসংশ্রয়ে। হ্লাদতাপকরী মিশ্রা ত্বয়ি নো
গুণবর্জিতো ॥” ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণোল্লস্বরূপবিশেষভূতহ্লাদিনী-
সম্বিংসাররূপা সেতি নিশ্চীয়তে ॥৩৯॥

অথ লৌকিকদৃষ্টান্তেন সুখরূপাং ভগবতো ভক্তিবশ্যতাং গ্রাহয়তি—ভক্তা-
বিত্যাদিনা। শ্রুতিস্মৃতিভ্য ইতি। “ভক্তিবশঃ পুরুষঃ, ভক্তিয়োগে তিষ্ঠতি,”
“অহং ভক্তপরাধীনঃ” ইত্যাদিভ্য ইত্যর্থঃ। তৎপ্রতীতেতি। তাভ্যাং প্রতী-
তোহধিগতো যো ভগবতো ভক্তিবশ্যতালক্ষণোহর্থঃ, সোহনুখা, ভক্তের্ভগবৎ-
স্বরূপবিশেষভূতহ্লাদসংবিংসারস্বভাবত্বোপপত্তির্ন সিধ্যোত তৎপ্রসূতয়া তদনু-
থানুপপত্তিজ্ঞাতয়া অর্থাপত্ত্যা প্রমাণেন তু হ্লাদিনীত্যাদিবাক্যসিদ্ধতভূতসারস্বা
ভক্তিরিতি লভ্যত ইত্যর্থঃ। অসিদ্ধ্যদর্থদৃষ্ট্যা তৎসাধকান্যর্থকল্পনা হর্থাপত্তিঃ
পীনশ্চৈত্রোহহিন ভুঙ্ক্রে ইত্যত্র যথা অহন্যভুজ্ঞানে চৈত্রে পীনহ্মসিদ্ধং তৎসাধকং
তত্র রাত্রিভোজনং কল্পয়তি, তথা শ্রয়মাণং ভগবতো ভক্তিবশ্যত্বমসিধ্যং
তৎসাধকং ভক্তেস্তুদ্বিশেষভূতহ্লাদসম্বিংসারত্বং কল্পয়তীতি। হ্লাদিনীতি

তদ্রূপা, কি ভগবানের জ্ঞান ও আনন্দের স্বরূপা, কিংবা জৈব-
জ্ঞানানন্দরূপা, অথবা হ্লাদিনীসারসমবেতসম্বিংসারস্বরূপা? উহাকে
প্রাকৃত সত্ত্বময় বলা যায় না; কারণ, শ্রীভগবান্ যখন ঐ ভক্তির
বশীভূত হয়েন, তখন উহাকে তাদৃশী বলিয়া স্বীকার করিলে তাঁহার
মায়াবশ্যত্ব আপতিত হয়। দ্বিতীয় পক্ষও সঙ্গত হয় না; যেহেতু
ভগবান্ ভক্তের ভক্তিতে আনন্দাধিক্য অনুভব করেন, এইরূপ যাহা
শুনা যায়, ভক্তির তাদৃশত্ব স্বীকারে পূর্ণানন্দ ভগবানের স্বীয় আনন্দের
আধিক্যের অসম্ভাবনা প্রযুক্ত তাহা অসম্ভব হইয়া পড়ে। তৃতীয়
পক্ষও স্বীকার করা যায় না; কারণ জীবের ক্ষুদ্র জ্ঞান ও ক্ষুদ্র
আনন্দের ধ্বংস আছে, অতএৱ উহা কখনই 'বপুল জ্ঞানানন্দস্বরূপ
নিত্যভক্তিরূপে গণ্য হইতে পারে না। সুতরাং চতুর্থ পক্ষই স্বীকার
করিতে হইতেছে। ভক্তি শ্রীভগবানের হ্লাদিনীশক্তির ও সম্বিং-
শক্তির সারভাগ অর্থাৎ চরম অবস্থা বা পরাবস্থা ॥৩৯॥

তথাচ হ্লাদসম্বিদোঃ সমবেতয়োঃ সারো ভক্তিরিতি সিধ্যতি ।
তৎসারত্বঞ্চ তন্নিত্যপরিকরাশ্রয়কতদানুকূল্যাভিলাষবিশেষঃ । ইথ-
ছুতা ভক্তিরিত্যভিপ্রায়েণৈব সচ্চিদানন্দৈকরসতায়াম্ বিশিনষ্টি,
শ্রুতিস্তুত্যাং ভগবদ্বশ্যত্বাঞ্চ দর্শয়তি,—“বিজ্ঞানঘনা” “ইত্যাদিনা
“ভক্তিরেবৈনং নয়তি” ইত্যাদিনা চ ॥৪০॥

ধ্রুবাক্যম্ । জীবাদ্বৈলক্ষণ্যেনৈশ্বরং স্তোতি,—হে ভগবন্, সর্বসংশ্রয়ে
নিখিলপরমাশ্রয়ে ত্বয়ি হ্লাদিন্যাদিত্রিরুতিকা একা অভিন্না শক্তির্বর্ততে,
সত্বাংশেন মনঃপ্রসাদলক্ষণা হ্লাদকরী তমোহংশেন বিষয়বিশোগাদিতাপকরী
রজোহংশেন তদুভয়োদয়ান্নিশ্রেতোবৎ ত্রিগুণা প্রকৃতিস্তুয়ি নো বর্ততে । কুত
ইত্যাহ—গুণেতি, মায়াগুণাস্পৃষ্ট ইত্যর্থঃ । সা তু জীবেষেব বর্ততে ইতি
জীবোভাস্ত্বম্যোহতিসুখৈশ্বর্যবানিত্যর্থঃ ॥৩৯॥

নিষিধ্যতি—তথাচেতি । সমবেতয়োরভিন্নয়োরিত্যর্থঃ । একেতু্যক্তেঃ ।
তৎসারত্বঞ্চেতি । হ্লাদাভিন্নায়াঃ সম্বিদঃ । যন্তুত্যানুকূল্যাংশঃ স তস্যাঃ সার
ইত্যর্থঃ । স চ ক্ষীরসারবৎ পুষ্পসৌরভবচ্চ বোধ্যঃ । অভিলাষবিশেষ ইতি

ভক্তিতে ভগবান্ স্বয়ং বশীভূত হইয়া থাকেন । ভ্রমর যেরূপ
মকরন্দলোভে অরবিন্দকোষের মধ্যে আবদ্ধ হয়, রসিক যুবক যেরূপ
রসিকা যুবতীতে প্রেমবদ্ধ হয়েন, শ্রীভগবান্ও তদ্রূপ ভক্তপ্রেমে
বশীভূত হইয়া থাকেন । ইহার প্রমাণ শ্রুতি ও স্মৃতি উভয়েই পাওয়া
গিয়া থাকে । শ্রীভগবানের এই ভক্তিবশ্যত্বশ্রবণেই ভক্তির হ্লাদিনী-
সম্বিং-সারত্ব কল্পিত হইয়া থাকে । দিবসে ভোজনরহিত জ্বলাঙ্গ ব্যক্তির
যেরূপ অর্থাপত্তি-প্রমাণদ্বারা রাত্রিভোজিত্ব কল্পিত হয়, শ্রীভগবানেরও
তদ্রূপ ভক্তিবশ্যত্বশ্রবণে ভক্তির হ্লাদিনী ও সম্বিতের সারত্ব কল্পনা
করা হইয়া থাকে । ভক্তি যদি তাদৃশী না হইয়া সামান্য ‘কোন
পদার্থ হইত, তাহা হইলে, তাহাতে ভগবদ্বশীকারসামর্থ্য সম্ভব
হইত না । উহা যখন শ্রীভগবান্কে বশ করিতেছে, তখন অবশ্য
হ্লাদিনীশক্তি ও সম্বিংশক্তির সারই স্থির হইতেছে । অন্যথা ভক্তির
তাদৃশত্ব অল্পপন্ন হয় বলিয়াই ভক্তিকে বিষ্ণুপুরাণোক্ত শ্রীভগবানের
স্বরূপবিশেষভূত হ্লাদিনীশক্তির ও সম্বিংশক্তির সাররূপা বলিয়া
নিশ্চয় করা যাইতেছে ॥৩৯॥

ননু হলাদিগ্যারূপা ভক্তিভগবৎস্বরূপভূতাং জ্ঞানানন্দান্ধাতিরিচ্যতে ।
 বদসৌ স্বরূপশক্তিরিতি ভবন্তিরিবোক্তং কথমধুনা ভগবৎস্বরূপ-
 জ্ঞানানন্দত্বং ভক্তেঃ প্রত্যাখ্যায়ত ইতি চেৎ, আচক্ষ্মহে,—ন খলু
 পরাভ্যুপগতনির্বিশেষচৈতন্যমাত্রবদত্র ব্রহ্মস্বরূপং স্বীকুৰ্মহে কিন্তু
 স্বরূপশক্তিমদেব শক্তিঞ্চ স্বরূপানতিরিক্ত্যপি তদ্বিশেষতয়াব-
 ভাসতে অগুণা তস্মা শক্তিরিতি ব্যপদেশাসিদ্ধেঃ ॥৪১॥

কৃষ্ণান্যতৃষ্ণাশূন্যা কৃষ্ণমাত্রতৃষ্ণেত্যর্থঃ । ধৰ্মভূতজ্ঞানোদ্ভূতয়া তাদৃশ্যা তৃষ্ণয়াসহ
 ক্ষীরনীৰন্যায়েনৈকীভূতস্তদানুকূল্যাংশো ভক্তিরিতি যাবৎ । সা তথাভূতা
 ভক্তি নিত্যে ধ্যানি নিত্যপার্যদেষু নিত্যং চকান্তি সুরসরিদিব তন্তুতপ্রণাল্যা
 প্রপঞ্চেপ্যবতরতীতি ভাষ্যেহপি ভণিতম্ ইখন্তুতা বণিতলক্ষণা ॥৪০॥

পুনঃ শঙ্কতে—নম্বিতি । স্বরূপশক্তিরিতি স্বরূপভূতা শক্তিরিত্যর্থঃ । ন
 খল্বিতি । পরাভ্যুপগতেতি মায়িস্বীকৃতেত্যর্থঃ । অত্রৈতি । মধ্যমুনিসিদ্ধান্তে
 ইত্যর্থঃ । কিস্ত্বিতি সত্তা সতীত্যাদৌ সত্তাদীনাং সত্তাভিন্নসম্বাদিমত্ববৎ
 স্বরূপাভিন্নতচ্ছক্তিমং স্বীকুৰ্মহে ইত্যর্থঃ ॥৪১॥

এইরূপে হলাদিনীশক্তির সারই ভক্তি, ইহা সিদ্ধ হইল । উক্ত
 উভয় শক্তির সার বলিতে শ্রীভগবানের নিত্য পরিকরসমূহের
 আশ্রয়ে স্থিত যে ভগবদ্বিষয়ক আনুকূল্যের অভিলাষ বিশেষ, ইহাই
 বোধিত হইতেছে । শ্রীভগবান্ ভিন্ন অণুবিষয়ে তৃষ্ণা না থাকিয়া
 কেবল শ্রীভগবদ্বিষয়িণী যে তৃষ্ণা, তাহাকেই শ্রীভগবদ্বিষয়ক আনু-
 কূল্যের অভিলাষাবশেষ বলা যায় । আনুজ্ঞানের অনন্তর শ্রীভগব-
 দ্বিষয়ক যে জ্ঞান, তাহা হইতে উদ্ভূত যে তদ্বিষয়িণী তৃষ্ণা, ঐ তৃষ্ণার
 সহিত সম্মিলিত শ্রীভগবদ্বিষয়িণী আনুকূল্যময়ী চেষ্টাই ভক্তির অর্থ ।
 ঐ ভক্তি শ্রীভগবানের নিত্যধামে নিত্য পরিকরসকলে নিত্যই
 অবস্থান করে এবং ঐ স্থান হইতে সুরসরিংপ্রবাহের ন্যায় ভক্তরূপ
 খাতের মধ্য দিয়া প্রপঞ্চেও অবতরণ করিয়া থাকে । তাহাতেই
 প্রাপঞ্চিক জীবসকল উহা গ্রহণ করিতে সমর্থ হয় । ভক্তির এই
 লক্ষণ নির্দেশ করিবার অভিপ্রায়েই “বিজ্ঞানঘনা, আনন্দঘনা” প্রভৃতি
 শ্রুতিতে ভক্তিকে সচ্চিদানন্দরসস্বরূপে বর্ণন করিয়াছেন । এবং
 “ভক্তিরেবৈনং নয়তি” প্রভৃতি শ্রুতিতে তাদৃশী ভক্তিতেই শ্রীভগবান্
 বশীভূত হয়েন, এইরূপ বলিয়াছেন ॥৪০॥

অবয়বাবয়ববিভাববদেষ প্রত্যয়ঃ। যথা করচরণাভাবয়বিনঃ
করাভাবয়বানামনতিরেকেহপি তদ্ভাবপ্রতীতিবৈদুষী তথৈব
দ্রষ্টব্যম্। ন হেত্যা নিমূলা কল্পনা,—“নৈহ নানাস্তি কিঞ্চন”
ইত্যাদি শ্রুতিস্মৃতিভ্যঃ (ত্রঃ সৃঃ) প্রতিষেধাচ্চ” ইতি গ্ৰাহ্যম্।
তথাচ বর্তুলত্বকোমলত্বাদিবাশিষ্টো যুনো ভুজো যথা যুবত্যাঃ
স্বক্কে নিহিতস্তয়োঃ পরমানন্দায় সম্পত্ততে, তথা ভগবৎস্বরূপ-
বিশেষভূতহ্লাদিগ্ৰাদিসারাত্মা ভক্তিভগবত্যা পৃথগ্ বিশেষণতয়া
ভক্তে চ পৃথগ্ বিশেষণতয়া সিদ্ধা তয়োরা নন্দাতিশয়ায় ভবতীতি
সর্বং নিরবতম্ ॥৪২॥

বিদ্বদ্ভ্যাস্তেনোক্তমর্থং হৃদ্যারোহয়ন্নাহ—অবয়বেতি প্রকটার্থম্। সাংখ্যাদি-
মতেনেদং বোধ্যং, ন তু নৈয়ায়িকাদিমতেন। অত্র তয়োর্ভেদাঙ্গীকারাদিতি
ভাষ্যেহম্ বিস্তরঃ। প্রতিষেধাচেতি ব্রহ্মসূত্রম্। পরাস্য শক্তিবিবিধৈব শ্রীযত ইতি
শক্তেঃ স্বরূপান্তেদে বিভাতেহপি স্বাভাবিকীতি ভেদপ্রতিষেধাৎ ন গুণগুণিভেদ
ইত্যর্থঃ। লৌকিকদৃষ্টান্তেনাপি নিষ্কটং গ্রাহয়ন্নাহ—তথা চ বর্তুলেত্যাদিনা,
তয়োৱিতি যুনোরিত্যর্থঃ। ভুজো যথা যুনোহভিন্নো যুবত্যাশ্চ ভিন্নঃ তথা
হ্লাদির্নীসাররূপা ভক্তিভগবতোহভিন্না, তজ্জাং তু ভিন্না ইত্যর্থঃ। অপৃথগ্-
বিশেষণতয়া সত্তা সন্তীতিবদভিন্নবিশেষণভাবেনৈত্যর্থঃ। পৃথগ্ বিশেষণতয়া
ভূষণীত্যাদিবং ভিন্নবিশেষণভাবেন ইত্যর্থঃ। তয়োৱিতি ভগবাৎসমুদ্ভভয়োঃ ॥৪২॥

পুনর্ব্বার পূর্ব্বপক্ষ উত্থাপন করিতেছেন যে, ভক্তিকে ইতিপূর্ব্বে
শ্রীভগবানের স্বরূপশক্তিই বলা হইয়াছে। ভক্তি যদি শ্রীভগবানের
স্বরূপশক্তিভূত হলাদীনীশক্তি অর্থাৎ আনন্দশক্তি এবং সন্নিঃশক্তি
অর্থাৎ জ্ঞানশক্তি হইল, তবে উহা অবশ্য শ্রীভগবানের স্বরূপভূত
আনন্দ ও জ্ঞান হইতে যে অনতিরিক্ত, তাহা স্থির; তবে এখন আবার
কিরাপে ঐ ভক্তিকে শ্রীভগবানের স্বরূপভূত জ্ঞান এবং আনন্দ নহে,
এরূপ বলা হইতেছে? ইহার উত্তর এই;—এই মতে ব্রহ্মের স্বরূপ
নির্ব্বিশেষ চৈতন্যমাত্র নহে; কিন্তু ব্রহ্ম নিজের স্বরূপ হইতে অভিন্ন
যে স্বরূপশক্তি তদ্বিশিষ্টই জানিতে হইবে। ঐ শক্তি ব্রহ্মের স্বরূপ
হইতে ভিন্ন না হইলেও স্বগতবিশেষবলে ব্রহ্মের বিশেষণরূপেই
প্রতিভাত হইয়া থাকে। শক্তিকে যদি শক্তিমদ্ ব্রহ্মের বিশেষণ না
বলা যায়, তবে ব্রহ্মের শক্তি এরূপ উক্তি সঙ্গত হইতে পারে না ॥৪১॥

তত্র সন্ধিনীসম্বিৎহ্লাদিত্যো যথোত্তরমুৎকৃষ্টা জ্ঞেয়াঃ । তত্র
সদাত্মাপি যয়া সত্তাং ধত্তে দদাতি চ, সা সর্বদেশকালদ্রব্যব্যাপ্তি-
হেতুঃ সন্ধিনী, সম্বিদাত্মাপি যয়া সংবেত্তি সংবেদয়তি চ সা সম্বিৎ ।
হ্লাদাত্মাপি যয়া হ্লাদতে হ্লাদয়তি চ সা হ্লাদিনীতি তত্তৎ-
প্রাধান্যেন ক্ষুর্ভেত্তত্তদ্রূপতা তস্যা একত্বা বৈদূর্য্যবদবদীয়তে ॥৪৩॥

হ্লাদিগ্যাदीনাং তিসৃণাং স্বরূপাণি কার্য্যাণি চ বক্ষ্যন্ তাসাম্ উত্তরোত্তরম্
উৎকর্ষক্রমমাহ—তত্রৈতি । তত্র সদাত্মেতি । অস্তীত্যেবোপলক্ষ্য ইত্যাত্ম-
ক্তসত্যাত্মকোহপি যথা “সদেব সৌম্য” ইত্যাত্ম্যক্তাং সত্তাং ধত্তে, দ্রব্যকর্ম্ম-
কালস্বভাবজীবোভাঃ সত্তাং তত্তৎকার্য্যক্ষমতাং চ দদাতি সা সন্ধিনী । সম্বি-
দাত্মেতি । “সত্যং জ্ঞানম্” ইত্যাত্ম্যক্তসম্বিদ্ধিপোহপি যয়া প্রতাপী শূর ইতিবৎ
যঃ সর্বজ্ঞ ইত্যুক্তসম্বিদান্ ভবতি, “যয়েব প্রজ্ঞা চ তস্মাৎ প্রসূতা পুরানী”
“ব্রহ্মো জ্ঞানং হি জীবানাম্” ইত্যাত্ম্যক্তধর্ম্মভূতজ্ঞানবিশিষ্টান্ জীবান্ করোতি
সা সম্বিৎ । হ্লাদাত্মেতি । “বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম” ইত্যাত্ম্যক্তানন্দস্বরূপোহপি
যয়া “আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্” ইত্যাত্ম্যক্তানন্দবান্ ভবতি যয়া চ সম্বিদভিন্নয়া

অবয়ব ও অবয়বীর যেমন অভেদে ভেদপ্রতীতি, ব্রহ্ম ও তাঁহার
শক্তিতেও তদ্রূপ ভেদপ্রতীতি । কর-চরণাদি অবয়ব সকল অবয়ব-
বিশিষ্ট অবয়বী হইতে অনতিরিক্ত হইলেও যেক্রপ পরস্পরের বিশেষ্য-
বিশেষণরূপে পার্থক্য প্রতীত হইয়া থাকে, ব্রহ্ম ও তাঁহার শক্তি
সম্বন্ধেও ঐরূপই বুঝিতে হইবে । এইরূপ ভেদকল্পনা অমূলকও নহে ।
“নেহ নানাস্তি কিঞ্চন” প্রভৃতি শ্রুতি ও স্মৃতিসকল এবং “প্রতিষেধাচ্চ”
প্রভৃতি গ্ৰন্থসকল হইতেই উক্ত প্রকার ভেদকল্পনা প্রাপ্ত হওয়া যায় ।
অতএব বর্ত্তুলত্ব ও কোমলত্ব প্রভৃতি ধর্ম্মবিশিষ্ট সুবার হস্ত যেক্রপ
সুবতীর স্বন্ধে নিহিত হইলে উভয়েরই আনন্দ বর্দ্ধন করে, তদ্রূপ
শ্রীভগবানের স্বরূপবিশেষভূতা হ্লাদিনী-সম্বিৎসারাত্মা ভক্তিও শ্রীভগ-
বানের স্বরূপবিশেষণ অর্থাৎ শ্রীভগবান্ হইতে অভিন্ন হইলেও তাঁহার
বিশেষণস্বরূপ এবং ভক্তের অস্বরূপবিশেষণ অর্থাৎ ভক্তজীব হইতে
পৃথক্ হইয়াও তাঁহার বিশেষণরূপে সিদ্ধ হইয়া শ্রীভগবান্ ও ভক্তজীব
উভয়ের আনন্দাতিশয় বিধান করিতেছে, এইরূপ বলাতে কোনরূপ
দোষ ঘটিতেছে না ॥৪১॥

স্যা তদুভয়সারাংশরূপা রতিপ্রেমাখ্যা ভক্তিভক্তে ভগবতি চাত্মানং
 নিক্ষিপ্য মিথস্তাবনুরঞ্জয়তি । যদুক্তম্—(ভাঃ ৯।৪।৬৮) “সাধবো
 হৃদয়ং মহং সাধুনাং হৃদয়স্ত্বহম্ । মদগ্ৰ্যন্তে ন জানন্তি নাহং তেভ্যো
 মনামপি ॥” ইতি, (ভাঃ ১।১।২।৫৫) “বিসৃজতি হৃদয়ং ন যস্য সাক্ষাদ্ধ-
 রিরবশাভিহিতোহপ্যঘোষনাশঃ । প্রণয়রসনয়া ধৃতান্ত্রিপদ্যঃ স
 ভবতি ভাগবতপ্রধান উক্তঃ ॥” ইতি ভক্তেষু ভগবন্ত্ভক্তিচ্চ দর্শিতা—
 (ভাঃ ১০।৮৬।৫৯) “এবং স্বভক্তয়ো রাজন্ ভগবান্ ভক্তভক্তিমান্ ।
 উষিত্বাদিশ্য সন্ন্যাসং পুনর্দ্বারবতীমগাং” ইত্যাদৌ ॥৪৪॥

শ্রবণাদিভাবাদিনাম্যা স্বানুকূল্যভূতয়া স্বসাম্মুখ্যান্ জীবানানন্দয়তি “রসং
 হেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতি” ইত্যাদ্যুক্তপ্রশস্তানন্দভাজঃ কৰোতি, সা হ্লাদি-
 নীতি । একস্মাস্তস্যা ভক্তেস্বিধা ভানং দৃষ্টান্তেন গ্রাহয়তি - তত্তদিতি । যথা
 একস্মৈব বৈদূর্য্যস্যা নীলপীতাদিরূপতা তথা একস্যাঃ পরায়াঃ সন্ধিন্যাদিরূপ-
 তেতার্থঃ ॥৪৩॥

ভগবতি চাত্মানং নিক্ষিপ্যেতি বিশেষহেতুকাং বাস্তব্যাং ভেদকার্যাদিতি
 ভাবঃ । সাধব ইতি নবমে শ্রীভগবদ্বাক্যম্ । বিসৃজতীত্যেকাদশে হবির্যোগেশ্বর-
 বাক্যম্ । ভক্তেষু ইতি । ভগবৎকর্তৃকা ভক্তানুকূল্যলক্ষণা ভক্তিরানন্দসম্বন্ধপে-

শ্রীভগবানের সন্ধিনী, সম্বিং ও হ্লাদিনী, এই তিন শক্তির মধ্যে
 সন্ধিনী হইতে সম্বিং এবং সম্বিং হইতে হ্লাদিনীকে উৎকৃষ্ট জানিবে ।
 আছেন, এইরূপে নিত্য সত্তাবিশিষ্ট ভগবান্ যদ্বারা সত্তা ধারণ করেন
 এবং দ্রব্য, কৰ্ম্ম, কাল, প্রকৃতি ও জীব এই সকলে সত্তা অর্থাৎ
 তত্তৎকার্য্যসামর্থ্য প্রদান করেন, তাহাকেই সন্ধিনীশক্তি বলা হয় ।
 ঐ সন্ধিনীশক্তি সর্বদেশকালাদির ব্যাপ্তিহেতু । ভগবান্ জ্ঞানস্বরূপ
 হইয়াও যদ্বারা জ্ঞানবিশিষ্টরূপে প্রকাশিত হয়েন এবং জীব সকলকে
 জ্ঞানবিশিষ্ট করেন, তাহারই নাম সম্বিংশক্তি । আর তিনি আনন্দ-
 স্বরূপ হইয়াও নিজের যে শক্তিদ্বারা আনন্দবিশিষ্ট হয়েন ও জীব-
 সকলকে স্বসাম্মুখ্য প্রদানদ্বারা আনন্দিত করেন, তাহার সেই
 শক্তিকেই হ্লাদিনীশক্তি বলা হইয়া থাকে । শ্রীভগবানের এক
 পরাখ্যা শক্তি পূর্বোক্ত তিন প্রকারে প্রকাশিত হইয়া বৈদূর্য্যমণির
 ন্যায় সন্ধিন্যাদি ত্রিবিধ আকারে ভাসমানা হয়েন ॥৪৩॥

অতএব ভক্তানন্দায় তস্য বিবিধপ্রযত্নোহপি—“মুহূর্তেনাপি সংহর্তুং শক্তো যত্নপি দানবান্ । মন্ত্তানানাং বিনোদার্থং কৰোমি বিবিধাঃ ক্রিয়াঃ ॥ দর্শনধ্যানসংস্পর্শৈর্মৎসুকূর্মাং বিহঙ্গমাঃ । স্বান্য়-পত্যানি পুষ্যন্তি তথাহমপি পদ্মজ” ইতি তদ্বক্তেঃ ॥৪৫॥

তার্থ: । এরমিতি দশমে শ্রীশুকবাক্যম্ । স্বভক্তয়োঃ শ্রুতদেববহ্লাশ্বয়োঃ ব্রহ্মর্ষিরাজর্ষিবর্ষায়োঃ মিথিলাবর্তিনোঃ । উষিত্বা স্থিত্বা । তৌ প্রতি সন্মার্গ-মাদিশ্য ॥৪৪॥

অতএবেতি । ভক্তভক্তিমত্বাদেব । তস্য ভগবতঃ । মুহূর্তেনেতি পাদ্বে । দর্শনেতি । যথাসংখ্যমত্ৰালঙ্কারঃ । দর্শনেন মৎস্যঃ, ধ্যানেন কূর্মঃ, সংস্পর্শনেন বিহঙ্গমঃ যথা স্বানি অপত্যানি পুষ্যাতি তথাহং স্বভক্তান্ ইত্যর্থঃ ॥৪৫॥

তন্মধ্যে সম্বিৎশক্তি ও হ্লাদিদীনীশক্তির সারাংশরূপা রতিপ্রেমাখ্যা ভক্তি ভক্ত ও ভগবানের সম্বন্ধ সজ্জটনে আপনাকে নিযুক্ত করিয়া পরস্পরদ্বারা পরস্পরকে অনুরঞ্জিত করাইয়া থাকেন । স্মৃতিতে উক্ত হইয়াছে—“সাধুসকল আমার হৃদয় এবং আমি সাধুদিগের হৃদয় ; সাধুগণ আমাভিন্ন জানে না, আমিও ভক্ত ভিন্ন জানি না ।” “অবশভাবে অভিহিত হইলেও অঘোষনাশন ভগবান্ যাঁহার প্রণয়রূপ রজ্জুতে বদ্ধ হইয়া তাঁহার হৃদয়কে বখনও ত্যাগ করেন না, তিনিই ভাগবতপ্রধান বলিয়া উক্ত হইয়া থাকেন ।” “শ্রীভগবান্ এইরূপে শ্রুতদেব ও বহ্লাশ্বকে ভক্তানুকূলানলক্ষণা আনন্দসম্বিদ্ৰূপা ভক্তি দেখাইয়া কিছুকাল মিথিলায় অবস্থানপূর্বক পুনর্ববার দ্বারাবতীতে প্রয়াণ করিলেন ।” ইত্যাদি স্থলে ভক্তিবসয়ে শ্রীভগবানের প্রেম-লক্ষণ প্রদর্শিত হইয়াছে ॥৪৪॥

ভক্ত যেক্রপ শ্রীভগবানে প্রেম করিয়া থাকেন, শ্রীভগবান্ও তদ্রূপ ভক্তের প্রতি প্রেম করেন, অতএব ভক্তের আনন্দবিধানার্থ তাঁহার বিবিধ প্রযত্নও দৃষ্ট হইয়া থাকে । শ্রীভগবান্ স্বয়ংই বলিয়াছেন— “আমি যদিও ইচ্ছামাত্র মুহূর্তমধ্যেই দানবগণকে সংহার করিতে পারি, তথাপি আমার ভক্তগণের বিনোদার্থ আমাকে বিবিধ লীলা স্বীকার করিতে হয় । ব্রহ্মন্ ! ॥২৭॥, কূর্ম ও বিহঙ্গম সকল যেক্রপ ১) দর্শন, ২) ধ্যান ও ৩) সংস্পর্শদ্বারা নিজ অপভোগ্যের পোষণ করে, আমিও তদ্রূপ আমার ভক্তগণকে পোষণ করিয়া থাকি” ॥৪৫॥

তস্মাৎ পরমানন্দময়োহপি যয়ানন্দাতিশয়ো ভবতি, স্বরূপা-
নন্দং চানুভবতি তং তমানন্দমনুভাবয়তি চ ভক্তান্ ; তস্মাৎ
সত্ত্বময়ানন্দাদিরূপত্বং কথ্যমিতি পরমপুণ্যরূপত্বং ভক্তেঃ সিদ্ধম্ ;
জ্ঞানফলং ভগবান্ ভক্তিফলন্তু ভক্তিরেব, তদ্বিষয়া তস্মাৎ এবোদ-
গ্রানন্দত্বাৎ ॥৪৬॥

আনন্দাদিরূপায়াস্তস্মাৎ কায়াদিতাদাত্ম্যেনাবিভূতাত্মাঃ ক্রিয়া-
কারকত্বমানন্দচিহ্নমূর্ত্তেঃ কুন্তলাদিপ্রতীকত্ববদবসেসম্। কুপিত-
গিতেন সিতামাধুর্য্যমিবাবিচ্ছিন্নসংসারেণ তদাদি রূপত্বং তস্মাৎ
পূর্ব্বং নানুভূয়তে, তৎসংসেবয়া তু তথাত্মমনুভূয়ত ইতি ॥৪৭॥

উপসংহরতি তস্মাদিতি । যয়া নিক্রপিতয়া ভক্ত্যা । জ্ঞানফলমিতি ।
তৎপদার্থানুসন্ধিরূপস্য জ্ঞানস্য সাধ্যমিত্যর্থঃ । অত উক্তং নারদীয়ে শ্রীভগবতা ।
“সর্ব্বমঙ্গলমূর্দ্ধন্য। পূর্ণানন্দময়ী সদা । দ্বিজেন্দ্র তব মযাস্তু ভক্তিরব্যতিচারিনী”
ইতি ॥৪৬॥

ননু শ্রবণাদেঃ ক্রিয়ায়া ভক্তেঃ কথমানন্দাদিরূপত্বং প্রত্যোতব্যাং তত্রাহ
আনন্দাদীতি । কায়াদীতি ভক্তদেহেন্দ্রিয়সম্বন্ধেনেত্যাঃ । কুন্তলাদীতি ।
চিকুরনখরাগ্নস্তবদিত্যর্থঃ । অঙ্গং প্রতীকোহবয়ব ইত্যমরঃ । তর্হি শ্রবণাদি-
ভক্তেরানন্দাদিরূপত্বং কুতো ন প্রতীয়তে, তত্রাহ কুপিতেতি । তদাদিরূপত্ব-
মানন্দসম্বিংসারহম্ পূর্ব্বং সংসারদশায়াং তৎসংসেবয়া, শ্রবণাদিভক্ত্যা-
বৃত্ত্যা ॥৪৭॥

অতএব পরমানন্দময় শ্রীভগবান্ যে ভক্তিদ্বারা আনন্দাতিশয়
হয়েন এবং স্বরূপানন্দ অনুভব করেন ও ভক্তগণকে তত্তদানন্দ অনুভব
করান, সেই ভক্তির সত্ত্বগুণজাত আনন্দরূপত্ব কখনই সম্ভব হয় না ।
যদি অসম্ভব হইল, ভক্তির পরমপুণ্যার্থরূপত্বও সিদ্ধ হইল । জ্ঞানের
ফল ভগবান্, অর্থাৎ তত্ত্বম্পদার্থানুসন্ধানরূপ জ্ঞানদ্বারাই শ্রীভগবান্কে
জানা যায় । কিন্তু ঐ জ্ঞান প্রেম উৎপাদন করিতে পারে না ।
উহা ভক্তির ফল । সাধনভক্তিদ্বারা সাধ্যভক্তি বা ভগবদ্বিষয়ক প্রেম
লাভ করা যায় । কারণ, হলদিনীসম্বিংসারভূতা ভক্তি ভিন্ন আর
কিছুই পরম নন্দরূপে প্রকাশ পাইতে পারে না ॥৪৬॥

শ্রবণাদিক্রিয়ারূপা যে ভক্তি, তাহা আবার কিরূপে আনন্দাদি-
রূপে প্রকাশ পাইবে, এরূপ আশঙ্কা করা যায়না ; কারণ, জ্ঞানা-

অতএব সিদ্ধানাং তস্মাৎ প্রবৃত্ত্যনুপরম ইত্যাহ ভগবান্ সূত্রকারঃ
(ত্রঃ সূঃ ৪।১।১২ “আপ্রায়ণাৎ তত্রাপি হি দৃষ্টম্” ইতি । ন চৈবং
ভক্তিপুরুষার্থবাদিনাং ভগবৎপুরুষার্থতাবিগমঃ তস্মাস্তদবিনা-
ভাবেন তস্মৈব তস্মাপি প্রাপ্তেঃ । তথাচ ভক্তিমতাং ভক্তিবিশয়ো
ভগবান্ পুরুষার্থ ইতি নিষ্কৃষ্টম্ ॥৪৮॥

তস্মাৎ কর্মণশ্চিৎশুদ্ধাবনুপ্রয়োগঃ, জ্ঞানভক্তিরূপায়াঃ বিভায়াস্ত
সাক্ষাৎ তৎপ্রাপ্তাবিতি ন কাচিৎ ক্ষতিঃ ॥৪৯॥

সিদ্ধানাং বিমুক্তানাম্ । আপ্রায়ণাদিতি আমোক্ষাৎ তত্রাপি মোক্ষে চ
ভগবৎকৈঙ্কর্য্যং শাস্ত্রেষু দৃষ্টমিত্যর্থঃ । তস্য ইতি । ভক্তেভগবদবিনাভাবেন
হেতুনা ভক্তিলভ্যেভ্যেব তদ্বিশয়স্য ভগবতশ্চ লাভাদিত্যর্থঃ । এতদেবাহ তথা-
চেতি ॥৪৮॥

নন্দবিগ্রহ শ্রীভগবানের যেরূপ চিকুরকুন্তলাদি জড় অবয়বসকল
প্রকাশ পায়, তদ্রূপ ভক্তদেহেন্দ্রিয় সম্বন্ধে আবির্ভূতা শ্রবণাদিক্রিয়া-
রূপা ভক্তির আনন্দাদিরূপে প্রকাশ বুঝিতে হইবে, অর্থাৎ ইন্দ্রিয়াদি-
চেষ্টারূপা শ্রবণাদি ভক্তির ক্রিয়ারূপত্ব দৃষ্ট হইলেও স্বরূপতঃ উহাদের
আনন্দাদিরূপতাই জানিতে হইবে । তবে যে সাধারণ জীব ভক্তির
তদ্রূপত্ব অনুভব করেন না, তাঁহাদিগের অজ্ঞতাই উহার কারণ ।
যে ব্যক্তির পিত্ত কুপিত হইয়াছে, তিনি যেমন মিছরির মধুরত্ব
অনুভব করিতে পারেন না, তদ্রূপ সংসারী জীবও ভক্তির জ্ঞানানন্দ-
রূপত্ব বুঝিতে পারেন না, শ্রীভগবানের সম্যক্ সেবাদ্বারা চিত্ত নির্মল
হইলেই উহা অনুভব করিতে পারা যায় ॥৪৭॥

এই নিমিত্তই মুক্তপুরুষদিগেরও ভক্তিতে প্রবৃত্তির উপশম হয় না ।
ভগবান্ সূত্রকারও বলিয়াছেন, “মোক্ষাবস্থাতেও জীবের ভগবদাসক্ত
দৃষ্ট হয় ।” এইরূপে ভক্তিকেই যাহারা পুরুষার্থ বলিয়া থাকেন,
তাঁহাদিগের ভগবৎপুরুষার্থতার যে হানি হইতেছে, তাহা নহে ; কারণ
ভক্তিব্যতিরেকে শ্রীভগবান্কে লাভ করা যায় না । ভক্তিলভ্যেই
ভক্তিলভ্য ভগবান্ লব্ধ হন । ভক্তিমান্ ব্যক্তিসকলের ভক্তিলভ্য
শ্রীভগবান্ই পুরুষার্থ, ইহাই তাৎপর্য্য ॥৪৮॥

যে তু কেচিৎ সন্ধিশেষশ্রসঙ্গাদারম্ভত এব ভক্তিং প্রাপ্তান্তে
পুনর্ভক্ত্যেব চিত্তশুদ্ধিং তৎসাক্ষাৎকৃতিঞ্চ ভজন্তে । (ভাঃ ১।২।৩৭)
“পিবন্তি যে ভগবত আত্মনঃ সতাং কথামৃতং শ্রবণপুটেষু সমুত্তম্ ।
পুনন্তি তে বিষয়বিদূষিতাশয়ং ব্রজন্তি তচ্চরণসরোরুহান্তিকম্ ॥”
ইত্যাদি স্মরণাৎ । এতানুদ্दिश्य श्रुतिराह (প্রশ্নঃ ১।১০) —তপসা
ব্রহ্মচর্য্যেণ শ্রদ্ধয়া বিজ্ঞয়াত্মানমন্নিয়োদিতি” ॥৫০॥

মুখ্যং প্রকরণমুপসংহরতি তস্মাদিতি । ন কাচিদিতি । মোক্ষহেতু-
তয়োক্তয়োঃ কর্মভক্ত্যোশ্চাত্র সংগ্রহান্ন কাচিদূনতেত্যর্থঃ ॥৪৯॥

স্বনিষ্ঠানাং পরিমিষ্ঠিতানাঞ্চ কর্মপূর্বাং সাধনপদ্ধতিং প্রদর্শ্য নিরপেক্ষা-
নামকর্মপূর্বাং তাং দর্শয়তি যে হিতি । কেচিৎ নারদাদয়ঃ । তে পুনরিতি ।
তে অকর্মনিষ্ঠা দ্বিতীয়া ইত্যর্থঃ । পুনরপ্রমিতে ভেদে ইতি বিশ্বঃ । পিবন্তীতি
দ্বিতীয়ে শ্রীশুকবাক্যাম্ । তপসেতি । তপসা হরিবাসরাদিব্রতেন ব্রহ্মচর্য্যেণ
মৈথুনবর্জিতেন শ্রদ্ধয়া শ্রীভাগবতাदिशास्त्रार्थदृष्टविश्वासेन विज्ञया नवविधया
ভক্ত্যা ভাবলক্ষণয়া চ আত্মানং হরিমন্নিয়োৎ সাক্ষাৎ চিকীর্ষেৎ ॥৫০॥

অতএব কর্ম, জ্ঞান ও ভক্তিরূপ সাধনত্রয়ের মধ্যে চিত্তশুদ্ধিতেই
কর্মের প্রয়োগ বৃদ্ধিতে হইবে অর্থাৎ কর্মদ্বারা চিত্তশুদ্ধিরূপ ফল লাভ
হইবে ; জ্ঞান-ভক্তি দ্বারা বিজ্ঞা হইতেই সাক্ষাৎ ভগবৎপ্রাপ্তি ঘটে ।
সুতরাং কর্ম ও ভক্তি এই উভয়কেই যে মুক্তির হেতু বলা হইয়াছে,
তাহাতে কোন ক্ষতি হইতেছে না ॥৪৯॥

যাঁহারা সাধু বিশেষের সঙ্গের গুণে প্রথম অবস্থাতেই ভক্তি প্রাপ্ত
হয়েন, তাঁহাদিগের আর কর্মের অপেক্ষা নাই ; কারণ, তাঁহারা ভক্তি-
দ্বারাই শুদ্ধচিত্ত হইয়া শ্রীভগবানের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া থাকেন ।
শ্রীমদ্ভাগবতে উক্ত হইয়াছে,—“যাঁহারা সাধুসঙ্গবলতঃ শ্রবণপুটে
শ্রীভগবানের কথামৃত পান করেন, তাঁহাদিগের বিষয়বিদূষিত চিত্ত
তদ্বারাই শুদ্ধি লাভ করে এবং তাঁহারা তদন্তে শ্রীভগবানের পাদপদ্ম-
প্রান্তে গমন করিয়া থাকেন” । এই উদ্দেশ্যে শ্রুতিতেও উক্ত হইয়াছে,
—শ্রীহরিবাসরাদি ব্রত, ব্রহ্মচর্য্য, শ্রীমদ্ভাগবতাदिशास्त्रार्थदृष्टविश्वास,
নববিধ সাধনভক্তিদ্বারা শ্রীভগবানের সাক্ষাৎকার লাভে যত্নবান
হইবে ॥৫০॥

এষা খলু ভক্তিরহৈতুক্যেব তাং সাধয়তি ন ত্বন্যাদৃশী। (ভাঃ ৩।২৯-
১১-১৩) “অহৈতুক্যব্যবহিতা যা ভক্তিঃ পুরুষোত্তমে”, সালোক্যা-
সাপ্তিসামীপ্যসাক্ষপ্যৈকত্বমপ্যুত। দীয়মানং ন গৃহুণ্ডি বিনা মৎ-
সেবনং জনাঃ॥”, “স এব ভক্তিয়োগাখ্য আত্মান্তক উদাহৃতঃ”
ইত্যাদি স্মৃতেঃ। অহৈতুকী নিক্ষামা বিশুদ্ধেতি পর্যায়াঃ।
অব্যবহিতা মধুধারাবল্লিরন্তরা যা ভক্তিসুখ্যাং সত্যামিতি শেষঃ।
মৎসেবনং মমানন্দাত্মকস্ত ভক্তিরসিকস্ত চ প্রেমসেবাং বিনেত্যর্থঃ।
সালোক্যাদিকন্তু পৃষ্ঠলগ্নমিবেতি তন্ত্বেহ নাভিলাষঃ॥৫১॥

ননু ভক্তের্নিক্ষামত্বং ন সম্ভবতি, তৎপ্রসাদিতেন ভগবতা
দীয়মানস্তানন্দস্ত কাম্যত্বাৎ। যথা ভাবহাবাদিপ্রসাদিতেন কান্তে-
নার্প্যমাণং রতিসুখং তরুণস্য কাম্যতে, তচ্চ কান্তাদনুদেবেতি ;
এবমেব শ্রুতিরপ্যাহ—“এষ এবানন্দয়তি” “রসং হেবায়ং লব্ধ্বানন্দী
ভবতি” ইতি চেৎ, মৈবম্। ভক্তেঃ ফলং চেদ্ ভজনীয়াদনুৎ স্ত্যাৎ
যথা কান্তাদনুৎ তদর্পিতং রতিসুখং তর্হি সা সফলা ভবেৎ ; প্রকৃতে
তু ভজনীয়ো ভগবানেব ফলম্ আনন্দাত্মকত্বাৎ—“আনন্দো ব্রহ্মেতি

এষেতি। তাং তদ্বশতোপেতাং তৎসাক্ষাৎকৃতিম্। অহৈতুকীতি তৃতীয়ে।
তন্ত্বেহেতি। ইহ অহৈতুকে ভক্তিয়োগে। অত্র সালোক্যাদিতঃ সেবায়
মহানুৎকর্ষঃ তদ্বতাং তত্রানাদরাৎ। পরানন্দস্য স্বামিনঃ তত্র সম্যগনুভবাচ্চ॥৫১॥

এই ভগবৎস সাক্ষাৎকারলাভ অবশ্য অহৈতুকী ভক্তিদ্বারাই হইয়া
থাকে, অন্যদ্বারা হয় না। স্মৃতিতে উক্ত হইয়াছে,—“অহৈতুকী
(নিক্ষামা) অব্যবহিতা (মধুধারার ন্যায় ব্যবধানরহিতা) যে পুরুষোত্তম
শ্রীভগবানে ভক্তি, তাহার লাভ হইলে, শ্রীভগবান্ যদি ভক্তকে
সালোক্য, সাপ্তি, সামীপ্য, সাক্ষপ্য বা সাযুজ্য, এই পঞ্চবিধা মুক্তি
প্রদান করিতে ইচ্ছা করেন, ভক্ত সে সকল গ্রহণ করেন না। ভক্ত,
আনন্দস্বরূপ ভক্তিরসিক যে আমি, সেই আমার প্রেমসেবা ভিন্ন আর
কিছুই প্রার্থনা করেন না। এইরূপ যে ভক্তিয়োগ, তাহাকেই
আত্মান্তিকী ভক্তি বলা যায়।”) সালোক্যাদিলক্ষণা মুক্তি ভক্তিতে
পৃষ্ঠলগ্নরূপে অবান্তরেই সিদ্ধ হইয়া থাকে, সুতরাং ভক্তের তাহাতে
অভিলাষ থাকিতে পারে না॥৫১॥

ব্যজানাং” ইতি শ্রুতেঃ। কিন্তু কান্তস্থানন্দসাধনম্বেব। ভগবত-
স্থানন্দরূপত্বাৎ ফলরূপত্বং নির্বিবাদম্। এবঞ্চ পুরুষার্থমূর্ত্তি-
ত্বাপ্নদাত্ত্বোক্তয়ো ন ব্যাকুপ্যেযুঃ। “এষ এবানন্দয়তি” ইত্যত্রাশ্র-
দানেনেতি, রসমিতাত্র তু রসেনৈব তেন লঙ্ঘনানন্দী ভবতীতি চ
ব্যাখ্যেয়ম্ ॥৫২॥

ভক্তেরই তুকতামাক্ষিপন্নাহ নম্বিতি। প্রসাদিতেনেতি। তয়া ভক্ত্যা
পরিতোষিতেনেত্যাঃ। আনন্দস্য তেন সহ দিব্যরসগন্ধাশ্রুভবাদাগতস্য সুখস্য
তৎস্বরূপাদন্যস্যেত্যাঃ। দৃষ্টান্তেন গ্রাহয়তি যথেনি। ভাবঃ প্রেমাক্ষুরঃ।
হাবস্ত প্রেমমঞ্জরীতি। লক্ষণমেষাং সাহিত্যাশাস্ত্রাঙ্গোধ্যাম্। রতিসুখং সম্ভোগা-
নন্দঃ তচ্চ কান্তাদন্যদেবেতি। সেব্যান্তিঃ চেৎ সেবায়ঃ ফলং তর্হি সা
সকামেত্যুচ্যত ইতি ভাবঃ। এষ ইতি। আনন্দয়তি সালোক্যাদি দত্ত্বা
সুখয়তি। দৈর্ঘ্যং ছান্দসং। রসমিতি। রসাৎ তস্মাদুপলব্ধেন সালোক্যাদি-
নাতিসুখী ভবতীত্যর্থঃ। নিরসয়তি মৈবমিতি। ভক্তেরিত্যাদিকমগুচ্যর্থম্।
এবঞ্চেতি। ভগবত আনন্দরূপত্বে সতীত্যর্থঃ। এবং প্রকারোপময়োরিতি
শ্রীধরঃ। সত্যশিষো হি ভগবৎস্তুব পাদপদ্মমাসীন্তথানুভজতঃ পুরুষার্থমূর্ত্তেঃ।
অপোবমার্য ভগবান্ পরিপাতি দীনান্ বাঞ্ছের বৎসকমনুগ্রহকাতরোহস্মানিতি
কুববাক্যে পুরুষার্থমূর্ত্তিত্বম্। দদাত্যাত্মানমপ্যজ ইতি নিম্নপতিবাক্যে আশ্র-
প্রদত্তঞ্চ দ্রষ্টব্যম্। এবমন্যানি চ বাক্যানি মৃগ্যাণি ॥৫২॥

যদি বল, ভক্তির নিষ্কামতা সম্ভব নহে, যেহেতু ভক্তিদ্বারা প্রসাদিত
শ্রীভগবান্ কর্তৃক দীয়মান আনন্দের কামনা ভক্তের অপরিহার্য্য।
কামিনী যেক্রপ ভাবহাবাদি দ্বারা প্রসাদিত কান্ত কর্তৃক অর্পিত রতি-
সুখ কামনা করেন, তত্ও শ্রীভগবানের নিকট তৎকর্তৃক দীয়মান
আনন্দ কামনা করিয়া থাকেন। কান্ত কান্তের নিকট যে রতিসুখ
প্রার্থনা করেন, তাহা কান্ত হইতে ভিন্ন। ভক্তের কামিত উক্ত
আনন্দও শ্রীভগবান্ হইতে অতিরিক্ত। শ্রুতিতেও বলিয়াছেন,—
“এই শ্রীভগবান্ ভক্তকে আনন্দিত করিয়া থাকেন, তত্ ভগবদত্ত রস
লাভ করিয়া আনন্দিত হইবেন।” ইত্যাদি যুক্তি মনোরম নহে।
সেব্য শ্রীভগবান্ হইতে তদীয় সেবার ফল যদি ভিন্ন হইত, তাহা হইলে
ভক্তি কান্তার্পিত রতিসুখের হ্যায় সকাম হইত। কিন্তু প্রকৃতপ্রস্তাবে

শ্রাদেতৎ । ভক্তকৃতানুকূল্যাস্তগবতঃ স্বরূপোল্লাসরূপং সুখং
জলকল্লোলবৎ ভবতীতি ভাষিতমহিকুণ্ডলাধিকরণে । শ্রুতিশ্চ
(ভাঃ ৫।৫।১৩)—“প্ৰীতিঃ স্বয়ং প্ৰীতিমগাদ্ গয়ন্ত” ইতি (ভাঃ ১০।
৮০।১৯) “সখ্যঃ প্রিয়ন্ত বিপ্রর্ষেরঙ্গসঙ্গাতিনির্বৃতঃ । প্ৰীতো ব্যমুঞ্চ-
দবিন্দুন্ নেক্রান্ত্যাং পুষ্করেক্ষণঃ” ইতি চ । তেনানুভূতেন
স্বসুখোল্লাসাৎ সকামত্বং ভক্তেঃ প্রাপ্তং ঘটকুড়্যামেব প্রভাতমিতি
চেৎ, মন্দমেতৎ । তেনানুভূতেন মৎসুখং শ্রাদিতি ধিষণানুদয়াৎ
শুদ্ধভক্তানাম্ । ইতরথা তেষামহৈতুকীত্যাদিবাক্যানাং ব্যাকো-
পাপত্তিঃ । তৎসুখমেব মৎসুখমিতি নিষ্কামতাং ভক্তে’নাপহন্তি
কিন্তু পুষ্পাত্যেব তামিতি ॥৫৩॥

পুনরাশঙ্কতে শ্রাদিতি । প্ৰীতিরিতি পঞ্চমে শুকোক্তিঃ । প্ৰীতিরানন্দ-
রূপো ভাবান্ গয়ন্ত রাজ্ঞঃ স্বভক্তস্য প্ৰীতিমানন্দমগাৎ প্রাপ্তঃ । সখ্যুরিতি
দশমে শ্ৰীশুকবাক্যম্ । বিপ্রর্ষেঃ সুদায়ঃ অঙ্গসঙ্গেন অতিনির্বৃতঃ পরমানন্দী
সন্ । প্ৰীতঃ তং বীক্ষ্য প্রসন্নচেতাঃ । তেনেতি । তেন অত্যানন্দিতেন
ভাবদনুভূতেন স্বস্য ভক্তস্য সুখোল্লাসাৎ সকামা ভক্তিঃ । এতৎ সুখকামনয়া
তদ্বক্তো কৃতত্বাদিতি ভাবঃ । পরিহরতি মন্দমিত্যাदिনা । প্রকটার্থমেতৎ ।
মৎসুখমিতি ভক্তস্য মম স্বরূপোল্লাসলক্ষণং সুখমিত্যর্থঃ । ইতরথা উক্তানঙ্গীকারে

ভক্তি সেরূপ নহে । শ্ৰী ভগবান্ স্বয়ং আনন্দাত্মক । ভজনীয় তাদৃশ
শ্ৰীভগবান্ই ভক্তের ফল । শ্রুতিতে ব্রহ্মকে আনন্দস্বরূপই নির্দেশ
করিয়াছেন । অধিকন্তু দৃষ্টান্তে কান্ত-রতিপুথ দান দ্বারা আনন্দের
সাধন, আর এস্থলে আনন্দরূপী ভগবান্ই ভক্তির ফল । অতএব
শ্ৰীভগবানের ভক্তিফলরূপহে আর কোন বিবাদ দেখা যায় না ।
এইরূপে শ্ৰীভগবানের পুরুষার্থমূর্তিত্ব ও আত্মদাতৃত্ব প্রভৃতি উক্তি-
সকলও সঙ্গত হইল । “এষ এব আনন্দয়াতি” এইস্থলে শ্ৰীভগবান্
আত্মদানদ্বারা ভক্তকে আনন্দিত করেন, এবং “রসং হেবাং লব্ধ্বা”
এইস্থলে রসস্বরূপ শ্ৰীভগবান্কে লাভ করিয়া ভক্ত আনন্দিত হয়েন,
এই প্রকার ব্যাখ্যা করিতে হইবে ॥৫২॥

পুনর্ব্বার আশঙ্কা করিতেছেন,—ভক্তকৃত আনুকূল্য হইতে জল-
কল্লোলের তুল্য ভগবানের স্বরূপোল্লাসরূপ সুখের উদ্বেক হইয়া

এষা তু ভক্তিস্তম্ভিত্যপরিবরণাদারভেদাদানীন্তনেষপি তদন্তঃক্ষেমু
মন্দাকিনীৰ প্রচরতি । অতঃ তদন্তঃকল্পপন্থৈব লভ্যেতি শ্রীভাগব-
তাদিসম্বাদঃ । তথাচ ভজনীয়স্থানন্দরূপত্বাদ্ভক্তেৰ্নিস্কামত্বং তদ্বি-
ষয়স্ত পুরুষার্থরূপত্বঞ্চ সিদ্ধম ॥৫৪॥

আনুকূল্যাত্যানন্দিতস্য ভক্তসুখস্বাদীকারে সতি নিকামভক্তিপ্রতিপাদকবাক্য-
গণব্যাকোপাদিতার্থঃ । এতেনৈব মহানুকূল্যসমানন্দিতস্য ভগবতোহনুভবেন
মদত্যানন্দঃ স্যাদিতি ভক্তস্য ধিষণায়ামুদিতায়াং সকামত্বং ভক্তেঃ প্রাপ্তং নিবা-
রয়িতুং তদুল্লাসানুভবাত্মাদিতেন হোল্লাসেন পুনস্তৎ সুখস্পৃহায়া বক্তুং শকা-
হাদিতি সিদ্ধান্তিনঃ কল্পনাঃ মামুল্লসিতং বীক্ষ্য উল্লসিতস্য ভগবতো বীক্ষণেন
মে মহানন্দঃ স্যাদিতি কামনয়া ভক্তস্তমুকূলয়তীত্যুক্তে ভক্তেঃ পুনঃ সকামত্বং
স্যাদিতি পূৰ্বপক্ষিণঃ কল্পনা চ নিরস্তা বেদিতব্যা ॥৫৩॥

ভক্তিযোগোহয়ং নাধুনিকঃ কিন্তুনাদিরিত্যাঃ এষা স্থিতি । নিত্যে ধাম্নি-
স্থিতা নিত্যপার্ষদাঃ তেভ্যঃ পরম্পরয়া গঙ্গাপ্রবাহবদিশাপি ভক্তেরাগমাদি-
তার্থঃ । ন হুবতাবাসরে স্বামিনা সার্কমিহাপ্যাগচ্ছন্তি রূপান্তরেণ ॥৫৪॥

থাকে, ইহা বেদান্তের “অহিকুণ্ডলাধিকরণে” বলিয়াছেন । স্মৃতিতেও
উক্ত হইয়াছে, “প্রেমস্বরূপ স্বয়ং ভগবান্ ভক্ত গয় নামক রাজার
সম্বন্ধে প্রীতি লাভ করিয়াছেন ।” সুদামা নামক বিপ্রেীর অঙ্গসঙ্গে
পরম আনন্দিত ও তাঁহাকে দেখিয়া প্রসন্নচিত্ত হইয়া ভগবান্ নেত্রদ্বয়
হইতে জলবিন্দু ত্যাগ করিয়াছিলেন ।” তদনুভব অর্থাৎ ভগবানের
অনুভবদ্বারা স্বসুখোল্লাস অর্থাৎ ভক্তের সুখোদয়হেতু ভক্তির
সকামত্বই ঘটিতেছে । অতএব যাহার পরিহারের জন্ত এত চেষ্টা,
ঘটুকুড়্যাতে প্রভাতের গায় তাহাই আপতিত হইতেছে,—এই কথা
যদি বল, তাহা অতি মন্দ ; কারণ, ভক্তের আনুকূল্যদ্বারা ভগবানের
যে সুখোদয় হয়, তদ্বারা আমার সুখ হউক, এতাদৃশী বুদ্ধি শুদ্ধ
ভক্তের কখনই হইতে দেখা যায় না । বিশেষতঃ তাহা হইলে,
ভক্তির নিকামত্বপ্রতিপাদক অহৈতুকী প্রভৃতি বাক্যসকলের অপ্রামাণ্য
হয় । শ্রীভগবানের সুখই আমার সুখ, একরূপ জ্ঞানে ভক্তির
নিকামতার নাশ না হইয়া বরং পুষ্টিই হইয়া থাকে ॥৫৩॥

এই ভক্তি শ্রীভগবানের নিত্যধামস্থ নিত্যপরিবরণ হইতে আরম্ভ
করিয় ইদানীন্তন তদন্তঃকল্পবর্গে মন্দাকিনীপ্রবাহের ন্যায় আগমন করেন ।

নন্ধানন্দরূপো ভগবানিতি নোপযুক্ত্যতে। সীতাদিব্যাসনলাল-
সেন তেন বৈষয়িকানন্দস্য সমীহনাৎ। তস্মাৎ শব্দস্পর্শাদি-
বিষয়সেবয়া বৈষয়িকং নাম সুখমু জায়তে। তদেবেহ চানুত্রে
চ স্বর্গশব্দব্যাপদেশ্যমানন্দ ইতি বেদজ্ঞা মন্যন্তে,—যস্য লিপ্সয়া
লোকঃ সর্বত্র মর্যাদামাত্রম্য প্রবর্ততে। ভগবতঃ সুখরূপত্বে তস্য
তল্লালসা ন স্যাৎ। সর্বস্য চ লোকস্য তল্লিপ্সয়া ভাব্যাম্। ন
চৈতদস্তু বিষয়ালাভাৎ তদনর্হত্বাচ্চ। কেচিৎ পঙ্গুদ্বন্দ্বিরালসা
জরাতুরাশ্চানুকৃতবৈরাগ্যাঃ স্থখিনো বয়মিতি রিক্তভাষয়া অজ্ঞান
প্রতারয়ন্তি। তস্মাদৈদিকৈঃ শুভকর্মভির্বিষয়োপলভ্যন্তঃসেবয়া
অখোপপত্তির্দুঃখহানিস্ত তচ্ছেষভূত এব লীপপ্রকাশস্য তিমির-
নিবৃত্তিরিবেতি চেৎ ॥৫৫॥

ভগবত আনন্দরূপত্বাৎ এদর্শিকা ভক্তির্নিদামেতাপাদিতম। তত্র কর্মঠা শব্দন্তে
নম্বিতি। সীতাদীতি। ব্যাসনং ব্যাসঙ্গং। আদিনা সত্যভামাদেগ্রহণম্।
সীতায়্য ব্যাসনং শ্রীরামায়ণে, ভামায়াস্ত শ্রীহরিবংশে দ্রষ্টব্যম্। স্বর্গশব্দেতি।
সুখবিশেষঃ স্বর্গঃ ন লোকবিশেষ ইতি বেদজ্ঞা ভট্টাদয়ো ভগবদ্বিহীমুখা মন্যন্তে ন
চেদং জৈমিনের্মতং কেবলাদ্বৈতমিব ব্যাসসৌতি বোধাম্। যসৌতি বৈষয়িকস্য
সুখস্য। সর্বমিতি লৌকিকীং বৈদিকীঞ্চ তল্লালসা সীতাদিব্যাসনতৃষ্ণা।
তল্লিপ্সয়া ভগবৎস্পৃহয়া। ন চৈতদিতি। নৈবং দৃশ্যতে কিন্তু বিষয়স্পৃহৈব
দৃশ্যত ইত্যর্থঃ। তর্হি জ্ঞানবৈরাগ্যশাস্ত্রাণি ব্যর্থানীতি চেদোমিত্যাহ বিষয়া-
লাভাদিতি। রিক্তভাষয়া ব্যর্থবাণ্য। শাস্ত্রাণি তদন্তবাদীনীতিভাবঃ ॥৫৫॥

অতএব শ্রীমদ্ভাগবতে বলিয়াছেন যে, ঐ ভক্তি ভক্তকৃপাদ্বারা
লাভ হইয়া থাকে। শ্রীভগবান্ যখন এই ধরাধামে অবতীর্ণ হইবেন,
তখন তাঁহার সহিত তদীয় ভক্তিও রূপান্তরে আগমন করিবেন।
জীবকে তৎকালেই ভক্তি লাভ করিতে হইবে, একরূপ নহে। ভক্তি
যে কোন সময়ে ভক্তের কৃপাতেই লাভ হইতে পারে। আর
ভজনীয় শ্রীভগবানের আনন্দরূপত্বহেতু ভক্তির নিকামত্বও সিদ্ধ
হইল। এবং তাদৃশী ভক্তির বিষয় শ্রীভগবান্ ও তাঁহার প্রেম,
ইহাদের পুরুষার্থরূপত্বও সিদ্ধ হইল ॥৫৪॥

যদি বল, শ্রীভগবান্ আনন্দরূপ, ইহা যুক্ত হয় না। কারণ,
সীতাদিসঙ্গলালস শ্রীরামচন্দ্রাদির বৈষয়িক আনন্দের অভিলাষ

উচ্যতে—পামরং ব্রবীষি, বিষয়রসিকো বিমুদ্বানন্দানভিজ্ঞঃ ।
 অস্তি হি বৈষয়িকাত্মিকসুখসম্পৎ,—“সুখমহমস্বাপ্সং ন কিঞ্চিদ
 বেদিষম্” ইতি শ্রুতেঃ । ইহ হি সুমুগ্ধিসুখং নিবিষয়ং প্রতীয়তে
 সার্বলৌকিককৈতৎ । এবং জীবন্তামূলভূতশ্রুতশ্রুতসুখরূপত্বে সিদ্ধে
 বিভোর্ভগবতস্ত তাদৃশবিপুলসুখরূপত্বং সিধ্যতি । (ছাঃ ২৩।১) “যো
 বৈ ভূমা তৎসুখম্” ইতি, “আনন্দো ব্রহ্মৈতি ব্যজানাৎ” ইতি চ
 শ্রুতিস্তুথাহ । কিঞ্চ বৈষয়িকং নাম সুখম্ ইন্দ্রিয়ৈর্বিষয়গ্রহে
 অভিনিষ্পত্ততে তদগ্রহে বিনশ্যতীতি সর্বানুভূতং ভগবদ্রূপং
 সুখন্তু বিষয়ত্যাগে অভিব্যজ্যতে তৎপরিগ্রহে তিরোভবতীতি ।
 “নাবিরতো দুশ্চরিতাৎ নাশান্তো নাসমাহিতঃ । নাশান্তমানসো
 বাপি প্রজ্ঞানেনৈনমাপ্নুয়াৎ” ইত্যাদি শ্রুতেঃ (পাণ্ডে) “বিষয়া-

দেখা যায় । শব্দস্পর্শাদিবিষয়ের সেবাতে বৈষয়িক সুখ জন্মে ।
 বেদজ্ঞ পণ্ডিতসকল বলিয়া থাকেন যে, ঐ সুখই ইহলোকে ও
 পরলোকে স্বর্গশব্দে নির্দিষ্ট হইয়া থাকে এবং উহারই অপর নাম
 আনন্দ । ঐ আনন্দের অভিলাষেই লোকে সমুদায় মর্যাদা লঙ্ঘন
 করিয়া প্রবৃত্ত হইয়েন । ভগবান্ যদি স্বয়ং আনন্দরূপ হইতেন,
 তাহা হইলে কখনই তাঁহার তাদৃশ বিষয়সুখে আসক্তি জন্মিত না ।
 বিশেষতঃ সকল লোকেই ভগবান্কে পাইবার জন্য অভিলাষী হইতেন,
 কিন্তু সেরূপ দেখা যায় না । তবে যে কেহ কেহ শ্রীভগবানের
 জন্মই লালসায়ুক্ত হইয়েন, এরূপ দেখি, সে কেবল বিষয় পান নাই
 অথবা তদ্ভোগে অক্ষম, কতকগুলি পঙ্গু, অন্ধ, বধির, অলস, জরাতুর
 লোকই বৈরাগ্যের অনুকরণ করিয়া “আমরা সুখী” এইরূপ শূণ্য-
 বাক্যদ্বারা অজ্ঞ লোকসকলকে প্রতারণা করিয়া থাকে । অতএব
 বৈদিক, শুভ কর্ম্মদ্বারা বিষয়লাভ, এবং সেই বিষয়সেবাতেই
 সুখপ্রাপ্তি ও দুঃখহানি হয়, এই যে মত, ইহাই ঠিক । দীপের
 প্রকাশ হইলেই যেরূপ অন্ধকার নিবৃত্ত হইয়া যায়, তদ্রূপ বিষয়-
 সুখ জন্মিলেই বৈষয়িক দুঃখের অবসান হইয়া থাকে । শ্রীভগবান্
 আনন্দরূপ নহেন, এবং তাঁহার ভক্তিতেও প্রয়োজন নাই । এইটি
 জৈমিনীমতাবলম্বীদিগের পূর্বপক্ষ ॥৫৫॥

বিষ্টচিত্তানাং বিষণ্ণবেশঃ সুদূরতঃ বারুণীদিগ্গতং বস্তু
ব্রজমৈন্দ্রীং কিমাপুয়াৎ” ইতি স্মৃতেশ্চ ॥৫৬॥

বৈষয়িকঞ্চ সুখং তৎপ্রতিচ্ছবিরূপমেবেতি । ঋতিরাহ—(বঃ ৪।৩।
৩২) “এতৈশ্চানন্দশ্রাণ্যানি ভূতানি মাত্রামুপজীবন্তি” ইতি । অতএব

প্রত্যাচক্ষে উচ্যত ইत्याদিণা । নির্বিষয়মিতি । ন খলু সৌষ্প্তিকং
সুখং শব্দস্পর্শাদিভোগজন্যমিতার্থঃ । তাদৃশেতি । অজ্ঞেতার্থঃ । কিঞ্চেতি ।
কিঞ্চারন্তেহপি সাকল্যে শ্রীধরঃ । অনেন অন্যং প্রত্যাখ্যানমারভ্যতে তস্য
কার্যম্যেন বা কার্যমিতার্থঃ । বৈষয়িকং শব্দাদিভোগজন্যম্ । নাবিরত ইতি
কাঠকে । যো দুশ্চরিতানিষিদ্ধাচারাদবিরতোহনিবৃত্তঃ যোহশান্তোহজিতবহি-
রিন্দ্রিয়ঃ যশ্চাসমাহিতঃ অকৃতসমাধিঃ স এনং পরমাত্মানং প্রজ্ঞানেন নাপুয়াৎ
তস্য প্রজ্ঞানং নোদয়েদিতার্থঃ । বিষয়েতি শ্রীভাগবতে । বারুণীগতং প্রতীচ্যাং
নক্ষত্রম্ ঐন্দ্রীং প্রাচ্যাং ব্রজম্ ॥৫৬॥

তদন্তরে বলিতেছেন, পূর্বপক্ষীয় কথা অতি মন্দ । যিনি বিষয়-
রসে রসিক, তিনি বিপুল ভগবদানন্দে অভিজ্ঞ নহেন, বিষয়াতিরিক্ত
সুখ যে আছে তাহা নিশ্চিত । ঋতিতে নির্বিষয় সুষুপ্তিকালীন সুখের
উল্লেখ আছে । ঐ নির্বিষয় সুষুপ্তিসুখ সর্বলোকপ্রসিদ্ধও বটে ।
এইরূপে জীব সংসারের মূলভূত না হইলেও তাঁহার অজ্ঞান-সুখ-
রূপত্ব এবং বিভূ-ভগবানের তাদৃশবিপুলসুখরূপত্ব সিদ্ধ হইতেছে ।
ঋতিতেও ভগবান্কে বিপুলসুখরূপই বলিয়া থাকেন । আরও
ইন্দ্রিয়দ্বারা বিষয়গ্রহণের অনন্তর বৈষয়িক সুখ নিষ্পন্ন হয়, বিষয়ের
গ্রহণ না হইলে, ঐ সুখ বিনাশ প্রাপ্ত হয়, ইহা সাধারণের অনুভব ।
কিন্তু ভগবদ্রূপ সুখ উহার ঠিক বিপরীত । বিষয়ত্যাগেই ঐ সুখের
অভিব্যক্তি হয় এবং বিষয় স্বীকারেই উহার অন্তর্ধান হইয়া থাকে ।
কঠোপনিষদে উক্ত হইয়াছে,— “যিনি নিষিদ্ধাচার পরিত্যাগ করেন
নাই, যিনি বহিরিন্দ্রিয় ও অন্তরিন্দ্রিয় দমন করিতে পারেন নাই,
যাঁহার চিত্তের একাগ্রতা জন্মে নাই, তিনি কেবল জ্ঞানদ্বারা সেই
পরমেশ্বরকে প্রাপ্ত করেন না ।” শ্রীমদ্ভাগবতেও বলিয়াছেন—
যাঁহার চিত্ত বিষয়াবিষ্ট, তাঁহার ভগবদাবেশ অতিদূরবর্তী । পূর্ব-
দিকে গমন করিলে কি পশ্চিমদিগ্গত বস্তু পাওয়া যায় ?” ॥৫৬॥

সৰ্বানন্দহেতুত্বঞ্চ তস্য সিদ্ধম্ । উপেক্ষ্যশ্চ বিষয়ানন্দঃ, (ভাঃ ১১-৮।১)—“সুখমৈন্দ্রিয়কং রাজন্ স্বর্গে নরক এব চ । দোহনাং যদ্ যথা দুঃখং তস্মান্নেচ্ছেত তদ্বুধঃ” ইত্যাদি স্মৃতেঃ । বিষয়ানন্দায় লোকস্য প্রয়াসঃ সৰ্ব্বাং মৰ্যাদামুল্লঙ্ঘ্য প্রবৃত্তিশ্চ যুজ্যতে অনুভূতত্বাৎ । ভগবতস্তু বিশুদ্ধানন্দস্তাপ্যনুভূতত্বাৎ তস্মৈ তামুল্লঙ্ঘ্য প্রবৃত্তি ন সম্ভবতি । কথঞ্চিদনুভূতে তু তস্মিন্ সৰ্বং পরিত্যজ্য সা দৃষ্টা যথা শ্রীশুকাম্বরীয়াদীনাং যথা চ কাসাঞ্চিদ ব্রজসু ব্রুবাম্ ॥৫৭॥

যজ্ঞাদিকৰ্ম্মভিবিষয়োপলভ্তঃ তৈরেব নিষেবিতৈরানন্দ ইতি বাদিনঃ কৰ্ম্মষ্ঠান্ নিরাকুৰ্ব্বন্নাহ বৈষয়িকক্ষেতি । এতস্মৈবেতি । ভগবৎসান্নিধ্যাং সত্ত্বং সুখান্ননা পরিণমতে । তচ্চোৎকৃষ্টশব্দাদিবিষয়ৈৰ্ভক্তৈরভিযাজত ইতি তস্য ভগবদ্বৈতকত্বাৎ স তদংশ ইত্যর্থঃ । অত এবৈতি । মোক্ষানন্দস্য বিষয়ানন্দস্য চ দানাদিত্যর্থঃ । সৰ্বানন্দহেতুত্বঞ্চ তস্মৈতি । “এতদেবাক্ষরং জ্ঞাত্বা যো যদিচ্ছসি তস্য তং” ইত্যাদিশ্রুতেঃ । “স্বর্গাপবর্গয়োঃ পুংসাং রসায়ান্ ভুবি সম্পদাং । সৰ্বাসামপি সিদ্ধীনাং মূলং তচ্চরণার্চনম্” ইত্যাদিস্মৃতেশ্চ । ততশ্চ সৰ্বাচ্যত্বং তস্মৈব ব্যজ্যতে । তর্হি বিষয়ানন্দেহপি তদ্বৈতকত্বান্মোক্ষবৎ কাজ্জাস্ত তত্রাহোপেক্ষ্যশ্চেতি । সুখমিতি শ্রীভাগবতে । ঐন্দ্রিয়কং বিষয়গ্রাহিভিরিन्द्रিয়ৈঃ সিদ্ধম্ । অনিয়তস্বভাবত্বাদিষ্যৈর্বস্তুতঃ সুখং নেত্যাহ শ্রীপরাশরঃ । “বস্তুকমেব দুঃখায় সুখায় স্খোদ্বায় চ । কোপায় চ যতন্তস্মাদবস্ত বস্ত্বান্নকং কুতঃ । তদেব প্রীত্যে ভূত্বা পুনর্দুঃখায় জায়তে । তদেব কোপায় যতঃ প্রসাদায় চ জায়তে । তস্মাৎ দুঃখান্নকং নাস্তি ন কিঞ্চিদ্ভু সুখান্নকম্ । মনসঃ পরিণামোহয়ং সুখদুঃখাদিলক্ষণঃ” ইতি । নহু ঈদৃশশ্চেদ্ ভগবান্ তর্হি সৰ্বশুভৈব রমেত ন তু বিষয়ানন্দ ইতি চেৎ তত্রাহ বিষয়ানন্দায়েতি । তস্মৈ তামিতি । তস্মৈ ভগবতে তং প্রাপ্তুমিত্যর্থঃ । তাং সৰ্বাং মৰ্যাদাম্ । কাসাঞ্চিদন্তর্গতানাম্ ॥৫৭॥

বৈষয়িক সুখ ভগবদানন্দের প্রতিচ্ছবি অর্থাৎ অত্যল্প অংশস্বরূপ । শ্রুতিতেই উক্ত আছে—“এই ভগবদানন্দের কিঞ্চিৎ অংশ স্বর্গাদি গত আনন্দের উপজীবক ।” অতএব ভগবান্ যে সকল আনন্দের হেতু, ইহা সিদ্ধ হইল । বিষয়ানন্দকে উপেক্ষা করাই কর্তব্য । স্মৃতিতেও বলিয়া থাকেন, “হে রাজন্ ! স্বর্গ এবং নরকে প্রাণিগণের দুঃখ যেরূপ অযাচিতভাবে উপস্থিত হয়, ইন্দ্রিয় জন্ম সুখও তদ্রূপ আগত হয় বলিয়া বিবেকী ব্যক্তি তাদৃশ সুখের জন্ম কোনরূপ যত্ন স্বীকার করেন

ননু ভগবতোহপি বিষয়বিশিষ্টত্বাৎ তদ্বিষয়সেবাজ্ঞানন্দায় তেষাং
 তাসাং তথা প্রবৃত্তিরিতি চেৎ, মন্দমেতৎ – তদ্বিষয়াণামপি স্বরূপা-
 নন্দানতিরেকাৎ। তথা চ শ্রুতিঃ – “নেহ নানাস্তি কিঞ্চন” ইত্যাত্মা ;
 স্মৃতিশ্চ (নাঃ পঃ) “আনন্দমাত্রকরপাদমুখোদরাদিঃ” ইত্যাত্মা।
 অতএব তেষামতিক্রোভকত্বম্। শুদ্ধভক্তানাং তত্ত্বজ্ঞানাং তত্র
 নিকামা প্রবৃত্তিরিত্যভিহিতম্ (ভাঃ ১০।২৩।২৬) “অহৈতুক্য-
 ব্যবহিতাং” ইত্যাদিনা। সুখসাধনে প্রবৃত্তিঃ সকামা, সুখে তু সা
 নিকামেতি সৰ্ব্বাভ্যুপগতং তস্মাদ্বিপুলানন্দরূপো ভগবানিতি সিদ্ধম্।
 ঈদৃশোহপি স ভক্তিব্রিত্তিঃ পুরুষার্থত্বায় প্রকাশায় বহিরিব মথিত
 ইত্যবশেষম্। সীতাদীনাং সুখরূপশক্তিবৃত্তিভূতহ্লাদিনীসারসমবেত-
 সন্ধিংসারাত্মকত্বাৎ তদ্ব্যসনলালসেনাপি ন কোহপি দোষঃ ॥৫৮॥

পুনরপি হরোরানন্দরূপতামাক্ষিপত্তঃ কৰ্ম্মণাঃ প্রাহঃ নথিতি। বিষয়বিশিষ্টত্বাৎ
 উত্তমস্পর্শশব্দাদিমত্বাৎ। তেষাং শ্রীশুকাদীনাম্। তাসাং কাঙ্গাক্ষিং ব্রজদুন্দু-
 বাম্। গ্রাহয়তি সুথেতি। সুখসাধনে তরুণ্যাদৌ তন্নিষ্ঠে শব্দাদিবিষয়গ্রামে
 তন্নিষেবালক্ষণা প্রবৃত্তিঃ সকামা তন্নিষেবাজ্ঞানায় সুখায় কৃতত্বাৎ তজ্জন্মে সুখে
 তু সা নিকামা। ন খলু সুখাদন্যৎ ফলমিচ্ছন্ সুখং নিষেবতে অতন্তন্নিষেবা
 নিকামা ইতি সৰ্ব্বং জ্ঞাতমেতদিত্যর্থঃ। তস্মাদিতি নিকামভক্তিবিশয়ত্ববচনা-
 দিত্যর্থঃ। ননু পরমানন্দো বিভূর্ভগবান্ সৰ্ব্বত্রাস্তি সৰ্ব্বৈ কুতো নানন্দিনস্তত্রাহ
 ঈদৃশোহপীতি। ভক্তিব্রিত্তিঃ ভক্তিগৃহীতঃ সন্। নবীদৃশশ্চেৎ সীতাদিব্যসনী
 কথং তত্রাহ সীতাদীনামিতি। ন কোহপীতি আনন্দরূপত্বকৃতিরিত্যর্থঃ।
 তদ্ব্যসনিতা তস্মান্নারামতাং নাতিক্রামতীতি ভাবঃ ॥৫৮॥

না। সকল মর্যাদা লঙ্ঘন করিয়া বিষয়ানন্দের প্রয়াস ও তদ্বিষয়ে যে
 লোকের প্রবৃত্তি দৃষ্ট হইতেছে, তাহা সম্ভবপর বলিয়াই বোধ হয়,
 কারণ জীবমাত্রেরই চিরানুভূত একটি বিষয়ানন্দ রহিয়াছে। কিন্তু
 বিশুদ্ধানন্দস্বরূপ ভগবৎসুখের কোন কালেই অনুভব নাই, অতএব
 সকল মর্যাদা লঙ্ঘনপূর্বক তাদৃশ সুখে কাহারও প্রবৃত্তি সম্ভব হয় না।
 কোনরূপে একবার সেই ভগবৎসুখ অনুভূত হইলে সকল পরিত্যাগ
 করিয়া তাহাতে লোকের প্রবৃত্তিও পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। শ্রীশুকদেব
 ও অম্বরীষ রাজা প্রভৃতির এবং অন্তর্গৃহগতা গোপিগণের সকল
 মর্যাদা লঙ্ঘন করিয়া তৎসুখে প্রভৃতির বিষয় শ্রবণ করা যায় ॥৫৭॥

ননু পূর্ণানন্দেন ভগবতা ভক্তৈস্তজ্জৈরপর্যমাণাঃ সেবা গৃহন্তে ইতি নোপযুজ্যতে, পূর্ণানন্দত্বাদিবিরোধাৎ । (ভাঃ ৭।৯।১১) “নৈবাত্মনঃ প্রভুরয়ং নিজলাভপূর্ণো মানং জনাদবিদুষঃ করুণো বৃণীতে ।

যদি বল, যুবতীগত শব্দাদি বিষয়সকল সুখসাধন হয় বলিয়া যেক্রপ পুরুষের তৎসেবাপ্রবৃত্তি দেখা যায় । তদ্রূপ সর্বোৎকৃষ্ট শব্দস্পর্শাদি-বিশিষ্ট ভগবদ্বিগ্রহের সেবাতেও শুকদেবাদির ও ব্রজগোপীদিগের আনন্দ হয় বলিয়াই তাঁহারা তাহাতে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন এবং তজ্জন্মই তাদৃশী প্রবৃত্তিকে সকামা প্রবৃত্তি বলা যাইতে পারে, একথা অতি অযুক্ত ; যেহেতু শ্রীভগবানের বিগ্রহাদি স্বরূপানন্দ হইতে অতিরিক্ত নহে । “নেহ নানাস্তি কিঞ্চন” প্রভৃতি ঋতিবাক্য তদ্রূপ স্মৃতিবাক্য দ্বারা উহা পূর্বেই প্রমাণিত হইয়াছে । এইরূপে ভগবদ্বিষয়সকল যদি স্বরূপানন্দ হইতে অভিন্ন হইল, তবে তাহাদের চিত্তক্ষোভকত্বও স্থির হইল । বিশেষতঃ তত্ত্বজ্ঞ শুদ্ধ ভক্তের শ্রীভগবানে প্রবৃত্তি যে নিকামা, তাহা “অহৈতুক্যব্যবহিতা” প্রভৃতি ভক্তিলক্ষণে প্রদর্শিত হইয়াছে । সেবা হইতে নিষ্কের সুখ হইবে, এই ভাবিয়া যে প্রবৃত্তি, তাহাই সকামা প্রবৃত্তি, আর কেবল সুখস্বরূপ বিষয়ের আকর্ষণে তাহাতে যে প্রবৃত্তি, তাহা পরে সুখদায়ক হইলেও তাহাকে নিকামা প্রবৃত্তিই বলা যায় । কারণ, তাদৃশ সুখের সেবায় প্রবৃত্ত ব্যক্তি সেবাতিরিক্ত কোন সুখই কামনা করে না বলিয়া তাহা নিকামাস্বরূপে অভিহিত হইয়া থাকে । ‘কেবল সুখের সেবা’ যে ‘সুখ সাধনের সেবার’ ন্যায় সকামা নহে, পরন্তু নিকামা, তাহা সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন । এতদ্বারা শ্রীভগবান্ যে বিপুল আনন্দস্বরূপ তাহাও সিদ্ধ হইতেছে । ভগবান্ ব্যাপক আনন্দ বলিয়া সদা সর্বত্র অবস্থিত হইলেও ভক্তি-গৃহীত হইয়া কাষ্ঠ হইতে মথিত বহি প্রকাশের ন্যায় পুরুষার্থরূপে প্রকাশিত হয়েন, ইহাই বুঝিতে হইবে । শ্রীভগবান্ পরমানন্দস্বরূপ হইয়াও সীতাসত্যভামাদির সঙ্গে আনন্দিত হয়েন, ইহাতেও কোন দোষ হয়না ; কারণ, সীতাদির সুখরূপ শক্তির বৃত্তিভূত ছাাদিনী-সার সমবেতসম্বিৎসারত্ব প্রযুক্ত তাঁহাদের সঙ্গলালসাতেও শ্রীভগবানের আত্মারামতার হানি হইতেছে না ॥৫৮॥

যদ্ যজ্জনো ভগবতে বিদধীত মানং তচ্চাত্মনে প্রতিমুখস্ত যথা
মুখশ্রীঃ” ইতি চেন্নন্দমেতৎ; “সোইশ্রুতে সৰ্ব্বান্ কামান্ সহ ব্রহ্মণা
বিপশ্চিতা”, ভোক্তারং যজ্ঞতপসাং সৰ্ব্বলোকমহেশ্বরম্”, “অহং হি
সৰ্ব্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ”, “পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো
মে ভক্ত্য প্রযচ্ছতি। তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্বামি প্রযতাত্মনঃ ॥”
“যাঃ ক্রিয়াঃ সংপ্রযুক্তাঃ স্যুরেকান্তগতবুদ্ধিভিঃ। তাঃ সৰ্ব্বাঃ
শিরসা দেবঃ প্রতিগৃহ্ণাতি বৈ স্বয়ম্” ইত্যাদিশ্রুতিস্মৃতিভ্যঃ।
আসু কিল তদ্বোক্তৃদ্বশক্তিভক্ত্যাপিতসাদরগ্রহণয়োঃ বগমাৎ
স্বভাবোচিতসেবাসু ভক্তানাং প্রবৃত্তিরূপযুক্তা। ভগবতা চ
ভোক্তা শ্রেষ্ঠানাং তেষাং তাঃ সাদরং গ্রাহাঃ। নৈবেতি বাক্যং
স্বৈতদনুকূলভয়া নেয়ম্ ॥৫৯॥

নম্বস্ত উক্তযুক্ত্যা নিকামা ভক্তিঃ সা খলু ভগবতি ন প্রযোজ্যা তস্য পূর্ণত্বেন
তদগ্রাহকত্বাসম্ভবাদিতি শঙ্কতে নস্থিতি। তজ্জৈরিতি। ভগবতঃ পূর্ণত্বা-
দিধর্ম্মজৈঃ ভক্তৈঃ তস্মিন্ সেবাঃ কথং ধার্য্যন্তে ইতি ভাবঃ। পূর্ণানন্দত্বাদী-
ত্যাদিনা তজ্জন্তুবিরোধশ্চ। নৈবেতি শ্রীভগবতে প্রহ্লাদবাক্যম্। অয়ং
প্রভুঃ অবিতৃষো জনাং আত্মনঃ মানং পূজাং ন বণীতে প্রাকৃতবৎ ন ইচ্ছতি কুতঃ
নিজলাভপূর্ণঃ। কিন্তু করুণত্বাদ্ বণীতে। মাং সংপূজ্য অয়ং জগতি পূজ্যঃ
অস্ত ইতি করুণয়া তৎপূজাং স্বীকরোতীত্যর্থঃ। তত্র হেতুঃ। জনো ভগবতে
যদ্যত্মানং বিদধীত তচ্চ আত্মনে তস্মৈব ভাবয়তীত্যর্থঃ। তত্র দৃষ্টান্তঃ।
যথা মুখে কৃতা শ্রীস্তিলকাদিশোভা প্রতিমুখস্য মুখপ্রতিবিম্বস্য তৎ। জীবঃ খলু
হরেঃ প্রতিবিম্বঃ রবেরিব শত্রুচাপ ইতি বোধ্যম্। নিরস্মৃতি মন্দমেতদिति।
স ইতি তৈত্তিরীয়কে। স লক্ষপার্ষদভাবো মুক্তঃ। ব্রহ্মণা হরিণা সহ কামান্
দিব্যগন্ধাদীন্। বিপশ্চিতা বিবিধভোগচতুরেণ। ভোক্তারমিতি শ্রীগীতাসু।
যা ইতি নারায়ণোপাখ্যানে। একান্তেতি তদেকনিষ্ঠৈরিত্যর্থঃ। অস্থিতি
শ্রুতিস্মৃতিষু। স্বভাবেতি। দাস্যসখ্যাदिপ্রেমোচিতাসু। তাঃ সৰ্ব্বাঃ। সাদরং
সাকাজ্জম্ ॥৫৯॥

যদি বল, তাদৃশী নিকামা ভক্তিও শ্রীভগবানে প্রযোজ্য হইতে
পারে না। শ্রীভগবান্ স্বয়ং পূর্ণ। যিনি পূর্ণ, তিনি সৰ্ব্ববিধ অভাব
হইতে মুক্ত। যিনি অভাবশূন্য তাঁহার ভক্তি গ্রহণের সম্ভাবনা নাই।
আর শ্রীভগবান্কে পূর্ণ বলিয়া জানেন যে ভক্ত, তিনিও তাঁহাতে

নম্বেবং ভোক্তৃসুস্থ ভোগ্যালাভাৎ কচিং দুঃখমপুমর্থঃ
 প্রসজ্যেতেতি চেৎ, মন্দমেতৎ,—“মনোময়ঃ প্রাণশরীরো ভারূপঃ
 সত্যসঙ্কল্প আকাশাত্মা সর্ববক্স্মা সর্বকামঃ সর্বগন্ধঃ সর্বরসঃ
 সর্বমিদমভ্যাত্তোহ্বাক্যোহ্নাদরঃ” ইত্যাদিষু ভোগ্যানাং নিত্য-
 সিদ্ধিশ্রবণাৎ । এবঞ্চ পূর্ত্তিষ্কৃতিরপি নির্বাধা ; ইতরথা ভোগ্য-
 ভোক্তৃব্রহ্মশক্তিবৈধূর্য্যকৃতা তস্মিন্ ন পূর্ত্তিরাপতেৎ ॥৬০॥

হরেভোক্তৃহাৎ ভক্তেঃ প্রেমা নিবেদিতানি ভোগ্যানি তেন তৎপ্রেমাকৃষ্টেন
 স্বীকার্যাণীতি নিরূপ্য তত্র দৃশ্যান্তরমাতং নিরাকর্ত্তৃমুখাপয়তি নম্বিতি । এবং
 ভোক্তৃব্রহ্মীকারে সতি কচিদ্ ভোগ্যালাভাৎ রসগন্ধাচ্চপ্রাপ্তেরিতার্থঃ । দৃশ্যতে
 হি নৃপেন্দ্রাণামপি মৃগয়াদিপ্রবৃত্তানাং ভোগ্যালাভাৎ মহৎ দুঃখমিতি ভাবঃ ।

সেবারূপা ভক্তি প্রয়োগ করিতে পারেন না । এবিষয়ে শাস্ত্রও
 দেখা যায় । মহাভাগ প্রহ্লাদ বলিয়াছেন, এই প্রভু ভগবান্ অবিদ্বান্
 ব্যক্তি হইতে আপনার মান অর্থাৎ পূজাদি, প্রাকৃত ব্যক্তির ন্যায়
 অভিলাষ করেন না ; কারণ, তিনি নিজলাভপূর্ণ । তবে যে লোক-
 সকল তাঁহার পূজাদি করিয়া থাকেন । সে কেবল নিজের মানের
 জন্ম । মুখে যে তিলকাদি প্রদান করা হয়, তাহার শোভা যেমন মুখের
 প্রতিবিম্বে দৃষ্ট হইয়া থাকে, তদ্রূপ শ্রীহরিতে বিহিত পূজাদি তৎ-
 প্রতিবিম্বভূত জীবের মানবর্দ্ধনার্থই জানিতে হইবে ।” এ অতি অযুক্ত
পূর্ববপক্ষ । কারণ, শ্রীভগবানের ভোক্তৃব্রহ্মশক্তি শ্রুতি-স্মৃতি-প্রসিদ্ধই
 আছে । তৈত্তিরীয়ক শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে, “যে ব্যক্তি মুক্তিতে
 ভগবৎপার্যদভাব প্রাপ্ত হইয়াছেন, তিনি শ্রীহরির সহিত দিব্যগন্ধাদি
 ভোগ করিয়া থাকেন ।” শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতাতেও বলিয়াছেন, “আমি যজ্ঞ
 ও তপস্যাতির ভোক্তা এবং সর্বলোকমহেশ্বর ।” “পত্র, পুষ্প, ফল
 বা জল প্রভৃতি যে কিছু বস্তু ভক্তিসহকারে ভক্ত আমাকে প্রদান
 করে, আমি সেই ভক্তিদত্ত ভক্তদ্রব্য ভোজন-গ্রহণ করি” এই সকল
 বাক্যে শ্রীভগবানের ভোক্তৃব্রহ্মশক্তি এবং ভক্তাপিত বস্তুর আদরপূর্বক
 গ্রহণ ব্যক্ত হইতেছে । অতএব ভক্তের দাস্য-সখ্যাদিপ্রেম হইতে উথিত
 যে স্বাভাবিকী সেবা প্রবৃত্তি, তাহা উপযুক্তই হইতেছে । পূর্বোক্ত
 প্রহ্লাদের বাক্যটিকেও ইহারই অনুকূলে ব্যাখ্যা করাই উচিত ॥৫৯॥

ননু “বিজিঘৎসোহপিপাসঃ” ইতি শ্রুত্যা ভগবতঃ ক্ষুৎপিপাসা-
প্রতিষেধাৎ নিত্যতৃপ্তেন তেন তাসাং সাদরগ্রহো ন সম্ভবেদिति
চেৎ উচ্যতে,—তত্র হি বায়ুবিকাররূপপ্রাণাভাবাৎ তৎকার্য্য-
য়োস্তয়োঃ প্রতিষেধো, ন তু ভোক্তৃহশক্তেশ্চ তস্মাৎ “সোহশ্নুতে”
ইত্যাদি শ্রুতিস্মৃতিসিদ্ধেঃ। তথাচ যথা শ্রীশুকভাষ্যাদেঃ সত্যপি
পৌরুষে ন স্মারাবিকারশুদ্ধাসনাভাবাৎ, তথা ভোক্তুরপি তস্য
তাদৃশপ্রাণাভাবাৎ তৎকার্য্যে তে নেতি। তস্মাৎ নিত্যতৃপ্তস্তাপি
তস্য “ভক্তেচ্ছ্যৈব ক্ষুৎপিপাসে স্নেহাময়স্য” ইত্যাদিস্মৃতেঃ।
বিলীনস্মারাবিকারস্য পুংসো বানতাকটাক্ষ ইব তদ্বিকারপ্রকাশঃ।
ভক্তেচ্ছানুসারিণা সত্যসঙ্কলেন তস্য তে প্রাদুর্ভবেতাম্। লোকে
তৃপ্তোহপি প্রীত্যাপি তং ভুঞ্জানো দৃশ্যতে। তস্মাদ্ ভক্তো যদিচ্ছতি
যদ্যচ্চাপর্যয়তি, তদেব তদ্বপভুঙ্ক্তে, তাবতৈবাসৌ তুষ্যতি নাধ-
কেন, “ভক্তক্ষণক্ষণো বিষ্ণুঃ স্মৃতিঃ সেবা স্ববেশ্মনি। স্বভোগ্য-
শ্রীপর্ণং দানং ফলমিত্তাদি দুর্লভম্” ইতি স্মৃতিশ্চ ॥৬১॥

নিরাকুর্বন্মাহ মন্দমেতদिति। মনোময় ইতি ছান্দোগ্যে। (ছাঃ উঃ ৩।১৪।২-৪)
মনোময়ঃ বিশুদ্ধেন মনসাগম্যঃ মনসৈবানুদ্রষ্টব্যমিতি শ্রবণাৎ। প্রাণশরীরঃ
প্রাণান্তর্যামী স্বভক্তপ্রাণতুল্যবিগ্রহো বেতাপরে। ভাক্তপশ্চিৎপ্রকাশবপুঃ।
সত্যসঙ্কলঃ সফলমানসক্রিয়ঃ। আকাশান্না বিভুঃ নির্লেপশ্চ। সর্বকৰ্ম্মা
বিচিত্তানন্দচরিত্রঃ। সর্বকামঃ নিখিলভোগ্যসম্পন্নঃ। এতদেব দর্শয়তি সর্বগন্ধ
ইত্যাদিনা। রূপাদেবরূপলক্ষণমেতৎ। সর্বমিদং গন্ধাদিকমভ্যাভ্যো নিত্যং
ধারয়ন্ অবস্থিতঃ। ভ্রান্তাদর্শ আত্মচি পদসিদ্ধিঃ। ভক্তা ব্রাহ্মণা ইতিবৎ।
অবাক্যঃ কার্ণশ্লোনে বাচ্যমগোচরঃ “কার্ণশ্লোনে নাজোহপ্যভিধাতুমীশঃ” ইতি
ব্রাহ্মমাণাৎ। অনাদরঃ স্বৈতরেযু নমস্কারাদিরহিতঃ সর্বস্বামিত্বাৎ। বৃক্ষ ইব
স্তক্কো দিবি তিষ্ঠত্যেক ইত্যাদিশ্রুতেঃ। ৬০॥

শ্রীভগবানের ভোক্তৃহশক্তি দর্শন করিয়া তাঁহাকে ভোক্তারূপে
স্বীকার করিলে ভোগ্য বস্তুর অধাভে তাঁহার ছঃখরূপ অপুরুষার্থের
প্রসক্তি হইবে, এ কথাও বলা যায় না; কারণ “শ্রীভগবান্ সর্বকাম,
সর্বগন্ধ, সর্বরস” ইত্যাদি শ্রুতিতে শ্রীভগবানের নিত্যসিদ্ধ ভোগ্য
প্রসিদ্ধ আছে। এইরূপ শ্রীভগবানের পূর্ণত্ববোধক বাক্যসকলও
সঙ্গত হইল। শ্রীভগবানের ভোগ্যভোক্তৃহশক্তি স্বীকার না করিলে
ঐ শক্তির অভাবহেতু তাঁহার অপূর্ণত্বই আপতিত হইবে ॥৬০॥

ভগবতো ভোক্তৃৎ পুনরপ্যাক্ষিপতি নশ্বিতি । বিজিঘৎসঃ ক্ষুদ্রহিতঃ ।
 অপিপাসঃ তৃষ্ণারহিতঃ । তাসাং রসগন্ধাচ্চর্পণানাং সেবানাং নিরাচক্ষে উচ্যতে
 ইত্যাদিনা । তত্রৈতি শ্রুতৌ । তথাচেতি । পৌরুষে পুংস্ত্বে । তদ্বাসনেতি ।
 পুংস্ত্বপ্রযুক্তকামিনীবাঞ্ছাভাবাদিত্যর্থঃ । তেন ইতি । তে ক্ষুংপিপাসে ন স্ত
 ইত্যর্থঃ । ননু তে বিনা ভোগ্যেষু কথমভিরুচিস্তত্রাহ তস্মাদিত্যাदि ।
 ভক্তেচ্ছ্যেবেতি । ভোক্তৃত্বশক্তিং বিদ্বান্ ভক্তঃ যদা ভোগ্যান্যর্পয়িতুমিচ্ছতি
 তদৈব তে স্মাতামিত্যর্থঃ । অত্র প্রমাণং স্বেচ্ছ্যেতি শ্রীদশমে ব্রহ্মবাক্যম্ ।
 স্বকীয়ানাং ভক্তানাং যা ইচ্ছা তন্ময়স্য তদধীনস্যেত্যর্থঃ । প্রাচুর্যো ময়ট্ । ননু
 তাভ্যাং বিরহিতস্য তস্য ভক্তেচ্ছ্যেব তে কথং ভবেতাং তত্রাহ ভক্তেচ্ছ্যেতি ।
 প্রীতিব্যবহারে লোকেহপ্যনুভূতমেতদিত্যাহ লোক ইতি । ভক্ত ইতি হরি-
 প্রদীপে ॥৬১॥

যদি বল, কোন কোন শ্রুতিতে শ্রীভগবান্কে ক্ষুধাতৃষ্ণারহিত
 বলিয়াই নির্দেশ করিয়াছেন, অতএব নিত্যতৃপ্ত শ্রীভগবানের রস-
 গন্ধাদি প্রদানরূপ সেবা সাদরে গ্রহণযোগ্য হয় না, একথাও অসঙ্গত ।
 কারণ, চিন্ময় ভগবদ্বিগ্রহে বায়ুবিকাররূপ প্রাণের অভাবহেতু
 তৎকার্য্যভূত ক্ষুংপিপাসাই শ্রুতিতে প্রাতিষিদ্ধ হইয়াছে । তদ্বারা
 তাঁহার ভোক্তৃত্বশক্তির প্রাতিষেধ হয় নাই । তাঁহার তাদৃশী ভোক্তৃত্ব-
 শক্তি “সোহশ্নুতে সর্বান্ কামান্” প্রভৃতি শ্রুতিতে স্পষ্টই উক্ত
 হইয়াছে । শ্রীশুকদেব ও ভীষ্ম প্রভৃতির যে রূপ পুরুষত্ব সত্ত্বেও
কন্দর্পবিকার এবং তজ্জন্ম কামিনীবাঞ্ছা এই উভয়েরই অভাব দেখা
যায়, তদ্রূপ শ্রীভগবানের ভোক্তৃত্বশক্তি থাকিলেও ভোগ্যবাসনার
অভাব আছে, ইহাই বুঝিতে হইবে । ভোক্তা ভগবানের বায়ুবিকার-
রূপ প্রাণের অভাবহেতু তৎকার্য্যভূত ক্ষুংপিপাসার অভাবই শ্রুতির
অভিপ্রের্ত ; অতএব নিত্যতৃপ্ত শ্রীভগবানের ভক্তেচ্ছ্যধীন ক্ষুংপিপা-
 সার উদয় স্বীকার করিতে হইবে । স্বেচ্ছ্যায় ভগবানের ভক্তেচ্ছ্য-
ধীন ইচ্ছা স্মৃতিতে প্রসিদ্ধই আছে । ভক্ত শ্রীভগবানের ভোক্তৃত্ব-
শক্তি বিদিত হইয়া, যখনই তত্বদেশে ভোগ্যবস্তু অর্পণ করেন,
তখনই তাঁহার ক্ষুংপিপাসাদির উদয় হয়, ইহাই সিদ্ধান্ত । তাঁহার
ঐ ভোগ্যগ্রহণের ইচ্ছা, বিলীনকন্দর্পবিকার পুরুষের বিতাকটাক্ষে

তদীয়ানি তু ভোক্ত্যাণি স্বরূপশক্তিরসাম্বন্ধক্যেব, “শ্রিয়ঃ কান্তাঃ
কান্তঃ পরমপুরুষঃ কল্পতরবো জ্রমা ভুমিশ্চিন্তামণিগণময়ী তোষম-
মৃতম্ । কথ্য গানং নাট্যং গমনমপি বংশী প্রিয়সম্বি চিদানন্দং
জ্যোতিঃ পরমপি তদাস্বাদ্যমপি চ” ইতি ব্রহ্মসংহিতাস্থাং, “দ্রব্যতত্ত্বং
শৃণু ব্রহ্মন্ প্রবক্ষ্যামি সমাসতঃ । সর্বভোগপ্রদা যত্র পাদপাঃ
কল্পপাদপাঃ ॥ গন্ধরূপং স্বাদরূপং দ্রব্যপুষ্পাদিকঞ্চ যৎ । হেয়াং-
শানামভাবাচ্চ রসরূপং ভবেচ্চ তৎ ॥ ভগুবীজকৈব হেয়াংশং
কঠিনাংশঞ্চ যদ্ ভবেৎ । সর্বং তদ্ব্যক্তিকং বিদ্ধি ন হৃদুতময়ং
হি তৎ ॥ রসবৎ ভৌতিকং দ্রব্যমত্র স্তাদ্রসরূপকম্” ইতি
হম্মশীর্ষপঞ্চরাত্রে তথৈব প্রতীতে: ॥৬২॥

ননু ভগবতো বাস্তবীং ভোক্তৃশক্তিং জ্ঞানদ্বির্ভক্তে: প্রীত্যাৰ্পিতানি অনাদীনি
প্রীত্যেব ভুঞ্জানে তস্মিন্ হেয়াংশভাবনা লোকবৎ প্রাপ্নোতি যুক্তা সা । তানি
ভুঞ্জানে তদংশসমুৎপাদং । জ্ঞানমূর্ত্তৌ নারায়ণাদৌ রসাং ভুঞ্জানেহপি তদংশো
ন স্যাৎ । মনুম্মমূর্ত্তৌ কৃষ্ণাদৌ তু স্যাদেব সঃ । এবং ধাক্ষ্যানুশতীত্যাदिना
তত্র তদ্ব্যক্তেশ্চৈত্যাশঙ্কয়াং তদ্ব্যক্ত্যাণামলৌকিকত্বং প্রদর্শয়নান্ন তদীয়ানি
দ্বিত্যাदिना । শ্রিয় ইতি । কান্তাঃ স্ত্রিয়স্তাঃ শ্রিয় এব লক্ষ্মীসহস্রশতসম্ভ্রমসেবা-
মানমিতি পূর্বোক্তে: । অতএব কান্তান্তা ব্রজদেব্যা: অবগতা: । তাসাং
সৰ্ব্বাসাং কান্তঃ পতিঃ পরমপুরুষঃ গোপাললীলঃ কৃষ্ণ এব অবগতঃ । কল্প-
তরুত্বাং তত্র জ্রমা: সৰ্ব্বাভীষ্টপ্রদা বিदिता: । চিদানন্দং পরং বস্তু এব যত্র

প্রকাশিত বিকারের সদৃশই জানিতে হইবে । এ বিষয়ে শৌকিক
দৃষ্টান্তও আছে । অতিতৃপ্ত ব্যক্তি প্রীতিসহকারে প্রদত্তবস্তু গ্রহণ
করিয়া থাকেন । অতএব ভক্ত ইচ্ছা করিয়া শ্রীভগবান্কে যে দ্রব্য
অৰ্পণ করেন, শ্রীভগবান্ ও তাহাই গ্রহণ করেন ও তাহাতেই সন্তুষ্ট
হন অধিক অভিলাষ করেন না । এ বিষয়ে প্রমাণও প্রাপ্ত হওয়া যায় ।
যথা, শ্রীবিষ্ণু ভক্তের উৎসবেই আনন্দাতিশয়া প্রকাশ করেন । নিজ
গৃহে ভগবানের স্মরণ, সেবা ও স্বীয় ভোগ্যের অৰ্পণ এবং দান, এই
সকল কার্য্যের যাহা ফল, তাহা ইন্দ্রাদিদেবগণেরও দুর্লভ ॥৬১॥

যিনি ভগবানের যথার্থ ভোক্তৃশক্তি উপলব্ধি করিয়াছেন, তাদৃশ
ভক্তকর্তৃক প্রীত্যাৰ্পিত অনাদির ভোক্তা ভগবানে হেয়াংশের প্রসক্তি

এবমেব স্বীকৃতং ভজ্জৈঃ—“শ্রীযতে পরিমলে মল শব্দো মেখলাদিষু
খলাভ্যভিযোগঃ। চন্দ্রনাদিরস এব হি পঙ্কে নীবিকেশরসনাদিষু
বন্ধঃ” ইতি ॥৬৩॥

জ্যোতিঃ চন্দ্রসূর্যাদি। তদাশ্রয়ং তাসাং তস্য চ ভোগ্যং রসগন্ধাদিকমপি
চিদানন্দমেব তৎস্বরূপশক্তিবিবক্তাং। দ্রব্যতত্ত্বমিতি বিকসিতার্থঃ। নিত্য-
বতারো ভগবান্ নিত্যমুক্তির্জগৎপতিঃ। নিত্যরূপো নিত্যগন্ধো নিত্যোশ্ব-
সুখানুভূঃ” ইতি বৃহদৈক্যেবে চৈবম্। নিত্যত্বাদেব তানি ভোগ্যানি ভোক্তৃকায়েষু
প্রসাদকরাণি নিমজ্জন্তেব ন তু জীর্য়ন্তি। পুষ্পাণি বাসাংসি চোত্তীর্ণানি পুনঃ
স্বাধারং ভজন্তি ন তু পয়ুষ্যিতানি নশ্যন্তি বা। “পূর্ণসংবৎসরে দেবি পুষ্পমেতৎ
তবান্তিকাং। নির্বৎসাতে তরুবরং সময়েন প্রয়াস্ফতি” ইতি পারিজাতপুষ্পে
তথাত্তলিঙ্গাং। শ্রীহরিবংশে পারিজাতকুসুমং সর্বান্ মনোরথান্ দদাতি এত-
দ্বর্ষানন্তরং পারিজাততরুমেব প্রয়াস্ফতীতি নারদেন ভৈষ্মীং প্রত্যুক্তং দ্রষ্টব্যম্ ॥৬২॥

ননু ভোগ্যানাং রসস্বরূপত্বে চর্ব্যাচোচ্ছাদিভাবস্তেষাং ন স্যাৎ তত্রাহ রসানামিতি।
ভক্ষ্যাকারত্বং মোদকব্যঞ্জনাদিরূপত্বম্। তাদৃশানি রসাত্মকানি তানি ভক্ষ্যাণি।
রূপাদিবদिति। ন হি রূপস্পর্শাদীনাং শুক্লানাং হেয়াংশঃ সম্ভাব্যত ইত্যর্থঃ। ন
চেতি। নুলিঙ্গং মনুষ্যাকৃতিং কৃষ্ণাদিৎ ভজতাং নন্দাদীনাং কাচিৎ শঙ্কা অসঙ্কুণ্ঠা-
নস্য কৃষ্ণাদেলোকবৎ হেয়াংশপ্রতীতিরिति বিতর্কো ন ভবতীত্যর্থঃ। “শঙ্কা ত্রাসে
বিতর্কে চেতি বিশ্বঃ”। তেষামপীতি। তেষাং নন্দাদীনাং চিদানন্দবিগ্রহাণাং

হইতে পারে। জ্ঞানমুক্তি শ্রীনারায়ণাদিতে হেয়াংশভাবনা অযুক্ত হইলেও
মনুষ্যবিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণাদিতে উহা সম্ভব হইতেছে। শ্রীমদ্ভাগবতের দশম-
স্কন্ধে ঐরূপ প্রমাণও প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই প্রকার পূর্বপক্ষীয় আশঙ্কায়
ভগবদ্ভোগ্য বস্তুর অলৌকিকত্ব প্রদর্শন করিতেছেন। ভগবদ্ভোগ্য বিষয়-
সকল স্বরূপশক্তিরসাত্মক। ব্রহ্মসংহিতায় কথিত হইয়াছে—“কান্ত্য
ব্রজদেবিগণ লক্ষ্মীরূপা, কান্ত পরমপুরুষ গোপাললীল শ্রীকৃষ্ণ, বৃক্ষসকল
কল্পবৃক্ষ, ভূমি চিন্তামণিগণময়ী, বারি অমৃতরূপা, কথা গানস্বরূপ, গমন
নাট্যস্বরূপ, বংশী প্রিয়সখি, চন্দ্র-সূর্য্যাদি জ্যোতিষসকল চিদানন্দময়
এবং তদীয় ভোগ্যবস্তুরসকলও তাদৃশ। হয়শীর্ষপঞ্চরাত্রো বলিয়াছেন—
“বৈকুণ্ঠাদি ধামে ভগবদ্ভোগ্য বস্তুরসকল রসরূপ, উহাদের হৃগ্-বীজাদি
হেয়াংশ নাই, উহারা অভৌতিক চিন্ময় দ্রব্য, ভৌতিক দ্রব্যের হ্যায়
রসবিশিষ্ট নহে, পরন্তু রসস্বরূপ ॥৬২॥

“এবং ধাষ্ট্যানুশতি কুরুতে মেহনাদীনি বাস্তৌ স্ত্রয়োপায়ৈ-
বিরচিতকৃতিঃ সুপ্রতীকো যথাস্তে” ইত্যত্র বাস্তৌ মেহনাদীনি
জলসেকপাংশুপ্রক্ষেপাদীনি ধাষ্ট্যানি কুরুতে ইত্যেবার্থঃ, যদা
অমেতি সহার্থে অব্যয়ম্। অমা সহ বসতোহস্তাং চন্দ্রাকাবিত্য-
মাবস্থাপদব্যুৎপত্তৌ দৃষ্টত্বাৎ “অমা সহ সমীপে চ” ইতি নানার্থ-
বর্গাচ্চ। স্ত্রয়োপায়েরমা সহ ধাষ্ট্যানি কুরুতে। কীদৃংশি
নাদীনি কণ্ঠাদিনাদবন্তি ইত্যর্থঃ ॥৬৪॥

রসাত্মকানি ভোগ্যানি ভুঞ্জানানাং তাদৃশত্বেন হেয়াংশযোগিত্বেন তদনুদয়াৎ
কৃষাদৌ তস্যাঃ শঙ্কয়াঃ অসম্ভবাদিত্যর্থঃ। অত্র বিদ্বদনুভবং প্রমাণয়তি
এবমেবেতি। তজ্জৈঃ কবিকর্ণপূরৈর্মহানুভাবৈরিত্যর্থঃ। শ্রয়তে ইতি নন্দ-
নৃপরাজধান্যামিতি বোধ্যম্। স্মৃটার্থং পঠম্। কৃষাদেষ্টিন্মূর্ত্তিত্বং সর্বদেবা-
ভ্যর্চনং সর্বাভিমতম্। দেবেষপি হেয়াংশাভাবাৎ তাদৃশে তত্র ক তদংশঃ।
তথাপি তস্মিন্শুভংসম্ভাবনা তৎস্বরূপাবিজ্ঞানাদ্বিদ্বেষাৎ ইতি স্থিতম্। তথাচ
হেয়াংশাভাবাৎ চ নিশ্চলং সমস্তহেয়রহিতং বিষয়াখ্যং পরমং পদমিতি
বৈষ্ণবোক্তং স্বরূপং কৃষাদেঃ সিদ্ধম্ ॥৬৩॥

ননু তস্মিন্ হেয়াংশযোগং প্রত্যায়য়দ্ব্যকাং দৃষ্টং তস্যা কা গতিরिति চেৎ।
তত্রাহ এবমিতি। হে উশতি কমনীয়ে যশোদে রাজ্ঞি তব সূতঃ অশ্বদ্বাস্তৌ এবং
ধাষ্ট্যানি কুরুতে। কানি চেৎ তত্রাহ মেহনাদীনি অশ্বনিষেকধূলিনিক্ষেপাদীনি
ইত্যর্থঃ। অশ্বনিষেকমেব প্রবৃত্তিমিহিতং কৃষ্ণা মিহধাতোর্মেষশব্দনিষ্পত্তেরিতি-
ভাবঃ। ন চাপ্রযুক্তত্বং দোষঃ সাহিত্যরীতীকৃপাশুনোহত্র বেদান্তব্যুৎপত্তি-

হেয়াংশ থাকেনা। যদি বল, যাঁহারা মনুষ্যলিঙ্গ শ্রীকৃষ্ণের ভজন
করেন, তাঁহারা তাঁহাকে বারংবার ভোজনাদি করাইয়া তদীয় ভুক্তা-
নাদির হেয়াংশ আশঙ্কা করিতে পারেন, ইহাও অসম্ভব। কারণ,
চিদানন্দবিগ্রহ শ্রীমদ্ব্যশোদাদির ভোগ্যবস্তুসকলই যখন অভৌতিক
এবং তাঁহাদের তত্ত্বস্বত্তে প্রতীতিও তাদৃশী, তখন উক্ত হেয়াংশের
আশঙ্কাই সম্ভব হয় না। মহানুভব কবিকর্ণপুরও ঐরূপই স্বীকার
করিয়াছেন,—“গোপরাজের রাজধানীতে “পরিমল” ভিন্ন অত্র
‘মলশব্দ’ এবং “নীবিবন্ধ” ও ‘কেশবন্ধ’ ভিন্ন অত্র ‘বন্ধ’ শব্দ
শ্রুত হয় না। মলাদির অভাববশতঃ তত্রত্য সকলপদার্থেরই
অপ্রাকৃতত্ব সিদ্ধ হইতেছে ॥৬৩॥

এবম্বশে ভগবতি ষা হেয়াংশযোগোক্তিঃ সা হুজ্জপ্রতীতানুবাদ
এব,—তৎপ্রত্যেতুগাং দেবমাস্যাবিমোহিতা ইতি বিশেষণাৎ ।
“ইদং শরীরং মম দুর্বিভাব্যং তত্ত্ব হি মে হৃদয়ং যত্র ধর্মঃ । পৃষ্ঠে
কৃতো মে যদধর্ম আবাদতো হি মাম্বশং প্রাহুরার্য্য” ইতি তন্মূর্ত্তেঃ
পরতত্ত্বরূপত্বং তেনৈব কণ্ঠতোহভিহিতম্ । নহি তাদৃশে তস্মিন্নসৌ
সম্ভবেৎ । তৎসেবিনাং জীবানাং চ সিদ্ধানামতদ্ব্যোগঃ স্মর্য্যতে
—“জগজ্জনমলধ্বংসিশ্রবণস্মৃতিকীৰ্ত্তনা । মলমুত্রাদিরহিতা পুণ্য-
শ্লোকা ইতি স্মৃতা” ইতি ॥৬৫॥

পীযুষসিদ্ধাবনাদরণীয়ত্বাং । কীদৃশঃ স্তেয়োপায়ৈঃ পীঠকোলুখলাদিযোজনৈর্বির-
চিতকৃতিঃ প্রকাশিতচৌর্য্যপাণ্ডিত্যঃ অধুনা তদগ্রে সুপ্রতীকঃ সাধূর্য্যথা আস্তে ।
ব্যাখ্যান্তরমাহ যদ্ব্যেতি । অমেতি । অমাবস্যাশূন্যতরসামিতি সূত্রে অমাশব্দস্য
সহার্থপ্রতীতেরিত্যর্থঃ । এবং পদানি ত্যক্ত্বা বাক্যায়ং যোজয়তি স্তেয়োপা-
য়ৈরिति । নাদীনি ইতি মিত্রাণি আক্রফুং কোকিলময়ূরধ্বনিবন্তীত্যর্থঃ ।
ইদং ব্যাখ্যানং বৈষ্ণবতোষদ্যাক্ষ দৃষ্টম্ ॥৬৪॥

নন্বৈবমিত্যাদিবাক্যস্য সাহিত্যচাতুর্য্যেণ পদভঙ্গেনান্যথা ব্যাখ্যানং ন চাক্র ।
ঋষভচরিতস্য তৎপ্রতীতার্থোজ্জীবকত্বাদিতি চেৎ তত্রাপি তথা প্রতীতিভ্রান্তি-
রिति নিম্নোজ্জয়তি এবমিত্যাदिমা । তত্র তাবৎ তদ্বিগ্রহস্য পরবস্ত্ত্বমাহ
ইদমিতি । দুর্বিভাব্যং মনসাপ্যতর্ক্যং যৎ তত্ত্বং পরমাত্মবস্ত্ত্ব তন্মমেদং শরীরমেব ।
মে হৃদয়মিতি । ঋষভং শ্রেষ্ঠম্ । বেদোক্তধর্ম্মপালনাং তদ্বিরোধিনিরাকরণাচ্চ
ঋষভনামাহমিত্যর্থঃ । ঋষভঃ শ্রেষ্ঠবৃষয়োরिति শ্রীধরঃ । অসৌ হেয়াংশযোগঃ ।
অত্র কৈমুত্যাং দর্শয়ন্বাহ তৎসেবিনামিতি । পুণ্যশ্লোকাঃ শুকাদয়ঃ ॥৬৫॥

তবে যে “এবং ঋষ্ট্যানুশতি কুরুতে মেহনাদীনি বাস্তো” ইত্যাদি
শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণের মলমুত্রাদি হেয়াংশ প্রতীত হইতেছে, তাহাও সাম-
ঞ্জস্যরক্ষার্থ অর্থাস্তরদ্বারা সঙ্গমিত করিতে হইবে । ঐ স্থলে মেহ-
নাদির অর্থ জলসেক ও ধূলিপ্রক্ষেপাদি । মিহ্ ধাতুর সেচনার্থ
মেঘশব্দেই প্রসিদ্ধ আছে । অথবা “অমা ইহ নাদীনি” এই প্রকার
পদবিচ্ছেদ করিয়া অর্থ করিলেও চলিতে পারে ॥৬৪॥

এইরূপ ঋষভদেবে যে হেয়াংশ কথিত হইয়াছে, তাহাও অজ্ঞ
ব্যক্তির যেকোন প্রতীতি হইয়াছিল, তাহারই অনুবাদমাত্রই জানিতে
হইবে । অতথা চিন্ময় দেহে তাদৃশ হেয়াংশ অসম্ভব হয় । ঐ স্থলে

তস্মাদেবমত্র ব্যাখ্যেয়ম্,—প্রাণিকৰ্ম্মানুরূপফলপ্রদো ভগবান্ “নাংং দেহো দেহভাজান্” ইত্যাদিশ্লোক্যুপদিষ্টধৰ্ম্মনিষ্ঠান্ শিষ্যান্ প্রতি পরতঃ মূৰ্ত্তিৰ্ভোবগতঃ প্রবচ্ছতি তেভ্যস্তদভীষ্টানি। তদুপদিষ্ট-ধৰ্ম্মভ্রষ্টান্ পামরান্ প্রতি তু হেয়াংশযোগিতয়া প্রতীতস্তাংস্তান্ ক্রিয়ানুত্তমং নরকং প্রাপয়তীতি মদুৰ্দ্ধবিমুখা মামীদৃশং প্রতি-স্বস্তাচরন্ত চ তথেন্তি তৎকামে সতি তস্মাত্মৈব তথা ভাসয়তি ॥৬৬॥

হেয়স্তাপ্যহেয়তন্মাবভানং তাদৃশাচারজিগ্রহিষ্মৈবেতি মন্তব্যম্। ইতরথা স্বধৰ্ম্মদেশিকভেন তস্মিন্মান্ধান্তাৎ। যো হুধৰ্ম্মো ভগবতা পৃষ্ঠে কৃতঃ স বৈষ দেবহিজাত্তবজ্জাময়ঃ বৈদিকশৌচাদি-বিরহিতৈ গৃহীতঃ। মুনিঃ ক্ষুটয়তি,—“যস্তা কিলানুচরিতমুপাকৰ্ণ্য কোঙ্কবেঙ্ককুটকানাং স্বাজাইন্মামোপশিক্ষ্য কলাবধৰ্ম্মঃ” ইত্যাদিনা। তস্মাদাইতান্ পাষণ্ডিনঃ প্রতি মাস্ময়েদং হেয়াংশভাসনং ন চ পরমাশ্চে ভগবতি বৈষম্যম্,—কৰ্ম্মানুসারিণি তস্মিংস্তদসম্ভবাৎ ॥৬৭॥

অস্মাদিতি ঋষভস্য পরবস্ত্বাদিতার্থঃ। পামরানহংপ্রভৃতীন্। ক্রিয়েতি। মলিনাচরণানুরূপম্। তৎকামে সতি ভগবদিচ্ছায়াং জাতাস্মামিতার্থঃ ॥৬৬॥

“দেবমায়াবিমোহিতাঃ” এই শব্দের প্রয়োগ দ্বারা করুণাময় ঋষি অজ্ঞপ্রতীতি স্পষ্টাক্ষরেই জানাইয়াছেন। “ইদং শরীরং মম হুবিভাব্যং” এই উক্তি দ্বারা স্বয়ং ঋষভদেবও তাহাই সিদ্ধান্ত করিয়া দিয়াছেন। বিশেষতঃ তৎসেবক সিদ্ধজীবেরই যখন হেয়াংশযোগের অভাব উক্ত আছে, তখন তাঁহার কথা ত বলিতেই পারা যায় না। স্মৃতিতে উক্ত আছে, ‘যে ভগবদ্বক্তের শ্রবণকীৰ্ত্তন জগজ্জনের মলধ্বংস করে, যাহারা মলমূত্রাদিরহিত, তাহারাই পুণ্যশ্লোক বলিয়া উক্ত হয়েন’ ॥৬৫॥

অতএব এস্থলে এই প্রকার ব্যাখ্যা করিতে হইবে—প্রাণি-কৰ্ম্মানুরূপ ফলপ্রদানকারী ভগবান্ শ্লোপদিষ্টাচারপরায়ণ শিষ্যগণের সম্বন্ধে পরতঃ মূৰ্ত্তিস্বরূপে অবগত হইয়া তাঁহাদিগকে অভীষ্ট দান করিয়াছিলেন এবং নিজোপদিষ্ট ধৰ্ম্ম হইতে ভ্রষ্ট পামরগণের সম্বন্ধে তাদৃশ দেহের হেয়াংশ প্রতীত করাইয়া তাহাদিগের কৰ্ম্মানুরূপ নরক প্রদান করিয়াছিলেন। সৰ্ব্বধৰ্ম্মবিমুখ জনগণ আমাকে প্রাকৃত মনুষ্য-রূপেই অবগত হউক এবং তদনুরূপ মলিন আচরণ করুক, ভগবানের এই ইচ্ছা হইলে, তাঁহার নায় হই তৎকার্য সাধন করিয়াছিলেন ॥৬৬॥

এবং সতি (ভাঃ ৫।৬।৮) “তেন সহ দাবানলস্তদ্বনং দদাহ” ইত্যত্র তু কর্তৃসাহিত্যমেব ন কর্মসাহিত্যং স্বীকর্তব্যম্,—দাবানলঃ বনং দদাহ, ঋষভস্ত তদ্বনবাসিনামবিজ্ঞামিতি । যত্নু ঋষভস্ত বিজ্ঞোরেব-মনুশাস্ত্রাজ্ঞানিত্যাदिभिः परमहंसधर्मानुष्ठानयुक्तं तं खलु तदनु-करणरूपमेव तथैव प्रतीतेः । साम्प्रदायविधिरपि प्रातीतिकेय-तावतैव तदावेशपरिष्कयाৎ । तस्मात् सूक्तं हेयान्शयोगो-क्तिरज्ञप्रतीतानुवाद एवेति । तस्मात् স্বজ্ঞানপূর্বকং ভগবজ্-

পুরীষমুৎসৃজ্যতিসুগন্ধিনি তস্মিন্ পশুবদ্যভো ব্যচেষ্ঠতেতি যদর্হদাদিষু তস্য চেষ্ঠাবতানং তং কিমর্থমিতি চেৎ তত্রাহ হেয়স্যাপীতি । পার্থিবাদিরূপং ভক্ষ্যং পুরীষাদিরূপেণ পরিণমতে ন হি তয়োঃ কিঞ্চিদন্তরমিতি । তত্র তত্র সমদৃষ্টিঃ সোহস্মত্বপজীবা ঋষভোহভূদिति হেয়স্যাপ্যহেয়তয়াবভাসনং তৎপুরীষং বহুযোজনানি সুরভীনি ব্যাদাদিতি তস্মিন্ সৌরভ্যাবভাসনঞ্চৈতর্যঃ । তাদৃশা-চারেতি । নরকনিপাতহেতুর্যস্তত্র সমদৃষ্টিবিধানলক্ষণঋষভচরিতভ্রমাদাচারস্তং গ্রাহয়িতুমিত্যর্থঃ । ইতরথৈতি । ঋষভস্য তত্র তত্র উপাদেয়হেয়ভাবত্যাগেন সমদৃষ্টিত্বাভাবে তস্য পুরীষে তাদৃশসৌরভ্যভরে চানবভাতে সতীত্যর্থঃ । আস্থা দৃঢ়বিশ্বাসঃ । তৈরর্হদাদিভিঃ । মুনিঃ শ্রীশুকঃ । যস্মৈতি পঞ্চমে । যস্য ঋষভস্য । উপাকর্ণা শ্রুত্বা এব ন তু বীক্ষ্য । তস্মাদার্হতানিতি । শ্রুতিবাহুলিঙ্গধারণং পাষণ্ডং তদ্বিঘ্নতে যেযাং তে পাষণ্ডিন ইতি মিতাক্ষরায়াম ॥৬৭॥

আবার নিজ পুরীষাদি হেয় বস্তুসকলকেও যে উপাদেয়রূপে জানাইয়াছিলেন, তাহাও অসদাচারীদিগের তাদৃশ আচারের পোষ-কতা নিমিত্তই জানিতে হইবে । অনুথা অর্হতেরা তাঁহাকে স্বধর্মোপ-দেষ্টা জানিয়া তাঁহাতে বিশ্বাস করিতে পারিত না । ভগবান্ যে অধর্মকে পশ্চাদ্ভাগে রাখিলেন, বৈদিকাচারভ্রষ্ট ব্যক্তি সকল তাহা-কেই ধর্ম বলিয়া গ্রহণ করিল । ভগবান্ শুকদেব বলিয়াছেন যে, ঋষভদেবের চরিত্র শ্রবণ করিয়া কোঙ্ক, বেঙ্ক ও কুটক দেশের রাজা অর্হৎ কলিযুগে অধর্মমার্গ অর্থাৎ বেদবাহু-চিহ্নধারী পাষণ্ডসম্প্রদায়-পদ্ধতি স্থাপন করিবেন । বস্তুতঃ এই নিমিত্তই ভগবানের নিজমায়া-দ্বারা স্বরূপের অনুথা প্রত্যায়ন হইয়া থাকে । ইহাতে পরমাপ্ত ভগবানে বৈষম্যদোষও ঘটিতেছে না । কারণ, ভগবান্ জীবকে নিজ নিজ কর্মানুসারেই ফল প্রদান করিয়া থাকেন ॥৬৭॥

জ্ঞানমেবাভ্যন্তিকদুঃখনিবৃত্তিসুখপ্রাপ্ত্যুপায়ভূতং ভবতি, নাপরং
কিঞ্চিদাস্তি ॥৬৮॥

ইতি সিদ্ধান্তরত্নাখ্যে ভাষ্যপীঠকে পরমপুমর্থ নির্ণয়ঃ প্রথমঃ পাদঃ ॥১॥

ভ্রমাস্তরং নিরসান্নাহ এবমিতি । ঋষভস্য পরতত্ত্বত্বে নিন্দিতে সতীত্যর্থঃ । কর্তৃ-
সাহিত্যং দাহে কর্ত্রানিলেন সহভাবঃ । ন হি কর্তৃসাহিত্যমিতি । কর্তৃণা বনেন
সহভাবো ন স্বীকার্যঃ পরতত্ত্বাদাহাদিতি ভাবঃ । ননৃষভঃ কিং তত্র দদাহ
তত্রাহ ঋষভস্ত্বিতি যত্ত্বিতি । তদনুকরণরূপং লোকশিক্ষার্থমিত্যর্থঃ । তথৈব তৎ-
প্রকরণে অবগমাৎ । সাম্পরায়বিধির্দেহত্যাগপ্রকারঃ । তাবতৈবেতি । প্রাতীতি-
কেন তাদৃশানাং দেহত্যাগেন শুশ্রূষাং নৃণাং দেহাবেশত্যাগাদিত্যর্থঃ ।
প্রকরণমুপসংহরতি তস্মাদিতি । পঞ্চমস্কন্ধে ঋষভপ্রকরণং বীক্ষ্যেদং বিমৃশ্যম্ ॥৬৮॥

ইতি সিদ্ধান্তরত্নাখ্যে শ্রীগোবিন্দভাষ্যপীঠকটিপ্লগ্যাং প্রথমঃ পাঞ্চজন্যপাদো-
ব্যাখ্যাতঃ ॥১॥

এইরূপে ঋষভদেবের চিন্ময় দেহে হেয়াংশের অভাব প্রদর্শন-
দ্বারা, শ্রীমদ্ভাগবতের “তেন সহ দাবানলস্তদ্বনং দদাহ” এই স্থলের
সঙ্গতি করিতেছেন । যথাক্রমার্থে ঐ স্থলে ঋষভদেবের দেহদাহ
প্রতীত হয়, কিন্তু উহার অন্য অর্থ আছে । “তেনসহ” এই স্থলে
তৃতীয়া কর্তৃসাহিত্যে অর্থাৎ কর্তা দাবানল তাঁহার সহিত অর্থাৎ
ঋষভদেবকে সহায় করিয়া বনকে দহন করিয়াছিল । এতদ্বারা
এই প্রতীতি হইতেছে যে, কেবল দাবানল বন দহন করে নাই,
ঋষভদেবও করিয়াছিলেন । দাবানল বন দগ্ধ করিয়াছিল, ঋষভদেব
বনবাসীদিগের অবিহা দগ্ধ করিরাছিলেন । ঋষভদেব পুত্রগণকে
অনুশাসন করিয়া বিষ্ণুর পরমহংসধর্মের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, এই-
রূপ যে উক্তি আছে, তাহা কেবল তদ্বর্মের অনুকরণের প্রতীতি মাত্র ।
এবং তাঁহার দেহত্যাগপ্রকার, যাহা উক্ত আছে, তাহাও তৎসেবক
ব্যক্তিবর্গের দেহাসক্তি ত্যাগ করাইবার নিমিত্তই জানিতে হইবে ।
এই সকল বিষয় শ্রীমদ্ভাগবতের পঞ্চমস্কন্ধে দৃষ্টব্য । অতএব হেয়াংশ-
যোগোক্তিকে যে অঙ্গপ্রতীতির অনুবাদ বলা হইয়াছে, তাহা সঙ্গতই
হইতেছে । অতএব স্বজ্ঞানপূর্বক শ্রীভগবানের জ্ঞানই যে আত্মান্তিক
দুঃখনিবৃত্তি ও সুখপ্রাপ্তির অনন্যসাধন, ইহা স্থির হইল ॥৬৮॥

ইতি ভাষ্যসারসিদ্ধান্তরত্নে বঙ্গভাষানুবাদে পুরুষার্থ নির্ণয় নামক প্রথম পাদ ॥১॥

দ্বিতীয়ঃ পাদঃ

—:*(*)::—

অঐশ্বর্য্যরূপা মাধুর্য্যরূপা চেতি ভগবন্তায়ৈ দ্বৈবিধ্যান্তদ্বিধয়ো-
জ্ঞানভক্ত্যোর্দ্বৈবিধ্যং প্রদর্শ্যতে । তত্রৈশ্বর্য্যং নরলীলামনপেক্ষ্য
পারমৈশ্বর্য্যাবির্ভাবঃ । যথা পিতরৌ প্রতৈশ্বর্য্যং প্রদর্শ্য (ভাঃ ১০।-
৩।৪৪) “এতদ্বাং দর্শিতং রূপং প্রাগ্জন্ম স্মরণায় মে । নাশ্রুত্যা
মন্তবং জ্ঞানং মর্ত্যালিঙ্গেন জায়তে” ইতি । যথা (গীতা ১১।৮)
চার্জুনঃ প্রতি “পশু মে যোগমৈশ্বরম্” ইতি । মাধুর্য্যাস্তু পার-
মৈশ্বর্য্যাস্তু প্রকাশে চাপ্রকাশে চ নরলীলানতিক্রমঃ ; যথা পুতনা-
প্রাণহন্ত্রে শুনচুষণরূপনরবালকচেষ্টৃত্বম্ ; চাতিকঠোরশকটোৎ-
পাতনেহপ্যতিকোমলাঞ্জিৎদল ইতি সিদ্ধত্বম্ । অতিদীর্ঘদামা-
শক্যবক্ষেহপি মাতৃভীতি বৈক্লব্যম্ । ব্রহ্মাদিমোহনেহপ্যতিগার-
জেহপি বৎসচারণলীলত্বম্ । পারমৈশ্বর্য্যে সত্যপি তস্মাপ্রকাশনেন
দধিপয়ঃশ্বেতমুজজস্ট্রীজনলোলুপত্বাদি ॥১॥

অথ ভগবৎপ্রাপ্তৌ সাক্ষাৎ সাধনভাবেনোক্তয়োজ্ঞানভক্ত্যোর্মৈশ্বর্য্যমাধুর্য্য-
বিষয়তয়া দ্বৈবিধ্যং বক্তুমারভতে অথৈত্যাदिना । নানাশঙ্কারূপসংচূর্ণনাদস্য
পাদস্ত্যকৌমোদকীতি সংজ্ঞা সপ্তিরুচ্যতে । এতদ্বামিতি শ্রীদশমে ভগবদ্বাক্য-
মেতচ্চতুর্ভূজমৈশ্বরম্ । মন্তবং পূর্বদৃষ্টমদ্বিষয়ম্ । মর্ত্যালিঙ্গেন মনুষ্য সংনিবেশন-
রূপেণ ইতি শব্দানন্তরমুক্তমিতি শেষঃ । এবমগ্রেহপি ॥১॥

প্রথমপাদে জ্ঞান ও ভক্তির সাধনদ্বারা ভগবৎপ্রাপ্তির উপায় নির্দ্ধারণ
করা হইয়াছে । নানাশঙ্কারূপ প্রস্তরকে সিদ্ধান্ত-কৌমোদকী (গদা)
দ্বারা সংচূর্ণিত করিয়া সজ্জনগণ এই পাদের কৌমোদকী সংজ্ঞা দিয়াছেন ।
এখন ভগবত্তার ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যভেদে জ্ঞান ও ভক্তির দ্বৈবিধ্য প্রদর্শিত
হইতেছে । তন্মধ্যে মনুষ্যলীলার অপেক্ষা না করিয়াই যে পারমৈশ্বর্য্যের
আবির্ভাব হয়, তাহাই ঐশ্বর্য্য নামে কথিত হয় । যথা, পিতা বশুদেব
ও মাতা দেবকীর নিকট নিজ ঐশ্বর্য্য প্রকাশদ্বারা শ্রীভগবান্ শ্রীমদ্ভাগবতে
বলিয়াছেন,—“আমার পূর্বজন্মস্মরণের জন্তই তোমা’দগকে এই চতুর্ভূজ-
রূপ প্রদর্শন করিলাম । অন্যথা (এই উপায় ব্যতীত) মনুষ্যোচিত-লক্ষণ-
দ্বারা বিষু-আবির্ভাব-জ্ঞান হইতে পারে না ।” পুনরায় শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়

অঐশ্বর্য্যজ্ঞানং পারমৈশ্বর্য্যানুসন্ধৌ সক্তি হ্রৎকম্পহেতুনা সন্মমেন
 স্বভাবশৈথিল্যকৃৎস্বর্গবিশেষঃ ; যথা (ভাঃ ১০।৮৫।১৮) “যুবাং ন নঃ
 স্ততো সাক্ষাৎ প্রধানপুরুষেশ্বরো” ইতি যথা চ (গীঃ ১।১৪১-৪২)
 “সখেতি মত্তা প্রসভং যদুক্তং হে কৃষ্ণ, হে যাদব, হে সখেতি ।
 ভজানতা মহিমানং তবেদং ময়া প্রমাদাৎ প্রণয়েন বাপি ॥ যচ্চা-
 বহাসার্থমসংকৃতোহসি বিহারশর্য্যাসনভোজনেষু । একোহথবা-
 প্যচ্যুত তৎসমক্ষং তৎক্ষাময়ে স্বামহমপ্রমেয়ম্” ইতি । ইহ বাৎসল্য-
 সখ্যাত্মকস্বভাবশৈথিল্যম্ । মাধুর্য্যজ্ঞানস্ত পারমৈশ্বর্য্যানুসন্ধানেহপি
 হ্রৎকম্পহেতু সন্মমহেতুলবন্ত্যাপ্যনুদয়াৎ স্বভাবাতিশৈশ্বর্য্যকৃৎস্ব-
 র্গবিশেষঃ ; যথা (ভাঃ ১০।৮।৪৫) “ত্রয্যা চোপনিষদ্বিশিষ্ট সাংখ্যযৌগৈশ্ব-
 র্য্যসত্ত্বতৈঃ । উপগীয়মানমাহাত্ম্যং হরিং সামন্ততান্বজম্ ॥” (ভাঃ ১০।
 ৩৫।২১-২২) “বন্দিতস্তমুপদেবগণা যে গীতবাত্তবলিভিঃ পরিবক্ৰঃ ।
 বন্দ্যমানচরণঃ পথি বৃদ্ধৈঃ” ইত্যাদীহ পারমৈশ্বর্য্যানুসন্ধানেহপি
 বাৎসল্যোজ্জ্বলাখ্যস্বভাবশৈথিল্যম্ ॥২॥

জ্ঞেয়মুক্তা জ্ঞানমাহ । অথেতি । যুবামিতি শ্রীদশমে বসুদেববাক্যম্ । যুবাং
 রামকৃষ্ণৌ ভ্রাতরৌ । সখেতি শ্রীগীতাসু অর্জুনবাক্যম্ । প্রসভং হটাৎ ক্ষাময়ে
 ক্ষময়ামি । ইহেতি । যুবাং ন ন ইত্যত্র পিতৃবাৎসল্যশৈথিল্যম্ । সখেতীত্য-
 ত্রার্জুনস্য সখ্যঃ সখ্যশৈথিল্যং । ত্রযেতি । শ্রীদশমে শুকবাক্যম্ । সা শ্রীযশোদা ।

অর্জুনকেও বলিয়াছেন,—“আমার ঐশ্বরিক শক্তি দর্শন কর ।” পার-
 মৈশ্বর্য্যের প্রকাশে ও অপ্রকাশে মনুষ্যলীলার অনতিক্রমকেই মাধুর্য্য
 বলে । যথা,—পুতনার প্রাণনাশকালে স্তন্যপানরূপ নরবালকচেষ্টা
 স্নকোমল পদাঘাতে অতীব কঠোর শকটপাতন ; অতিদীর্ঘ বজ্রদ্বারা-
 বন্ধনের অসমর্থ হইলেও মাতার ভয়ে কাতরতা ; অতিসারজ্ব বৎসচারণ-
 লীলায় ব্রহ্মমোহনাদি । আবার কোথাও পারমৈশ্বর্য্য থাকিলেও উহা
 অপ্রকাশে কেবল প্রাকৃত বালশুলভ আচরণ যথা, দধি ছুঁকাদিচৌর্য্য ও
 ব্রজবধুলোলুপতা প্রভৃতি ॥১॥

পারমৈশ্বর্য্যের অনুসন্ধান হইলে হ্রৎকম্পহেতু সাদর সন্মমের উদয়
 হয় । ঐ সন্মমদ্বারা স্বভাবশৈথিল্যকারী ধর্ম্মবিশেষকেই ‘ঐশ্বর্য্যজ্ঞান’
 বলা হয় । মহাভাগ্যবান্ বসুদেব শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়াছিলেন,—“তোমরা
 আমাদের পুত্র নহ, কিন্তু সাক্ষাৎ প্রধান পুরুষেশ্বর ।” আবার

মাধুর্য্যনিষ্ঠানামৈশ্বর্য্যজ্ঞানং ত্রিবেণ্যাং সারস্বতপ্রবাহবদোগ-
তয়াস্তু। হ্রৎকম্পহেতোঃ সাদরসম্ভ্রমস্ফাভাবাৎ। ন চ তস্তাব-
সন্ধোচক্লং প্রভৃত্য তৎপোষ্যেব। মৎসুতো মৎসখো মৎপ্রিয়ো
বা সর্বৈশ্বর ইত্যুপাসসম্ভবাৎ লোকেহপি যথা স্বপুত্রস্ত স্বসখস্ত
স্বকান্তস্ত বা পৃথিবীশ্বরস্তে সতি তস্মিন্ বাৎসল্যাদেঃ পুষ্টির্ভবেৎ
তথেতি দৃষ্টব্যম্। বিস্ময়ে বিরহে বিপদি চ তস্যোদয়ঃ পৰ্বণি
সারস্বতশ্চেব প্রবাহস্ত ॥৩॥

বন্দিত ইত্যাদিকং তত্রৈব শ্রীযশোদাং প্রতি শ্রীব্রজদেবীনাং বাক্যম্। বৃদ্ধৈ-
ব্রহ্মাদিভিঃ। ইহেতি। কৃষ্ণৈশ্বর্য্যং বিলোক্যাপি তত্র শ্রীযশোদায়া বাৎসল্যং
শিথিলং নাভূদপি তু দৃঢ়মেব জাতং কান্ত্যৈশ্বর্য্যং বিজ্ঞায়্যাপি তাসাং তত্র
কান্ত্যভাবো ন শিথিলোহপি তু দৃঢ় এবাসীদিত্যর্থঃ ॥২॥

ভগবন্তুভৈষবরা ব্রজস্থাঃ ভগবত্ত্বজ্ঞানাং তথাপি বহ্নিস্পর্শেন দাহ ইব
বস্তুমহিমা তেষাং মোক্ষভূত্বাদিতি কেচিদজ্ঞা মন্যন্তে তন্নিরসান্নাহ মাধুর্য্যোতি।
ননু মাধুর্য্যনিষ্ঠানাং ব্রজস্থানাং যদ্যেবামৈশ্বর্য্যজ্ঞানং স্বীকৃতং তর্হি তন্মাধুর্য্যভাবম-
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় অর্জুনো শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়াছিলেন,— ‘তোমার এই
বিশ্বরূপ-সম্বন্ধীয় মহিমা অবগত না হইয়া প্রমাদহেতু অথবা প্রণয়বশতঃ
তোমাকে সখাজ্ঞানে হঠভাবসহকারে ‘হে কৃষ্ণ, হে যাদব, হে সখে,
ইত্যাদি সম্বোধন করিয়াছি। হে অচ্যুত ! বিহার, শয়ন, আসন
ও ভোজনাদি ব্যাপারে একাকী অবস্থানকালে অথবা বন্ধুজনসমক্ষে
পরিহাসের সহিত তোমার যে অসংকার করিয়াছি, হে অপ্রমেয়,
বিরাট পুরুষ ! সেই অপরাধের জন্য তোমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা
করিতেছি। এই উভয়স্থলে যথাক্রমে বাৎসল্য ও সখ্য-স্বভাবের শৈথিল্য
দৃষ্ট হয়। আর যখন পারমৈশ্বর্য্যের অনুসন্ধান থাকিলেও হ্রৎকম্প-
হেতু সম্ভ্রমের লবমাত্রেরও অনুদয় হয়, তখন স্বভাবাতিশৈর্য্যাকারী ধর্ম্ম-
বিশেষকেই ‘মাধুর্য্যজ্ঞান’ বলা যায়। শ্রীশুকদেব বলিয়াছেন,—“বেদ
উপনিষদ, সাংখ্যযোগ ও ভক্তবৃন্দকর্তৃক উপগীয়মানমহাত্ম্য শ্রীহরিকেও
মাতা যশোদা পুত্রবুদ্ধি করিতেন।” “ব্রজদেবিগণ দেববন্দ্যমানচরণ
শ্রীকৃষ্ণকে কান্ত জ্ঞান করিতেন।” এই দুই স্থলে পারমৈশ্বর্য্যের
অনুসন্ধানও মাতা যশোদার বাৎসল্যস্বভাব এবং ব্রজদেবিগণের
উজ্জ্বল স্বভাবের শৈথিল্য হয় নাই ॥২॥

ঐশ্বর্যবান্ধুৰ্য্যস্তাপি ব্রহ্মধৰ্ম্মত্বাৎ তদ্বিসয়কমপি জ্ঞানং 'ব্রহ্মজ্ঞান-
মেব'। সহস্রশৌৰ্য্যাদিবৎ দিভুজত্বাদেৱপি ব্রহ্মধৰ্ম্মত্বং শ্রুতিস্মৃতিভ্যঃ
সিদ্ধম্। (গোঃ পুঃ উঃ) "সৎ পুণ্ডরীকনয়নং মেঘান্তং বৈদ্যতাম্বরম্।

পনেন্দ্ৰতীতি চেক্তব্রাহ ন চ তদिति। তদৈশ্বর্য্যজ্ঞানম্। ননু কৈষামৈশ্বর্য্যজ্ঞানং
দৃষ্টং তত্রাহ বিস্ময় ইত্যাদি। যথা কৃষ্ণাস্যদৃষ্টবিশ্বায়া ব্রজেশ্বর্য্যা বিস্ময়ে
স্বভাবসিদ্ধেদৃশমহিমাশালী পরেণোহয়মিতি জ্ঞানমভূৎ যথা চ বরুণকৃত্যয়াং
পূজায়াং শ্রুতায়াময়ং পরমেশ্বর ইতি ব্রজৌকসাং জ্ঞানমুদগাৎ। বিরহেতি
"মনসো বৃত্তয়ো নঃ স্যুঃ কৃষ্ণপাদাসুজাশ্রয়াঃ। বাচোহভিধায়িনী নীলান্নাং
কায়ন্তংপ্রহ্লগাদিযু" ইতি তেষামেব তদৈশ্বর্য্যবোধকং বচনম্। যুগযুরিবেত্যাদি
চ শ্রীরাধাদীনাং তাদৃশং বচনম্। বিপদি চেতি। ইন্দ্রাদিহেতুকায়্যং বিপত্তৌ
সৰ্বেষাং তদৈশ্বর্য্যবোধিকা বাক্ প্রসিদ্ধেতি শ্রীদশমে দ্রষ্টব্যমেতৎ ॥৩॥

নবৈশ্বর্য্যং ভগবতো বাস্তবমীশ্বরস্বরূপানুবন্ধিত্বাৎ ; মাধুৰ্য্যন্ত ন বাস্তবং
মনুষ্যানুগ্রহায় মায়য়া দেহতচ্চেক্ষ্যৈয়োৰ্ধারণাৎ। অত উক্তং "মায়ামনুষ্যস্য বদস্ব

ত্রিবেণীস্থ সরস্বতীপ্রবাহের ন্যায় মাধুৰ্য্যানিষ্ঠাবস্তুর মধ্যে ঐশ্বর্য্য-
জ্ঞান গোপভাবে অবস্থিত আছে জানিতে হইবে ; কারণ ঐস্থলে
হ্রৎকম্পজনিত সাদর-সন্ত্রম অর্থাৎ গৌরববৃদ্ধির অভাব দৃষ্ট হয়। আবার
মাধুৰ্য্যানিষ্ঠাবানের মধ্যে যতটুকু ঐশ্বর্য্যজ্ঞান বর্তমান থাকে, তাহা
মাধুৰ্য্যভাবে সঙ্কুচিত করিতে পারে না, বরং পরিপুষ্ট করিয়া থাকে ;
মৎপুত্র, মৎসখ, মৎপ্রিয় সৰ্ব্বেশ্বর এইরূপ উল্লাসের সম্ভাবনা দৃষ্ট
হয়। লৌকিক জগতেও তাদৃশ দৃষ্টান্ত লক্ষিত হয়, যথা—নিজ পুত্রের
সখার বা কান্তের পৃথিবীর ঈশ্বরত্ব প্রাপ্ত হইলে যেমন বাৎসল্যা-
দির পুষ্টি হয়, ঈশ্বর সম্বন্ধে ভক্তেরও সেইরূপ জানিতে হইবে।
বিস্ময়ে, বিরহে ও বিপদে যে ঐশ্বর্য্যজ্ঞানের আবির্ভাব দেখা যায়,
তাহা পূর্ণিমা দি পৰ্বদিনে ত্রিবেণীস্থ সরস্বতীপ্রবাহবৃদ্ধির ন্যায় গণ্য
হইয়া থাকে। শ্রীকৃষ্ণের মুখগহবরে ব্রহ্মাণ্ড দর্শনে জননী যশোদার ;
বরুণদেবালয়ে শ্রীকৃষ্ণের পূজাদর্শনে বিপদে পিতা নন্দ্রের এবং বিরহে
ব্রজগোপীগণের সেইরূপ ঐশ্বর্য্যজ্ঞানের উদয় হইয়াছিল ॥৩॥

স্বরূপানুবন্ধিহেতু ঐশ্বর্য্যজ্ঞান উত্তম (শ্রেষ্ঠ), মায়িক মনুষ্য-
বিগ্রহবিষয়ক মাধুৰ্য্যজ্ঞান অধম (অপকৃষ্ট) তাহাও বলা যায় না।

দ্বিভুজং মৌনমুদ্রাচ্যং বনমালিনমীশ্বরম্।” (ভাঃ ৯।২৩।১৯-২০)
 “যদৌবংশং নরঃ শ্রদ্ধা সর্বপাটৈঃ প্রমুচ্যতে। যত্রাণ্ডীর্ণং কৃষ্ণাখ্যং
 পরং ব্রহ্ম নরাকৃতিঃ।” (ভাঃ ৭।১৫।৭৫) “গূঢ়ং পরং ব্রহ্ম মনুষ্যালিঙ্গম্”
 ইত্যাদিভ্যঃ। এবঞ্চোক্তয়জ্ঞানসত্ত্বাক্রোদ্ধবাদিবন্দ্য পদরজস্বং
 মাধুর্যজ্ঞানবতাং স্মর্যতে ॥৪॥

বিঘ্নং “লীলামানুষবিগ্রহঃ” ইত্যাদি। তস্মান্মাধুর্যজ্ঞানবতামবরত্বমিতি চেত্ত-
 ত্রাহ ঐশ্বর্যাবদिति। তদ্বিষয়কং মাধুর্য্যসম্বন্ধি। “সং পুণ্ডরীক” ইতি শ্রীগোপাল-
 পূর্ব্বতাপন্যাম্। অত্র কৃষ্ণস্য মাধুর্য্যমীশ্বরত্বেহপি সতি মনুষ্যসন্নিবেশবিচেষ্ট-
 য়াক্তেঃ প্রতীতম্। যদোরিতি শ্রীভাগবতে। গূঢ়মিতি শ্রীভাগবতে।
 ব্রহ্মোদ্ধবাদীতি। “তদ্বুরি ভাগ্যমিহ জন্ম কিমপ্যটব্যং যদ্গোকুলেহপি
 কতমাজ্জি রজোহভিষেকম্। যজ্জীবিতন্তু নিখিলং ভগবন্মুকুন্দস্তৃণাপি যৎপদরজঃ
 শ্রুতিমৃগ্যমেব” ইতি ব্রহ্মণো বাক্যম্। “আসামহো চরণরেণুজুষামহং স্যাং
 বৃন্দাবনে কিমপি গুল্মলতৌষধীনাম্” ইত্যাদিকমুদ্রবস্য চ। “মায়ামনুষ্যস্য”
 ইত্যত্র মায়য়া পরাখ্যয়া স্বরূপশক্ত্যা মনুষ্যস্য নিত্যং মনুষ্যসংনিবেশিন ইত্যর্থঃ।
 “স্বরূপভূতয়া নিত্যশক্ত্যা মায়াক্ষয়া যুতঃ। অতো মায়াময়ং বিষ্ণুং প্রবদন্তি
 সনাতনম্” ইতি শ্রুতেঃ। ত্রিগুণায়িক্কাথ জ্ঞানঞ্চ তথা চিচ্ছক্তিরেব চ মায়্যশব্দেন
 ভগ্যন্তে শব্দতত্ত্বার্থবেদিভিরিতিগদমহোদধেষ্চ। মায়্যাবয়ুনং জ্ঞানমিতি
 নিষটুকোষাচ্চ। নহি মনুষ্যাকারঃ স্বর্ণপিণ্ডো মনুষ্যঃ। অগুণা সক্তিদানন্দ-
 বিগ্রহত্বশ্রুতিঃ ব্যাকুপ্যেত। এতেনৈব লীলেতি ব্যাখ্যাতম্ ॥৪॥

কারণ, ঐশ্বর্য্যের ন্যায় মাধুর্য্যেরও ব্রহ্মধর্ম্মত্বহেতু তদ্বিষয়ক জ্ঞানই
 ব্রহ্মজ্ঞান। সহস্রশীর্ষহাদির ন্যায় দ্বিভুজহাদিরও ব্রহ্মধর্ম্মত্ব শ্রুতি-
 স্মৃতিদ্বারা সিদ্ধ হইয়াছে। “সংপুণ্ডরীকনয়ন, মেঘাভ, বৈদ্যুতাস্বর,
 দ্বিভুজ, মৌনমুদ্রাযুক্ত, বনমালী শ্রীকৃষ্ণই পরমেশ্বর।” “যৎবংশ-
 বিবরণ শ্রবণ করিলে মানব সমস্ত পাপ হইতে বিমুক্ত হন। কারণ
 ঐ বংশে নররূপী পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ আবির্ভূত হইয়াছেন।” “পরব্রহ্ম
 শ্রীকৃষ্ণ নরাকারে গূঢ়রূপে বিরাজিত।” এই সকল প্রমাণদ্বারা
 শ্রীকৃষ্ণের পরব্রহ্মত্ব দর্শিত হওয়ায় তদ্বিষয়ক জ্ঞান ব্রহ্মজ্ঞানরূপে সিদ্ধ
 হইতেছে। এই কারণে ব্রহ্মা ও উদ্ধব প্রভৃতি ভক্তগণ মাধুর্য্যভক্তের
 পদরজঃ প্রার্থনা করিয়াছেন ॥৪॥

যন্তু ঐশ্বর্যজ্ঞানশূণ্যত্বাদেবাং রাগপ্রধানং ভবদুপজীব্যৈরভিহিতং
তৎকিল হৃৎকম্পহেতুসাদরসম্ভ্রমাজনকত্বাদিতি বোধ্যম্—ন ত্বৈশ্বর্য-
জ্ঞানমাত্রাভাবাৎ, তজ্জ্ঞানস্য দর্শিতত্বাৎ ॥৫৥

নহেবং ব্রজৌকসামুভয়জ্ঞানবদ্বৈপি চেদন্তবর্যাত্বং সিদ্ধং তর্হি ভবদুপজীব্যৈঃ
শ্রীরূপচরণৈশ্চৈষাঐশ্বর্যজ্ঞানং কুতো নিষিদ্ধম্ অত আহ যদ্বিত্তি । হৃৎকম্পেতি ।
তদৈশ্বর্যজ্ঞানস্মেতি বোধ্যম্ । অয়মর্থঃ—ব্রজৌকসাং রাগান্নিকা ভক্তিঃ ।
তল্লক্ষণঞ্চ তৈরুক্তম্— “ইচ্চে স্বারসিকী রাগঃ পরমাবিষ্টতা ভবেৎ । তন্ময়ী
যা ভবেত্তক্তিঃ সাত্র রাগান্নিকোদিতা” ইতি । অস্মার্থঃ—ইচ্চে স্বানুকূল্যবিষয়ে
বস্ত্তনি স্বারসিকী স্বাভাবিকী যা পরমাবিষ্টতা তস্যাঃ হেতুঃ পিতৃত্বাদিসম্বন্ধপ্রধানা
প্রেমময়ী তৃষ্ণা স রাগো ভবেৎ । তদাধিক্যহেতুতয়া তদভেদোক্তি রায়ুষ্ণ-
মিতিবদ্বোধ্য । তন্ময়ী তদেকপ্রবর্ত্তিতা ভক্তিরত্র রাগান্নিকা কথ্যতে । তৎ
প্রকৃতবচনে ময়ট ইতি । অস্মাং সত্যং তৎসেবায়াং নিঃসম্ভ্রমা প্রবৃত্তিঃ । যা
ব্রজৌকসাং শ্রীদশমাদৌ দৃশ্যতে । তত্র সেবাদয়ো নিঃসঙ্কোচাঃ প্রবৃত্তাঃ ।
প্রভুরয়মিতিজ্ঞানাচ্ছেতসাং সাদরঃ কম্পঃ সংভ্রমঃ কথ্যতে । সর্বৈশ্বরোহয়ং
কৃষ্ণ ইতি জ্ঞানং বিদ্যমানমপি তাদৃশ্যা রাগানুগায়ান্তল্লিগীর্ণত্বাৎ প্রভবিতুমশক্লুৎ
সম্ভ্রমং ন জনয়তীতি তদজনকত্বাদেব তন্মাস্তীতি তৈর্নিষিদ্ধং ন তু সর্বথা
নাসীদিত্যভিমতম্ । কৃষ্ণবিষয়কস্বৈশ্বর্যজ্ঞানস্য শ্রীদশমাদিষু বর্ণিতত্বাদিতি ।
মথুরাচৌকসাং তু তাদৃশ্যান্তস্য অভাবেনৈশ্বর্যজ্ঞানস্যান্নত্বাৎ কম্পং জনয়তীতি
গৌণী তেষাং রাগান্নিকেতি ব্যাখ্যাতারঃ ॥৫৥

তবে যদি বল, তোমাদিগের পরমপূজ্য শ্রীরূপগোস্বামিপাদ “শ্রীকৃষ্ণ-
বিষয়ক ঐশ্বর্যজ্ঞানশূণ্যতাবশতঃ ব্রজবাসিগণের ভক্তিকে রাগপ্রধান”
বলিয়া অভিহিত করিয়া তাঁহাদিগের ঐশ্বর্যজ্ঞানের নিষেধ করিলেন
কেন ? ব্রজবাসিগণের ঐশ্বর্য ও মাধুর্য উভয় জ্ঞানের বর্ত্তমানত্বহেতু যখন
তাঁহাদিগের ভক্তবর্য্যত্ব অর্থাৎ ভক্তশ্রেষ্ঠত্ব স্বীকৃত হইয়াছে, তখন তাঁহা-
দিগের উক্ত ঐশ্বর্যজ্ঞানের নিষেধে কি দোষ ঘটিতেছে না ? তাহার উত্তর
এই—শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্যদর্শনে তাঁহাদিগের হৃৎকম্পহেতু সাদর-সম্ভ্রমের
অভাব দৃষ্ট হইত । শ্রীকৃষ্ণ সর্বৈশ্বর্য এরূপ জ্ঞান থাকিলেও রাগানুগা
ভক্তির আধিক্যে উহা আচ্ছাদিত থাকায় উহার প্রভুত্ব প্রকাশ পাইত
না । এই মতানুসারে শ্রীরূপগোস্বামিপাদ ঐশ্বর্যজ্ঞানের নিষেধ করিয়া-
ছেন ; তাঁহাদের ঐ জ্ঞান যে ছিল না, এরূপ কথা বলেন নাই, বরং
তিনি নিজেই তাঁহাদিগের ঐশ্বর্যজ্ঞানের প্রমাণ প্রদর্শন করিয়াছেন ॥৫৥

ভক্ত (ভাঃ ১০।৮।৪০) “অথো অমুষ্যৈব মমার্ভকস্য যঃ কশ্চনৌৎ-
পত্তিক আত্মযোগঃ”, (ভাঃ ১০।৩৪।৬) “সপৌ মাং গ্রসতে তাত
প্রপন্নং পরিমোচয়।” (ভাঃ ১০।১৯।৯) “দাবাগ্নিনা দহমানান্
প্রপন্নাংস্তত্ত্বমইথঃ ॥” (ভাঃ ১০।৪৭।১৭) মৃগযূরিব কপীশ্চ ব্রব্যধে
লুক্কধর্ম্য। প্রিয়মকৃত বিরূপাং জীজিভঃ কামযানাম্। বলিমপি
বলিমজ্জাবেষ্টমজ্জাঙ্কবদ্বস্তদলমসিতসৈথ্যে দুঃস্থ্যজস্তৎ কথার্থঃ ॥”

ব্রজৌকসামৈশ্বর্যজ্ঞানং প্রমাণয়তি অথো ইত্যাদিনা। শ্রীদশমস্যাষ্টমে
হরেমৃদ্ভক্ষণচরিত্রং বর্ণিতং তত্রৈকদেত্যাদিভিস্তৎসংস্থৈস্তন্মৃদ্ভক্ষণং তন্মাতরি
সূচিতং। তয়া চ গৃহীতকরং স উপালকঃ তস্য মাতৃতো ভয়ং নথিবচসাং মিথ্যা-
ত্বোক্তিপূর্বকং স্বমুখব্যাদানং মাত্রাহং তাভ্যমানঃ স্যামিতি তবিস্ময়ান্ন স্বসঙ্কল্পা-
নুগয়া স্বৈশ্বর্যশক্ত্যা স্বাস্যে বিশ্বদর্শনং। তত্রবহিঃস্থিতমেব বিশ্বং পতিপুত্রসহিত-
মাত্নানং ব্রজঞ্চ তদাস্যমধ্যে পশ্যন্ত্য। মাতুঃ কথমেতং সম্ভবেদिति সংশয়রূপা
শঙ্কা। তস্যাঃ “কিং স্বপ্ন এতদুত দেবমাস্মা কিং বা মদীয়ো বত বুদ্ধিমোহঃ”
ইত্যর্ককেন প্রতিপাদনম্। “অথো অমুষ্যৈব মমার্ভকস্য যঃ কশ্চনৌৎপত্তিক
আত্মযোগঃ” ইত্যর্ককেন তু মংপুত্রস্য পরেশহাং তন্মৈবায়ং স্বাভাবিকোদ্বৈত
ইদানীং মংপ্রত্যক্ষোহভূদिति স্থাপনম্। মাধুর্য্যানুবন্ধিনো হরৈর্ধর্ম্য ব্রজৌকসাং
সদৈব প্রত্যক্ষা ঐশ্বর্য্যানুবন্ধিনস্ত তে তমিন্ সত্ত্বেন জাতা এব কদাচিদেব
প্রত্যক্ষী ভবন্তীতি তত্ত্ববিদাং রাধান্তঃ। “অথো যথাবন্ বিতর্কগোচরং চেতো-

শ্রীমদ্ভাগবতের দশমস্কন্ধের অষ্টম অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণের মৃদ্ভক্ষণলীলা
বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ মৃত্তিকাভক্ষণ করিলে, তাঁহার সখা গোপ-
বালকগণ ঐ কথা মাতা যশোদার নিকট বলেন। সেজন্য শ্রীযশোদা
দেবী শ্রীকৃষ্ণকে ভৎসনা করেন। শ্রীকৃষ্ণও তখন মাতৃভয়ে ভীত
প্রায় হইয়া সখাগণের বাক্য মিথ্যা প্রতিপন্ন করিবার জন্য এবং
নিজের নির্দোষত্ব প্রমাণার্থে মুখব্যাদান করেন। জননী মুখগহ্বরে
বিশ্বদর্শন করিয়া বিস্ময়ের সহিত বলেন,—“আমার পুত্রের বুদ্ধি
ইহা কোন অচিন্ত্য ঐশ্বর্য্যবৃত্ত স্বাভাবিক ধর্ম্ম হইবে।” এই স্থলে
মাতা যশোদার শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক ঐশ্বর্য্যজ্ঞান কথিত হইয়াছে। অন্ত-
স্থলে পিতানন্দেরও তাদৃশ জ্ঞান উক্ত আছে। একদা শিবরাত্রি
উপলক্ষে গোপগণ শকটারোহণে অম্বিকাবনে গমন ও তথায় সরস্বতী
নদীতে স্নান করিয়া বিবিধ উপহারে অম্বিকাদেবীর অর্চন করেন।

(ভাঃ ১০।২৯।৩৩) “বরদেবশ্চ মাশ্ম চ্ছিন্ম্যাঃ” ইত্যাদিতদ্বাক্যাৎ । কিন্তু তত্ত্বজ্ঞানানি ক্রমেণোদয়ন্তে যুগপৎ সৰ্ব্বাযোগাৎ তথৈব রসপোষাচ্চ । নাপ্যমুদিতমসৎ (ব্রঃ সূঃ) “পুংস্ত্বাদিবৎ তস্মৈ সতো-
হভিব্যক্তিযোগাৎ” ইতি গ্ৰাহ্যাত্ । ভগবতোহপি মিহিরপ্রকাশ-
গ্ৰাহ্যেন নিরন্তরপ্রকাশিতজ্ঞানস্য মনুষ্যলীলোযোগিসংমুদ্রত্বং-
বীক্ষ্যতে । “তদভিজ্ঞোহপি ভগবান্ সৰ্ব্বাঙ্গা সৰ্ব্বদর্শনঃ । প্রশ্রয়া-

মনঃকর্মবচোভিরঞ্জসা” ইত্যর্ককেন মদর্ভকস্য নারায়ণাখ্যস্বাংশপুরুষদ্বারায়-
মাশ্চর্য্যাদর্শনলক্ষণোহবিতর্কো । ধর্ম্যঃ প্রত্যক্ষ ইতি নিরূপণম্ । ততো যদা-
শ্রয়ং যেন যতঃ প্রতীয়তে সুদৃবিভাব্যং প্রণতাস্মি তৎপদমিত্যর্ককেন । চেতঃ-
প্রভৃতিভির্ষিতর্কগোচরং ন ভবতি । যদাশ্চর্য্যাদর্শনং যদাশ্রয়ং যদধিষ্ঠানকং যত
ইতিপদস্রোতপ্তিহেতুঃ যেনেতি পদস্য প্রতীতিহেতুস্তৎপদং পুরুষাংশরূপং বস্তু
তস্মিন্ ধর্ম্মে সংশয়ং নিরাচিকীর্ষুরহং প্রণতাস্মি । কৃষ্ণো মৎপুত্রো মে লালনীয়-
স্তৎস্বাংশপুরুষস্ত পূজ্য ইত্যমুদ্রিতপদ্ধতিঃ । ২ঃ স্বাংশিনঃ কৃষ্ণস্য মৎপুত্রস্য
মভ্যো ভয়মপনিবীষুস্তদাস্যে তাদৃশং বিশ্বং প্রদর্শ্য মাং বিশ্বায়য়তে স প্রসীদন্তে
তদ্বর্মে শঙ্কামপনয়তাদিত্যর্থঃ । (ভাঃ ১০।৮।৪২) “অহং মমাসৌ পতিরেষ মে
সুতো ব্রজেশ্বরস্যাখিলবিস্তপা সতী । গোপাশ্চ গোপাঃ সহগোধনাশ্চ য়ে” ইতি
ত্রিপাদেন সশ্রদ্ধপ্রণামপূর্ব্বকং নিজভাবদাঢ্যাদর্শনম্ । “যন্মায়য়েখং কুমতিঃ স মে
গতিঃ” ইতি চতুর্থপাদেন তু যস্য যৎপুত্রস্বাংশস্য পুরুষস্য মায়য়া মমেখং কিং স্বপ্ন

তঁহার উপবাসে থাকিয়া সেই খানেই রাত্রিযাপন করিয়াছিলেন ।
নিশাকালে সকলে বিশ্রামার্থ শয়ন করিলে একটা ভয়ঙ্কর সর্প আসিয়া
গোপরাজ নন্দকে গ্রাস করিতে লাগিল । তখন নন্দ মহারাজ বলিতে
লাগিলেন, ‘তাত কৃষ্ণ ! এই মহাসর্প আমাকে গ্রাস করিল । আমি
তোমার প্রপন্ন, আমাকে পরিমুক্ত কর ।’ গোপগণের সম্মুখেও ঐ
প্রকার শব্দ না যায় । একদিন বনে গোচারণকালে দাবাগ্নিকর্ত্তক দহমান
হইয়া গোপগণ বলিয়াছিলেন,—‘আমরা দাবাগ্নিতে দহমান হইয়া
তোমার শরণাগত হইতেছি, কৃষ্ণ আমাদের মুক্ত কর ।’ গোপী-
দিগের সম্মুখেও ঐরূপ ঐশ্বর্য্যজ্ঞানের উল্লেখ আছে । যখন মহাভাগ
উদ্ধব শ্রীকৃষ্ণের দূতরূপে শ্রীবৃন্দাবনে আগমন করেন, তখন শ্রীমতী
তঁহার সমক্ষেই এক মধুকরকে দেখিয়া বলিয়াছিলেন,—শ্রীকৃষ্ণের
পূর্ব্বকথাসকল স্মরণ করিয়া আমরা অতিশয় ভীত হইতেছি ।

বনতোহপৃচ্ছহৃদ্ধানন্দপুরোগমান্।” “ওতো বৎসান্” ইত্যাদৌ।
তচ্চ স্বচিচ্ছক্তিসাংস্করণলীলানন্দাত্মকং স্বরূপানতিরেকি মন্তব্যম্।
ইতরশ্চ তস্মিন্নভাবাৎ, “অষ্টাদশমহাদোষৈ রহিত। ভগবন্তনুঃ।
সৰ্বৈশ্বৰ্য্যময়ী সত্যবিজ্ঞানানন্দরূপিণী” ইতি শ্রুতেঃ। মহাদোষাশ্চ

ইত্যাত্মজা সংশয়রূপা কুমতিঃ স মে গতিস্তাদৃশসংশয়তরণে সমাশ্রয়োহস্তিতি
পুনস্তদনুদয়াভ্যর্থনম্। (ভাঃ ১০।৮।৪৩) “ইথং বিদিততত্বায়াং গোপীকায়াং
স ঈশ্বরঃ। বৈষ্ণবীং ব্যতনোন্মায়াং পুত্রস্নেহময়ীং বিভূঃ” ইত্যেকেন তু মৎস্বরূপং
বিজ্ঞায় মন্বাতা মে লালনে শিথিলা মাভূদिति মাধুর্য্যানুযোগিকৃপাবর্ণনম্।
(ভাঃ ১০।৮।৪৪) “সচো নষ্টশ্রুতির্গোপী সারোপ্যারোহমান্বজম্। প্রবন্ধস্নেহ-
কলিলহৃদয়াসীৎ যথা পুরা” ইত্যেকেন তু বিস্ময়দর্শনানুসন্ধেঃ শ্রুতেস্তিরো-
ধানাত্মা নাশস্ততঃ পুত্রলালনমিতি। এবমগচ্চ ব্যাখ্যায়ম্। এবং যশোদায়াঃ
কৃষ্ণৈশ্বৰ্য্যজ্ঞানং প্রদর্শ্য শ্রীরাধায়াস্তদদর্শয়তি মৃগযুরিতি শ্রীদশমে। ভ্রমর-
মুদ্গিষ্ঠ তস্যা বাক্যম্। হে-মধুপ, স শ্রীকৃষ্ণঃ পুরাপি রামঃ সন্মৃগযুৰ্ব্যাধ ইব
কপীন্দ্রং বালিনং বিব্যাধে মারিতবান্। অলুকধৰ্ম্মা ব্যাধধৰ্ম্মেণ রহিতঃ নহি
ব্যাধঃ কপিং হন্যাং তন্মাংসাভক্ষণীয়ত্বাৎ। স্বয়ং স্ত্রীজিতঃ সীতানুরক্তোহপি
কামযানাং স্পৃহাবতীং স্ত্রিয়ং শূৰ্পনখাং বিরূপাং ছিন্ননাসাকর্ণামকৃত। পুরা
বামনঃ সন্ বলিনা দত্তং বলিং ত্রৈলোক্যোপহারমত্ৰা গৃহীত্বাপি বলিমবেষ্টয়দবন্ধ
ধ্বাজ্জবদिति কাকো যথা বলিমত্ৰাপি তদাতারং বেষ্টয়তি তদ্বদিত্যর্থঃ।
তস্মাদসিতস্য শ্যামস্য সখোরলম্। তর্হি তৃষ্ণীমাস্বেতি চেত্তব্রাহ তৎকথা-
ক্রপোহর্থস্তু ছন্ত্যজ ইতি। ইহ শ্রীযশোদায়াঃ শ্রীরাধায়াশ্চৈশ্বৰ্য্যজ্ঞানং বিস্মৃটম্।

তিনি এতাদৃশ ক্রুর স্বভাব যে, শ্রীরামাবতারে দাশরথি হইয়া ব্যাধের
ন্যায় বালিরাজকে বাণে বিদ্ধ করেন; স্ত্রী সীতাদেবীর বশীভূত
হইয়া শূৰ্পনখার কর্ণ ও নাসিকা ছেদন করেন; সেই কামিনী কামা-
তুরা হইয়া তাঁহার নিকট গমন করিয়াছিল, এইমাত্র তাহার অপ-
রাধ। আবার বামনাবতারে বলিরাজ প্রদত্ত পূজোপহার গ্রহণানন্তর
কাকবৎ তাঁহাকেই বন্ধন করেন। অতএব এই শ্যামের সখ্যে আমা-
দের কোন প্রয়োজন নাই, এরূপ মনে করি; কিন্তু তাঁহার কথা-
রূপ অর্থ ছন্ত্যজ, সূতরাং তাহা পরিত্যাগ করিতে পারি না। অত্যা
গোপিগণও রাসস্থলীতে বলিয়াছিলেন, ‘হে বরদেব ! তোমাতে
আমরা চিরকাল যে আশা পোষণ করিতেছি, তাহা ছেদন করিও

—“মোহস্তন্দ্রা ভ্রমো রুদ্ধরসতা কাম উন্মগঃ। লোলতা মদমাৎসর্যে
হিংসা খেদপরিশ্রমৌ ॥ অসত্যং ক্রোধ আকাঙ্ক্ষা আশঙ্কা বিশ্ব-
বিভ্রমঃ। বিষমত্বং পরাপেক্ষা দোষা অষ্টাদশোদিতাঃ” ইতি ॥৬॥

বরদেতি। সর্বদাং প্রেয়সীনাম্। “অত্র ধন্যা অহো অমী আলো গোবিন্দা-
ক্ষ্যাজ্জরেনবঃ। যান্ ব্রহ্মেণৌ রমাদেবী দধুমূর্ক্ণাঘনুভয়ে” ইতি গ্রাহম্।
ব্রহ্মাদিবন্দ্যত্বেন তজ্জ্ঞানন্ত সর্বেষাং ব্রহ্মোক্তসাং তুল্যম্। কিস্তিতি। তত্তজ-
জ্ঞানান্যৈশ্বর্য্যামাধুর্য্যবিষয়াণি। যুগপদিতি। একদানেকজ্ঞানাসম্ভবাদিত্যর্থঃ।
ননু অত্যবধানিনাং যুগপদনেকজ্ঞানং প্রতীতং তত্রাহ তথৈবেতি। ক্রমেণ
চ তজ্জ্ঞানোদয়ে সতীত্যর্থঃ। অবধানেহ্যন্তরালেহতিসূক্ষ্মকালোহন্ত্যেব
তদপ্রতীতিস্বত্বতिसৌক্ষ্ম্যাদিত্যাহঃ। ননু মাধুর্য্যকালে তেষামৈশ্বর্য্যজ্ঞানং ধ্বস্ত-
মিতি চেত্তত্রাহ নাপীতি। পুংস্ত্বান্দিবদিতি ব্রহ্মসূত্রম্। সুষুপ্তৌ সত এব জ্ঞানস্যা
জাগরেহ্ভিব্যক্তিঃ যথা বাল্যে সত এব পুংস্ত্বাদেঃ কৈশোরেহ্ভিব্যক্তিস্তদ্বৎ।
অন্যথা ক্লীবে তদাপত্তিঃ। মাধুর্য্যস্য ব্রহ্মধ্বরূপানুবন্ধিহাং তদ্বিষয়কং জ্ঞানং
ব্রহ্মজ্ঞানমিত্যুক্তম্। অথ মাধুর্য্যজ্ঞভূতং মৌল্যাদি তন্নিম্নোপপত্ততে ভগবতো-

না।’ কিন্তু ঐশ্বর্য্যজ্ঞান ও মাধুর্য্যজ্ঞান কাহারও সম্বন্ধে এককালে
উদিত হয় না; উহাদের ক্রমান্বয়েই উদয় হইয়া থাকে। যদি বল,
অত্যন্ত অবহিত ব্যক্তির এককালে অনেক জ্ঞান প্রতীত হয়, তাহা
সত্য নহে; জ্ঞান হইতে জ্ঞানান্তরের ব্যবধানকাল অতি সূক্ষ্ম
বলিয়াই উহার প্রতীতি হয় না, তন্নিমিত্তই এককালিকত্ব ভ্রান্তি ঘটে
ক্ষণিকত্বপক্ষ অবলম্বন করিয়া মাধুর্য্যজ্ঞানকালে ঐশ্বর্য্যজ্ঞানের নাশও
কল্পনা করা যায় না; কারণ, তদবস্থায় উহার নাশ স্বীকার্য্য নহে।
ঐশ্বর্য্যজ্ঞান তৎকালে অপ্রকট অবস্থায় থাকে। সেই কারণে তৎকালে
উহার প্রকাশ দেখা যায় না। যেক্ষণ সুষুপ্তিকালে জ্ঞান না থাকিলে
নিদ্রাভঙ্গে স্মরণ অনুপপন্ন হয়, তদ্রূপ, তৎকালে ঐশ্বর্য্যজ্ঞান না
থাকিলে উহার স্মরণ অসম্ভব হয়। যদি বাল্যে অপ্রকট পুরুষত্ব
স্বীকার না করা যায়, তবে যৌবনে উহার আবির্ভাব কি প্রকারে
হইবে? উৎপত্তি স্বীকার করিলেও নিস্তার নাই। বিনষ্ট পৌরুষ
নপুংসকেও সময়ে পুরুষত্ব আবির্ভূত না হইবার কারণ কি? কে
উহার আবির্ভাবের প্রতিবন্ধক হইবে? সূর্য্যের ন্যায় নিরন্তর

হপীত্যাদিনা । সংমুঞ্চত্বমসর্বজ্ঞত্বম্ । তদিতী শ্রীদশমে শুকবাক্যম্ । তদভিজ্ঞঃ
 শক্ৰপূজাবিদিতি প্রকাশিতজ্ঞানত্বম্, প্রশ্রয়াবনতোহপৃচ্ছদিতিসংমুঞ্চত্বম্ । নন্থেতৎ
 সংমুঞ্চত্বানুকরণে ন তু সংমুঞ্চত্বে প্রমাণমিতি চেত্তত্রাহ ততো বৎসানিত্যাদি ।
 তচ্চেতি সংমুঞ্চত্বম্ । ন চাস্য স্বরূপানতিরেকিত্বে স্বীকৃতে ব্রহ্মস্বরূপমজ্ঞানশবলং
 স্বীকৃতমিতি ভ্রমিতব্যম্ । নখরচিকুরাদৃষ্টবদৈলক্ষণোনাভাসমান্যাপি তস্য জ্ঞান-
 ত্বাবিরহাৎ । ইদমেব সমর্থয়নাহ ইতরস্যেতি । তমোরত্তেরজ্ঞানস্য ব্রহ্মস্বরূপেহ-
 সত্ত্বাদিত্যর্থঃ । তত্র প্রমাণমক্টাদশেতি বৈসংবতন্ত্বে । “ন যত্র মায়া কিমুতাপরে”
 ইতি “মায়া পরৈত্যভিমুখে চ বিলজ্জমানা” ইত্যাদিকং চাত্রানুচিন্ত্যম্ ।
 মোহন্তদ্রেতি বিয়ুধ্যামলে । খেদঃ ক্ৰোধঃ । পরিশ্রম ইন্দ্রিয়শৈথিল্যম্ ॥৬॥

প্রকাশিত জ্ঞানস্বরূপ শ্রীভগবানে নরলীলোপযোগী মুক্তভাব দৃষ্ট হইয়া
 থাকে । বৃন্দাবনে শ্রীমন্নন্দাদি গোপগণ ইন্দ্রযাগে উত্তত হইয়াছেন,
 জানিয়াও সর্বজ্ঞ, সর্বাত্মা শ্রীভগবান্ অজ্ঞাত মুক্তের ন্যায় নন্দাদি-
 বৃদ্ধগোপগণকে তদ্বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন । ঐরূপ ব্রহ্মা যখন
 মায়ামুক্ত হইয়া গোবৎসসকলকে ও বৎসপালকগণকে হরণ করেন,
 তখনও তিনি মুক্তের মত তাহাদিগকে বনে বনে অন্বেষণ করিয়া-
 ছিলেন । এই সকলস্থলে স্বপ্রকাশ, জ্ঞানঘন শ্রীভগবানের যে মুক্তত্ব
 উক্ত হইয়াছে, তাহা তাঁহার নিজ চিচ্ছত্তির সাররূপ যে লীলানন্দ
 তদাত্মকই জানিতে হইবে ; কারণ, উহা তাঁহার স্বরূপ হইতে অতি-
 রিক্ত নহে । যদি বল, শ্রীভগবানের স্বরূপ হইতে উক্ত মুক্তত্বাদিকে
 অভিন্ন বলিয়া স্বীকার করিলে তাঁহাতে অজ্ঞানের সত্তা স্বীকার করা
 হয়, তাহা ঠিক নহে । যেরূপ ভগবানের নখরচিকুরাদি অঙ্গসকলের
 পৃথক্ প্রতীতি হইলেও উহাদের জ্ঞানরূপত্বের অঙ্গ স্বীকার করা
 যায় না, তদ্রূপ মুক্তত্বাদিরও জ্ঞানরূপতার অস্বীকার করা যায় না ।
 কারণ, ব্রহ্মস্বরূপে তমোগুণকার্য্য যে অজ্ঞান, তাহার সত্তা স্বীকার
 করা যায় না । অতএব তাদৃশ মুক্তত্বাদি যে লীলানন্দাত্মক, ইহা সিদ্ধ
 হইল । তন্ত্বে বলিয়াছেন, “শ্রীভগবানের শ্রীবিগ্রহ অষ্টাদশ মহা-
 দোষরহিত । ঐ বিগ্রহ সর্বৈশ্বর্য্যময়ী এবং সত্যবিজ্ঞানানন্দরূপিণী” ।
 অষ্টাদশ মহাদোষ যথা,—“মোহ, তন্দ্রা, ভ্রম, রূক্ষরসতা, উন্মগকাম,
 লোলতা, মদ, মাৎসর্য্য, হিংসা, খেদ, পরিশ্রম, অসত্য, ক্রোধ,
 আকাঙ্ক্ষা, আশঙ্কা, বিশ্ববিলম্ব, বিষমত্ব ও পরাপেক্ষা ॥৬॥

ননু “ততো বৎসানদৃষ্ট্য পুলিনেহপি চ বৎসপান্। উভাবপি বনে কৃষ্ণে বিচিকায় সমন্ততঃ” ইত্যত্র মোহঃ ; “কচিৎ পল্লব-তলেষু নিযুক্তশ্রমকর্ষিতঃ। বৃক্ষমূলাশ্রয়ঃ শেতে গোপোৎসঙ্গো-পবর্হণঃ” ইত্যত্র তন্দ্রাখেদশ্রমাঃ ; “তাবজ্জিযুগ্মম্” ইত্যাদৌ “মুগ্ধ-প্রভাতবহুপেয়তুরন্তিমাত্রোঃ” ইতি ভ্রমঃ ; “বৎসান্ মুগ্ধম্ কচিদ-সময়ে ক্রোশসজ্জাতহাসঃ” ইত্যাদৌ লোলতা ; মদবিমূর্ণিতলোচন ঈষদ্যানদঃ স্বসুহৃদাং বনমালা” ইত্যাদৌ মদঃ ; লোকেশমানিনাং মোঢ়্যাক্ষরিণ্যে শ্রীমদং তমঃ” ইত্যাদৌ মাৎসর্যম্ ; হিংসা চ পুতনাদিবধঃ ; “নাহং ভক্তিবানস্ব সর্বৈ মিথ্যাভিশংসিনঃ” ইত্যত্র জরাসন্ধচ্ছলাদৌ চাসত্যম্ ; ক্রোধোহপি তত্র তত্র প্রসিদ্ধ এব ॥৭॥

নিরস্তান্ দোষানাশাপাণ্ড পুনঃ পরিহরতি নবিত্যাদিনা। “ততো বৎসান্” ইত্যাদীনি “কাপাদৃষ্টান্তঃ” ইত্যন্তানি শ্রীদশমবাক্যানি। বিচিকায় মৃগয়ামাস। তাবতি “তাবজ্জিযুগ্মমুগ্ধসরীসৃপ্তৌ ঘোষপ্রঘোষকৃচিরং ব্রজকর্দমেযু। তন্নাদহটমনসামংসৃত্য লোকং মুগ্ধপ্রভাতবহুপেয়তুরন্তিমাত্রোঃ” ইতি কৃৎস্ন-বাক্যম্। অতস্মিন্তদ্বুক্তিলক্ষণে ভ্রমঃ। “কচিদাবাং গ্রহীতুমায়তি” ইত্যেবং-লক্ষণঃ লোকং জনমনুসৃত্য বীক্ষ্য। লোলতা চাপল্যম্। মাৎসর্যং পরোৎ-কর্ষাসহনম্। নাহমিতাত্র হরেরগ্য ভক্ষণং নাস্তি মৃদঃ পৃথিব্যাঃ গর্ভে প্রাণেহব-স্থিতিরिति যে ব্যাচক্ষতে তে স্বপূর্ব্বরসিকা এব মাগধচ্ছলে খণ্ডিতায়াং চ প্রেয়স্যাং ব্যভিচারায় ॥৭॥

এই মতের উপর পূর্ব্বপক্ষ করিতেছেন—শ্রীমদ্ভাগবতাদি শাস্ত্রানু-সারে শ্রীভগবানের মোহাদি স্পষ্টই প্রতীত হয়। ব্রহ্মা যখন পুলিন হইতে বৎসবালকাদি অপহরণ করিলেন, তখন শ্রীকৃষ্ণ মুগ্ধের ন্যায় বনमध्ये উহাদিগের অবেষণ করিয়াছিলেন ; এই স্থলে তাঁহার মোহের লক্ষণ প্রকাশ পাইতেছে। যুদ্ধে ক্লান্ত হইয়া বনে গোপবালকগণের ক্রোড়ে মস্তক রাখিয়া বৃক্ষতলে শয়ন করিয়াছিলেন ; এই স্থলে খেদ ও শ্রম অর্থাৎ ক্লান্তির প্রকাশ। বাল্যলীলায় পদদ্বয় ঘর্ষণ করিয়া মুগ্ধ ও ভীতের ন্যায় শ্রীমতী যশোদা ও শ্রীমতী রোহিণীর নিকট গমন করিলেন ; এই স্থলে ভ্রম অর্থাৎ ভ্রান্তির প্রকাশ। গোপিগণের গৃহে অসময়ে বৎসবালকের গলার রজ্জু মোচন করিয়া দিতেন এবং তাহাতে তাঁহারা ক্রুদ্ধ হইলে হাস্য করিতেন ; এই স্থলে লোলতা

“তাং স্তন্যকাম আসাচ্চ মথু স্ত্রীং জননীং হরিঃ। গৃহীত্বা দধিমস্থানং
 গ্ৰমেধং প্রীতিমাবহন্ ॥” ইত্যত্র আকাজ্জা ; “কাপ্যদৃষ্টান্তবিপিনে
 বৎসান্ পালান্শ্চ বিশ্ববিং। সৰ্ব্বং বিধিকৃতং কৃষ্ণঃ সহসাবজগাম
 হ” ইত্যত্র আশঙ্কা ; “সোহকাময়ত বহু স্ত্র্যাং প্রজায়েয়” ইত্যাদৌ
 জগদাবেশরূপো বিশ্ববিভ্রমঃ ; (গীঃ ৯।২৯) “সমোহহং সৰ্বভূতেষু
 ন মে দ্বেষ্টিহস্তি ন প্রিয়ঃ। যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে

তামিতি। আকাজ্জা ক্ষুধিতস্য স্তন্যপানস্পৃহা। কাপীতি। আশঙ্কা বিতর্কঃ।
 স ইতি তৈত্তিরীয়কে। স পরমাত্মা। সমোহহমিতি শ্রীগীতাসু। অহমিতি।
 পরাপেক্ষা অন্যশ্রয়ণম্। তানিতি সংমুখহাদীন্ বিনা। মুগ্ধতাশঙ্কাভ্যামৈশ্বর্য-
 সেবিনাং বিতর্কবিশ্ময়রসোদয়ঃ মাধুর্যসেবিনাং তু বাৎসল্যাদিরসোদয়ঃ।

অর্থাৎ চঞ্চলতার প্রকাশ। গোপিগণ বলিয়াছিলেন যে, বনমালী মদে
 ঘূর্ণিতনেত্র হইয়াছেন ; এই স্থলে মদ অর্থাৎ গর্বের প্রকাশ।
 গোবর্দ্ধন-ধারণকালে শ্রীকৃষ্ণ মাৎসর্যবিত্ত হইয়া বলিয়াছিলেন যে,
 আমি লোকপালাভিমानी গর্বিত ইন্দ্রের গর্ব হরণ করিব ; এই স্থলে
 মাৎসর্য অর্থাৎ পরশ্রীকাতরতার প্রকাশ। পুতনাবধে হিংসার
 প্রকাশ। মৃদুক্ষণলীলায় ‘আমি মৃত্তিকা ভক্ষণ করি নাই,’ এই উক্তি
 ও জরাসন্ধ-বধাঙ্গলীলায় ছলনাহেতু অসত্য অর্থাৎ মিথ্যার প্রকাশ।
 ক্রোধও ঐ সকল লীলার মধ্যে মধ্যে দেখা গিয়া থাকে ॥৭॥

স্তন্যপিপাসু হইয়া দধিমস্থনকারিণী জননী শ্রীযশোদার সমীপে
 গমনপূর্বক স্তন্যপানার্থ মস্থনদণ্ড ধারণকরতঃ তাঁহার মস্থনকার্য্য নিষেধ
 করিয়াছিলেন ; এই স্থলে আকাজ্জা অর্থাৎ বাসনার প্রকাশ। বনমধ্যে
 কোনস্থানেই যখন বৎস ও বৎসপালকগণকে দেখিতে পাইলেন না,
 তখন শ্রীকৃষ্ণ সহসা উহা ব্রহ্মাকৃত বলিয়া অবগত হইয়াছিলেন ; এই
 স্থলে আশঙ্কা অর্থাৎ বিতর্কের প্রকাশ। সৃষ্টিলীলায় শ্রীভগবানের
 যে বহু হইবার সঙ্কল্প, তাহাতে জগদাবেশরূপ বিশ্ববিভ্রম অর্থাৎ বিশ্ব-
 ভ্রান্তির প্রকাশ। আবার তিনি যে শ্রীমদর্জুনের নিকট বলিয়াছিলেন,
 আমি সর্বভূতে সমদৃষ্টি, আমার দ্বেষ্টিও নাই এবং আমার প্রিয়ও কেহ
 নাই ; কিন্তু যাহারা আমার ভজন করে, আমি তাদৃশ ভক্তে অবস্থান
 করি এবং তাহারাও আমাতেই অবস্থান করে ; এই স্থলে বৈষম্য

তেষু চাপ্যাহম্” ইত্যাদৌ বৈষম্যম্; “অহং ভক্তপরাধীনঃ” ইত্যাদৌ পরাপেক্ষা চাবগম্যতে। রুক্মরসতা প্রেমসম্বন্ধাদৃতে রাগঃ; উল্লণো ছঃখহেতুঃ কামঃ; তাবেভৌ মাস্তাম্। ততশ্চ “মোহাদীনাং ষোড়শানাং প্রমাণসিদ্ধহান্নির্দোষতত্ত্বং”, কথমিতি চেন্ন, ভক্তানন্দ-বৈচিত্র্যপোষকলীলাবিলাসভক্তসংরক্ষণভক্তবাৎসল্যাদিসিদ্ধয়ে প্রাকৃতগন্ধাম্পৃষ্টাঃ স্বরূপধর্ম্মা এবৈতে উদয়ন্তে তান্ বিনা লীলাস্ত-

লোলতামদাভ্যাং সবয়সাং নিযুদ্বাদিক্রীড়া সুভ্রবাং তু স্মরাহত ইব বুদ্ধিঃ। তত্র খেদাদয়ঃ ভূতানাং সেবানন্দবিবর্দ্ধনাসুদ্রিচ্ছাবিশেষাঃ। মাৎসর্য্যক্রোধহিংসাত্তি-রসতাং বিনাশাত্তাভিঃ সদ্রক্ষা এব। ভ্রমলোলতাভ্যাং পিতৃবর্গকৌতুকাভির্বুদ্ধিঃ।

(অর্থাৎ অসমতার) প্রকাশ। ভক্ত-পরাধীনতার স্থলে তাঁহার পরাপেক্ষা অর্থাৎ অগ্ন্যশ্রয়ণেরও প্রকাশ পায়। রুক্মরসতা অর্থাৎ প্রেমসম্বন্ধ-শৃঙ্খলাগ এবং ছঃখহেতুক যে কাম, তাহা নাই থাকুক, কিন্তু পূর্বোক্ত ষোলটি দোষের অগ্ন্যথা নাই। যদি তাহাই হইল, তবে আর শ্রীবিগ্রহ-কে নির্দোষ বলা যায় কিরূপে? ইহাই পূর্বপক্ষ। ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে—শ্রীভগবানে উক্ত যে ষোড়শ দোষ দেখা যাইতেছে, উহা মনুষ্যের সম্বন্ধেই দোষাবহ, শ্রীভগবানের সম্বন্ধে নহে। কারণ ঐগুলি ভক্তগণের হৃদ্যগত আনন্দের বৈচিত্র্যকে পুষ্ট করিয়া থাকে। ভক্তসংরক্ষণ ও ভক্তবাৎসল্য প্রভৃতির সিদ্ধিনির্মিত লীলাবিলাসরূপে উহারা সময়ে সময়ে আবির্ভূত হয়, জানিতে হইবে। শ্রীভগবানের ঐ ভাবগুলিতে প্রকৃতিগন্ধের সংশ্রব নাই। উহারা তাঁহার স্বরূপের ধর্ম্মবিশেষ। ঐ গুলির অস্বীকারে শ্রীভগবানের লীলাদিকার্য্য অসিদ্ধ হইয়া পড়ে। লীলার অসিদ্ধিতে তাঁহার পূর্ণত্বেরও ব্যাঘাত ঘটে। পক্ষান্তরে ঐগুলির স্বীকারে লীলার মাধুর্য্য বৃদ্ধি পায়।

ভগবদগত মুক্তত্ব ও আশঙ্কাদ্বারা ঐশ্বর্য্যভক্তের বিতর্ক জন্ম বিস্ময়-রসের এবং মাধুর্য্যভক্তের বাৎসল্যাদিরসের উদয় হয়। লোলতা ও মদদ্বারা সমবয়স্ক গোপবালকগণের বাহুযুদ্ধাদি ক্রীড়ারসের এবং গোপীদিগের উজ্জলরসের উদয় হয়। খেদ ও পরিশ্রমদ্বারা ভক্তগণের সেবানন্দের বৃদ্ধিতে সেবাভিলাষের উদগম হয়। মাৎসর্য্য, ক্রোধ ও হিংসাদ্বারা অদাধুবিনাশেও সাধুসংরক্ষণ হয়। ভ্রম ও লোলতাদ্বারা

সিদ্ধে: । তদসিদ্ধৌ চ পূর্ণত্বানুপপত্তিঃ । ইতরেষু চ সৰ্ব্বেষু গুণেষু
রুচ্যভাবাত্তত্ত্বানুপপত্তিঃ । ততশ্চ “শ্রদ্ধাভক্তিধ্যানযোগাদবেহি”
ইত্যাদি ঋতিব্যাকোপাপত্তিরিতি । তেষাং গুণত্বাদেব নিদোষ-
পূর্ণগুণেত্যাদিস্মৃতিঃ সংগচ্ছতে ॥৮॥

তত্র তে মোক্ষ্যাদয়ঃ স্বরূপশক্তিসারভূতলীলানন্দাত্মকপ্রেম-
স্বরূপানতিরেকিনখরকুন্তলাদিকবভুশ্লিষ্টান্তব্যঃ । ভাঃ ১০।৭।৩১)
“ক শোকমোহৌ ক্রোধো বা ভয়ং যে অঙ্গসম্ভবাঃ । ক চাখণ্ডিত-

অসত্যেন ন কচিৎ সবয়সাং সুদ্রবাঞ্চ কোপোদয়েন তত্তদ্রস্যাভিবৃদ্ধিঃ । বিশ্ব-
বিভ্রমেণ প্রকৃতিলীনজীবমাত্রানুগ্রহঃ । বিষমত্বপর্যাপেক্ষাকাজ্জাতিঃ সৰ্বভক্তানু-
গ্রহ ইতি ভাব্যম্ । ইতরেষু সার্বজ্ঞ্যাदिषু গুণেষু । তেষাং সংমুদ্রত্বাদীনাম্ ॥৮॥

দাৰ্ঢ্যায়োক্তমর্থং বিশদয়তি তত্র ত ইতি । কেতি শ্রীদশমে
শ্রীশুকবাক্যম্ । বিজ্ঞেয়পি মোহঃ ক দৃষ্ট ইতি পৃচ্ছায়াং তেষু তং দর্শয়তি ।

বাৎসল্যাদিরসের ভক্তগণের কৌতুকোৎকর্ষ হয় । অসত্যদ্বারা সখা ও
সখীদিগের কোপোদয়ে তত্তদ্রসের আধিক্য হয় । জগদাবেশরূপ বিশ্ব-
বিভ্রমদ্বারা প্রকৃতিলীন জীবগণের প্রতি অন্তকম্প্য প্রকাশ করা হয় ।
বিষমত্ব, পর্যাপেক্ষা ও আকাজক্ষা দ্বারা ভক্তনাত্নের প্রতি কৃপা সূচিত
হয় । ভক্তপক্ষপাতে বৈষম্য, ভক্তাধীনত্বে পর্যাপেক্ষা এবং ভক্ত-
বাৎসল্যে আকাজক্ষা দেখিয়া ভক্তগণ শ্রীভগবানে ভক্তি করিতে
অভিলাষী হন । অতএব এইগুলিকে দোষ বিবেচনায় যদি কেহ
শ্রীভগবানে রুচিবিহীন হন, তবে তাঁহার সার্বজ্ঞ্যাদিগুণেও রুচি হইতে
পারে না । কারণ, সার্বজ্ঞ্যাদির সামঞ্জস্যই হয় না । একরূপ হইলে
শ্রীভগবানে ভক্তিই অসিদ্ধ হইয়া উঠে । ভক্তির অসিদ্ধিতে “শ্রদ্ধা,
ভক্তি ও ধ্যানযোগ দ্বারা শ্রীভগবানকে অবগত হও” ইত্যাদি ঋত্যর্থের
বাধা হয়, এবং তাহা হইলে শ্রীভগবান্ নিদোষগুণপূর্ণ শ্রীবিগ্রহবিশিষ্ট
ইত্যাদি যে সকল স্মৃতি আছে, উহাদেরও অসঙ্গতি হয় । অতএব
মুদ্রত্বাদি ভাবসকল, শ্রীভগবানের “স্বরূপশক্তির সারভূত যে লীলানন্দ,”
তদাত্মক প্রেমস্বরূপ হইতে অভিন্ন, ইহাই স্থির সিদ্ধান্ত হইল ॥৮॥

ঐ অভেদও শ্রীভগবানের শ্রীবিগ্রহের অংশভূত নখরকুন্তলাদির
ন্যায় জানিতে হইবে । বিগ্রহাংশ, বিগ্রহ ও শ্রীভগবান্ সকলই এক-

বিজ্ঞানজ্ঞানৈশ্বর্য্যঃ সুরেড়িতঃ,” ইত্যত্র যে অঙ্গসম্ভবাস্তে চেতু্যন্তে-
বুদ্ধিসম্ভবাস্তে ন সম্ভীতি মতত্বাৎ। “তৎস্মারিতানন্তহতাখিলে-
ন্দ্রিয়াঃ” ইত্যাদৌ বিধ্বস্ততমসাং শ্রীশুকাদীনাং চ ভগবৎপ্রেম-
মোহো দৃষ্টঃ ॥৯॥

(ভাঃ ১।৮।৩১) গোপ্যাদদে ত্বয়ি কৃতাগসি দাম তাবদ্ যা তে
দশাশ্রকলিলাঞ্জনসংভ্রমাক্ষম্। বক্তুং নিনীয় ভয়ভাবনয়া স্থিতস্য
সা মাং বিমোহয়তি ভীরপি যদিভেতি ॥” (ভাঃ ৩।৪।১৭) “মন্ত্ৰেষু
মাং বা উপহূয় যত্নমকুষ্ঠিতাখণ্ডসদাশ্রবোধঃ। পৃচ্ছঃ প্রভো মূর্ত্ত-

তদিতি শ্রীদশমে সূত্রোক্তিঃ। তেন পরীক্ষিতা স্মারিতো যোহনন্তঃ শ্রীকৃষ্ণ-
স্তেন হতান্যখিলানীন্দ্রিয়ানি যস্য স শ্রীশুকস্তৎপ্রেমসংমুগ্ধ ইত্যর্থঃ ॥৯॥

গোপ্যাদদ ইতি প্রথমে কৃত্ত্বাকান্। গোপী বজেশ্বরী তন্মাতা। বক্তুং
নিনীয় অর্থঃ কুহ মামিযং তাড়য়েদিতি ভয়ভাবনয়া স্থিতস্য তবেতি। অন্যৎ
প্রকটার্থম্। মন্ত্ৰেষু হ্যুদ্ভবোক্তিস্তৃতীয়ে। মামুপহূয় আকার্য্য। ইহেবশব্দৌ
নিশ্চয়ার্থে। কিমিব নিরাগসি ময়ি কুপ্যসীত্যাদিবং ন চ মুগ্ধ ইব নতু
বস্ত। সকলই চিন্ময়, জড়াত্মক নহে। শ্রীমদ্ভাগবতেও কথিত হইয়াছে,
“অখণ্ডিত-বিজ্ঞানজ্ঞানৈশ্বর্য্য ও নিখিলদেবতাস্তত শ্রীভগবানে দেহ-
সম্ভব শোক, মোহ, ক্রোধ ও ভয়ের সম্ভাবনা কোথায়? তবে যে
তঁাহাতে ঐ সকল ভাব দেখা যায়, সে তঁাহার ইচ্ছাধীন। মনুষ্যের
ক্রোধাদি শারীরিক, শ্রীভগবানের কেবল মানসিক। “অখিলেন্দ্রিয়-
হরণকারী অনন্ত শ্রীকৃষ্ণ পরীক্ষিৎ কর্তৃক স্মারিত” ইত্যাদি উক্তিদ্বারা
শ্রীশুকদেবাদি তমোগুণরহিত মুক্তপুরুষগণেরও শ্রীভগবদ্বিময়ক প্রেম-
মোহ দৃষ্ট হইয়া থাকে ॥৯॥

“আহা! তুমি মনুষ্যের কি ‘চমৎকার অনুকরণ’ই করিয়াছ! হে
দামোদর! দধিভাণ্ড-ছিদ্রীকরণাপরাধে মাতা যশোদা যখন তোমাকে
বন্ধন করিবার জন্য রজ্জু গ্রহণ করিলেন, তখনই মহাকালেরও ভয়-
স্বরূপ তুমি নেত্রাঞ্জনবিমিশ্র-অশ্রুপ্লুতনয়নে নতমুখে মাতৃতাড়নভয়ে
ভীত হইয়াছিলে, তোমার তাৎকালিক অবস্থাস্মরণে আমি এখনও
বিমুগ্ধ হইতেছি।” কুন্তীদেবীর এই বাক্যানুসারে এবং “হে দেব!
কুণ্ঠাধর্ম্মরহিত, কালাদিদ্বারা অখণ্ডিত, সংশয়শূন্য আত্মজ্ঞানবিশিষ্ট

ইবাশ্রমভূতন্ত্বে মনো মোহয়তীব দেব” ইত্যাদিষু তত্ত্ববিদামপি শ্রীশুক-উদ্ধবাদীনাং মোহদর্শনান্নানুকৃতিরূপান্তে শ্রীশুকাদিভিরা-
বিশ্লেষ্যন্তাঃ। লোকবিড়ম্বনাदिशब्दत्रापि दिव्यलीलया लोका-
चारातिक्रमां संगच्छते ॥১০॥

তদেবং মোক্ষ্যসার্বজ্ঞয়োত্তরায়োঃ সহাবির্ভাবাং স্বসেবকার্ত্তি-
স্তুতিপরিচর্য্যাভবধানমপি সিদ্ধম্। এবঞ্চোক্তমনুভবিতৃভিঃ—
“সর্বজ্ঞত্বে চ মোক্ষ্যে চ সার্বভৌমমিদং মহঃ। নির্বিশল্পয়নং হন্ত
নির্বাকপদমশ্লুতে” ইতি। বিরুদ্ধানাং গুণানাং সহাবস্থিতিঃ

মুক্তঃ মোহয়তীব ন তু মোহয়তীতি ব্যাখ্যেয়ম্। তথা সতি বিরোধাভাবাং
কর্মাণ্যনীহস্য ভবেহভিলপাত ইত্যাদিষু বিরুদ্ধেষু তদ্বাক্যোপাদানবৈয়র্থ্যাং
কুন্তীবাক্যে ইবশব্দাভাবাচ্চ। তে মোহাদয়ঃ ষোড়শ। লোকাচারেতি।
লোকাচরিত্যকারাদিত্যর্থঃ ॥১০॥

ননু হরেন্মৌল্যেন তত্ত্বপ্রসিদ্ধিঃ স্যাৎ কিন্তু দীনাভ্যর্থনানবধানেন তেন মহতী
বিস্কৃতিরিতি চেত্তব্রাহ তদেবমিতি। মোক্ষ্যকাল এব সার্বজ্ঞ্যমস্তীতি ন ক্ষতিলেশ
ইতিভাবঃ। বিজ্ঞানুভবং প্রমাণয়তি এবঞ্চোক্তমিতি। অনুভবিতৃভিস্তস্য
মোক্ষ্যসার্বজ্ঞো বিজ্ঞানন্তিলীলাশুঠকৈঃ। সর্বজ্ঞত্বে চেতি। সর্বাসু ভূমিষু বিদিতং

হইয়াও যে মন্ত্রণার জন্তু আমাকে আহ্বান করিয়া অঙ্গসদৃশ অবহিত
হইয়া মন্ত্রণা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তাহা আমার চিন্তকে যেন মুক্ত
করিতেছে।” উদ্ধবের এই বচনানুসারে তত্ত্বজ্ঞ শ্রীশুকদেব ও শ্রীউদ্ধবা-
দির মোহদর্শন ও আবেশোক্তিহেতু শ্রীকৃষ্ণের কার্য্যসমূহ যে কেবল
মনুষ্যলীলানুকরণ নহে, ইহা সিদ্ধান্তিত হয়। লোকবিড়ম্বনাदिशब्द
ভগবান্ অপ্ৰাকৃত লীলাদ্বারা যে লোকাচারকে অতিক্রম করিয়াছেন
ইহা জ্ঞাত করায়। অতএব “শ্রীভগবান্ লোককে বিড়ম্বিত করিয়াছেন”
ইত্যাদি উক্তিও সঙ্গত হইতেছে ॥১০॥

যদি বল, শ্রীভগবানের মুক্ততার সময়ে দীন ভক্তজনের অভ্যর্থনাতে
অনবধান হেতু মহতী ক্ষতি হয়, তাহার উত্তর এই ;—শ্রীভগবানের
মোক্ষ্যও সার্বজ্ঞ্যগুণের সহাবির্ভাবহেতু, অর্থাৎ তাঁহার মুক্ততার কালেও
সার্বজ্ঞ্যের অস্তিত্ববশতঃ স্বসেবকের আর্তি, স্তুতি বা পরিচর্য্যাদিতে
অবধানই হইয়া থাকে, অনবধান ঘটে না। অতএব কোন ক্ষতিও হয়

স্বার্থ্যতে—“ঐশ্বর্যযোগান্তগবান্ বিরুদ্ধার্থোহভিধীয়তে। তথাপি দোষাঃ পরমে নৈবাহার্য্যাঃ কথঞ্চন গুণবিরুদ্ধা অপ্যেতে সমাহার্য্যাঃ সমন্ততঃ” ইতি। তদিদমভিহিতং ভগবতা সূত্রকারেণ (ত্রঃ সূঃ) “সর্ব্বধন্যোপপত্তেশ্চ” ইতি। পরমেশ্বরঃ খলু শব্দৈকনির্ণয়-যাথাত্ম্যো ভবতি ন তু তর্কৈস্তত্র প্রতিবিধানং যুজ্যত ইতি চোক্তম্—“শ্রুতেস্ত শব্দমূলত্বাৎ” ইতি ॥১১॥

সার্ব্বভৌমম্। তত্ত্বভয়ধর্ম্মশালিত্বেন সর্ব্বত্র খ্যাতমিত্যর্থঃ। মহঃ স্বপ্রকাশরূপং কৃষ্ণাখ্যং বস্তু নির্বাণপদং মোক্ষস্থানং গোকুলাখ্যমশ্লুতে স্বভোগ্যত্বেনানুভবতি তৎস্বামি তদিত্যর্থঃ। স্বরূপশাবল্যাপত্তিস্তু পূর্ব্বোক্তৈর্নিরস্যা অর্থঃ প্রমাণমাহ ঐশ্বর্য্যোতি কোশ্মে। অচিন্ত্যশক্তি ইতি তদর্থঃ। এবং শ্রীব্যাসনির্ণয়মাহ সর্ব্বেতি। সর্ব্বেষাং বিভূত্বমধ্যমত্বাদীনাং মিথোবিরুদ্ধানাং গুণানাং ব্রহ্মণ্যুপপত্তেঃ সিদ্ধেরবিষমেহপি তন্নিহ্ন ভক্তপক্ষপাতলক্ষণং বৈষম্যং মন্তব্যমিতি প্রাকরণিকোহর্থঃ। নম্বেবং স্যাৎবাদাপত্তিঃ। মৈবম্। তদ্বাদে সর্ব্বৈহর্থাঃ কথঞ্চিত্ত্বেনানিশ্চিতরূপা ইহ তু নিশ্চিতরূপা ইত্যতিবিশেষসত্ত্বাৎ ॥১১॥

না। শ্রীভগবদগুণানুভবকারী শ্রীলীলাশুক প্রভৃতিও এইরূপ বলিয়া থাকেন। “শ্রীভগবানের সর্ব্বজ্ঞতায় বা মুক্ততায় সর্ব্বব্যাপক এই তেজ নয়নে প্রবেশ করিলে তিনি গোকুলাখ্য মোক্ষপদকে নিজ ভোগ্যস্বরূপে অনুভব করেন।” ইহাই লীলাশুকের উক্তি। পরস্পর বিরুদ্ধ গুণসকলের সহাবস্থিতি শ্রীভগবানে স্বীকৃত হইয়া থাকে। কূর্ম্মপুরাণে বলিয়াছেন—ঐশ্বর্য্যের যোগহেতু শ্রীভগবান্কে বিরুদ্ধার্থই বলা হয়। সেই পরমেশ্বরে কোনরূপেই দোষারোপ করা যাইতে পারে না। তাঁহাতে বিরুদ্ধ গুণসকলের সামঞ্জস্য হয়। ভগবান্ সূত্রকারও বলিয়াছেন,—“ঈশ্বরে বিভূত ও মধ্যমত্ব প্রভৃতি পরস্পর বিরুদ্ধ গুণসকলের উপপত্তি হইয়া থাকে। পরমেশ্বরের ঈদৃশস্বরূপ কেবল শাস্ত্রদ্বারাই নির্ণয়, তর্কদ্বারা উহা নির্ণয় করা যায় না। এই নিমিত্তই সূত্রকার বলিয়াছেন, “পরমেশ্বরসম্বন্ধে লোকদৃষ্ট কোন দোষই সঙ্গত হয় না। কারণ, পরমেশ্বরের স্বরূপ শ্রুতিনির্ণয়। অবিচিন্ত্য বিষয়ে শব্দই একমাত্র মূল প্রমাণ” অতএব পরমেশ্বর অবিষম হইলেও তাঁহাতে ভক্তপক্ষপাতরূপ বৈষম্য মন্তব্য হইয়াছে, ইহাই এই প্রকরণের প্রকৃত তাৎপর্য্য ॥১১॥

অন্যে হেবমাহঃ,—মৌক্ষ্যাদয়ঃ প্রপঞ্চধর্ম্য। ভগবতানুক্রিয়ন্তে স্বজনানন্দায়,— (ভাঃ ১০।১৪।৩৭) “প্রপঞ্চং নিম্প্রপঞ্চোহপি বিড়ম্বয়সি ভূতলে। প্রপঞ্চজনতানন্দসন্দোহং প্রথিতুং প্রভো” ইত্যাদি স্মৃতেঃ। তথাপি তত্ত্ববিদাং স্বস্ত্য চ তৈ রসোদয়ঃ স্তাৎ লবণাকরনিপাতগ্যায়াং তৎকৃতত্বেন তেষাচিস্ত্যত্বপ্রাপ্তেঃ। শ্রীবল-প্রভৃৎপ্রাদিরূপেণ শিষ্যত্বভূত্যাভ্যন্তরানুকারণো হি দৃষ্টেঃ। দেবমিরূপেণ ভক্ত্যাভ্যন্তরানুকরণশ্চেতি ॥১২॥

তদেবমৈশ্বর্য্যমাদুর্য্যাবিসয়ত্বেন ভগবতো জ্ঞানং দ্বিধা দর্শিতম্। তেন তদ্বারিকায়্য ভক্তেশ্চ দ্বৈবধেয়ন ভাব্যম্। তত্রাত্মা বিধি-ভক্তিঃ ; তয়া সিদ্ধাঃ স্বনিষ্ঠাদয়শ্চাচ্চিরাদিবত্সর্গা পরং পদং লভন্তে। “তেহচ্চিসম্” ইত্যাদি শ্রুতেঃ। যে ত্বার্তাস্তদধিককুপা-পাত্রাস্তে খলু ভগবতৈব তান্ধ্যবাহনেন তদ্বিশস্তীতি মন্তব্যং বারাহচরমাৎ। যথাহ ভূদেবীং প্রতি ভগবান্ বরাহদেবঃ—“সোহহ-

সঙ্গত্যন্তরমাহ অন্যে স্থিতি। প্রপঞ্চমিতি ব্রহ্মবাক্যং শ্রীদশমে। বিড়ম্বয়-সনুকরোষি। প্রপন্নোতি। অস্ম জনতয়া অসঙ্কোচে মৎসেবনে সুখবুদ্ধিঃ স্যাদিতি ভাবেনেতি ভাবঃ। তেষ্বিতি। মৌক্ষ্যাদয়ঃ সর্বের স্বরূপনিষ্ঠধর্ম্য। অপ্যচিস্ত্যঃ স্মারিতি ভাবঃ। শ্রীতি। শ্রীশ্চ বলশ্চ প্রভৃৎপ্রাদিরূপত্ব-নেত্যর্থঃ। শিষ্যত্বাদৌ ক্রমো বোধ্যঃ ॥১২॥

এইরূপ অন্য কেহ কেহ বলেন, শ্রীভগবান্ ভূতলে নিজ-ভক্তগণের আনন্দবিধানহেতু মৌক্ষ্যাদি প্রাপঞ্চিক ধর্মের অনুকরণ করিয়া থাকেন। স্মৃতিতেও উক্ত আছে, “হে প্রভো ! আপনি প্রপঞ্চাতীত হইয়াও শরণাগত ভক্তগণের আনন্দরাশিবর্দ্ধনহেতু প্রাপঞ্চিকলীলার অভিনয় করিয়া থাকেন।” তথাপি উহাতে কি তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিদিগের, কি স্বয়ং ভগবানেরও রসোদয় হইয়া থাকে। লবণ সমুদ্রে যেমন কোন দ্রব্য পতিত হইলে তাহা লবণাক্ত হইয়া থাকে, তদ্রূপ শ্রীভগবানেও সকলই আনন্দপ্রদ হইয়া থাকে। শ্রীভগবানের মুক্তত্বাদি সকল ধর্মেরই অচিন্ত্য স্বীকার করা হয়। তিনি কখন শ্রীবলদেবাদিরূপে নিজের শিষ্যত্ব, কখন নারদাদিরূপে ভক্তত্ব প্রভৃতির অনুকরণ করিয়া থাকেন ॥১২॥

মাশ্রিতমস্ত্রায়া স্মরামি চ তদাশ্রয়ম্ । জ্ঞানবৈরাগ্যভক্ত্যাদিক্রিয়া-
রূপপ্রকাশনাং । নস্মামি পরমং স্থানমচ্চিরাদি গতিং বিনা । গরুড়-
স্কন্ধমারোপা যথেষ্টমনিবারিতঃ ॥” ইতি । এতানুদিষ্ট্যাহ পার্থ-
সারথিঃ (গীঃ ১২।৬-৭) “যে তু সর্ব্বাণি কৰ্ম্মাণি ময়ি সম্যশ্চ মৎপরঃ ।
অনন্তেনৈব যোগেন মাং ধ্যায়ন্ত উপাসতে ॥ তেষামহং সমুদ্বর্ত্তা-
নৃত্যুসংসারসাগরাং । ভবামি ন চিরাং পার্থ ময্যাবেশিতচেতসাম্
ইতি ॥১৩॥

প্রকরণার্থং যোজয়তি তদেবমিতি । এতানিতি । হরিং বিনা ক্ষণমাত্রং
স্থানুগণকানার্ত্তানিতার্থঃ । যে স্থিতি শ্রীগীতাসু । ময়ি মদর্থমিতার্থঃ । উপাসতে
কীৰ্ত্তনাদিভিঃ অনুকূলয়ন্তি । ন চিরাং ত্বর্যৈব সমুদ্বর্ত্তাহং ভবামি ॥১৩॥

এই প্রকরণে ঐশ্বর্য্য এবং মাধুর্য্য বিষয়ভেদে শ্রীভগবানের জ্ঞান
দুই প্রকার দেখান হইয়াছে । তদ্ব্যতীত ঐশ্বর্য্য-মাধুর্য্যভেদে ভক্তিরও
দ্বৈবিধ্য হইতেছে । ঐশ্বর্য্যবিষয়িণী প্রথমা ভক্তির নাম বিধিভক্তি ।
ঐ বৈধী ভক্তিদ্বারা সিদ্ধ স্থনিষ্ঠাদি ভক্তসকল অচ্চিরাদিমার্গে পরমপদ
প্রাপ্ত হন । শ্রুতিঃও তাঁহাদিগের অচ্চিরাদি পথে গতির উল্লেখ
আছে । যাঁহারা আৰ্ত্ত অর্থাৎ ভগবৎ-প্রাপ্তিহেতু ব্যাকুল, তাঁহারা
শ্রীভগবানের অপেক্ষাকৃত অধিক দয়াপাত্র বলিয়া গরুড়োপরি আরোহণ
হইয়া শ্রীবৈকুণ্ঠধামে নীত হন । বরাহপুরাণের শেষাংশে এইরূপ
কথিত আছে,—ভগবান্ বরাহদেব ভূদেবীকে বলিয়াছেন, “আমি এই
মন্ত্রময় শরীর আশ্রয় করিয়া রহিয়াছি । আমার নিত্যধামসকল
সর্ব্বদা আমার স্মৃতিপথে রহিয়াছে । জ্ঞানবৈরাগ্যাদিযুক্ত ভক্তির ও
তদঙ্গীভূত ক্রিয়াসকলের প্রচারই আমার কার্য্য । যাঁহারা তদনুসারে
আমাকে পাইবার জন্য অতিশয় আগ্রহাশ্রিত হন, আমি তাঁহাদিগকে
নির্বিঘ্নে গরুড়বাহনে অচ্চিরাদিমার্গ ব্যতীত অবিলম্বে আমার ধামে
আনয়ন করিয়া থাকি । শ্রীভগবান্ অৰ্জ্জুনকেও বলিয়াছিলেন, “হে
পার্থ, যাঁহারা আমাতে সমস্তকৰ্ম্ম ত্যাগপূর্ব্বক মৎপরায়ণ হইয়া অনন্ত-
ভক্তিযোগদ্বারা আমাকে ধ্যানকরতঃ উপাসনা করেন, আমাতে আবিষ্ট-
চিত্ত সেই সকল ভক্তগণকে অচিরে মূতুরূপ সংসার-সাগর হইতে উদ্ধার
করিয়া থাকি” ॥১৩॥

অন্তিমা রুচিভক্তিরূপা তস্মা সিদ্ধান্ত স্বয়ং ভগবতৈব তদ্বিশন্তীতি
 তচ্চ রমাদিলক্কৈকমুত্যাভ্যুপেয়ম্—“নায়ং সুখাপঃ” ইত্যাদেশ্চ।
 এত তু তস্মাতিপ্রার্থাঃ; তদ্ভাবেষু তদ্রূচিনির্ভাৎ; যথাহ
 গোবর্দ্ধনোদ্ধরণাতিবিস্মিতৈর্গোপৈর্দেবাদিভাবেনাশঙ্কিতো। ভগ-
 বান্ শ্রীবিষ্ণু পুরাণে—“মৎ সন্দ্বন্ধেন বো গোপা যদি লজ্জা ন
 জায়তে। শ্লাঘ্যো বাহং ততঃ কিং বো বিচারেণ প্রয়োজনম্।
 যদি বোহস্মি ময়ি শ্রীতিঃ শ্লাঘ্যোহহং ভবতাং যদি। তদাত্মবন্ধু-
 সদৃশী বুদ্ধিবঃ ক্রিয়তাং ময়ি ॥ নাহং দেবো ন গন্ধর্বো ন যক্ষো ন
 চ রাক্ষসঃ। অহং বো বান্ধবো জাতো নাতশ্চিন্ত্যমতোহনুথা।”
 ইতি। ন চাত্ত্বজংকম্পহেতোঃ সন্তমস্তোদয়ান্মাধুর্য্যভাবক্ষতিঃ,—
 “দেবো বা দানবো বা ত্বং যক্ষো গন্ধর্ব্ব এব বা। কিমস্মাকং
 বিচারেণ বান্ধবোহসি নমোহস্ততে ॥” ইতি বন্ধুভাবশ্চৈব তৈঃ
 স্থাপনাৎ। তস্মাত্তদ্ভাবং তন্মুখাৎ শ্রোতুং তেষাং তথাশঙ্কোৎপাদন-
 মিতি জ্ঞায়তে ॥১৪॥

অন্তিমিতি। এত রুচিভক্তাঃ। আশঙ্কিতঃ বিতর্কিতঃ। শঙ্কা চেয়ং
 হরেরিব গোপালস্বাপ্যাত্মবর্ষ্যত্বান্নাজ্ঞতং প্রসজ্জয়তি। বক্ষ্যতি চৈবং তস্মাৎ
 তদ্ভাবমিত্যাदि। মদিতি শ্রীকৃষ্ণবাক্যম্। হে গোপাঃ শ্রীতিঃ পুত্রাদি-
 প্রকারিকা। আত্মবন্ধুসদৃশীতি স্বপুত্রাদিযু যথা বুদ্ধিস্থখা ময়ি ক্রিয়তাম্। বান্ধবঃ
 জ্ঞাতিঃ। সগোত্রবান্ধবজ্ঞাতিবন্ধুস্বজনঃ সমা ইত্যমরঃ। শ্রীহরিবংশেহপোব
 মস্তি। “দেবো বা দানবো বা ত্বং যক্ষো গন্ধর্ব্ব এব চ। অস্মাকং বান্ধবো
 জাতো যোহসি সোহসি নমোহস্ততে” ইতি গোপানাং বাক্যম্। “মন্যন্তে মাং
 যথা সর্বে ভবন্তো ভীমবিক্রমাঃ। তথাহং নাবমন্তব্যঃ স্বজাতীয়োহস্মি বান্ধবঃ”
 ইতি শ্রীকৃষ্ণস্য চ। তস্মাদিতি। তন্মুখাৎ শ্রীকৃষ্ণমুখাৎ। অত্র স্বয়ং তদ্বন্ধু-
 ভাবাভ্যর্থনাং গোবর্দ্ধনোদ্ধরণাদির্দর্শনেন বিস্মিতেষু গোপেষু স্বজাতীয়েষু
 শ্রীমদ্বন্দ্যজ্ঞাত্যভিকৃতিঃ প্রসাদশ্চ গমাতে ॥১৪॥

অন্তিমা অর্থাৎ শেষোক্তা অনুরূপা ভক্তির নাম রুচিভক্তি। তদ্বারা
 সিদ্ধভক্তসকল শ্রীভগবানের সহিত তদীয়ধামে প্রবেশ করিয়া থাকেন।
 ইহাই জীবের সর্বোৎকৃষ্ট গতি। কারণ, শ্রীরমা (লক্ষ্মী) দেবীও এই গতি
 লাভ করিতে ইচ্ছা করেন। শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত হইয়াছে, “গোপীকা-
 সূত ভগবান্ রুচিভক্তের যেরূপ সুখলভ্য, অণু কাহারও সহস্রের সেরূপ

ননু কৃষ্ণা ভগবতো যশোদৌরসপুত্রস্বৈ তস্মিন্ বহুবান্ গোত্র-
লক্ষণো বন্ধুভাবঃ স্ম্যন্ন চাসৌ তদৌরসস্তথানুক্তেঃ । ভাববন্ধুস্ত
ভবেৎ. “যে যথা মাম্” ইত্যাদি তদ্বাক্যাৎ । “নন্দাশ্রজঃ গোপিকা-
শ্রুতঃ” ইত্যাদিবাক্যং তু উপগুহ্যশ্রজামিত্যাদিবদৌপচারিকাস্রজ-
পরং ভাবীতি চেন্নৈব মেতৎ । (ভাঃ ১০।৩৮) “নিশীথে তম উদ্ভূতে
জায়মানে জনার্দনে । দেবক্যাং দেবরূপিণ্যাং বিষ্ণুঃ সর্ব-
গুহ্যশয়ঃ ॥ আবিরাসীদ্ যথা প্রাচ্যাং দিশীন্দুরিব পুঙ্কলঃ” ইত্যত্র
(ভাঃ ১০।৩৫৩) “যশোদা নন্দপত্নী চ জাতং পরমবুধ্যত । ন
তল্লিঙ্গং পরিশ্রান্তা নিদ্রয়াপগতস্মৃতিঃ” ইত্যত্র চ শ্রীশুকেনৈব
তদৌরসত্বশ্রোক্তেঃ । যশোদাপি দেবকীভ্যুচ্যতে—“ঐ নান্দ্রী

ব্রজৌকসাং বন্ধুভাবোদ্ভাবিতা কৃষ্ণে যা ভক্তিঃ সা রাগান্নিকেতাভিধীয়তে
যত্র তস্য রুচিনির্ভর উক্তঃ । তত্র শঙ্কতে নন্বিতি । অসৌ কৃষ্ণঃ । তর্হি
নন্দাশ্রজাদিপদানি কথমর্থবন্তি সুস্তত্রাহ উপগুহ্যেতি । যশোদাশ্রজাং
দেব্যাং যথা দেবক্যাশ্রজমৌপচারিকমুক্তং তথা ভবিষ্যতি । তস্মাজ্জন্মপ্রকরণে

সুখলভ্য নহেন । তাঁহার অক্ষশায়িনী শ্রীলক্ষ্মীও তাদৃশ অনুগ্রহ প্রাপ্ত
হন নাই ।” এই রুচিভক্তসমূহ তাঁহার অতীব প্রিয়তম, যেহেতু সেই
ভাবেই রুচি নির্ভর করিতেছে । শ্রীভগবানের গোবর্দ্ধনধারণ দর্শন
করিয়া বিস্মিত গোপগণ যখন তাঁহার দেবভাবের আশঙ্কা করিয়াছিলেন,
তখন ভগবান্ স্বয়ংই বলিয়াছিলেন,—“আমি দেবতা নহি, আমি যে
তোমাদিগের বান্ধব, তাহার অণুখা নাই । অতএব তোমরা কোন
চিন্তা করিও না ।” এই কথা শুনিয়া গোপগণ বলিয়াছিলেন,—
“তুমি দেবতা হও, দানবই হও, যক্ষই হও, বা গন্ধর্ব্বই হও, আমা-
দিগের সে বিচারে প্রয়োজন কি ? আমরা তোমাকে বান্ধব বলিয়াই
নমস্কার করি ।” এই স্থলে ভগবদৈশ্বর্য্যাদর্শনে গোপগণের হ্রৎকম্প-
হেতু সস্ত্রমের উদয়ে মাধুর্য্যভাবের ক্ষতি বা শিথিলতা হয় নাই ।
কারণ, তাঁহারা তদবস্থাতেও তাঁহাতে বান্ধবত্ব স্থাপন করিয়াছিলেন ।
তবে যে তাঁহারা দেবভাবের আশঙ্কা উত্থাপন করিয়াছিলেন, সে কেবল
শ্রীকৃষ্ণের মুখ হইতে উক্ত বন্ধুভাব শ্রবণ করিবার নিমিত্তই জানিতে
হইবে ॥১৪॥

নন্দভার্যায়। যশোদা দেবকীতি চ” ইত্যাদি পুরাণবচনাৎ। দেবরূপিণ্যামিত্যুক্তেন্দগর্ভসম্বন্ধোহপি ন দোষাবহঃ। বহুদেব-পত্নীবল্লভপত্নী চ পরং পরেশমেব স্বগর্ভাজ্জাতমবুধ্যত। তস্মৈ বহুদেবাগমাদেলিঙ্গং চিহ্নং নাবুধ্যত যতঃ পরীত্যাং। “নন্দ-

যশোদোরসম্বং নোপলভ্যত ইতি চেন্নৈবম্। তৎপ্রকরণেহপি তত্ত্বং পঠিতমিতি হেতুভাবেনাহ নিশীথেত্যাদি।’ তম উদ্ভুতেহন্ধকারব্যাপ্তে নিশীথে জনার্দনে লীলাপুরুষোত্তমে দেব্যাং যশোদায়াং জায়মানে সতি দেবক্যাং দেবকসুতায়্যাং বিষ্ণুরাবিরাসীদিতি যোজ্যম্ তদগর্ভেতি। ন হি সুরতিরত্নমন্দিরে স্থিতো নৃপতিরপুরুষার্থী স্যাদিতি ভাবঃ। ইথেষেত্যাদি। উপগুহ্যাত্মজামিতি মুনিনা তুজম্। স্বপুত্রং গোপায়িতুম্ সুতৈব মেহভূন্ন তু সুত ইতি দেবক্যা উক্তম্।

পুনর্ববার পূর্বপক্ষ উত্থাপন করিতেছেন—যদি বল, শ্রীকৃষ্ণের সহিত গোপগণের বন্ধুভাব স্থাপিত হইতে পারে না। শ্রীকৃষ্ণ যদি যশোদার গর্ভজাত সন্তান হইতেন, তবে স্বজাতীয় বলিয়া তাঁহাতে বন্ধুভাব স্থাপনের সম্ভাবনা থাকিত, কিন্তু যশোদার গর্ভে শ্রীকৃষ্ণের জন্ম উক্ত হয় নাই। অতএব তাঁহাতে গোপগণের তদ্ভাবও স্থাপিত হইতে পারিতেছে না। তবে পরস্পর ভাবের ঐক্যবশতঃ তিনি তাহাদিগের প্রণয়ভাজন বন্ধু হইতে পারেন; কারণ, ভগবান্ নিজেই বলিয়াছেন, “আমাকে যে যেক্রমে ভজন করে, আমিও তদ্রূপেই ভজন করিয়া থাকি।” তবে যে কোথাও কাথাও ‘নন্দাত্মজ, গোপিকাসুত’ প্রভৃতি আত্মজস্ববোধক বাক্যসকল দেখা যায়, তাহা ঔপচারিক, অনাত্মজ পরাত্মজে আত্মজস্ববুদ্ধিমাত্র। পূর্বপক্ষের উত্তরে বলিতেছেন—এইরূপ পূর্বপক্ষ অকিঞ্চিংকর। অন্ধকারাচ্ছন্ন নিশীথকালে জনার্দন অর্থাৎ লীলা-পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ দেবকীতে (যশোদাতে) জায়মান হইলে (জন্মগ্রহণ করিবেন, এরূপ ইচ্ছা করিলে), দেবককন্যা দেবকীদেবীতে বিষ্ণু আবির্ভূত হইয়াছিলেন (অর্থাৎ দেবকী ও বহুদেব দেখিলেন যে, তাঁহাদিগের মধ্য হইতে শ্রীবিষ্ণু জন্মগ্রহণ করিলেন)। এই স্থলে এবং “বহুদেবপত্নীর ন্যায় নন্দপত্নীও স্বগর্ভ হইতে পরেশ জন্মগ্রহণ করিলেন, ইহা বুঝিলেন, কিন্তু বহুদেবের আগমনের চিহ্নও বুঝিতে পারিলেন না; যেহেতু তিনি তৎকালে অত্যন্ত পরিশ্রান্তা এবং ভগবন্মায়ারূপিণী

গোপগৃহে জাতো যশোদাগৰ্ভসম্ভবঃ” ইত্যাদিপুৰাণে স্ফুটমুক্তেশ্চ । ইথঞ্চ নন্দাত্মজগোপিকাসুতাদিশব্ধৈর্মুখ্যার্থৈর্ভাব্যম্ । নমু স্ফুটার্থ-
প্রত্যয়েণ বিরুদ্ধঃ স্মৃৎ, মৈবম্ । যশোদাসুতেন সহ দেবকীসুত-
শ্চৈক্যাস্তদেকস্ম তস্মাৎ মথুরাদিষু গমনাদন্তরাস্তরা ব্রজে কুরুক্ষেত্রে
চাগতেঃ স্ফুটার্থস্থাপ্যভঙ্গাৎ । তথা চোভয়থাপি তদ্বক্ষুঃ সঃ ॥১৫॥

উভয়থেতি সগোত্রত্বেন ভাবেন চ স কৃষ্ণস্তদ্বক্ষুঃ । প্রপঞ্চান্তর্গতে ধাম্নি যশোদা-
দিভিঃ সার্কমেষ মাতৃপুত্রাদিভাবো লোকবৎ পূর্বোক্তভাবেনৈব স্থিতঃ । প্রপঞ্চ-
তীতে তস্মিন্স্থ ও কৃষ্ণায় দেবকীনন্দনাত্মাদিকে গোপগোপীগবাবীতমিত্যা-
দিকে চ মন্ত্রে যন্তুদ্ভাবঃ পঠাতে সত্ত্বলৌকিকশব্দাদিগতনানাবর্ণবদনাদিতো
যুগপৎ সিদ্ধঃ পদ্মকোরকগতক্ষুদ্রবৃহৎপত্রবদোদ্যঃ ॥১৫॥

নিজাদ্বারা তাঁহার স্মৃতি লুপ্ত হইয়াছিল ।” এইরূপ অপরাপর
স্থানসকলে শ্রীশুকদেবও শ্রীকৃষ্ণকে যশোদার গৰ্ভজ বলিয়া ইঞ্জিত
করিয়াছেন । দেবকীশব্দে যশোদাকেও বুঝায় । আদি-পুরাণে
উল্লিখিত আছে—“নন্দপত্নীর যশোদা ও দেবকী এই দুইটি নাম ।”
দেবরূপিণী এই বিশেষণদ্বারা দেবকীশব্দে যশোদাকে বুঝাইতে
পারিলেও যদি উহা বসুদেব পত্নীকেই বুঝাইতেছে, নন্দপত্নীকে নহে,
এইরূপ বলা হয়, তাহাতে কোন দোষ সম্ভবে না । বসুদেবপত্নীর
গৰ্ভের সহিত সম্বন্ধেও শ্রীভগবানের মাহাত্ম্যের কোনরূপ হানি দেখা
যায় না । সুরতরত্ন মন্দিরে থাকিলেও যেকোন নৃপতির পৌরুষের
হানি হয় না, শ্রীভগবানের সম্বন্ধেও তদ্রূপই জানিতে হইবে । তবে
স্বরূপতঃ শ্রীকৃষ্ণ যে ব্রজেই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং মথুরাতে
তাঁহার আবির্ভাবমাত্রই হইয়াছিল, ইহাই সিদ্ধান্তিত কথা । আদি-
পুরাণে স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, “শ্রীকৃষ্ণ নন্দালয়ে যশোদার গৰ্ভে জন্ম-
গ্রহণ করিলেন ।” এই সমস্ত প্রমাণপরম্পরায় নন্দাত্মজ বা গোপিকা-
সুত প্রভৃতি শব্দের মূখ্যার্থই গ্রহণীয় হইতেছে । তাহাতে দেবকীপুত্র-
রূপে যে স্ফুটার্থবোধ, তাহার সহিতও কোন বিরোধ ঘটিতেছে না ।
কারণ, যশোদাসুতের সহিত দেবকীসুতের ঐক্যহেতু, তাঁহার মথুরাদিতে
গমন এবং মধ্যে মধ্যে ব্রজে ও কুরুক্ষেত্রে গমনাগমন বলিলে স্ফুটার্থের

তদেবং দ্বিবিধজ্ঞানভক্তিগোচরঃ কৃষ্ণাভিধানঃ পুরুষোত্তমঃ
কৃৎস্নশক্তিব্যঞ্জী স্বয়ং ভগবানুচ্যতে । অকৃৎস্নতদ্ব্যঞ্জী হ্যেকতদ্ব্যঞ্জী
চ বিলাসোহংশঃ কলা চেতি—“এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্ত
ভগবান্ স্বয়ম্”, “অষ্টমস্ত তয়োরাসীং স্বয়মেব হরিঃ কিল” ইত্যাদি
স্মৃতেঃ । ননু যস্য পুংসো মৎস্তাদয়োহংশকলাঃ সঃ পুমানেব
কৃৎস্নশক্তিপ্রকাশী কৃষ্ণ ইত্যর্থপ্রত্যয়ান্নোক্তব্যবস্থেতি চেৎ, মৈবং ;
ভিন্নোপক্রমার্থকাত্তুশব্দাৎ, ব্রহ্মসংহিতায়াং কৃষ্ণরূপং প্রকৃত্য
ব্রহ্মাণাং পুরুষাণাং রামাদীনাঞ্চ তদবতারত্বোক্তেশ্চ । তথাহি

তত্র যশোদৌরসস্যাস্য কৃষ্ণস্য সর্বতদাবির্ভাবমূলত্বরূপং স্বয়ং ভগবত্বং বক্তুং
প্রকরণমারভতে তদেবমিতি । এবমুক্তবিধয়া । অকৃৎস্নতদ্ব্যঞ্জী । তচ্ছব্দেন
শক্তিঃ পরামৃশ্যতে । এতে চেতি প্রথমে সূতবাক্যম্, পুংসো গর্ভোদকশায়িনঃ
প্রহ্লায়স্য সহস্রশীর্ষঃ । কৃষ্ণস্ত্বিতি তুশব্দঃ পৃথগুপক্রমার্থঃ । তু স্যাভ্বেদেহব-
ধারণে ইত্যমরঃ । গর্ভোদকশয়াদাবির্ভবৎসু মৎস্তাদিষু মধ্যে কৃষ্ণঃ পঠিতস্তথাপি
ন স তদবতারঃ কিন্তু তদাদিসর্বমূলভূত ইত্যর্থঃ । অষ্টমস্ত্বিতি নবমে ।
তয়োর্দেবকীবসুদেবয়োঃ স্বয়মেব হরিরাসীৎ । নন্বিতি যস্য গর্ভোদকশয়স্য
পুংসঃ । ঈশ্বর ইতি কৃষ্ণ ইতি বিশেষ্যম্ । স কীদৃশঃ । পরম ঈশ্বরঃ স্বয়ং
ভগবান্ অতোহনাদিঃ স্বৈতরেষাং বিরিঞ্চাদীনাম্ আদিঃ । ন হৃণ্যেযাং প্রধানা-

ব্যাঘাত হইতেছেন না । অতএব (তুই প্রকারেই) স্বগোত্র ও ভাবনিবন্ধন
সেই শ্রীকৃষ্ণ গোপগণের বন্ধু হইতেছেন ॥১৫॥

উক্ত প্রকারে দ্বিবিধ জ্ঞানের ও ভক্তির গোচর শ্রীকৃষ্ণাভিধেয়
পুরুষোত্তম, সমুদয়শক্তিপ্রকাশী স্বয়ং ভগবান্ বলিয়া কথিত হইতেছেন ।
যাঁহাতে সমুদয় শক্তির প্রকাশ নাই, তিনি শ্রীভগবানের বিলাস এবং
যাঁহাতে তুইটি বা একটি শক্তির প্রকাশ দৃষ্ট হয়, তিনি তাঁহার অংশ বা
কলা হইতেছেন । শ্রীমদ্ভাগবতে বলিয়াছেন, গর্ভোদকশায়ী প্রহ্লাদাখ্য
দ্বিতীয় পুরুষের অবতারসকলের মধ্যে কেহ অংশ, কেহ কলা ; কিন্তু
কৃষ্ণ যিনি, তিনি স্বয়ং ভগবান্ । বসুদেব ও দেবকীর অষ্টম সন্তান স্বয়ং
হরি । যদি বল, অবতার-প্রকরণে মৎস্তাদি অবতারসকলকে যে
পুরুষের অংশ বা কলা বলা হইয়াছে, সেই পুরুষই সমুদয় শক্তিপ্রকাশী
শ্রীকৃষ্ণ, এইরূপ অর্থের বোধহেতু প্রাপ্তব্যবস্থা সঙ্গত হইতে পারে না
তাহা ঠিক নহে । কারণ, “কৃষ্ণস্ত” এই স্থলে ‘তু’ শব্দ ভিন্নোপক্রমার্থ ।

—(ত্রঃ সংঃ ৫।১-২) “ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ
 অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্বকারণকারণম্। সহস্রপত্রং কমলং
 গোকুলাখ্যং মহৎপদম্। তৎ কর্ণিকারং তদ্ধাম তদনন্তাংশসম্ভবম্”
 ইত্যাদিকমুক্ত্য। “যঃ কারণার্ণবজলে ভজতি স্ম যোগনিদ্রামনন্তজগ-
 দগুসরোমকূপঃ। আধারশক্তিমবলম্ব্য পরাং স্বমূর্ত্তিং গোবিন্দ-
 মাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥” “যস্মৈ কনিষ্ঠাসিতকালমথাবলম্ব্য

দীনাঞ্চ কারণত্বং পঠাতে, অত আহ সর্বেতি। সহস্রেতি। অনন্তস্য শ্রীবল-
 দেবস্যাংশেন সম্ভবঃ সর্বদাবির্ভাবঃ যস্য তৎ। তত্বেন অনন্তঃ শেষোহংশঃ যস্য
 সোহনন্তাংশো বলভদ্রস্তস্য সম্ভবো নিবাসো যত্র তৎ কৃষ্ণস্বৈব কারণোদশায়িত্ব-
 মাহ য ইতি। যঃ কৃষ্ণঃ কারণার্ণবজলে আধারশক্তিময়ী পরামুৎকৃষ্টাং স্বমূর্ত্তিং
 শেষাখ্যমেবাবলম্ব্য যোগনিদ্রাং ভজতি। যত্র বাংশেন প্রকৃত্যন্তর্যামী সহস্রশীর্ষা
 সঙ্কর্ষণ ইত্যর্থঃ। কীদৃশো যঃ অনন্তজগদগুসহিতা রোমকূপা যস্য সঃ সহস্রদস্য
 পূর্বনিপাতাভাব আর্ষঃ। তৎ ভজামীত্যম্বয়ঃ। কীদৃশমিত্যাহ গোবিন্দং গবা-
 মিল্লমিত্যর্থঃ। অথ গর্ভোদশায়িতামাহ যস্মেতি। যস্মৈ কনিষ্ঠাসিতকালমথাবলম্ব্য
 জগদগুনাথা ব্রহ্মবিষ্ণুশিবা জীবন্তি তত্তদধিকারিতয়া জগতি প্রকটং তিষ্ঠন্তি স
 মহাবিষ্ণুর্যস্য কৃষ্ণস্য কলাবিশেষো ভবতি। যোহংশেন সর্বব্রহ্মাণ্ডান্তর্যামী
 ব্রহ্মণঃ পিতা প্রত্ন্যম্নো ভবতীত্যর্থঃ। অথ ক্ষীরোদশায়িতামাহ দীপার্চিরেবেতি।

অর্থাৎ ঐ ‘তু’ শব্দদ্বারা পুরুষাবতার হইতে শ্রীকৃষ্ণের ভেদই উপলব্ধ
 হইতেছে। ব্রহ্ম-সংহিতায় কৃষ্ণরূপকেই অবতারী করিয়া তিনি পুরুষা-
 বতারকে ও রামাণ্ডিত্যে তাঁহার অবতার বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন।
 যথা, “সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ শ্রীকৃষ্ণ পরমেশ্বর, অতএব অনাদি এবং ব্রহ্মাদি
 দেবতাগণেরও আদি। শ্রীগোবিন্দই সর্বকারণকারণ। সহস্রদল কমল-
 সদৃশ শ্রীগোকুলাখ্য মহৎপদ এবং তৎকর্ণিকারস্থ শ্রীগোবিন্দের ধাম
 প্রভৃতি সমস্তই তাঁহার বিলাসমূর্ত্তি শ্রীবলদেবের অংশ হইতে সম্ভূত। যে
 শ্রীকৃষ্ণ কারণার্ণববারি মধ্যে আধারশক্তিময়ী শেষাখ্য স্বীয়া উৎকৃষ্টা
 মূর্ত্তিকে অবলম্বন করিয়া যোগনিদ্রা ভজন করেন, যাহার লোমকূপের
 মধ্যে সহস্র সহস্র ব্রহ্মাণ্ড যাতায়াত করে, সেই আদি পুরুষ গোবিন্দকে
 আমি ভজন করি। যাহার এক নিঃশ্বাসকালকে আশ্রয় করিয়া লোম-
 বিলজাত ব্রহ্মাণ্ডাধিপতিসকল জীবিত থাকেন, সেই মহাবিষ্ণু যাহার
 কলাবিশেষ, সেই আদি পুরুষ শ্রীগোবিন্দকে আমি ভজন করি।

জীবন্তি লোমবিলজা জগদগুনাথাঃ বিষ্ণুর্গাহান্ স ইহ যস্য কলা-
বিশেষো গোবিন্দমাদি” ইত্যাদি ; “দীপার্চিরেব হি দশান্তরমভ্যু-
পেত্য দীপায়তে বিবৃতহেতুসমানধর্ম্মা। যস্তাদৃগেব হি চ বিষ্ণু-
তয়া বিভাতি গোবিন্দম্” ইত্যাদি চ ; “রামাদিমূর্তিষু কলানিয়মেন
তিষ্ঠন্নানাবতারমকরোদ্ভবনেষু কিল্ভ। কৃষ্ণঃ স্বয়ং সমভবৎ পরমঃ
পুমান্ যো গোবিন্দমাদি” ইত্যাদি চ ॥১৬॥

নবম্ কৃষ্ণঃ পুরুষাত্মবতারাণামবতারী ; তদবতারী তু পরম-
যোগমাধিপতিরস্তু। তস্য কুত্রাপ্যবতারত্বানুক্ত্যেচ্চৈতিচেৎ, মৈব-
মেতৎ ; তস্মামেব “গোলোকনাগ্নি নিজধাগ্নি তলে চ তস্য দেবী-
মহেশহরিধামস্তু তেষু তেষু। তে তে প্রভাবানচয়া বিহিতাশ্চ
যেন গোবিন্দম্” ইতি তস্মাপি কৃষ্ণাবির্ভাবত্বাভিধানাৎ, (ব্রহ্মাণ্ড-
পুরাণবচনম্) “সহস্রনাম্নাং পুণ্যানাং ত্রিরাবৃত্ত্যা তু যৎফলম্।
একাবৃত্ত্যা তু কৃষ্ণস্য নানৈকং তৎ প্রযচ্ছতি” ইতি ব্রহ্মাণ্ডে সর্ব্বোক্তি-

মহাদীপো যথা দশান্তরমন্ত্যং বর্ত্তিমুপেত্য দীপায়তে ইতি নির্মলসূক্ষ্মদীপত্বেনা-
বির্ভবতি। কীদৃশঃ বিবৃতঃ প্রকটিতঃ হেতুসমানঃ মহাদীপবৎ প্রকাশলক্ষণো
ধর্ম্মো যেন সঃ। যো গোবিন্দস্তাদৃগেব বিষ্ণুতয়া বিভাতি যোহংশেন ক্ষীরাক্ষি-
পতিরনিকুদ্ধঃ জগৎপালক ইত্যর্থঃ। অথ কৃষ্ণস্যৈব রঘুনাথাদিরূপতামাহ
রামাদীতি। যঃ কৃষ্ণাখ্যঃ পরমঃ পুমান্ কলানিয়মেন তত্র তত্র নিয়তানামেব
শক্তীনাং প্রকটনেন রামাদিমূর্তিষু তিষ্ঠন্ তত্তন্মূর্ত্তীঃ প্রকটয়ন্ ভুবনেষু নানাবতার-
মকরোৎ য এব চ স্বয়ং সর্ব্বশক্তিমান্ সন্ সমভবদবতারভূমিত্যাदिপ্রাথং।
এবমুক্তং দেবৈঃ। “মৎস্যাস্বকচ্ছপবরাহনৃসিংহহংসরাজন্যবিপ্রবিবুধেষু কৃতাব-
তারস্তং পাসি ন স্থিভুবনঞ্চ তথাধুনেশ ভরং ভুবো হর যদুভব বন্দনং তে” ইতি
শ্রীদশমে ॥১৬॥

একটি দীপাগ্নিশিখা যেমন দশান্তরকে আশ্রয় করিয়া সমোজ্জ্বল দীপের
ন্যায় প্রকাশ পায়, তেমনই যে শ্রীগোবিন্দ বিষ্ণুরূপে প্রকাশ পাইতে-
ছেন, তাঁহাকে আমি ভজন করি। যে কৃষ্ণাখ্য পরমপুরুষ কলানিয়ম-
দ্বারা অর্থাৎ নিয়তশক্তির প্রভাবদ্বারা এই ভূতলে রামাদি মূর্ত্তি প্রভৃতির
নানা অবতার প্রকাশ করিতেছেন, এবং স্বয়ং যিনি সর্ব্বশক্তিমান্
হইয়াও ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়াছেন, সেই গোবিন্দকে আমি
ভজন করি ॥১৬॥

নামমাহাত্ম্যাদি কৃষ্ণশ্রেণী সৰ্ববত্মাৱিভূতমত এব, (তাঃ ১০।১৬।৩৬)
 “ষদাঙ্গুয়া ত্রীললনাচরন্তপো বিহায় কামান্ স্তুচিরং স্মৃতব্রতা”
 ইতি তদ্বহিষ্ঠাঃ শ্রীদেব্যা নিত্যানুভূতস্বপতিকায়্য অপি কৃষ্ণরূপ-
 স্পৃহোক্তা সংগচ্ছতে ॥১৭॥

উক্তমর্থং স্বীকৃত্যাশঙ্কতে নন্বিতি । তস্য পরমব্যোমাধিপতেঃ । কুত্ৰাপীতি
 বেদে পুরাণে চেত্যর্থঃ । তস্যামিতি ব্রহ্মসংহিতায়ামেব । প্রপঞ্চগতং মহিমান-
 মুক্তদ্বাথ নিজধামগতং তমাহ গোলোকেতি । দেবীমহেশেত্যাদিগণনং ব্যংক্রমেণ
 বোধ্যম্ । দেব্যাঙ্গীনাং যথোত্তরমুচ্ছোদ্ধোত্ত্বেন প্রভাবত্বাৎ । অধোধঃ স্থিতেষু
 হরিমহেশদেবীধামদ্বিত্যর্থঃ । তথা চ কৃষ্ণ এব নারায়ণঃ সন্ পরমে ব্যোম্নি সৰ্বদা
 দীব্যাতীতি স তস্যাবির্ভাব ইতি স্মৃটমেবোক্তম্ । সহশ্রেতি । বৈশম্পায়নো-
 ক্তানাং সহস্রনাম্নাং ত্রিরাবৃত্তা যৎ ফলং তৎ কৃষ্ণসৈকং নাম । ব্রহ্মাণ্ডপুরাণান্ত-
 বর্ত্যষ্টোত্তরশতনামগতং কৃষ্ণাবতারসম্বন্ধোক্তমেব নামৈকবৃত্তা প্রযচ্ছতীত্যর্থঃ ।
 তেষু সৰ্ব্বেষাবির্ভাবত্ববিশিষ্টস্য কৃষ্ণস্য নামানু্যক্তানীহ তু কৃষ্ণত্বেনৈব বিশিষ্টস্তুেতি
 বিশেষঃ । তদগতাদেতদগতং তদেব নাম বহুফলং ভগবদ্বাক্যান্তগবদগীতাবদি-
 ত্যাহঃ । অতএবেতি অধিকগুণত্বাদেবেত্যর্থঃ । যদিতি কালিয়স্ত্রীবাক্যম্ ।
 বস্য তব ত্বচ্ছিরেণুস্পর্শস্য বাঙ্গুয়া শ্রীঃ পরমব্যোমাধীশ্বরী । এবমেব পুরাণে
 কথাস্তীতি সংক্ষিপ্তভাগবতানু্যতে দ্রষ্টব্যম্ । অত্র পরব্যোমাধীশাবতারিত্বা-
 ভিধানাং কৃষ্ণস্য বাসুদেববাহাবতারত্বং স্বয়মেব নিরন্তরমন্ততঃ পরীক্ষিতমিতি
 বেদিতব্যম্ ॥১৭॥

যদি বল, শ্রীকৃষ্ণ পুরুষাদি অবতারের অবতারী হউন, কিন্তু তিনিও
 অবতার, তাঁহারও অবতারী আছে, পরব্যোমাধিপতিই তাঁহার
 অবতারী । পরব্যোমাধিপতি কোন স্থানেই অবতার বলিয়া উক্ত হন না,
 একরূপ কুতর্কের উত্থাপন উপযুক্ত নহে । ব্রহ্মসংহিতায় “গোলোক নামক
 নিজধামে, এবং তাহার তলে অধোহৃদস্থিত হরিধামে, মহেশধামে এবং
 দেবীধামে সেই সেই প্রভাবসকল যাঁহা কর্তৃক বিহিত হইয়াছে, সেই
 গোবিন্দকে আমি ভজন করি” এইস্থলে শ্রীকৃষ্ণই নারায়ণরূপে পর-
 ব্যোমে সৰ্বদা বিহার করিয়া থাকেন এবং পরব্যোমাধিপতি শ্রীনারায়ণ
 তাঁহারই আবির্ভাব, ইহা স্পষ্টতঃ কথিত হইয়াছে । আবার ব্রহ্মাণ্ড-
 পুরাণেও উক্ত হইয়াছে, বৈশম্পায়নোক্ত সহস্রনাম তিনবার পাঠ করিলে
 যে ফল হয়, “কৃষ্ণ” এই নাম একবার উচ্চারণে সেই ফল লাভ হয় ।

ইদম্ বোধ্যম্—গোলোকে নিবসন্ কৃষ্ণস্তদাবির্ভাবে পরব্যোম্নি
 তদধিপতিঃ শ্রীনিবাসঃ পুরুষাভিধানো রামাদিচ্চানাদিত এবা-
 বিভূতো দীব্যতি পুরুষাদিপ্রপঞ্চসম্বন্ধেন কদা কদাচিৎ আবির্ভ-
 বেত্তদধিপতিস্ত তৎসম্বন্ধেন ন কদাচিদপীতি । তস্ম তস্ম চাবতার-
 স্থানবতারত্বব্যাপদেশঃ তৎ সম্বন্ধাদেব কৃষ্ণস্তাপি তদুক্তিরিতি ।
 পুরুষাবতারাণাং পরব্যোমনিলয়ত্বস্ত “বৈকুণ্ঠভুবনে নিত্যং নিবসন্তি
 মহোজ্জ্বলাঃ । অবতারাঃ সদা তত্র মৎসুকুর্মাভয়োহখিলাঃ” ইতি
 পাদ্যাত্ । তদেবং কৃৎস্নশক্তিপ্রকাশাদনন্যাপেক্ষিকরূপত্বাচ্চ কৃষ্ণস্ত
 স্বয়ং ভগবত্বমিতি শ্রীভাগবতব্রহ্মসংহিতাদিশাস্ত্রদৃষ্ট্য নির্গীতম্ ।
 এতৎ সর্বমূলে শ্রীগোপালোপনিষদি চৈবমেব পরিদৃষ্টম্ । তত্র হি
 “পরমদেবঃ” ইত্যাদিন সর্বভূঃস্বরং সর্বহেতুঃ পরদৈবতং কিমিতি
 মুনিভিঃ পৃষ্টো ব্রহ্মা কৃষ্ণশ্চৈব তথা তথা ভাবমভিধায় পরমাধীশ-
 কারণোদশায্যাদেশ্চ তদভিধানাৎ কথং কৃষ্ণশ্চৈব ইত্যংশঙ্কায়াম্
 “একোহপি সন্ বহুধা যোহবভাতি” ইতি তশ্চৈব তদধীশাদিভাব-
 মবধাৎ । শ্রীগীতাস্ম চ (গীঃ ৭।৭) “মন্তঃ পরতরং নান্যৎ” ইতি ॥১৮॥

উক্তেহর্থো কিঞ্চিৎ বিশেষমাহ ইদম্ বোধ্যমিতি আদির্নাম । পুরুষাদীত্যাদি-
 পদাদ্রামাদিগ্রাহঃ । তস্ম তস্ম চেতি তস্ম পুরুষাদেঃ তস্ম চ পরব্যোমাধিপতে-
 রিত্যর্থঃ । তৎসম্বন্ধাৎ প্রপঞ্চে সমাগমাৎ স্বয়ংরূপস্তাপি কৃষ্ণস্ত তদুক্তিরবতারত্ব-
 ভবিত্যর্থঃ । অপ্ৰাকৃতাল্লোকাৎ প্রাকৃতে লোকেহবতরন্ হবতারঃ ।
 তদেবমিতি কৃৎস্নশক্তিপ্রকাশঃ পরব্যোমাধিপেহন্তীতি অত আহ অন্যেতি ।
 এতৎ সর্বমূলে ইতি । তথা তথা ভাবঃ সর্বভূঃস্বরত্বাদিধর্মম্ । তদভিধানাৎ
 শাস্ত্রে সর্বভূঃস্বরত্বাদিধর্মকীর্ণনাৎ । তদধীশাদিভাবঃ পরব্যোমাধিপত্বাদি-
 ধর্মম্ । আদিনা পুরুষত্বাদিগ্রাহঃ ॥১৮॥

এই প্রকারে কৃষ্ণনামের সর্ববর্দ্ধিমাহাত্ম্যানিবন্ধন শ্রীকৃষ্ণই যে সকলের
 অবতারী তাহা সিদ্ধ হইতেছে । এই নিমিত্তই নারায়ণের মহিমী
 শ্রীলক্ষ্মী দেবী পরব্যোমাধিশ্বরী হইয়াও শ্রীকৃষ্ণের চরণসেবা প্রার্থনা
 করিয়াছিলেন । শ্রীমদ্ভাগবতে উক্ত আছে, “যে পদধেনু লাভের আশায়
 ললনা শ্রীলক্ষ্মী দেবী অগ্র বাসনা পরিত্যাগপূর্বক সুচিরকাল ব্রতশীলা
 হইয়া তপস্তানিরতা ছিলেন” শ্রীকৃষ্ণ পুরুষোত্তম হইলেই তাহা সম্ভব
 হয়, অন্যথা অসম্ভব ॥১৭॥

যন্তু “পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে । পূর্ণস্ত পূর্ণমাদায়
পূর্ণম্বেবাবশিস্ততে” ইতি শ্রুত্যা “সর্বৈ নিত্যাঃ শাশ্বতাশ্চ দেহাস্তস্ত
পরাস্থনঃ । হানোপাদানরহিতা নৈব প্রকৃতিজাঃ কচিৎ ।” পরমা-
নন্দসন্দোহা জ্ঞানমাত্রাশ্চ সর্বতঃ । সর্বৈ সর্বগুণৈঃ পূর্ণাঃ সর্ব-

এস্থলে এই তত্ত্ব জ্ঞাপিত হইতেছে—গোলোকনিবাসী শ্রীকৃষ্ণ
গোলোকের আবির্ভাবের সঙ্গে পরব্যোমেও তদধিপতি পুরুষাভিধান
শ্রীনিবাসরূপে ও ঈরামাদিরূপে অনাদি কাল হইতে আবির্ভূত হইয়া
ক্রীড়া করিতেছেন । পুরুষাদি প্রপঞ্চসম্বন্ধে তিনিই কখন কখন
আবির্ভূত হইয়া থাকেন । কিন্তু পরব্যোমাধিপতি কখনই তৎসম্বন্ধে
আবির্ভূত হন না । পুরুষাদির অবতারত্ব এবং পরব্যোমাধিপতির
অনবতারত্বই শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে । শ্রীকৃষ্ণের যে অবতারত্বোক্তি, তাহা
তৎসম্বন্ধবশতঃই অর্থাৎ প্রপঞ্চে সমাগমনহেতুই শ্রীকৃষ্ণের অবতারত্ব
জানিতে হইবে । কারণ, অপ্রাকৃত লোক হইতে প্রাকৃত লোকে অব-
তরণের নামই অবতার । পুরুষাদি অবতারের যে পরব্যোমেই বাস,
তাহা পদ্মপুরাণে বর্ণিত হইয়াছে ; যথা “মৎস্য-কূর্মাদি সমস্ত অবতারই
মহোজ্জ্বলভাবে নিত্য শ্রীবৈকুণ্ঠ-ভুবনে বাস করিয়া থাকেন ।” শ্রীকৃষ্ণ
সমগ্র শক্তির বিগ্ৰহমানতা ও অনন্যাপেক্ষীরূপত্বহেতু শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ং
ভগবান্, এবং অপর সকলেই তাঁহার অংশাদি, ইহা সিদ্ধ হইতেছে,
ইহা শ্রীমদ্ভাগবতাদি শাস্ত্রানুমোদিত । তিনি অবতার স্বীকার করিলেও
তাঁহাতে সর্বশক্তি-প্রকাশত্বাদির কোন ক্ষতি হয় না, পরব্যোমাধি-
পতিরও সর্বশক্তি-প্রকাশত্ব আছে, সত্য, কিন্তু তাঁহাতে অনন্যাপেক্ষি-
রূপত্ব নাই । ব্রহ্মসংহিতাদি সকলশাস্ত্রের মূলীভূতা শ্রীগোপালোপনিষদেই
শ্রীকৃষ্ণের পরতমত্ব দৃষ্ট হয় । যথা, মুনিগণ ব্রহ্মাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,
“সর্বভূতঃখহর সর্বহেতু পরম দেবতা কে” ? ব্রহ্মা তত্ত্বত্তরে “শ্রীকৃষ্ণেরই
সেই সেই গুণ” বলিয়া লক্ষ্মীপতি নারায়ণ ও কারণোদশায়ী পুরুষাদিরও
সেই সেই গুণ অভিহিত হইয়া থাকে, এই আশঙ্কায় “শ্রীকৃষ্ণই এক
হইয়াও বহুধা অবভাত হন” ইত্যাদি বাক্যদ্বারা তাঁহারই লক্ষ্মীপতিত্ব ও
পুরুষাদিত্ব অনুকীৰ্ত্তন করিয়াছিলেন । শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতেও বলিয়াছেন,
(গীঃ ৭।৭) “আমা হইতে পরতরতত্ত্ব আর কেহই নাই” ॥১৮॥

দোষবিবর্জিতাঃ॥” ইতি মহাবারাহোক্ত্যা চ। সৰ্বেষাং স্বরূপাণাং
 পূৰ্ণত্বপ্রত্যয়াৎ কতমদনন্তাপেক্ষি স্বয়ং রূপমিতি ন শক্যং নিশ্চেতু-
 মिति কশ্চিদাহ। তদপেখলম্—স্বরূপভেদে সত্যত্যাঃ শঙ্কয়াঃ
 আবৃত্তেঃ। ন চাত্ত তন্ত্বেদঃ। এক এব কৃষ্ণঃ পরেশো বৈদূৰ্য্যবদাঅনি
 নানারূপাণি ব্যঞ্জী—“একো বশী সৰ্বগঃ কৃষ্ণ ইড্য একোহপি সন্
 বহুধা যোহবভাতি” ইত্যাদি শ্রুতেঃ। যথৈকশ্চৈব ষট্ শাস্ত্রাজস্ম
 বিদুষঃ কচিৎ কৃৎস্নশাস্ত্রোদ্গ্রাহিণঃ সৰ্বজ্ঞত্বং প্রতীয়তে কচিদ-
 কৃৎস্নতদ্গ্রাহিণঃ দ্যৌকতদ্গ্রাহিণশ্চ সৰ্বজ্ঞকল্পত্বং চেত্যেবমেকস্ম
 বহুবল্লশক্তিব্যস্তিসব্যপেক্ষিণোহংশিত্বাংশত্বাদীনি। এবমেবোক্তং
 বৃদ্ধেঃ—“একত্বঞ্চ পৃথকত্বঞ্চ তথাংশত্বমুতাংশিতা। অগ্নিস্নেহকত্র
 নায়ুক্তমচিন্ত্যানন্তশাস্তিতঃ॥ শক্তেৰ্যক্তিস্তথাব্যক্তিস্তারতম্যস্ম
 কারণম্” ইতি। স্বচ্ছয়া নানাশক্তিপ্রকাশিত্বমংশিত্বং তস্মৈব
সৰ্বদাল্লশক্তিপ্রকাশিত্বমংশত্বম্ ॥১৯॥

সংশয়ান্তরং নিরস্যান্ উক্তমর্থং দৃষ্টান্তেন গ্রাহয়তি যদ্বিত্যাদিনা। পূৰ্ণমদ
 ইতি বহুদারণ্যকে। অদো মূলরূপং ইদং প্রকাশরূপম্ উভয়ং পূৰ্ণং প্রকাশরূপং
 উদচ্যতে প্রাদুৰ্ভবতি। পূৰ্ণস্য তস্য পূৰ্ণং রূপমাদায় স্বস্মিন্ অন্তর্ভাব্য পূৰ্ণং মূল-
 রূপমবশিষ্টতে তিষ্ঠতি। সৰ্ব ইতি নিত্যাঃ সনাতনাঃ শাস্ততা জগতি পুনঃ
 পুনরাবির্ভাবিনঃ। স্বনির্গীতে স্বপূৰ্বেষণং সম্মতিমাহ এবমেবেতি। বৃদ্ধেঃ
 স্ত্রীকৃষ্ণচরণৈঃ। তস্মিন্নিতি একস্মিন্বেব তস্মিন্ কৃষ্ণে। স্মৃটমন্ত্যং ॥১৯॥

পুনৰ্বার পূৰ্বপক্ষ করিতেছেন, পূৰ্ণ এই অবতারণী রূপ ও পূৰ্ণ এই
 অবতাররূপ উভয়ই পূৰ্ণ, অর্থাৎ সৰ্বশক্তিমান্। কিন্তু লীলাবিস্তারার্থ
 পূৰ্ণ অবতারীকূপ হইতে পূৰ্ণ অবতাররূপ প্রাদুৰ্ভূত হন, এবং লীলা-
 প্রকটনার্থ প্রাদুৰ্ভূত যে পূৰ্ণ অবতার তাহার পূৰ্ণস্বরূপ গ্রহণপূৰ্বক পূৰ্ণ
 যে অতারণীকূপ। তিনিই অবশেষস্বরূপে বর্তমান থাকেন।” এই শ্রুতি-
 প্রমাণে এবং—“সেই ভগবানের লীলার্থ প্রপঞ্চে আবির্ভূত সকল দেহই
 শাস্ত, উহার কোনটি প্রাকৃত নহে, অতএব সকলগুলিই হানোপাদান-
 বর্জিত, জ্ঞানময়, পরমানন্দমন্ডোহ, সৰ্বগুণপূৰ্ণ ও সৰ্বদোষরহিত”—
 এই বরাহপুরাণের প্রমাণে শ্রীভগবানের সকল স্বরূপেরই পূৰ্ণত্ব প্রতীত
 হইতেছে। অতএব শ্রীকৃষ্ণই যে একমাত্র অনন্তাপেক্ষী স্বয়ং রূপ, তাহার
 নিশ্চয়তা কি? তদন্তরে বলিতেছেন,—উক্ত পূৰ্বপক্ষ যথোপযুক্ত নহে।

এতেন পরমব্যোমাধিপাদিক্রপোহপি সন্ কৃষ্ণঃ সর্বান গুণান্
প্রকাশয়েৎ, তত্রাপি গুণপূর্ণত্বাদিত্যে নিরন্তম্। যদ্বথর্বশিরসি
পুরুষাবতারাং “তথ পুরুষোই বৈনারায়ণোহকাময়ত” ইত্যাদিনা
বিশ্বসৃষ্টিমুক্তা। “ব্রহ্মণো দেবকীপুত্রঃ” ইতি তস্মৈব কৃষ্ণত্বমুক্তা।
কশ্চিদ্বভ্রাম তচ্চ প্রত্যুক্তং তৎকেশত্বস্ত্ব সুদূরাপান্তম্,—উক্ত-
নির্ণয়াং “নারায়ণোহঙ্গং নরভুজলাফনাং” ইতি স্মৃতেশ্চ। কিন্তু
কৃষ্ণত্বৈব পুরুষাবতারিত্বং তত্রোক্তমিতি স্মৃষ্টু,—অন্যথোক্তার্থ-
বৈপরীত্যাপত্তেঃ ॥২০॥

উক্তেনৈবার্থেন সন্দেহান্তরাগাঞ্চ ছেদোহভূদিত্যাহ এতেনেতি। যদ্ব-
থর্বশিরসি। পুরুষাবতারাৎ গর্ভোদশয়াং। তথা চ স পুরুষঃ কৃষ্ণ এবোত্তরত্র
ব্যক্তেঃ। ততো ব্রহ্মাদিজনিস্তদভেদেনৈব মন্তব্যানুথা স্মৃত্যর্থবিরোধাপত্তিঃ
ক্ষীরাক্ষিপতেঃ কৃষ্ণত্বোক্তিস্ত রভসাদেবেত্যাহ তৎকেশত্বত্বিত্তি। দেবৈঃ প্রার্থিতঃ
ক্ষীরাক্ষিপতিঃ শুক্লকৃষ্ণকেশাবৃদ্ধবর্হে তাবৈব বলকেশবো ভূহা ভূভারমণজহতু-
রিত্যি ভারতবাক্যার্থং যৎ কেচিদুচ্যন্তং প্রমাদাদেব উক্তনির্ণয়াং কিন্তুেবং তদর্থঃ
কেশশব্দস্তত্রাংশুবাচী “অংশবো যে প্রকাশন্তে মম তে কেশসংগ্ৰিতাঃ। সর্বজ্ঞাঃ

কারণ, স্বরূপের ভেদ থাকিলেই উক্ত প্রকার আশঙ্কা হইতে পারে।
এস্থলে স্বরূপের ভেদ স্বীকার করা হয় না। এক শ্রীকৃষ্ণই বৈদূর্য্যমণির
ন্যায় আপনাকে বিবিধ রূপের প্রকাশ করিয়া থাকেন,— ‘এক হইয়াও
যিনি বহু প্রকারে প্রকাশিত হন’ ইত্যাদি ঋতিবাক্যদ্বারাই তদ্বিষয়
প্রমাণিত আছে। যেমন একই ঘটশাস্ত্রবেত্তা পণ্ডিতের সর্বশাস্ত্রগ্রাহিছে
সর্বজ্ঞত্ব এবং কচিং অসর্বশাস্ত্রগ্রাহিছে ও হুই ‘এক শাস্ত্রগ্রাহিছে
সর্বজ্ঞকল্পত্ব প্রতীত হয়, তদ্রূপ একই শ্রীকৃষ্ণের বহুশক্তির ও অল্পশক্তির
প্রকাশানুসারে কখন অংশিত্ব, কখন বা অংশত্ব প্রতীত হইয়া থাকে।
শ্রীকৃষ্ণগোপালমিপাদও এই কথাই বলিয়াছেন—“একত্ব ও পৃথকত্ব এবং
অংশত্ব ও অংশিত্ব প্রভৃতি ধর্ম্মসকল একই শ্রীকৃষ্ণের অচিন্ত্যানন্ত-
শক্তিবশতঃ তাঁহাতে বিद्यমান থাকা সম্ভব একথা বলা অযুক্ত হয় না।
যেহেতু, শক্তির প্রকাশ ও অপ্রকাশই তারতম্যের একমাত্র কারণ।
“স্বেচ্ছানুসারে নানাশক্তির প্রকাশকে অংশী কহে”। তিনিই আবার
যখন অল্পশক্তির প্রকাশক হন, তখন তাঁহাকে অংশ বলা হয় ॥১৯॥

যচ্চ তস্মিন্মেব “যো বৈ শ্রীরামচন্দ্রঃ স ভগবান্, যে মৎস্মকূৰ্ম্মা-
দয়োহবতারান্তস্মৈ বৈ নমো নমঃ” ইতি সীতাপতের্মৎস্মাত্তবতারিষ্ণ-
মুক্তং তৎ কিল যুক্তমেব, তস্মা পরব্যোমাধিপতিরূপত্বাৎ। যচ্চ
“জ্ঞানানামপি লোকানামাদিকৰ্ত্তা স্বয়ং প্রভুঃ” ইতি শ্রীরামায়ণে,
“অধিকসাম্যবিমুক্তধাম্নঃ” ইতি ভাগবতে চ তস্মা স্বয়ং পদবোধ্যস্ব-
কেশবং তস্মান্মামাহমু’নিসত্তমা” ইতি নারায়ণীয়ে কৃষ্ণবাক্যাৎ। নানাবর্ণানাং
তদংশুনাং তত্র নারদেন দৃষ্টত্বাচ্চ। অতস্তত্র সৰ্ব্বত্র কেশশব্দ এব প্রযুক্তঃ। তথা
চ স্বয়ং ভগবতি কৃষ্ণে বলদেবে চ তদ্ব্যাহে স তদা স্বাংগুভ্যামনুজগামেতি স্বয়ং
ভগবত্যবতরতি সৰ্ব্বে তদ্বিলাসবাহস্বাংশান্তমংশৈরনুগচ্ছন্তীত্যুক্তং তৃতীয়ে—
“স্বশান্তরূপেদ্বিতরৈঃ স্বরূপৈরভ্যর্থ্যানেষনু কপিতাস্মা। পরাবরেণো মহদংশযুক্তো
হজোহপি জাতো ভগবান্ যথাগ্নিঃ” ইতি। ন চাদরৈরভ্যর্থিতঃ পুরুষঃ “অহমেব
কৃষ্ণো ভবিষ্যামি” ইত্যুক্তবানপি তু “ঈশ্বরেশ্বরঃ পরঃ পুরুষো জনিষ্যতে” ইত্যাবো-
চদিতি শ্রীদশমস্কন্ধাচ্চ। ‘নারায়ণোহঙ্গম্’ ইতি ব্রহ্মবাক্যং শ্রীদশমে। হে শ্রীকৃষ্ণ
নরভূজলায়নাং কারণার্ণবপ্রকটো যো নারায়ণো মৎপিতা গৰ্ভোদশয়ঃ স
তবান্গমংশ ইতি তদর্থঃ। কশ্চিন্তু নরং সমাধত্তে। প্রতীতো বার্থোহস্ত।
তত্র ফেনসৃষ্টাববনিরিব তৎকুলন্তে স্বয়ং হরিঃ প্রবিষ্টঃ। অন্যথা কৃষ্ণস্ত ভগবান্
স্বয়ংমিতি ব্যাকুপোদিতি। অন্যথেনি। নিগীতার্থাদ্বীকারে শাস্ত্রোক্তানামর্থানাং
বৈপরীত্যং স্যাৎ। কৃষ্ণাবির্ভাবপরব্যোমনাথে কৃৎস্নকৃষ্ণগুণ প্রাকটোহঙ্গীকৃতে
তৎপত্ন্যাঃ শ্রীদেব্যাঃ কৃষ্ণাজ্জিরেণুস্পৃহা ভাগবতোক্তা ত্রিষু পুরুষেষু তৎপ্রাকটো-
হঙ্গীকৃতে তেষাং কৃষ্ণাংশতা ব্রহ্মসংহিতোক্তা শ্রীদাশরথী তৎপ্রাকটোহঙ্গীকৃতে
দৃষ্টদাশরথীনাং দণ্ডকারণ্যবাসিনাং মহর্ষীনাং কৃষ্ণস্পৃহা পাদ্মোক্তা দাশরথ্যাдиषু
কলানিয়মেন স্থিতিশ্চ ব্রহ্মসংহিতোক্তা ব্যাকুপ্যোৎ। ইথমেব বাসুদেবে সঙ্ঘর্ষণস্য
স্বধিষ্যত্বধীৰ্বহ্মানশ্চ শ্রীকৃষ্ণে বলদেবস্য স্বভর্তৃত্বধীঃ প্রত্নান্নাদীনাং পিতৃত্বাদিধীর-
ত্বাদরশ্চ ভাগবতোক্তাঃ, শ্রীরামে লক্ষ্মণাদীনাং স্বামিত্বধী রামায়ণোক্তাঃ।
শ্বেতদ্বীপপতো নরনারায়ণয়োঃ স্বপ্রকৃতিত্বধীৰ্কৃতিশ্চ নারায়ণীয়োক্তাঃ সংগচ্ছের-
ন্নন্যথা, তস্মাদংশিনাংশো ব্যজ্যো ন তংশেনাংশীতি স্থিতম্ ॥২০॥

এতদ্বারা, “শ্রীকৃষ্ণ পরব্যোমনাথাদিরূপ হইয়া সকল গুণ প্রকাশ
করেন এবং পরব্যোমাধিপতি সৰ্ব্বগুণপূর্ণ” এই যে মত। তাহা নিরস্ত
হইল। অথর্বশিরোপনিষদে যে “গৰ্ভোদকশায়ী পুরুষাবতার হইতে
নারায়ণ বিশ্বসৃষ্টি কামনা করিয়াছিলেন,” ইত্যাদি বাক্যদ্বারা ‘বিশ্বসৃষ্টির

যুক্তং তদপি মৎস্তাচ্ছাং শিহাভিপ্রায়েনৈব নেয়ম্ । কৃষ্ণাদবিশেষে
 স্বীকৃতে তু “রামাদিমূর্তিষু কলানিয়মেন তিষ্ঠন” ইত্যুক্তিঃ দৃষ্টরামা-
 কথা বলিয়া, পরে “ঐ নারায়ণই দেবকীনন্দন শ্রীকৃষ্ণ,” ইত্যাদি বাক্য-
 দ্বারা তাঁহারই শ্রীকৃষ্ণত্ব নির্দেশপূর্বক, কেহ কেহ ভ্রান্তি ঘটাইয়া দেন,
 তাহাও পূর্বোক্ত যুক্তির বলে নিরাকৃত হইল । শ্রীকৃষ্ণকে যে কোথাও
 কোথাও পুরুষাবতারের কেশ বলিয়া বর্ণনা করিতে দেখা যায়, তাহাও
 সুদূরপর্যাহত হইতেছে । শ্রীকৃষ্ণের তাদৃশত্ব বর্ণনা যথা, মহাভারতে—
 “দেবগণ কর্তৃক প্রার্থিত হইয়া ক্ষীরাক্ষিপতি নিজের শুক্ল ও কৃষ্ণ দুইটি
 কেশ উৎপাটনপূর্বক উহারাই বলরাম ও শ্রীকৃষ্ণ হইয়া ভূভার হরণ
 করিবেন, এই কথা বলেন ।” ইহাতে বোধ হয় যে, শ্রীকৃষ্ণ ক্ষীরাক্ষিপতির
 অংশ । কিন্তু উহা ভ্রমাত্মক, যেহেতু ঐস্থলে কেশ শব্দে চুল নহে ; উহা
 অংশুবাচী । নারায়ণীয়ে কেশ শব্দে অংশুই বলিয়াছেন । “আমার
 যে সকল অংশু প্রকাশিত হয়, তাহাদিগকে বেশ বলা হইয়া থাকে ।
 বস্তুতঃ এই কারণেই সর্বজ্ঞ ঋষিসকল আমাকে কেশব বলিয়া
 থাকেন ।” শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধেও এরূপ উক্ত আছে—
 “শ্রীভগবানের অবতারকালে তাঁহার বিলাস, ব্যুহ ও স্বাংশ প্রভৃতি
 সকলেই অংশদ্বারা তাঁহাতে অনুপ্রবিষ্ট হন । অতএব কেশাবতার-
 স্থলে এইরূপ অর্থ করিতে হইবে যে, ক্ষীরাক্ষিশায়ী অংশুদ্বারা শ্রীকৃষ্ণে
 ও শ্রীবলদেবে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন । অতএব শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলদেব যে
 ক্ষীরাক্ষিপতির কেশ বা অংশ নহেন, ইহা সিদ্ধান্তিত হইল ।

এইরূপ শাস্ত্রার্থ স্বীকার না করিলে বিপরীত হয়, অর্থাৎ
 শ্রীকৃষ্ণেরই আবির্ভাবভূত পরব্যোমনাথে সমস্ত শ্রীকৃষ্ণের গুণ অঙ্গীকারে
 তৎপত্নী লক্ষ্মী দেবীর শ্রীকৃষ্ণচরণগেণুস্পৃহা অসঙ্গত হইয়া উঠে এবং
 শ্রীরামচন্দ্রে সকলগুণের প্রাকট্য অঙ্গীকারে দণ্ডকারণ্যবাসী মুনিগণের
 শ্রীকৃষ্ণস্পৃহা অসম্ভব হয় । কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকে পূর্ণশক্তি স্বীকার করিলে
 বাসুদেবে সঙ্কর্ষণের নিজের কারণ বলিয়া জ্ঞান, তজ্জন্ম বহুমান এবং
 শ্রীকৃষ্ণে বলদেবের প্রভুত্ব বুদ্ধি ও অত্যাদর প্রভৃতি শ্রীভাগবতের উক্তি ;
 শ্রীরামে-লক্ষ্মণাদির স্বামিত্ববুদ্ধি প্রভৃতি রামায়ণের উক্তি ; শ্বেতদ্বীপ-
 পতিতে নরনারায়ণের স্বকারণবুদ্ধি ও ভক্তি প্রভৃতি নারায়ণীযোক্তি-

ণামপি দণ্ডকারণ্যনিবাসিনাং মহর্ষীণাং কৃষ্ণস্পৃহোক্তিশ্চ ব্যাকু-
প্যেত। “পূর্ণমদঃ” ইত্যাদীনি বাক্যানি স্বরূপসংসর্বগুণানি সর্বগাণি
ইত্যাহ্ন ত্ত্বিভ্যক্তসর্বগুণানীতি। তস্মাৎ সর্বদাভিভ্যক্তসর্ব-
শক্তিভ্যঃ কৃষ্ণশ্চৈব স্বয়ংরূপত্বং সিদ্ধম্ ॥২১॥

ননু শ্রীরামতাপন্যাং সীতাপতেশ্চ মংস্যাগ্ৰবতারিহ্রস্বণাং শ্রীরামায়ণাদৌ
স্বয়ংপদবাচ্যত্বস্বরংগাচ্চ কৃষ্ণসৈব তত্ত্বদিতাগ্রহঃ কস্মাদিতি চেত্তত্রাহ যচ্ছেতি
তস্মিন্নর্থকশিরস্যেব। তস্য পরব্যোমেতি। পাদে খলু পরব্যোমাধিপ এব
সীতাপতিরভূৎ। শেষচক্রশঙ্খাস্ত লক্ষণভরতশক্রদ্বা অভুবন্নীতি বর্ণিতম্। বিষ্ণু-
ধর্মোত্তরে তু বাসুদেবাদয়শ্চত্রায়ো ব্যাঃ। এবমাদয়ো বভূবুরিতি সংজ্ঞিপ্ত-
ভাগবতামৃতে দর্শ্যতে। তথা শ্রীরঘুবর্ষাস্য মংস্যাগ্ৰবতারিহ্রং সাম্প্রতমেব।
ননু কৃষ্ণস্য রামস্য চাবতারিহ্রে প্রকীর্তনাত্তস্মাৎ তস্য তিলমাত্রমপি বিশেষো
মাস্ত তত্রাহ কৃষ্ণাদবিশেষেতি বৈলক্ষণ্যলেশেহপানঙ্গীকৃতে ইত্যর্থঃ। দৃষ্টরামা-
ণামপীতি। “পুরা মহর্ষয়ঃ সর্বৈ দণ্ডকারণ্যবাসিনঃ। দৃষ্ট্বা রামং হরিং তত্র
ভোক্তুমৈচ্ছন্ সুবিশ্রমঃ। তে সর্বৈ স্ত্রীত্বমাপন্থাঃ সমুদ্রতাশ্চ গোকুলে। হরিং
সংপ্রাপ্য কামেন ততো মুক্তা ভবার্ণবাং” ইতি পাদে ॥২১॥

সকল সঙ্গত হয়, ও ইহার অণুথা হয় না। অতএব অংশীদ্বারা অংশের
প্রকাশ এবং অংশদ্বারা অংশীর প্রকাশ নহে, ইহাই স্থির সিদ্ধান্ত ॥২০॥

শ্রীরামতাপনীতে উক্ত হইয়াছে—“যিনি রামচন্দ্র, তিনিই ভগবান,
তিনিই মংস-কূর্মাদি অবতার, তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার।” এই
শ্রুতিদ্বারা জানকীনাথ মংস-কূর্মাদি অবতারের অবতারী, এই অর্থ
বোধগম্য হয়। তবে মংসাদি শ্রীকৃষ্ণের অবতার, এই কথা বলিবার
কারণ কি? যদি এই প্রকার প্রশ্ন করা হয়, তদ্বত্তরে বলিতেছি।
শ্রীরামচন্দ্রের পরব্যোমাধিপতিরূপত্ব স্থিরীকৃত আছে। আর রামায়ণে
শ্রীরামচন্দ্রের আদিকর্তৃত্ব ও শ্রীমদ্ভাগবতে যে শ্রীরামচন্দ্রের স্বয়ংপদ-
বোধ্যত্ব উক্ত আছে, তাহার অভিপ্রায় এই যে, তিনি মংসাদি
অবতারের অংশী; শ্রীরামচন্দ্রকে অংশীরূপে বুঝাইবার জন্য শাস্ত্রে
তাঁহার প্রাধান্যপ্রতিপাদক শব্দসকল ব্যবহৃত হইয়াছে, এইরূপ
সমাধান করিলেই চলিতে পারে। অণুথা শ্রীকৃষ্ণ হইতে শ্রীরামের
অবিশেষ স্বীকার করিলে, অর্থাৎ কিঞ্চিন্নাত্রও বৈলক্ষণ্য স্বীকার না
করিলে, “শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরামচন্দ্রাদিমূর্তিতে কলানিয়মদ্বারা অবস্থিত”

শ্রীকৃষ্ণে হি রাধাত্মাঃ পূর্ণাঃ শক্তয়ঃ সৰ্ব্বাতিশয়িপ্রেমপূর্ণপার্ষদত্ব-
 ব্রহ্মাদিতত্ত্বজ্ঞবিস্মাপকস্থিরচরবিমোহকবেণুনাদমাধুর্য্যস্বপৰ্য্যন্তসৰ্ব্ব-
 বিস্মাপকরূপমাধুর্য্যনিরতিশয়কারুণ্যাদয়ো। গুণাঃ শ্রীশুকাদিভি-
 রনুভূতাঃ সৰ্ব্বদাবিৰ্ভবন্তি, ন ভগ্নত। “পুরুষবোধিত্যামথর্বোপ-
 নিষদি” শ্রুয়তে—“গোকুলাখ্যে মাথুরমণ্ডলে বৃন্দাবনমধ্যে সহস্র-
 দলপদ্মমধ্যে কল্পতরোমূলে অষ্টদলকেশরে গোবিন্দোহপি শ্যামঃ
 পীতাম্বরো দ্বিভূজো ময়ূরপুচ্ছশিরো বেণুবেত্রহস্তো নিগুণঃ সগুণো
 নিরাকারঃ সাকারো নিরীহঃ সচেষ্টো বিরাজতে। দ্বৈপার্শ্বে চন্দ্রাবলী
 রাধিকা চ” ইতি “যস্য অংশে লক্ষ্মীতুর্গাদিকা শক্তিঃ” ইতি অগ্রে
 চ “তস্মাত্মা প্রকৃতী রাধিকা নিত্যানিগুণসৰ্ব্বালঙ্কারশোভিতা
 প্রসন্নশেষলাবণ্যসুন্দরী” ইত্যাদি। অকুপরিণিষ্টে চ—“রাধয়া
 মাধবো দেবো মাধবেনৈব রাধিকা বিভ্রাজন্তে জনেষু” ইতি ॥২২॥

পরমব্যোমাধিপাদিস্বনভিব্যক্তাং কৃষ্ণ এব সৰ্ব্বদাভিব্যক্তান্ বিশেষান্
 দর্শয়তি শ্রীকৃষ্ণে হ্যিতি। উক্তং প্রমাণয়তি পুরুষবোধিত্যামিত্যাदिना पिङ्गलाद-
 শাখায়াং স্থিতেয়ম্। নিগুণঃ প্রকৃতিগুণৈরস্পৃষ্টঃ সগুণঃ স্বরূপানুবন্ধিষাড্ গুণাঃ
 নিরাকারঃ প্রাকৃতাকাররহিতঃ সাকারঃ স্বরূপানুবন্ধিমনুষ্ঠাকৃতিকঃ নিরীহঃ
 প্রাকৃতচেষ্টারহিতঃ সমুদ্রতরঙ্গন্যায়েন স্নোলাসান্নকনিত্যচেষ্টিতঃ। দ্বৈপার্শ্ব
 ইতি শ্রীরাধায়া বামপার্শ্বে স্থিতিকৌধ্যা। “বামাঙ্গসম্মিতা দেবী রাধা-
 বৃন্দাবনেশ্বরী” ইতি কৃষ্ণোপনিষদ্বাক্যাৎ। তেন তস্মাস্তং প্রেয়সীরন্দমুখ্যত্বম্।
 এতদেবাহ যস্যা ইতি। যস্যাঃ শ্রীরাধিকায়্যা অংশো লক্ষ্মীঃ বৈকুণ্ঠেশ্বরী রমা তুর্গা
 মন্ত্ররাজাধিষ্ঠাত্রীতি সন্দর্ভাদবাস্তবাম্ নিত্যানিগুণা মায়াগন্ধেনা স্পৃষ্টাঃ স্বরূপানু-
 বন্ধিভিগুণৈস্ত বিশিষ্টেত্যাহ অগ্রে চেতি। রাধয়েতি। বিভ্রাজন্ত ইতি
 বহুত্বং ছান্দসম্। জনেষু ব্রজৌকসু ॥২২॥

ইত্যাদি ব্রহ্মসংহিতার উক্তি এবং “শ্রীরামচন্দ্রকে দর্শন করিয়াও
 দণ্ডকারণ্যবাসী মুনিগণের শ্রীকৃষ্ণস্পৃহা, এই পদ্মপুরাণের উক্তি অসঙ্গত
 হইয়া পড়ে। অতএব সৰ্ব্বদা সৰ্ব্বশক্তির অভিব্যক্তিপ্রযুক্ত শ্রীকৃষ্ণের
 স্বয়ংরূপই সিদ্ধ হইল। পরব্যোমনাথ প্রভৃতিতে যে সকল গুণ নাই,
 শ্রীকৃষ্ণে সেই সকল গুণ সৰ্ব্বদাই প্রকাশিত আছে ॥২১॥

শ্রীকৃষ্ণে শ্রীরাধাদি পূর্ণশক্তি সৰ্ব্বাতিশয়িপ্রেমপূর্ণ পার্শদবৃন্দ ব্রহ্মাদি-
 তত্ত্বজ্ঞদিগের বিস্ময়জনক স্থাবরজঙ্গমবিমোহকর বেণুনাদমাধুর্য্য স্বপৰ্য্যন্ত

গৌতমীয়ে তন্ত্বে চৈবং স্মর্য্যতে—“সত্ত্বং তত্ত্বং পরত্বঞ্চ তত্ত্বত্রয়মহং
কিল। ত্রিতত্ত্বরূপিনী সাপি রাধিকা মম বল্লভা ॥ প্রকৃতেঃ পর
এবাহং সাপি মচ্ছক্তিরূপিনী। দেবী কৃষ্ণময়ী প্রোক্তা রাধিকা
পরদেবতা। সর্ববলক্ষ্মীময়ী সর্বকান্তিঃ সম্মোহিনী পরা” ইতি।
ইহ কৃষ্ণময়ী পরেত্যেনেনেদমুক্তম্, “পরাস্য শক্তিবিবিধৈব জায়তে

শ্রুতার্থং স্মৃত্যোপবংহয়তি বৃহদ্গৌতমীয়ে বলদেবং প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্যম্।
সত্ত্বং কার্য্যত্বং তত্ত্বং কারণত্বং ততোহপি পরত্বঞ্চতি যত্তত্ত্বত্রয়ং তদহং সা
রাধিকাপি তত্ত্বত্রয়রূপা। এতৎ সার্কিকাচ্ছেদ্যং সার্কিকমন্তি—“সাত্ত্বিকং রূপ-
মাস্থায় পূর্ণোহয়ং ব্রহ্ম চিং পরম্। ব্রহ্মণা প্রার্থিতঃ সমাক্ সম্ভবামি যুগে যুগে।
তয়া সার্কিং ত্বয়া সার্কিং নাশায় দেবতাক্রহাম্” ইতি যদ্বস্ত্বহং তদেব রাধেতি
সর্ববিস্ময়কর রূপমাধুর্য্য। এবং নিরতিশয় কারুণ্য প্রভৃতি শ্রীশুকাদি
কর্তৃক অনুভূত গুণসকল সর্বদা আবির্ভূত হয়, অন্যত্র হয় না।
অথর্বোপনিষদে পুরুষবোধিনী শ্রুতির পিঙ্গলাদ-শাখায় উক্ত হইয়াছে
—“মথুরামণ্ডলস্থ শ্রীগোকুলাখ্য বৃন্দাবনमध्ये কল্পতরুর মূলে সহস্রদল-
পদ্মের মধ্যে অষ্টদলকেশরে শ্যামাৰ্ণ শ্রীগোবিন্দ অবস্থান করিতেছেন।
তিনি পীতবসন, দ্বিভুজ, শিখিচূড়াধারী, বেত্র ও মুরলীধররূপে
বিরাজিত। তিনি নিগুণ অর্থাৎ প্রাকৃত গুণের অনীত এবং সগুণ
অর্থাৎ স্বরূপানুবন্ধিস্বৰূপ বিশিষ্ট। তিনি নিরাকার অর্থাৎ প্রাকৃত
মুক্তিরহিত এবং সাকার অর্থাৎ স্বরূপানুবন্ধিমগ্নাাকার, তিনি নিরীহ
অর্থাৎ প্রাকৃত চেষ্টাশূন্য এবং সচেষ্ট অর্থাৎ সমুদ্রতরঙ্গায়ায় স্বকীয়
উল্লাসাত্মক নিত্যচেষ্টাযুক্ত। তাঁহার উভয়পার্শ্বে অর্থাৎ বামে ও দক্ষিণে
শ্রীরাধা ও শ্রীচন্দ্রাবলী, বৈকুণ্ঠেশ্বরী শ্রীলক্ষ্মী এবং মন্তরাজাধিষ্ঠাত্রী—
শ্রীহর্গা প্রভৃতি শক্তিসমূহ শ্রীমতী রাধারাগীরই অংশ। শ্রীকৃষ্ণের
প্রকৃতি শ্রীরাধা, নিত্যনিগুণা অর্থাৎ মায়াগন্ধবিহীনা, সর্ববালঙ্কার-
ভূষিতা, প্রসন্ন এবং অশেষলাবণ্যময়ী।” স্বাক্ষরশিষ্টে উক্ত আছে
—ব্রজে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার শোভায় এবং শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের শোভায়
সমলঙ্কৃত হন ॥২২॥

গৌতমীয় তন্ত্বেও কথিত আছে—“কার্য্যত্ব, কারণত্ব এবং তত্ব-
ভয়াতীতত্ব, এই ত্রিতত্ত্বই আমি। মদীয় প্রিয়তমা শ্রীমতী রাধিকাও

স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ” ইতি শ্রুত্যা, “যাতীতগোচরা বাচাং
মনসাঞ্চাবিশেষণা। জ্ঞানবিজ্ঞানপরিচ্ছেদ্য বন্দে তামীশ্বরীং পরাম্”
ইতি স্মৃত্যা চ। যা ভগবদভিন্নাভিহিতা যা চ হ্লাদিনীত্যাদিনা
বিশেষিতা, সা পটেরব রাধিকেশ্বরীতি, তথা চ হ্লাদিনীসম্বিং-
সারাংশপ্রেমাত্মিকা সেতি “কামাত্তমিকরণভাষ্যে” স্মৃটমেতৎ ॥২৩॥

নিষ্কর্ষঃ। কারণভেদস্ত্ব ব্যাপ্যন্ত ব্যাপকানতিরেকস্বরগান্নেষঃ। দেবীতি।
তত্বেব তন্মত্বকথনে রাধিকা পরেতান্বয়ঃ। দেবী দেবস্যা কৃষ্ণস্যা পটুমহিষী। ভেদং
প্রাপ্তং নিবারণিতুমাংহ কৃষ্ণময়ী কৃষ্ণানন্তা সত্ত্বং তত্ত্বমিত্যাদেঃ এবমপি পর-
দেবতা কৃষ্ণো সর্বলক্ষ্মীময়ী সর্বাসাং লক্ষ্মীনামংশিনী যস্যা অংশে লক্ষ্মী-
দুর্গাদিকা শক্তিরিত্যুক্তেঃ। সর্বাসাং তাসাং কান্তিরচ্যত্বাঙ্ক্সা যস্যাং সা
কান্তিরাত্মা বা তাসু সর্বাসু যস্যাঃ সেত্যোকে। সন্মোহিনী কৃষ্ণানুরঞ্জিকা।

।স্মেতি শ্বেতাস্থতরাণামুপনিষদি। অস্যা পরেশস্য বিবিধাংশাংশঃ। স্বাভাবিকী
স্বরূপানুবন্ধিনী। জ্ঞানেতি। জ্ঞানং সম্বিং বলং সন্ধিনী ক্রিয়া হ্লাদিনী-রূপো
ধাত্বর্থস্তদ্বৃত্তা। যাতীতি শ্রীবৈষ্ণবে শ্রীপ্রহ্লাদবাক্যম্। যা বাচাং মনসাং
চাতীতগোচরা অতিক্রান্তো গোচরঃ বিষয়তা যস্যা অবিশেষণা বচোভিশ্চ
মনোভিশ্চ গুণকর্ম্মভ্যাং বিশেষ্যকুমশক্যোত্যর্থঃ। ‘যতো বাচঃ’ ইত্যনেন যা
নিক্রপ্যতে দৈবেয়ং সম্বিদিতি ভগবদভিন্নতা দর্শিতা। কিং তর্হি সংবিৎ সেতা-
ত্রাহ জ্ঞানীতি। জ্ঞানিনাং তত্পাসকানাং চ জ্ঞানেন পরিচ্ছেদ্য স্নানুবন্ধানন্ত-
গুণত্বেন যাথাত্ম্যেন গম্যোত্যর্থঃ। তাং পরাং বন্দে ঈশ্বরীমীশ্বরস্যাগ্নভূতাং পটু-
মহিষীমিত্যর্থঃ। পরাসোত্যাদেঃ। তথাচেত্যাди প্রকটার্থম্ ॥২৩॥

ত্রিতত্ত্বরূপিনী। আমি প্রকৃতি অতীত; শ্রীরাধিকা আমার শক্তি-
রূপিনী। “শ্রীরাধিকাই পরাশক্তি। তিনিই দেবী অর্থাৎ তাঁহার পটু-
মহিষী রূপে ছোতমানা। শ্রীকৃষ্ণে শ্রীরাধায় ভেদ নাই। তিনি
কৃষ্ণময়ী পরদেবতা। তিনি সর্বমঙ্গলময়ী অর্থাৎ লক্ষ্মী সকলের
অংশিনী। তিনি সর্বকান্তি অর্থাৎ লক্ষ্মীগণের কান্তিরূপা এবং তিনি
সন্মোহিনী অর্থাৎ কৃষ্ণসন্মোহিনী। এই স্থলে কৃষ্ণময়ী পরা, এই
শব্দদ্বারা ঐতিহাসিক পরাশক্তিরূপা শ্রীরাধারাগী ইহাই স্থির হইল।
ঐতিহ্যে উক্ত হইয়াছে—“অগ্নিঃ উষঃ তারুণ্যায় সচ্চিদানন্দ শ্রীভগবানের
জ্ঞানরূপা, বলরূপা ও ক্রিয়ারূপা স্বাভাবিকী তিনটি শক্তি। ঐ তিনটি
শক্তি একই। একই শক্তি ত্রিবিধ আকারে শোভমানা হইয়া হ্লাদিনী,

এবং সতি যত্ত্ব স্কাঙ্কে কাচিন্নর্তকী শ্রীমূর্তে মাধুরীং দৃষ্ট্বা তদগ্রে
প্রবোধনীজাগরনৃত্যাদ্রাধাভূদিত্যুক্তং তত্র কিল “ব্রহ্মৈব সন্
ব্রহ্মাপ্যেতি” ইত্যাদি বস্তংসাদৃশ্যমগমদিত্যেব মন্তব্যম্ ॥২৪॥

হৃদিয়াং শঙ্কামপাকর্তুমাহ এবং সতীতি শ্রীরাধায়া ভগবৎস্বরূপানুবন্ধিপরাশক্তি-
সারমহালক্ষ্মীহে সিন্ধে সতীতার্থঃ । ব্রহ্মৈবেতি । ব্রহ্মধারী জীবো ব্রহ্মৈব সন্
ব্রহ্মাপ্যেতীতিবদিতার্থঃ । এবৌপমোহবধারণে ইতি বিধঃ । মোক্ষে জীবস্য
ব্রহ্মসাদৃশ্যমুক্তম্ । “নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি” ইতি শ্রুত্যা, “ইদং জ্ঞানমুপা-
শ্রিতা মম সাধর্মান্মাগতাঃ । সর্গেহপি নোপজায়ন্তে প্রলয়ে ন বাথন্তি চ” ইতি
স্মৃত্যা চ । রাধাধারিণী সা নর্তকী রাধাসাদৃশ্যমগমদিত্যেবার্থঃ । অন্যথোক্তাঃ
শ্রুতিস্মৃতয়ো নির্বিঘ্নাঃ স্মৃতিভাঃ । যত্ত্ব কুণ্ধজস্য ব্রহ্মর্ষে-ব্রাহ্মণী কন্যা
বেদবতী পরমদুন্দরী বিষ্ণুপতিকামনয়া তপস্বিনী রাবণেন হুরাহন। ধর্ষিতা
দধুদেহা তবধায় জানক্যভূদিত্যুক্তরকাণ্ডে শ্রীরামং প্রতি অগস্ত্যোক্তং তত্রা-
পোবং জ্ঞেয়ম্ । জানক্যাং প্রবিষ্টা সা তবধে নিমিত্তং বভূবেতি । লক্ষ্মীহাদ-
নাদিসিদ্ধা রামান্না জানকী, তস্যা নৈবং তাদৃশতা সম্ভবেৎ ॥২৪॥

সন্ধিনী ও সন্ধিৎ—এই তিনটি নাম ধারণ করেন । শ্রীমতী রাধারাগীই
একা শক্তি । যেহেতু তিনি শ্রীভগবান্ হইতে অভিন্ন। বলিয়া উক্ত
হন ।” স্মৃতিতেও উক্ত আছে—যিনি বাক্য ও মনের অতীত, অথচ
যিনি জ্ঞানীভক্তের জ্ঞানদ্বারা জ্ঞেয় হন, ঈশ্বর হইতে অভিন্ন। সেই পরা-
শক্তিকে বন্দনা করি ।” অতএব শ্রীমতী রাধিকাই যে হল্লাদিগাদিরূপে
বিশেষিতা পরা ঈশ্বরী, তাহা সিদ্ধ হইতেছে । এতদ্বারা হল্লাদিনী ও
সন্ধিতের সারভূতা প্রেমাত্মিকা ইহাও প্রদর্শিত হইল । কামাদিশাস্ত্রের
অধিকরণভাষ্যে এই বিষয়টি পরিস্ফুট হইয়াছে ॥২৩॥

এই প্রকারে শ্রীরাধার ভগবৎস্বরূপানুবন্ধি-পরাশক্তিসার-মহাশক্তি-
রূপত্ব সিদ্ধ হইলে স্কন্ধ-পুরাণের একটি উপাখ্যানের অসঙ্গতি হইয়া উঠে ।
ঐ উপাখ্যানটি এই ;—কোন এক নর্তকী শ্রীমূর্তির মাধুরী সন্দর্শনপূর্বক
তদগ্রে প্রবোধনী অর্থাৎ উত্থান একাদশীর রাত্রিতে নৃত্য করিয়া রাধা
‘হইয়াছিলেন ।” উহার সিদ্ধান্ত এইরূপ ;—যেভাবে ব্রহ্মধারী জীব
ব্রহ্মকে চিন্তা করিতে করিতে তৎসদৃশ হইয়া তাঁহাকে প্রাপ্ত হন, তদ্রূপ
ঐ নর্তকীও শ্রীরাধার সাদৃশ্য লাভ পূর্বক শ্রীরাধাকে বা শ্রীকৃষ্ণকে প্রাপ্ত
হইয়াছিলেন, এই প্রকার সিদ্ধান্তে আর কোন দোষ হইতেছে না ॥২৪॥

তদেবং মহালক্ষ্মীত্বাদেব শ্রীরাধায়াঃ পূর্ণত্বং নির্বাধম্ । শ্রীকৃষ্ণ-
 প্রেয়শ্চঃ খলু সৰ্ব্বা লক্ষ্ম্য এব তন্মুখ্যত্বাৎ, সা তু মহালক্ষ্মীরিতি
 স্থল্লিপ্তম্—। (ব্রঃ সংঃ ৫।২৯) “চিন্তামণিপ্রকরসদ্বক্ষকল্পবক্ষলক্ষ্যবৃত্তেষ্ণু
 সুরভীরভিপালয়ন্তম্ । লক্ষ্মীসহশ্রশতসম্ভ্রমসেব্যমানং গোবিন্দম্”
 ইত্যাদেঃ, (ব্রঃ সংঃ ৫।৫৬) “শ্রিয়ঃ কান্তাঃ কান্তঃ পরমপুরুষঃ”
 ইত্যাদেচ্চ “গোপেয়া লক্ষ্মাচ্যুতং কান্তং শ্রিয় একান্তবল্লভম্”
 ইত্যাদেচ্চ, “যথা রাধা প্রিয়া বিষ্ণোস্তুত্যাঃ কুণ্ডং প্রিয়ং তথা ।
 সৰ্ব্বগোপীষু সৈবৈকা বিষ্ণোরত্যন্তবল্লভা” ইতি পান্ধাৎ,
 “ত্রৈলোক্যে পৃথিবী ধন্যা তত্র বৃন্দাবনং পুরী । তত্রাপি গোপীকাঃ
 পার্থ তত্র রাধাভিধা মম” ইত্যাদি পুরাণাচ্চ । তস্যা অংশে
 লক্ষ্মী দুৰ্গাদিকা শক্তিরিতি ঋতিস্তু দর্শিতৈব ॥২৫॥

তদেবমিত্যুক্তপ্রকারেণেতার্থঃ । চিন্তামণীতি ব্রহ্মসংহিতায়াম্ । অতীতি ।
 চারণগোষ্ঠানয়নাদিপ্রকারেণ সৰ্ব্বতোভাবেন পালয়ন্তম্ । কদাচিদ্রহসি গোপাঙ্গ-
 নাভিবিহারমাদি লক্ষ্মীতি । গোপা ইতি শ্রীদশমে । গোপাঃ শ্রিয় ইত্যন্বয়ঃ ।
 শ্রীরাধায়াঃ শ্রেষ্ঠামাহ যথেনিতি । ত্রৈলোক্য ইত্যেতদৰ্জ্জুনং প্রতি কৃষ্ণবাক্যম্ ।
 ধন্যা শ্রেষ্ঠা । নম্রোঃ স্মৃতিপ্রমাণ্য মূলং ঋতিপ্রমাণং দেয়মিতি চেত্তত্রাহ যস্যা
 ইতি ॥২৫॥

অতএব মহালক্ষ্মীত্বহেতু শ্রীরাধার পূর্ণত্বে কোন বাধা হইতেছে না ।
 শ্রীকৃষ্ণের প্রেয়সিগণ সকলেই লক্ষ্মীরূপা, তন্মধ্যে মুখ্যা বলিয়া শ্রীরাধা
 মহালক্ষ্মী হইতেছেন, ইহাই সমীচীন মত । ব্রহ্মসংহিতায় বলিয়াছেন,
 —“গোলোকে লক্ষ লক্ষ কল্পতরুমণ্ডিত-চিন্তামণিসমূহ-বিরচিত গৃহে
 যিনি সুরভিগণকে পালন করিতেছেন, এবং অসংখ্য গোপিগণ যঁাহাকে
 সসম্ভ্রমে সেবা করিতেছেন, সেই আদি পুরুষ শ্রীগোবিন্দকে আমি
 ভজন করি ।” “যেখানে লক্ষ্মীসকল কান্তারূপিণী এবং কান্ত পরমপুরুষ
 শ্রীকৃষ্ণ” । শ্রীমদ্ভাগবতে বলিয়াছেন—“গোপীসকল লক্ষ্মীর একান্তবল্লভ
 শ্রীকৃষ্ণকে কান্তরূপে প্রাপ্ত হইয়াছেন ।” পদ্ম-পুরাণেও উক্ত আছে—
 “শ্রীমতী রাধিকা শ্রীকৃষ্ণের যেরূপ প্রিয়, তাঁহার কুণ্ডও তদ্রূপ প্রিয় ।
 সৰ্ব্বগোপীর মধ্যে তিনিই শ্রীকৃষ্ণের অত্যন্তবল্লভা ।” আদি-পুরাণেও
 দেখা যায়—“ত্রৈলোক্য ভিতরে পৃথিবী ধন্যা, যেহেতু ঐ পৃথিবীতেই

শ্রীকৃষ্ণপরিকরণামসমভ্যধিকপ্রেমত্বং তদর্থজ্বলদ্বিষহৃদপ্রবেশ-
ধাবনাদিতঃ প্রতীয়তে যস্মাৎ ভগবতোহপি গাঢ়বশ্যতেতি নিবেদিতং
ব্রহ্মণা—(ভাঃ ১০।১৪।৩৫) “এষাং ঘোষনিবাসিনামুত ভবান্ কিং
দেব রাতেতি নশেচ্যো বিশ্বফলাং ফলং হৃদপরং কুত্ৰাপ্যয়ম্মুহতি ।
সদেষাদিব পুতনাপি সকুলা ভ্রামেব দেবাপিতা যজ্ঞামার্থস্বহৃৎ-
প্রিয়াত্মতনয়প্রাণাশয়াস্ত্বংকৃতে” ইতি ॥২৬॥

অথ সৰ্ব্বাতিশয়প্রেমপূর্ণপার্ষদত্বমুদাহরতি শ্রীকৃষ্ণেতি । এষামিতি শ্রীদশমে
ব্রহ্মবাক্যম্ । হে দেব, শ্রীনন্দসূনো ভগবন্ এষাং তদ্বিনিযুক্তধামাদীনাং ঘোষ-
নিবাসিনাং ভবান্ কিং রাতা কিং ফলং দাস্যতীতি বিশ্বফলান্নিখিলফলরূপাত্ত্ব-
ত্তোহপরং ফলং কুত্ৰাপ্যয়মিত্যবসন্নচেতা বিমুহতি কিং দত্তায়মনৃণঃ স্যাদিতি
মোহমেতীত্যর্থঃ । নষেভ্য এতদীয়েভ্যো বায়মাত্মানং দত্তানৃণঃ স্যাদিতি
চেত্তব্রাহ । সদেষাদিবেত্যাदि । সকুলা বকাদিভ্যাং ভ্রাতৃভ্যাং সহিতা ।
যদিতি স্ফুটম্ ॥২৬॥

শ্রীবৃন্দাবনপুরী বিরাজমানা । ঐ বৃন্দাবনে গোপীদের অবস্থিতি আছে
বলিয়াই উহার এত মাহাত্ম্য । আবার শ্রীরাধাকে লইয়াই গোপীদিগের
যত কিছু মহিমা ।” “যাঁহার অংশে লক্ষ্মী-দুর্গাদি শক্তি,” এই শ্রুতি
পূর্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে ॥২৫॥

শ্রীকৃষ্ণের পরিচরবর্গের অসমোদ্ধ প্রেমত্ববিষয়ে যথেষ্ট প্রমাণ দেখিতে
পাওয়া যায় । তাঁহার পার্শ্বদগণ তাঁহার জন্ম প্রচণ্ড বিষাক্ত কালীয়
হৃদের মধ্যে প্রবেশের জন্ম ধাবিত হইয়াছিলেন । ঐ সকলস্থলে ঐ
প্রেম প্রসিদ্ধ আছে । যে প্রেমের বশে শ্রীকৃষ্ণও তাঁহাদিগের অত্যন্ত
বশীভূত হইয়াছিলেন, ইহা ব্রহ্মার উক্তি হইতেই স্পষ্টভাবে বুঝিতে
পারা যায় । ব্রহ্মা বলিয়াছিলেন,—“হে ভগবন্! তুমি গোকুলবাসী-
দিগকে বিশ্বফলস্বরূপ তোমা হইতে অপর কি ফল প্রদান করিবে, এই
ভাবিয়া আমার চিত্ত বিমুক্ত হইতেছে । যদি বল, মাতৃবেশধারিণী
পুতনা নিজকুলের সহিত যেরূপ আমাকে প্রাপ্ত হইয়াছে, গোকুলবাসী-
দিগকেও সেইরূপ ধন্য করিব, ইহা তাঁহাদিগের সম্বন্ধে যথেষ্ট নহে ;
কারণ, ঐ ব্রজবাসিগণ আপনাদিগের গৃহ, অর্থ, সুহৃৎ, প্রিয়, আত্মা,
পুত্র, প্রাণ ও আশয় প্রভৃতি সকলই তোমাকে সমর্পণ করিয়াছে” ॥২৬॥

দ্রুহিণাদিতত্ত্ববিদ্বিম্বাপকস্তিরচরবিমোহকবেণুনাদমাধুর্য্যন্ত
(ভাঃ ১০।১০৫) “সবনশস্তুপধার্য্য স্বরেশাঃ শত্রুসর্বপরমেষ্ঠি-
পুরোগাঃ। কবয় আনতকন্ধরচিন্তাঃ কশ্মলং যমুরনিশ্চিততত্ত্বাঃ॥”
(ভাঃ ১০।২৯৪০) “কাস্ত্রীজ্ঞ তে কলপদামৃতবেণুগীতসম্মোহিতার্য্য-
চরিতান্নচলেন্দ্রিলোক্যাম্। ত্রৈলোক্যসৌভগমিদঞ্চ নিরীক্ষ্য রূপং
যদেগাদিজদ্রুমমৃগাঃ পুলকাত্তবিভ্রন্” ইত্যাদিভ্যঃ স্থিরচরবিমোহক-
রূপমাধুর্য্যঞ্চোক্তম্ ॥২৭॥

(ভাঃ ৩।২।১২) “যন্নর্ত্তলীলোপয়িকং স্বযোগমায়াবলং দর্শয়তা
গৃহীতম্। বিম্বাপনং স্বস্ত চ সৌভগর্দেঃ পরং পদং ভূষণ-
ভূষণাজ্ঞম্” ইত্যাদিভ্যস্ত্ব অপর্য্যন্তসর্ববিম্বাপকরূপমাধুর্য্যম্ ॥২৮॥

সবনশ ইতি। তত্রৈব ব্রজদেবীনাং বাক্যম্। কবয়ঃ সর্বজ্ঞা অপি
সুরেশাস্তত্ত্বাঃ স্বরজাতীঃ সবনশো মন্দ্রমধ্যতারভেদেনোক্তমবধার্য্য সমাকর্ণ্য
অনিশ্চিততত্ত্বা অজ্ঞাততৎস্বরূপাঃ সন্তঃ কেবলং কশ্মলং মোহং যমুঃ। কীদৃশান্তে
যতো গীতধ্বনিরায়তি ততঃ আনতাঃ কন্ধরান্শিভ্রানি চ যেষাং তে। কাস্ত্রীতি
তত্রৈব কৃষ্ণং প্রতি তাসাং বাক্যম্। নহু পরে পুংসি ময়ি কিমিতি নিরতাঃ স্থ
তত্রাহ অঙ্গ, হে কৃষ্ণ, তে কলপদামৃতবেণুগীতেন সম্মোহিতা সতী কা স্ত্রী
আর্য্যচরিতান্নিজধর্ম্মান্ন চলেৎ। যন্মোহিতাঃ পুংসোহপি বিমুহস্তীতি ভাবঃ।
ত্রৈলোক্যেতি স্ফুটার্থম্। যদ্ যতঃ। অবিভ্রন্ অবিভরুঃ। ত্বদগীতকশদাদেব
ধর্ম্মত্যাগো যুক্তঃ কিং পুনস্ত্বদনুভবাদিতি ভাবঃ ॥২৭॥

“সর্বজ্ঞ ব্রহ্মাদি দেবতাসকল শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি উচ্চ, -মধ্যে ও
গস্তীরভেদে শ্রবণ করিয়া অবনতমস্তকে ও অবহিতচিত্তে তত্ত্ব নিশ্চয়
করিতে অসমর্থ হইয়া মোহপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কৃষ্ণ ! তোমার
কলপদামৃতবেণু গীতদ্বারা সম্যগ্ মোহিত হইয়া, এই ত্রৈলোক্য মধ্যে
কোন্ স্ত্রী নিঃস্বপ্ন হইতে চালিত না হয় ? তোমার ঐ বেণুগীত শ্রবণ
করিয়া পুরুষ পর্য্যন্ত মুগ্ধ হইয়া থাকে।” এই দুই শ্লোকে ব্রহ্মাদি
তত্ত্বজ্ঞের বিস্ময়োৎপাদনকারী বেণুমাধুর্য্যের অভিব্যক্তি আছে। এবং
“তোমার ত্রৈলোক্যসৌভগ রূপ দর্শন করিয়া পক্ষী, বৃক্ষ ও মৃগ
প্রভৃতিও পুলকিত হইয়া থাকে।” ইত্যাদি শ্লোকে স্থাবর-জঙ্গম-
সম্মোহক রূপমাধুর্য্য প্রকাশিত আছে ॥২৭॥

(ভাঃ ৩।২।২৩) “অহো বকীয়ং স্তনকালকূটং জিঘাংসয়াপায়-
য়দপ্যসাক্ষী। লেভে গতিং ধাত্র্যচিতাং ততোহন্যং কং বা
দয়ালুং শরণং ব্রজেম” ইত্যাদিভ্যস্ত নিরতিশয়কারুণ্যম্ ॥২৯॥

প্রেমাদীনাং হ্লাদিনীসম্বিংসারাগামানন্দাচিদাত্মকব্রহ্মস্বরূপ-
চিন্তনসমনুষ্যায়িত্বানুখ্যত্বং বোধ্যম্। তস্ম্যাং সৰ্ব্বধৰ্ম্মাবিক্কারাং

যন্মর্ত্যোত্যাদিদ্বয়মুদ্ধববাক্যং তৃতীয়ে। যদ্বিষং শ্রীমূর্ত্তিং স্বযোগমায়ায়াঃ
পরাখ্যশব্দেঃ প্রভাবং দর্শয়তা ত্বয়া গৃহীতং জগতি প্রকটিতমিত্যর্থঃ। মর্ত্যেষু যা
লীলা তস্যার্মোপয়িকং তৎসদৃশলীলোচিতদ্বিভুজাদিত্বাদতিমনোজ্ঞমিত্যর্থঃ ॥২৮॥

অহো ইতি কারুণ্যস্যাসমোদ্ধত্বাদাশ্চর্যাং তদিত্যর্থঃ। বকী পুতনা হস্ত-
মিচ্ছয়াপি স্তনয়োঃ সন্তৃতং কালকূটং বিষং যমপায়য়ং অসাক্ষী দুষ্টাপি ধাত্রী।
উপমাতুর্যশোদাসখ্যা অস্বিকায়াঃ কিলিষায়াশ্চেতি তাং গতিং লেভে। ধাত্রী-
বেশমাত্রেণ যন্তাদৃশৌ সদ্ধাতিং দত্তবানিত্যর্থঃ। ততোহন্যং কং বা দয়ালুং শরণং
যামেত্যর্থঃ। ইত্যন্যেযু ভগবদবতারেষুপি নেদৃশং কারুণ্যং প্রকটমন্তীতি
ভাবঃ ॥২৯॥

ননু কিমেবং চিত্তবিকারঃ প্রেমা। স্তূয়তে জ্ঞানস্ত স্তুতাং “মৃগৈর্মৃগাণাং
গ্রহণং পক্ষিণাং পক্ষিভির্ঘথা। গজানাঞ্চ গজৈরেবং জ্ঞেয়ং জ্ঞানেন গৃহ্যতে”
ইতি মোক্ষধৰ্ম্মে তসৌব ব্রহ্মপ্রলম্বকত্বস্মরণাদিতি চেতব্রাহ প্রেমাদীনামিতি।

“ভগবানের সেই মূর্ত্তি অতীব বিস্ময়জনক ছিল। তিনি আপনার
যোগমায়ার বল প্রদর্শনের নিমিত্ত উহা ধারণ করিয়াছিলেন। সেই
মূর্ত্তি মর্ত্ত্যলীলার উপযুক্ত এবং সৌভাগ্যাতিশয়ের চরম নিদর্শন।
ঐ মূর্ত্তির অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসকল এরূপ শোভনীয় ছিল যে, ভূষণসকল-
কেই ভূষিত করিত। উহা যাঁহার মূর্ত্তি, তাঁহাকেও মুগ্ধ করিত।”
এই প্রকার উদ্ধবের উক্তিদ্বারা স্বপর্যাস্ত-সর্ব-বিস্মাপক রূপমাধুর্য্য
প্রকাশিত হয় ॥২৮॥

আবার “অহো, কি আশ্চর্য্যের কথা! অসাক্ষী পুতনা তাঁহার
প্রাণ নাশহেতু নিজের স্তনদ্বয়ে বিষ লেপন করিয়া তাঁহাকে পান
করাইয়াছিল, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও সে ধাত্রীতুল্য গতিলাভ করে।
অতএব তাঁহা হইতে আর কোন্ দয়ালুর শরণাপন্ন হইব?” ইত্যাদি
উক্তি দ্বারা নিরতিশয় কারুণ্যও প্রকাশিত হইয়া থাকে ॥২৯॥

কৃষ্ণশ্চ স্বয়ংরূপত্বং তন্ত্ৰৈবানাবিকৃতসর্বধর্মশ্চ পরব্যোমাধি-
পত্বম্ । তত্ত্বদ্বন্দ্ব্যাবিকারতারতম্যাদেব কৃষ্ণেহপি পূর্ণতমদ্ব্যন্তবস্থাঃ
কীর্তিতাঃ ॥৩০॥

আদিশব্দাং প্রণয়স্নেহরাগমানানুরাগমহাভাবান্ত্যৈবোত্তরোত্তরোৎকর্ষাদবস্থা
গৃহ্যন্তে । জ্ঞানং খলু তত্ত্বম্পদার্থানুসন্ধিরূপং নির্নিমেষবীক্ষণবদতিবিচিত্রম্ ।
প্রেমাদিকল্প বিচিত্রমপাঙ্গবীক্ষণবদিতি পূর্বোক্তং স্মর্তব্যম্ । ন চিত্তবিকারঃ ।
সচ্চিদানন্দৈকরসে ভক্তির্যোগে তিষ্ঠতীতি শ্রবণাৎ । কিন্তু সন্ধিদাহাদ-
সারাংশরূপা সেতি পূর্বৈব নির্ণীতম্ । প্রকরণার্থং যোজয়তি তস্মাদিতি
প্রকটার্থম্ । কৃষ্ণরূপশ্রদ্ধাজাড্যাদপি তু বস্তুস্থিত্যেব তথোচ্যতে । যৎ কৃষ্ণ-
রূপ এব তারতম্যং বর্ণ্যতে ইত্যাহ তত্ত্বদ্বন্দ্ব্যন্তেতি । হরিঃ পূর্ণতমঃ পূর্ণতরঃ
পূর্ণ ইতি ত্রিধেতি শ্রীরূপচরণৈকরূপম্ ॥৩০॥

পূর্বপক্ষীয়েরা বলিয়া থাকেন, “চিত্তবিকারভূত প্রেম” জ্ঞানাপেক্ষা
শ্রেষ্ঠ হইতে পারে না । জ্ঞানই শ্রেষ্ঠ । মোক্ষধর্ম্মে কথিত আছে,
“মৃগ, পক্ষী ও গজদ্বারাই মৃগ, পক্ষী ও গজকে ধরিতে পারা যায় ।
পরমেশ্বর জ্ঞানস্বরূপ, জ্ঞানই তাঁহার প্রাপক”, অতএব জ্ঞানেরই
শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকৃত হইতেছে । এই পূর্বপক্ষীয় মত অসঙ্গত । কারণ,
প্রেম কি পদার্থ তাহা বিচার করিয়া দেখিলেই উহা তুচ্ছ বলিয়া
গণ্য হয় । প্রেম হলদিনী ও সন্তিতের সারাংশ অর্থাৎ জ্ঞান ও
আনন্দের ঘনাবস্থাই প্রেম । ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দাত্মক । কেবল জ্ঞান
তাঁহার প্রাপক হইতে পারে না । প্রেমই তচ্চিন্তনের অনুযায়ী,
তদ্বারাই তাঁহাকে পাওয়া যায় । অতএব প্রেমেরই প্রধানত্ব হইতেছে ।
প্রেম অবস্থাভেদে প্রণয়, স্নেহ, রাগ, মান, অনুরাগ, ও মহাভাব
প্রভৃতি নামে আখ্যাত হইয়া থাকে । উহাদের উত্তরোত্তর উৎকর্ষও
আছে । জ্ঞান তত্ত্বম্পদার্থানুসন্ধানাত্মক বলিয়া নিমেষরহিত দৃষ্টির
ন্যায় বৈচিত্র্যবিহীন । প্রেম সেরূপ নহে । উহা অপাঙ্গবীক্ষণের
ন্যায় অতি বিচিত্র । বিশেষতঃ ভগবদ্বিষয়ক প্রেম চিত্তবিকারই নহে ।
অপ্রাকৃত ব্রহ্মের প্রাপক বস্তু কখনই প্রাকৃত চিন্তের বিকার হইতে
পারে না । প্রেম যদি চিত্তবিকার হয়, তবে জ্ঞানকেও তদ্রূপই বলা
যাইতে পারে । প্রেম যে শ্রীভগবানের প্রাপক, তাহা স্মৃতিতেই উক্ত
হইয়া থাকে । এক্ষণে ইহাই স্থিরীকৃত হইল যে, সর্বধর্ম্মের আবিষ্কর্তা

স এষ ভগবান্ স্বরূপশক্তিমিহেহতিবিচিত্রে ধ্যানি স্বসদৃশৈঃ
 পার্শদৈবিশিষ্টৌ নিত্যং লীলায়তে—“স ভগবঃ কস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতঃ”
 ইতি, “স্বৈ মহিষি” ইতি, “দিব্যে পুরে হেয সংব্যোন্ন্যাত্মা প্রতি-
 ঠিতঃ” ইতি, “তাং বাং বাস্তন্যুয়সি গমধ্যে যত্র গাবো ভুরিশৃঙ্গা
 অয়াসঃ ” অত্রাহঃ—“তদুরুগায়ন্ত বৃক্ষঃ পরমং পদমবভাতি ভুরি”
 ইতি চ শ্রবণাৎ। ন খলু স্বমহিমপুরপ্রতিষ্ঠা স্বসদৃশান্ পার্শদান্
 বিনা সম্ভবতি। ন চ তা সাং শুভাবহবিধিরূপাণাং গবাঞ্চ লীলয়া
 বিনা শ্রাদ্ধপযোগঃ। “তাম্” ইত্যাদৌ—তাং তানি বাং যুবয়ো
 রাধিকাকৃষ্ণয়োৰ্বাস্তুনি ধামানি গমধ্যে লব্ধুমুখ্যসি কাময়ামহে ;
 ভুরিশৃঙ্গাঃ প্রশস্তবিমাণাঃ ; বৃক্ষঃ স্বজনাভিলাষবর্ষণ ইতি
 ব্যাখ্যেয়ম্। রাধয়েত্যাদৌ লট্ প্রয়োগেন তৈঃ সহ তয়োৰ্নিত্য-
 সাহিত্যাবেদনালীলা নিত্যেতি সূচিতম্। “যন্তা অংশে লক্ষ্মী-
 দুর্গাদকা শক্তিঃ” ইত্যেতদ্বাক্যানন্তরং পশ্চিমা দিক্রমেণ সর্বেষাং
 পশ্চিমে সম্মুখে ললিতেত্যাদিভিনিদিষ্টেনাম্নাং পরিকরাণাং
 কৃষ্ণমভিতঃ স্থিতির্দর্শিতা সেবা চেতি প্রতিজ্ঞাতং বিষ্ণুটম্ ॥৩১॥

এবং সচ্চিদানন্দবিগ্রহো ধর্মী ভগবান্ অবিচিন্ত্যশক্তিরিত্যাপাদিতম্।
 অথ পরিকরিতস্তস্য লীলা বর্ণনীয়া ন হি নিস্তরঙ্গাববলীলা পরিকরশূন্যস্য
 স্বীকার্য্য তদসম্ভবাং শ্রুতিবাধাচ্চ। তথাহি হেধা পরিকরশ্রুতিৰ্ব্যাকুপোৎ।
 তস্মান্নিত্যধামপরিকরলীল ইতি প্রতিপাদয়িতু মুপক্রমতে। স এষ ইত্যাদিনা।
 স ইতি ছান্দোগ্যে। দিব্য ইতি মুণ্ডকে। তামিতি ঋগ্বেদে। অয়াস ইত্যত্র
 বিপ্রাস ইতি বদসূকচ্ছান্দসঃ। অয়ঃ শুভাবহো বিধিরিত্যমরঃ। ভুরিশৃঙ্গা
 ইত্যত্র ভুরিশব্দঃ প্রশস্তালাক্ষণিকঃ। এষু বাক্যেষু পরিকরলীলয়োঃ স্পষ্টম-
 প্রত্যয়াং প্রত্যায়ন্য ব্যাচক্ষে ন খল্বিত্যাদিনা। রাধয়েত্যাদিবাক্যে তু তে
 দ্বে স্কুট ইতি যোজয়তি রাধয়েত্যাদিনা। এবং গোপগোপীগবাবীতমিত্যাদি-
 কমত্র স্মর্তব্যম্। প্রতিজ্ঞাতমিতি। স্বসদৃশৈঃ পার্শদৈ বিশিষ্টঃ স্বধ্যানি নিত্যং
 লীলায়ত ইতি যৎ প্রতিজ্ঞাতং তৎ শ্রুত্যা প্রতিপাদিতমিত্যর্থঃ ॥৩১॥

শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ংরূপ। তিনিই আবার অনাবিস্কৃতসর্বধর্ম্য হইয়া
 পরব্যোমাধিপতি হন। ওস্তদ্ব্যর্থের আবিষ্কারের তারতম্যাহেতু তাঁহার
 স্বয়ংরূপেও পূর্ণতমত্ব, পূর্ণতরত্ব এবং পূর্ণত্ব এই তিনটি অবস্থা কীর্ত্তিত
 হইয়া থাকে ॥৩০॥

ইদমত্র তত্ত্বম্ । অনন্তবিজ্ঞানানন্দবপুষো ভগবতঃ স্বচিচ্ছক্তি-
 বিলাসময়ং প্রকৃতিস্পর্শশূন্যমপরিচ্ছিন্নং সমাহিমসংব্যোমশক্তিতং
 পুরমতিবিস্তীর্ণবহুভূমপ্রাসাদোপমঞ্চকাস্তি । যত্র নানাবিভাবপরি-
 করপরিচ্ছদস্বচ্ছন্দসমাবেশোচিতান্যতিবিশালনীৰ্ম্মিচয়ময়ানি
 নিরুপমশক্লনীলকুরুবিন্দচন্দ্রকান্তাদিকান্তানি বিচিত্রপ্রাচীরচত্বর-
 প্রাসাদাদিমহাবাসানি মণিচিত্রতটিকপীযুষপূর্ণসরিৎসরোবাপী-
 কূপানি কপূরপুরায়মাণরজাংসি প্রতিক্ষণসমুদ্রসত্তরুবল্লীশুভ্রানি
 রম্যবিহঙ্গাদিসত্ত্বসন্দোহানি কমনীয়বিমানাবলিবিয়ন্তি ধামানি
 ক্ষুরন্তি । যেষু পরমালৌকিকরূপগুণসম্পন্নামুক্তা নিত্যমুক্তাশ্চ
 সৰ্ব্বাভ্যাহিতয়া ঐদেব্য সহ বিবিধবিনোদবস্তুং ভগবন্তুং নানা-
 বিধৈরুপচারৈরনুকূলয়ন্তীতি ॥৩২॥

উক্তমর্থং বৰ্ত্তুলয়ন্নাহ অনন্তেত্যাদি । যত্র নানাবিভাবেতি । “বৈকুণ্ঠভুবনে
 নিত্যে নিবসন্তি মহোজ্জ্বলাঃ” ইত্যাদি পাদ্মাং । অনুকূলয়ন্তি অভিরুচিতাং
 সেবাং কুর্বন্তীত্যর্থঃ ॥৩২॥

সেই শ্রীভগবান্ স্বরূপশক্তিসিদ্ধ বিচিত্রধামে স্বসদৃশ পার্শ্বদগণে
 পরিবৃত্ত হইয়া নিত্যলীলা করিয়া থাকেন । ছান্দোগ্যে উল্লিখিত
 আছে, “সেই ভগবান্ কোথায় প্রতিষ্ঠিত আছেন?”—“স্বীয় অসাধারণ
 মহিমাপুরে ।” মুণ্ডকে বলিয়াছেন, “আত্মাস্বরূপ সেই ভগবান্
 ত্রোতনাত্মক স্বীয়পুরে প্রতিষ্ঠিত আছেন ।” ঋগ্-মন্ত্রে দৃষ্ট হয় “তোমা-
 দিগের সেই গৃহসকল প্রাপ্ত হইতে ইচ্ছা করি, যেখানে গাভীসকল
 প্রশস্তশৃঙ্গবিশিষ্ট ও শুভাবহ বধিরূপ ।” “ভক্তেচ্ছাবর্ষণকারী শ্রীকৃষ্ণের
 সেই পরমপদ প্রচুররূপে দীপ্ত হইতেছে ।” মহিমাপুরে অবস্থিতি
 স্বসদৃশ পার্শ্বদ ব্যতীত সম্ভব হয় না এবং শুভাবহবিধিস্বরূপ অর্থাৎ
 বাঞ্ছিতফলপ্রদ কামধেনু সকলেরও লীলা ব্যতিরেকে সঙ্গতি হয় না ।
 ঋক্পরিশিষ্টেও শ্রীরাধার সহিত শ্রীকৃষ্ণের নিত্যলীলা স্মৃতিত হইয়াছে ।
 অথর্ববেদীয় প্রমাণেও শ্রীকৃষ্ণের সহিত তদীয় নির্দিষ্ট পরিকরগণের
 অবস্থান এবং সেবাদি প্রতিপাদিত হইয়াছে ॥৩১॥

এইস্থলে তত্ত্বার্থ এই—অনন্তবিজ্ঞানানন্দধনবিগ্রহ শ্রীভগবানের
 স্বীয় চিচ্ছক্তিবিলাসময়, প্রকৃতিস্পর্শশূন্য সংব্যোমাখ্যপুর অতি বিস্তীর্ণ

এবমেবোক্তং জিতন্তুস্তোত্রে—“লোকং বৈকুণ্ঠনামানং
দিব্যষাড্গুণ্যসংযুতম্। অবৈষ্ণবানামপ্রাপ্যং গুণত্রয়বিবজ্জিতম্॥
নিত্যসিদ্ধৈঃ সমাকীর্ণং তন্ময়ৈঃ পাঞ্চকালিকৈঃ। সভাপ্রাসাদসং-
যুক্তং বনৈশ্চোপবনৈঃ শুভম্॥ বাপীকূপতড়াগৈশ্চ বৃক্ষযটৈঃ
সুমন্বিতম্। অপ্রাকৃতবৃক্ষৈর্বন্যমযুতাক্ষমপ্রভম্॥ প্রকৃষ্টসত্ত্বশক্তিং
হ্যাং কদা দ্রক্ষ্যামি চক্ষুষা। ক্রীড়ন্তং রময়া সার্কং লীলাভূমিযু
কেশবম্” ইত্যাদি ॥৩৩॥

অত্র স্মৃতিমুদাহরতি লোকমিত্যাदि। গুণত্রয়বিবজ্জিতমপ্রাকৃতমিতি বৈকুণ্ঠ-
লোকস্য বিশেষণান্মায়াগন্ধাস্পৃষ্টত্বং তস্য বিস্পষ্টং স্বতন্ত্ব তত্রত্যানাং বস্তুনাং
ভগবৎস্বরূপশক্তিবিলাসত্বমেবায়ামিতি বোধ্যম্। তন্ময়ৈস্তদাবিক্টৈঃ পাঞ্চকালি-
কৈরिति। অভিগমনোপাদানেজ্যাধ্যয়নসমাধয়ঃ পাঞ্চকলাস্তেষু ভবৈস্তদনুষ্ঠান-
বিশেষৈরিত্যর্থঃ। প্রকৃষ্টসত্ত্বশক্তিমিতি সচ্চিদানন্দধরূপমহাপুরুষমিত্যর্থঃ।
প্রকৃষ্টসত্ত্বং রজসা তমসা চামিশ্রম্ মায়িকং সত্ত্বমেবেতি ন ত্রয়াণাং মায়-
াণানাং পরস্পরসংসর্গস্য স্মৃতত্বাৎ। জ্ঞানাত্মকমমায়িকমচতনং তদिति চ ন
অদ্বুতস্য ভগববিগ্রহস্য পরমাত্মত্বোক্তিব্যাকোপাৎ। তস্মাদ্ভগবদভিন্না চিদানন্দ-
সদ্রূপা পরাশক্তিস্তুদिति তত্ত্ববাদিনঃ ॥৩৩॥

বহু ভূমিসমষ্টি ও প্রাসাদসদৃশ দীপ্তি পাইতেছে। যে-প্রাসাদে
শ্রীভগবানের বিবিধ আবির্ভাব, পরিকর, পরিচ্ছদ ও নীলকান্তাদিময়
বিচিত্রপ্রাচীরচত্বারাদিবিশিষ্ট বাসস্থান, মণিময়ওটান্বিত অমৃতপূর্ণনদনদী
ও সরোবর এবং কপূরবাসিত জলকূপ, কপূরসদৃশ ধূলি, প্রফুল্লিত
তরুলতা, মনোহর বিহঙ্গাদি ও অপরাপর জন্তুসকল, কমণীয় বিমান-
রাজি বেষ্টিত শূন্যস্থ গৃহসমূহ স্ফুর্তি পাইতেছে। এই সকলই
শ্রীভগবানের চিচ্ছক্তির বিলাস, অর্থাৎ স্বরূপ হইতে আবিষ্কৃত।
এই ধামে পরমালৌকিকরূপগুণসম্পন্ন মুক্ত ও নিত্যমুক্ত জীবগণ লক্ষ্মী-
দেবীর সহিত বিবিধবিনোদবিশিষ্ট শ্রীভগবান্কে নানোপচারে সেবা
করিতেছেন ॥৩২॥

এইরূপ বর্ণনা জিতন্তুস্তোত্রেও দৃষ্ট হইয়া থাকে। বৈকুণ্ঠলোক
অপ্রাকৃত ষড়্গুণসম্পন্ন, অবৈষ্ণবজনের অপ্রাপ্য, প্রাকৃতগুণত্রয়শূন্য,
নিত্যসিদ্ধগণযুক্ত অভিগমন, উপাদান, ইজ্যা, অধ্যয়ন ও সমাধি এই

ভগবান্ সূত্রকারশ্চৈবমাহ— “অন্তরা ভূতগ্রামবৎ স্বাত্মনঃ”
ইত্যশ্লিষ্টাধিকরণে ॥৩৪॥

তদেতৎ স্বমহিমাশ্লিষ্টিতং তদ্ধাম বৈকুণ্ঠদ্বার্বত্যাди যথোক্তিং
স্মুরতীতি, তদগতাবির্ভাবেষু তত্তদভিমানেষু বিশেষশ্চেতি
বিশিষ্টাগমানাং বিদুষাং নিশ্চয়ঃ ॥৩৫॥

অত্র পরমর্ষিনির্ণয়োহপোবমন্তীত্যাহ ভগবানিতি । “দিব্যে পুরে হ্রেষ সংব্যো-
ম্যাত্মা প্রতিষ্ঠিতঃ” ইতি বাক্যে কিমাকাশ এব হরেলোক উতাকাশবদ্ব্যাপকো
বিচিত্রপ্রাকারপ্রাসাদাদিরূপ ইতি সন্দেহে আকাশঃ স্যাচ্ছাচনিকত্বাৎ । পুরত্বং
তস্য রূপকেনোচ্যতে ইতি প্রাপ্তে অন্তরেতি । স্বাত্মকসংব্যোমভূতস্য পুরস্যা-
ন্তরা মধ্যে স্থিতং প্রাকারাদিবস্ত স্বাত্মনো ভূতগ্রামবৎ স্মুরতি । “যমেবৈষ
বৃণুতে তেন লভ্যঃ” ইত্যাদিশ্রবণাৎ । স্বানুগ্রহভাজনস্য জীবস্য ভূম্যাदिनिर्मিত-
বদ্বিভাতি । বচ্ছন্দেন ভূতগ্রামত্বং তস্য নিরন্তম্ । তত্রৈব তস্য ব্রহ্মাত্মকত্বমুক্তং
“ব্রহ্মৈবেদমমৃতং পুরস্তাং ব্রহ্ম পশ্চাৎ ব্রহ্ম দক্ষিণতশ্চোত্তরেণ । অংশ্চোদ্ধাৎ
প্রসূতং ব্রহ্মৈবেদং বিশ্বমিদং বরিষ্ঠম্” ইতি মুণ্ডকে । স্বে মহিম্নীত্যনেনাপোবৎ
বোধ্যতে ॥৩৪॥

পঞ্চকলা হইতে উথিত অনুষ্ঠানদ্বারা যুক্ত সভাপ্রাসাদশোভিত, বন
ও উপবনমণ্ডিত দীর্ঘিকা, কূপ, সরোবর ও বৃক্ষসমূহে বিভূষিত লীলা-
স্থলে অপ্রাকৃত-সুরগণবন্দিত, শুদ্ধসত্ত্বশক্তি, সূর্য্যসমকান্তি তোমাকে
লক্ষ্মীর সহিত ক্রীড়া করিতে কবে দর্শন করিব ॥৩৫॥

ভগবান্ সূত্রকারও এইরূপই বলিয়াছেন । বেদান্তসূত্রের তৃতীয়
অধ্যায়ের তৃতীয় পাদের ৩৬ সূত্রে উক্ত হইয়াছে—“পরমেশ্বর অপ্রাকৃত-
বস্তু, তাঁহার নিজ মহিমা ভিন্ন অন্য অধিষ্ঠান অসম্ভব । তথাপি শ্রীভগ-
বানের নিজ মহিমাশ্লিষ্ট সংব্যোম-নামক অধিষ্ঠান ও তন্মধ্য বস্তুজাত
তদীয় ভক্তসকলের দৃষ্টিতে প্রাকৃত ভূতনিবাসের সদৃশই প্রতীত হইয়া
থাকে । ভক্তের নিকট শ্রীভগবানের ও তদীয় অধিষ্ঠানাদির মধুররূপ
প্রাকৃতরূপে প্রকাশ শ্রুতিতেও ব্যক্ত আছে । স্বরূপতঃ ঐ সকলই
অপ্রাকৃত স্বাত্মক বস্তু ভগবদৈশ্বর্য্যাত্মক । যেরূপ জ্ঞানানন্দময় ব্রহ্মের
পানিপাদাদি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গবৈচিত্র্য স্মুরিত হয়, তদ্রূপ স্বাত্মক তদীয়
লোকেও ভূমিজলাদির প্রতীতি হইয়া থাকে ॥৩৪॥

যাণ্যেব ধামানি তত্তল্লীলার্থমজ্ঞাণ্ডেহপ্যাবিঃস্মর্যতি স্কান্দে-
 স্মর্যতে—“যা যথা ভুবি বর্তন্তে পুর্যো ভগবতঃ শ্রিয়াঃ । তাস্থথা
 সন্তি বৈকুণ্ঠে তত্তল্লীলার্থমাদৃতাঃ” ইতি । আস্ম দিব্যত্মা স্মৃতিস্ত-
 সংস্কৃতদৃশ্যমেব ভগবতি নরদাররূপত্বাদিবৎ । তথাপি তদ্দৃষ্ট্যা
 শুভলোকপ্রাপ্তিস্তাদৃশভগবদ্দৃষ্ট্যেবেতি—“ন সামান্যাদপ্যুপলঙ্কে-
 য়ত্ব্যবম্ হি লোকাপত্তিঃ” ইতি সূত্রান্তদ্ভাবাচ্চ । তস্মান্তত্র তৈঃ
 সহাসৌ নিত্যং লীলায়তে বাল্যপৌগণ্ডকৈশোরসম্বন্ধান্তা লীলা
 নিত্যা বিভাস্তীতি সিদ্ধম্ ॥৩৬॥

অথ সন্নিবেশবিশেষং তস্য ধাম্নোহবগময়তি তদেতদিত্যাदिना । বৈকুণ্ঠোপরি
 দ্বার্বতী তত্শুপরি মধুপুরী তত্শুপরি গোকুলমিতি উর্দ্ধোদ্ধে বিভাতিত্যর্থঃ ।
 বিমুক্তাগমানামিতি স্বায়ম্ভুবাগমাदिषु বৈকুণ্ঠোপরি কৃষ্ণলোকো বর্ণিতঃ । ব্রহ্ম-
 সংহিতাবৃহদ্বামনহরিবংশেষু তু সর্বোপরি গোলোকঃ গোকুলাভিধানঃ স্বতন্ত্রঃ
 কৃষ্ণলোকঃ নিক্রপ্যতে । স চ পরিকরলীলাভেদেনাংশভেদাৎ দ্বার্বত্যাদিত্রিক্রপো
 বাচ্যঃ । যা যথা ভুবীত্যাदि স্কান্দোক্তেশ্চ । যত্শুপাদ্মোত্তরথণ্ডে মহাবৈকুণ্ঠ-
 স্যাবরণতয়া তস্য পূর্বাদিषু দিক্শু দশাবতারস্থানানি ক্রমাঙ্গগণয়িত্বা শ্রীকৃষ্ণস্য
 নবমত্বেন তৎস্থানস্য ব্রহ্মদিগাবরণমুকুম্ । তত্রাপি তস্য সর্বোদ্ধে ত্বমেবাভিমতঃ ।
 তস্য তথাভূতস্যাপি তদাবরণত্বেনোক্তেস্তস্য গ্রন্থস্য তৎপরত্বমেব গম্যতে । অন্যথা
 স্বায়ম্ভুবাগমাदिवহুগ্রন্থব্যাকোপাপত্তিঃ । বিশেষস্ত শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে দ্রষ্টব্যঃ ॥৩৫॥

মৎস্যাদ্বতারাণাং যানি স্থানানি পরব্যোম্নি সন্তি তানি প্রপঞ্চেহপি
 তদ্বদাবির্ভবন্তি । অতঃ তান্যপ্রাকৃতানীতি প্রতিপাদয়তি যাণ্যেবেতি । যা
 যথেনি । আদৃতা ব্রহ্মাদিবন্দিতাঃ । আদ্বিতি ব্রহ্মাণ্ডান্তর্গতাসু পুর্ষিত্যর্থঃ ।

ভগবন্মহিমাदिशक्ति सेई धाम वैकुण्ठादिरूपे उर्द्धोर्द्धे स्फूर्ति पाईया
 থাকে । বৈকুণ্ঠের উপরি দ্বারকা, তত্শুপরি মথুরা, তত্শুপরি গোলোক
 অবস্থিত । সেই সেই স্থানগত ভগবদাবির্ভাবের তত্তদভিমাণে বিশেষত্বও
 আছে । বিশেষ বিশেষ শাস্ত্রের ও বিশেষ বিশেষ জ্ঞানীর ইহাই
 সিদ্ধান্ত ॥৩৫॥

পরব্যোমে যে যে ধাম আছে, সেই সেই ধামই এই প্রপঞ্চে
 আবিষ্কৃত হইয়া থাকে । প্রপঞ্চে আবিষ্কার দ্বারা অপ্রাপঞ্চিক ধাম
 নির্ধারণ করা কর্তব্য । অপ্রপঞ্চে যাহা নাই, তাহা প্রপঞ্চেও থাকিতে
 পারে না । ক্ষুদ্র পুরাণেও উল্লেখ আছে—“ভগবানের যে যে প্রিয়তমা

অত্রাহঃ—তদ্ব্যপেক্ষকালতৎপরিবর্তনবিচ্ছেদে সত্যেব তাসাং
নিত্যত্বং স্মার্য চৈবং সম্ভবতি, দেশাদিভেদাদেকস্য পরিবর্তস্য

অসংস্কৃত্যেতি ভক্তিসংস্কারশূন্যধিয়ামিত্যর্থঃ। নরদারকেতি মায়িকনৃবালকত্বা-
দিবদিত্যর্থঃ। তাদৃশেতি নরদারকতয়া প্রতীতস্যাপি ভগবতো দর্শনেনেত্যর্থঃ।
ন সামান্যাদিতি ব্রহ্মসূত্রার্থঃ। ভিত্তিতে হৃদয়গ্রন্থিস্থিচ্ছিত্তে সর্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্মা কৰ্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে ইতিশ্রুতৌ “এতদন্তো নৃণাং
ক্লেশো যন্তুবানক্ষিগোচরঃ” ইতি শ্রুতৌ চ ভগবদর্শনানুজিরিত্যুক্তং তন্ন যুক্তম্।
অবতারসময়ে তদৃষ্টিমতামপি মুক্তেরপ্রত্যয়াদিতিচেদাহ নেতি। অপিব-
ধারণে। সামান্যাদিতি টাবিভক্তেরাং সুলুগিত্যাди পাণিনিসূত্রাৎ। সামান্যেন
সর্বসাধারণেন মায়াযবনিকাচ্ছন্নভগবদ্বিষয়তয়া যোগলক্ষির্দৃষ্টিস্ততো ন মুক্তিঃ
মৃত্যুবন্মরণমাত্রাদ্ যথা সা ন স্যাৎ। তর্হি সামান্যোপলক্ষিরপার্থঃ স্যাত্তত্রাহ।
নহীতি। ন সাপার্থেত্যর্থঃ। তৎফলং কিমিতিচেত্তত্রাহ লোকেতি। স্বর্গাদি-
লোকপ্রাপ্তিস্তৎফলমিত্যর্থঃ। সামান্যদর্শনাল্লোকা মুক্তির্যোগ্যাত্মদর্শনাদিতি
স্মরণাৎ। যোগোতি। পরমপ্রেমাস্পদচিদ্ধিগ্রহত্বেন তদ্বীক্ষণানুজিরিত্যর্থঃ ॥৩৬॥

পুরী প্রপঞ্চে বিচ্যমান আছে, পরব্যোমেও তল্লীলার্থ সেই সেই
ব্রহ্মাদিবন্দিত পুরী রহিয়াছে।” ব্রহ্মাণ্ডান্তর্গত ঐ সকল পুরীতেও
অপ্রাকৃত ধামসকলের সম্বন্ধ নাই একরূপ নহে। ব্রহ্মাত্মক চিদানন্দময়
ধামসকল এই প্রাপঞ্চিক ধামসমূহে সূক্ষ্মভাবে একীভূত হইয়া অবস্থান
করিতেছেন। তবে যাঁহাদিগের জ্ঞান ভক্তিসংস্কারশূন্য, তাঁহার প্রাপঞ্চিক
ধামের মধ্যে অপ্রাপঞ্চিকত্ব অনুভব করিতে পারেন না। অভক্তসকল
শ্রীভগবান্কে যেরূপ মনুষ্য বলিয়াই দর্শন করেন, তদ্রূপ তাঁহার ধাম-
সকলকেও পার্থিব বলিয়াই দেখিয়া থাকেন। অবতারকালে সকলেই
যদি শ্রীভগবান্কে অবিশেষে শ্রীভগবান্ বলিয়াই দর্শন করিতেন, তাহা
হইলে সকলেরই মুক্তি হইয়া যাইত। কিন্তু তাহা হয় নাই। না
হইবার কারণই তাঁহাকে মনুষ্যদৃষ্টিতে দর্শন করা। তবে ঐ দর্শনও
নিষ্ফল হয় না। তদর্শনে মুক্তি না হইলেও স্বর্গাদি শুভলোক লাভ
হইয়া থাকে। একথা সূত্রকারও বলিয়াছেন—“সামান্য দর্শনে মুক্তি
হয় না। মৃত্যু হইলে যেরূপ মুক্তি হয় না, সামান্য দর্শনেও সেইরূপই।
তবে কি সামান্য দর্শনের কিছুই ফল নাই?—তাহা নহে। সামান্য

পূর্বোত্তরবর্তিত্বেনানেকলীলাসম্বন্ধস্মরণাচ্চ । পূর্বস্য লীলায়া
নিত্যত্বেন তৎসম্বন্ধিনঃ পরিকরস্তাপি সম্বন্ধস্তত্রনিত্যং স্যাৎ ।
তথা সত্যোত্তরস্যাত্ম্য সত্য সম্বন্ধো দুর্ঘটঃ । স্বীকৃতে চ তস্মিন্
পূর্বস্য অনিত্যত্বম্ । নিত্যত্বে চোত্তরসম্বন্ধিনস্তস্তান্যত্বং ভবেৎ ।
তস্মাদ্বিয়ৎপুষ্পায়মানং ভবতাং লীলানিত্যত্বমিতি চেৎ ॥৩৭॥

অত্রাহরিতি । অত্র লীলা নিত্যোত্যাদিবিষয়ে শব্দবুদ্ধিকর্মণাং ত্রিষ্ণাবস্থায়িত্বং
বদন্তস্তার্কিকাঃ পূর্বপক্ষং রচয়ন্তীত্যর্থঃ । দেশাদিভেদাদিতি । ন হ্যেকস্মিন্ দেশে
কালে বা ভগবান্ সর্বেশ্বরস্তৎপরিকরো বাস্তি । নিকেতভোজনগোচারণ্যাস-
নৃত্যাদীনাং লীলানাং দেশভেদেন কালভেদেন পরিকরভেদেন চ সম্ভবঃ প্রতী-
য়তে । বাল্যপৌরুষলীলায়াং চোত্তরস্যাত্ম্য স এব লালনকর্তা পিত্রাদিঃ পরিকরঃ ।
গোচারণাদিলীলাসু পূর্বোত্তরেণ স এব বয়সগণঃ সম্ভোগবিপ্রলভয়োঃ পূর্বো-
ত্তরয়োঃ স এব কিস্করিগণঃ সখিগণশ্চেতি বিভাবনীয়ম্ । এবং শ্রীদামরথাদি-
লীলাসু চ সুধীভিরনুসন্ধেয়ম্ । ইথৈকেকস্য পরিকরস্য পূর্বোত্তরবর্তিত্বেন লীলাসু
পরিকরাবিচ্ছেদে সিদ্ধে তেন ক্ষতিং দর্শয়তি পূর্বস্য ইত্যাদিনা । তৎসম্বন্ধিনঃ
পূর্বলীলাঙ্গস্য পিত্রাদেঃ । তথা সতি তস্য পূর্বলীলায়াং নিত্যসম্বন্ধে স্বীকৃতে
সতীত্যর্থঃ । তস্য পূর্বলীলাঙ্গস্য পিত্রাদেঃ । স্বীকৃতে চেতি উত্তরলীলায়াং তস্য
পিত্রাদেঃ সম্বন্ধেহস্বীকৃতে সম্বন্ধঘটিতয়াঃ পূর্বলীলায়া নিত্যত্বাভাবঃ । নিত্যত্বে
চেতি তৎসম্বন্ধঘটিতপূর্বলীলায়া নিত্যত্বে বা স্বীকৃতে সত্যোত্তরলীলায়ামন্যঃ
পিত্রাদিঃ স্থান চৈব স্মর্য্যতে । তথাচ প্রাপ্তোত্তরং চানন্তলীলোদয়াৎ পূর্ব-
পূর্বাঙ্গাং বিনাশাদনিত্যা লীলেতি ভাবঃ ॥৩৭॥

দর্শনে সুদর্শন বিদ্যাধর ও নৃগরাজার ন্যায় স্বর্গাদি লাভ হইয়া থাকে ।
সামান্যদর্শনে বিষয়তত্ত্ব আবৃত থাকে । বিশেষদর্শনে পরম শ্রেষ্ঠত্ব এবং
চিংসুখবিগ্রহত্ব প্রভৃতি ধর্ম্মবিশিষ্টরূপে অনাবৃত তত্ত্বের সাক্ষাৎকার
সিদ্ধ হয় । তদ্বারাই মুক্তিলাভ হইয়া থাকে । কোন কোন অসুরেরও
ঐরূপ হইয়া থাকে । ভগবানের সহিত সংগ্রামে তদীয় চক্রাদির স্পর্শে
দৃষ্টির আবরণ উন্মুক্ত হইয়া যায়, সুতরাং তখন তাহাদিগের মোক্ষও
সিদ্ধ হইয়া থাকে । অতএব শ্রীভগবানের নিত্যধামে নিত্যপার্বদ-
গণের সহিত বাল্যাদিনিত্যলীলা সিদ্ধ হইল ॥৩৬॥

এই স্থলে কেহ কেহ পূর্বপক্ষ করিয়া থাকেন যে, “সেই দেশ
সেই কাল এবং সেই পরিকরের বিচ্ছেদ না হইলে তবে সেই সকল

অত্রোচ্যতে,—অনভিজ্ঞো ভবান্ অচিন্ত্যস্ত ভগবন্তস্ত যদৌ-
পনিষদং তৎ। তথাহি ছান্দোগ্যে “ভূমৈব স্মৃৎ ভূমা হ্বেব জিজ্ঞাসি-
তব্যঃ” ইতি ভূমানমুদ্दिश্য তস্ত লক্ষণমুচ্যতে, “যত্র নাগ্ৰং পশ্যতি
নাগ্ৰচ্ছণোতি নাগ্ৰদ্বিজানাতি স ভূমা” ইতি। অত্র ভূমানং প্রাপ্তস্ত

পূর্বপক্ষং নিরাকুর্বন্নাহ অত্রোচ্যতে ইতি। ভূমৈবেতি নারদং প্রতি সনৎ-
কুমারস্য বচনম্। বৈপুল্যধর্ম্মা সুখরূপঃ সর্বৈশ্বরো জিজ্ঞাস্য ইত্যর্থঃ। যত্রেতি।

লীলার নিত্যত্ব স্বীকার করা যাইতে পারে। কিন্তু তাহা সম্ভবই
হয় না। সর্বৈশ্বর শ্রীভগবানের ও তাঁহার পরিকরবর্গের একই দেশে
এবং একই কালে অবস্থান অসম্ভব। গৃহমধ্যে ভোজন, বনমধ্যে
গোচারণ এবং রাসে নৃত্য প্রভৃতি দেশের, কালের ও পরিকরের
ভেদই প্রদর্শন করিয়া থাকে। ঐ ভেদ স্বীকার না করিলে লীলাই
অসম্ভব হইয়া পড়ে। পূর্বকালিক বাল্যলীলাতে, তৎপরকালিক
পৌগণ্ডলীলাতে এবং তত্ত্বকালিক কৈশোরলীলাতে সেই একই
লালনকর্ত্তা পিতা ও মাতা প্রভৃতি এবং পূর্বোত্তরকালিক গোচারণ-
লীলা ও বনভোজনাদিলীলাতে সেই একই বয়স্য়গণ আর পূর্বোত্তর-
কালিক সম্ভোগলীলা ও বিপ্রলন্তলীলাতে সেই একই কিস্করিগণ ও
একই সখিগণ প্রভৃতি উক্ত হইয়াছে। এইরূপে পরিকরবর্গের
পূর্বোত্তরবর্ত্তিত্ব প্রযুক্ত লীলাসকলে উহাদিগের বিচ্ছেদ ঘটিতেছে
এবং তাহাতে বিশেষ হানিও হইতেছে। কারণ, পূর্বলীলা যদি
নিত্য হয়, তবে পূর্বলীলার পরিকরগণ অবশ্য পূর্বলীলাতে নিত্য-
সম্বন্ধযুক্ত হইবেন। এইরূপ হইলে, তাঁহাদের উত্তরলীলাতে পুনঃ
সম্বন্ধ 'অসম্ভব হইল। পূর্বলীলাতে অনিত্য না বলিলে আর
তাঁহাদের উত্তরলীলাতে সম্বন্ধ স্বীকার করা যায় না। পূর্বলীলাকে
নিত্য বলিলে উত্তরলীলাকে ভিন্নলীলা বলিতে হয় এবং ঐ লীলার
পরিকরবর্গকেও ভিন্ন বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। এইরূপে পূর্বোত্তরে
পৃথক পৃথক লীলার প্রকাশহেতু পূর্ব পূর্ব লীলার বিকাশে উত্তরোত্তর
লীলার উৎপত্তি এবং ঐ সকল লীলার অনিত্যতা স্বীকার করিতে হয়।
অতএব লীলার নিত্যত্ব আকাশ-কুসুমতুল্য হইয়া পড়িতেছে” ৥৩৩৥

তদিতরদর্শনাদি প্রতিষিদ্ধাতে অনন্তরং তু মৃত্যাদিহেয়দর্শনং
নিষিধ্য পুনস্তস্য সর্বদর্শনমুচ্যতে । “ন পশ্যো মৃত্যুং পশ্যাতি ন
রোগং নোত দুঃখিতাম্ । সর্বং হ পশ্যঃ পশ্যাতি সর্বমাপ্নোতি
সর্বশঃ” ইতি । অত্র সর্বশব্দেন বিবিধবৈচিত্র্যবতো বাল্যাদি-
সম্বন্ধাস্তস্য লীলাঃ কথ্যন্তে । তাঃ পশ্যঃ পশ্যাতি তস্য তৎপরিকর-
ত্বেন তদন্তত্বাদাপ্নোতি চ যথাধিকারমিতি । ইহ বাল্যাদিসম্বন্ধানাং
তাসাং মিথো বৈলক্ষণ্যাৎ কৈশোরসম্বন্ধানাং সংযোগবিয়োগাত্মনা
ক্ষুটদ্বৈবিধ্যত্বাচ্চ বৈবিধ্যবৈচিত্র্যে স্তব্যন্তে ॥৩৮॥

যত্র ভূম্নাহুভূয়মানে সতি ভূমাতোহন্যন্ন পশ্যতি জলধিনিমগ্নো যথা জলরাশে-
রন্যন্ন পশ্যতি তদ্বদিত্যর্থঃ । অনন্তরমিতি তস্য ভূমোপাসকস্য ন পশ্য ইতি
তত্রৈব তং প্রতি তদ্বাক্যম্ । পশ্যো ধায়ী ভক্তঃ । মৃত্যুরোগদুঃখিতসংসার-
ধর্ম্মান পশ্যতি কিস্তু ভূমানমাপত্য তস্য সর্বং বিশেষং পশ্যতীত্যর্থঃ । অত্র
ভূম্নো নির্বিশেষত্বে সর্বশব্দোপাদানং নিরর্থকং স্যাদতঃ সর্বশব্দেন তস্য
গুণচরিতানি বোধ্যন্তে । এতদেব ব্যাখ্যাতি সর্বশব্দেনেতি । ক্ষুটদ্বৈবিধ্যত্বাৎ
প্রকটদ্বৈবিধ্যত্বাদিত্যর্থঃ । ধাতৃত্বস্য দ্বিত্বোচ্চৎসৃষ্টিতি ধ্মুঞাদেশঃ ধ্মুঞন্তাৎ
স্বার্থে উদর্শনমিতি উপ্রত্যয়ঃ । ততো দ্বৈবিধ্যত্বাদিতি সিধ্যতি । ৩৮॥

উহার উত্তর যথা— “যিনি পূর্বোক্তপ্রকার পূর্বপক্ষ করেন.
তঁাহাকে ভগবন্তত্ত্ব সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ বলা যাইতে পারে ।
ভগবন্তত্ত্ব অচিন্ত্য, উহাতে পূর্বোক্তপ্রকার তর্ক উত্থাপিত হইতেই
পারে না । তর্কদ্বারা ভগবন্তত্ত্বকে জানা যায় না । উপনিষদ হইতে
যে-জ্ঞান জন্মে তদ্বাণাই তঁাহাকে জানা যায় ।” ছান্দোগ্য উপনিষদে
বলিয়াছেন, ভূমা অর্থাৎ বিপুল সুখস্বরূপ শ্রীহরিরই ভিজ্ঞাস্ত ।” এই
ভূমা পুরুষের লক্ষণ কথিত হইতেছে যথা,— “যিনি অনুভূত হইলে
অনুভবকারী ব্যক্তি তদন্ত কিছুই দেখেন না, শুনে না, জানেন না,
তিনিই ভূমা ।” এইস্থলে যিনি ভূমাকে লাভ করিয়াছেন, তঁাহার
তদন্তদর্শনাদি নিষিদ্ধ হইয়াছে । পরে তদন্তীর মৃত্যু প্রভৃতি হেয় দর্শন
নিষেধ করিয়া তঁাহার সর্বদর্শকতা বলিতেছেন, “যিনি ভূমাকে
দেখিয়াছেন, তিনি মৃত্যু, রোগ ও দুঃখ প্রভৃতি সংসারধর্ম্ম দেখেন
না । তিনি সকলই দেখেন এবং সকলই প্রাপ্ত হন ।” এখানে

অথ মিথো বিলক্ষণাস্থ দেশকালভেদেন জায়মানাস্থ বহুবীষু
তাস্থ একস্থ পরিকরস্থ যুগপৎসান্নিধ্যাসম্ভবাৎ কথং সর্বপ্রকার-
কদর্শনপ্রাপ্তিঃ সম্ভবতি তদসম্ভবে বা কথং তাসাং তদেষাগঘটি-
তানাং নিত্যবিশঙ্কায়্যাং তদনন্তরমিদং পঠ্যতে—“স একধা ভবতি
দ্বিধা ভবতি ত্রিধা ভবতি পঞ্চধা সপ্তধা নবধা চৈব পুনশ্চৈকাদশ
শতঃ। শতঞ্চ দশ চৈকঞ্চসহস্রাণি চ বিংশতিঃ” ইতি। অত্র
সিদ্ধিঘনাদ্ব্যুতীর্ণ রূপাণি তস্মৈ লীলাপ্রেম্পোরাবির্ভবন্তি। তৈরসৌ
তত্র তত্র সংনিদধ্যাদিত্তি তস্মৈ সর্বত্রৈক্যান্তদবিচ্ছেদসিদ্ধিরতো ন
কাচিদনুপপত্তিঃ ॥৩৯॥

ভগবতি লীলাঃ সাধিতাঃ। অথ তদঙ্গভূতানাং দেশকালপরিকরাণা-
মবিচ্ছেদঃ সাধ্যতে অথেষ্যাদিনা। তাসু লীলাসু তদসম্ভবে বেতি তস্য পরি-
করস্য তত্তদেশতত্তকালসম্বন্ধেন জায়মানাসু লীলাসু যুগপৎ সান্নিধ্যাসম্ভবে-
বেত্যর্থঃ। তাসাং তদেষাগঘটিতানামিতি তত্তদেশতত্তকালতত্তংপরিকর-
সম্বন্ধানামিত্যর্থঃ। তত্র তাবদেকস্য পরিকরস্য যুগপত্তাসু সন্নিধিং প্রতি-
পাদয়তি। স ইতি। তত্রৈব তদ্বাক্যং স মুক্তো ভূমভক্তঃ। অত্রৈতি। সিদ্ধিঃ
সত্যসঙ্কল্পতা। লীলাপ্রেম্পোঃ সর্ব্বা লীলাঃ সাক্ষাচ্চিকীর্ষোঃ। সর্ব্বত্র
সর্ব্বাসু লীলাসু। তদবিচ্ছেদসিদ্ধির্নাখিললীলাসু সান্নিধ্যানুপপত্তিঃ। যতপি
স এক এবৈতি বাক্যং সাধনমুক্তপরং প্রকরণাৎ তথাপ্যুলক্ষণতয়া কৈমুতোন
বা নিত্যমুক্তানাং জীবানাং পরাবতারানাঞ্চ পার্শ্বদানাং গ্রহণায় ভাবীতি
বোধ্যম্ ॥৩৯॥

‘সর্ব্ব’ শব্দদ্বারা বিবিধ-বৈচিত্র্যবিশিষ্ট বাল্যাди-সম্বন্ধীয় লীলাসকল
উক্ত হইয়াছে। ঐ লীলা কে দর্শন করে? লীলাঙ্গপরিকর সকলই
দর্শন করে। তাঁহারাই যথাধিকার অর্থাৎ স্ব স্ব অধিকারানুসারে
ঐ লীলা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। এই স্থলে বাল্যাদিসম্বন্ধবিশিষ্ট
লীলাসকলের পরস্পর বৈলক্ষণ্যহেতু এবং কৈশোরসম্বন্ধবিশিষ্ট লীলা-
সকলের সংযোগ ও বিয়োগরূপ দ্বৈবিধ্য্যহেতু লীলার বৈবিধ্য ও
বৈচিত্র্য সূষ্ঠুভাবে প্রকাশিত হইয়াছে ॥৩৯॥

এইরূপে ভগবানের লীলা সাধিত হইল। অনন্তর লীলাঙ্গভূত
দেশ, কাল ও পরিকরগণের অবিচ্ছেদ সাধিত হইতেছে। পরস্পর
বিলক্ষণ দেশ ও কালভেদে জায়মান বহুপ্রকার সেই সকল লীলাতে

ঐদৃশলীলাবিশিষ্টমেব স্বরূপং রসশক্তিং তদবাস্তুৈব পরমানন্দং
 ক্রতিরাহ, — “রসো বৈ সঃ, রসং হেবায়ং লক্ষ্যানন্দী ভবতি” ইতি ।
 সংযোগন্তেব বিয়োগস্তাপি রসেহেন ভগবদ্ভগবত্তজ্জ্ঞানমপি
 তদনুভব এবৈতি তস্মৈ সার্বদিকসাক্ষাৎকারসিদ্ধিস্তেন তেন
 চ বিশিষ্টা খলু লীলা নিত্যা । তত্রাণ্ডে বহিরন্তে তু হৃদেব সাক্ষাৎ-
 কৃতিঃ । ইথঞ্চ সার্বদিকসাহিত্যসঙ্গেহপি সায়ংবীক্ষাপ্রতিজ্ঞা
 সাম্প্রতং পরিষজ্ঞাত্যর্থনাদয়ো ব্যবহারাঃ সিদ্ধোয়ুরিতি ক্রতিতাৎ-
 পর্য্যসহায়বানেষ নির্ণয়ঃ । ধ্যানঃ সময়স্ত চ ভগবদাত্মকস্য সর্বত্র
 সান্নিধ্যং বক্ষ্যতে । অলৌকিকেহচিন্ত্যবস্তুনি তর্কানবতারো ন
 দুষণমপি তু ভূষণমেব মহিমোন্মাহাৎ ॥৪০॥

রস ইতি তৈত্তিরীয়কে ভগবান্ রসঃ পঞ্চবিধরসাত্মা । অয়ং তত্পাসকঃ ।
 ননু গোচারণাদৌ প্রবৃত্তে ভগবতি নিকেতস্থানাং ভক্তানাং তৎসাক্ষাৎকারা-
 ভাব ইতি চেত্তত্র সমাদদদাহ সংযোগস্টেবেতি । তজ্জ্ঞানং বিয়োগজ্ঞানম্ ।
 তস্মৈতি ভগবতঃ । তেন তেন চেতি সংযোগেন চেতার্থঃ । সায়মিতি
 গোচারণায় গচ্ছতো ভগবতঃ সায়মাগতা ত্বামহং দ্রক্ষ্যামি দেহি মে সাম্প্রতং
 পরিষঙ্গমিত্যাবাসস্থিতৈর্ভক্তজনেঃ সহ ব্যবহারঃ সিধ্যেৎ । সংযোগবিয়োগাত্মনো
 রসস্যোদয়ঃ মানসে স্যাদিতি ভাবঃ ।

সেই সেই পরিকরের একসময়ে সন্নিধানের অসম্ভাবনাহেতু সর্ব-
 প্রকার দর্শন এবং প্রাপ্তিও অসম্ভব হইতেছে । উহা যদি অসম্ভব
 হইল, তবে তত্ত্বদেশ, তত্ত্বকাল ও তত্ত্বপরিণয়ঘটিত লীলার
 নিত্যত্বেরও অসম্ভাবনা ঘটিবে । ফলতঃ এই আশঙ্কাতেই পরবর্তী
 ক্রতিতে বলিতেছেন, “সেই ভগবান্ এক দুই ও তিন ইত্যাদিক্রমে
 বিংশতিসহস্র অর্থাৎ অসংখ্য রূপ ধারণ করিতে পারেন ।” অতএব
 লীলাভিলাষী ভগবানের সত্যসঙ্কল্পভাজন্য সর্বলীলাদর্শনেচ্ছায় বহুরূপের
 আবির্ভাব হয় এবং সেই সকলরূপদ্বারা সেই সকল পরিকরসহিত
 সেই সেই স্থানে স্থিতি হয় । এইরূপ শ্রীভগবানের সকল লীলাতে
 ঐক্যহেতু সেই সেই পরিকরের সহিত অবিচ্ছেদ অর্থাৎ নিখিল
 লীলাতেই নৈকট্য সিদ্ধ হইতেছে । ইহাতে আর কোন অসম্ভাবনা
 থাকিতেছে না ॥৩৯॥

অব্রাহ্মঃ-ননু লীলায়াঃ ক্রিয়াত্বাৎ প্রত্যংশমপ্যারম্ভসমাপ্তিভ্যাং
তন্ত্ৰাঃ সিদ্ধির্বাচ্যাঃ। তাভ্যাং বিনা তৎস্বরূপনাশাপত্তিরতঃ
কথমসৌ নিভ্যেতি চেৎ ॥৪১॥

ননু সন্তু ভগবতি বিচিত্রা লীলাস্তদেশাদিসম্বন্ধাঃ নিত্যাস্তু তা ন সুরারম্ভসমাপ্তি-
মত্বাদিতি তর্কিকাঃ পুনঃ প্রত্যবতিষ্ঠন্তে নথিত্যাदिना। বিকসিতার্থমেতৎ ॥৪১॥

ঈদৃশ-লীলাবিশিষ্ট ভগবৎস্বরূপই রসশব্দবাচ্য হন। সেই রসের
প্রাপ্তিতে পরমানন্দ জন্মে। ঋতিতে ঐ প্রকারই বলিয়াছেন,
যথা—“শ্রীভগবান্ রসস্বরূপ। রসস্বরূপ সেই ভগবান্কে পাইয়াই
জীব আনন্দানুভব করেন।” কেহ কেহ ইহার উপরও আবার
পূর্বপক্ষ করেন যে, ভগবান্ গোচারণে প্রবৃত্ত হইলে, নিকেতনস্থিত
ভক্তগণের তদর্শনের অভাব শ্রবণ করা যায়, অতএব তাঁহার সর্বত্র
সান্নিধ্য কিরূপে স্বীকৃত হইবে? তদ্বত্তরে এই প্রকার সমাধান করা
হয় যে, সংযোগের ন্যায় বিয়োগেরও রসত্ব স্বীকৃত হয়, অতএব
বিয়োগও ভগবদ্রূপই। বিয়োগ যদি ভগবদ্রূপই হইল, তবে ঐ
বিয়োগের জ্ঞানও শ্রীভগবদনুভবই হইল; বিয়োগে ভগবদনুভব থাকা-
তেই শ্রীভগবানের সার্বকালিক সাক্ষাৎকার সিদ্ধ হইতেছে।
সংযোগবিশিষ্ট এবং বিয়োগবিশিষ্ট লীলায় একই ভগবানের অনুভব-
দ্বারা উভয় লীলাকে ধরিয়া লীলার নিত্যত্বও সিদ্ধ হইতেছে। বিয়োগে
ভগবদনুভব অনুভবসিদ্ধ। সংযোগে বাহ্যসাক্ষাৎকার এবং বিয়োগে
আন্তর সাক্ষাৎকার এইমাত্র প্রভেদ। অতএব সার্বকালিক সান্নিধ্য-
সত্ত্বেও গোচারণার্থ গমনকালে শ্রীভগবান্ যে গোপীদিগকে “আমি
এখন চলিলাম, সায়ংকালে পুনর্ব্বার সাক্ষাৎকার হইবে, সম্প্রতি
আলিঙ্গন প্রদান কর,” ইত্যাদি বলিতেন, তাহাও সঙ্গত হইতেছে।
ভগবল্লীলায় ধাম এবং সময় প্রভৃতি সকলই ভগবদাত্মক। অতএব
উহাদের সর্বত্র সান্নিধ্য কোনরূপেই অসম্ভব হইতে পারে না।
একই বস্তুর সর্বরূপ হওয়াও অসম্ভব নহে; কারণ ভগবদদর্শনও
অচিন্ত্যশক্তিসম্পন্ন। অলৌকিক ও অচিন্ত্য বিষয়ে তর্কের অবতারণা
হইতেই পারে না। উহা তাঁহার পক্ষে দোষেরও নহে, কারণ
তদ্বারা তাঁহার মহিমাই উপলক্ষিত হয় ॥৪০॥

অত্রোচ্যতে,—ভগবতি সর্দৈবাকারানন্ত্যাং প্রকাশানন্ত্যালীলা-
নন্ত্যাদনন্তব্রক্ষাণানন্তবৈকুণ্ঠগতানাং তত্তল্লীলাস্থানানাং তত্তৎ-
পার্ষদানাঞ্চ ব্যক্তিপ্রকাশানন্ত্যাচ্চ নানিত্যত্বং তন্ত্যাঃ । তত্তদাকার-
প্রকাশগতয়োস্তত্তদারন্তসমাপ্ত্যাঃ সত্যোরপ্যেকত্বৈকত্র তত্তৎ-
ক্রিয়াংশা যাবৎ সমাপ্যন্তে ন সমাপ্যন্তে বা তাবদেবান্যত্রাপ্যারদ্ধাঃ
স্থ্যরিত্যেবং তস্মিংস্তদবিচ্ছেদাশ্মিত্যেব সেতি তত্র কচিৎ কিঞ্চিদৈ-
লক্ষণ্যেন কচিৎকৈকরূপেণারন্তঃ বিশেষণানাং ভেদাসংভেদাচ্চ ॥৪১॥

সমাদধাতি ভগবতীতাদিনা ভগবত্যাকারানন্ত্যম্ একোহপি সন্ বহুধা যো
বিভাতোকানেকস্বরূপায়েত্যাदिश्रुतिस्मृतिভাঃ । “লীলানন্ত্যম্” “জন্মকর্মাভি-
ধানানি সন্তি মে হি সহস্রশঃ । ন শক্যন্তে নু সংখ্যাতুমনন্তত্বান্ময়াপি হি” ইত্যাদি-
স্মৃতিভাঃ । “ব্রক্ষাণানন্ত্যম্” অণানান্ত্ব সহস্রাণাং সহস্রাণ্যুতানি চ । তাদৃশানাং
তথা তত্র কোটিকোট শতানি চ” ইত্যাদিস্মৃতিভাঃ (বিষ্ণু পুরাণে ২।২৭) ।
“বৈকুণ্ঠানন্ত্যঞ্চ”, “তদ্রূপগায়স্য বৃষঃ পরমং পদমবভাতি ভূরি” ইতি শ্রুতেঃ ।
“পার্ষদানন্ত্যঞ্চ”, “স একশ্চ” ইত্যাদিশ্রুতেঃ । এবং ভগবদ্রূপাদীনামানন্ত্যমাপাত্ত
লীলানিত্যত্বার্থমবিচ্ছেদং তস্যাঃ সমর্থয়তি তত্তদাকারেতি । একত্রৈকত্রেত্যেকৈ-
কস্মিন্ প্রকাশে অন্যত্রান্যত্রেতান্যস্মিন্ প্রকাশে ইত্যর্থঃ । তদবিচ্ছেদাৎ ক্রিয়া-
বিচ্ছেদবিরহাদিত্যর্থঃ । কচিদিতি কচিন্মাতুরঙ্ঘে স্থিতিঃ কচিৎসুস্বর্ণপীঠে
নিবিষ্টো হৈয়ঙ্গবীনমস্তি হসতি চেতি বিশেষণযোৰ্ভেদো ভাব্যঃ ॥৪২॥

পূর্বপক্ষী কিন্তু ইহাতেও নিরন্ত হন না । তাঁহারা বলেন, ভগবানে বিচিত্র
লীলা সাধিত হইতে পারিলেও আরন্ত ও সমাপ্তিদ্বারা উহার নিত্যত্ব
সাধিত হইতে পারে না । লীলা ক্রিয়াবিশেষ । ক্রিয়ামাত্রেরই আরন্ত
ও সমাপ্তি আছে । আরন্ত ও সমাপ্তি ব্যতীত লীলাই সিদ্ধ হইতে পারে
না, এবং তজ্জন্ম তৎস্বীকারে লীলার নিত্যতা অসিদ্ধ হইয়া উঠে ॥৪১॥

তদুত্তরে এইপ্রকার সমাধান করা হইয়া থাকে,—শ্রীভগবানের
আকারের আনন্ত্য, প্রকাশের আনন্ত্য, লীলার আনন্ত্য, অনন্ত বৈকুণ্ঠ-
গত ও অনন্ত ব্রক্ষাণুগত, লীলাস্থানের আনন্ত্য এবং সেই সেই লীলার
অঙ্গভূত পার্শ্বদগণের আনন্ত্যহেতুও লীলার অনিত্যতা ঘটিতেছে না ।
সেই সেই আকার ও প্রকাশগত সেই সেই লীলার আরন্ত এবং
সমাপ্তিসত্ত্বেও এক এক প্রকাশভেদে আরদ্ধ লীলার সমাপ্তি হইতে
হইতেই অন্যত্র তদ্রূপ লীলার আরন্ত হয় বলিয়াই লীলার অবিচ্ছেদ

নন্বস্থবিচ্ছেদঃ কথং সা বর্তত ইত্যুচ্যতে পৃথগারম্ভাদিবৈরসেতি
 চেৎ ? উচ্যতে,—কালভেদেনোদিতানামপি তুল্যরূপাণাং ক্রিয়া-
 গাঠমেক্যং, যথা পরেষামপি দ্বির্গোশব্দোহয়মুচ্চারিতো, ন তু হৌ
 গোশব্দাবিতি প্রতীতির্নিশ্চিতং শব্দে কল্পং, যথা দ্বিঃ পাকোহনেন
 কৃতো, নতু হৌ পাকাবিতি ক্রিয়ৈক্যঞ্চ তথৈতৎ প্রত্যেতব্যম্।
 অতএবমাহ শ্রুতিঃ, “যদ্গতং ভবচ্চ ভবিষ্যচ্চ” ইতি, “একো দেবো
 নিত্যলীলানুরক্তো ভক্তব্যাপী ভক্তহৃদ্যান্তরাগ্না” ইতি চ, স্মৃতিশ্চ
 (গীঃ ৪।৯) “জন্ম কৰ্ম্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ। ত্যক্ত্বা
 দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মা মেতি সোহর্জুন” ইতি। ঈদৃশাবগতিস্বতি-
 রহন্তা ভগবদনুগ্রহৈকসাধ্যোতি, (ভাঃ ২।৯।৩১) “যাবানহং যথা-
 ভাবো যদ্রূপগুণকৰ্ম্মকঃ। তথৈব তত্ত্ববিজ্ঞানমস্ত তে মদনুগ্রহাৎ”
 ইতি তদুক্তেঃ ॥৪৩॥

লীলাঙ্গানাং দেশকালপরিকরণাঠমেক্যং প্রাক্ প্রতিপাদিতম্। অথ সমান-
 রূপাণাং তাঙ্গাং পৃথগুদিতমঠপ্যেক্যং প্রতিপাশ্বতে। আশঙ্কতে নন্বস্থিতি। অত্র
 শাব্দিকসম্মতং দৃষ্টান্তযুগলমাহ যথৈতি। পরেষাং মায়িনাম্। তে হি শব্দ
 ইতি সূত্রে উপচর্যমাণেনৈবং বিমমৃশুঃ। যদ্গতমিতি বৃহদারণ্যকে পঠ্যতে।
 ব্রহ্মনিষ্ঠং গুণকৰ্ম্মলক্ষণমর্থজাতং নিত্যং গতভবন্তবিষ্যচ্ছব্দৈস্তস্য ত্রৈকালিকস্থিতি-
 নিবেদনাৎ। এক ইতি পিঙ্গলাদশাখায়ামাথর্কবিকাঃ পঠন্তি। জন্মেতি
 শ্রীগীতাসু। দিব্যমপ্রাকৃতং মংস্বরূপানুবন্ধীতি যাবৎ তদেত্তুর্মোক্ষোক্তেঃ।
 ঈদৃশাবগতিঃ কৰ্ম্মণামপি ভগবত্ত্ববোধঃ। যাবানিতি দ্বিতীয়ে ব্রহ্মাণং প্রতি
 ভগবদ্বাক্যম্। যাবান্ যৎপরিমাণঃ মধ্যমত্বেহপি বিভূত্বলক্ষণঃ। যথাভাবো
 যাদৃশসত্ত্বাকঃ যাদৃশস্বভাবো যাদৃশপার্ষদশচ ‘ভাবঃ সত্ত্বা স্বভাব ইত্যাদিমেদি-
 নীকরকোষাৎ।’ স্মৃটমণ্যৎ ॥৪৩॥

ঘটিতেছে। লীলা ক্রিয়া হইলেও ঐ ক্রিয়ার বিচ্ছেদ নাই। যাহার
 বিচ্ছেদ নাই, তাহার নিত্যত্ব অসম্ভব হয় না। কোথাও বা একরূপেই
 লীলা আরম্ভ হয়, কোথাও বা কিঞ্চিৎ বৈলক্ষণ্যই হইয়া থাকে,
 ইহাই বিশেষ। বিশেষণের ভেদাভেদেই ক্রিয়ারও প্রকারভেদ
 বা প্রকারাভেদ ঘটে ॥৪২॥

পূর্বপক্ষী বলেন, লীলার অবিচ্ছেদ সিদ্ধ হইতেছে বটে, কিন্তু
 তাহাতে পূর্বাপর উভয় লীলার একত্ব থাকে কিরূপে? পৃথক্

কিঞ্চ “ন পশ্যো মৃত্যুং পশ্যতি” ইত্যত্রৈকশ্রেণ্যে পার্শ্বদশ
 যুগপৎ সৰ্ব্বলীলাকৰ্ম্মকদৰ্শনপ্রাপ্ত্যাঃ প্রতিপাদনাং ভগবদ্রূপস্তত্র
 কালস্তদ্রূপবচনাদিত্যদয়ামনসিদ্ধদিবারাত্রিমাাত্রতয়া তদিষ্টতত্ত-
 ত্তলীলানুগুণ্যবান্ প্রচকান্তি ন ত্বয়নবৎসরাদিরূপতাং ভজতি
 ভাবতৈব তত্তলীলারসনিষ্পত্তেয়ুগপৎ সৰ্ব্বতু দয়সত্ত্বাচ্চ । তদনু-
 গুণত্বৈব তদংশাবির্ভাবতিরেভাবৌ স্মাতাম্ । এবমভিপ্রেতৈব্য

ধাম্নঃ সময়স্য চ ভগবদাত্মকস্য সৰ্ব্বব্রাসান্নিধ্যং বক্ষ্যতি ইতি যৎ পূৰ্ব্বমুক্তং
 তদিদানীং প্রতিপাদয়তি । কিঞ্চ ন পশ্য ইত্যাদিনা । ভগবন্নিত্যধামশ্চে
 আরম্ভ প্রভৃতি দ্বারা লীলারও পার্থক্য উক্ত হউক । উত্তরপক্ষ এইরূপ
 —যে রূপ কালভেদে কথিত হইলেও তুল্যরূপ ক্রিয়াসমূহের একত্ব
 স্বীকৃত হয়, তদ্রূপ লীলাসমূহের একত্ব জানিতে হইবে ; অদ্বৈত-
 বাদীরা বলেন, এক গোশব্দ দুইবার গোঃ গোঃ বলিয়া উচ্চারণ
 করিলে, দুইবার গোশব্দ উচ্চারিত হইল বলা ভিন্ন কেহই দুইটি
 ‘গো’ শব্দ উচ্চারিত হইল এইরূপ বলেন না, যেহেতু ঐস্থানে দুইটি
 উচ্চারণে দুইটি গোঃ গোঃ শব্দের একত্ব নিশ্চিত হইতেছে । এইরূপে
 ঐ ব্যক্তি দুই পাক করিয়াছে, বলিলে, একই পাকক্রিয়ার বারদ্বয়
 করণ ভিন্ন পাকদ্বয় বোধিত হয় না, যেহেতু ঐ স্থানে পাকক্রিয়ার
 একত্ব নিশ্চিত হইতেছে । এই কারণে শ্রুতিতেও বলিয়াছেন, “ব্রহ্মগত
 গুণরূপ ও কৰ্ম্মরূপ সমস্ত বিষয়ই নিত্য, কারণ, উহারা ভূতভবিষ্যৎ
 বৰ্ত্তমান তিনকালেই আছে ।” “একমাত্র সেই ভগবান্ নিত্যলীলা-
 নুরক্ত, ভক্তব্যাপক ও ভক্তগণের হৃদয়ে সাক্ষাৎ বিরাজ করিয়া থাকেন ।”
 স্মৃতিতেও বলিয়া থাকেন, “আমার জন্ম ও কৰ্ম্মসকল অলৌকিক,
 ইহা যিনি স্থির জানেন, তিনি দেহত্যাগের পর আমাকে লাভ
 করেন ।” ঈশ্বরের গতি অতীব রহস্যভূত, অতএব তাঁহারই অনুগ্রহ
 ব্যতিরেকে কেহই উহা বুঝিতে পারেন না । ভগবান্ স্বয়ংই এইরূপ
 কথা বলিয়াছেন,—“আমার পরিমাণ যে রূপ, স্বভাব যাদৃশ এবং পার্শ্বদ-
 সকল যে প্রকার, তাহার যথার্থ তত্ত্ব আমার অনুগ্রহভিন্ন কেহই
 জানিতে সমর্থ হন না । অতএব আমার অনুগ্রহে তোমার ঐ জ্ঞান
 লাভ হউক” ॥৪৩॥

স্মর্য্যতে—(ত্রঃ সংঃ ৫।৫৬) “স যত্র ক্ষীরাক্ষিঃ সরতি সুরভিভ্যশ্চ
সুমহান্নিমেষাৰ্দ্ধাখ্যে বা ব্রজতি ন হি যত্রাপি সময়ঃ। শ্বেতদ্বীপং তমহমিহ গোলোকমিতি যং বিদন্তস্তে সন্তঃ ক্ষিতি-
বিরলচারাঃ কতিপয়ে” ইতি। এবং ধাম্নোহপি তদ্রূপস্য সৰ্ব্বত্র
সম্বন্ধঃ। তদুক্তং বৃদ্ধৈঃ—“অতঃ প্রভোঃ প্রিয়াণাঞ্চ ধাম্নশ্চ সময়স্য
চ অবিচিন্ত্যপ্রভাবহান্নাজ কিঞ্চিং স্মদ্ব্যটম্” ইতি। প্রাকৃতে-
ভ্যোহগ্রে চন্দ্রসূর্য্যাদয়োঃ গ্রহাঃ “লীলাশ্চৈব নুভুয়ন্তে তথাপি
প্রাকৃতা ইব” ইতি চ ॥৪৪॥

ভগবদ্রূপঃ কালো জড়াং কালান্তিন্নঃ। যুগপৎ ক্রমিকবহুক্রিয়ানিবৰ্ত্তকত্বাদ-
ভগবদ্বৎ। জড়ান্না কালঃ খলু ক্রমাদেকস্য বহুক্রিয়া নিবৰ্ত্তয়তি ভগবদ্রূপঃ
কালস্ত যুগপদিতি তত্তিন্নঃ স ইত্যর্থঃ। তদ্রূপেতি ভগবদ্রূপেত্যর্থঃ। তদিচ্ছেতি
ভগবদীপ্সিততৎক্রিয়ানিবৰ্ত্তক ইত্যর্থঃ। তাবতেতি। দিবসরাত্রিমাশ্রয়েণ কালে-
নেত্যর্থঃ। তদনুগুণতয়েতি লীলানুকূলতয়েব কালাবয়বানামাবির্ভাবাদিত্যর্থঃ।
স যত্রেতি ব্রহ্মসংহিতায়াম্। নিমেষাৰ্দ্ধেতি। প্রভাতসম্ভবমধ্যাহ্নাদীনাং
কালাবয়বেষু স্থিতত্বাদিতি ভাবঃ। শ্বেতদ্বীপেতি মায়ামালিন্যবিরহাৎ শ্বেতম-
তুষ্ণলম্। অত্যাচ্ছস্থিতত্বাভু দ্বীপম্। নত্বনিরুদ্ধদেবস্য ক্ষীরাক্ষিগতং ধাম
ইহেত্যাভ্যক্তেঃ। এবমিতি। তদ্রূপস্য ভগবদান্বকস্য। যদিতি। বৃদ্ধৈঃ শ্রীরূপ-
চরণৈঃ। লীলাশ্চৈব প্রকটলীলাবৰ্ত্তিভিঃ। প্রাকৃতা ইব প্রসিদ্ধচন্দ্রাদিতুল্যা
ইব ন তু প্রাকৃতা ইত্যর্থঃ ॥৪৪॥

আরও পূর্ব্বত্র “লীলাদিদর্শন কর্তার মৃত্যু হয় না” ইত্যাদি স্থলে
একই পার্বদের এককালীন সকল লীলা দর্শন ও তৎপ্রাপ্তির প্রতি-
পাদনদ্বারা শ্রীভগবানের নিত্যধামস্থ কাল, ভগবদ্রূপ অর্থাৎ তাঁহার
স্বরূপভূত, প্রাকৃত কাল নহে, ইহাই বলা হইয়াছে, কারণ এক কালে
ক্রমপ্রাপ্ত বহুক্রিয়ার নিষ্পত্তি প্রাকৃত কাল দ্বারা হইতে পারে না।
প্রাকৃত কাল ক্রমাগ্রে পর পর বহুক্রিয়া নিষ্পন্ন করিয়া থাকে।
ভগবদ্রূপ অপ্রাকৃত কাল যুগপৎ বহুক্রিয়া সম্পন্ন করে। অতএব
প্রাকৃত কাল ও নিত্যধামের কাল ভিন্ন। সেখানকার চন্দ্র ও সূর্য্য
প্রভৃতি ঐহাদের উদয়াস্ত দ্বারা কালের নির্ণয় হয়, তাঁহার লীলাভগবান্
হইতে ভিন্ন নহেন। শ্রীভগবান্ নিজ লীলার আনুকূল্য বিধানার্থ
নিজেই তদ্রূপ ধারণপূর্ব্বক কালের বিভাগ করিয়া থাকেন। এইরূপে

অতএব দেবর্ষিণা বহুভিরহোভির্ভাব্যলীলা একেনৈবাহা দৃষ্ট
ইতি শুকো নিরূপয়ামাস,—“নরকং নিহতং ক্রত্বা তথোদাহঙ্ক
যোষিতাম্” ইত্যাদিনা । ন চ বহুভিরহোভিস্তেন ত্বা দৃষ্টা ইতি
বাচ্যম্, তথা সতি যোগমায়ামহোদয়েক্ষণহেতুতদ্বিস্ময়ানুপ-
পত্তেঃ ॥৪৫॥

উক্তং পুষ্পগ্রাহ অত এবৈতি । ভগবদান্নককালসাচিবাদেবেত্যর্থঃ । একে-
নৈবেতি প্রভাতসঙ্গবাদিবপুষাবিভূতেন কালেন তত্ত্বকালিকো লীলা দিবসে-
নৈবৈকেন দৃষ্টা ইত্যর্থঃ ॥৪৫॥

কাল বিভাগ হইলেও সেখানে কালের অয়নবৎসরাদিরূপতা নাই ।
কারণ, তথায় দিবা-রাত্রিরূপ কাণে ভগবদিচ্ছানুসারে এক কালেই সকল
ঋতুর আবির্ভাব হয়, এবং তদনুরূপ লীলা সম্পাদিত হইয়া থাকে ।
ঐরূপ তথায় লীলানুগুণ কালাংশের আবির্ভাব এবং তিরোভাবও ঘটিয়া
থাকে । এই অভিপ্রায়ে স্মৃতিতেও বলিয়াছেন—“যেখানে সুরভিগণের
স্তননিঃসৃত ক্ষীর হইতে ক্ষীরসমুদ্র পুরিত হইতেছে, যেখানে নিমেষার্দ্ধ
কালও গমন করিতে পারে না, তত্রত্য মায়াম্পর্শপরিশূন্য অত্যল্প
ব্যক্তির নিকট গোলোক বলিয়া বিখ্যাত শ্বেতদ্বীপকে আশ্রয় করি ।”
কালের ন্যায় ধামাদিও ভগবদ্ভূতই । তদ্বিষয়ে বৃদ্ধসম্মতিও দৃষ্ট হয়,
যথা—শ্রীভগবানের প্রিয়বর্গের ধামসকলেরও তত্ত্বস্বলীল কালাদির
প্রভাব অচিন্ত্য, অতএব তদ্বিষয়ে কিছুই দুর্ঘট নহে । ভগবদ্ধামে চন্দ্র-
সূর্যাদি গ্রহসকল অপ্রাকৃত হইয়াও লীলাস্ব ভক্তগণ কর্তৃক প্রাকৃতের
ন্যায় অনুভূত হইয়া থাকে । ৪৪॥

এই নিমিত্তই দেবর্ষি নারদ বহুদিবসসাধ্যলীলা এক দিনেই দর্শন
করিয়াছিলেন, অর্থাৎ প্রভাতসঙ্গ ও মধ্যাহ্নাদিরূপ কালাবয়বদ্বারা
করণীয় সেই সেই লীলা এক দিবসেই দেখিয়াছিলেন । শ্রীমদ্ভাগবতে
উক্ত আছে, নরকাসুরের মৃত্যুর পর তৎকর্তৃক আনীতা ষোড়শ সহস্র
কন্যা শ্রীভগবান্ বিবাহ করিবেন শুনিয়া দেবর্ষি নারদ দ্বারকায় আগমন
করেন এবং এক শ্রীকৃষ্ণ প্রতিগৃহে অবস্থানপূর্বক উক্ত কার্য সম্পন্ন
করিয়াছিলেন দেখিয়া অত্যন্ত বিস্ময়াবিষ্ট হন । দেবর্ষি বহুদিনেই ঐ
লীলা দর্শন করিয়াছিলেন, এরূপও বলি যায় না, যেহেতু যোগমায়ার

প্রাকৃতাঃ সূর্যাদয়ো। জড়ান্মা কালশ্চ তত্র ন সন্তি—“ন তত্র চন্দ্রার্কবপুঃ প্রকাশতে ন বাস্তি বাতা ন চ বাস্তি দেবতাঃ। যত্র দেবঃ ক্রতুভির্ভূতভাবনঃ স্বয়ং বিভূত্যা বিরজঃ প্রকাশতে।” “ন তত্র সূর্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকং নেমা বিদ্যতে ভাস্তি কুতোহন্নমগ্নিঃ,” “মৃত্যুর্যস্যোপসেচনং ক ইত্যাবেদ যত্র সঃ” (ভাঃ ২।২।১৭) “ন যত্র কালোহনিমিষাং পরঃ প্রভুঃ। কুতোহনু দেবা জগতাং য ঈশিরে” ॥ “কলামুহূর্তাদিময়শ্চ কালো ন যদ্বিভূতেঃ পরিণামহেতুঃ” ইত্যাদি-শ্রুতিস্মৃতিভ্যঃ। অতএব ন তত্রত্যানাং কালিকো বিশেষঃ ॥৪৬॥

ননু জড়াং কালাদন্যো ভগবদান্মা কালঃ নিত্যধাম্নি লীলাসিদ্ধিকৃদন্তীতি নাস্তীকর্তুং শক্যতে প্রমাণাভাবাদিতি চেত্তত্রাহ প্রাকৃতা ইত্যাদি। ন তত্রৈতি শ্রুতৌ। তত্র নিত্যধাম্নি দেবঃ সর্বারাধ্যঃ পরমান্মা ক্রতুভিঃ সংকল্পৈরেব ভূতভাবনঃ। স্বাত্মককালসিদ্ধাভির্বিচিত্রাভিলীলাভিঃ স্বভক্তানাং পালক ইত্যর্থঃ। ন তত্রৈতাগুণার্থম্। মৃত্যুর্যস্যেতি কঠবল্যাম্। মৃত্যুঃ সর্বগ্রাসী কাল্যাংশঃ যস্য বিশ্বেদনভক্ষকস্যোপসেচনং দধ্যাদিত্যর্থঃ। ন যত্রৈতি শ্রীভাগবতে। অনিমিষাং ব্রহ্মাদিদেবানাং পরো নিয়ন্তা কালো যত্র ন প্রভুস্তত্রনিয়ন্তৃনিয়ম্যা দেবাঃ কুতঃ প্রভব ইত্যর্থঃ। কালেতি শ্রীবেষ্ণবে। অতএবেতি। তত্রত্যানাং তল্লোকনিবাসিনাং কালিকো বিশেষো জরামরণাদি-লক্ষণাবস্থা নাস্তি। বিশেষঃ কালিকোহবস্থা ইত্যমরঃ। নিত্য ধাম্নি জড় এব কালঃ কিন্তু তস্য প্রভাবো নাস্তি। ন যত্রৈত্যাদিস্থলে চৈবমেবার্থবগমাৎ। ততোহস্মিন্ প্রমাণালাভাচ্ছেত্যেকে বদন্তি ॥৪৬॥

প্রভাব দর্শনে তিনি বিস্মিত হইয়াছিলেন, এইরূপ উক্তি অসঙ্গত হইয়া পড়ে ॥৪৫॥

নিত্যধামে প্রাকৃত কাল নাই, ইহার প্রমাণও যথেষ্ট প্রাপ্ত হওয়া যায়। শ্রুতিতে কথিত হইয়াছে, “সেই ভগবদ্ধামে প্রাকৃত চন্দ্র-সূর্য্যের প্রকাশ নাই, প্রাকৃত বায়ু বহন করে না, প্রাকৃত দেবতাদিগের গতি-বিধি নাই। সেখানে শ্রীভগবান্ নিৰ্ম্মলরূপে নিজ বিভূতিসহ প্রকাশিত আছেন।” অতএব ভগবদ্ধামবাসীদিগের কালকৃত জরা-মরণাদিও কখনও থাকা সম্ভব নহে। শ্রীমদ্ভাগবতে উক্ত আছে— ব্রহ্মাদি দেবতারও নিয়ন্তা কাল যেখানে নিজ প্রতাপ প্রকাশ করিতে পারে না, সেখানে অন্য দেবতা কি করিবেন? ॥৪৬॥

তদেবং বাল্যাदीनि हरेनित्यानि तैः सम्प्रदास्तान्ता लीला
नित्याः सर्वैः पार्यदैर्यथाधिकारं सर्वान्शानुभाव्या इति । तदिदं
चोक्तं सूत्राभ्याम् “व्याप्येष्ट समञ्जसम्,” “सर्वाभेदाग्रमे”
इति । तथैव भाषितम् ॥४९॥

ইদন্ত বোধ্যম্.—“স্বরূপেণ চিচ্ছক্ত্যা চ কৃতা লীলা সনাতনী ।
তেন প্রকৃতিকালভ্যাং চ কৃতা তু কাদাচিৎকী ॥” সা চ সর্গাদি-

প্রকরণার্থং নিগময়তি তদেবমিতি । পূর্বোক্তপ্রকারেণেতার্থঃ । অত্র
পরমর্ষিনির্ণয়মাহ তদিদঞ্চোক্তমিতি । ব্যাপ্যেষ্ঠেত্যস্মার্থঃ । শ্রীগোপালোপনিষদি
শ্রীরামোপনিষদি চ ভগবতো বাল্যাদয়ো ধর্ম্মাঃ শ্রুতান্তে ধ্যেয়া ন বেতি সন্দেহে
তে বিগ্রহে ভগবতি ন্যূনাধিকভাবাপত্তেরৈকরস্যবাক্যব্যাকোপাত্তৈর্ধ্যেয়া নেতি
প্রাপ্তে বাল্যাদিধর্ম্মিণস্তস্য ব্যাপ্তেবিভুক্তাত্তৈস্তত্র তদ্ভাবাভাবাচ্চ তেষাং ধ্যানং
সমঞ্জসমেবেত্যর্থঃ । নহু বাল্যাদিকর্মাণারম্ভসমাপ্তিমত্বেনানিত্যানি বিদিতানি
অতঃ কিং তেষাং ধ্যানেনেতি চেত্তব্রাহ । যে হরিতজ্জনাশ্তংকর্মাংশা বা
পূর্বক্মিন্ কর্ম্মণি কালে বা অভূবন্ তত্র বা ইমে অন্যত্র উত্তরক্মিন্ কর্ম্মণি কালে
বা ভবেয়ুরিত্যঙ্গীকার্যাং কুতঃ সর্কেষাং পূর্বোত্তরকর্ম্মবর্ত্তিণাং হরিতজ্জনানাং
পূর্বোত্তরকালবর্ত্তিণাং তৎকর্মাংশানাঞ্চ ভেদবিরহাদিত্যর্থঃ । তথাচ তেষাং
তেষাং পূর্বোত্তরস্থিতত্বেন নিত্যত্বাং সমঞ্জসং ধ্যানমিতি । বিশেষস্ত ভাষ্যে
দৃশ্যম্ ॥৪৭॥

এইরূপে শ্রীহরির বাল্যাদিধর্ম্ম সকল নিত্য, ঐ সকল ধর্ম্মের
সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট তত্তল্লীলাও নিত্য, এবং সমুদয় পার্যদকর্ত্তক
অধিকারানুসারে ঐ সকল লীলা অনুভবযোগ্য, ইহা উক্ত হইল ।
ভগবান্ বাদরায়ণ বেদান্তসূত্রও এই প্রকারই বলিয়াছেন—“ব্রহ্ম
বিভূ বস্তু । তিনি বাল্যাদিধর্ম্মবিশিষ্ট হইয়াও ব্যাপক । তাঁহার বাল্যা-
দিভাবেও ন্যূনাধিক্য ভাবপ্রকাশ পায় না । অতএব সকলেরই সামঞ্জস্য
হইতেছে, অর্থাৎ শ্রীভগবানের বাল্যে কৈশোরধর্ম্ম এবং কৈশোরে
বাল্যধর্ম্ম প্রভৃতি ব্যাপ্তিহেতু সর্বত্রই ভগবদ্ধর্ম্মগণের সামঞ্জস্য
হইতেছে ।” যে হরি, তৎপরিকর বা তৎকর্মাংশসকল পূর্বকর্ম্মে বা
পূর্বকালে থাকেন, তাঁহারাই উত্তরকর্ম্মে বা উত্তরকালেও থাকেন ।
কারণ, তাঁহাদের ভেদ নাই” ॥৪৭॥

দৈত্যবধাদিক্রুপৈব শ্রুতং । ইতরথা প্রাকৃতিকলয়োক্তিব্যাকোপঃ ।
ননু তল্লয়ে প্রপঞ্চমাত্রবিনাশাত্তদগোচরায়্যাঃ প্রকটায়্যা নিত্যত্বং
কথমিতি চেন্ন, তদগোচরতায়্যা বিনাশেহপি তদ্যন্তেরবিনাশাৎ ।
“শিখী ধ্বস্ত” ইতিবৎ । সবিশেষণে বিধিনিষেধৌ বিশেষণমুপ-
সংক্রামত ইতি হি ন্যায়বিদাং স্থিতিঃ ॥৪৮॥

তদেবমৈশ্বর্যমাস্বর্যোদার্যাদিগুণরত্নাকরশ্চ নিত্যধামাদেঃ
পুরুষোত্তমশ্চ পূর্ণাবিভাবে স্বয়ং ভগবচ্ছক্তিশ্চাপূর্ণাবিভাবে তু

লীলাসু কঞ্চিদ্বিশেষমাহ ইদম্ব্রিতি । কৃতেনি নিত্যে ধামীতি বোধ্যম্ ।
তেনেতি স্বরূপেণ । কৃত্য ইতি প্রপঞ্চে ইতি জ্ঞেয়ম্ । কাদাচিৎক্যানিত্যা ।
ইতরথা সর্গাদিলীলানাং নিত্যত্বাস্বীকারে । ননু তল্লয়ে ইতি । “অনন্তানি
তবোক্তানি ব্রহ্মাণ্ডানি ময়া পুরা সর্বানি তানি সংহৃত্য সমকালং জগৎপতিঃ ।
প্রকৃতৌ তিষ্ঠতি তদা সা রাত্রিস্তস্য কীর্তিতা” ইতি বিষ্ণুধর্ম্মাৎ । তদগোচরায়্যাঃ
প্রপঞ্চগতায়্যাঃ । তদগোচরতায়্যা ইতি প্রপঞ্চবর্ত্তিতস্য বিশেষণক্ষেতরার্থঃ ।
তদ্যন্তেঃ লীলারূপস্য বিশেষ্যন্তেতরার্থঃ । শিখীতি শিখায়াং ধ্বস্তায়াং যথা বিপ্রস্য
ন ধ্বংসস্তদ্বৎ । বিদ্বল্লিগ্নয়োহত্র প্রমাণমিত্যাহ সবিশেষণ ইতি ॥৪৮॥

এক্ষণে ইহাই বুঝিতে হইবে যে, শ্রীভগবান্ স্বীয় বিভূতিদ্বারা
নিত্যধামে নিত্যলীলা করিয়া থাকেন । আর তিনি প্রকৃতি-শক্তি
এবং প্রাকৃত কালশক্তিদ্বারা প্রপঞ্চে যে লীলা করেন, তাহা অনিত্য ।
সৃষ্টিলীলা ও দৈত্যবধাদিলীলাকেও ঐরূপ জানিতে হইবে । প্রাপঞ্চিক
লীলার নিত্যত্ব স্বীকার করিলে প্রপঞ্চের প্রাকৃতিক লয় অসম্ভব হইয়া
উঠে । ব্রহ্মাণ্ডের লয় সর্বত্রই উক্ত আছে । যদি বল, প্রপঞ্চগত
দৈত্যবধাদি ভিন্ন প্রকট লীলার নিত্যত্ব স্বীকৃত হইয়া থাকে ।
কিন্তু প্রপঞ্চের লয় স্বীকার করিলে, ঐ প্রকটলীলার নিত্যত্ব কিরূপে
সম্ভব হইবে ? তাহার উত্তর এই,— প্রপঞ্চ বিশেষণযুক্ত লীলার নাশ
স্বীকার করিলেও লীলারূপ বিশেষ্যের নাশ হয় না, বিশেষণেরই নাশ
হয়, অর্থাৎ প্রপঞ্চ সম্বন্ধেরই নাশ হয়, কিন্তু লীলার নাশ হয় না ।
শিখাবিশিষ্ট ব্রাহ্মণকে শিখী বলা হয় । ঐ শিখারূপ বিশেষণের নাশে
শিখী ব্রাহ্মণের নাশ হয় না । বিশেষণবিশিষ্ট বস্তুতে যে বিধি ও নিষেধ
তাহা বিশেষণকেই আশ্রয় করিয়া থাকে, বিশেষ্যকে আশ্রয় করে না,
ইহাই ন্যায়বিদগণের সিদ্ধান্ত ॥৪৮॥

বিলাসাংশাদিশব্দবোধ্যন্ত তৈশ্চৈশ্বর্যমাধুর্য্যবিষয়তয়া দ্বিবিধেন
জ্ঞানেন জায়মানা বিধিপ্রবৃত্তা রুচিপ্রবৃত্তা চেতি দ্বিধাভক্তিঃ
সাধনরূপা সাধ্যরূপা চ সৈবাত্যন্তিকয়োস্তয়োঃ সিদ্ধিহেতুঃ।
তদিচ্ছ্যৈব তস্তাং তস্তাং তে তে জীবাঃ প্রবর্তন্তে তেষু ভরে শ্রেষ্ঠা

মহাপ্রকরণমুপসংহরতি তদেবমিতি প্রকটার্থম্। তয়োৱিতি সুখপ্রাপ্তি-
দুঃখপরিহারয়োৱাত্যন্তিকয়োৱিত্যর্থঃ। তদিচ্ছ্যা পুরুষোত্তমেচ্ছ্যা। উত্তরে
রুচিভক্তাঃ। ছন্দত ইত্যস্মার্থঃ। বিধিভক্তিঞ্চ রুচিভক্তিঞ্চাত্ৰ ভগবৎপ্রাপিকা
শ্রায়তে। তত্র কা তৎপ্রাপ্তিকরীত্যানিশ্চয়াত্তত্র তত্র প্রবৃত্তেরসম্ভব ইতি প্রাপ্তে
ছন্দত ইতি। পূর্ব্বতো নেতানুবর্ততে। ছন্দতস্তাদৃশসংসঙ্গানুযায়িভগবৎ-
সঙ্কল্পাত্তত্ত্বয়োৰ্ভক্ত্যোস্তৎসঙ্গিনাং তৎসঙ্কল্পানুগতা প্রবৃত্তিঃ স্যাদেবেতি ন প্রবৃত্তা-
সম্ভবঃ। কুতঃ। উভয়বিধশ্রুতানুরোধাদিত্যর্থঃ। গতেরিতি। এবং স্বীকারে
গতেস্তৎ প্রাপ্তেৱুভয়ার্থবত্ত্বে সতি। বিধিভক্তিফুরিততদৈশ্চৰ্য্যেণ রুচিভক্তি-

অতঃপর মহাপ্রকরণার্থের উপসংহার করিতেছেন। ঐশ্বর্য্যমাধুর্য্যাদি-
গুণরত্নাকর নিত্যধামস্থ শ্রীপুরুষোত্তমের পূর্ণাবিভাবে স্বয়ং ভগবানের
এবং অপূর্ণাবিভাবে বিলাসের ও অংশাদির ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যবিষয়ক
দ্বিবিধ জ্ঞানদ্বারা জায়মানা সাধনরূপা ও সাধ্যরূপা বিধিভক্তি এবং
রুচিভক্তিই আত্যন্তিক দুঃখপরিহার ও আত্যন্তিক সুখলাভের উপায়।
শ্রীভগবান্ পুরুষোত্তমের ইচ্ছানুসারে জীবসমূহ এই দুই ভক্তির
অনুশীলনে প্রবৃত্ত হন। তন্মধ্যে রুচিভক্তি যে শ্রেষ্ঠা ইহা দর্শিত
হইল। ভগবান্ সূত্রকারও বলিয়াছেন— “শ্রীভগবানের ইচ্ছাবশতঃ
উভয় প্রকার বিধানই হইয়াছে। জীবগণের বিধিভক্তি ও রুচিভক্তি
উভয়েই বিশ্বাস থাকায় প্রবৃত্তির অসম্ভাবনা নাই। ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্য
এই উভয়বিধ ভক্তিরই পোষক প্রমাণ শাস্ত্রে দৃষ্ট হয়। তদনুরোধে
উভয়বিধ ভক্তিরই প্রবৃত্তি। অনাদিসিদ্ধ ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্য এই
উভয়বিধ ভগবদগুণের উপাসনা ভগবন্নিত্যপার্যদবৃন্দ হইতে আরম্ভ
করিয়া বদ্ধসাধক পর্য্যন্ত গঙ্গা প্রবাহের ন্যায় চলিয়া আসিতেছে।
এই কারণে ভক্তিরসিক শ্রীহরি জাগতিক জীবগণের যাদৃচ্ছিক সং-
প্রসঙ্গ হইলে গুরূপদেশানুরূপ উপাসনায় নিজগুণে ঐ সকল জীবকে
প্রবৃত্ত করিতে ইচ্ছা করেন। তাঁহারাও উপদিষ্ট পথানুসারে তাঁহার

ইতি দর্শিতং ভগবতা সূত্রকারেণ—“হৃদত উভয়াবিরোধঃ”,
 “গতেরর্থবস্তুভস্তুথানুথাহিবিরোধঃ,” “উপপন্নস্তল্লক্ষণার্থোপলক্ষে-
 লোকবৎ” ইত্যত্র। এবমেব চ নিরূপিতং ভাষ্যে। তথা চ পূর্বোদিতং
 সর্বং স্ত্বাস্ত্রম্ ॥৪৯॥

ইতি সিদ্ধান্তরত্নাখ্যে ভাষ্যপীঠকে ভগবদৈশ্বর্যনির্ণয়ো নাম দ্বিতীয়পাদঃ ॥২॥

স্মুরিততন্মাধুর্যেণ চ ফলিতমিতার্থঃ। অন্যথা বিধিরুচিভক্তিপ্রতিপাদিকয়োঃ
 শ্রুত্যাঋবিরোধে মিথো ব্যাঘাতঃ স্যাদিতার্থঃ। উপপন্ন ইতি। বিধিভক্ত্যানুষ্ঠায়ী
 শ্রেষ্ঠো রুচিভক্ত্যানুষ্ঠায়ী বেতি সংশয়ে বিধিনিরতত্বাদাচ্চঃ শ্রেষ্ঠ ইতি প্রাপ্তে
 অন্ত্যঃ শ্রেষ্ঠ্যমুপপন্নঃ। কুতঃ তত্রাদৃশস্বভক্তনিরতত্বং লক্ষণং যস্য স চাসাবর্থশ্চ

ইচ্ছার অনুকূলে কার্য্য করিয়া থাকেন। ভক্তানুগ্রহানুসারেই প্রবৃত্তি
 হয় বলিয়া ভগবানে বৈষম্যাদির অপ্রসঙ্গ বুঝিতে হইবে ॥” উক্ত
 উভয়বিধ ভক্তিদ্বারাই শ্রীভগবান্কে প্রাপ্ত হওয়া যায়। অতএব
 উভয়বিধ ভক্তিরই সিদ্ধি হইতেছে। তারতম্য থাকিলেও প্রাপ্তির
 সম্বন্ধে ঐরূপই বুঝিতে হইবে। ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্য দুইই শ্রীভগবানের
 গুণ। বিধিভক্তিদ্বারা ঐশ্বর্য্যাত্মক ভগবানের প্রাপ্তি এবং রুচিভক্তির
 সাহায্যে মাধুর্য্যাত্মক ভগবান্ লব্ধ হন। উভয় প্রাপ্তিতেই ভগবৎ-
 কন্মতা থাকে বলিয়া উভয়ই সার্থক হইতেছে।” তাহার অস্বীকারে
 উভয়বিধ শাস্ত্রবাক্যের ব্যর্থতা ঘটে ॥” “কিন্তু রুচিমার্গে হরিভজন-
 কারী ব্যক্তিই শ্রেষ্ঠ; কারণ, মাধুর্য্যগুণকরুচিভক্তিকরতত্ত্বলক্ষণ স্বয়ং
 পুরুষোত্তমই উক্ত ভক্তির গ্রাহ্য। উক্ত ভক্তিদ্বারা তাদৃশ পুরুষোত্তম
 স্বাধীনভাবে প্রাপ্ত হন। এই বিষয়ে লৌকিক প্রমাণও দৃষ্ট হয়।
 তদেকহিতনিপুণ ব্যক্তি স্বজনানুবৃত্তিরসিক রাজাকে স্ববশে আনয়ন
 করিয়া যেক্রপ প্রশংসার পাত্র হন, রুচিভক্তও তদ্রূপ শ্রীভগবানের-
 অনুবর্তন দ্বারা তাঁহাকে বশীভূত করিয়া প্রশংসনীয় হইয়া থাকেন।
 পরমেশ্বরের এই পারতন্ত্র্য দোষাবহ নহে। ভক্তের প্রতি স্নেহ তাঁহার
 একটি প্রধান গুণ। পুরুষোত্তম স্বয়ং প্রীতিরসিক। তিনি স্বেচ্ছায়
 স্বানুরক্তভক্তসকলে স্বমাধুর্য্য প্রকাশপূর্বক তদন্ত উপহার স্বীকার
 করিয়াও তাঁহাদের প্রীতিদ্বারা পরিত্রীত হইয়া স্বানুভবনির্মিত

রুচিভক্তিবিষয়ো যশোদাত্মজো ভগবান্ তস্যোপলব্ধে স্বাধীনত্বেন লাভাদিত্যর্থঃ ।

লোকবৎ লোকে যথা নৃপানুরূপ্তিনিপুণস্তং বশয়ন্ প্রশস্যতে তদ্বৎ ॥৪৯॥

ইতি সিদ্ধান্তরত্নাখ্য শ্রীগোবিন্দভাষ্যপীঠকটিপ্লগ্যাং

দ্বিতীয়ঃ কৌমোদকীপাদো ব্যাখ্যাতঃ ॥২॥

তাহাদিগকে প্রাধান্য প্রদান করেন । অন্যথা তাহারা তাহাকে তদ্রূপে অনুভব করিতে সমর্থ হইতেন না । অতএব রুচিমার্গানুসরণকারী ভক্তই শ্রেষ্ঠ ॥” অতএব ইহাতে পূর্বোক্ত সমস্তই সুস্থির হইল ॥৪৯॥

ভাস্যসারসিদ্ধান্তরত্নে বঙ্গভাষানুবাদে ভগবদৈশ্বর্যনির্ণায়ক কৌমোদকী

নামক দ্বিতীয় পাদ ॥২॥



তৃতীয়ঃ পাদঃ

—:*(*)*:—

অথ স এষ ভগবান্ সৰ্বেশ্বরঃ পুরুষোত্তমোহসমাত্ম্যধিকঃ পরাবান্
জন্মাদিষড়্ভাববিকারশূন্যো দেবতাবিশেষো ভবতীতি প্রতিপত্তব্যম্
—“তমীশ্বরানাং পরমং মহেশ্বরং ভং দেবতানাং পরমঞ্চ দৈবতম্ ।
পতিং পতীনাং পরমং পরস্তাদ্বিদাম দেবং ভুবনেশমীড়্যম্ ॥”, “ন
তস্য কার্য্যং করণঞ্চ বিদ্যতে ন তৎসমশ্চাত্ম্যধিকশ্চ দৃশ্যতে । পরাস্ত
শক্তিৰ্বিবিধৈব ক্ষয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ ॥”, “ন তস্য
কশ্চিৎ পতিরস্তি লোকে ন চেশিতা নৈব চ তস্য লিঙ্গম্ । স
কারণং কারণাধিপাধিপো ন চাস্ত কশ্চিজ্জনিতা ন চাধিপঃ”
ইত্যাদিশ্রবণাৎ ॥১॥

নিত্যানন্দবিজ্ঞানমূর্তিনিত্যধামপার্যদলীলঃ সৰ্বেশ্বরে জ্ঞানভক্তিত্যাং প্রসন্নঃ
স্বপৰ্য্যন্তং সৰ্বং স্বভক্তায় দদাতীতি পাদাভ্যাং সাধিতোহর্থস্তদা স্বৈৰ্ঘ্যামাসী-
দেতদ্বাঞ্চে তদ্বিরোধিনঃ সৰ্বদেবতৈক্যাদিবাদিনো নিবৰ্ত্তেরন্বিতি তল্লিবৰ্ত্তকস্থ-
তীয়শ্চক্রপাদোহয়মারভ্যাতে অথৈত্যাদিনা । স পূৰ্ব্ববৰ্ণিত এষোহনুভবপদবী-
মাক্রুতঃ । পরাবান্ - পরাখ্যস্বরূপশক্ত্যা নিত্যমুপেতঃ, ষড়্ভিতী—জায়তেহস্তি
বৰ্দ্ধতে বিপরিণমতে অপক্ষীয়তে বিনশ্যতীতি ভাববিকারাঃ ষট্ । দেবতাবিশেষঃ
স্বাংশনিখিলদেবারাধ্যা দেবতা । ন তস্মৈতি । কার্য্যং করণং জন্মমিন্দ্রিয়ম্ ।
নৈবেতি । যেনানুমিতৈকংপত্ততে তল্লিঙ্গং তস্য নাস্তীতি ক্ষত্যেকগম্যঃ সঃ ।
জনিতৈতি । জনিতামশ্চে ইতি সূত্রেণ সিদ্ধং জনয়িতৈত্যর্থঃ । স্মৃটমণ্যৎ ॥১॥

অনন্তর সেই এই ভগবান্ সৰ্বেশ্বর পুরুষোত্তম অসমোর্দ্ধ,
পরাখ্যশক্তিয়ুক্ত জন্মাদিষড়্ভাববিকারশূন্য দেবতাবিশেষ, ইহা
জানিতে হইবে । শ্রুতিতে উক্ত আছে “ব্রহ্মাদি-ঈশ্বরদিগেরও
পরমেশ্বর, ইন্দ্রাদিদেবতাবৃন্দের পরমদেবতা, দক্ষাদি প্রজাপতিগণের
পরমপতি, পর হইতে পরতম, জগতের একমাত্র ঈশ্বর ও পূজ্য
সেই দেবতাকে জানিব ।” তাঁহার শরীর নাই, ইন্দ্রিয়ও নাই ;
তাঁহার সমান বা তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট কাহাকেও দেখা যায় না । তাঁহার
স্বাভাবিকী বিবিধা শক্তি শ্রবণ করা যায়, বহির উষ্ণতাশক্তির ন্যায়

স এষ সৰ্ব্বকারণভূতো ভগবান্ সৰ্ব্বেষাং মুমুক্শুণামুপাস্তো
ন ত্বন্যঃ কশ্চিৎ - “তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিজ্ঞতে-
হয়নায়”। “তমেবৈকং জানথ আত্মানমন্যা বাচো বিমুক্তথ”,
“অমৃতৈশ্চ সেতুঃ” ইত্যাদি শ্রুতেঃ ; স্মরন্তি চেখং মুনয়ঃ -
“ঈশ্বরো ভগবান্ বিষ্ণুঃ পরমাত্মা সনাতনঃ। এষ শাস্তা চ
কর্তা চ যতীনাং পরমা গতিঃ ॥ ধ্যায়তেহর্চয়তে নিত্যং বিষ্ণুলিঙ্গং-
সমাস্থিতঃ। কল্পকোটিশতেনাপি ন গতিশ্চাস্ত্য বিজ্ঞতে” ইতি।
“তমেকং বহুধাত্মানং প্রাদুভূতমধোক্ষজম্। নান্যভক্তাঃ ক্রিয়া-
বন্তো যজন্তে সৰ্ব্বকামদম্” ইতি। “তমেব চার্চয়ন্তিত্যং ভক্ত্যা
পুরুষমব্যয়ম্। ধ্যায়ন্ স্তবঃশ্রবণশ্চ যজমানস্তমেব চ ॥ অনাদি-
নিধনং বিষ্ণুং সৰ্বলোকমহেশ্বরম্। লোকাধ্যক্ষং স্তবন্তিত্যং
সৰ্ব্বদুঃখাতিগো ভবেৎ। এষ মে সৰ্ব্বধৰ্ম্মাণাং ধৰ্ম্মোহধিকঃ তমো
মতঃ” ইতি ॥২॥

উক্তং দেবতাবিশেষত্বং মোক্ষদাত্ত্বেন ধৰ্ম্মেণ দ্রষ্টয়তি। স এষ ইতি।
ন ত্বন্যঃ রুদ্রাদিঃ ত্বমেবেতি পুরুষসূক্তে। তং বিষ্ণুমেব বিদিত্বা জ্ঞাত্বোপাস্ত্য
চ। তমেবৈকমিতি মুণ্ডকে। তং পরমাত্মানমেবৈকং সৰ্ব্বাধ্যক্ষং জানথ
বিষ্ণুং ধ্যায়ত চ যুয়ম্। অন্যাস্তদন্যদেবতাবিষয়া বাচঃ বিমুক্তথ যদেষোহমৃতস্য
মোক্ষস্য সেতুরাশ্রয়ভূত ইত্যর্থঃ। ঈশ্বর ইত্যাদি ভারতে। বিষ্ণুলিঙ্গং বাহ-
মাভ্যন্তরঞ্চ বৈষ্ণবচিহ্নং সমাস্থিতঃ সংশ্রিতঃ গৃহীত্বৈষ্ণবদীক্ষ ইত্যর্থঃ। কল্প-
কোটিতনোদরোপাসনায়াং মহাপরাধাপভেঃ। কদাচিদপি তস্য ন গতির-
ত্যর্থঃ। তমেকমিতি। নান্যভক্তাঃ অনন্যভক্তা একান্তিনঃ ক্রিয়াবন্তঃ বৈষ্ণবা-
চারবিশিষ্টাঃ। তমেব চেতি। সৰ্ব্বদুঃখাতিগো লিঙ্গপর্যাক্তক্লেশমুক্তঃ।
এষেবৈকশব্দাভ্যাং মোক্ষায় তস্মৈবোপাস্ত্যত। তস্মৈব মোক্ষদাত্ত্বা চ দৃঢ়া ॥২॥

তঁহার জ্ঞানরূপা, বলরূপা ও ক্রিয়ারূপা স্বরূপানুবন্ধিনী তিনটি
শক্তি আছে ॥” “জগতে তঁহার কোন পতি অর্থাৎ নিয়ন্তা নাই;
বশীকারকও নাই; অনুমানের সাধন কোন ‘চিহ্নও’ নাই। তিনি
সকলের কারণ, ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতৃদেবতাদিগের অধিপতি; তঁহার
কোন জনয়িতা বা অধিপতি নাই ॥১॥

সেই এই ভগবান্ সকলের কারণভূত। তিনিই মুমুক্শুসকলের
উপাস্ত্য। তিনি ভিন্ন আর কেহই উপাস্ত্য হইতে পারেন না। শ্রুতিতে

এবমেব স্বল্পমুপদিশতি,—(গীঃ ১২।৮) “ময্যেব মন আধৎস্ব ময়ি
বুদ্ধিং নিবেশয়। নিবসিষ্যসি ময্যেব অত উর্দ্ধং ন সংশয়ঃ ॥
(গীঃ ৭।১৪) “দেবী হেমা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যায়া। মামেব যে
প্রপত্ত্বন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে ॥” ইত্যাদি। “চতুর্বিধা মম জনা
ভক্তা এব হি তে স্মৃতাঃ। তেষামেকান্তিনঃ শ্রেষ্ঠান্তে বৈ চানন্ত-
দেবতাঃ ॥ অহমেকান্তিনান্তেষাং নিরাশীঃ সর্বকর্মাণাম্। যে তু
শিষ্টান্ত্রয়ো ভক্তাঃ ফলকামা হি তে মতাঃ ॥ সর্বৈ চ্যবনধর্মাণঃ

এবমেবেতি। যথা শ্রুত্যা মুনিভিশ্চোক্তং তথা সর্বৈশ্বরোহপ্যাহ ইত্যর্থঃ।
ময্যেবেতি শ্রীগীতাসু। ময্যেব নিবসিষ্যসি মৎসামীপ্যং গমিষ্যসীত্যর্থঃ।
চতুর্বিধা ইতি নারায়ণীয়ে। একান্তিনঃ মদেকপুরুষার্থাঃ। নিরাশীংষি নিষ্কাম-
তয়া কর্তব্যানি সর্বাণি স্ববিহিতকর্মাণি যেষাং তেষামিতি লোকসংগ্রহায় যে
গৌণকালে কুর্বন্তি মন্ত্রিক্তস্ত তৎপর্যোণেতি ভাবঃ। যে ত্বিতি। ত্রয়
ভার্তাদয়ঃ। চ্যবনধর্মাণো বিনাশ্যুপাসনোপলব্ধফলাঃ। প্রতিবুদ্ধো মদেকান্তি-
স্বরূপকঃ। অন্য গণেশাভ্যাঃ। পার্থ হে অর্জুন। সর্বৈশ্বরো বিষ্ণুরেবেতি।

উল্লিখিত আছে, “তঁাহাকে জানিয়া জীব মৃত্যুকে অতিক্রম করিয়া
থাকেন। তিনি ভিন্ন আশ্রয়ের অন্য পথ নাই” “সেই এক আত্মাকেই
জান, অন্য বাক্য পরিত্যাগ কর। তিনিই অমৃতের বা মোক্ষের সেতু”।
স্মৃতিতেও অনুরূপ উক্তি দেখা যায়—“ভগবান্ বিষ্ণুই সনাতন ঈশ্বর,
তিনিই পরমাত্মা, তিনিই শাস্তা ও কর্তা, তিনিই যতিদিগের পরমাগতি।
গৃহীতবৈষ্ণবদীক্ষ ব্যক্তিগণ তঁাহাকেই ধ্যান এবং অর্চন করিয়া থাকেন।
ইহাকে যিনি অনাদর করেন, শতকোটি কল্পেও তঁাহার সুগতি হয়
না।” “সেই অধোক্ষজ ভগবান্‌ই বহুরূপে প্রোক্তভূত হন। অনন্তভক্ত-
সকল আচারপরায়ণ হইয়া সর্বকর্মদ সেই ভগবানের পূজা করিয়া
থাকেন।” “যিনি ভক্তিসহকারে সেই অব্যয় অনাদিনিধন সর্বলোক-
মহেশ্বর লোকাধ্যক্ষ পুরুষকে নিত্য অর্চন, পূজন, স্তব ও ধ্যান করেন,
তঁাহার সকল দুঃখের অন্ত হয়। ইহাই সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ধর্ম
জানিবে” ॥২॥

শ্রীভগবান্ স্বয়ংও এইরূপই উপদেশ করিয়াছেন— “আমার
শ্যামসুন্দর আকারেই মন স্থির করিয়া স্মরণ কর, আমাতেই বুদ্ধি

প্রতিবুদ্ধস্ত মোক্ষভাক্ । ব্রহ্মাণং শিতিকণ্ঠঞ্চ যা চান্ধ্যা দেবতাঃ
স্বতাঃ ॥ প্রতিবুদ্ধা ন সেবন্তে মামেবৈষ্যন্তি যৎপরম্ । ভক্তং প্রতি
বিশেষন্তে এষ পার্থানুকীৰ্ত্তিতঃ ॥” ইতি চ । তস্মাৎ সৰ্ব্বেশ্বরো
বিষ্ণুরেব মুমুক্শুভির্ধোয় ইতি ॥৩॥

পরে তু নাবমন্তব্যঃ- “হরিরেব সদারাদ্যঃ সৰ্বদেবেশ্বরেশ্বরঃ ।
ইতরে ব্রহ্মরূদ্রাদ্যো নাবজ্ঞেয়া কদাচন” ইতি স্মৃতেঃ ॥৪॥

মুক্তিদাতা চ সৰ্ব্বেষাং বিষ্ণুরেব ন সংশয় ইতি হরিবংশে ঘটাকর্ণং প্রতি
শিবোক্তেঃ । নহু শিবাদীনাঞ্চ মুক্তিদত্তং কচিং স্মর্য্যতে সত্যম্ । তে হি
লিঙ্গান্যাং ক্লেশাং মোক্ষং প্রযচ্ছন্ত্যেব বিষ্ণুস্ত লিঙ্গাদপি মোচয়তীতি সৰ্ব্বং
সমঞ্জসম্ । অন্যথোক্তং শিববচনং পীড়োত । মায়া খলু বিষ্মোরিব শক্তিঃ ।
স হি স্বপ্রপন্নেষু প্রসন্নন্তেভ্যস্তামপসারয়তি ন ত্বন্যেবাং তত্র শক্তিঃ দৈবীত্যা-
দিতদ্বাক্যাং ॥৩॥

নস্বেবং বিষ্ণুরেব চেৎ সৰ্ব্বোত্তমো মুক্তিদন্তুর্হি তদুপাসকৈস্তদন্তা দেবতা
অনাদরণীয়াঃ । নৃপপার্বদৈরিব তদমাত্যাদয় ইতি চেৎ তত্রাহ পরে হ্রিতি ।
পরে ব্রহ্মরূদ্রাদয়ঃ নাবমন্তব্যঃ কিন্তু তদীয়ত্বেন সংকার্যা এবেতিভাবঃ ।
হরিরেবেতি পাশ্বে ॥৪॥

নিবিষ্ট কর, তাহা হইলে এই দেহাবসানে আমার নিকটেই বাস
করিতে পারিবে, ইহাতে সন্দেহ নাই” “আমার এই অলৌকিকী
গুণময়ী বহিরঙ্গাশক্তি মায়া ছুরতিক্রমণীয়া, তথাপি যাঁহারা একমাত্র
আমাকেই আশ্রয় করেন, তাঁহারা এই মায়াকে অতিক্রম করিতে
পারেন ॥” আমার ভক্ত চতুর্বিধ, তন্মধ্যে যাঁহারা অনন্তদেবতা সেই
একান্তী ভক্তই শ্রেষ্ঠ । যে সকল একান্তী ভক্ত নিষ্কামভাবেই স্বধর্ম্ম-
বিহিত কর্ম্মসকল অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন, আমি তাহাদিগেরই ।
অবশিষ্ট ত্রিবিধ ভক্তই সকাম । অজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রই পুনঃ পুনঃ জন্মাদি
লাভ করিয়া থাকে । কেবল-জ্ঞানীই মুক্তি পান । জ্ঞানী ব্যক্তি,
কি ব্রহ্মা, কি শিব, কি অচ্যান্ত দেবতাকে সেবা করেন না, তাঁহারা
আমারই আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকেন, ভক্তের ইহাই বৈশিষ্ট্য তোমার
নিকট কীর্তিত হইল ।” অতএব সৰ্ব্বেশ্বর বিষ্ণুই মুমুক্শু ব্যক্তিকর্তৃক
ধোয় ॥৩॥

অত্র কেদিচাচ্ছঃ,—সৰ্বেশ্বৰো বিষ্ণুস্ত দেবতাবিশেষ ইতি নোপযুক্তম্—“ইষ্টাপূৰ্ত্তং বহুধা জায়মানং বিশ্বং বিভক্তি ভুবনস্য নাভিঃ, তদেবাগ্নিস্তদ্বায়ুস্তং সূর্য্যস্তদু চন্দ্রমাঃ। অগ্নিঃ সৰ্বদেবতা” ইত্যাদিশ্রুতিষু, (গীঃ ৯।২৩-২৪) “যেহপ্যন্যদেবতা ভক্তা যতন্তে শ্রদ্ধয়াশ্বিতাঃ। তেহপি মামেব কোন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূৰ্ব্বকম্ ॥ অহং হি সৰ্ব্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ।” ইত্যাদিস্মৃতিষু চ সৰ্ব্বকৰ্ম্মসমারাম্যানাং সৰ্ব্বাসাং দেবতানামেকত্বাবগমাৎ, তাসাং সৰ্ব্বাসাং পারম্যশ্রুতেশ্চ। তস্মাদেদৈকং দেবতা কৰ্ম্মভেদৈরারাম্যানাং নামভেদং ধত্তে ইত্যতো বিষ্ণোরৈব পারম্যমিতি রিত্তং বচঃ ॥৫॥

এবং বিষ্ণোরৈব পারম্যৈশ্বৰ্য্যাদি সাধিতম্। অথ তৎপ্রতিপক্ষং সৰ্বদৈবতৈক্যবাদং নিরাকৰ্ত্তং তন্মাতং তাবদনুবদতি অত্র কেচিদिति। ইচ্চতি। বহুধা জায়মানমিষ্টাপূৰ্ত্তং যদ্বক্ষ্য বিভক্তি পালয়তি। ইচ্চং জ্যোতিষ্কোমাদি আপূৰ্ত্তং কুপারামাদি বিশ্বং সৰ্ব্বঞ্চ যদ্বিভক্তি ধত্তে। যতো ভুবনস্য নাভিরাশ্রভূতম্। কিংরূপং তদ্বক্ষেতাপেক্ষায়াং তদেবাগ্নিরিতি স্মৃটম্। ব্রহ্মৈবাগ্নিরৈব চ সৰ্বদেবতা ইত্যুক্তেঃ সৰ্বদৈবমিতি মননাবগতম্। সিদ্ধান্তে তু স্বশক্তিদ্বারা ব্রহ্মণঃ সৰ্বদেবতারূপত্বং পূৰ্ব্ববৎ নিখিলদেবতামুখ্যত্বাদগ্নেঃ সৰ্বদেবতাত্বং পরত্ৰোপচরিতমিতি বোধাম্। যেহপীতি শ্রীগীতাবাক্যম্। পারম্যশ্রুতেশ্চতি তত্তৎপ্রকরণেষিতি দ্রষ্টব্যম্। তস্মাদ্বিষ্ণোরৈব তদिति নিরন্তম্ ॥৫॥

কিন্তু তাই বলিয়া অন্য দেবতার অবজ্ঞা করা কৰ্ত্তব্য নহে। স্মৃতিতে বলিয়াছেন—“সৰ্বেশ্বরেস্বর শ্রীহরি সৰ্বদা আরাধ্য। ব্রহ্মা-রুদ্রাদি অন্য দেবতাসকলেরও কখনও অবজ্ঞা করিবে না” ॥৪॥

কেহ কেহ বলিয়া থাকেন—“বিষ্ণু সৰ্বেশ্বর” এইস্থলে সাধারণতঃ এক পরমেশ্বরকে বুঝায়, বিশেষ কোন দেবতাকে বুঝায়, একথা বলা যুক্তিযুক্ত হয় না। “যিনি বহুধা জায়মান ইষ্টাপূৰ্ত্তাদি কৰ্ম্মসকলের সহিত বিশ্বকে পালন করিতেছেন, যিনি ভুবনের নাভিস্বরূপ, তিনিই বিষ্ণু। ঐ বিষ্ণুই অগ্নি, বায়ু, সূর্য্য ও চন্দ্র। ঐ বিষ্ণুই অগ্নি, উনিই সকল দেবতা।” ইত্যাদি শ্রুতিতে এবং “যাঁহারা অন্য দেবতার ভক্ত এবং শ্রদ্ধাসহকারে ঐ সকল দেবতার অর্চন করেন, হে কোন্তেয়, তাঁহারা অবিধিপূৰ্ব্বক হইলেও আমাকেই

মৈবম্,—“চন্দ্রমা মনসো জাতশ্চক্ষোঃ সূর্যো অজায়ত । শ্রোত্রা-
দ্বায়ুশ্চ প্রাণশ্চ মুখাদগ্নিরজায়ত ॥” “নারায়ণাদ ব্রহ্মা নারায়ণা
ক্রোধো জায়তে, নারায়ণাৎ প্রজাপতিঃ জায়তে, নারায়ণাদিন্দ্ৰো
জায়তে, নারায়ণাদষ্টো বসবো জায়ন্তে, নারায়ণাদেকাদশরুদ্রা
জায়ন্তে, নারায়ণান্দ্বাদশাদিত্যা জায়ন্তে” ইত্যাদিশ্রুতিষু, “ব্রহ্মা
শত্ৰুস্তথৈবাক্ষশ্চন্দ্রমাশ্চ শতক্রতুঃ। এবমাণ্ড স্তথৈবাত্তে যুক্তা বৈষ্ণব-
তেজসা ॥ জগৎকার্য্যাবসানে তু বিযুজ্যন্তে চ তেজসা। বিতেজসশ্চ
তে সর্বৈ পঞ্চত্বমুপযান্তি তে” ইত্যাদিস্মৃতিষু চ সৰ্ব্বাসাং দেবতানাং
পরস্মৈ চ মিথো ভেদদর্শনাত্তাভ্যস্তস্তা পরত্বস্তাবগমাচ্চ। সৰ্বদেবতা-
সামানাধিকরণ্যং তু তদায়ত্তবৃত্তিকহাদুপচর্য্যতে। ইতরথা
“তমীশ্বরানাং পরমং মহেশ্বরম্” ইত্যাদিশ্রুতীনাং (গীঃ ৯।২৫)
“দেবান্ দেবযজো যান্তি পিতৃন্ যান্তি পিতৃব্রতাঃ। ভূতানি যান্তি
ভুতেজ্যা যান্তি মদ্যাজিনোহপি মাম্ ॥” ইতি ফলভেদস্মৃতেশ্চ
ব্যাক্যোপাপত্তিঃ। এবং সতি সৰ্ব্বাসাং পারম্যশ্রবণমাপেক্ষিকং
স্তুতিপরং বা ভবিষ্যতীতি ॥৬॥

চন্দ্রমা ইতি পুরুষসূক্তে। চক্ষোরিতি চক্ষুঃ। নারায়ণাদিতি আত্মকর্গি-
কানাং নারায়ণোপনিষদি। ব্রহ্মা শত্বুরিতি “বিষ্ণুধর্মোত্তরে”। পঞ্চত্বং
মরণম্। সৰ্বাসামিতাদি। স্থানবিশেষোৎপত্তিকহাদিনা দেবতানাং মিথো
ভেদঃ। নারায়ণত্বেন পরেশস্য তাত্ত্বো ভেদঃ, তেনৈব পারম্যঞ্চ। ইতরথেতি।
তদায়ত্তবৃত্তিকত্বেন তদ্ব্যাপ্যত্বেন শক্তিমতস্তস্মাদনতিরেকেণ চ সামানাধিকরণ্য-
নঙ্গীকারে মুখ্যাদ্বৈতহানিরিত্যর্থঃ। দেবানিতি শ্রীগীতাসু। এবমিতি আপে-
ক্ষিকং তত্তদন্যতরাপেক্ষমিত্যর্থঃ ॥৬॥

অর্চন করিয়া থাকেন। আমি সর্বযজ্ঞের ভোক্তাওঁ প্রভু”।
ইত্যাদি স্মৃতিতে সর্বকর্মসমারাধ্য। সবলদেবতার একত্ব অবগত
হওয়া যায়। তাঁহাদিগের সকলেরই পরমত্বও শ্রবণ করা যায়।
অতএব একই দেবতা কর্মভেদে আরাধ্য এবং নামভেদ ধারণ করেন,
ইহাই সিদ্ধান্ত। কেবল এক বিষ্ণুই পরতম, একরূপ কথা অসঙ্গত ॥৫॥

পূর্বপক্ষীয় এই প্রকার মত সঙ্গত নহে। যেহেতু, “নারায়ণের মন
হইতে চন্দ্রমা, চক্ষু হইতে সূর্য্য, শ্রোত্র হইতেই বায়ু ও প্রাণ, তাঁহা

অপরে দ্বাহঃ মাস্তু সৰ্বদেবৈক্যং, ব্রহ্মবিষ্ণুরূদ্রাণাং ত্রয়াণা-
মৈক্যন্ত বর্ততে “যো বৈ বিষ্ণুঃ স রুদ্রো, যো রুদ্রঃ স পিতামহঃ।
একা মূর্তিস্ত্রয়ো দেবা রুদ্রবিষ্ণুপিতামহাঃ ॥ বরদা লোককর্তারো
লোকনাথাঃ স্বয়ম্ভুবঃ। অর্দ্ধনারীশ্বরাস্তে তু ব্রতং তীব্রং সমাপ্তিতাঃ ॥”,
“ব্রহ্মা নারায়ণাখ্যোহসৌ কল্পাদৌ ভগবান্ যথা। প্রজাঃ সসর্জ
ভগবান্ ব্রহ্মা নারায়ণাত্মকঃ ॥ ততঃ স ভগবান্ বিষ্ণুঃ রুদ্ররূপ-
ধরোহব্যয়ঃ। ততঃ কালাগ্নিরুদ্রোহসৌ ভূত্বা সৰ্বহরো হরিঃ।

সৰ্বদেববাদিনি নিরন্তে ত্রিদেবৈকাবাদী প্রত্যবতিষ্ঠতে। মাস্তু ইত্যাদিনা। যো
বৈ ইতি হরিবংশে (২।১২৫।৩১-৩২) স্বয়ম্ভুবোহজাখাত্তাং ব্রহ্মা নারায়ণেত্যাদি
হইতেই প্রজাপতি ইন্দ্র, অষ্ট বসু, একাদশ রুদ্র, দ্বাদশ আদিত্য উৎপন্ন
হন।” ইত্যাদি শ্রুতিতে এবং “ব্রহ্মা, শম্ভু, সূর্য্য চন্দ্র, ইন্দ্রপ্রভৃতি
দেবতাসকল বিষ্ণুর তেজেই তেজস্বী এবং জগৎকার্য্যের অবসানে
তাহারা ঐ তেজ হইতে বিযুক্ত হন, ঐ তেজোহীন দেবতাসকল মৃত্যুমুখে
পতিত হন।” ইত্যাদি স্মৃতিতে সকল দেবতার ও পরেশ বিষ্ণুর ভেদ দৃষ্ট
হয় এবং ঐ সকল দেবতা হইতে শ্রীবিষ্ণুর পরত্বও বোধগম্য হয়। তবে
যে কোন কোনস্থলে শ্রীবিষ্ণুর সহিত সকল দেবতার সামান্যধিকরণ্য
দেখা যায়, সে ঐ সকল দেবতা তদায়ত্ত্ববৃত্তি অর্থাৎ উহাদের সামর্থ্য
বিষ্ণুর অধীন বলিয়াই বুঝিতে হইবে। সকলের সকল তেজই বিষ্ণুতেজ
বলিয়া সকল দেবতাকে বিষ্ণুর সহিত এক করিয়া বলা হইয়াছে,
ইহাই বুঝিতে হইবে। অতথা “তিনি ব্রহ্মাদি ঈশ্বরগণেরও পরমেশ্বর।”
ইত্যাদি শ্রুতিতে এবং “দেবযাজীসকল দেবতাদিগকে, পিতৃব্রতসকল
পিতৃগণকে, ভূতযাজীসকল ভূতগণকে প্রাপ্ত হন, কিন্তু মদ্যাজী
আমাকেই প্রাপ্ত হন।” ইত্যাদি স্মৃতিতে যে ক্রিয়াফলের ভেদ উক্ত
হইয়াছে, তাহা অসঙ্গত হইয়া উঠে। এইরূপে দেবতাসকলের পারম্য
আপেক্ষিক বা স্তুতিপর বলিয়াই সিদ্ধান্ত করিতে হইবে ॥৬॥

আবার কেহ কেহ বলিয়া থাকেন সকলদেবতার ঐক্য না হউক,
কিন্তু ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্র এই তিন দেবতার ঐক্য আছে। যিনি বিষ্ণু
তিনিই রুদ্র এবং তিনিই পিতামহ। একই মূর্তি, একই দেবতা, ব্রহ্মা,
বিষ্ণু ও মহেশ্বর এই তিন মূর্তিতে তিন দেবতা হইয়াছেন। ইহার

সর্গস্থিত্যন্তকরণীং ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাভিকাম্ । স সংজ্ঞাং যাতি
ভগবানেক এব জনার্দনঃ ॥” ইত্যাদিস্মৃতিপ্রামাণ্যং । আহ চৈবং
মার্কণ্ডেয়ং প্রতি রুদ্রঃ, “ব্রাহ্মণাঃ সাধবঃ শান্তা নিঃসঙ্গা ভূত-
বৎসলাঃ । একান্তভক্তা অস্মাসু নিৰ্বেৰাঃ সমদর্শিনঃ ॥ সলোকা
লোকপালান্তান্ বন্দন্ত্যর্চন্ত্যুপাসতে । অহঞ্চ ভগবান্ ব্রহ্মা
স্বয়ঞ্চ হরিরীশ্বরঃ । ন তে ময্যচ্যুতেহজে চ ভিদামথপি চক্ষতে”
ইতি তস্মাভ্রয়ানাণ্যৈক্যমাস্থেয়মিতি চেৎ ১৭॥

মেবম্—(শ্বে: উঃ ৬।১৮) “যো ব্রহ্মাণং বিদধাতি পূৰ্বং যো বৈ
বেদাংশ্চ প্রহিণোতি তস্মৈ তং হ দেবমাত্মবুদ্ধিপ্রকাশং মুমুকুর্বে
শরণমহং প্রপত্তে” ইতি । “নারায়ণাদ্ ব্রহ্মা জায়তে” ইত্যাদি,
“যং কাময়ে তং তমুগং কৃণোমি তং ব্রহ্মাণং তমৃষিং তং স্মমেধাম্”
ইতি চৈবমাদি শ্রবণাৎ । স্মৃতিশ্চ—“প্রাহুরাদিত্যবর্ণং তং পুরুষং
তমসঃ পরম্ । বৃহন্তং সৰ্ব্বগং দেবমীশানং বরদং প্রভুম্” ইত্যুপক্রম্য

শ্রীবৈষ্ণবে দৃষ্টম্ । ব্রাহ্মণা ইতি দ্বাদশ স্কন্ধে (ভাঃ ১২।১০২০-২২) অস্মাসু ত্রিষু
দেবেষু । অহঞ্চেতি । অহঞ্চ ব্রহ্মা চ স্বয়ং হরিশ্চ বয়ং তান্ বন্দামহে উপাস্মহ
অর্চয়াম ইত্যর্থঃ । নতে ইতি । ময়িরুদ্রে অচ্যুতে বিষ্ণো অজে চতুমুখে ভিদা-
মধীমপি ন চক্ষতে পশন্তি । তস্মাত্তত্ত্ববচনকদম্বাদ্ধেতোঃ । আস্থেয়ং স্বীকার্যাম্ ॥৭॥

সকলেই বরদাতা, লোককর্তা, লোকনাথ ও স্বয়ম্ভু । ইহারা সকলেই
অর্দ্ধনারীশ্বর অর্থাৎ শক্তিসমন্বিত এবং তীব্রব্রতধারী । ব্রহ্মা নারায়ণাত্মক
অর্থাৎ নারায়ণই । ভগবান্ নারায়ণই কল্পের আদিতে ব্রহ্মা নাম ধারণ
করিয়া প্রজাগণের সৃষ্টি করিয়াছিলেন । ঐ অব্যয় ভগবান্ বিষ্ণুই
রুদ্ররূপ ধারণ করেন । হরিই কাল, অগ্নি ও রুদ্রের রূপ ধারণপূর্বক
সকলেরসংহার করিয়া থাকেন । এক ভগবান্ জনার্দনই সৃষ্টি, স্থিতি
ও প্রলয়ের নিমিত্ত ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব নাম ধারণ করেন ।” এইরূপ
স্মৃতিসকলই উক্ত মতের সমর্থক । ভগবান্ রুদ্র মার্কণ্ডেয়কে বলিয়া-
ছিলেন, “শান্ত, নিঃসঙ্গ, ভূতবৎসল সাধু ব্রাহ্মণসকল আমাদিগের
একান্ত ভক্ত । তাঁহাদিগের কাহারও প্রতি ঘেঁষ নাই, তিনজনকেই
সমান দেখিয়া থাকেন । লোকপালগণের সহিত সকল লোকই আমা-
দিগকে বন্দন, অর্চন ও উপাসনা করিয়া থাকে । আমি, ব্রহ্মা ও ঈশ্বর
হরি অভিন্ন । ঐ সকল লোক আমাদিগের মধ্যে অণুমাত্রও ভেদ দেখে
না।” অতএব উক্ত তিন দেবতার ঐক্যই স্বীকার করা কর্তব্য ॥৭॥

“ততো ব্রহ্মা সমস্তবৎ স তশ্চৈব প্রসাদজঃ। ক্রোধাবিষ্টস্য
সংজ্ঞে রুদ্ৰঃ সংহারকারকঃ ॥ এতৌ তৌ বিবুধশ্চৈষ্ঠৌ
প্রসাদক্রোধজৌ স্মৃতৌ। তয়াদর্শিতপন্থানৌ সৃষ্টিসংহারকৌ।
নিমিত্তমাত্রং তাবত্র সর্বপ্রাণিপ্রবর্তকৌ ॥ সত্রক্ষকাঃ সরুদ্ভাশ্চ
সেন্দ্রা দেবা মহর্ষিভিঃ। অর্চয়ন্তি সুরশ্চৈষ্ঠং দেবং নারায়ণং
হরিম্ ॥ যদব্রহ্মঋষয়শ্চৈব স্বয়ং পশুপতিশ্চ যৎ। হব্যং কব্যঞ্চ
সততং বিধিযুক্তং প্রযুজ্যতে ॥ কুৎসঞ্চ তস্মৈ দেবস্মৈ চরণাবুপ-
তিষ্ঠতি। ভবিষ্যতাং বর্তমানঞ্চ ভূতানাক্ষৈব ভারত। সর্বৈ-
ষামগ্রণী বিষ্ণুঃ সৈব্যঃ পূজ্যশ্চ নিত্যশঃ” ॥ ইত্যাছা। শিবোহপি
“স্বয়ঞ্চ হরিরীশ্বরঃ” ইতি হরেরেব সর্বেশ্বরত্বমদর্শয়ৎ ॥৮॥

প্রত্যাচক্ষে মৈবমিত্যাदिना। যো ব্রহ্মাণমিত্যাदि श्वेताश्वतरोपनिषदि।
প্রহিণোতি মনস্যেব পাঠয়তি। যমিতি ঋষিঃ প্রতি ভগবদ্বাক্যম্। যং জীবমহং
কাময়ে ইচ্ছামি তমুগ্রং রুদ্ৰং কৃণোমি। স্মৃটমন্যৎ। প্রাহরিত্যাदিকং নারায়ণীয়ে।
এষ বাক্যোষু বিষ্ণোঃ পারমৈশ্বর্যং বিস্পষ্টং ব্রহ্মরুদ্ৰয়োস্তু দুপাসকত্বঞ্চ ॥৮॥

উক্ত পূর্বপক্ষ সমীচীন নহে। কারণ, “সৃষ্টির আদিতে ব্রহ্মাকে
সৃষ্টি করিলেন, যিনি তাঁহাকে বেদ প্রদান করিলেন, সেই আত্মবুদ্ধি-
প্রকাশক ভগবানের শরণাপন্ন হই।” “নারায়ণ হইতে ব্রহ্মা উৎপন্ন
হইলেন।”, “আমি যাহাকে ইচ্ছা, তাহাকেই রুদ্ৰ, ব্রহ্মা, ঋষি বা
জ্ঞানী, করিয়া থাকি।”, “সেই নারায়ণকে আদিত্যবর্ণ মায়াতীত
বৃহৎ সর্বগত প্রকাশস্বরূপ নিয়ন্তা বরদ প্রভু বলিয়া থাকেন।
তাঁহা হইতেই ব্রহ্মার উৎপত্তি। তাঁহারই প্রসাদ হইতে ব্রহ্মার এবং
ক্রোধ হইতে সংহারকারক রুদ্রের উৎপত্তি হয়। ব্রহ্মা এবং রুদ্ৰ
তাঁহারই প্রসাদজ ও ক্রোধজ বলিয়া উক্ত হন। তাঁহারই আদেশ-
ক্রমে তাঁহারা সৃষ্টি ও সংহারকার্য সাধন করিয়া থাকেন। সর্ব-
প্রাণিপ্রবর্তক ঐ দুই দেবতা নিমিত্তমাত্র, তিনিই কর্তা। ব্রহ্মা, রুদ্ৰ
ও মহর্ষিগণের সহিত ইন্দ্রাদি দেবতাসকল সুরশ্চৈষ্ঠ নারায়ণ হরিকে
অর্চন করিয়া থাকেন। ব্রহ্মা, ঋষিসকল ও স্বয়ং পশুপতি যে বিধি-
যুক্ত হব্য ও কব্য প্রয়োগ করেন, সে সকলই সেই নারায়ণের চরণে
সমুপস্থিত হয়। অগ্রণী বিষ্ণু ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান নিখিল জীবের

(ভাঃ ১।১৮।২১) “অথাপি যৎপাদনখাবস্ফুটং জগদ্বিরিক্শো-
পহুতাইণান্তঃ। সেশং পুনাত্যন্ততমো মুকুন্দাৎ কো নাম লোকে
ভগবৎপদার্থঃ” ইতি স্মৃত্য তু নির্ণীতং তৎ। অভেদোক্তয়ন্ত
তদায়ত্তবৃত্তিকত্বাদিভিঃ সঙ্গচ্ছন্তে। (ভাঃ ২।৬।৩২) “সৃজামি তন্নি-
যুক্তোহহং হরো হরতি তদ্বশঃ। বিশ্বং পুরুষরূপেণ পরিপাতি
ত্রিশক্তিধ্বক্” “ব্রহ্মা শত্ৰুশত্বেবার্কঃ” ইত্যাদি স্মৃত্যানুগুণ্যৎ।
তস্মাৎ বিষ্ণুরেব সর্বেশ্বর ইতি সিদ্ধম্ ॥৯॥

কেচিৎসেবং সমাদধতে,—সাক্ষাদ্বিষ্ণুরেব চতুমুখত্বমুগ্ধকাক্ষীকৃত্য
কচিৎ সৃজতি সংহরতি চেতি পুরাণেষু নিরূপ্যতে। তদৃষ্ট্যা বা
তদভেদোক্তয়ঃ প্রবর্তেরন, তথাপি তস্মা তস্মা চোপাসনং বুদ্ধ-

ন চায়মাধুনিকো নির্ণয়োহপি তু পুরাতন এবৈতাহ। অথাপিতি প্রথম-
স্কন্ধে। সেশং শশিবং জগৎ। অন্যৎ প্রকটার্থম্। তর্হ্যভেদবচসাং কা
গতিস্তত্রাহ অভেদোক্তয়স্তিতি। সৃজামীতি দ্বিতীয়ে ব্রহ্মবাক্যম্। তন্নিযুক্তো
বিষ্ণুন্য প্রবর্তিতঃ ॥৯॥

সঙ্গতান্তরমাহ কেচিদ্ধিতি। পুরাণেষু বৈষ্ণবাদিষু। অথাপিতি। তস্মা চতুমুখস্য
তস্মা রুদ্রস্য চেত্যর্থঃ। বুদ্ধবদিতাস্যায়ং ভাবঃ। যদা হরিরেব ব্রহ্মা রুদ্রশ্চ
ভবতি তদাপি তদ্বেশস্য তৎস্বভাবসোপাসনা ন মোক্ষকরী। তদ্বেশোপাসকা

নিত্যই সেব্য ও পূজ্য।” এই সকল শ্রুতি ও স্মৃতিদ্বারাই তাহা
প্রমাণিত হয়। শিব স্বয়ংও বলিয়াছেন, “শ্রীহরিই সর্বেশ্বর” ॥৮॥

“যাঁহার পদনখনিঃসৃত সলিল আব্রহ্মধিত্রী পবিত্র করে, সেই
মুকুন্দ ভিন্ন অন্য কে ভগবৎশব্দবাচ্য হইতে পারেন?” ইত্যাদি
স্মৃতিতেও শ্রীহরির সর্বেশ্বরত্ব নির্ণীত হইয়াছে। তবে যে কোথাও
কোথাও অভেদোক্তি দৃষ্ট হয়, তাহা তদায়ত্তবৃত্তিকত্ব প্রভৃতি দ্বারা
সঙ্গত হইয়া থাকে। ব্রহ্মা বলিয়াছেন, “আমি শ্রীহরির নিয়োগানু-
সারেই সৃষ্টি করি এবং হরও তাঁহারই নিয়োগবশতঃ সংহার করিয়া
থাকেন। ত্রিশক্তিধারী সেই শ্রীহরিই পুরুষরূপে বিশ্বের পালন
করেন।” “ব্রহ্মাদি দেবতাসকল সেই বিষ্ণুর তেজেই তেজোযুক্ত।”
ইত্যাদি স্মৃতিসকল ঐ মতেরই পোষকতা করে। অতএব শ্রীবিষ্ণুর
সর্বেশ্বরত্ব সিদ্ধ হইতেছে ॥৯॥

বমুমুমুভির্ন বিধেয়ম্—“তমেব বিদিত্বা” ইত্যাদি শ্রুতিস্মৃতিভ্যঃ।
ইথঞ্চ হরিবংশোক্তং হরিহরস্তোত্রমপি ব্যাখ্যাতমিতি ॥১০॥

অপরেত্বাহুঃ,—মাস্ত্রজ্ঞানাগামৈক্যং কিন্তুভয়োইরিহরয়োস্তদ্বর্ত্ততে।
শ্বেতাশ্বতরোপনিষদি হররুদ্রাদিশব্দবাচ্যস্ত সহস্রশীর্ষাদিশব্দৈ-
রভিধানাং, “শিবস্ত হৃদয়ং বিষ্ণুবিষ্ণোশ্চ হৃদয়ং শিবঃ। যথা
শিবময়ো বিষ্ণুরেবং বিষ্ণুময়ঃ শিবঃ ॥ যথান্তরং ন পশ্যামি তথা মে

হি বিষ্ণুবিদেষীণো জগদুদেজকাঃ স্বোপাস্যোদেজকাশ্চ দৃষ্টাঃ। বিষ্ণুবেশো-
পাসকাস্ত্র ব্রহ্মাদিসংকারিণো জগদন্তরঙ্গাশ্চ। এতদভিপ্রেত্যোক্তম্। “সত্ত্বং
রজস্তম ইতি প্রকৃতেণ্ডুর্গাষ্টৈযুক্তং পরঃ পুরুষ এক ইহাস্য ধত্তে স্থিত্যদয়ে
হরিবিরিঞ্চিহরেতি সংজ্ঞাঃ শ্রেয়াংসি তত্র খলু সত্ত্বতনোন্মূর্গাং সূ্যঃ” ইতি। এব-
মুক্তম্ সৌহার্দভরৈণেব শ্রীরামচন্দ্রকবিরাজেন “প্রহ্লাদধ্বংসবাবণানুজবলি-
ব্যাসান্বরীষাদয়ো বিষ্ণুপাসনয়ৈব তেহপি চ ভবাদীনাং প্রিয়া জজিরে। যেহন্যে
রাবণবাণপৌণ্ড্রকরুক্রৌঞ্চান্নকাছা জনাঃ তদৃত্ত্যা ন চ তৎপ্রিয়া ন চ হরে-
স্তস্মাজ্জগদৈরিণঃ। শিবো ভবতু বৈষ্ণবঃ কিমজনোহপি শৈবঃ স্বয়ং তথা সদৃশমস্ত
বা বিধিহরাদিমুক্তিত্রয়ম্। বিলোক্য ভববেধসোঃ কিমপি ভক্তবর্গক্রমং প্রশম্য
শিরসাপি তান্ বয়মুপেন্দ্রদাসান্ সূতা ইতি। তথাচাভেদপক্ষেহপি বিষ্ণুবেশ-
সৌবোপাসনা মুক্তিদেতি ॥১০॥

এবং ত্রিদৈবৈক্যবাদিনি নিরস্তে হরিহরৈক্যবাদী প্রত্যবতিষ্ঠতে মাস্ত্রিত্যাदिना।
হররুদ্রাদিশব্দবাচ্যস্য বস্তুনঃ। শিবস্তুেতি “ভারতে”। অন্তরং ভেদম্। এবমিতি

কেহ কেহ এই প্রকার সমাধান করেন—“সাক্ষাৎ বিষ্ণুই চতুর্মুখত্ব
এবং রুদ্রত্ব অঙ্গীকার করিয়া কখন সৃষ্টি বা কখন সংহার করিয়া
থাকেন” পুরাণে এই প্রকার উক্তিও দেখা যায়, তদনুসারে উহাদের
অভেদভাব স্বীকার করিতে হইবে। তথাপি উহাদের পৃথক উপাসনার
প্রয়োজন হয় না। মুমুক্শু ব্যক্তিসকল বুদ্ধাবতারের ন্যায় ব্রহ্মা বা
শিবেরও ধ্যান করিবেন না, কেবল শ্রীহরির ধ্যান করিলেই হইবে।
“তঁাহাকে জানিয়া” ইত্যাদি শ্রুতি ও স্মৃতিসকলেও ঐরূপই উক্ত হয়।
এই প্রকারে হরিবংশোক্ত হরিহরস্তোত্রেরও ব্যাখ্যা হইল ॥১০॥

আবার কেহ কেহ বলেন,—তিনের ঐক্য না থাকুক, কিন্তু হরি
ও হরের পরস্পর ঐক্য আছে। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে হররুদ্রাদি-

স্বস্তি বায়ুশি” ইতি স্মৃতেশ্চ। এবং হরিহরস্তোত্রোক্ত তদৈক্যং নিশ্চিতম্। “শিবস্য শ্রীবিষ্ণোর্য ইহ গুণনামাদি সকলং ধিয়া ভিন্নং পশ্যেৎ সখলু হরিনামাহিতকরঃ” ইতি তন্মৈদর্শিনো নামাপরাধরূপ-মহাদোষশ্চ তত্রৈব স্মৃতঃ। সকলমিতি হরিহরস্তোত্রোক্তং চক্র-ত্রিশূলাদি গ্রাহম্। তদপি ধিয়া ভিন্নং যঃ পশ্যেদিত্যর্থঃ। তস্মাদ্বিষ্ণু-শিবয়োৰ্দ্বেতমিতি চৈম্মৈতৎ সমীচীনং পূর্বোক্তশ্রুতিস্মৃতিভ্যঃ যত্তু হররুদ্রাদিশব্দবাচ্যস্য সহস্রশীর্ষাদিশব্দৈরভিধানান্তয়োৰৈক্য-মিত্যুক্তং তন্ম, — তস্মাৎ হরাদিশব্দৈর্বিষ্ণোরেবাভিধানাৎ ॥১১॥

সহস্রনামস্তোত্রে সর্বশিবশত্ভুরুদ্রাদিশব্দা বিষ্ণুনামানি পঠ্যন্তে তেষাং প্রবৃত্তনিমিত্তানি চোক্তানি ব্রহ্মাণ্ডে—“রুজং দ্রাবয়তে

হরিহরস্তোত্রং শ্রীহরিবংশে প্রসিদ্ধম। তত্র তয়োঃ সপরিকরয়োৰ্দ্বেতং কণ্ঠতঃ পঠিতম্। শিবস্য শ্রীবিষ্ণোরিতি পাদ্বে সনৎকুমারবাক্যম্। অত ইতি অভিন্নয়ো-স্তয়োৰ্ভেদদর্শনাদেব হেতোরিত্যর্থঃ। যদ্বিতি। সহস্রশীর্ষাদিবিষ্ণুরজ্জুনাদি-প্রত্যক্ষশ্চ হরশ্চ ত্রিনেত্ররম্ভধ্বজো দুর্গাপতিঃ খ্যাতঃ। যচ্চ কচিৎ সহস্রশীর্ষা হরোহপি পঠাতে তৎ খলু তদন্তর্য়ামিবিষ্ণুপরতর্যেব নেয়ম ॥১১॥

শব্দবাচ্য শ্রীভগবান্কেই সহস্রশীর্ষা প্রভৃতি শব্দে নির্দেশ করিয়াছেন। “শিবের হৃদয় বিষ্ণু এবং বিষ্ণুর হৃদয় শিব। বিষ্ণু যেমন শিবময়, শিবও তেমনি বিষ্ণুময়। আমি যেন তত্বভয়ের ভেদ দর্শন করি না, অভেদদৃষ্টিতে আমার জীবনের শান্তি হউক।” হরিহরস্তোত্রেও তত্বভয়ের ঐক্য নিরূপিত হইয়াছে। “যিনি শিবের ও শ্রীবিষ্ণুর গুণনামাদি সকলকে বুদ্ধিপূর্বক ভিন্ন দেখেন, তিনি হরিনামের অপরাধী।” এই স্থলে তত্বভয়ের ভেদদর্শীর নামাপরাধরূপ মহান্ দোষ কথিত হইয়াছে। গুণনামাদিসকল বলিতে চক্রত্রিশূলাদি গৃহীত হয়। উহাদিগকেও যিনি ভিন্ন দর্শন করেন, এই প্রকার অর্থ করিতে হইবে। অতএব বিষ্ণু ও শিবের ঐক্যই নির্দিষ্ট হউক। পূর্বপক্ষীয় এই প্রকার সিদ্ধান্ত যুক্তিযুক্ত নহে। পূর্বোক্ত শ্রুতি এবং স্মৃতিই তাহার পোষক প্রমাণ। হররুদ্রাদিশব্দবাচ্য শ্রীভগবান্কেই সহস্রশীর্ষাদি শব্দদ্বারা বলা হইয়াছে বলিয়া তাঁহাদের ঐক্য হউক, এরূপও বলা যায় না, যেহেতু এসকল স্থলে হরাদি শব্দদ্বারা শ্রীবিষ্ণুই অভিহিত হন ॥১১॥

যস্মাদ্রুদ্রস্তস্মাজ্জনাদীনঃ । ঈশনাদেব চেশানো মহাদেবো মহত্ততঃ ॥
 পিবন্তি যেনরানাকং মুক্তাঃ সংসারসাগরাৎ । তদাধারো যতো বিষ্ণুঃ
 পিনাকীতি ততঃ স্মৃতঃ ॥ শিবঃ সুখাত্মকত্বেন সৰ্ব্বসংরোধনাক্ষরঃ ।
 কৃত্যাত্মকমিদং বিশ্বং যতো বস্তু প্রবর্তয়ন্ । কৃতিবাসাস্তুতো
 দেবো বিরিক্ষিচ্চ বিরেচনাৎ । বৃংহণাদব্রহ্মনামাসাবৈশ্বর্যাদিব্র
 উচ্যতে ॥ এবং নানাবিধৈঃ শব্দৈরেক এব ত্রিবিক্রমঃ । বেদেষু
 স পুরাণেষু গীয়তে পুরুষোত্তমঃ” ইতি ॥১২॥

“নারায়ণাদীনি নামানি বিনাত্যানি স্বনামানি দ্রুহিণাদিত্যো
 দদৌ” ইতি চোক্তং স্কান্দে । “ঋতে নারায়ণাদীনি নামানি
 পুরুষোত্তমঃ । প্রাদাদন্তত্র ভগবান্ রাজেবর্তে স্বকং পুরম্” ইতি,
 ব্রাহ্মে চ—“চতুশ্চুখঃ শতানন্দো ব্রহ্মণঃ পদ্মভুরিতি । উগ্রো

উক্তং হেতুমুপাদয়তি সহশ্রেতি । বৈশম্পায়নোক্তে ইতি বোধ্যম্ । তেযাং
 তত্রৈতি । রুদ্রপিনাকি-কৃতিবাসঃ শব্দানাং যেন নিমিত্তেন শিতিকণ্ঠে প্রবৃন্তি-
 স্তুতোহন্যেন তু বিষ্ণৌ প্রায়োগোভয়ত্র যোগরুঢ়িরিয়ম্ । ঈশান-মহাদেব-
 শিব-হর-ব্রহ্মেন্দ্রশব্দাঃ শিতিকণ্ঠাদিষু যোগেন বিষ্ণৌ তু মহাযোগেন প্রবর্তন্তে
 মণ্ডলাধিপেষু সার্বভৌমেষু চ যথা ভূপাদিশব্দন্তেন তেনেতি বোধ্যম্ । রুজ-
 মিতি । রুজং সংসারব্যথাং দ্রাবয়তে অপনয়তি নাকং পরমানন্দং পিবন্তি
 অনুভবন্তি কৃত্যাত্মকং চর্মচয়ং বস্তু আচ্ছাদয়তি বিরেচনাৎ প্রধানাদিতত্ত্বানাং
 তমঃশব্দিতায়া মূলপ্রকৃতেঃ প্রকটনাদিত্যর্থঃ ॥১২॥

সহস্রনামস্তোত্রে সৰ্ব্ব, শিব, শম্ভু, রুদ্র প্রভৃতি শব্দসকল বিষ্ণুর
 নাম বলিয়া পঠিত হয় । সকল নামের প্রবৃন্তিনিমিত্ত অর্থাৎ প্রয়োগের
 কারণ ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে উক্ত হয় ; যথা,—রুদ্রকে দ্রাবিত করেন বলিয়া
 জ্ঞানদীনকে রুদ্র বলা হয় । নিয়মনহেতু তাঁহাকে ঈশান বলা হয় ;
 মহত্ত্বপ্রযুক্ত মহাদেব বলা হয় ; যে সকল মনুষ্য সংসার সমুদ্র হইতে
 মুক্ত হইয়া স্বর্গভোগ করেন, তাঁহাদিগের নাম পিনাক । ঐ পিনাক
 সকলের আধার বলিয়া বিষ্ণুকে পিনাকী বলা হয় । তিনি সুখাত্মক
 বলিয়া শিবনামে, সকলের সংহারহেতু হর নামে, কার্য্যাত্মক বিশ্বের
 প্রবর্তনহেতু কৃতিবাস নামে, বিরেচন অর্থাৎ সৃষ্টিহেতু বিরিক্ষি নামে
 বৃংহণহেতু ব্রহ্ম নামে এবং ঐশ্বর্য্যহেতু ইন্দ্র নামে উক্ত হন । এক
 ত্রিবিক্রম বিষ্ণু নানা নামে বেদে ও পুরাণে গীত হইয়া থাকেন ॥১২॥

ভস্মধরো নগ্নঃ কপালীতি শিবস্ত চ। বিশেষনামানি দদৌ
স্বকীয়ান্‌পি কেশবঃ” ইতি। স্বকীয়ানি রুদ্রবিরিঞ্চ্যাदीনি ॥১৩॥

ব্রহ্মবাদিনো বদন্তীতু্যপক্রান্তং ব্রহ্মৈব তৈঃ শব্দৈঃ তস্ম্যামভি-
ধীয়তে। ইতরথা “যা তে রুদ্রশিবা তনুরঘোরা পাপনাশিনী,”
“মহান্‌ প্রভুবৈ পুরুষঃ সত্ত্বশ্রেষ্ঠ প্রবর্তকঃ। স্ননির্ম্মলামিমাং শান্তি-
মীশানো জ্যোতিরব্যয়ঃ” ইত্যাদি বিশেষোক্তিব্যাকোপঃ।
কপালিনস্ত শিবস্ত ঘোররূপতা মুমুক্‌সুহেয়তা চ স্মৃতা - (ভাঃ ১।২।২৬)
“মুমুক্‌সো ঘোররূপান্‌ হিত্বা ভূতপতীনথ। নারায়ণকলাঃ শান্তা
ভজন্তি হনসৃষবঃ” ইত্যাদৌ ॥১৪॥

রাজেবেতি নৃপো যথা স্ববাসং রিনান্যাগি নগরানি স্বামাত্যোভ্যো দদাতি
তদ্বৎ ॥১৩॥

তস্ম্যং হরাदिशब्दैर्विशेषारेवाभिधानादिति पूर्वोक्तমিদानीং প্রতিपादयति
ব্রহ্মেত্যাদিনা। ব্রহ্মোপক্রমাতে শব্দা ব্রহ্মাভিধায়িন ইত্যর্থঃ। বিপক্ষে
উপপত্তিমাহ ইতরথেতি। বিশেষোক্তিীতি। অঘোরতনুত্বসত্ত্বপ্রবর্তকত্বশান্তী-
শানত্বরূপবৈষ্ণবধর্ম্মাবেদকবাক্যবাধঃ স্যাদিত্যর্থঃ। ননু রুদ্রেহপি তে ধর্ম্মা
নেয়া ইতি চেত্তব্রাহ কপালিনস্ত্বিতি। মুমুক্‌সব ইতি প্রথম ব্রহ্মে একটার্থম্ ॥১৪॥

স্কন্দপুরাণে উক্ত আছে, (শ্রীবিষ্ণু, নারায়ণ প্রভৃতি কয়েকটি ভিন্ন
স্বকীয় নামসকল ব্রহ্মাদি দেবতাবৃন্দকে প্রদান করিয়াছেন। যথা,
“রাজা যেমন নিজ পুর ভিন্ন অগ্ন নগরসকল অমাত্যভৃত্যদিগকে বাসার্থ
প্রদান করেন, শ্রীবিষ্ণুও তদ্রূপ স্বকীয় বিশেষ কয়েকটি নাম ভিন্ন
অপরাপর নামগুলি অগ্নাদি দেবতাকে ব্যবহারার্থ প্রদান করিয়াছেন।”
ব্রাহ্মপুরাণেও উক্ত হইয়াছে,—“কেশব ব্রহ্মাকে চতুর্মুখ প্রভৃতি এবং
শিবকে রুদ্র প্রভৃতি স্বকীয় নামসকল প্রদান করিয়াছেন ॥১৩॥

ব্রহ্মবাদীরা বলিয়া থাকেন—“হরাদি শব্দদ্বারা তত্ত্বস্থলে
উপক্রান্ত ব্রহ্মই উক্ত হন। অন্যথা,—“হে রুদ্র! তোমার যে
শিবদায়িনী অঘোরা পাপনাশিনী তনু”, “এই মহান্‌ প্রভু সত্ত্বগুণের
প্রবর্তক,” “অব্যয় জ্যোতিস্বরূপ ঈশানই এই স্ননির্ম্মলা শান্তি প্রদান
করিয়া থাকেন” ইত্যাদি বিশেষোক্তির হানি হয়, অর্থাৎ অঘোর-
তনুত্ব, সত্ত্বপ্রবর্তকত্ব, শান্তিদায়কত্ব ও ঈশানত্ব প্রভৃতি বৈষ্ণবধর্ম্মা-

“শিবস্য হৃদয়ং বিষ্ণুঃ” ইত্যাদিষু তু তয়োরীশ্বরত্বেনৈক্যং বেদতে, ন তু স্বরূপাভেদঃ প্রাপ্তকৃত্যাদিত্যঃ। “শিবস্য শ্রীবিশোঃ” ইত্যাদৌ তু তস্য স্বতন্ত্রদেবতাত্বদৃষ্টিনিষিদ্ধা। তদন্তাধিপত্যাভিধানত্বেন তদায়ত্তবৃত্তিকত্বাত্তদ্রূপত্বং বেতি ন কাপি ক্ষতিঃ। অপরে ত্বাহুঃ,—“নামাদি সকলম্” ইত্যাদিনা স্বরূপঞ্চ তদ্ভিন্নং যঃ পশ্যেদিত্যর্থঃ। “ব্রহ্মাণং শিতিকণ্ঠঞ্চ” ইত্যাদিপূর্ব্বোক্তাং ‘যন্তু নারায়ণং দেবম্’ ইত্যাদিবক্ষ্যমাণাচ্চ। তস্মাৎ স্বরূপৈক্যং তয়োর্নাস্তীতি সিদ্ধং বিষ্ণুরেব পারম্যম্ ॥১৫॥

শিবস্বেতি। তয়োঃ হরিহরয়োঃ ব্যাখ্যান্তরেণ বিরোধং ভনক্তি। অপরে ত্বিতি। শ্রীবৈষ্ণব ইতি বোধ্যম্। অগ্রে ধর্ম্মব্রতেত্যাদৌ শিবনামাপরাধ ইতি মঙ্গলরূপস্য নাম্নোহপরাধ ইত্যর্থঃ। যদ্বা শিবস্য মঙ্গলরূপস্য বিশোর্নামাদি যো ধিয়াপি ভিন্নং পশ্যেৎ স নামাহিতকরন্তু নামাদেঃ স্বরূপাভিন্নত্বাদিতি তথাচ ন কাচিচ্ছঙ্কেতি। যত্তু কচিৎ পুরাণে রুদ্রস্য পারম্যং সহেতুকমুক্তং তত্পেক্ষ্যং তস্য তামসত্বাৎ সাত্ত্বিকপুরাণেন বাধিতত্বাচ্ছেতি মাৎস্যাদাববগতং নির্ণীতং চৈতদ্বেদান্তস্যমন্ত্যাদৌ ভারতীয়ং ত্বগ্রে নিরসনীয়ম্ ॥১৫॥

বেদক বাক্যসকলের বাধ হয়। ঐ সকল ধর্ম্ম রুদ্রে স্বীকৃত হইতে পারে না; কারণ, মহাদেবের ঘোররূপত্ব এবং মুমুক্শুহেয়ত্ব প্রসিদ্ধই আছে। শ্রীমদ্ভাগবতে (১।২।২৬) উক্ত হইয়াছে, “অসূয়াশূন্য মুমুক্শু-সকল ঘোররূপ ভূতপতিসকলকে ত্যাগ করিয়া শ্রীনারায়ণের শান্ত কলাসকল ভজন করিয়া থাকেন ॥১৪॥

“শিবের হৃদয় বিষ্ণু” ইত্যাদি স্থলে শিবের ও বিষ্ণুর ঈশ্বরত্বহেতু ঐক্য বোধিত হইতেছে, কিন্তু স্বরূপতঃ অভেদ কথিত হয় নাই, যেহেতু পূর্ব্বোক্ত শ্রুতিই তদ্বিষয়ে প্রমাণ। “শিবের ও বিষ্ণুর গুণ-নামাদি যিনি অত্যন্ত ভিন্ন বোধ করেন” ইত্যাদি স্থলে যে তাঁহা-দিগকে স্বতন্ত্রদেবতা বিবেচনা করা নিষেধ করিয়াছেন, তাহা শ্রীবিষ্ণু-দত্ত আধিপত্যের উক্তিবশতঃ বা তদায়ত্তবৃত্তিকত্বহেতু তৎস্বরূপত্বপ্রযুক্ত, অতএব তাহাতে কোন ক্ষতি হইতেছে না। বৈষ্ণবগণ বলেন, “শিবের ও শ্রীবিষ্ণুর গুণ, নাম ও স্বরূপকে যিনি শ্রীবিষ্ণু হইতে ভিন্ন বলিয়া দেখেন,” ইহাই ঐ স্থলের অর্থ; যেহেতু তদ্বিষয়ে “ব্রহ্মাণং শিতি-

অন্যে দ্বাহঃ,— মাস্ত্র ত্রয়াণামভেদো, দ্বয়োৰ্ব্বা ; কিন্তু ত্রয়ো দেবাঃ সমা ইত্যঙ্গীকার্যম্— “যথা সসজ্জ দেবোহসৌ দেবমি- পিতৃদানবান্ । মনুষ্যতির্য্যগ্ যক্ষাদীন্ ভূব্যোমসলিলৌকসঃ ॥ যদ- গুণং যৎস্বভাবঞ্চ যদ্রূপঞ্চ জগদ্বিজ । স্বর্গাদৌ সূতবান্ ব্রহ্মা তন্ম- মাচক্ষ বিস্তরাৎ ॥ চরাচরশ্চ সৰ্ব্বশ্চ রুদ্রঃ সংহারকারকঃ । ততঃ কালাগ্নিরুদ্রোহসৌ সংহরত্যখিলং জগৎ ॥ ন হি পালনসামর্থ্য- ম্মতে সৰ্ব্বেশ্বরং হরিম্” ইত্যাদিস্মৃতিষু কার্য্যত্রয়ে ত্রয়াণাং নিরপেক্ষহেতুত্বপ্রতীতেঃ । ততশ্চ বিশোরেব পারমৈশ্বর্য্যনির্ণয়ো নোপযুক্ত ইতি নৈতচ্চতুরশ্রং পূর্ব্বোক্তশ্রুতিস্মৃতিভ্যঃ ॥১৬॥

ত্রিদেবীসাম্যং নিরাকর্ত্ত্বং তদাদাবুপন্যসতি অন্যে ত্বিত্যাदिना । যথা সসজ্জ্যাদিকং শ্রীবৈষ্ণবে দৃষ্টং প্রক্ষুটার্থম্ । কার্য্যত্রয়ে সৃষ্টিসংহারপালন- লক্ষণে । নিরাকরোতি নৈতদिति । ন তস্মেতি । চতুরশ্রং পূর্ণমিতার্থঃ ॥১৬॥

কণ্ঠঞ্চ” ইত্যাদি পূর্ব্বোক্ত এবং “যস্তু নারায়ণং দেবং” ইত্যাদি বক্ষা- মান বচনসকল প্রমাণ রহিয়াছে । অথবা “শিবের গুণ, নাম ও স্বরূপকে যিনি শ্রীবিষ্ণুর গুণ, নাম, স্বরূপ হইতে অভিন্ন দর্শন করেন” এই প্রকার অর্থ করিলেই গোলযোগ মিটিয়া যায় । অতএব তাঁহা- দের স্বরূপতঃ অনৈক্য সিদ্ধ হইতেছে । ঐ অনৈক্যও শ্রীবিষ্ণুর পারম্যবশতঃই জানিতে হইবে ॥১৫॥

অন্য কেহ কেহ বলেন— তিন বা দুই দেবতার অভেদ না হউক, কিন্তু তিনকেই সমান বলিয়া স্বীকার করা উচিত । কারণ, “ঐ ব্রহ্মা যেক্রূপে দেবতা, ঋষি, পিতৃ, মনুষ্য, পশুপক্ষী, যক্ষাদি, ভূচর, খেচর ও জলচর প্রভৃতির সৃষ্টি করিলেন এবং উহাদের ষাদৃশ রূপ, গুণ ও স্বভাব, তাহা আমাকে সবিস্তারে বলুন ।” “নিখিল চরাচরের সংহারকর্ত্তা রুদ্র যেক্রূপে উহাদের সংহার করেন, তাহাও বলুন ।” “সৰ্ব্বেশ্বর হরি ব্যতীত আর কেহই সমর্থ নহেন ।” এইরূপ স্মৃতিসকলে সৃষ্ট্যাদি কার্য্যত্রয়ে ব্রহ্মাদি দেবতাত্রয়ের নিরপেক্ষকারণত্ব প্রতীত হয় । অতএব কেবল বিষ্ণুই পরম দেবতা, ইহা যুক্তিযুক্ত নহে । এই মত মনোজ্ঞ হইতেছে না, যেহেতু পূর্ব্বোক্ত শ্রুতি ও স্মৃতিদ্বারা উহা নিরাকৃতই হইতেছে ॥১৬॥

“ন তৎসমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে” “ন তস্ম্য প্রতিমা হস্তি যস্য নাম মহৎযশঃ”, “ন তৎ সমশ্চাভ্যধিকঃ কুতোহৃণঃ”, “স্বয়ং ত্বসাম্যাতিশয়স্ত্র্যধীশঃ” “নিত্যং হি নাস্তি জগতি ভুতং স্থাবর-জঙ্গমম্। ঋতে তমেকং পুরুষং বাসুদেবং সনাতনম্” ইত্যাদি-শ্রুতিস্মৃতিষু সাম্যপ্রতিষেধাচ্ ॥১৭॥

সর্বেশ্বরো হরিরেব সৃষ্টিসংহারৌ করোতি চতুস্মুখকপালিনৌ তু তদ্বশৌ তয়োনিমিত্তমাত্রমেব,— “নিমিত্তং পরমীশস্য বিশ্বস্বর্গ-নিরোধয়োঃ। হিরণ্যগর্ভঃ সর্বশ্চ কালস্মারূপিণস্তব ॥ ব্রহ্মাণ-মিত্তং রুদ্রঞ্চ স্বয়ং বরুণমেব চ। নিগৃহ হরতে যস্মান্তস্মাদ্ধ-রিরিহোচ্যতে ॥” ইত্যাদিস্মরণাৎ ॥১৮॥

ন তদिति ন তস্মেতি চ শ্বেতাশ্বতরাণাং শ্রুতিঃ। ন তদिति শ্রীগীতা-স্বর্জুনবাক্যম্। স্বয়মिति তৃতীয়ন্ধক্ষে উদ্ধববাক্যম্। নিত্যং হীতি নারায়ণীয়ে। বিধিরুদ্রাদিপ্রধানং জগদনিত্যং তত্রৈকো বাসুদেবো বিষ্ণুস্ত নিত্য ইত্যর্থঃ। অত উক্তং ব্রাহ্মে ব্রহ্মণা “নাহং শিবো ন চান্যে চ তচ্ছক্ভো-কাংশভাগিনঃ। বালঃ ক্রীড়নকৈর্যদ্বং ক্রীড়তে স্বাভিরুচ্যতে” ইতি ॥১৭॥

স্বস্বকার্যো নৈরপেক্ষাং ব্রহ্মশিবয়োনিরাকরোতি সর্বেশ্বর ইতি। নিমিত্তমिति শ্রীদশমে উদ্ধবোক্তিঃ। ব্রহ্মাণমिति পাদ্যোত্তরে। হরতি স্বাভিমতে কার্যো নিষোজয়তি। নিগৃহ নিয়ম্য। আদিনা নিমিত্তমাত্রমিত্যাदि নারায়ণীয়বাক্যং গৃহতে ॥১৮॥

বিশেষতঃ, “তঁহার সমান বা তদপেক্ষা অধিক দেখা যায় না, “যাঁহার নাম মহৎযশ, তঁহার প্রতিমা নাই”, তঁহার সমানই নাই তঁহার অধিক অন্য কোথায়? তিনি স্বয়ং সাম্য ও আতিশয়ের অতীত, তিনি মায়াধীশ”, “এক সনাতন পুরুষ বাসুদেব ভিন্ন এজগতে আর কোন স্থাবর বা জঙ্গম পদার্থ নিত্য নহে” ইত্যাদি শ্রুতি ও স্মৃতিতে বিষ্ণুর সাম্য নিষিদ্ধ হইয়াছে ॥১৭॥

সর্বেশ্বর শ্রীহরিই সৃষ্টি এবং লয় করিয়া থাকেন। ব্রহ্মা এবং রুদ্র তাঁহার আজ্ঞানুবর্তী। উহারা সৃষ্টি ও সংহারের নিমিত্ত মাত্র। “হে ভগবন্! কালস্বরূপ রূপবিহীন তুমি সৃষ্টি এবং সংহারকার্য যথাক্রমে ব্রহ্মা ও রুদ্র দ্বারা সাধন করিয়া থাক। তুমি কি ব্রহ্মা, কি ইন্দ্র, কি রুদ্র, কি বরুণ সকলকেই নিগ্ৰহ করিয়া হরণ কর বলিয়াই

শ্রীবিষ্ণুপুরাণেহপ্যেতদভিপ্রেত্যা হ শ্রীমান্ পরাশরঃ,— ‘জুষন্
রজোগুণং তত্র স্বয়ং বিশ্বেশ্বরো হরিঃ। ব্রহ্মা ভূত্বাথ জগতো
বিসৃষ্টে সংপ্রবর্ততে ॥ সৃষ্টঞ্চ যাত্যনুযুগং যাবৎ কল্পবিকল্পনা।
সত্ত্বভুগ্ ভগবান্ বিষ্ণুরগ্রমেয় পরাক্রমঃ। তমোদ্রেকী চ কল্পান্তে
রুদ্ররূপী জনার্দনঃ। মৈত্রেয়াখিলভূতানি ভক্ষয়ত্যতিভীষণঃ’
ইতি ॥১৯॥

তত্রৈব রৈবতং প্রতি ব্রহ্মা চৈবমাহ,— “যন্ত প্রসাদাদহ-
মচ্যুতস্ত ভূতঃ প্রজাসৃষ্টিকরোহন্তকারী। ক্রোধাচ্চ রুদ্রঃ স্থিতি-
হেতুভূতো যস্মাচ্চ মধ্যে পুরুষঃ পরস্তাৎ ॥ মদ্রপমান্ধার
সত্ত্বভ্যজো যঃ স্থিতৌ চ যোহসৌ পুরুষস্বরূপী। রুদ্রস্তা রূপেণ

জুষ্মতি। অত্যাগ্রপুণ্যবান্ জীবঃ রজোগুণং জুষন্ ব্রহ্মাণং তমাবিশ্য
ব্রহ্মাভূদিতি তথা তাদৃশেন তেন তেন দ্বারা তমোদ্রেকী রুদ্রো রূপং যস্য স
রুদ্ররূপী রুদ্রং তমাবিশ্যেতি চ ব্যাখ্যেয়ম্। ভক্ষয়তি সংহরতীত্যর্থঃ ॥১৯॥

উক্তমর্থং ব্রহ্মবাক্যেন পুষ্পাতি তত্রৈবেত্যাদিনা। যস্য সর্বৈশ্বর্যস্য বিশেষঃ।
প্রকটার্থমন্যৎ। সাক্ষাৎ বিষ্ণুরেব কদাচিদ্ ব্রহ্মা রুদ্রশ্চ ভবতি যদি যোগো
জীবো ন লভ্যতে। যোগ্যজীবলাভে তু তং তমাবিশ্য স চ স চ ভবতীতি বিষ্ণু-
পুরাণে সিদ্ধান্তঃ। অত্র প্রথমঃ পক্ষঃ ব্রহ্মা নারায়ণাখোহসাবিত্যাদিনা
দর্শিতঃ দ্বিতীয়স্ত জুষন্ রজোগুণং তত্রৈত্যাদিনা। এবমেব সংক্ষিপ্ত ভাগবতামৃতে

শাস্ত্রে তোমাকে হরি বলিয়াই নির্দেশ করিয়া থাকেন।” এই সকল
স্মৃতিপ্রমাণই পূর্বোক্ত মতের পোষক ॥-৮॥

এই মতানুসারেই বিষ্ণুপুরাণে পরাশর ঋষি বলিয়াছেন— “বিশ্বে-
শ্বর হরি স্বয়ং রজোগুণ স্বীকারদ্বারা ব্রহ্মারূপ সৃষ্টিকার্য্য এবং তমো-
গুণ অঙ্গীকার করিয়া হররূপে সংহারকার্য্য ও সত্ত্বগুণে বিষ্ণুরূপে
পালনকার্য্য সম্পন্ন করিয়া থাকেন” ॥১৯॥

ঐস্থলেই ব্রহ্মা রৈবতকে বলিয়াছিলেন— “যে অচ্যুতের প্রসাদে
আমি ব্রহ্মা হইয়া প্রজাবর্গের সৃষ্টি করি এবং যাঁহার ক্রোধ হইতে
হর সমুদ্ভূত হইয়া উহাদের সংহার করেন; যিনি স্বয়ং পালন
করিয়া থাকেন; যিনি আমার রূপ ধারণ করিয়া সৃষ্টি করেন, রুদ্রের
রূপ ধারণ করিয়া সংহার করেন এবং অনন্তের রূপ স্বীকার করিয়া

চ যোহিতি বিশ্বং ধত্তে তথানন্তবপুঃ সমস্তম্” ইত্যাদিনা।
তদেবং সমাভ্যধিকশূন্যত্বাৎ পারমৈশ্বর্য্যং শ্রীবিষ্ণৌ সিদ্ধম্।
তৎসাম্যদর্শিনস্ত দোষঃ স্মর্য্যতে,— “যন্তু নারায়ণং দেবং ব্রহ্ম-
রুদ্রাদিদৈবতৈঃ। সমত্বেনাভিজানাতি স পাষণ্ডী ভবেদ্ ভ্রবম্-
ইতি ॥২০॥

যত্নু ভারতান্তর্গতোপমন্যবাখ্যানেন শ্রীকৃষ্ণেন জাম্ববতীপুত্রার্থং
তপসা রুদ্রঃ সমারাধিতঃ রুদ্রাঙ্গৈভ্যঃ সবিষ্ণুনাং দেবানামুৎপত্তি-
রিতি পারমৈশ্বর্য্যং রুদ্রস্তা দুর্নিবারমিত্যজ্ঞাঃ কল্পয়ন্তি, তদতীবশূলম্।

শ্রীরূপচরণৈর্নির্গীতম্। “যুগকোটি সহস্রাণি বিষ্ণুমারাধ্য পদ্মভূঃ। পুন-
স্ত্রৈলোক্যাধাতৃত্বং প্রাপ্তবানিতি শুশ্রুমঃ ॥ ময়া সৃষ্টঃ পুরা ব্রহ্মা মদমজ্জমযজৎ
স্বয়ম্। ততস্তস্য বরান্ প্রীতো দদাবহমনুভমান্ ॥ মৎপুত্রত্বঞ্চ কল্পাদৌ
লোকাধ্যক্ষত্বমেব চ। বিশ্বরূপো মহাদেবঃ সর্ব্বমেধে মহাক্রতো। জুহাব
সর্ব্বভূতানি স্বয়মাত্মানমাত্মনা। মহাদেবঃ সর্ব্বমেধে মহাত্মা হুত্বাত্মানং দেব-
দেবো বভূব। বিশ্বাল্লোকান্ ব্যাপ্য বিষ্ণুভ্য কীর্ত্য বিরাজতে দ্ব্যতিমান্
কৃত্তিবাসা” ইত্যেভির্মহাভারতবাক্যৈঃ কন্মলকৈশ্বর্য্যাকীর্তনাচ্চ তস্মৈর্জীবত্বম্।
বিপক্ষে দোষমাহ যস্ত্বিতি। পাষণ্ডী বেদবাহুঃ। এবং পঞ্চরাত্রে চ—“যো
মোহাদ্বিষ্ণুমণ্যেন হীনদেবেন দুর্ম্মতিঃ। সাধারণং সকৃদ্ব্রুতে সোহন্ত্যজো নান্ত্য-
জোহন্ত্যজঃ” ইতি। হীনেন বিষ্ণুপেক্ষয়া নিকৃষ্টেন ॥২০॥

ননু রুদ্রোহপি বিষ্ণুনা নিয়ম্য ইতি ন সম্ভবতি। রুদ্রপারমৈশ্বর্য্যসাধনে
কৃষ্ণবজ্রকসৌপমন্যবাখ্যানস্য জাগরুকত্বাৎ। শ্রীহরিবংশেহপি শক্রেণ সহ যুদ্ধার্থী
কৃষ্ণো রুদ্রমেবং তুষ্টাব ॥ অহং ব্রহ্মা কপিলোহথাপ্যানন্তঃ পুত্রাঃ সর্ব্বে ব্রহ্মণ-
বিশ্বসংসার ধারণ করেন, সেই পুরুষই আদিতে মধ্যে ও অবসানে
বর্ত্তমান থাকেন।” অতএব তুল্যাধিকরাহিত্যপ্রযুক্ত শ্রীবিষ্ণুরই
পারমৈশ্বর্য্য সিদ্ধ হইতেছে। তথাপি যাহারা উহাদের সাম্যদর্শন
করেন, তাহাদের সম্বন্ধে দোষ উক্ত হইয়া থাকে। “যিনি শ্রীনারা-
য়ণকে ব্রহ্মা ও রুদ্র প্রভৃতি দেবতার সহিত সমান দেখেন, তিনি
নিশ্চয়ই পাষণ্ডী হন” ॥২০॥

মহাভারতের অন্তর্গত উপমন্যবাখ্যানে লিখিত আছে,— শ্রীকৃষ্ণ
জাম্ববতীর পুত্রের জন্ম তপস্যা দ্বারা রুদ্রকে আরাধনা করিয়াছিলেন

পূর্বোক্তশ্রুত্যাতিভ্য এব। রুদ্রঃ খলু বাণযুদ্ধে ভগবতা পরাভূতস্ত-
 ষ্ঠাব চ মূলভূতং তং মোহিতশ্চ মোহিনীবেষণে তেন মোহিতশ্চ
 বৃক্কেশাদিতো ব্রহ্মবধপাতকাচ্চেতি স্মরণাচ্চ ॥২১॥

তস্মাৎ স্বেতরেষু সর্বেষু সকামেষু রুদ্রোপাসনাস্থেন্নে স্বকী-
 যস্ত তস্ত তথারাদনং খ্যাপয়ন্তুদন্তর্যামিনমাত্মানমসৌ সংকরো-
 তীতি মন্তব্যম্। “অহমাত্মা হি লোকানাং বিশ্বেষাং পাণ্ডু-
 নন্দন। তস্মাদাত্মানমেবাগ্রে রুদ্রং সংপূজয়াম্যহম্। ময়া কৃতং

শ্চাতিধীরাঃ। তত্তঃ সর্বৈ দেবদেব প্রসূতা এবং সর্বেশঃ কারণাত্মা তুমীভ্যঃ”
 ইতি। তস্মাদ্ভয়োরভেদেন তৌলোন বা ভাব্যম্। রুদ্রস্যৈব পারমৈশ্বর্যাস্ত
 সাম্প্রতমিতি চেত্তত্রাহ যত্ত্বিতি। নিরশ্রুতি তদতীব স্থূলমিতি। তত্র হেতুঃ
 পূর্বোক্তেতি। বাণেতি। বাণযুদ্ধপরাভবাদিকং শ্রীভাগবতাদৌ খ্যাতম্।
 বৃকঃ শকুনেঃ পুত্রঃ আদিপদাল্পিপুরযুদ্ধে রুদ্ররথস্য পতনং তস্য বৃষভবপুষা
 ভগবতা পুনরুত্থাপনং রুদ্রে বলাপর্ণঞ্চ কৃতমিতি হরিবংশে বিদিতম্। ব্রহ্ম-
 বধেতি। “রুদ্রো ব্রহ্মণঃ পিতুঃ শিরশিচ্ছেদ। তৎকপালং রুদ্রস্য লগ্নং
 বহুতীর্থস্থানেনাপি ন পপাত বিষ্ণুপ্রসাদাত্ম স্মৃতিততৎকপালঃ স বিস্তুন্ধিমবাপ”
 ইতি মাৎস্যপ্রসিদ্ধম্। কস্মাদীনৈশ্বর্যঞ্চ ভারতোক্তং তস্য জীবত্বেলিঙ্গং পূর্বোক্তম্।
 বরায়ত্তং ভূতপতিত্বমনপহতপাপাত্মঞ্চ তত্ত্বে লিঙ্গং বক্ষ্যামঃ ॥২১॥

ননু বিষ্ণুরেব চেৎ সর্বৈশ্বর্যশ্চৌপমণ্যবাখ্যানং কথং সঙ্গতং যত্র বিষ্ণো
 রুদ্রাধিকত। সমধিগতেতি তত্রাহ তস্মাদিতি। স্বকীয়স্য স্বভক্তস্য যথোগ্র-
 সেনাদেঃ সংকারস্তৎপ্রতিষ্ঠায়ৈ তথেষু দ্রষ্টব্যঃ। অহমিত্যর্জুনং প্রতি শ্রীকৃষ্ণ
 বাক্যম্। আত্মা প্রবর্তকঃ অন্তর্যামীতার্থঃ। আত্মানং রুদ্রমিতি রুদ্রাবেশিনং

এবং রুদ্রের অঙ্গ হইতেই বিষ্ণুর সহিত সকল দেবতার উৎপত্তি
 হইয়াছে এই কথা বলিয়াছিলেন। অতএব রুদ্রেরই পরমেশ্বরত্ব
 সিদ্ধ হইতেছে। কেহ কেহ এই প্রকার কল্পনা করেন। কিন্তু
 তাঁহাদিগের ঐ কল্পনা স্থূল। পূর্বোক্ত শ্রুতি এবং স্মৃতিই তাহার
 একমাত্র প্রমাণ। বিশেষতঃ রুদ্র বাণরাজার যুদ্ধে ভগবান্ কর্তৃক
 পরাস্ত হইয়া তাঁহাকে মূলদেবতাজ্ঞানে স্তব করিয়াছিলেন, এবং
 মোহিনীমূর্তি দেখিয়া মোহিত, বৃকাসুরের হস্ত হইতে পরিত্রাত ও
 ব্রহ্মহত্যাজনিত পাতক হইতে মোচিত হইয়াছিলেন, এই সকল
 স্পষ্টই লিখিত আছে ॥২১॥

প্রমাণং হি লোকঃ সমনুবর্ততে । প্রমাণানি হি পূজ্যানি ততস্তং
পূজ্যাম্যহম্ । ন হি বিষ্ণুঃ প্রণমতি কন্মৈচিদিবুধায় চ । অত
আত্মানমেবেতি ততো রুদ্রং ভজাম্যহম্” ইতি নারায়ণীয়ে ভগব-
দ্বাক্যাদেব ॥২২॥

অত্র বিশেষ্যামন্তর্যাম্যহমতস্তপ্তায়ঃপিণ্ডবদবিবিক্তং রুদ্রাবে-
শিনং মদংশমহং পূজয়ামি । রুদ্রাদয়ো দেবাঃ পূজ্যা ইতি প্রমাণং
ময়া কৃতং তদনুযায়ী ব্যাকুপ্যেত্তদর্থমহং তাম্ পূজয়ামি স্ফোংকৃষ্টস্তা-
ভাবাদেব তদ্বুদ্ধ্যাং ন কিঞ্চিদ্ভজামি কিন্তু তাদৃশং মদংশমহং
ভজামীতি বিস্মৃটম্ । ব্রহ্মরুদ্রাদিসর্ব্বান্তর্যামী বিষ্ণুরিতি তত্রৈব

স্বমিত্যর্থঃ । নন্বহমিত্যাदिपञ्चग्रन्थान्तरালে योऽसौ रुद्रः सोऽहमस्मीत्यादिना
रुद्रस्याभेद उक्तः स कथं सङ्गच्छते इति चेत् “देवतावाङ्मवाः सन्तः सन्त
आत्माहमेव च” इत्यादिवत् प्रेमनिमित्तकः स इति गृहाण । साधुमात्रेषु
चेत्तस्य तन्निमित्तकः स किमुत साधुशिरोमणौ रुद्रे इति सन्तोष्यवाम । अन्य-
थैतो विबुधश्रेष्ठावित्यादिपूर्ववाक्ये तवान्तरात्नेत्याद्यन्तिमवाक्ये च तस्य
तन्निमित्तकः व्याकुप्येत् । मया कृतं प्रमाणं हीतुमत्र लेखिष्यामः ।
न हि विष्णुरिति । “ब्रह्म इव सत्क्रो दिवि तिष्ठत्येकः” इति श्रुतेः ॥२२॥

বাক্যার্থং সঙ্গময়তি অত্রৈতি । বিশেষ্যরুদ্রাণ্ডন্তর্যামিত্বং চরমবাক্যেন
প্রস্মৃটয়তি তবান্তরাত্নৈতি । এতেনৈব “ন তে গিরিশাখিললোকপাল-

অতএব স্বভক্ত ভিন্ন সকাম জীবসকলের পক্ষে রুদ্রোপাসনার
দৃঢ়তা স্থাপনের জন্য ভগবান্ স্বয়ং স্বকীয় রুদ্রের তদ্রূপ আরাধনা
করেন, এই বিষয়টি প্রচার করিবার উদ্দেশ্যে রুদ্রেরও অন্তর্যামী
পরমাত্মাকে অঙ্গীকার বা সংকার করিয়াছিলেন, ইহাই রুদ্রোপাসনার
তাৎপর্য্য বুঝিতে হইবে । নারায়ণীয়ে অর্জুনের প্রতি শ্রীভগবানের
উক্তিতে এই বিষয়টি পরিস্ফুট আছে, যথা, “হে অর্জুন ! আমি
বিশ্বের আত্মা । আমি যে রুদ্রের পূজা করি, সে আত্মারই পূজা ।
আমি যাহা করি, লোক সকল তাহার অনুবর্তন করে । প্রমাণই
পূজ্য । এই নিমিত্তই আমি রুদ্রের পূজা করিয়া থাকি । বিষ্ণু
কোন দেবতাকেই প্রণাম করেন না । আমি আত্মাকেই রুদ্র বলিয়া
পূজা করি” ॥২২॥

রুদ্রং প্রত্যুক্তং ব্রহ্মণা— “তবান্তরাত্মা মম চ যে চাত্তো দেহি-
সংজ্জিতাঃ। সর্বেষাং সাক্ষিভূতোহসৌ ন গ্রাহঃ কেনচিৎ
কচিৎ” ॥২৩॥

তস্মাৎ স্বভক্তরুদ্রস্ত সকামেষু পাসনাদৃঢ়তায়ৈ তৎসংকৃতি-
সুদর্শিতা তেন কৃতেতি ন তস্য পারমৈশ্বর্যম্ ॥২৪॥

বিবিক্ষিবৈকুণ্ঠসুরেন্দ্রগম্যম। জ্যোতিঃ পরং যত্র রজস্তমশ্চ সত্ত্বং ন যদ্রক্ষ-
নিরন্তভেদম্” ইত্যুক্তমবাক্যঞ্চ ব্যাখ্যাতম্। ত্বং হৃদি পরং জ্যোতির্ব্রহ্ম
চিস্তিতবানস্মতো বিষাপনয়ং শক্লোষি কর্তুমিতি। অন্যথা “বয়ং ন তাত
প্রভবাম ভূয়ি” ইত্যাদিনবমস্থগিরিশবাক্যাবিরোধঃ। তচ্চ জ্যোতির্বৈকুণ্ঠ-
স্যাপ্যগম্যমিতি নায়ুক্তং “দ্যুপত্য এব তে ন যযুরন্তমনন্ততয়া ত্বমপি” ইত্যাদি
স্মৃতেঃ ॥২৩॥

উপসংহরতি তস্মাদিতি। তৎসংকৃতিসুদর্শিতেতি দেবৈঃ স্বপূজাযাচিতো
বিষ্ণুস্তান্ পূজ্যান্ করোতীত্যাদিবাহাহে কথাস্তি। বরাহ উবাচ— “এবং
সৃষ্টা জগৎ সর্বং ভগবান্ ভূতভাবনঃ। বিররাম ততঃ সৃষ্টিবাবদ্ধত ধরে
তদা। ব্রহ্মায়ামথ সৃষ্টৌ তু সর্বৈ দেবাঃ সবারবাঃ। সত্রের্মহন্তিঃ সর্বৈহত্র
যজন্তঃ শ্রদ্ধয়াস্থিতাঃ। তোষয়ামাসুরত্যাং স্বং পূজ্যং কর্তুমীপ্সবঃ। এবং
তোষয়তাং তেষাং বহুবর্ষসহস্রকে। কালে দেবস্তদা তুষ্টঃ প্রত্যক্ষত্বং জগাম হ।
অনেকবাহুদরবক্রনেত্রো মহাগিরেঃ শৃঙ্গমিবোল্লিখংস্তদা। উবাচ কিং কার্য-
মথো সুরেশা ক্রতাত্ম মাং দেববরা বরং বঃ। দেবা উচুঃ। জয়োহস্ত গোবিন্দ
মহানুভাব ত্বয়া বয়ং নাথ বরেণ দেবাঃ। মনুষ্যালোকেহপি ভবন্তমাগ্নং

আমি বিশ্বের অন্তর্ধামী, তপ্ত লৌহপিণ্ডের ন্যায় অবিবিক্ত রুদ্ররূপী
আমার অংশকেই পূজা করি, “রুদ্র প্রভৃতি দেবতা ^{জৈবিক} সকল পূজ্য”
এই প্রমাণ আমিই করিয়াছি। আমি যদি রুদ্রকে পূজা না করি,
তবে ঐ প্রমাণ ব্যর্থ হইয়া যায়, অতএব আমি তাঁহাদিগের পূজা
করিয়া থাকি। আমা হইতে উৎকৃষ্ট আর কেহ নাই, অতএব উৎকৃষ্ট
বুদ্ধিতে আমি কাহারও পূজা করি না, আমার অংশ বলিয়াই আমি
রুদ্রাদি দেবতার পূজা করি। ব্রহ্মা ঐ স্থলেই রুদ্রকে বলিয়াছিলেন
যে, বিষ্ণু ব্রহ্মা ও রুদ্র প্রভৃতি সকলেরই অন্তর্ধামী ; যথা, “বিষ্ণু
তোমার আমার ও অন্য দেহীসকলের অন্তর্ধামী। তাঁহাকে কেহ
কোনরূপে জ্ঞানের বিষয়ীভূত করিতে পারে না” ॥২৩॥

যত্র সামান্যবিশেষাভ্যাং প্রশ্লোত্তরে ভবেতাং তত্রৈব
তল্লিষ্ঠীয়তে। যত্র বিশেষেণৈব তে স্মৃতাং তত্র তাৎপর্যান্তরং
কল্পনীয়মিতি, যথা ভারতে— “কিমেকং দৈবতং লোকে কিং
বাপ্যেকং পরায়ণম্। স্তবন্তঃ কং কমর্চন্তঃ প্রাপ্নুয়ুর্মানবাঃ শুভম্।
কো ধর্মঃ সর্বধর্মাণাং ভবতঃ পরমো মতঃ। কং জপমুচ্যতে

বিহায় নাস্মান্ ভজতীহ কচ্চিৎ। চন্দ্রাদিত্যৌ বসবো যে চ সাধ্যা বিশ্বে
দেবা বিশ্বনাথং বদন্তি। সর্বো ভবন্তং শরণং গতাঃ স্ম কুরুষ্ব পূজ্যানিহ
বিশ্বমূর্তে এবমুক্তস্তথা তৈস্ত মহাযোগেশ্বরো হরিঃ। করোমি সর্বান্ বঃ পূজ্যা-
নিত্যুক্তান্তরধীয়ত। দেবা অপিনির্জোকাংসি গতবন্তঃ সনাতনম্। স্তবন্তঃ পরমে-
শোহপি ত্রিবিধং ভাবমাস্থিতঃ। এবং ত্রিধা জগদ্ধাতা ভূত্বা দেবান্মহেশ্বরঃ
আরাধ্য সাত্ত্বিকং রাজস-তামসত্বং ত্রিধা স্থিতম্। সাত্ত্বিকেন পঠেদ্বৈদান্ যজ্ঞে
যজ্ঞেন দেবতাঃ। আত্মনোহবয়বো ভূত্বা রাজসেনাপি কেশবঃ। স কাল-
রূপিণং রৌদ্রং প্রকৃত্য শূলপানিনম্। আত্মনো রাজসীং মূর্তিং পূজয়ামাস
ভক্তিতঃ। তামসেনাপি ভাবেন অসুরেষু ব্যবস্থিতঃ। এবং ত্রিধা জগদ্ধাতা
ভূত্বা দেবান্মহেশ্বরঃ। আরাধ্যামাস ততো লোকোহপি বিবিধোহভবৎ” ইতি।
তত্রৈব প্রজাঃ সৃজেতি ব্রহ্মণোক্তঃ সর্বেশং বিষ্ণুং বহু স্তুত্বা রুদ্র উবাচ—ব্রহ্ম-
ণাহং নিযুক্তস্ত প্রজাঃ সৃজ ইতি প্রভো। তত্র জ্ঞানং প্রযচ্ছ্য ত্রিবিধং ভূত-
ভাবন। বিষ্ণুরুবাচ সর্বজন্তুং ন সন্দেহো জ্ঞানশক্তিঃ সনাতনঃ। দেবানাঞ্চ পরং
পূজ্যঃ সর্বদা ত্বং ভবিষ্যসি। এবমুক্তঃ পুনর্বাক্যমুবাচোমাপতিমুদা। অন্যং দেহী
বরং দেব প্রসিদ্ধং সর্বজন্তুসু। মূর্তৌ ভূত্বা ভবানেব মামারাধ্য কেশব
মাং বহু স্বদেহেন বরং মন্তো গৃহাণ চ। যেনাহং সর্বদেবানাং পূজ্যঃ
পূজ্যতরোহভবম্। বিষ্ণুরুবাচ— দেবকার্যাবতারেষু মানুষত্বমুপাগতঃ।
ত্বামেবারাধয়িষ্যামি ত্বমেব মে বরদো ভব। যত্নয়োক্তং বহুস্মৃতি দেবদেব
উমাপতে। সোহহং বহামি ত্বাং দেবং মেঘো ভূত্বা শতং সমাঃ। এবমুক্ত্বা
হরির্মেষঃ স্বয়ং ভূত্বা মহেশ্বরম্। উজ্জহার যন্তুস্মাদ্বাক্যক্ষেদমুবাচ হেতাদি।
এবমন্যচ্চান্যত্র দ্রষ্টব্যম্ ॥২৪॥

অতএব সকাম জীব সকলে নিজ ভক্ত রুদ্রের উপাসনা দৃঢ়
করিবার নিমিত্তই ভগবান্ রুদ্রের তাদৃশ সংকার করিয়া থাকেন,
ইহাই স্থির। তদ্বারা রুদ্রের পারমৈশ্বর্য্য বোধিত হইতে পারে
না ॥২৪॥

জন্তুর্জগৎসংসারবন্ধনাৎ” ইতি। যুধিষ্ঠিরেণ সামান্যতঃ পরতত্ত্বং
পৃষ্ঠো ভীষ্মো বিশেষেণোত্তরয়তি— “জগৎ প্রভুং দেবদেবমনন্তং
পুরুষোত্তমম্। স্তবশ্লোকসহস্রেন পুরুষঃ স ততোথিতঃ” ইত্যাদি-
ভির্বিহ হি বিষ্ণুরেব পরমং তত্ত্বং তদন্তর্য্যং সংসারনিবৃত্তিরিতি
বিশিষ্টোত্তরিতম্। এবং তত্রৈবাণ্যত্র বহুত্র সামান্যবিশেষরূপ-
প্রশ্নোত্তরাভ্যাং ভগবতো বিষ্ণোরেব পরতমত্বং নির্ণীতং দৃশ্যতে।
শাস্ত্রবিস্তরভিষ্মা নাত্র তন্নিদ্বিষ্টম্ ॥২৫॥

ঔপমণ্যবাখ্যানে তু বিশেষেণৈব প্রশ্নোত্তরয়োঃ সত্ত্বান্তত্র তাৎ-
পর্য্যান্তরং কল্পনীয়ম্। তচ্চ দর্শিতমেব। ইতরথা সমুদ্রশ্যাপীশ্বর
তাপত্তিঃ, শ্রীরামেণ তৎ পূজায়া বিধানাৎ ॥২৬॥

পারতম্যনির্ণায়কাঃ সামান্যবিশেষরূপপ্রশ্নোত্তরময়ীং যুক্তিং স্বীকুর্কৃন্তি,
তস্যা বিষ্ণুপক্ষে এব দৃষ্টত্বাত্ত্রৈব তারতম্যমিতি যোজয়তি। যত্রেতি।
তদिति পারমৈশ্বর্য্যম্। প্রকটার্থমণ্যং। অন্যত্র নারায়ণীয়াদৌ। এবমেব
শ্রীবিষ্ণুপুরাণে— “যন্ময়ঞ্চ জগদ্রক্ষন্ যতশ্চৈতচরাচরম্। লীনমাসীৎ যথা
যত্র লয়মেচ্ছতি তত্র চ” ইতি মৈত্রেয়েণ সামান্যতঃ পরতত্ত্বং পৃষ্ঠঃ পরাশরঃ
“বিষ্ণোঃ সকাশাৎ উদ্ধৃতং জগত্ত্রৈব চ স্থিতম্। স্থিতিসংঘমকর্ত্তাস্য জগতস্ত
জগচ্চ যঃ” ইতি বিশেষেণোত্তরয়তি। এবমেব গোপালতাপন্যাঞ্চ দৃষ্টম্ ॥২৭॥

ঔপমণ্যবেতি। মোক্ষধর্মে শিবমহিমানং ক্রহীতি যুধিষ্ঠিরেণ পৃষ্ঠো ভীষ্মন্তঃ
পুণ্ডরীকাক্ষঃ শ্রীকৃষ্ণো বক্ষ্যতীত্যাবোচৎ। কৃষ্ণস্ত সবিস্তরং তমভাষীদिति

যে স্থলে সামান্য ও বিশেষ প্রশ্ন এবং উত্তর হয়, সেই স্থলেই
পারম্য নিশ্চিত হয়। যেখানে বিশেষভাবে প্রশ্ন ও উত্তর হয়,
সেখানে তাৎপর্য্যান্তর কল্পনা করা কর্তব্য। যথা মহাভারতে দৃষ্ট হয়,—
“এই লোকে একমাত্র দেবতা কে? একমাত্র শ্রেষ্ঠ আশ্রয় কি? মানব
সকল কাঁহার স্তব ও কাঁহার অর্চন করিয়া মঙ্গল লাভ করেন? সকল
ধর্ম্মের মধ্যে কোন্ ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ? কাঁহার জপে জীব জন্ম ও সংসারবন্ধন
হইতে মুক্তিলাভ করেন? রাজা যুধিষ্ঠির এই সামান্য প্রশ্নদ্বারা পরতত্ত্ব
জিজ্ঞাসা করিলে ভীষ্ম বিশেষভাবে তাহার উত্তর দিলেন, “জগৎ প্রভু
দেবদেব অনন্ত পুরুষোত্তমকে সহস্রনামদ্বারা স্তব করিলেই লোক
সংসারবন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারেন,” ইত্যাদি। ঐ মহা-
ভারতের অগাণ্ড স্থানেও ঐরূপে বিষ্ণুর পরতমত্ব প্রকাশিত হইয়াছে।
গ্রন্থ বিস্তৃতিভয়ে সে সকল আর এখানে উদ্ধৃত হইল না ॥২৮॥

এবং কচিদ্ভগবৎপার্বদানাং দৈবতান্তরারাদনমপি তদারাদ্যতা-
ব্যখ্যাপনার্থং লীলারূপমেব ন হি তৎ সিদ্ধান্তকক্ষমারোক্ষ্যতি ॥২৭॥

মহেশাদিসমাখ্যা তু মহেন্দ্রাদিসমাখ্যাবল্লিঙ্গলৈব বোধ্যা ।
জ্যোৎস্নপর্ব্বান্তে রুদ্রস্ত যচ্ছতরুদ্রীয়ার্থভ্রমুক্তং তদ্ধি তদন্তর্য্যামিপরম্—
অন্ত্যাসঙ্গতেঃ । (মঃ ভাঃ সৌপ্তিক পর্ব্ব ৬৮) যচ্ছান্তে জ্যোৎস্না
যুধ্যমানস্ত রুদ্রস্ত তেজোমরীচভ্যঃ কেশবানাং বহুণাং প্রাতৃভাবঃ
স্মর্য্যতে, সোহপি নায়ুক্তস্তদন্তঃস্থিতস্ত তস্ত তৎলাহাব্যাতুরস্ত
তথাবিভাবাং তস্মাদ্বিস্মরেব সর্ব্বারাদ্যঃ রুদ্রস্ত তদারাদকো
জগদারাদ্যশ্চেতি বিষ্ণোরৈব ভল্লিঙ্গিতম্ ॥২৮॥

বিশেষণে তে হে স্থিতে । ইতরথেনি । কৃষ্ণেণার্চিতস্য রুদ্রস্য কৃষ্ণাত্তৎকর্ষে
মন্মতে সমুদ্রস্রাপীতি লঙ্কামার্গার্থী শ্রীরামঃ সিদ্ধুমানর্চ অদত্তমার্গং তং তিরশ্চ-
কারেতি শ্রীরামায়ণে কথাস্তি ॥২৬॥

এবমিতি যথা ভগবতস্তথৈতর্যঃ । নন্দাদিভিরম্বিকাবনে সাংখিকশিবোহ-
ভার্চিতঃ গোপকন্যাভিঃ কাত্যায়নী শ্রীরাদাদিনা তু রবিরিতি তদন্তর্য্যামী কৃষ্ণ
এব তৈস্তাভিষ্ঠাভ্যর্চ্যত তন্নতম্নুসৃত্য তদীয়ত্বেন তত্তদারাদনং বেতি ন তত্র
তত্র পারতম্যং শ্রদ্ধাতব্যম্ ॥২৭॥

যত্নু মহেশমহাদেবসমাখ্যায়া রুদ্রস্য পারমৈশ্বর্য্যং শৈব্যাঃ কল্পয়ন্তি তৎ
প্রত্য্যচক্ষে মহেশাদীতি । ইন্দ্রশব্দঃ খলু স্বার্থস্য পারমৈশ্বর্য্যং ক্রতে ইতি ধাত্ব-
র্থানুসারাদেব স পুনর্ম্মহচ্ছব্দেন বিশেষিতো নাতিশয়ং তত্র প্রত্য্যয়য়েত্তদ-
ভাবাদেব । শতাব্দমেধযাজিনো জীবস্য ইন্দ্রত্বং সর্ব্বাভ্যুপগতম্ । তস্মান্নমহেন্দ্র-
সমাখ্যা যথা ব্যর্থী তথা মহেশসমাখ্যাপি । পূর্ব্বোক্তৈঃ 'শ্রুত্যাতিভিস্তস্য
জীবত্ববিশিষ্ট্যন্ন সা মুক্তপ্রগ্রহতা বৃত্ত্যা তস্য পারমৈশ্বর্য্যং শরুয়াদভিধাতুং

উপমন্ত্যবাখ্যানে বিশেষভাবেই প্রশ্ন ও উত্তর আছে, অতএব
সেখানে তাৎপর্য্যান্তর কল্পনীয় হইতেছে । সেই তাৎপর্য্য কি, তাহা
দেখান হইয়াছে । তাৎপর্য্যান্তর অস্বীকার করিলে শ্রীরাম সমুদ্রের
পূজা করিয়াছিলেন বলিয়া সমুদ্রকেও পরমেশ্বর বলিতে হয় ॥২৬॥

এইরূপে ভগবৎপার্বদসকল কোথাও কোথাও যে দেবতান্তরের
আরাধনা করিয়াছেন, সেখানেও সেই সেই দেবতার আরাধ্যতাপ্রচা-
রার্থই বুঝিতে হইবে । উহা শ্রীভগবানের পার্বদগণের লীলামাত্র ।
উহা কখনই সিদ্ধান্তকক্ষায় আরোহণ করিতে পারেনা ॥২৭॥

ইহ কশ্চিদেবং মন্যতে ব্রহ্মবিষ্ণুরূদ্ৰা যৎ কার্য্যানি ভবন্তি,
তৎ সদাশিবাখ্যং মূলং তত্ত্বং ভবেৎ । কৈবল্যোপনিষদি—
“অত্যাশ্রমস্থঃ সকলেन्द्रিয়াণি নিরুধ্য ভক্ত্যা স্বপুরুং প্রণম্য ।
হৃৎপুণ্ডরীকং বিরজং বিশুদ্ধং বিচিন্ত্য মধ্যে শিবদং বিশোকম্ ॥
অচিন্ত্যমব্যক্তমনন্তরূপং শিবং প্রশান্তমমৃতং ব্রহ্মযোনিম্ ।
তদাদিমধ্যান্তবিহীনমেকং বিভুং চিদানন্দমরূপমদ্ভুতম্ ॥ উমাসহায়ং
পরমেশ্বরং প্রভুং ত্রিলোচনং নীলকণ্ঠং প্রশান্তম্ । ধ্যায়া যুনি-

কিন্তু ন্যদেবাপেক্ষয়া তদৈশ্বর্যমহত্ত্বং ক্রয়াদেবেতি ভাবঃ । শতরুদ্রীয়ার্থত্বমিতি ।
জগজ্জন্মাদিহেতু ব্রহ্মৈব তদর্থত্বেনোক্তং তদ্বৈতত্বেনে রুদ্রস্যাপি স্বীকৃতে ব্রহ্মাদ্বয়া-
পত্তিলক্ষণো বিরোধঃ স্যাত্তস্যাং তদন্তর্যামিপং তদিতি সূচ্যে । যশ্চান্তে ইতি
তত্রৈবমস্তু । ‘তস্যাস্যনাসিকাত্যাঞ্চ শ্রবণাত্যাঞ্চ সর্বশঃ । তেভ্যশ্চাক্ষিসহশ্রেভ্যঃ
প্রাচুরাসন্মহার্চিষঃ । তথা তেজোমরীচিভ্যঃ শঙ্খচক্রগদাধরাঃ । প্রাচুরাসন্
হৃষীকেশাঃ শতশোহং সহশ্রশঃ । তদত্যদ্ভুতমালোক্য ভূতং লোকভয়ঙ্করম্ ।
দ্রোণিরব্যথিতো দিব্যোঃ শরবর্ষৈরবাকিরং’ ইতি । অত্র রুদ্রাঙ্গাদ্বিষোঃ
প্রাকটাং স্তম্ভাদিব নৃসিংহস্য ব্রহ্মনা সাতো বরাহস্য ইবেতি বোধ্যম্ । প্রকরণং
যোজয়তি তস্মাদিতি বিস্পষ্টার্থম্ ॥২৮॥

অথ মহাশৈবং নিরাকৰ্ত্তুং তন্মতমুপন্যস্তুতি । ইহ কশ্চিদিত্যাদিনা ।
অত্যাশ্রমে প্রশস্তে সন্ন্যাসে স্থিতো বিরজ ইত্যর্থঃ । (অতিশব্দ প্রশংসায়ামিতি
বিশ্বঃ) । হৃৎপুণ্ডরীকং বিশুদ্ধং বিচিন্ত্য বিষয়স্পৃহামলাপকরণেন নিৰ্ম্মলং
বিধায়েত্যর্থঃ । তন্মধ্যে শিবং ধ্যায়েতাস্বয়ঃ । কীদৃশং শিবদং শুভ্রং মায়া-

মহেশাদি সংজ্ঞা সকল ইন্দ্রাদি সংজ্ঞার ন্যায় নিষ্ফলই বুঝিতে
হইবে । দ্রোণপর্বের শেষভাগে রুদ্রকে জগজ্জন্মাদিকারণ ব্রহ্ম
বলিয়া নির্দেশও ঐরূপই ; অর্থাৎ উহাও অন্তর্যামী পরমাত্মার
উদ্দেশে কথিত হইয়াছে, এইরূপ জানিতে হইবে । উহাকে অন্তর্যামি-
পর না বলিলে, ব্রহ্মদ্বয়াপত্তিরূপ বিরোধ উপস্থিত হয় । উহারই শেষে
যে রুদ্রের তেজ হইতে অসংখ্য বিষ্ণুর প্রাচুর্ভাব দেখা যায়, তাহাও
অযুক্ত হইতেছে না । (কারণ অন্তর্যামী পরমাত্মা বহুরূপে রুদ্রের
সাহায্যার্থে তাঁহার মধ্য হইতে প্রাচুর্ভূত হইলেন, ইহাতে আর
বিরোধ কি ?) অতএব শ্রীবিষ্ণুই সর্বারাধ্য, রুদ্র তাঁহার আরাধক,
ইহাই নিশ্চিত হইল ॥২৮॥

গচ্ছতি ভূতযোনিং সমস্তসাক্ষিৎ তমসঃ পরস্তাৎ” স ব্রহ্মা স শিবঃ সেন্দ্রঃ সোহঙ্করঃ পরমঃ স্বরাট্। স এব বিষ্ণুঃ স প্রাণঃ স কালোহগ্নিঃ স চন্দ্রমাঃ ॥ স এব সর্বং যদ্ব্যুতং যচ্চ ভব্যং সনাতনম্। জ্ঞাত্বা হং মৃত্যুমভ্যোতি নাশ্যঃ পশ্চাৎ বিমুক্তয়ে” ইত্যাদি প্রবণাৎ। উপরিষ্টাচ্চ— “ত্রিমু ধামসু যন্তোগ্যং ভোক্তা ভোগশ্চ যন্তবেৎ। তেভ্যো বিলক্ষণঃ সাক্ষী চিন্মাত্রোহহং সদাশিবঃ” ইতি। অন্যত্র চ “শিবমদ্বৈতধ্বংসতুর্থাৎ” মন্যন্তে ইতি ॥২৯॥

গন্ধাস্পৃষ্টম্। বিকশিতার্থমন্যৎ। মায়য়া তু স্বশক্ত্যা স এব সর্বাত্মেত্যাহ স ব্রহ্মেতি। সর্বাত্মকত্বেহপি স্বাবস্থাতো ন চ্যবত ইত্যাহ সোহঙ্কর ইতি। সর্বং বর্তমানং ব্রহ্মাদি ভূতং পুরা যদ্ব্যুতং ভব্যং যদাগামিসৃষ্ট্যা ভবিষ্যৎ তং সর্বং মায়য়া স এবোত্যর্থঃ। তং সনাতনং জ্ঞাত্বৈত্যাহ। উপরিষ্টা-
দিত্যাগ্নিমগ্রস্থে ইত্যর্থঃ। ধামসু লোকেষু ভোক্তা ব্রহ্মাদিপ্রাণিনিকরঃ। তেভ্যো ভোগ্য-ভোক্তৃভোগেভ্যঃ। অন্যত্রোতি মাণ্ডুক্যোপনিষদি। চতুর্থং তুরীয়ং বিশ্বতৈজসপ্রাজ্ঞভিন্নং সদাশিবং চিদেকরসমিত্যর্থঃ ॥২৯॥

এস্থলে কেহ কেহ এইরূপ মনে করেন, ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্র, যাঁহার কার্য্য সেইমূল তত্ত্বের নাম সদাশিব, তিনিই পরমেশ্বর। কৈবল্যোপনিষদে উক্ত আছে,— “সন্ধ্যাসাত্মমীসকল ইন্দ্রিয়নিরোধ-
পূর্ব্বক ভক্তিসহকারে নিজ গুরুকে প্রণাম করিয়া বিরজ বিশুদ্ধ হংপদ্মমধ্যে শিবদ, বিশোক, অচিন্ত্য, অব্যক্ত, অনন্তরূপ, প্রশান্ত, অমৃত, ব্রহ্মযোনি শ্রীসদাশিবকে চিন্তা করিবেন। তিনি আদিমধ্যান্ত-
হীন, অদ্বিতীয়, বিভূ, চিদানন্দ, অরূপ, অদ্ব্যুত, উমাসহায়, ত্রিলোচন, নীলকণ্ঠ, প্রশান্ত সেই প্রভু পরমেশ্বরকে ধ্যান করিয়া মুনিগণ তাঁহাকেই প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। তিনি সকলের সাক্ষী ও মায়াভীত। তিনি ব্রহ্মা, শিব, ইন্দ্র, অঙ্কর, স্বরাট্ পরমেশ্বর। তিনিই বিষ্ণু, তিনিই প্রাণ, কাল, অগ্নি ও চন্দ্র। তিনি ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান সকলই। তিনি সনাতন, তাঁহাকে অবগত হইলেই জীব বিমুক্তি লাভ করেন। মুক্তির আর অন্য পথ নাই ॥” “ধামত্রেয়ে যাহা কিছু ভোগ্য, ভোক্তা এবং ভোগ আছে, তিনি সে সকল হইতে বিলক্ষণ, সাক্ষী ও চিন্ময় সদাশিব।” অন্যত্র বলিয়াছেন— “শিবই অদ্বিতীয় তুরীয় তত্ত্ব ॥২৯॥

তস্মাৎ সদাশিবো মূলকারণং ব্রহ্মাদয়স্তু তস্মৈ কার্য্যাণি “ব্রহ্মা-
বিষ্ণুরুপেভ্যস্তে সৰ্ব্বৈ প্রসূয়ন্তে” ইতিশ্রুত্যন্তরাচ্চ। বিজ্ঞানান-
ন্দরূপাং বিশুদ্ধাত্মাদচিন্ত্যশক্তিয়োগাদ্ভ্রক্ষাদিসৃষ্টিস্তুতুপাসনয়া
বিমুক্তিঃ। শ্বেতাশ্বতরোপনিষদি চৈষ এব হররূপাদিশৈবৈ-
ভিধীয়তে ॥৩০॥

অত্রোচ্যতে সদাশিবোহসৌ বিষ্ণুরেব তত্শ্চৈব সকলদোষ-
শূণ্যস্ত সৰ্ব্বদৈবমঙ্গলাভ্যকত্বাৎ, স্মৃতিশ্চ — “এবং প্রকারমমলং
নিত্যমব্যাখ্যমক্ষয়ম্। সমস্তহেয়রহিতং বিষ্ণুখ্যং পরমং পদম্”
ইতি, “পবিত্রাণাং পবিত্রং যো মঙ্গলানাঞ্চ মঙ্গলম্। দৈবতং
দৈবতানাঞ্চ ভূতানাং যোহব্যয়ঃ পিতা” ইতি চ। উদধিমহ্নো-
দুতয়া শ্রীদেব্যাপি স এব স্তুমঙ্গলরূপো নির্ণীতঃ ॥৩১॥

নিগময়তি তস্মাদিতি। ব্রহ্মাদীনাং সদাশিবকার্য্যাহে নিঃসন্দেহং প্রমাণ-
মাহ ব্রহ্মেতি। তস্মাৎ শিবাং ॥৩০॥

পরিহরতি অত্রোচ্যতে ইতি। এবমিতি শ্রীবৈষ্ণবে। ইতঃ পূৰ্বমস্তি
নিৰ্ক্যাপারমনাথোয়ং ব্যাপ্তিমাত্রমনৌপমম্ আত্মসংবোধবিষয়ং সত্তামাত্রম-
লক্ষণম্। প্রশান্তমভয়ং শুদ্ধং দুৰ্ব্বিভাব্যমসংশ্রিতম্। বিষ্ণোজ্ঞানময়স্রোতঃ
তজ্জ্ঞানং পরমং পদমিত্যেবংপ্রকারম্। অস্যার্থঃ। নিৰ্ক্যাপারমক্রিয়ম্।
অনাথোয়ং কার্ণদ্যেন বাচ্যমগ্রাহম্। আত্মসংবোধবিষয়ং স্বস্মৈ স্বয়ং প্রকাশ-
মানম্। সত্তামাত্রমস্তীত্যেবোপলব্ধব্যম্। অলক্ষণমননুমেষং শ্রুত্যেকগম্যম্।
তত্রৈব ব্রহ্মরূপাদ্ভগম্যং বিষ্ণোরেব স্বরূপমিত্যুক্তম্। যন্ন দেবা ন মুনয়ো
ন চাহং ন চ শঙ্করঃ। জানন্তি পরমেশস্য তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদমিতি। শক্তয়ো
যস্য দেবস্য ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাগ্নিকাঃ। ভবন্ত্যভূতপূৰ্বস্য তদ্ বিষ্ণোঃ পরমং
পদমিতি চ। ন ভূতঃ কশিচৎ পূৰ্বঃ যস্মাত্তস্যানাদেরিত্যর্থঃ। ইথঞ্চ
ব্রহ্মাভগম্যসদাশিবস্য স্বরূপমিতি ভ্রান্তিরপাস্তা। পবিত্রাণামিতি ভারতে।

অতএব সদাশিবই মূলকারণ, ব্রহ্মাদি দেবতা তাঁহার কার্য্যভূত।
শ্রুত্যন্তরে বলিয়াছেন,— “ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও উপেন্দ্র প্রভৃতি তাঁহা
হইতেই প্রসূত হন।” বিজ্ঞানানন্দস্বরূপ সেই বিশুদ্ধ সদাশিব
অচিন্ত্যশক্তিশূক্ত। তাঁহা হইতেই ব্রহ্মাদির উৎপত্তি। তাঁহার
উপাসনাতেই মুক্তি হয়। শ্বেতাশ্বতরেও উক্ত আছে, তিনিই হর-
রূপাদিশব্দে অভিহিত হইয়া থাকেন” ॥৩০॥

স্ববলোপনিষদি চ—“অন্তঃশরীরে নিহিতো গুহায়ামজ একো
 নিত্যো যস্য পৃথিবী শরীরম্” ইত্যুপক্রম্য “স এব সর্বভূতান্তরাত্মা-
 পহতপাপ্মা দিব্যো দেব একো নারায়ণঃ” ইত্যুপহতপাপ্মতয়া
 স্মমঙ্গলত্বং নারায়ণস্য বিশ্লেষণেবাভিহিতম্ । নারায়ণোপনিষদি চ
 “অথ পুরুষো হ বৈ নারায়ণোহকাময়ত প্রজাঃ স্বজেতেতি নারায়ণা
 দ্বক্ষা জায়তে” ইত্যাদিনা নারায়ণশক্তিতাদ্বেবকীপুত্রাদ্বিশ্লে-
 ষে ব্রহ্মরূপাদিসৃষ্টিজায়তে স চ সমস্তহেয়-রাহিত্যাং স্মমঙ্গলো
 ভবতি, তদুপাসনয়া বিমুক্তিরিতি চোৰ্দ্ধমুপদিশ্যতে, “অথ নিত্যো
 নিষ্কলঙ্কো নিরাখ্যাতো নির্বিকল্লো নিরঞ্জনঃ শুদ্ধো দেব একো

পবিত্রাণাং গঙ্গাদীনাং পবিত্রং পবিত্রশক্তিপ্রদম্ । মঙ্গলানাং বিঘ্নহর্তৃণাং
 গণেশাদীনাং মঙ্গলং তদ্বিত্তিশক্তিপ্রদম্ । দেবতানামারাধ্যানামিদ্রাদীনাং
 দৈবতমারাধাতৃশক্তিপ্রদম্ । উদধীতি অষ্টমঙ্ক্রে দ্রষ্টব্যমেতৎ ॥৩১॥

উক্তেহর্থেষু শ্রুতিসম্মতিমুদাহরতি সুবালেত্যাदिना । গুহায়াং হুংপুণ্ডরীকে ।
 দেবকীতি । ‘ব্রহ্মণ্যো দেবকী পুত্রঃ’ ইতি তত্রৈবোক্তঃ । নিষ্কলঙ্কো নির্দোষঃ
 নিরাখ্যাतः সর্ববেদবাচ্যঃ নির্বিকল্লো দ্বৈরূপাশূন্যঃ । গতিসামান্যাদিতি
 সূত্র্যাং নিরঞ্জনঃ প্রকৃতিলেপরহিতঃ অতএব শুদ্ধঃ । দ্বিতীয়ঃ কোহপি নাস্তীত্য-
 দ্বিতীয়ঃ ন তৎসমশ্চেতি শ্রবণাৎ । যন্তমেবং বেত্তি জানাতি উপাস্তে চ স
 বিষ্ণুরেব ভবতি । নিৰ্ম্ময়ত্বেনাংশেন বিষ্ণুতুল্যো ভবতি । ‘এবোপম্যেহবধারণে’
 ইতি বিশ্বঃ । অন্যত্রোতি মহোপনিষদাदिद्वितीये ज्ञेयम् ॥৩২॥

উহার উত্তর এই— ঐ সদাশিব শব্দে শ্রীবিষ্ণুই বোধিত হন ।
 যেহেতু শ্রীবিষ্ণুই সর্বদোষশূন্য এবং সর্বমঙ্গলাত্মক । স্মৃতিতে
 বলেন— “বিষ্ণু নামক পরমতত্ত্ব নিৰ্ম্মল, নিত্য, ব্যাখ্যানাযোগ্য,
 অক্ষয়, সমস্তহেয়বর্জিত ! তিনি পবিত্রেরও পবিত্র, মঙ্গলের মঙ্গল,
 দেবতার দেবতা, ভূতের অব্যয় পিতা ।” সমুদ্রমন্থনোদ্ভূত শ্রীদেবীর
 সহিত তিনিই স্মমঙ্গলরূপে নির্ণীত হইয়াছেন ॥৩১॥

স্ববলোপনিষদে ব্যক্ত আছে,—শরীরমধ্যস্থ হৃদয়াকাশে যিনি
 নিহিত আছেন, তিনি অজ, অদ্বিতীয় এবং নিত্য । পৃথিবী তাঁহার
 শরীর । তিনি সর্বভূতের অন্তরাত্মা, অপহতপাপ, দিব্যদেব
 নারায়ণ ।” পাপশূন্যতাহেতু নারায়ণ বিষ্ণুই স্মমঙ্গল বলিয়া কীৰ্ত্তিত
 হন । নারায়ণোপনিষদও বলেন— “পুরুষোত্তম নারায়ণই প্রজা-

নারায়ণো ন দ্বিতীয়োহস্তু কশ্চিৎ। য এবং বেদ স বিষ্ণুরেব
ভবতি” ইত্যাদিনা। অন্যত্র চ শ্রীয়াতে, “একো হ বৈ দেবো
নারায়ণ আসীন্ন ব্রহ্মা ন ঈশানঃ। একো হবৈ দেবো নারায়ণ
আসীন্ন ব্রহ্মা ন চ শঙ্করঃ। স মুনিভূত্বা সমচ্চিন্তয়ৎ। তত্র এতে
ব্যজায়ন্ত বিশ্বে হিরণ্যগর্ভাগ্নিমবব্রুণরুদ্ভেদ্রাঃ” ইত্যাদি ॥৩২॥

তৈত্তিরীয়কে চ শিবশব্দো নারায়ণশব্দসামানাধিকরণ্যে-
নোপদিষ্টঃ শ্রীয়াতে— “সহস্রশীর্ষং তং দেবং বিশ্বাক্ষং বিশ্বশত্ৰুবম্।
বিশ্বং নান্নারায়ণং দেবমক্ষরং পরমং পদম্ ॥ বিশ্বতঃ পরমং নিত্যং
বিশ্বং নারায়ণং হরিম্। বিশ্বমেবেদং পুরুষং তদ্বিশ্বমুপজীবতি
পতিং বিশ্বস্তাত্মেশ্বরং শাশ্বতং শিবমচ্যুতম্। নারায়ণং মহাজ্ঞেয়ং
বিশ্বাত্মানং পরায়ণম্ ॥ নারায়ণঃ পরজ্যোতিরাত্মা নারায়ণঃ
পরম্। নারায়ণঃ পরং ব্রহ্ম তত্ত্বং নারায়ণঃ পরম্ ॥ নারায়ণঃ
পরো ধ্যাতা ধ্যানং নারায়ণঃ পরম্। যচ্চ কিঞ্চিজ্জগত্যগ্নিন্ দৃশ্যতে

শিবনারায়ণশব্দয়োঃ সামানাধিকরণ্যাচ্চ শিবো বিষ্ণুরেবেতি স্বীকার্য-
মিত্যাহ তৈত্তিরীয়কে চেতি। তদগত্যাং বৃহন্নারায়ণোপনিষদি চেত্যর্থঃ।
বিশ্বমক্সোতি ব্যাপ্নোতি বিশ্বাক্ষম্। বিশ্বস্য শং কল্যাণং ভাবয়ত্যুৎপাদয়-
তীতি বিশ্বশংভুবম্। স্বশক্ত্যা বিশ্বং জগদাকারং এবমগ্রেহপি পুনঃপুনরুক্তি-
দৃঢ়তার্থা। পুরুষ এবদং বিশ্বমিত্যন্বয়ঃ। বিশ্বং কর্তৃত্বপুরুষরূপং বস্তু
উপজীবতি সমাশ্রয়তি। যতো বিশ্বস্য পতিং পালকম্। আত্মনাং
ব্রহ্মাদিজীবানামীশ্বরং নিয়ামকম্। জ্ঞেয়েষু তত্ত্বেষু মধ্যে মহানিতি মহাজ্ঞেয়ন্তং
সৃষ্টির কামনা করিলেন। নারায়ণ হইতেই ব্রহ্মা জন্মিলেন।” নারা-
য়ণশব্দিত দেবকীনন্দন শ্রীবিষ্ণু হইতেই ব্রহ্মা ও রুদ্র প্রভৃতি দেবতা-
সকলের সৃষ্টি হইল। সর্বহেয়শূন্য বলিয়াই তিনি সুমঙ্গল হন।
তঁহার উপাসনাতেই মুক্তি হয়, ইহা পরে উপদিষ্ট হইতেছে।”
“নিত্য, নিষ্কলঙ্ক, সর্ববেদবাচ্য, নির্বিষকল্প, নিরঞ্জন, শুদ্ধ দেব নারায়ণ,
অদ্বিতীয়। তঁহার দ্বিতীয় কেহ নাই, যিনি ইহা বিদিত হন, তিনি
বিষ্ণুময় হইয়া থাকেন।” অন্যত্র বলিয়াছেন— “সৃষ্টির পূর্বে এক
দেবতা নারায়ণই ছিলেন, ব্রহ্মা বা ঈশান ছিলেন না। তিনি মুনি
হইয়া চিন্তা করিলেন। তঁহার সেই সঙ্কল্পাত্মক আলোচনা হইতে
ব্রহ্মাদি দেবতাবৃন্দ উৎপন্ন হইলেন” ॥৩২॥

শ্রীযতেহপি বা ॥ অন্তর্বহিষ্ঠ তৎ সৰ্বং ব্যাপ্য নারায়ণঃ স্থিত
ইত্যাदिना। अत एवमुक्तं नारায়णीये- “तत्त्वं जिज्ञासमानानां
हेतुभिः सर्वतोमुखैः। तद्वमेको महायोगी हरिर्नारায়णः
प्रभुः” इति ॥३३॥

নারায়ণশব্দঃ খলু লক্ষ্মীপতেঃ সংজ্ঞা, ভাস্যামেব গত্ববিধানাৎ ।
তদাহ ভগবান্ পাণিনিঃ- “পূৰ্ব্বপদাৎ সংজ্ঞায়ামগঃ” ইতি । পূৰ্ব্ব-
পদস্থান্নিমিত্তাৎ পরশ্চ নশ্চ গঃ শ্চাৎ সংজ্ঞায়াং, ন তু গকারব্যব-

মুমুক্ষুধ্যায়মিত্যর্থঃ । ধ্যাতা তদুপাসকগণো ধ্যানঞ্চ তদুভয়ং নারায়ণ এব ।
অয়মভেদবাপদেশো ব্যাপকত্বাৎ ব্যাপ্যাদনতিরিক্তমিতি ভাবেনৈব ন তু
স্বরূপেণেত্যেতৎ স্ফুটয়তি যচেতি । যৎকিঞ্চিৎ জগতি দৃশ্যতে রাজাদি
শ্রীযতে চেন্দ্রাদি তৎসৰ্বং ব্যাপ্য নারায়ণঃ স্থিতোহস্তীতি ব্যাপকাদ্বৈত-
ভাবনয়া ধ্যাতৃধ্যানয়োৰ্যোদ্যাদভেদ ইত্যর্থঃ । “ভিন্নপ্রতিনিমিত্তয়োঃ শব্দয়ো-
রেকস্মিন্নর্থো বৃত্তির্হি সামান্যাদিকরণ্যাম্ ।” নারায়ণশব্দোহপি বিষয়োবেতি
ভারতবাক্যোনাহ তত্ত্বমিতি স্ফুটার্থম্ ॥৩৩॥

“আপো নারা” ইতি প্রোক্তা আপো বৈ নরসূনবঃ । অয়নং যস্য তাঃ
পূৰ্বং তেন নারায়ণঃ স্মৃত ইতি । নরাজ্জাতানি তত্ত্বানি নারায়ণীতি বিদুবুধাঃ ।

তৈত্তিরীয়ক উপনিষদে শিবশব্দ নারায়ণশব্দের সহিত সামান্য-
ধিকরণ্যে উপদিষ্ট হইয়াছে— “সহস্রশীর্ষা, বিশ্বব্যাপক, বিশ্বমঙ্গল,
বিশ্বোৎপত্তিকারণ, বিশ্বাত্মক, অক্ষয়, পরমপদ, বিশ্ব হইতে পরম নিতা,
বিশ্বরূপ নারায়ণ হরিকে বিশ্বরূপী জানিয়া জীব বিশ্বকর্তা সেই পরম
পুরুষকে আশ্রয় করিয়া থাকেন । কারণ, তিনিই বিশ্বের পালক,
ব্রহ্মাদি জীবের ঈশ্বর, শাস্ত্রত, অচ্যুত, শিব নারায়ণ । তিনিই
জ্যেয়বস্তুর মধ্যে মহান্ ও পরম অয়ন । নারায়ণই পরম জ্যোতিঃ ।
নারায়ণই পরমাত্মা ও ব্রহ্ম । নারায়ণই পরতত্ত্ব । নারায়ণই ধ্যাতা
ও ধ্যান । এই জগতে যাহা কিছু দর্শন ও শ্রবণ করা যায়, নারায়ণ
সেই সকলেরই অন্তরে ও বাহিরে ব্যাপিয়া রহিয়াছেন ।” এই
নিমিত্তই নারায়ণীয়ে বলিয়াছেন— “সৰ্ব্বতোমুখ হেতুসকলদ্বারা
তদ্বজিগ্ঞাসু ব্যক্তিসকলের সম্মুখে তুমিই অদ্বিতীয় তত্ত্ব । তুমি
মহাযোগী নারায়ণ হরি” ॥৩৩॥

ধানে ইতি ভদর্থঃ। নারায়ণঃ অগঃ কিং ঋগয়নমিতি। তস্মা-
দ্বিবুত্রেব সদাশিবশক্তিঃ, ইতরথা সর্বশ্রুতিস্মৃতিব্যাকোপঃ
তত্রৈব চ ব্রহ্মবিদ্যাত্তত্ত্বব্যাপদেশপরমাত্মশব্দা বিরুদ্ধেরন্ তৌ
শব্দৌ কিল বিষ্ণোরৈবাভিধায়কৌ প্রসিদ্ধৌ। শিবাदिशब्दास्तত্রৈব
প্রবর্তন্তে প্রাপ্তজন্ম ॥৩৪॥

ননুমাসহায়ত্রিলোচননীলকণ্ঠশব্দাঃ কথমত্র প্রবর্তেরন্নি-
মিত্তবিরহাদিতি চেচ্ছন্দমেতৎ তেষামর্থান্তরসঙ্ঘাৎ। তথাহি,—
“উমা কীর্ত্তিঃ উমা সন্তী হৈমবতী হরিজ্ঞাকীর্ত্তিকান্তিমু”ইতি বিশ্ব-
প্রকাশাৎ। সা সর্গাদৌ সহায়্য যন্ততম্। ত্রিনেত্রং ত্রীণি ভূত-
বর্তমানভবিষ্যদ্বিষয়াণি জ্ঞানানি যস্য তৎ ত্রিকালজ্ঞমিত্যর্থঃ,—
(গীঃ ৭।২৬) “বেদাহং সমতীতানি বর্তমানানি চার্জুন্। ভবিষ্যাণি
চ ভূতানি মাস্তু বেদ ন কশ্চন”ইতি স্মৃতেঃ। নীলো মণিবিশেষঃ

তস্য তাত্পর্যনং পূর্বং তেন নারায়ণঃ স্মৃতঃ” ইতি চ স্মৃতেঃ। পুরুষাজ্জাতানাং
কারণানাং তত্ত্বানাং বা সমাশ্রয়তালক্ষণেন যোগেন নারায়ণশব্দো বিষ্ণোরৈব
সমাখ্যোক্ত্যতঃ পাণিনি সূত্রাদিপাবগতমিত্যাহ নারায়ণ ইত্যাদিনা। ইতরথেতি
বিষ্ণোরপি কারণং সদাশিবোহন্যোহস্তীতি স্বীকারে ইত্যর্থঃ। তত্রৈবেতি
কৈবল্যোপনিষদি। তাবিতি ব্রহ্মপরমাত্মশব্দৌ প্রসিদ্ধৌ শ্রীগীতাদিষু ॥৩৪॥

নম্নিতি। অত্র বিষ্ণুপক্ষে। নিমিত্তেতি। পার্শ্বতীপতীত্যাদিকং প্রবৃত্তি-
নিমিত্তং তদভাবাদিত্যর্থঃ। সা কীর্ত্তিঃ প্রবৃত্তিহেতুতয়া যস্য সহায়্য ভবতী-

নারায়ণশব্দ লক্ষ্মীপতিরই সংজ্ঞা। কারণ, সংজ্ঞাতেই গণ্ডের
বিধান। ভগবান্ পাণিনি বলিয়াছেন, “পূর্বপদস্থ নিমিত্তের পর ন গ
হয়, সংজ্ঞার্থে, গ কার ব্যবধানে হয় না। নারায়ণই উহার দৃষ্টান্ত।
গ কার ব্যবধান থাকায় ঋগয়নের গত্ব হইল না।” অতএব বিষ্ণুই
সদাশিব শব্দে বোধিত হইতেছেন। অন্যথা সকল শ্রুতি ও স্মৃতির
বিরোধ হয়। কৈবল্যোপনিষদেও ব্রহ্মজ্ঞে আত্মত্বব্যাপদেশে যে পরমাত্মা
প্রভৃতি শব্দসকলের ব্যবহার হইয়াছে, তাহা বিরুদ্ধ হইয়া পড়ে।
ব্রহ্মশব্দ এবং পরমাত্মশব্দ যে বিষ্ণুবোধক, তাহা শ্রীগীতাদিতে প্রসিদ্ধ
আছে। শিবাदिशब्द ঐ বিষ্ণুতেই প্রবৃত্ত হয়, তাহা পূর্বেই উক্ত
হইয়াছে ॥৩৪॥

স্ববর্ণসাদৃশ্যাতিপ্রিয়ত্বাৎ কণ্ঠে যন্ত তমিন্দ্রনীলমণিহারিণমিত্যর্থঃ।
নিধিবিশেষো বা নীলঃ কণ্ঠে যন্ত স তথা। পরোক্ষবাদেন
বিছোপদেশপ্রবৃত্তেরত্ৰ ন শব্দস্বারশ্চভঙ্গো দোষঃ ॥৩৫॥

তদভিমতে সদাশিবে ত্বেতে শব্দা ন প্রবর্তেরন, পার্বতী-
পতিত্বাদীনাং নিমিত্তানাং তত্রাভাবাৎ,— “কার্যো কপালিন্যেব
তেষাং ভাবাৎ” ॥৩৬॥

শ্বেতাশ্চতরোপনিষদি চ পরব্রহ্মভূতো বিষ্ণুরেবোপদিষ্টঃ,
“ব্রহ্মবাদিনো বদন্তি” ইত্যুপক্রান্তস্য ব্রহ্মশব্দস্তাপূর্তেরভ্যাসাৎ সৰ্ব-
ত্যাৰ্থঃ। নিধিবিশেষো বেতি নিধ্যন্তরাণামুপলক্ষণম্। যদাশীৰ্ব্বাদাৎ সকাম-
ভক্তানাং সৰ্ব্বে নিধয়ো ভবন্তীতি ভাবঃ। ননু শ্রুতিরেবং কথমুপদিশতীত্যত্রাহ
পরোক্ষেতি ॥৩৫॥

স্বমতানুপপাত্তে পরমতেহনুপপত্তিমাহ তদिति। তত্রেতি। চিদেকরসে
অদ্বিতীয়ে সৰ্ব্বকারণে সদাশিবে ইত্যর্থঃ। কার্যো ইতি ব্রহ্মসূত্রে। কপালিনি
রুদ্রে ইত্যর্থঃ ॥৩৬॥

যদি বল, প্রবৃত্তিনিমিত্তের অভাববশতঃ উমাসহায়, ত্রিলোচন ও
নীলকণ্ঠ প্রভৃতি শব্দসকল শ্রীবিষ্ণুতে কিরূপে প্রবৃত্ত হইবে? তাহা
বলিতে পার না; কারণ, ঐ সকল শব্দের অর্থান্তর আছে। বিশ্ব-
কোষে উমা শব্দের কীর্ত্তি প্রভৃতি নানা প্রকার অর্থ নির্দেশ করি-
য়াছেন। উমা সহায় শব্দের অর্থ উমা অর্থাৎ কীর্ত্তি প্রভৃতি হইয়াছেন
সৃষ্টি প্রভৃতি কার্যো সহায় য়ার। ত্রিনেত্র—ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্তমান
বিষয়ক তিনটি জ্ঞান হইয়াছে নেত্র য়ার; অর্থাৎ ত্রিকালজ্ঞ।
গীতাতে উক্ত হইয়াছে—“আমি অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ ভূত-
সকলকে জানি, আর কেহই জানে না। নীলকণ্ঠ—ইন্দ্রনীলমণিময়-
হার-বিশিষ্ট। পরোক্ষবাদেই বিছোপদেশের প্রবৃত্তি। অতএব
তদ্বিষয়ে শব্দস্বারশ্চভঙ্গে দোষ হয় না ॥৩৫॥

পূর্বপক্ষীর অভিমত চিদেকরস অদ্বিতীয় সৰ্ব্বকারণকারণ সদা
শিবেও ঐসকল উমাসহায় প্রভৃতি শব্দের প্রবৃত্তি ঘটে না; কারণ,
পার্বতীপতিত্ব প্রভৃতি নিমিত্ত তাঁহাতে দেখা যায় না। তৎকার্যভূত
কপালী শিবেই ঐ সকল নিমিত্ত দৃষ্ট হইয়া থাকে ॥৩৬॥

ব্যাপী ভগবান্। এবং “স দেবো ভগবান্ বরেন্যঃ” ইতি ভগবচ্ছ-
 ন্দোহপ্যভ্যস্তঃ। স চ বিষ্ণো মুখ্যঃ। বিষ্ণুপ্রমেয়ং হি পুরাণং
 “ভাগবতমিত্যাখ্যায়তে। সংভর্তেতি তথা ভর্তা” ইত্যাদিনা তস্মি-
 ন্নেবামুং ব্যুৎপাত্ত পুননিগময়তি— “এবমেষ মহাশব্দো মৈত্রেয়
 ভগবানিতি। পরমব্রহ্মভূতস্য বাসুদেবস্য নাত্মগঃ” ইতি শ্রীবিষ্ণু-
 পুরাণে। তস্মাদ্বিষ্ণুপরৈবেয়মুপনিষৎ। যদি সদাশিবোহপি
 ব্রহ্মশব্দিত্বাদিধর্ম্মেতিবাচ্যং তহি সংজ্ঞামাত্র এব বিসম্বাদো ন
 তু সংজ্ঞনোতি যৎকিঞ্চিদেতৎ ॥৩৭॥

শ্বেতাশ্বতরৈশ্চ হরাদিশব্দানুপ্লবিত্তিঃ স্বেপনিষদি সদাশিব এবাসৌ
 বর্ণিত ইতি যৎ প্রোক্তং তদপ্যনুপপন্নমিত্যাহ শ্বেতেত্যাদিনা। তস্মিন্নিতি।
 তস্মিন্ বিষ্ণোবেবামুং ভগবচ্ছব্দং ব্যুৎপাত্ত পরাশরো মহর্ষিঃ। তস্মাদিতি।
 ইয়ং শ্বেতাশ্বতরৈঃ পরিপঠিতা যদধ্যায়ী। যদিতি সদাশিবো যো ময়া নিরু-
 প্যতে, স এব পরং ব্রহ্ম স এব ভগবানিতি চেন্নহাশৈবো ক্রতে তদা নাম-
 মাত্রে ভেদো নামী তু এক এবাবয়োরিত্যর্থঃ। অয়ং ভাবঃ। অন্তশ্চিহ্নং
 ত্বয়া ধৃতমেব চ উদ্ধৃপুণ্ডুলসাদিকেষু বহিঃশিহ্নেষু তে ন কোহপি তদ্রূপঃ।
 ননু সূতসংহিতায়া নিদিত্ত্বাত্তন্ন প্রিয়তে। তস্মাদ্বিধ্যাকপুণ্ডাদিকং তু স্তবত্বাৎ
 প্রিয়তে ইতি চেদ্ভাগবিজৃম্বিতয়াসূয়য়া তন্নিদা কেনচিৎ কৃতেত্যবগচ্ছ।
 ন খলু বাসাস্থিতঃ সূতস্তথা ক্রবন্ পাদ্বাদৌ শঙ্খচক্রাদিধারণং স্তবতা স্বপ্রভুনা
 শকুয়াদ্বিরোদ্ধুম্। ন চ তথা বদন্ শ্লাঘাবাগ্ভবেদিত্তি কাশীখণ্ডযোগ-
 বাশিষ্টাষ্টাবক্রাদিবৎ কল্লিতৈব সা। এষু সমতাংশোক্তিস্তৃণ্যাকর্ষণার্থেতি
 বদন্তি ॥৩৭॥

শ্বেতাশ্বতরোপনিষদেও শ্রীবিষ্ণুকেই পরব্রহ্ম শব্দে নির্দেশ করি-
 য়াছেন। “ব্রহ্মবাদীরা বলিয়া থাকেন।” এইরূপে উপক্রম করিয়া শেষ
 পর্য্যন্তই বার বার ব্রহ্ম শব্দ বলিয়াছেন। ঐ স্থলে ব্রহ্মশব্দে সর্বব্যাপী
 ভগবান্‌ই বুঝাইতেছেন। ঐ প্রকার ভগবৎশব্দও অভ্যস্ত হইয়াছে।
 ভগবৎশব্দ শ্রীবিষ্ণুতেই মুখ্য। বিষ্ণুবিষয়ক পুরাণের নামই ভাগবত
কথিত হয়। বিষ্ণুপুরাণে ভগবৎশব্দের ব্যুৎপত্তি দেখাইয়া পরব্রহ্ম
 বাসুদেবেই উহার প্রবৃত্তি নির্দেশ করিয়াছেন। অতএব উক্ত
 উপনিষৎ যে বিষ্ণুপর, ইহা স্থির হইতেছে। সদাশিবই ব্রহ্মশব্দিত-
 ত্বাদিধর্ম্মবিশিষ্ট, ইহাই যদি বলা হয়, তাহা হইলে সংজ্ঞামাত্রেরই

ননু ত্রিমূর্ত্তিমধ্যে বিষ্ণুরুৎপত্তিমান্ — “ব্রহ্মবিষ্ণুরুদ্ভেদ্রাস্তে সর্বৈ প্রসূয়ন্তে” ইতি শ্রবণাৎ গর্ভোদকশায়িনঃ পুরুষাদ্ভ্র-
বিষ্ণুরুদ্ভাস্ত্রয়ো গুণাবতারা ভবন্তীতি ভাগবতপ্রক্রিয়াদর্শনা-
চ্ছেতি চেৎ? সত্যং; ব্রহ্মরুদ্ভয়োর্জীবদ্বাদেব কৰ্মবশ্যোৎ-
পত্ত্যাদিপ্রকীৰ্ত্তনম্। বিষেষান্ত “একোহপি সন্ বহুধা যো বিভাতি”
“একং সন্তং বহুধা দৃশ্যমানম্” “অজায়মানো বহুধা বিজায়ত”
ইত্যাদিষু কৰ্মবশ্যোৎপত্ত্যাদিনিরাসাদপ্রচ্যুতস্বরূপশক্তিস্বভাবস্ত

এবং মহাশৈবেহপি নিরন্তে কপালোকাস্তী তজ্জন্মাতি শ্রুত্বাতিথিন্নঃ
ক্রোধতাম্রেনেত্রো বৈতণ্ডিকতয়া সত্ত্বাধিষ্ঠাতৃবিষোজগৎপালকস্যানিত্যতাং
বক্তুং প্রতিবর্ততে। নম্রিতি। নৈবাত্র বিপ্রতিপত্তবাম্। ভবতামপি সন্মতিঃ
যদন্তীত্যাহ গর্ভোদকেত্যাди। অয়ং খলু শূকরাদিযোনিজাতত্বশস্ত্রক্ষতিশ্যাম-
ত্বানি বিষেগরপকর্ষে কারণানি রুদ্রস্য তস্মাদুৎকর্ষেহজাতত্বশস্ত্রক্ষতিশূকরত্বানি
কারণানি যোগোষ্ঠাং জল্পতি দ্বিজত্বাদ্বেদমাশ্রয়ন্নপি বিষ্ণুবিদেষাদক্ষুরিততদর্থঃ
সন্। সমাধন্তে সতামিত্যাदिনা। কৰ্মবশ্যোৎপত্ত্যাদীতি। আदिনা মৃত্যুঃ
যুগকোটীত্যাदेঃ বিশ্বরূপ ইত্যাদেব্রহ্মাংশভূরিত্যাদেশচ পূর্বোক্তস্মৃতের্বোধাম্।
একং সন্তমিতি। অজায়মান ইতি পুরুষসূক্তে। কৰ্মবশ্যোৎপত্ত্যাদিনিরাসা-
দিত্যত্রাদিপদাং কৰ্মবশ্যো নাশস্তস্য নাস্তি কিস্তিচ্ছয়া নিরোধ এব ইচ্ছন্
মুহূর্ত্তান্নশ্চৈয়মিত্যাদৌ বর্ণ্যতে ইত্যর্থঃ। অপ্রচ্যুতেতি ভাবঃ। শীলং স্বভাবঃ
প্রকৃতিঃ শীলমিতি ধনঞ্জয়কোষাৎ য়েচ্ছেতি আয়েচ্ছয়া নিজলোকাং প্রপঞ্চে-
বতরণং য়েচ্ছাবতারঃ। অতএবেতি। শ্রীবৈষ্ণবেহপি ত্রীন্ ব্রহ্মাদীন্ পর-

বিবাদ থাকিয়া গেল, সংজ্ঞীতে আর কোন বিবাদ নাই। যিনি
ব্রহ্ম, সদাশিব তাঁহারই নাম, ইহাতে আর বিবাদ কি? ৩৭৥

যদি বল, ত্রিমূর্ত্তির মধ্যস্থিত বিষ্ণুর উৎপত্তি আছে। “ব্রহ্মা-
বিষ্ণু, রুদ্র ও ইন্দ্র প্রভৃতির উৎপত্তি হয়”, এই সকল প্রমাণদর্শনে
বিষ্ণুর উৎপত্তি স্বীকার্য। গর্ভোদকশায়ী পুরুষ হইতে ব্রহ্মাদি
গুণাবতারত্রয়ের উৎপত্তি শ্রীমদভাগবতেই বলিয়াছেন। ইহা সত্য,
তবে ব্রহ্মা ও রুদ্র প্রভৃতি দেবতা জীব বলিয়া তাঁহাদিগের কৰ্মাধীন
উৎপত্তি স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু “যিনি এক হইয়াও বহুধা
প্রকাশিত হন, যিনি এক হইয়াও বহুধা দৃশ্যমান হন, যিনি অজায়মান
হইয়াও বহুধা জন্ম গ্রহণ করেন” ইত্যাদি স্থলে কৰ্মাধীন উৎপত্তির

তস্মৈ সৃষ্টিপালনায় ত্রিমূর্ত্তিমধ্যে স্বেচ্ছাবতারানিৰ্ভাবাদিপৰ্য্যায়-
ভিব্যক্তিরিতি । অতএব “স্বজামি তন্নিস্কৃতোহহমি” ইত্যাদৌ
“বিষ্ণুঃ পুরুষরূপেণ পরিপাতি” ইত্যুক্তম্, ন তু তদগ্ৰ্যতা তস্মো-
চ্যতে ॥৩৮॥

স্ববালোপনিষদি চ তমঃশব্দিতসূক্ষ্মশক্তিকাং পুরুষাং ব্রহ্মাণ্ডং
জাতং তস্মিন্ সহস্রশীর্ষাখ্যপুরুষবপুশা স এবাবিভূতস্তস্মাদব্রহ্ম-
রূপাদিসৃষ্টিরভূদিত্তি শ্রুয়তে তদাহঃ — “কিং তদাসীত্তস্মৈ স
হোবাচ, ন সন্মাসন্ন সদসদিত্তি । তস্মাত্তমঃ সংজায়তে তমসে
ভূতাদিভূতাদেরোকাশমাকশাদ্বাসুর্বাযোরগ্নিরগ্নেরাপোহন্ত্যঃ
পৃথিবী তদগুং সমভবৎ । তৎসম্বৎসরমুষিত্বা দ্বিধাকরোৎ —
অধস্তাভূমিকুপরিষ্ঠাদাকশং, মধ্যে পুরুষো দিব্যঃ, সহস্রশীর্ষা
পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাং সহস্রবাহুরিতি । সোহগ্রে ভূতানাং

ব্রহ্মণঃ শক্তিরুক্তা তেষু বিষ্ণোঃ সাক্ষাদ্বক্তৃত্বমুক্তবান্ পরাশরঃ । ব্রহ্মবিষ্ণু-
শিবা ব্রহ্মন্ প্রধানা ব্রহ্মশক্তয়ঃ । সর্বশক্তিময়ো বিষ্ণুঃ স্বরূপং ব্রহ্মণঃ পরম ।
স পরঃ সর্বশক্তিীনাং ব্রহ্মণঃ সমনন্তরন্ । মূর্ত্তং ব্রহ্ম মহাভাগ সর্বব্রহ্মময়ো
হরিরিতি ব্রহ্মণঃ শক্তিীনাং ব্রহ্মাদীনাং মধ্যে বরঃ শ্রেষ্ঠঃ । যতঃ সমনন্তর-
প্রণষ্টভেদঃ যতো মূর্ত্তং ব্রহ্ম সান্দ্রজ্ঞানানন্দরাশিঃ । নৈবং ব্রহ্ম শিবশ্চ ।
সর্বব্রহ্মময়শ্চ কৃৎস্নব্রহ্মস্বরূপস্তৎস্বাংশ ইত্যর্থঃ । তৌ তু তদ্বিভিনাংশৌ
জীবাবিতি ভাবঃ ॥৩৮॥

সত্বাধিষ্ঠাত্ত্ববিষ্ণোঃ পরব্রহ্মত্বাদেবাবিৰ্ভাবতিরোভাবৌ স্যাতাং ন দ্বিতর-
য়োবিব জনি বিনাশৌ । অতঃ ক্রতিষু তাভ্যাং সহ তস্মোৎপত্তিনোদীৰ্যত
ইতি ভাবেন তামুদাহৰ্ত্তমবতারয়তি সুবালেত্যাदिনা । তদাহুরিতি ।
তং গুরুং শিষ্যাঃ পৃচ্ছন্তীত্যর্থঃ প্রষ্টব্যমাহ কিমিতি । সৃষ্টিঃ পূৰ্ব্বমবিনাশি
বস্তু কিং তদাসীদিত্তি । এবং পৃষ্টিঃ স্বগুরুস্তস্মৈ শিষ্যবন্দায় হোবাচ ন সদিত্যাदि ।
সৃষ্টিঃ পূৰ্ব্বং যদ্বস্ত্বাসীৎ তন্ন সৎ তেজোহবন্নরূপং স্থূলমিত্যর্থঃ । নাপ্যসৎ প্রধান-
মহদাদিরূপং সূক্ষ্মং নেত্যর্থঃ । ন চ সদসৎ বিয়দ্বায়ুরূপং স্থূলসূক্ষ্মঞ্চ নাসী-

অপ্রচ্যুত

নিরাশহেতু অপ্রচ্যুত স্বরূপ অপ্রচ্যুতশক্তি ও অপ্রচ্যুতস্বভাব
শ্রীবিষ্ণুঃ স্বসৃষ্ট বিশ্বের পালনার্থ ত্রিমূর্ত্তিমধ্যে স্বেচ্ছানুসারে আবিভূত
হন, ইহাই বলিতে হইবে । ফলতঃ এই কারণেই পুরাণে ব্রহ্মাদির
বশ্যতা উক্ত হইয়াছে, কিন্তু শ্রীবিষ্ণুর সম্বন্ধে তাহা বলা হয় নাই ॥৩৮॥

মৃত্যুমসৃজৎ ত্র্যক্ষং ত্রিশিরক্ষং ত্রিপাদং খণ্ডপরশুং তস্মৈ ব্রহ্মা-
বিভেৎ। সোহয়ং ব্রহ্মাণমাবিবেশ। স মানসান্ সহ পুত্রান-
সৃজৎ। “তে হ বিরাজঃ সপ্ত মানসানসৃজৎ”। তে হ প্রজাপত্যঃ।
ব্রহ্মণোহস্ম মুখমাসীদ্বাহু রাজন্যঃ কৃতঃ। উরু তদস্ম যদৈশ্যঃ
পশ্চ্যাৎ শৃঙ্গোহজায়ত ॥ চন্দ্রমা মনসো জাত শচক্ষোঃ সূর্যো-
অজায়ত। শ্রোত্রাদ্বাযুশ্চ প্রাণশ্চ হৃদয়াৎ সর্বমিদমজায়ত।
অপানাৎ নিষাদা যক্ষরক্ষগন্ধর্বা অস্থিত্যঃ পর্বতা লোমেভ্যঃ
ওষধিবনস্পত্যো, ললাটাৎ ক্রোধজো রুদ্রোহজায়ত। তস্মৈ-
তস্মৈ মহতো ভূতস্ম নিঃস্রাসিতমেতদ্যদ্বৈদেহঃ” ইত্যাদিনা ॥৩৯॥

দিত্যর্থঃ। তর্হি কিমাসীদিতি চেত্তত্ত্বদ্বিলক্ষণং তমঃশক্তিকং ব্রহ্মৈবাসী-
দিত্যুক্তম্ বোধ্যম্। তস্মাৎ স্ববিলীনক্ষেত্রজবুভুক্ষাদিতানুকম্পাদীক্ষিত-
তমসো ব্রহ্মণস্তমঃ সংজায়তে প্রধানশরীরকাক্ষরবাঞ্জনভিমুখমভবৎ। তমসো-
হক্ষরশব্দিতোহব্যাক্তশরীরকঃ ক্ষেত্রজঃ তস্মাদভিভ্যাক্তত্রিগুণমব্যক্তম্। ততঃ
ত্রিবিধো মহান্ ততস্তদৃশোহহং তাদৃশোহহঙ্কারঃ তস্মাৎ সাত্ত্বিকাদিন্দ্রিয়-
দেবতা মনশ্চ রাজসাপীন্দ্রিয়াণি দশ তামসাং তু ভূতাদিসংজ্ঞাতন্মাত্রদ্বারা
খাদীনি পক্ষেত্যাগ্রিমপ্রলয়শ্রুতানুসারেণেদং ব্যাখ্যাতে বোধ্যম্। সসৃক্ষে
ভাষ্যেহপোবমেব নিরূপিতং দ্রষ্টব্যম্। সোহগ্রে ইতি অগ্রে প্রথমং স
সহস্রশীর্ষা বিষ্ণুভূতানাং প্রাণিনাং মৃত্যুং সংহারকং রুদ্রমসৃজদিতি বিষ্ণুপুত্রো
রুদ্রঃ। তস্মেতি তস্মাদ্রুদ্রাৎ। সোহয়ং রুদ্রঃ ব্রহ্মাণমাবিবেশেতি পুনর্ব্রহ্মণশ্চ
তদ্বৎপত্তিঃ। স বিষ্ণুনাশিষ্টিতো ব্রহ্মা সহ যুগপদেব মানসান্ সনকাদীং-
শচতুরঃ পুত্রানসৃজৎ। তে হ বিরাজো বিশিষ্টদীপ্তয়ো বভূবুঃ। সপ্ত মরীচ্যাদী-
ন্মানসান্ স ব্রহ্মাসৃজৎ। এবমুক্তং শ্রীবৈষ্ণবে। বৈবস্বতে স চ ইতি বারুণে
বিততে ক্রতো। জুহ্বানস্ম ব্রহ্মণো বৈ প্রজাসর্গ ইহোচ্যতে। পূর্বে যত্র
তু সপ্তর্ষীভূৎপন্নান্ সপ্ত মানসানিতি। তে সপ্ত প্রজাপত্যো বভূবুঃ। ব্রহ্ম-
ণোহস্মেতি অস্ম হিরণ্যগর্ভশরীরকস্য নিষেধাৎ। ললাটাৎ ইতি যো ব্রহ্মাণ-
মাবিবেশ স রুদ্রস্তস্য ললাটাদাবিভূত ইত্যর্থঃ ॥৩৯॥

সুবালোপনিষদে বলিয়াছেন,— তমঃ এই শব্দের অভিহিত সূক্ষ্ম-
শক্তিসমন্বিত পুরুষ হইতে ব্রহ্মাণ্ড উৎপন্ন হইয়াছে। ঐ ব্রহ্মাণ্ডেই
আবার তিনি নিজেই সহস্রশীর্ষা পুরুষরূপে আবির্ভূত হন। তাঁহা
হইতেই ব্রহ্মা ও রুদ্র প্রভৃতির উৎপত্তি হয়। যথা “সৃষ্টির পূর্বে

শতপথে চ শ্রায়তে—“ভূতানং পতিঃ সংবৎসরে উষসি রেতোহ-
সিঞ্চৎ তৎ সংবৎসরে কুমারোহজায়ত সোহরোদীভৎ প্রজা-
পতিরব্রবীৎ। কুমার কিং রোদিষি?—যৎ পশো বিজাতোহসীতি
সোহব্রবীদনপহতপাপু বা অহমস্মি, নাম মে ধেহি পাপুনোহ-
পহত্যা ইতি। তৎ প্রজাপতিরব্রবীদ্রোহসীতি। তস্মা তস্মা-
মাকরোদগ্নিস্তদ্রূপমভবৎ। অগ্নির্বে রুদ্রো যদরোদীৎ তস্মাদ্রুদ্রঃ।
সোহব্রবীৎ জ্যায়ান্ বা অহমস্মি দেহেবং নামেতি। তৎ প্রজা-
পতিরব্রবীদ্রবোহসীতি শর্কোহসীতি ঈশানোহসীতি পশুপতি-
রসীতি উগ্রোহসীতি ভীমোহসীতি মহাদেবোহসীতি। প্রজাপতি-
র্দেবানশ্জন্তে পাপুনা সংবীতা অজায়ন্ত। বিরূপাক্ষায়
ব্রহ্মণঃ পুত্রায় জ্যেষ্ঠায় শ্রেষ্ঠায়মোক্ষায় কৰ্ম্মাধিপত্যে—
সোহব্রবীদ্ বরং বৃণীষ। অহমেব পশুনামধিপতিরসানীতি তস্মাৎ
রুদ্রঃ পশুনামধিপতিরিতি” ৥৪০৥

শতপথে চেতি যজুর্বেদশতপথে ষষ্ঠে কাণ্ডে তৃতীয়ে ব্রাহ্মণে বিচ্ছিত্ত
বিচ্ছিত্তেদং বাক্যং স্থিতং বোধ্যম্। ভূতানামিতি সর্বৈশ্বর্যং বিশেষাক্ষ-
পন্নো রুদ্রো ব্রহ্মাণমাবিশ্রু স্থিতঃ। অথ ভূতানং পতিঃ ব্রহ্মা রুদ্রাত্মকং
রেত উষসি যোনাবসিঞ্চৎ। অনপহতপাপু নিষ্পাপো নাহং নামকরণা-
দিনাস্মি অতো নাম ধেহি। নামান্তরাণ্যাকাজ্জন্মাহ জ্যায়ানিতি। জ্যেষ্ঠ-
পুত্রোহহমস্মি এবং নাম মে দেহি যেন মে জ্যেষ্ঠত্বং খ্যাতং স্যাদিত্যর্থঃ।
এবং রুদ্রমুৎপাদ্য নামানি চ তস্য কৃত্বা সোহন্যান্ পুত্রানসৃজদিত্যাহ প্রজা-
পতিরিতি। তে দেবা অকৃতনামানঃ পাপুনা সংবীতা ব্যাণ্ডা এব সন্তোহ-
জায়ন্ত জাতাঃ। অথ কৃতনামানস্তে নিষ্পাপুনো জ্যেষ্ঠস্য রুদ্রস্যানুযায়িনো

কি ছিল?” শিষ্যগুরুকে জিজ্ঞাসা করিলেন। গুরু বলিলেন,—

“তৎকালে স্কুল, সূক্ষ্ম বা স্কুলসূক্ষ্ম কিছু ছিল না; কেবল তমঃশক্তি-
সম্বিত ব্রহ্ম ছিলেন। তাঁহা হইতে অনভিব্যক্তগুণা প্রকৃতি
ক্ষুভিত হইল। উহা হইতে ক্ষেত্রজ, তাহা হইতে অভিব্যক্তগুণা
প্রকৃতি, তাহা হইতে মহান্, তাহা হইতে অহঙ্কার, তাহা হইতে দেবতা
মন, ইন্দ্রিয় ও ভূতাদি উৎপন্ন হইল। ভূতাদি হইতে আকাশ,
আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে অগ্নি, অগ্নি হইতে জল, জল হইতে
পৃথিবী উৎপন্ন হইল। এই সমুদয়ের নাম ব্রহ্মাণ্ড। ঐ অণ্ডে

ইহ হি পরম্ভ ভগবতঃ পরমকরণং তস্মাৎ ব্রহ্মরূপয়োৰুৎ-
পত্তিঃ। রুদ্রাৎ ব্রহ্মণো ভীতিঃ; রুদ্রস্থানপহতপাপুত্ৰ্ণাবগম্যতে।

বভূবুরিত্যাহ বিকৃপাক্ষায়েত্যাदि। ক্রিয়ার্থোপপদস্যেত্যাদিসূত্রাচ্চতুর্থী।
তমনুকূলয়ন্তীত্যর্থঃ। জ্যেষ্ঠায়াতিশাষ্যায় অমোষায় সকলায় ফলদাত্রে
চেত্যর্থঃ। ধৰ্ম্মাধিপত্যে বৈদিককৰ্ম্মপ্রবৰ্ত্তকায়। স ব্রহ্মা রুদ্রমব্রবীৎ বরং
ব্রণীষেতি। স রুদ্রো বব্রে অহমেবেতি। পশুনাং জীবানাম্ ॥৪০॥

ব্রহ্মা সহস্র বৎসর বাস করিলেন। পরে উহা দ্বিধা বিভক্ত হইল।
অধোভাগে ভূমি এবং উপরে আকাশ হইল, মধ্যে পুরুষ রহিলেন।
উনিই সহস্রশীর্ষা বিরাট পুরুষ। তিনি অগ্রে সংহারক রুদ্রের
সৃষ্টি করিলেন। তদদর্শনে পুরুষ হইতে অনন্তরোৎপন্ন ব্রহ্মা ভীত
হইলেন। রুদ্র ব্রহ্মাতেই প্রবেশ করিলেন। তখন ব্রহ্মা মানস-
পুত্রগণের সৃষ্টি করিলেন। উহারাই প্রজাপতি হইলেন। ব্রহ্মার
মুখ হইতে ব্রাহ্মণ, বাহু হইতে ক্ষত্রিয়, উরু হইতে বৈশ্য এবং পাদ
হইতে শূদ্র উৎপন্ন হইল। ব্রহ্মার মন হইতে চন্দ্রমা, চক্ষু হইতে
সূর্য্য, শ্রোত্র হইতে বায়ুর উৎপত্তি হইল। এইরূপে আকাশাদি-
ক্রমে ভূতসকলের উৎপত্তি হইল। ব্রহ্মা হইতেই সমস্ত স্থাবর-
জঙ্গমের সৃষ্টি হইল। ব্রহ্মার ললাট হইতে রুদ্রের আবির্ভাব
হইল। ঐ ব্রহ্মার নিঃশ্বাস হইতে ঋগাদি বেদসকল উৎপন্ন হইল” ॥৩৯॥

শতপথব্রাহ্মণে বলিয়াছেন— “ভূতপতি ব্রহ্ম সংবৎসরাখ্য
যোনিতে রুদ্রাত্মক বীৰ্য্য আধান করিলেন। তাহাতে কুমারের
উৎপত্তি হইল। তিনি উৎপন্ন হইয়া ক্রন্দন করিলেন। প্রজাপতি
বলিলেন,— তুমি ক্রন্দন করিতেছ কেন? কুমার বলিলেন, আমি
নামকরণ ব্যতিরেকে নিষ্পাপ হইতে পারিতেছি না, অতএব ক্রন্দন
করিতেছি। প্রজাপতি বলিলেন, তুমি রোদন করিতেছ, অতএব
তোমার নাম ‘রুদ্র’ হইল। তিনি বলিলেন, আমি সকলের জ্যেষ্ঠ,
অতএব আমার তদনুসারে অন্য নাম হউক। প্রজাপতি বলিলেন,
—শব্দ, ঈশান, পশুপতি, উগ্র, ভীম, মহাদেব এইগুলি তোমার
নাম হইল। তদনন্তর প্রজাপতি দেবতাগণের সৃষ্টি করিলেন।

ন চৈবং বিষ্ণোঃ শ্রায়তে। তস্মাৎ সৰ্বৈশ্বরো বিষ্ণুশ্চৌরেষু
মিলিতো রাজেব জগৎকার্যায় দেবেষু প্রবিষ্টস্তস্মৈ স্বেচ্ছাভিব্যক্তি-
র্জগ্নেত্যভিধীয়তে। “যচ্চ দিব্যমিতি জ্ঞানান্ধ্ৰুণাং জন্মনির্বাপ্তঃ”-
ইতি শ্রীভগবতাভিহিতম্; “জন্ম কৰ্ম চ মে দিব্যম্” ইত্যাদি।
তস্মাৎ ত্রিমূর্ত্তিমধ্যেহবতীর্ণো বিষ্ণুঃ সাক্ষাৎ সৰ্বৈশ্বর ইতি
সিদ্ধং তস্মৈ দেবতাবিশেষত্বম্ ॥৪১॥

ইতি সিদ্ধান্তরত্নাখ্যে ভাষ্যপীঠকে বিষ্ণোঃ পারম্যনির্ণয়-

তৃতীয়ঃ পাদঃ ॥৩॥

এবং শ্রুতিশৈলীমুদাহৃত্য তদর্থং যোজয়তি ইহেতি। সুবালোপনিষদি
শতপথব্রাহ্মণে চেতার্থঃ। তস্মাদ্ ব্রহ্মরুদ্রয়োৰুৎপত্তিরিতি। তস্মাদ্বিষ্ণোরুৎ-
পত্তিনৌক্তা যদসৌ স্বয়মেব বিষ্ণুরিতি ভাবঃ। তয়োৰুৎপত্তিভয়ানামত্ব-
হেতুকপাপত্বানি জীবত্বে লিঙ্গানি ন চৈবং বিষ্ণোরিতি নিত্যবিগ্রহত্বাৎ
সৰ্বৈশ্বরত্বাদবিশ্বংসিস্বাত্মকনামত্বাচ্চ স্বপ্নেহপি নামূনি সম্ভবন্তি। “অবিকারায়
শুদ্ধায় নিত্যায় পরমাত্মনে। সৰ্বদৈকরূপরূপায় বিষ্ণবে সৰ্বজিষ্ণবে। পাপে
গুরুণি গুরুণি স্বপ্নে স্বপ্নানি তদ্বিদঃ প্রায়শ্চিত্তানি মৈত্রেয় জন্তুঃ স্বায়ম্ভু-
বাদিষু। প্রায়শ্চিত্তান্ত্যশেষাণি তপঃ কৰ্ম্মাত্মকানি বৈ। যানি তেষামশেষাণাং
কৃষ্ণানুস্মরণং পরম্। কৃতে পাপে তু তদ্ভাবো যস্য পুংসঃ প্রজায়তে।
প্রায়শ্চিত্তং তদেবাস্য হরিসংস্মরণং পরমিত্যাদি বৈষ্ণবাৎ। যদেবং তর্হি
“ব্রহ্মবিষ্ণুরুদ্রেন্দ্রাশ্চৈব সৰ্বৈ প্রসূয়ন্তে” ইতি শ্রুতিঃ কথং সঙ্গতা তত্রাহ

অকৃতনাম সেই দেবতাসকল পাপযুক্ত হইয়া জ্যেষ্ঠ রুদ্রের অনুযায়ী
হইলেন। তখন ব্রহ্মা রুদ্রকে বলিলেন, তুমি বর গ্রহণ বর। রুদ্র
বলিলেন,— “আমি পশুগণের অর্থাৎ জীবগণের পতি হইব। ব্রহ্মা
বলিলেন, তাহাই হউক, তদনুসারে রুদ্র পশুপতি হইলেন” ॥৪০॥

এই সকল স্থলে দেখা যায় যে, পরদেবতা ভগবানই পরম কারণ।
তাহা হইতেই ব্রহ্মা ও রুদ্রের উৎপত্তি, রুদ্র হইতে ব্রহ্মার ভয়
এবং রুদ্রের অনপহতপাপত্ব। বিষ্ণুর কিন্তু তদ্রূপত্ব শ্রবণ করা
যায় না। অতএব বিষ্ণুই সৰ্বৈশ্বর। তিনি চৌরমধ্যে প্রবিষ্ট
রাজার ন্যায় জগতের কার্যের জন্ত দেবমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া থাকেন।
তাহার স্বেচ্ছানুসারে আবির্ভাবকেই জন্ম বলা হয়। সেই ভগবানের

তস্মাদিতি । ন হি নরপতিশ্চৌরবেশেন চৌরেষু মিলিতশ্চৌরঃ শক্যতে
বক্তুমপি তু তেষাং নিয়ন্তেব স বাচ্য ইত্যর্থঃ । স্ফুটার্থমন্যুঃ ॥৪১॥

ইতি শ্রীগোবিন্দভাষ্যপীঠকটিপ্লগ্যাং তৃতীয়ঃ সুদর্শনপাদঃ ব্যাখ্যাতঃ ॥৩॥

জন্মকৰ্ম্মাদিকে দিব্য বলিয়া অবগত হইলে জীবের জন্মাদির নিবৃত্তি
হয়, ইহা ভগবান্ স্বয়ংই বলিয়াছেন । অতএব ত্রিমূর্ত্তিমধ্যে অবতীর্ণ
বিষ্ণু যে সাক্ষাৎ সৰ্ব্বেশ্বর, ইহা সিদ্ধ হইল । বিষ্ণু দেবতা হইয়াও
'বিশেষ দেবতা' ॥৪১॥

ইতি সিদ্ধান্তরত্নাখ্যে ভাষ্যপীঠকে বিষ্ণুর পারম্যনির্ণয়
নামক তৃতীয় পাদ ॥৩॥



চতুর্থঃ পাদঃ

—:*(*)*:—

তত্রাহঃ—দ্বিবিধানি বাক্যানি শ্রুয়ন্তে সগুণবিষয়াণি নিগুণ-
বিষয়াণি চ । “যঃ সৰ্ব্বজ্ঞঃ সৰ্ব্ববিদ যন্ত জ্ঞানময়ং তপঃ”, “য
আত্মাপহতপাপা বিজরো বিমৃত্যুঃ” ইত্যাদীনি সগুণব্রহ্মপরাণি ;
“একো দেবঃ সৰ্ব্বভূতেষু গুঢ়ঃ সৰ্ব্বব্যাপী সৰ্ব্বভূতান্তরাত্মা কৰ্ম্মা-
ধ্যক্ষঃ সৰ্ব্বভূতাবিবাসঃ সাক্ষী চেতাঃ কেবলো নিগুণশ্চ”, “সত্যং
জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম” ইত্যাদীনি তু নিগুণব্রহ্মপরাণি ॥১৥

তৃতীয়েন পাদেন দেবতৈক্যাদিবাদিনঃ শৈবাংশ্চ নিরস্য প্রথমাদিপাদাভ্যাং
সিদ্ধে দিব্যাগুণকৰ্ম্মণি বিজ্ঞানানন্দবিগ্রহে সৰ্ব্বেশে পরব্রহ্মণি স্থিরীকৃতে তম-
সহমানাঃ সাংখ্যসৌগতচ্ছায়াবলম্বিনঃ কেবলাত্মৈক্যাবাদিনঃ প্রত্যবতিষ্ঠন্তে
দ্বিবিধানীত্যাদিনা । তাক্ষ্যপাদোহয়ং তৎপূৰ্বপক্ষদন্দশূকানাং ভক্ষকত্বাদিতি
বদন্তি য ইতি । সৰ্ব্ববিং নিত্যোপলব্ধসৰ্বসম্পৎ । তপ আলোচনম্ ।
এক ইতি কাঠকে । একো দ্বিতীয়ভেদাসহঃ । দেবো দ্ব্যতমানশ্চিদেকধাতুঃ ।
সৰ্ব্বেষু ভূতেষু খাদিষু গুঢ়ঃ । “চতুর্বিধেষু জীবেষু পৃথিব্যাদিষু পঞ্চসু ।
অতীতে দেবযোনৌ চ ভূতশব্দং প্রযুক্ততে” ইতি হলায়ুধঃ । সৰ্ব্বাণি তানি
বহিরন্তশ্চ ব্যাপুবন্ সৰ্ব্বব্যাপী সৰ্ব্বেষাং ভূতানাং বহিষ্ফুলিঙ্গন্যায়েন
স্বস্মান্মায়য়া বিচ্ছিন্নানাং চিংপরমানূনাং চতুর্বিধানাং জীবানামন্তর্যায়মন্
সৰ্ব্বভূতান্তরাত্মা ব্যবহর্তৃণাং তেষাং কৰ্ম্মফলান্যর্পয়ন্ কৰ্ম্মাধ্যক্ষঃ তেষন্তুঃ-
স্থিতেঃ সৰ্ব্বভূতাবিবাসঃ তেষাং শুভাশুভয়োঃ সাক্ষাৎ দ্রষ্টৃতাং সাক্ষী তেষু
জ্ঞানান্যর্পয়ন্ চেতাঃ চেতয়িতা কেবলো বিশুদ্ধঃ যতো নিগুণ ইতি পূৰ্ব-
পক্ষার্থঃ । সিদ্ধান্তার্থোহপ্যেবং বোধ্যম্ । একঃ সৰ্ব্বমুখ্যঃ একে মুখ্যান্য-
কেবল ইত্যমরঃ । দেবঃ সৰ্ব্বারাধাঃ । সৰ্ব্বেষু ভূতেষু জীবেষু গুঢ়স্তেষাং
হৃদত্ত্বী । প্রাপ্তং পরিচ্ছেদং নিরস্যতি সৰ্বব্যাপীতি । বিয়দ্বত্তাটস্থং নিরস্যতি
সৰ্ব্বভূতান্তরাত্মেতি । দয়ালুতামাহ কৰ্ম্মাধ্যক্ষ ইতি । তেভ্যঃ কৰ্ম্মফলানাং
দাতেত্যর্থঃ । সৰ্ব্বেষাং তেষাং ভূতানামবিবাসঃ পরমাশ্রয়ঃ । এবমপি নির্লেপ
ইত্যাহ সাক্ষীতি । ঔদাদীন্মেন তত্র তত্রস্থিত ইত্যর্থঃ । চেতাঃ চিংস্বভাবঃ
যতো নিগুণঃ মায়য়ানাদ্ব্যত ইতি ১৥

বেদে সগুণ এবং নিগুণবিষয়ক বাক্যভেদে দুই প্রকার বাক্য
দেখা যায় । “যিনি সৰ্ব্বজ্ঞ অর্থাৎ ‘সামান্যতঃ’ সকল বিষয় জানেন,

অত্র সগুণবাক্যানাং ন গুণবিধানে তাৎপর্যং তদনুবাদমাত্রেনৈব
চরিতার্থাৎ নিগুণ বাক্যাবিরোধায় তদেকার্থতয়া যুক্তেশ্চ।
তস্মাৎ সর্বৈবেদৈর্নিগুণমেব লক্ষ্যং, ন তু সর্বৈশ্বরো বিষ্ণুরেব
ভেষামর্থ ইতি ॥২॥

মন্দমিদং, গুণানাং মানান্তরাপ্রাপ্যানুবাদাসম্ভবাৎ। তৎ-
প্রাপ্তস্য হি কীর্তনমনুবাদঃ। ন চ তে গুণাঃ প্রত্যক্ষাদিপ্রাপ্তাঃ

যথেষৎ তর্হি দ্বিরূপং ব্রহ্মাস্তু নেত্যাহ। তত্র সগুণেতি। গুণবিধানে
তাৎপর্যং ন। তদনুবাদেতি। দেবেষু মহর্ষিষু পার্থিবেষু চোগ্রপুণ্যেষু দৃষ্টা
যেহপহতপাপুত্বাদয়ো গুণান্তান্ ব্রহ্মণি নিগুণেহপি হ্রৎপ্রবেশায় বেদো
নিগদতীত্যেতাবর্তেব তস্যোপক্ষীণত্বাৎ। তদেকেতি। নিগুণবাক্যাবিরুদ্ধ-
তয়া প্রত্যাচক্ষে ॥২॥

মন্দমিতি। তৎপ্রাপ্তস্য মানান্তরলক্ষ্য। ননু দেবেষু মহর্ষিষিত্যাদি-
যুক্ত্যা গুণানাং প্রত্যক্ষাদিপ্রাপ্তিঃ বক্তব্যোতি চেত্তত্রাহ ন চ ত ইতি।
ননুপনিষচ্চ কল্পিতান্ গুণান্ ক্রতে তত্রাহ পারমার্থিকাশ্চেতি। ইমে চেতি।

সর্ববিৎ অর্থাৎ ‘বিশেষতঃ’ সকল বিষয় জানেন, যাঁহার আলোচনা
জ্ঞানময়”। যে পরমাত্মা পাপরহিত, জরা-মৃত্যুহীন এইরূপ বাক্য-
সকল সগুণবিষয়ক। আর, “ব্রহ্ম আদিতীয়, চিন্ময়, সর্বভূতে গূঢ়-
ভাবে অবস্থিত, সর্বব্যাপী, সর্বভূতান্তরাত্মা, কস্মাধ্যক্ষ, সর্বভূতের
আশ্রয়, সাক্ষী, চেতয়িতা, বিশুদ্ধ ও নিগুণ।” “ব্রহ্ম সত্য ও জ্ঞান-
স্বরূপ এবং অনন্ত।” এইরূপ বাক্যসকল নিগুণবিষয়ক ॥১॥

নিগুণ ও সগুণ দুই প্রকার বাক্য থাকিলেও ব্রহ্ম দুই প্রকার
নহেন। কারণ, সগুণ বাক্যসকলের গুণবিধানে তাৎপর্য্য নহে।
গুণের অনুবাদমাত্রেই সগুণ বাক্যের তাৎপর্য্য। লোকদৃষ্ট পাপ-
রাহিত্যাদি গুণপ্রদর্শনদ্বারা নিগুণব্রহ্মে লোকসকলকে প্রবর্তিত
করিবার জন্য ব্রহ্মকে তাদৃশগুণযুক্তরূপে বর্ণন করাই সগুণবাক্য-
সকলের উদ্দেশ্য। সগুণবাক্যসকল যদি নিগুণবাক্যসকলের সহিত
একার্থবোধক না হয়, তবে পরস্পর বিরোধ ঘটে বলিয়া উহাদের
একার্থতা স্বীকার করাই যুক্তিযুক্ত। অতএব নিগুণব্রহ্মই সকল
বেদের লক্ষ্য। সর্বৈশ্বর বিষ্ণু উহাদের প্রতিপাত্ত নহেন ॥২॥

কিঙ্কোপনিষদা এব পারমাথিকাশ্চ তে, “পরাস্তাশক্তিঃ” ইত্যাদৌ
 “স্বাভাবিকী” শ্রবণাৎ, “ইমে চান্যে চ ভগবন্নিষ্ঠা যত্র মহা-
 গুণাঃ। প্রার্থ্যা মহত্ত্বমিচ্ছন্তি ন বিয়ন্তি স্ম কহিচিৎ” ইতি নিত্য-
 তস্মরগাচ্চ। অতএব দহরবাক্যে তস্মিন্ যদন্তঃ, “তদশ্বেষ্টব্যম্” ইতি
 মুমুক্ষুর্মুগ্যত্বং তেষামুক্তম্ ॥৩॥

যত্নাহ— “বাচং ধেনুগুপাসীত” ইত্যাদিবৎ সগুণবাক্যান্য-
 পাসনার্থানি উপাসনয়া বিমৃষ্টা হৃদ্বৃত্তিনিষ্ঠং সূক্ষ্মং প্রবেক্ষ্য-

প্রথমন্ধকে ধর্মদেবতাং প্রতি পৃথিবীদেব্যা বচনম্। ভগবন্ হে ধর্ম যত্র
 শ্রীকৃষ্ণে ইমে সত্যাদয়ঃ কথিতা অন্যে চাকথিতা নিত্য। মহাগুণাঃ কহিচিৎ
 অপি ন বিয়ন্তি ন ক্ষীয়ন্তে। তস্মিন্নিতি দহরে ব্রহ্মণি যদগুণাষ্টকম্ অন্তঃ
 স্বরূপভূততয়াস্তি তদশ্বেষ্টব্যং মুগ্যমিত্যর্থঃ। কল্পিতত্বে মোক্ষার্থিভিমুগ্যং তন্ন-
 স্যাদিতি ভাবঃ ॥৩॥

যুক্তান্তরাণি নিরাকরোতি যত্ত্বিত্যাদিনা। অধেনৌ বাচি যথা ধেনুত্বং তথা
 নিষ্ঠাং ব্রহ্মণি সগুণমুপাসনার্থং কল্পনীয়মিত্যর্থঃ। প্রবেক্ষ্যতি শাখাচন্দ্র-

পূর্বপক্ষীর উক্তপ্রকার যুক্তি সঙ্গত হয় না। যাহা অগ্রে প্রমাণা-
 ন্তরদ্বারা প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহার পশ্চৎ কথনের নামই ‘অনুবাদ’।
 সগুণবাক্যের অন্তর্গত গুণসকল প্রমাণান্তর হইতে প্রাপ্ত নহে,
 অতএব উহাদের অনুবাদও সম্ভব হয় না। পুণ্যশালী দেবতা ও
 মহর্ষি প্রভৃতিতে দৃষ্ট গুণসকলই যুক্তিদ্বারা ব্রহ্মে অনূদিত
 হইয়াছে, একরূপও বলি যায় না; কারণ ঐ সকল গুণ প্রত্যক্ষাদি
 প্রমাণ হইতে প্রাপ্ত নহে। বেদে ঐ সকল গুণ প্রতিপাদিত আছে।
 বেদ কখনই কল্পিত গুণ প্রতিপাদন করেন নাই। উহাতে যে সকল
 গুণ প্রতিপাদিত হইয়াছে, সে সকলই সত্য গুণ। শ্রুতিতে উক্ত
 হইয়াছে— “ব্রহ্মের পরাশক্তি বহির উষ্ণতার ন্যায় স্বাভাবিকী।”
 স্মৃতিতেও বলিয়াছেন,— “এই সকল মহাগুণ ব্রহ্মের নিত্যসিদ্ধ,
 ইহাদের কখনই বিয়োগ হয় না। যিনি নিজের মহত্ত্ব ইচ্ছা করেন,
 তিনি এই সকল গুণ প্রার্থনা করিয়া থাকেন।” এই নিমিত্তই বেদে
 দহর বাক্যে ব্রহ্মের স্বরূপভূত গুণাষ্টক মুমুক্ষু কর্তৃক অব্যেষণীয়,
 এইরূপ বলিয়াছেন ॥৩॥

তীতি। ইতরথোপাসনায়াঃ কার্য্যত্বে গুণেষু তাৎপর্য্যে চ
বাক্যভেদাপত্তিরিতি। তদিদমবিচারিতাভিধানম্, তেষু বাক্যেষু-
পাসনাপদাদর্শনাৎ তৎপদবিরহিণাং তেষাং তদর্থত্বকল্পনায়াম্-
“আত্মোতি চৈবোপাসীত” ইত্যাদিনামপি তদর্থাপত্তেঃ। কিঞ্চ,
“আনন্দাদয়ঃ প্রধানন্তু” “ব্যতিহারো বিশিংশন্তি হি” ইতরবদিত্য-
ত্রানন্দাদের্জীবেশাভেদস্য চোপাস্যত্বেহপি তাত্ত্বিকত্বং পরৈরুক্তং
তৎসার্বজ্ঞ্যাদেরপি তৎ কিং ন স্যাৎ ॥৪॥

ন্যায়েন। ইতরথোপাসনার্থত্বাভাবঃ। তেষু যঃ সর্বজ্ঞ ইত্যাদিবাক্যেষু।
তৎপদবিরহিণামুপাসনাপদশূন্যানাং তদর্থত্বাপত্তেরুপাসনার্থত্ব প্রসঙ্গাৎ আত্ম-
ত্বাদিধর্ম্মাণামুপাসনার্থত্বেন কল্পিতত্বাদ্ ব্রহ্মণো নাস্মতাপত্তিরিতি ভাবঃ।
যতুপাস্যং তৎ কল্পিতমিতি ভবতাপি ন শকাৎ বক্তুং স্ফোক্তিব্যাঘাতাদিত্যাহ
কিঞ্চেত্যাদি। আনন্দাদয়ঃ ইত্যাদিকং ব্রহ্মসূত্রদ্বয়ম্। অপ্রধানস্য ব্রহ্মণঃ
আনন্দরূপত্বাদয়ো ধর্ম্মা উপাস্যা ইতি পূর্বসূত্রার্থঃ। ত্বং বা অহমগ্নি ভগ, বা
দেব তে অহং বৈ ত্বমসি তত্ত্বমসীত্যাদীনি বাক্যানি জীবভাবেন ব্রহ্ম বিশিংশ-
ন্তি ব্রহ্মভাবেন জীবঞ্জেতি ব্যতিহারস্তয়োঃ পরস্পরাভেদঃ সিদ্ধ ইতি
পরসূত্রসূত্রার্থঃ শঙ্করেণ ভাষিতঃ। তত্র আনন্দাদেঃ জীবব্রহ্মাভেদস্য চোপাস্য-
ত্বেহপি তাত্ত্বিকত্বং যথা কেনাদ্বৈতবাদে স্বীক্রিয়তে তথা সার্বজ্ঞ্যাদেরপি তৎ
স্বীকার্য্যমিতি কুতঃ শঙ্কসে ইতি ভাবঃ ॥৪॥

নিগুণবাদীর অপর যুক্তি এই— “বেদবাক্যে” “বাক্যরূপ ধেনুকে
উপাসনা করিবে” ইত্যাদি স্থলে, ধেনু হইতে ভিন্ন যে বাক্য তাহাতে
ধেনুই আরোপ করা অর্থাৎ বাক্যকে ধেনুস্বরূপ বলা, যেক্রূপ, তদ্রূপ
সগুণপ্রতিপাদক বেদবাক্যসকল নিগুণ ব্রহ্মে আরোপিত হয়।
উপাসনাদ্বারা মার্জিত হইয়া চিত্ত নিগুণ সূক্ষ্ম ব্রহ্মে প্রবেশ করে।
অব্যুৎপন্ন বালককে আকাশস্থ চন্দ্রদর্শন করাইবার জন্য প্রাচীন
ব্যক্তি যেক্রূপ প্রথমতঃ বৃক্ষশাখায় চন্দ্রদর্শন করাইয়া থাকেন, ব্রহ্মকেও
সেইরূপ সগুণরূপে দেখান হইয়া থাকে। সগুণ ব্রহ্মের উপাসনার্থ
স্বীকার না করিয়া, উপাসনার কার্য্যত্বে গুণেই তাৎপর্য্য স্বীকার
করিলে, বাক্যভেদাপত্তি ঘটে এবং তাহা হইলে সগুণ ও নিগুণ এই
দুই ব্রহ্মের আপত্তি হয়।” এই যুক্তি বিচারসঙ্গত বলা যায় না।
কারণ, “যিনি সর্বজ্ঞ” ইত্যাদি সগুণপ্রতিপাদক বেদবাক্যে উপাসনা-

ন চোত্তরবিধবাক্যাদ্বিকল্পঃ—কদাচিৎ সগুণং ব্রহ্ম, কদাচি-
 ন্নিগুণমিতি বাচ্যং, সিদ্ধে বস্তুনি বিকল্পাভাবাৎ, ন হি বহিঃকৃষ্ণঃ
 কদাচিত্তু শীতল ইতি শক্যমভিধাতুम् । অনুষ্ঠানে তু সাধ্যে সস্তাৎ ।
 ষোড়শিগ্রহণাগ্রহণাভ্যামতিরাত্রবৎ উদিতানুদিতহোমবচ্ ॥৫৥

অথ ব্রহ্মণো দ্বৈরূপ্যং নিরস্তুতি ন চেত্যাदिना । সিদ্ধে পরে নিস্পন্নে
 ব্রহ্মণি অনুষ্ঠানে যাগহোমাদৌ কর্মণি সাধ্যে কৃতিনিস্পাঞ্চে ইত্যর্থঃ । স
 বিকল্পঃ । তমুদাহরতি ষোড়শীতি । ষোড়শী যজ্ঞীয়পাত্র বিশেষঃ । “অতিরাত্রৈ
 ষোড়শিনং গৃহ্নাতি” “নাতিরাত্রৈ ষোড়শিনং গৃহ্নাতি” ইতি শ্রবণাৎ । ষোড়শি-
 যোগাযোগাভ্যামতিরাত্রং দ্বিরূপম্ । অনুদিতহোমনিন্দয়োদিতহোম উদিত-
 হোমনিন্দয়ানুদিতহোমশ্চ শ্রুত্যা বিহিত ইত্যাদিতানুদিতকালযোগেন
 দ্বিরূপো হোমঃ ॥৫৥

পদ দৃষ্ট হয় না । উপাসনাপদশূন্য সগুণবাক্যে যদি উপাসনার্থ কল্পিত
 হয়, তবে “আত্মাকেই উপাসনা করিবে” ইত্যাদি বাক্যে যে আত্মার
 উপাসনা উক্ত হইয়াছে, তাহাতে আত্মত্বাদি ধর্মসকল অর্থাৎ আত্মার
 গুণসকল উপাসনার জন্য কল্পনা করিতে হয়; যেহেতু “নিগুণবাদীর
 মতে উপাসনাবিষয়ে গুণ অবশ্য স্বীকার্য্য ।” গুণ স্বীকার ব্যতিরেকে
 উপাসনাই সম্ভব হয় না । অতএব উক্ত স্থলে উপাসনার নিমিত্ত আত্মার
 গুণ স্বীকারে ব্রহ্মের অনাত্মত্বের আপত্তি ঘটে । যিনি উপাস্ত, তিনিই
 কল্পিত, এইরূপও বলিতে পারা যায় না; কারণ, তাহা হইলে নিগুণ-
 বাদীর নিজ মতের ব্যাঘাত হয় । নিগুণবাদী বেদান্তসূত্রের তৃতীয়
 অধ্যায়ের তৃতীয় পাদের দ্বাদশ ও অষ্টত্রিংশৎ সূত্রে জীবব্রহ্মাভেদের
 উপাস্তত্বসঙ্গেও তাত্ত্বিকত্ব স্বীকার করিতেছেন, যথা,— “ব্রহ্মের
 আনন্দরূপত্বাদি ধর্ম উপাস্য ।” “যে তুমি, সেই আমি, যে আমি,
 সেই তুমি, ইত্যাদি বাক্যে জীবভাবে ব্রহ্মকে এবং ব্রহ্মভাবে জীবকে
 বিশেষিত করিতেছেন । অতএব জীবব্রহ্মের পরস্পর অভেদ সিদ্ধ
 হইতেছে ।” জীব ব্রহ্মাভেদের উপাস্তত্বে সত্যত্ব যদি স্বীকৃত হইল,
 তবে পরমেশ্বরের সার্বভৌমত্বাদি গুণের সত্যত্ব স্বীকারে ক্ষতি কি ? ॥৪৥

সগুণ ও নিগুণ উভয়ের প্রতিপাদক বেদবাক্যদ্বয়ই সত্য হইলে
 ব্রহ্ম দুইটি হইয়া উঠেন, একরূপও বলা যায় না । কারণ, সগুণ ও

যন্তু সগুণবাক্যানাং ব্যবহারিকগুণবিধায়িত্বং নিগুণবাক্যানাস্তু
পারমার্থিকগুণাভাববোধকত্বমিত্যাচ্ছন্দতীৰ মন্দং, ব্যবহারিকত্ব-
বাচিপদাভাবাদগুণানাং মৃষাত্বেন তদ্বিধায়িনাং তেষামপ্রামাণ্য-
পত্তেঃ, ষোড়শিগ্রহণাগ্রহণয়োস্ত তদাপত্য। পূৰ্ব্বতল্লবিরোধ-
পত্তেশ্চ, “সদেব সৌম্য” ইতি শ্রুত্যান্তস্য মৃষাত্বেন ব্রহ্মণঃ শূন্য-
ভাবাপত্তেশ্চ। “অসম্ভেব স ভবতি অসদ্ব্রজ্জৈতি বেদ চেৎ। অস্তি
ব্রজ্জৈতি চেদেব সন্তমেনং ততো বিদুঃ” ইত্যত্রাসদ্ধাদিনং নিন্দিত্বা
সদ্ধাদী প্রস্তুয়তে তচ্চ পীড়্যত ॥৬॥

যত্বিত্তি স্মৃটার্থম্। গুণানামিতি। তন্মতে গুণাঃ সৰ্ব্বৈ কল্পিতত্বাৎ
মৃষাভূতা এব। অতন্তদ্বাচিনাং বেদবচসামেষ বক্ষ্যাসুতো ভাতীত্যাদিবদ-
প্রামাণ্যপত্তেস্তব নাস্তিকতাপত্তিঃ স্যাদিতি যষ্ঠে পাদেহস্য বিস্তারঃ স্যাৎ।
তদাপত্তোতি ষোড়শিযোগঃ ব্যবহারিকস্তদযোগস্ত পারমার্থিক ইতি প্রসক্ত্যা
পূৰ্ব্বমীমাংসাবিরোধপ্রসঙ্গাদিত্যর্থঃ। ন হি জৈমিনির্নৈবমঙ্গীকৃতমিতি ভাবঃ।
শ্রুত্যান্তস্মৃতি। শ্রুত্যান্তস্য সন্তালক্ষণস্য ব্রহ্মণ ইত্যর্থঃ। স্মৃটমন্ত্যৎ। গুণ-
মিথ্যাত্বাদিনি দোষদ্বয়মেতদুপ্পরিহরম্ ॥৬॥

নিগুণ উভয়বিধ বেদবাক্যদ্বারা বিকল্প ঘটে না; অর্থাৎ ব্রহ্ম কখন
নিগুণ কখন সগুণ একরূপ অর্থ হয় না, ব্রহ্ম সিদ্ধ বস্তু, তাঁহাতে বিকল্পের
সম্ভাবনা নাই। অগ্নি কখনও উষ্ণ, কখনও শীতল হইতে পারে না।
অনুষ্ঠানসাধ্য কর্মে বিকল্প ঘটাতাই উহাদের দ্বিরূপতা হয়। বেদে
কোথাও বলিয়াছেন,— সূর্যের অনুদয়ে হোম করিবে; আবার
কোথাও বলিয়াছেন, উদয়ে হোম করিবে। উদয় ও অনুদয় এই
দুইটি কালের যোগহেতু হোমও দুই প্রকার হইতেছে; অর্থাৎ
এক প্রকার হোমের উদয়ে এবং অগ্ন প্রকার হোমের অনুদয়ে বিধান
হইতেছে। ঐরূপ অতিরাত্রে ষোড়শীর অর্থাৎ যজ্ঞীয় পাত্রবিশেষের
গ্রহণ এবং অগ্রহণ বলাতে অতিরাত্র দুই প্রকার হইতেছে ॥৫॥

আবার সগুণপ্রতিপাদক বেদবাক্যের ব্যবহারিক গুণবোধকত্ব
এবং নিগুণপ্রতিপাদক বেদবাক্যের পারমার্থিকগুণাভাববোধকত্ব
বলাও সমীচীন হয় না। কারণ, ব্রহ্মের গুণপ্রতিপাদক বাক্যের
মধ্যে ‘ব্যবহারিক’ এইরূপ একটি কথা দেখা যায় না, বিশেষতঃ

তস্মাৎ সগুণবাক্যানি মানান্তরাপ্রাপ্তানলৌকিকান্ বিদধুরেব ।
 নিগুণবাক্যানি তু প্রাকৃতাংস্তান্ নিষেধুরিতি ব্যবস্থা । (ভাঃ-
 ১১।১৩।৪০) “মাং ভজন্তি গুণাঃ সৰ্বে নিগুণং নিরপেক্ষকম্ । স্তম্ভদং
 প্রিয়মাত্মানং সাম্যাসঙ্গাদয়ো গুণাঃ ॥ “সত্ত্বাদয়ো ন সন্তীশে যত্র
 চ প্রাকৃতা গুণাঃ । স শুদ্ধঃ সৰ্বশুদ্ধেভ্যঃ পুমানাত্মাঃ প্রসীদতু”
 ইতি স্মরণাৎ । “স সৰ্বভূতপ্রকৃতিবিকারগুণাংশ্চ দোষাংশ্চ মূনে
 ব্যতীত” ইতি বিকারাত্মকান্ গুণান্ নিষেধতা পুনরনন্তকল্যাণ-
 গুণোহসাৰিতি, স্বরূপানুবন্ধিনঃ কল্যাণগুণান্ স্বীকুৰ্ব্বতা ত্রীপরা-
 গৱেন স্ফুটীকৃতাসৌ ॥৭॥

উক্তমর্থং যোজয়তি তস্মাদিতি । বিদধুস্তাৎপৰ্য্যেণ প্রতিযযুঃ । মামি-
 ত্যোকাদশে । গুণাঃ সত্ত্বাদিগুণাঃ বিকারা ন সম্ভবন্ত্যপি তু স্বরূপানুবন্ধিন
 এব তে ইত্যর্থঃ । সত্ত্বাদয় ইতি ত্রীবৈষম্যেবে । প্রাকৃতা ন সন্তি ইত্যুক্তের-
 প্রাকৃতাঃ সন্তীত্যাগতম্ । তে চ শুদ্ধসত্ত্বাদয়ো বোধ্যাঃ । উক্তব্যবস্থাং প্রকটয়তি
 স সৰ্কেতি । অসৌ ব্যবস্থা ॥৭॥

নিগুণবাদীর মতে গুণসকল কল্পিত বলিয়া মিথ্যা, অতএব “সেই
 মিথ্যাভূত গুণের প্রতিপাদক বেদবাক্যের বন্ধ্যাপুত্রের ছায়
 অপ্রামাণ্য হইয়া পড়ে” এবং তন্নিমিত্ত নিগুণবাদীরও নাস্তিকতাপত্তি
 ঘটে । পূৰ্ব্বোক্ত যুক্তি অনুসারে ষোড়শীর যোগ ব্যবহারিক এবং
 উহার অযোগ পারমাৰ্থিক এই প্রকার অর্থ হওয়াতে পূৰ্ব্বমীমাংসার
 সহিতও বিরোধ ঘটে । অধিকন্তু “সৌম্য ! সৃষ্টির পূৰ্ব্বে সৎই
 ছিলেন” ইত্যাদি ঋতির উক্তি মিথ্যা হওয়াতে ‘ব্রহ্মের’ সত্তার
 অভাবে শূন্যতাবাপত্তি হয় । “তিনি অসৎই ছিলেন” ইত্যাদি বেদ-
 বাক্যের অনুসরণকারী অসদ্বাদীর নিন্দা করিয়া সদ্বাদী যে প্রস্তাব
 করেন, তাহাও নষ্ট হইয়া যায় ॥৬॥

কিন্তু আমাদিগের মতে সগুণ ও নিগুণ উভয়বিধ বেদবাক্যই
 সত্য । সগুণবাক্য মানান্তরাপ্রাপ্ত অলৌকিক অর্থাৎ অপ্রাকৃত গুণ-
 বিধান করেন এবং নিগুণবাক্য প্রাকৃত গুণসকলের নিষেধ করিয়া
 থাকেন, ইহাই ব্যবস্থা । শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশস্কন্ধে বলিয়াছেন—
 “নিগুণ অর্থাৎ প্রাকৃতগুণরহিত আমাকে অপ্রাকৃত গুণসকল

নিগুণবাক্যেহপি সাক্ষিত্বাদয়ো ধর্ম্য নির্দিষ্টাঃ। ইতরথা
সাক্ষ্যাাদিশব্দান্তিম্নিগ্ন প্রবর্তেরন, সমন্বয়াধ্যায়শ্চ পীড্যেত। তত্র
খলু গুণানাং প্রবৃত্তিনিমিত্তত্বং স্বীচকার ভগবান্ সূত্রকারঃ,
“অন্তস্তদ্বন্ধোপদেশাৎ,” “অন্তর্যামীধিদৈবাদিসু তদ্বন্ধব্যপদেশাৎ,”
“অদৃশ্যত্বাদিগুণকো ধর্মোক্তেঃ,” “সর্বধর্মোপপত্তেঃ” ইতি ॥৮॥

ননু নৈগুণ্যবোধকানামপি বচসাং জাগরুকত্বাৎ ব্রহ্মণো বৈরূপাং ছুস্পা-
রিহরমিতি চেতব্রাহ নিগুণেতি। ইতরথা ধর্ম্যভাবে। নিমিত্তমন্তরা ধর্ম্যং
বিনা। তস্মিন্ ব্রহ্মণি, অন্তরিতাস্যার্থঃ। যত্র যোহন্তরিত্যাди ছান্দোগ্য-
বাক্যে আদিত্যান্তঃস্থঃ হরিরেব বোধ্যঃ। কুতঃ হিরণ্যত্বপুণ্ডরীকাক্ষত্বাপ-
হতপাপুত্বাদিধর্মোক্তেরিতি। অন্তর্যামীত্যস্যার্থঃ। যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্নিত্যাদি-
বৃহদারণ্যকবাক্যেহধিদৈবাদিপদোপেতেষু বাক্যেষু শ্রুতোহন্তর্যামী হরি-
বোধ্যঃ। কুতঃ পৃথিব্যাদিসর্ববিকারনিয়মনামৃতত্বাদিতদ্বর্মোক্তেরিতি। অদৃশ্যে-
ত্যস্যার্থঃ। অথ পরা যয়া তদন্ধরমধিগম্যতে। যত্তদদৃশ্যমগ্রাহং দিব্যো
হমূর্তঃ পুরুষ ইতি মুণ্ডকবাক্যে অদৃশ্যত্বাদিধর্ম্য হরিবোধ্যঃ। কুতঃ যঃ
সর্বজ্ঞ ইত্যাদি তদ্বন্ধকথনাদিতি ॥৮॥

আশ্রয় করে।” অতথা গুণহীনে গুণভজন অসম্ভব হয়। বিষ্ণু-
পুরাণে পরাশর ঋষিও স্পষ্ট করিয়াই বলিয়াছেন যে, প্রকৃতি-
বিকারভূত গুণসকল পরমেশ্বরে নাই, কিন্তু তাঁহাতে স্বরূপানুবন্ধী
অনন্ত কল্যাণগুণ আছে ॥৭॥-

নিগুণবাক্যে পরমেশ্বরে সাক্ষিত্ব প্রভৃতি ধর্ম্যসকল নির্দিষ্ট
হইয়াছে। ব্রহ্মের ধর্ম্য স্বীকার না করিলে তাঁহাতে সাক্ষী প্রভৃতি
শব্দের প্রবৃত্তি হয় না। আবার ধর্ম্য স্বীকারে সাক্ষিত্বাদিগুণবিশিষ্ট
ব্রহ্মের সগুণত্ব অনিবার্য্য হয়। এই নিমিত্ত ধর্ম্য অস্বীকার করিলে
সমন্বয়াধ্যায়ের অসঙ্গতি হইয়া উঠে। ঐ সমন্বয়াধ্যায়ে ভগবান্
সূত্রকার গুণসকলের প্রবৃত্তিনিমিত্তত্ব স্বীকার করিয়াছেন, যথা—
“সূর্য্যের বা অগ্নির অন্তর্বর্তী পুরুষ জীব নহেন, কিন্তু পরমাত্মা; কারণ
এই প্রকরণে ঐ অন্তর্বর্তী পুরুষের উদ্দেশেই ‘অপহতপাপত্ব’ অর্থাৎ
কর্মবশ্যতারাহিত্য প্রভৃতি ধর্ম্য উক্ত হইয়াছে। জীব কর্মবশ, সুতরাং
তাঁহাতে কর্মবশ্যতারাহিত্য প্রভৃতি ধর্ম্য সম্ভব হয় না। দেবতা-

সর্বশব্দাবাচ্যে লক্ষণা তু ন সম্ভবতীত্যাভিতং প্রাক্।
 চিন্মাত্রাদিশব্দস্য পুনর্লক্ষণয়া লক্ষ্যস্তাচৈতন্যত্বং ভাগত্যাগলক্ষণা
 তত্র ন সম্ভবেদ্বিরুদ্ধভাগাসম্ভবাদিতি তুচ্ছমেতৎ। ইত্থং নিগুণ
 ইত্যনেন গুণনিষেধায় সাক্ষিহাদি ধর্ম্মানুক্तिরिति বিফলজল্পিত-
 মপি দূরাপাস্তম্। শ্রুতিপ্রাপ্তস্য সাক্ষিহাদেঃ শ্রুত্যানুবাদো ন
 সম্ভবতীত্যাভিতং প্রাক্। তস্মাদপ্রাকৃতানন্তগুণরত্নাকরো হরিঃ
 সর্ববেদবাচ্যঃ ॥৯॥

নহু সাক্ষিহাদিগুণযোগেন চিন্মাত্রং লক্ষ্যমিতি তত্রাহ সর্বেতি। সোহয়ং
 দেবদত্ত ইত্যত্র লক্ষ্যং পিণ্ডমাত্রশব্দেন বাচ্যং দৃষ্টং তদ্বৎ তবাপি সাক্ষ্যাদি-
 শব্দলক্ষ্যচিন্মাত্রশব্দেন বাচ্যত্বমেব স্যাৎ। ত্বয়া খলু শব্দাবাচ্যং শুদ্ধং
 স্বীক্ৰিয়তে কথমধুনা তাদৃশে লক্ষণামাশ্রয়সীতি ভাবঃ। নহু চিন্মাত্রশব্দস্য চেৎ

দিগেরও যে লোকেশ্বরহাদি দৃষ্ট হয়, তাহাও তাঁহাদিগের স্বাভাবিক
 নহে, কিন্তু ঈশ্বরোপাসনালব্ধ। তাঁহাদিগের ফলদাতৃত্বও স্বাধীন
 নহে, পরন্তু ঈশ্বরস্বাধীন। তাঁহারা উপাস্ত বলিয়াও শ্রেষ্ঠ হইতে
 পারেন না; কারণ তাঁহাদিগের উপাস্ততাও ঈশ্বরের স্বরূপে নহে।
 দেহসম্বন্ধ প্রতীতিবশতঃ ও ঐ অন্তর্বর্ত্তী পুরুষকে জীব বলা যায়
 না; কারণ, “আমি এই মহান্ পরমাত্মাকে আদিত্যের ন্যায়
 জ্যোতির্ম্ময় অজ্ঞানান্ধকারনাশক অপ্রাকৃত ও অলৌকিক দেহবিশিষ্ট
 পুরুষ বলিয়া জানি” ইত্যাদি পুরুষসূক্ত মন্ত্রাদিতে তাঁহার অপ্রাকৃত
 দিব্যদেহ কথিত হইয়াছে।” “সর্বান্তঃস্থত্ব, তদ্ব্যবহৃত্ব, তন্নিসৃত্ব,
 বিভূবিজ্ঞানানন্দত্ব ও অমৃতত্বাদি ধর্ম্মের অভিধানহেতু অধিদৈবাদি-
 বাক্যে যে পরমাত্মা অন্তর্য্যামীরূপে উক্ত হইয়াছেন, তিনিই এই স্থলে
 পৃথিব্যাদির অন্তর্য্যামী বলিয়া জানিতে হইবে।” “যিনি সামান্যতঃ
 সর্ববিষয়ক-জ্ঞানবান্, যিনি বিশেষতঃ সর্ববিষয়ক জ্ঞানবান্, যাহার
 তপস্ত্যাই জ্ঞানময়, যাহা হইতে প্রধানেরও উৎপত্তি” ইত্যাদি শ্রুতিতে
 চেতনধর্ম্মের উক্তিহেতু অদৃশ্যত্বাদিধর্ম্মা পরমাত্মাই পরাবিজ্ঞার বিষয়।”
 “বিশেষতঃ অচিন্ত্যানন্তগুণস্বরূপ পরমেশ্বরে বিরুদ্ধ ও অবিরুদ্ধ সকল
 ধর্ম্মই উপপন্ন হয়” ॥৮॥

সকল শব্দের অবাচ্য ব্রহ্মে লক্ষণাও সম্ভব হয় না, ইহা পূর্বেই
 বলা হইয়াছে। লক্ষণা দ্বারা চিন্মাত্র প্রভৃতি শব্দের লক্ষ্যবস্তুর

“নিগুণচিন্মাত্রং স্বলীকমেব,” “ন তৎসমশ্চাত্ত্যাদিকশ্চ দৃশ্যতে,”
 “মন্তঃ পরতরং নাশ্রুৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়” (গীঃ ৭।৭) ইত্যাদি
 শ্রুতিস্মৃতিভ্যঃ। গুণবান্বেবানুরাগবিষয়ো ন দ্বগুণন্তৌচ্ছ্যাৎ।
 মোক্ষশ্চ সগুণজ্ঞানাদেব— “যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুদ্রবর্ণং কৰ্ত্তা-
 রমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিম্। তদা বিদ্বান্ পুণ্যপাপে বিশ্বম্
 নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি” (মুঃ ৩।১।৩) ॥ “ভোক্তারং যজ্ঞ-
 তপসাং সৰ্বভূতমহেশ্বরম্। স্নহদং সৰ্বভূতানাং জাত্বা মাং
 শান্তিমুচ্ছতি” (গীঃ ৫।২৯) ইত্যাদি শ্রুতিস্মৃতিভ্যঃ ॥১০॥

পিণ্ডমাত্রশব্দবহ্যজিৎ ক্রমে তর্হি তস্মাপি বা লক্ষণা কার্যেতি চেত্তত্রাহ
 চিন্মাত্রাদীতি। চিন্মাত্রে সা লক্ষণৈব ন সম্ভবতি ইত্যাহ ভাগেতি। নির্দিষ্টং
 দর্শয়তি শ্রুতীতি। একেনোক্তস্যার্থস্য ততোহন্যেন কীর্তনমনুবাদঃ। তস্মা-
 দিতি। গুণবান্ হরির্বেদবাচ্য ইত্যর্থঃ ॥৯॥

অথ শব্দশব্দেরচিন্ত্যত্বাদেব প্রবৃত্তিনিমিত্তানি লক্ষণাঞ্চ বিনা সাক্ষ্যাদি-
 শব্দাশ্চিন্মাত্রং প্রকাশয়েয়ুরিতি চেত্তত্রাহ নিগুণেতি। অলীকং মুষা ন তদি-
 ত্যাদিবার্কোঃ সগুণাদন্যস্য চিন্মাত্রস্যোৎকৃষ্টস্য প্রতিষেধাৎ। ত্বয়া কুসৃষ্টাং
 সগোষ্ঠ্যাং সাধিতোহপি নিগুণো ন তে পুরুষার্থ ইত্যাহ গুণবানিতি। দুঃখহরঃ
 সুখার্পকশ্চানুরাগযোগ্যঃ ন তু তদ্বিলক্ষণঃ। ততোহপার্থস্তে শ্রম ইতি ভাবঃ।
 সগুণস্য পুরুষার্থত্বং দর্শয়তি মোক্ষশ্চেতি। যদেতি মুণ্ডকে। ভোক্তারমিতি
 শ্রীগীতাসু ॥১০॥

অচৈতনত্বই ষটিবে। তজ্জন্ম ভাগলক্ষণা স্বীকারও অসম্ভব হয়;
 যেহেতু বিরুদ্ধ ভাগই সম্ভব হয় না। অতএব সাক্ষিত্বাদি গুণত্যাগ
 করিয়া কেবল চিন্মাত্র শুদ্ধ ব্রহ্মই ঐ সকল শব্দের লক্ষ্য, এরূপ
 বলা যায় না। কারণ, কেবল শুদ্ধ যে ব্রহ্ম, তাঁহাতে শব্দের শক্তি-
 লক্ষণা যাইতে পারে না। এই রূপে নিগুণ শব্দদ্বারা গুণনিষেধের
 জন্ম সাক্ষিত্ব প্রভৃতি ধর্মের অনুক্তি, এই বিফল জল্পনা নিরস্ত
 হইতেছে। শ্রুতিপ্রাপ্ত সাক্ষিত্ব প্রভৃতি ধর্মের আবার শ্রুতি দ্বারা
 অনুবাদ সম্ভব হয় না, ইহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। অতএব
 অপ্রাকৃত-অনন্ত-গুণরত্নাকর হরি সর্ববেদবাচ্য, ইহাই স্থির ॥৯॥

নিগুণ চিন্মাত্র ব্রহ্ম মিথ্যা। “তাঁহার সমান বা তাঁহা হইতে
 অধিক দৃষ্ট হয় না।” “ধনঞ্জয়, আমা হইতে পরতর আর কেহই

ননু বিষ্ণোরৈব তদ্বাচ্যত্বং তু— “যতো বাচো নিবর্তন্তে
অপ্রাপ্য মনসা সহ,” “যদ্বাচানভ্যুদিতং যেন বাগভ্যুদ্যতে, তদেব
ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে,” “যৎ শ্রোত্রেণ ন শৃণোতি
যেন শ্রোত্রমিদং শ্রুতং, তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে”
ইত্যাদিশ্রুতেঃ, “যতোহপ্রাপ্য নিবর্তন্তে বাচশ্চ মনসা সহ। অহং
চাত্তো ইমে দেবাস্তস্মৈ ভগবতে নমঃ” ॥ ইত্যাদিস্মৃতেশ্চ কা
গতিরিতি চেন্ন। সাকল্যাবাচ্যতয়া তদগতেদর্শয়িষ্যমাণত্বাৎ।
সর্বজ্ঞাদয়ঃ শব্দাঃ সার্বজ্ঞ্যাদিনা নিমিত্তেন ভগবতি প্রবর্তন্তে
নিগুণাদয়স্তু নৈগুণ্যাদিনেতি কংসস্ম বেদস্ম ভগবৎপরত্বম্।
ইতঞ্চ “সর্বৈ বেদা যৎপদমাযনন্তি” ইত্যাদি শ্রুতিস্মৃত্য-
বিরোধঃ ॥১১॥

বিষ্ণোঃ সর্ববেদবাচ্যত্বমাক্ষিপতি নথিতি। যত ইতি তৈত্তিরীয়কে
যতো ব্রহ্মণো বাঙ্ মনশ্চ নিবর্তত ইত্যর্থঃ। যদিতি কেনোপনিষদি। যদ্বাক্ষ
বাচ্যভ্যুদিতং প্রোক্তং নেত্যর্থঃ। অভ্যুদ্যতে প্রকশ্যতে। নেদমিতি। ইদং
মনঃ প্রভৃতি ব্রহ্ম নেত্যর্থঃ। যদিতি। ন শৃণোতি ন শ্রুয়তে। যত ইতি
তৃতীয়ে মৈত্রেয়বচনম্। কা গতিরিতি। এষু বাচ্যত্বপ্রতিষেধাৎ লক্ষ্যতা
তু ভবেদিতিভাবঃ। ততশ্চ সর্ববেদবাচ্যত্বফতিরিতি। স্মৃটার্থমন্ত্য ॥১১॥

নাই।” এই সকল শ্রুতি ও স্মৃতিই তদ্বিষয়ে প্রমাণ। বিশেষতঃ
গুণবানই অহুংগের বিষয় হন, নিগুণবস্তুর তাহা হইতে পারে না;
যেহেতু উহা অতি তুচ্ছ। সগুণ ব্রহ্মের জ্ঞান হইতেই মোক্ষরূপ
পুরুষার্থ হয়। “দ্রষ্টা জীব যখন রুক্মবর্ণ অর্থাৎ জ্যোতির্ময় জগৎ-
কর্ত্তা ব্রহ্মাণি পবনপুরুষকে দর্শন করেন, তখন তিনি তত্ত্বজ্ঞ হইয়া
বন্ধনের মূলীভূত পুণ্যপাপকর্ম্ম সমূলে পরিত্যাগ করতঃ নিরঞ্জন
অবস্থায় পরমেশ্বরের সাম্য লাভ করিয়া থাকেন।” “যজ্ঞ ও তপস্যার
ভোক্তা এবং সর্বভূতের মহেশ্বর ও সূহৃৎ আমাকে জানিয়া জীব
মোক্ষলাভ করে।” এই সকল শ্রুতি ও স্মৃতিতে পূর্বোক্ত মতেরই
পোষকতা দৃষ্ট হয় ॥১০॥

যদি বল, বিষ্ণুর সর্ববেদবাচ্যত্ব বলিলে “যাঁহাকে না পাইয়া
বাক্য মনের সহিত নিবৃত্ত হয়।” “যাঁহাকে বাক্য দ্বারা প্রকাশ করা

তদিদং শুদ্ধশূর্যপূর্ণশ্চ বিশোবেদাবাচ্যত্বং ভগবতা সূত্রকারেণো-
ক্তম্ “ঐক্ষতের্নাশকম্” ইত্যাম্মল্লধিকরণে, বেদেষু বাচ্যত্বদর্শনাদ-
শব্দং ব্রহ্ম ন ভবতি কিন্তু শব্দবাচ্যমেব ভবতীতি ভাষিতঞ্চ।
যত্বশব্দমিতি প্রধানং ব্যচষ্ট তন্ন, তন্ত্রাপ্যজামেকামিত্যাদিশব্দ-
বাচ্যত্বাৎ ॥১২॥

কিঞ্চ, জ্ঞানকাণ্ডে সাক্ষাদেব ব্রহ্ম প্রাহ— “তত্ত্বোপনিষদং
পুরুষং পৃচ্ছামি” ইতিশ্রুতেঃ। কর্মকাণ্ডন্তু জ্ঞানাজ্জকর্মপ্রতি-
পাদনাৎ পরম্পরয়েতি— “তমেতং বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণা

উক্তে হর্থ্যে ব্যাসসম্মতিমাহ তদিদমিতি। ব্যাখ্যান্তরং নিরাকরোতি
যত্বিতি ব্যচষ্ট কেবলাদ্বৈতী। তন্মাপি প্রধানস্বাপীত্যর্থঃ। অজামেকামি-
ত্যাदिমন্তে অজাশব্দেন প্রধানমুচ্যতে ॥১২॥

যায় না, যিনি বাক্যকে প্রকাশ করেন; তিনিই ব্রহ্ম।” “যাঁহাকে
শ্রোত্র দ্বারা শ্রবণ করা যায় না, যিনি শ্রোত্রের শ্রবণসামর্থ্য প্রকাশ
করেন” ইত্যাদি শ্রুতি এবং “যাঁহাকে না পাইয়া বাক্য মনের সহিত
নিবৃত্ত হয়, অণু দেবতাসকল ও আমি যাঁহাকে জানিতে পারি নাই”
ইত্যাদি স্মৃতির কি গতি হইবে? তাহার উত্তর এই; বিষ্ণুর গুণ
অনন্ত; যাহা অনন্ত, তাহা সাকল্যে জানা যায় না; তাঁহাকে
অবাচ্য বলা যাইতে পারে। সর্বজ্ঞ প্রভৃতি শব্দ সার্বজ্ঞ্যাদি নিমিত্ত
দ্বারা এবং নিগূর্ণত্বাদি নিমিত্তদ্বারা শ্রীভগবানে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে।
অতএব অপ্রাকৃত সর্বগুণযুক্তত্ব এবং প্রাকৃত সর্বগুণরাহিত্য
প্রতিপাদন দ্বারা সমস্ত বেদই শ্রীভগবানকে নির্দেশ করিতেছেন, এই
প্রকার অর্থ করিলে, আর কোন দোষই ঘটিতেছে না। এই প্রকারে
“সকল বেদ যে ভগবান্কে প্রতিপাদন করেন” ইত্যাদি শ্রুতিরও
অবিরোধ হইল ॥১১॥

শুদ্ধ পরিপূর্ণ বিষ্ণুর বেদবাচ্যত্ব ভগবান্ সূত্রকারও বলিয়াছেন
—“বেদবাচ্যত্ব দর্শনহেতু ব্রহ্ম অশব্দ, অর্থাৎ বেদের অপ্রতিপাত্ত
নহেন, কিন্তু বেদবাচ্যই হন। অশব্দ পদে প্রকৃতিকে বুঝাইতে পারে
না; যেহেতু “অজামেকাং” প্রভৃতি শ্রুতিতে প্রকৃতির বেদবাচ্যত্বই
উক্ত হইয়া থাকে” ॥১২॥

বিবিদিষন্তি, যজ্ঞেন দানেন ত্রপস্যা নাশকেন” ইতিশ্রুতঃ, “যতঃ প্রবৃন্তিভূতানাং যেন সর্বমিদং ততম্। স্বকৰ্ম্মণা তমভ্যর্চ্য সিদ্ধিং বিন্ধতি মানবঃ” (গীঃ ১৮।৪৬) ইতিস্মৃতেশ্চ ॥১৩॥

ননু বৃষ্টিপুত্রসর্গাদিফলকানি কৰ্ম্মাণি বিদধানোহসৌ প্রতী-
য়তে? মৈবং ; তথা তদ্বিধানশ্চ প্ররোচনাজনকত্বাৎ কারীৰ্য্যাদি-
ফলশ্চ বৃষ্ট্যাদেদৃষ্টত্বেন বেদে সশ্রদ্ধশ্চ তদভিরুচ্যা তদর্থং
সম্যাখিচারয়তো। “যো বা এতদক্ষরমবিদিত্বা গার্গ্যস্মাল্লোকাৎ
প্রৈতি স কৃপণঃ” ইত্যত্রক্ষজশ্চ দৈত্যং “তমেতং বেদানুবচনেন”

ননু জ্ঞানকাণ্ডে বিষ্ণোৰ্বাচ্যতা শক্যা বক্তুং কৰ্ম্মকাণ্ডে তু ন সা শক্যতে
বক্তুম্। তত্র হি সাক্ষ্যেতিকর্তব্যাতাকং কৰ্ম্ম এব প্রতিপাত্তে ইতি চেত্তত্রাহ
কিঞ্চ জ্ঞানেতি। তমিতি বৃহদারণ্যকে। উপনিষদা প্রতিপাত্তে ঔপনিষদঃ
শৈষিকোহনু। তমেতমিতি তমেতং পরমাত্মনম্। অত্র বেদানুবচনাদীনাং
কৰ্ম্মণাং বিবিদিষাঙ্গত্বং বিস্মৃটম্। যত ইতি শ্রীগীতাসু। সিদ্ধিং স্বপরা-
জ্ঞানলক্ষণাম্ ॥১৩॥

অত্র শঙ্কতে নম্বিতি। কারীৰ্য্যায় যজ্ঞেত বৃষ্টিকাম ইত্যাদিকো বেদো
বৃষ্ট্যাদিফলকানি কৰ্ম্মাণি বিধত্তে ন তু বিষ্ণুফলকং জ্ঞানমিত্যর্থঃ। জ্ঞান-
কাণ্ডমপি কৰ্ম্মকর্ত্তৃদেবতাঙ্গপ্রতিপাদনাং কৰ্ম্মপরমেবেতি ভাবঃ। নিরসুতে
নৈবমিতি। তথ্যেতি বৃষ্ট্যাদিফলকতয়েত্যর্থঃ। প্ররোচনা রুচিঃ। তজ্জনক-
তাপ্রকারমাহ কারীৰ্য্যাদীতি। যো বা ইতি বৃহদারণ্যকে। অক্ষরং ব্রহ্ম।

আরও জ্ঞানকাণ্ডে যে সাক্ষাৎসম্বন্ধেই ব্রহ্মবস্তু প্রতিপাদন করিয়া
থাকেন, “উপনিষৎপ্রতিপাদ্য পুরুষকে জিজ্ঞাসা করি” ইত্যাদি শ্রুতিই
উহার প্রমাণ এবং কৰ্ম্মকাণ্ডসকল জ্ঞানাস্তভূত কৰ্ম্মের প্রতিপাদন
দ্বারা পরম্পরা-সম্বন্ধে ব্রহ্মবস্তু প্রতিপাদন করিয়া থাকেন, “সেই
পরমাত্মাকে বেদানুবচনদ্বারা বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণসকল জানিতে ইচ্ছা করেন”
ইত্যাদি শ্রুতিই উহার প্রমাণ। স্মৃতিতেও উক্ত হইয়াছে যে,
“যাঁহা হইতে ভূতসকলের প্রবৃন্তি, যিনি সমস্ত জগৎ ব্যাপিয়া
আছেন, তাঁহাকে নিজ-কৰ্ম্মদ্বারা অর্চন করিয়া মানব সিদ্ধিলাভ করিয়া
থাকেন” ॥১৩॥

কৰ্ম্মকাণ্ডসকল বৃষ্টি-পুত্রাদি-ফলক কৰ্ম্মসকলের বিধান করে,
ব্রহ্মবস্তু প্রতিপাদন করে না, এরূপও বলিতে পারা যায় না ; কারণ,

ইত্যাদিনা কৰ্ম্মণাং তজ্জ্ঞানাজনকতাক্ষ বিজানতো নিষ্কামাণি
তাগ্নুত্তিষ্ঠতে। ব্রহ্মধিষণামসৌ জনয়তীতি সিদ্ধং তস্মৈ সৰ্ব্বশ্চ
তৎপরত্বম্ ॥১৪॥

যদুক্তং “পরোক্ষবাদো বেদোহয়ং বালানাংমুশাসনম্। কৰ্ম্ম-
মোক্ষায় কৰ্ম্মাণি বিধত্তে হৃগদং যথা ॥ বেদোক্তমেব কুৰ্ব্বাণো
নিঃসঙ্কোহপিতমীশ্বরে। নৈককৰ্ম্ম্যং লভতে সিদ্ধিং রোচনার্থা ফল-
শ্রুতিঃ” ইতি। কামিতশ্চৈব স্বর্গাদেঃ ফলত্বেন প্রতীতেরকামিতো-
হসৌ ন ভবেৎ, কিন্তু চিত্তশুদ্ধিরেব জ্ঞানোদয়ার্থা ভবেদিতি ॥১৫॥

প্রতি পরলোকং যাতি ম্রিয়ত ইত্যর্থঃ। তানি কৰ্ম্মানি। অহুত্তিষ্ঠতঃ কুৰ্ব্বতঃ।
অসৌ বেদঃ ॥১৪॥

উক্তব্যবস্থাং প্রমাণয়তি যদুক্তমিত্যাদিনা। পরোক্ষেত্যেকাদশে। বেদঃ
কৰ্ম্মমোক্ষায় কৰ্ম্মাণি বিধত্তে ন তু বৃষ্টিপুত্রাণ্যর্থম্। যদয়ং পরোক্ষবাদঃ
আবৃত্তার্থবক্তা। বালানাংমুশাসনং যথা ভবতি তথা। তত্র দৃষ্টান্তোহৃগদং
যথেন্তি। কটুকমৌষধং পায়য়ন্ পিতা ফলিতেন প্রলোভয়ন্ পায়য়তি দত্তে
চ ন চৌষধপানস্য ফলিতলাভঃ ফলং কিন্তু আরোগ্যমেব। তথা বৃষ্টিাদি-
ফলেঃ প্রলোভয়ন্ বেদঃ কৰ্ম্মমোক্ষায় কৰ্ম্মাণি বিধত্তে। তস্মাদ্বেদোক্তমেব
কুৰ্ব্বাণো ন তু তন্নিষিদ্ধম্। ননু কৰ্ম্মানি কৰ্ত্তব্যঃ প্রতি তৎফলং তু স্যাদেব ন তু
নৈককৰ্ম্ম্যসিদ্ধিরিতি চেত্তব্রাহ নিঃসঙ্কঃ অভিনিবেশশূন্যঃ ঈশ্বরেহ-পিতং ন তু
ফলোদ্দেশেন। ননু শ্রুতত্বাৎ ফলং স্যাদেবেতি চেত্তব্রাহ রোচ-নার্থেন্তি।
ঔষধপানে ফলিতদর্শনবদিত্যর্থঃ ॥১৫॥

পুত্রাদিফলক কৰ্ম্মসকলের বিধান কেবল জীবের প্ররোচনার জন্য।
লোকে কারীরী প্রভৃতি যজ্ঞের বৃষ্টি প্রভৃতি ফল দেখিয়া বেদে
শ্রদ্ধাযুক্ত হইবেন। একবার বেদে শ্রদ্ধা জন্মিলে, পরে ঐ সকল
লোকের বেদার্থের সমাক্ষ বিচারে প্রবৃত্তি হইবে। তখন তাঁহারা
“পরব্রহ্মকে না জানিয়া যে ব্যক্তি মৃত্যুমুখে পতিত হয়, সে অতি
দুর্ভাগা” জ্ঞানকাণ্ডগত অব্রহ্মজ্ঞের এইরূপ নিন্দা শ্রবণ করিয়া “তাঁহাকে
বেদানুবচনদ্বারা ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তিসকল জানিতে ইচ্ছা করেন” ইত্যাদি
শ্রুত্যর্থের অনুসরণে ব্রহ্মজ্ঞানজনক নিষ্কাম কৰ্ম্মের অনুষ্ঠান করিবেন।
এই অভিপ্রায়েই কৰ্ম্মকাণ্ডসকলের কৰ্ম্মবিধান বুঝিতে হইবে। ফলতঃ
কৰ্ম্মকাণ্ডসকলও পরম্পরাসম্বন্ধে ব্রহ্মজ্ঞান উৎপাদন করেন, ইহাই
স্থির। অতএব নিখিল বেদই ব্রহ্মপর জানিতে হইবে ॥১৪॥

এতেনেদঞ্চ নিরন্তম্। তথাহি নবীনাঃ কল্পয়ন্তি - আত্মা-
য়ন্তু ক্রিয়ার্থত্বাদানর্থক্যমতদর্থানাং তস্মাদনিত্যমুচ্যতে তদভু-
তানাং ক্রিয়ার্থেন সমাস্মায়োহর্থন্তু ভিন্নমিত্বাদিতি বিধিকাণ্ডে
কৃৎসন্তু ক্রিয়াপরত্বনিরূপণান্ন তন্তু বিষ্ণুপরত্বম্। তত্র কৰ্ম্মকাণ্ডে
সাক্ষাদেব ক্রিয়াং নিরূপয়তি জ্ঞানকাণ্ডন্তু তদঙ্গভূতকৰ্ত্তৃদেবতা-
প্রকাশনদ্বারা চেতি ॥১৬॥

এতেনেতি। সৰ্ব্বস্য বেদস্য বিষ্ণুপরত্বনিরূপণেন ইদং বক্ষ্যমাণং সৰ্ব্বস্য
বেদস্য ক্রিয়াপরত্বম্। নবীনাঃ প্রাভাকরাদয়ঃ। বিধিকাণ্ডে কৰ্ম্মমীমাংসায়াম্।
ক্রিয়ামগ্নিহোত্রাদিকাম্। জ্ঞানকাণ্ডে হিতি। তত্র যজ্ঞীবপ্রতিপাদনং তং
কৰ্ম্মকৰ্ত্তৃৰ্ভজমানস্য যচ্চ বিষ্ণোন্তংকৰ্ম্মাঙ্গায়া দেবতায়া ইতি কৰ্ম্মাঙ্গয়ো-
রুভয়োঃ প্রতিপাদনমিত্যর্থঃ ॥১৬॥

এই নিমিত্তই শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশস্কন্ধে বলিয়াছেন, “এই
বেদ প্রচ্ছন্নবক্তা। পিতা যেমন ঔষধরূপ নিম্ব ভক্ষণ করাইবার
জন্তু বালককে লড্ডুক দান করেন, বালকও লড্ডুকের প্রলোভনে
ঔষধ ভক্ষণ করিয়া থাকে, তাহাতে অভিলষিত আরোগ্য লাভ হয়।
তদ্রূপ এই প্রচ্ছন্নবক্তা বেদ পুত্রাদি ফলদ্বারা লোকসকলকে প্রলোভন
দেখাইয়া কৰ্ম্মমোক্ষের নিমিত্ত কৰ্ম্ম সকলের বিধান করিয়া থাকেন।
বেদোক্ত কৰ্ম্ম করিতে করিতেই নৈকৰ্ম্ম্যসিদ্ধি লাভ হয়। ফলশ্রুতি
রোচনার্থী। কামিত স্বর্গাদি যজ্ঞাদির ফল। যিনি স্বর্গাদি ফলের
কামনায় যজ্ঞাদি করেন, তাহারই স্বর্গাদি লাভ হয়। অকামিত হইলে
কখনই স্বর্গাদি ফল লাভ হয় না। ফলকামনাশূন্য হইয়া কৰ্ম্ম করিলে
কৰ্ম্মের নির্দিষ্ট ফল না হইয়া উহা অহুষ্ঠাতার চিত্তশুদ্ধি জন্মাইয়া
দেয়। চিত্তশুদ্ধি হইলেই জ্ঞানোদয় হইয়া থাকে ॥১৫॥

এতদ্বারা মীমাংসকও নিরন্ত হইয়াছেন। মীমাংসক বলেন,—
“বেদের কৰ্ম্মপরতাহেতু অক্রিয়াপর বেদবাক্যসকলের আনর্থক্য
এবং তজ্জন্তু অনিত্যত্ব হইতেছে বটে, কিন্তু ক্রিয়াপর বেদবাক্যের
সহিত অক্রিয়াপর বেদবাক্যের একবাক্যতারূপ সম্বন্ধ আছে বলিয়া
তাহাদেরও সাফল্য এবং নিত্যত্ব বুঝিতে হইবে। অতএব কৰ্ম্ম-
কাণ্ডের সকলবাক্যই ক্রিয়াপররূপে নিরূপণ করা হয়, উহাদের
কোনটিই বিষ্ণুপর নহে। কৰ্ম্মকাণ্ড সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ক্রিয়াকে নিরূপণ

যন্তু প্রকরণভেদাৎ “তদ্যথেষ্ট কৰ্ম্মজিতো লোকঃ ক্ষীয়ত
এবমেবামুত্র পুণ্যজিতো লোকঃ ক্ষীয়তে” ইত্যাদিনা ক্রিয়া-
ফলবিগানাজ্ঞানজ্ঞানকাণ্ডে ক্রিয়াপরং কিন্তু ব্রহ্মপরমেবেতি
বদন্তি তন্ন, - ভূতার্থবিষয়ত্বে নৈরর্থক্যাপ্রাপ্তেঃ। “স্বৰ্গকামো
যজেত”, তস্মাদ্ ব্রাহ্মণঃ সুরাং ন পিবেৎ” ইত্যাদীনি প্রবৃতি-
নিবৃতিবোধকান্যেব বাক্যাণ্যর্থবন্তি বীক্ষ্যতে, ন তু “সপ্তদীপা
বসুন্ধরা” ইত্যাদীনি ভূতবস্তুপরাণি। তস্মাৎ কুৎসস্ত তস্য ক্রিয়া-
পরত্বমিতি ॥১৭॥

তদিদং করকৃতদ্ব্যয়নিপিধানবদ্ব্যপাহাসাম্পদং কুবুদ্ধিবিজ্ঞ-
স্তিতম্। “সৰ্বে বেদা যৎপদমামনন্তি” ইত্যাদি শ্রুতিস্মৃতিভ্যঃ—

সিদ্ধান্তযুক্তিং শ্লথয়তি যত্নিতি। প্রকরণেতি। কৰ্ম্মকাণ্ডজ্ঞানকাণ্ডস্য
ভিন্নহাভিন্নবিষয়ত্বাচ্চৈতর্যঃ। নতু কৰ্ম্মাঙ্গকৰ্ত্তৃদেবতাপ্রতিপাদকত্বজ্ঞানকাণ্ডস্য
কৰ্ম্মকাণ্ডানুগতিৰ্ভবিষ্যতি ইতি চেজ্ঞানকাণ্ডে কৰ্ম্মফলনিন্দনায় ভবিষ্য-
তীতাহ। তদ্যথেষ্টি ছান্দোগ্যে। কৰ্ম্মজিতো দুৰ্গাদিঃ। পুণ্যজিতঃ
স্বৰ্গাদিঃ। ভূতার্থেতি। জ্ঞানকাণ্ড্যানাদিজীবেশপ্রতিপাদকত্বে নিষ্ফলত্ব-
প্রসঙ্গাদিতার্থঃ ॥ ক্রিয়াপরস্য গ্রন্থস্য সফলত্বং সিদ্ধবস্তুপরস্য তু নিষ্ফলত্বং
দর্শয়তি সর্গেত্যাদিনা প্রকট্যর্থম্ ॥১৭॥

করে এবং জ্ঞানকাণ্ড উহার অঙ্গীভূত কৰ্ত্তা ও দেবতার প্রকাশনদ্বারা
ক্রিয়াপর হইয়া থাকে। জ্ঞানকাণ্ড কৰ্ম্মকাণ্ডেরই অন্তর্গত” ॥১৬॥

“প্রকরণের ভেদ ধরিয়া, “যেমন এই পৃথিবীতে কৰ্ম্মজন্য লোকের
ক্ষয় হয়, তেমনি পরলোকেও পুণ্যজন্য লোকের ক্ষয় হইয়া থাকে”
ইত্যাদি শ্রুতিপ্রমাণে কৰ্ম্মফলের নিন্দাশ্রবণে জ্ঞানকাণ্ডকে কৰ্ম্মপর
নয়, কিন্তু উহা ব্রহ্মপর এক্রপও বলি যায় না ; কারণ, তন্মতে জ্ঞান-
কাণ্ড অনাদি জীবেশ্বরের প্রতিপাদক হইয়া নিষ্ফল হইতেছেন। ক্রিয়া-
পর গ্রন্থই সফল, সিদ্ধবস্তুপর গ্রন্থ কখনই সফল হইতে পারে না।
“স্বৰ্গকামীই যজ্ঞ করিবেন।” “অতএব ব্রাহ্মণ সুরাপান করিবেন
না।” এইরূপ বেদবাক্যসকল কৰ্ম্ম বিধানের হেতু প্রদর্শন করিয়াই
সফল হন, দেখা যায় ; কিন্তু “সপ্তদীপা বসুন্ধরা” প্রভৃতি সিদ্ধবস্তু-
পর বাক্যসকলের সার্থকতা দৃষ্ট হয় না। অতএব সমস্ত বেদকেই
ক্রিয়াপর বলিতে হইবে ॥১৭॥

ঐদৃশজৈমিন্যুক্তদর্শনাচ্চ। আশ্নায়শ্চোত্বেনেন কৃৎস্নশ্চ কৰ্ম্ম-
কাণ্ডশ্চ ক্রিয়াপরত্বে সংশ্রিতে তদন্তর্গতানাং “সোহরোদীং” ইত্যা-
দীনাং কেষাঞ্চিদ্ধাক্যানাং তদেকবাক্যত্বায় “তদ্ভূতানাম্” ইতি—
সমর্থনম্ ॥১৮॥

তথাহি— “আশ্নায়শ্চ” ইতি পূর্বপক্ষসূত্রঃ; অশ্বার্থঃ— “চোদনা-
লক্ষণো ধর্ম্মঃ” ইত্যুপক্রমাৎ, “তশ্চ জ্ঞানমুপদেশঃ” ইতি মধ্যে
পরামর্শাৎ, “তদ্ভূতানাম্” ইত্যুপসংহারাদ্ভাষ্যায়ঃ ক্রিয়ার্থ ইত্যব-
গম্যতে। ততশ্চাশ্নায়শ্চ বেদশ্চ ক্রিয়ার্থত্বাদ্যজ্ঞাদিক্রিয়াপরত্বা-
দতদর্থানাং পুরুষানধীনার্থত্বেন বিধৌ পর্য্যবসায়িতুমশক্যানাং
“সোহরোদীং” “রুদ্রশ্চ রুদ্রত্বং” “প্রজাপতিরাত্মনো বপ্যমুদখিদৎ”
“দেবা বৈ দেবযজনমধ্যবসায় দিশো ন প্রজানন্” ইত্যেবমাদীনাঞ্চ

প্রত্যাচ্যে তদিদমিত্যাदिনা; সর্ব্বে বেদা ইতি আদিশব্দাদ্বেদৈশ্চ
সর্বৈরহমেব বেদ ইত্যাদি গ্রাহম্। ঐদৃশেতি। এতদর্থকজৈমিনিবাক্যা-
লাভাচ্ছেত্যর্থঃ। ননু তদ্ভূতানামিতি জৈমিনিবাকাং দৃশ্যতে চেত্তত্রাহ
আশ্নায়শ্চোত্যাदि ॥১৮॥

তথাহীতি কৰ্ম্মকাণ্ডস্যৈব জৈমিনিমতে ক্রিয়াপরত্বং ন তু জ্ঞানকাণ্ডস্যাপীতি
পূর্বোক্তমর্থং দর্শয়তীত্যর্থঃ। চোদনেতাদীনি জৈমিনিসূত্রানি বোধ্যানি।

মীমাংসকের এই মত হস্তদ্বারা সূর্য্যাস্চ্ছাদনের শ্রায় উপহাসাস্পদ
এবং অজ্ঞতাসূচক হইয়া তুচ্ছ হইতেছে। “সকল বেদ যাহাকে
প্রচার করিয়া থাকেন।” এইপ্রকার বেদবাক্যসকলই পূর্বোক্ত
মতের অকিঞ্চিংকরতা প্রতিপাদন করিতেছে। জৈমিনির নিজের
কথাতেও জ্ঞানকাণ্ডাত্মক বেদের ব্রহ্মপরতা দেখা গিয়া থাকে।
জৈমিনিকর্তৃক উক্ত আশ্নায়শ্চ (বেদের) এই কথাদ্বারা সমগ্র কৰ্ম্ম-
কাণ্ডের ক্রিয়াপরত্ব স্বীকার করিলে তদন্তর্গত ‘সোহরোদীং’ (তিনি
ক্রন্দন করিলেন) ইত্যাদি বাক্যসকলেরও ক্রিয়াপর বাক্যসকলের
সহিত একবাক্যতা হইতে পারে। ফলতঃ এই নিমিত্তই, ‘তদ্ভূতানাং’
(তাদৃশ অক্রিয়াপর বাক্যসকলের) সমর্থন হইবে ॥১৮॥

“আশ্নায়শ্চ ক্রিয়ার্থত্বাদানর্থকামতদর্থানাং তস্মাদনিত্যত্বমুচ্যতে তদ্ভূ-
তানাং ক্রিয়ার্থেন সমাশ্নায়োহর্থশ্চ তন্নিমিত্তত্বাৎ” এইটি জৈমিনির

বেদবাক্যানামানর্থক্যং ধর্মপ্রামিতিক্রপার্থপ্রতিপাদকত্ববিরহঃ তস্মা-
দেবং জাতীয়কং বাক্যজাতমনিত্যমুচ্যতে। অনিত্যমিব ন
ত্বনিত্যমে৷ অপৌরুষেয়ত্বান্নিত্যত্বাভ্যুপগতিবিরোধাত্। রোদন-
বপেয়াৎখাতদিগজ্ঞানাদিক্রপসিদ্ধার্থবোধকত্বাৎ তত্ত্বক্রিয়ার্থত্বম্॥১৯॥

‘তদ্বৃত্ততানাম্ ইতি সিদ্ধান্তসূত্রম্। তস্যায়মর্থঃ—তেষু পদার্থেষু
রোদনাদিশু ভূতানাং বর্তমানানাং পদানাং ‘সোহরোদীৎ’ ইত্যাদীনাং
ক্রিয়ার্থেন পদেন ‘যজেত’ ইত্যাদিনা সমান্নায়ঃ সমুচ্চারণং সম্বন্ধ
ইতি যাবৎ। কুতঃ? —অর্থস্ত তন্নিমিত্তত্বাৎ। অর্থঃ পদার্থস্তস্ত
তন্নিমিত্তত্বাদ্যাক্যার্থপ্রত্যয়নিমিত্তত্বাৎ। পদানি তাবৎ স্বার্থা-
নভিদ্ধতি। পশ্চাত্তে পদার্থা আকাঙ্ক্ষা-যোগ্যতা-সম্বন্ধি বাচি-

অতদর্থানামক্রিয়ার্থানাং বাক্যানামিত্যম্বয়ঃ। নিত্যোতি। ঔৎপত্তিকস্ত
শব্দস্যার্থেন সম্বন্ধ ইতি জৈমিনিয়া বেদস্য তদর্থস্যোভয়োঃ সম্বন্ধস্য চ নিত্যত্বং
স্বীকৃতং তস্য স্বীকারস্য বিরোধাপত্তেশ্চেতার্থঃ॥১৯॥

তদ্বৃত্ততানামিত্যাদিকং প্রায়ঃ প্রকটার্থম্। ঔৎপত্তিকত্বিত্তি জৈমিনিসূত্রখণ্ডঃ
বেদশব্দস্য তদর্থেনাকৃতিক্রপেণৌৎপত্তিকঃ স্বাভাবিকঃ সম্বন্ধ ইত্যর্থঃ। সর্ব-
-

সূত্র। ইহার অর্থ এইরূপ; — চোদনাই ধর্মের লক্ষণ, এই
উপক্রমহেতু, উহাদেরই, এই প্রকার উপসংহারহেতু, আশ্রয়-
শব্দে ক্রিয়াপর বাক্যই বোধিত হয়, অতএব আশ্রয়ের (বেদের)
ক্রিয়ার্থত্ব (যজ্ঞাদিক্রিয়াপরত্ব) হেতু, পুরুষার্থের অনুপযোগী বলিয়া
বিধিমধ্যে নিবেশের অযোগ্য ‘তিনি ক্রন্দন করিলেন’ ‘রুদ্রের রুদ্রত্ব’
‘প্রজাপতি নিজের বপনীয় বস্তুর উৎখাত করিলেন’ ‘দেবতা সকল
দেবযজনে গমন করিবার পথ জানিলেন না’ এই প্রকার অতদর্থ
(অক্রিয়াপর) বাক্য সকলের আনর্থক্য অর্থাৎ ধর্ম প্রতিপাদকত্বের
অভাব হয়। অতএব এই জাতীয় বাক্যসমূহের অনিত্যত্ব নির্দেশ
করা হইয়া থাকে। উহারা অনিত্যের সদৃশই হয়, প্রকৃতপক্ষে
উহাদিগকে অনিত্য বলা যায় না; যেহেতু ঐ সকল বাক্য অপৌ-
রুষের বলিয়া নিত্যই হয়। রোদন, বপনীয় বস্তুর উৎখাত ও
দিকের অজ্ঞান প্রভৃতি সিদ্ধ অর্থের বোধকত্বপ্রযুক্ত ঐসকল বাক্যের
অক্রিয়াপরত্ব বুঝিতে হইবে॥১৯॥

বাক্যার্থমববোধয়ন্তীতি । তস্মাদাকাঙ্ক্ষাদিমহিম্না 'সোহরোদীৎ'-
ইত্যাদিবাক্যানাং কথঞ্চিদিধ্যে কাক্যতা কল্যেতি, তে ক্রিয়ায়াং
তথা তথাবিষ্টা বভূবুস্তস্মাদন্তেরপ্যাবেশনং কার্য্যমিতি । ন চ
জৈমিনিনা তেষাং বাক্যানাং স্বার্থে প্রামাণ্যং ত্যক্তম্ "ওংপত্তিকস্ত
শব্দস্যার্থেন সম্বন্ধঃ" ইতি শব্দার্থসম্বন্ধনিত্যত্বস্বীকারবিরোধোৎ
সর্বেষাং প্রমাণানাং স্ববিষয়াবগতিপর্য্যবসায়িত্বাচ্ ॥ ২০ ॥

ন চ জ্ঞানকাণ্ডমপি কর্মকাণ্ডেকবাক্যতা শক্যা বক্তুং
প্রকরণভেদাৎ, অতহাগ্রশ্রুতকল্পনপ্রসঙ্গাৎ, প্রত্যুত কর্মভং-
কলয়োস্তচ্ছতয়া প্রতিপাদনাচ্ ॥ ২১ ॥

যামিতি । প্রত্যক্ষাদীনি প্রমাণানি স্ববিষয়াণাং ঘটাদীনামবগতিষু জ্ঞানেষু
পর্য্যবস্যানুগত্যা তেষাং প্রমাণত্বং হীয়েত । প্রমাজনকং খলু প্রমাণ-
মুচ্যতে ॥ ২০ ॥

যত্ত্বং জ্ঞানকাণ্ডমপি কর্মাক্রমাদিপ্রতিপাদনেন 'কর্মকাণ্ডানুগামীতি
তদিদানীং নিরাকরোতি ন চ জ্ঞানেতি । শ্রুতেতি । জ্ঞানকাণ্ডানুগম্যপরত্বং
শ্রুতং হীয়েত অশ্রুতং কর্মপরত্বং কল্লাং স্যাদিতার্থঃ । প্রত্যুতেনি । ল্লা
হেতে অদৃঢ়া যজ্ঞরূপা ইতি কর্ম তৎ যথেষেতি কর্মকলং স্বর্গশ্চ জ্ঞান-
কাণ্ডেন নিন্দাতে তস্য কথং কর্মকাণ্ডানুসারিত্বমিতার্থঃ ॥ ২১ ॥

ঐ সকল 'রোদনাদি' পদার্থে বর্তমান পদসকলের 'যজ্ঞ করিবে'
ইত্যাদি ক্রিয়াপদ পদসকলের সহিত সম্বন্ধ । কারণ পদসকল
বাক্যার্থপ্রত্যয়ের নিমিত্তভূত । পদমাত্রই স্বার্থ ব্যক্ত করিয়া থাকে ।
পরে ঐ সকল অর্থ আকাঙ্ক্ষা, যোগ্যতা, আসক্তি প্রভৃতি বাক্যার্থ
বোধ করাইয়া থাকে । অতএব আকাঙ্ক্ষা দির বলে 'তিনি ক্রন্দন
করিলেন' প্রভৃতি বাক্যসকলের কথঞ্চিং বিধির সহিত একবাক্যতা
কল্পনা করা যায় বলিয়া ঐসকল বাক্য ক্রিয়াতে তদ্রূপেই আবিষ্ট
হইতে পারে । সুতরাং অগ্র বাক্যগুলিরও তদ্রূপেই আবেশ স্বীকার
করিতে হয় । বিশেষতঃ জৈমিনিও বাক্যসকলের স্বার্থে প্রামাণ্য
ত্যাগ করেন নাই । অর্থের সহিত শব্দের স্বাভাবিক সম্বন্ধ আছে ।
স্বার্থে প্রামাণ্য ত্যাগ করিলে উহার বিরোধ হয় । আরও প্রত্যক্ষ
প্রভৃতি প্রমাণসকল স্ববিষয়ক ঘটাদিজ্ঞানেই পর্য্যবসিত হইয়া
থাকে । তদস্বীকারে তাহাদিগের প্রামাণ্যই থাকে না ॥ ২০ ॥

ন চ প্রবৃত্তিনিবৃত্তিপৰতাৱিৰহিনে। ভূতান্নবস্তুবিষয়ন্তা জ্ঞান-
কাণ্ডস্য 'সপ্তদ্বীপা বসুন্ধরা' ইত্যাদিবাৰ্ণ্যবদানর্থক্যম্; তস্মা ব্রহ্মাস্তিত্ব-
বোধনেনৈৱার্থবজ্ঞাৎ নিধিসত্তাৱাচিবাৰ্ণ্যবৎ, যথা 'দৃষ্টগৃহে নিধি
রস্তি' ইত্যাপ্তৱাক্য্যৎ পুংসো হর্ষরূপোহর্থো ভবেত্তথা পরমানন্দরূপং
মদংশি ব্রহ্মাস্তীতি তৎসত্ত্বাবগমাৎ স ইতি, নানর্থক্যপ্রাপ্তিস্তত্ত্বদর্থ-
প্রবৃত্তিঃ। 'পুত্রশ্চে জাতো' 'নায়ং সর্পঃ' ইতি স্বরূপপরেষপি
বাক্যেষু হর্ষভয়নিবৃত্তিরূপোহর্থো দৃষ্টঃ। তস্মাদানর্থক্যবাদঃ
পুমর্থানুপযোগ্যপাখ্যানাদিভূতার্থবিষয়ো বোধ্যঃ। ইতরথা
প্রতিষেধকানামপি তৎপ্রাপ্তিরক্রিয়ার্থত্বাৎ। 'ন সুরাং পিবেৎ'
ইতি হি নিবৃত্তিরূপদৃষ্টা; ন তু সা ক্রিয়া কিন্তু প্রসক্তক্রিয়া-
নিবৃত্ত্যোদাসীত্ত্যমেবেতি ॥ ২২ ॥

যচোক্তং প্রবৃত্তিনিবৃত্তিক্রিয়াবোধকানি বাক্যানি ফলবন্তি ন তু সিদ্ধবস্তু-
বোধকানি তথ্যেতি তন্নিরস্যতি। ন চ প্রবৃত্তীতি। ভূতান্নেতি। পূর্ব-
সিদ্ধজাব্রহ্মপ্রতিপাদকস্যেত্যর্থঃ। আনর্থক্যং ফলবজ্ঞাভাৱঃ। তস্মেতি
জ্ঞানকাণ্ডস্য। অর্থবজ্ঞাৎ ফলবজ্ঞাৎ। তৎসত্ত্বাবগমাদ্ভ্রহ্মাস্তিত্বজ্ঞানাৎ।
সঃ পরমানন্দরূপোহর্থঃ। তদর্থপ্রবৃত্তিস্তৎপ্রাপিকা শ্রবণমননাদিঃ। লৌকিকার্থঃ
দৃষ্টান্তয়তি পুত্রশ্চে ইতি। ননু তর্হ্যায়স্মেতিসূত্রোক্তঃ আনর্থক্যবাদঃ
ক নেয়স্তত্রাহ তস্মাদিতি। ইতরথ্যেতি। ক্রিয়ার্থভিন্নানাং সর্কেষাং বাক্যানাম্
আনর্থক্যোহস্বীকৃতে সতীত্যর্থঃ। প্রতিষেধকানাং ন সুরামিত্যাঙ্গীনাং ॥ ২২ ॥

জ্ঞানকাণ্ডের সহিত কর্মকাণ্ডের একবাক্যতা স্বীকার করা সম্ভব
হয় না। কারণ, জ্ঞানকাণ্ড ও কর্মকাণ্ডের প্রকরণ ভিন্ন ভিন্ন। উহা-
দের একবাক্যতা স্বীকারে শ্রুত আত্মপরত্বের হানি ও অশ্রুত কর্ম-
পরত্বের কল্পনা ঘটে। প্রত্যুত জ্ঞানকাণ্ডে কর্ম ও কর্মফলের তুচ্ছতাই
প্রতিপাদিত হইয়াছে ॥ ২১ ॥

প্রবৃত্তিনিবৃত্তিপৰতাশূন্য ভূতান্নবিষয়ক জ্ঞানকাণ্ডের 'সপ্তদ্বীপা
বসুন্ধরা' ইত্যাদি বাক্যের ন্যায় আনর্থক্যও বলা যায় না। যেহেতু
ব্রহ্মাস্তিত্ব বোধনদ্বারাই গৃহে নিধি সত্ত্বেও বিস্মরণ কালে 'নিধি আছে'
এইরূপ বাক্যের ন্যায় উহার সার্থকতা দৃষ্ট হয়। 'তোমার গৃহে
নিধি আছে' এই আপ্তবাক্য শ্রবণে পুরুষের যেরূপ হর্ষরূপ ফল দেখা
যায়, তদ্রূপ পরমানন্দময় মদংশী ব্রহ্ম আছেন বলিলেও হর্ষরূপ ফল

কিঞ্চ দ্বিরূপং ব্রহ্মেতি জৈমিনেরভিমতম্ অনুষ্ঠেয়ং ক্রিয়া-
রূপং প্রাপ্যং চিৎসুখরূপঞ্চোতি । “যজ্ঞো বৈ বিষ্ণুঃ” ইতি, “ব্রহ্মবিদা-
প্নোতি পরং” তদেষাভ্যুক্তা “সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম”, “আনন্দো
ব্রহ্ম” ইতি চৈবমাদিশ্রুতেঃ । তত্র পূর্বানুষ্ঠানমন্তরা পরপ্রাপ্তির্ন
শ্রাদ্ধিতি তত্রৈব তদ্বরঃ,— ব্রহ্মনিষ্ঠা তু তস্মৈ বাদরায়ণভগবৎ-
শিষ্যহাং, তেন তস্মৈতোপন্যাসাচ্চ । তস্মাৎ ব্রহ্মৈব বেদবাচ্য-
মিতি নির্ণীতম্ ॥২৩॥

জৈমিনেইরিভক্তং প্রতিপাদয়তি কিঞ্চোতি । অনুষ্ঠেয়মিতি । ব্রহ্মণঃ
ক্রিয়াপরত্বং বেদরাশিত্বং বাচনিকং বোধ্যম্ । তদেষেতি । তদ্ব্রহ্মাভি-
মুখীকৃত্যেযা ঋক্ প্রবৃত্তেতার্থঃ । পূর্বেতি । যজ্ঞাদিকরণং বিনেতার্থঃ ।
পরপ্রাপ্তিচিৎসুখব্রহ্মলাভঃ । তত্রৈবেতি যজ্ঞাভ্যুষ্ঠানে তদ্বরো জৈমিনে-
র্বাঙ্ণিবেশ ইত্যর্থঃ । ব্রহ্মনিষ্ঠেতি । তস্মৈ জৈমিনেঃ । তেন বাদরায়ণেন
তস্মৈ জৈমিনের্মতস্য স্বপুস্তকেষু পন্যাসাৎ ॥২৩॥

দৃষ্ট হইয়া থাকে । এবং তৎপ্রাপ্তির নিমিত্ত শ্রবণমননাদিতেও প্রবৃত্ত
জন্মে । ‘তোমার পুত্র জন্মিয়াছে’ ‘এটি সর্প নহে’ ইত্যাদি লৌকিক
বাক্যেও হর্ষপ্রবৃত্তিরূপ ও ভয়নিবৃত্তিরূপ অর্থ দেখা যায় । অতএব
জ্ঞানকাণ্ডে আনর্থক্য নাই । তবে ঐ আনর্থক্যবাদ বেদমধ্যে পুরু-
ষার্থের অনুপযোগী সিদ্ধ, উপাখ্যানাদি সম্বন্ধেই জানিতে হইবে ।
অনুথা অক্রিয়াপর বাক্যসকলের আনর্থক্য স্বীকারে ‘ব্রাহ্মণ সুরাপান
করিবেন না’ ইত্যাদি নিষেধপর বাক্যসকলেরও আনর্থক্য ঘটে ।
কারণ, নিবৃত্তি কিছু ক্রিয়া নহে ; উহা প্রগতক্রিয়াতে নিবৃত্তিরূপ
উদাসীন্য ॥২২॥

অধিকন্তু জৈমিনির মতে “ব্রহ্ম দ্বিরূপ”, অর্থাৎ ‘ক্রিয়ারূপ’ ও
‘তৎপ্রাপ্য চিৎসুখরূপ’ । ‘যজ্ঞই বিষ্ণু’ ‘ব্রহ্মবিৎ ব্যক্তি ব্রহ্মকেই
প্রাপ্ত হইয়া থাকেন’ ‘ব্রহ্ম সত্য, জ্ঞান ও আনন্দস্বরূপ’ ইত্যাদি শ্রুতিই
তদ্বিষয়ে প্রমাণ । পূর্বের অনুষ্ঠান না করিলে পরমেশ্বরকে পাওয়া
যায় না । অনুষ্ঠানেই প্রাপ্তি । জৈমিনি বেদব্যাসের শিষ্য এবং ব্রহ্ম-
নিষ্ঠ ছিলেন । বেদব্যাসের গ্রন্থে জৈমিনির মতই উপন্যস্ত হইয়াছে ।
অতএব ব্রহ্মের বেদবাচ্যত্ব স্থির হইল ॥২৩॥

ননু “সর্বৈ বেদা যৎ পদমামনন্তি”, “যদ্বাচানভ্যাদিতম্” ইত্যা-
দিষু বাচ্যত্বাচ্যত্বয়োঃ শ্রবণাদেবং প্রতীয়তে। মাযোপাধিরী-
শ্বরো বেদবাচ্যো নির্বিশেষঃ শুদ্ধস্ত লক্ষ্য এব ভবেৎ। ন চ
শুদ্ধে শব্দপ্রবৃত্তিনিমিত্তং নামজাত্যাди किञ्चिदस्ति अनामरूप-
त्वस्मरणादिति ? মৈবং ; বেদবাচ্যত্বৈবেশ্বরস্য শুদ্ধত্বাৎ “সদ্বাদয়ো ন
সন্তীশে” ইত্যাদিস্মৃতিভ্যঃ, তস্য নির্বিশেষত্বং তু ন পূর্বত্র স্বরূপা-
নুবন্ধিগুণস্মরণাৎ। ন বা ডিখাদিবং কল্পিতং নামাদি। তস্য
স্বরূপানুবন্ধি দিব্যস্ত তদন্তীতি ॥২৪॥

তস্মাদেবমত্র বোধ্যম্, স ভগবান্ স্বয়মেব বেদরূপঃ স্বরূ-
পানুবন্ধিভিস্তৎসিদ্ধৈর্নামভির্গোচরীভবতীতি। “নমো বেদাদি-
রূপায় ওঁকারায় নমো নমঃ”, তস্য বা এতস্য মহতো ভূতস্য

এবং পূর্বপক্ষিষু নিরন্তেষু পুরা নিরন্তোহপি নির্বিশেষচিদ্দৈকাবাদী
নিদ্রপঃ পুনঃ শঙ্কতে নম্বিতি। ন চেতি। নাম সংজ্ঞা। তস্মেতি বেদ-
বাচ্যস্য শুদ্ধস্য। পূর্বত্র গ্রন্থে। তদिति নামাদীতার্থঃ ॥২৪॥

সকল বেদ যে ভগবান্কে প্রতিপন্ন করেন এবং যে ভগবান্কে
বাক্যদ্বারা প্রকাশ করা যায় না’ এই দুই প্রকার সঙ্গতিরই সম্ভাব-
হেতু ভগবান্ বেদবাচ্য ও বেদাবাচ্য দুইরূপই প্রতীতি হইতেছে।
অতএব এই স্থলে এই প্রকার সঙ্গতি করিতে হইবে যে, মাযোপাধি
ঈশ্বর বেদবাচ্য এবং মায়াতীত নির্বিশেষ শুদ্ধ ব্রহ্ম উহার লক্ষ্য।
শুদ্ধ ব্রহ্ম শব্দের প্রবৃত্তিই হয় না, কারণ, প্রমাণ হইতে নামরূপাদির
অভাবের প্রতীতি হইয়া থাকে একরূপও বলিতে পারা যায় না;
যেহেতু শুদ্ধ ব্রহ্মের বেদবাচ্যত্ব উক্ত হইয়া থাকে। স্মৃতিতে বলিয়াছেন
—“ঈশ্বরে প্রাকৃত সদ্বাদি গুণসকল দৃষ্ট হয় না। আবার
পরমেশ্বর নির্বিশেষ তত্ত্বই হইতে পারেন না; যেহেতু পূর্বত্র
তাহার স্বরূপানুবন্ধী গুণসকল উক্ত হইয়াছে এবং কার্ঠময় হস্তীর
‘ডিখ’ এইনাম ও কার্ঠময় মৃগের ‘ডবিখ’ এই নামের স্থায় ব্রহ্মে
নামাদি কল্পিতও নহে, কিন্তু তাহার স্বরূপানুবন্ধী নামাদি আছে,
তাহা পরে ব্যক্ত হইবে ॥২৪॥

নিঃশ্বসিতমেতদ্বদুশ্বেদঃ” ইত্যাদি শ্রবণাৎ ॥ “বেদো নারায়ণঃ
সাক্ষাৎ স্বয়ম্ভুরিতি শুশ্রুমঃ” ইত্যাদি স্মৃতেশ্চ। অতঃ উপনিষদ
ইতি পরমাত্মনঃ সমাখ্যা ॥২৫॥

বেদস্য সত্যত্বং ভগবতা সূত্রকারেণাভিহিতম্— “অতএব চ
নিত্যত্বম্” ইতি ন চ বর্ণমাত্রস্য তস্য সা স্তুতিরতিবাচ্যম্। আবি-
র্ভাবান্তরবদ্বর্ণাত্মকোহয়ং পরম্যাবির্ভাব ইতি। তেনৈব শ্রুত্যা-
দিবলেন গৃহীতেন তদভেদেন তত্ত্বং সম্ভবেৎ ॥২৬॥

শুদ্ধস্য বেদবাচ্যত্বং বক্তুং প্রবর্ততে তস্মাদেবমিতি। অত্র বেদান্তশাস্ত্রে
ত্বম্যাপোবমেব মন্তব্যম্। কথমিতি চেত্তত্রাহ স ভগবানিত্যাди। তৎসিদ্ধিঃ
বেদাত্মকৈঃ নামভির্গোচরীভবতীতি বাচ্যোহস্তু। নম ইতি শ্রীরামোপনিষদি।
তস্মেতি বৃহদারণ্যকে। ইহ ভগবৎপ্রাণত্বং বেদস্মোক্তম্। বেদ ইতি ষষ্ঠে।
অতঃ স্বাত্মকবেদবাচ্যত্বাৎ। সমাখ্যা যৌগিকঃ শব্দঃ ॥২৫॥

ননু শব্দস্য বেদরাশিহেতু তৃতীয়ক্ষণধ্বংসপ্রতিযোগিত্বাদনিত্যত্বমিতি
চেত্তত্রাহ বেদস্মেতি। অতএবেতি ব্রহ্মসূত্রম্। নিতোন্দ্ৰাষ্টাকৃতিবাচিত্বাৎ
কর্তুরস্মরণাচ্চ। বেদস্য নিত্যত্বমিত্যর্থঃ। তস্মাবির্ভাবতিরোভাবৌ স্তঃ তাব-
জৈরুৎপত্তিবিনাশৌ কথ্যেতে ইতি ভাবঃ। ন চেতি। তস্য বেদস্য। সা
ভগবদাত্মকতা নিত্যতা চ। স্তুতিঃ প্রশংসেত্যর্থঃ। আবির্ভাবেতি। যথা
দেবাকারস্য হরের্হংসমৎস্যাদিবিজাতীয়াকারাবির্ভাবস্তথা বর্ণরাশির্বেদোহপি
তস্মাবির্ভাব ইতি। নমো বেদাদিরূপায়ৈত্যাদিশ্রুত্যা দিবলেনৈব গৃহীতেন
লক্শেন তদভেদেন ভগবদৈক্যেন বর্ণরাশের্বেদস্যাপি নিত্যত্বং চিদ্ধপত্বাদি চ
সম্ভবেদিত্যর্থঃ ॥২৬॥

অতএব এইস্থানে এইরূপ বোধ হইতেছে যে, ভগবান্ স্বয়ং
বেদরূপ এবং তিনি বেদসিদ্ধ স্বরূপাত্মবন্ধিনামসকল দ্বারাই গোচরী-
ভূত হন। উপনিষদে কথিত হইয়াছে— “বেদাদিরূপ ওঁকারকে
নমস্কার। সেই মহাপুরুষের নিঃশ্বাসই এই ঋগ্বেদাদি। স্মৃতিতেও
বলিয়াছেন— “বেদস্বয়ম্ভু ও সাক্ষাৎ নারায়ণ। অতএব স্বস্বরূপ
বেদের বাচ্য বলিয়া উপনিষৎ প্রতিপাত্ত এই যোগার্থদ্বারা পরমাত্মার
উপনিষদ একটি নাম হইয়াছে ॥২৫॥

বেদ শব্দরাশি। শব্দের প্রথম ক্ষণে উৎপত্তি, দ্বিতীয় ক্ষণে স্থিতি
এবং তৃতীয় ক্ষণে নাশ শ্রবণ করা যায়। অতএব বেদের অনিত্যত্ব

অতএব তদ্ব্যুতানাং নাম্নাং চিদ্রূপতা মোচকতা কার্ণস্বা-
গোচরতা চ স্বরূপবদেব নিরূপিতা দৃশ্যতে— “তমু স্তোভারঃ
পূৰ্ব্বং যথাবিদ ঋতশ্চ গৰ্ভং জন্মশ্চ পিপৰ্ত্তন” “অশ্চ জানন্তো
নামচিদ্ধিবক্তন মহন্তে বিষ্ণে স্মৃতিং ভজামহে” ওঁ তৎ সৎ ইতি
ঋক্ শ্রুতৌ, (পঃ পুঃ উঃ ঋঃ ৪৬ অঃ) “সকৃদুচ্চারিতং যেন হরিরিত্য-
ক্ষরদ্বয়ম্। বন্ধঃ পরিকরন্তেন মোক্ষায় গমনং প্রতি” ইত্যাদৌ,
“নামকৰ্ম্মস্বরূপানি ন পরিচ্ছেদগোচরে। যন্তাখিলপ্রমাণানাং স
বিষুর্গৰ্ভগন্তব” ইত্যাদৌ চ স্মৃতৌ ॥২৭॥

আর্থিকং চিদ্রূপত্বাদি বাচনিকং কর্ত্তুং প্রযততে অত ইতি। ভগবদ্ভ-
পত্বাদেবেত্যর্থঃ। তদ্ব্যুতানাং বেদান্তকানাম্। তমিতি। উ সম্বোধনে হে বিষ্ণে
যথাবিদৌ যথার্থজ্ঞা বয়ং পূৰ্ব্বমনাদিম্ ঋতস্য সত্যস্য পরব্যোম্নো গৰ্ভং
গৰ্ভবৎ তন্মিন্ নিহিতং ত্বাং স্তোভারঃ স্তবন্তঃ জন্মশ্চ পিপৰ্ত্তন
ত্বাং পূরয়ন্তঃ অস্য তে নাম আ ঈষজ্ঞানন্তো বিবক্তন কেবলং তদুচ্চারণাঃ স্মৃতিং
তদ্বিষয়াং বিদ্যাং ভজামহে। কীদৃশং নাম চিদ্ধিজনস্বরূপমতো মহঃ স্বপ্রকা-
শম্। তন্নামকিঞ্চিন্মির্দিশতি ওমিতি। এবমুক্তং শ্রীগীতাসু। “ওঁ তৎসদিতি
নির্দেশো ব্রহ্মণস্ত্রিবিধঃ স্মৃতঃ” ইতি (গীঃ ১৭।২৩)। “ওমিত্যেতদ্ব্রহ্মণো নেদিষ্টং
নাম” ইতি “তত্ত্বমসি” ইতি “সদেব সৌম্য” ইতি চ শ্রুতেরোক্তারাঙ্গীনি পরাত্মনো
নামানি সম্ভবন্তি। কৃষ্ণাদিনাম্নামুপলক্ষণমেতৎ। মোচকতামুদাহরতি সকৃদিতি
ভারতেহুস্মৃতৌ দৃষ্টঃ ॥ কার্ণস্মোনাগোচরতামুদাহরতি নামকৰ্ম্মেতি
শ্রীবৈষ্ণবে। অত্র স্বরূপসৌব নামকৰ্ম্মণোশ্চ কার্ণস্মোন প্রমাণাবিষয়তোক্তা ॥২৭॥

আপতিত হইতে পারে। কিন্তু সূত্রকার বেদকে সত্যই বলিয়াছেন।
প্রতি সৃষ্টিতে পূর্ব আকৃতির অত্যা না করিয়াই সৃষ্টি হইয়া থাকে।
ঐ নিত্য আকৃতির প্রতিপাদক বলিয়াই বেদকেও নিত্য বলা হয়।
বেদের আবির্ভাবই উহার উৎপত্তি এবং তিরোভাবই উহার নাশ।
বেদের ভগবৎ-স্বরূপতা ও নিত্যতাকে স্তুতি মাত্রও বলা যায় না।
দেবাকার শ্রীহরির হংস-মৎস্তাদি বিজাতীয় আকারের আবির্ভাবের
ন্যায় বর্ণরাশ্যাশ্রয় বেদাকারেরও আবির্ভাব হইতে পারে। “বেদা-
দিক্রূপ ব্রহ্মকে নমস্কার” ইত্যাদি শ্রুতির সাহায্যে শ্রীভগবানের সহিত
বেদের অভেদ বশতঃ বর্ণরাশ্যাশ্রয় বেদের নিত্যত্ব ও চিদ্রূপত্ব প্রমাণের
সম্ভব হইতেছে ॥২৬॥

এবং সতি যদনামত্বং কচিৎচ্যতে তত্ত্ব “অপ্রসিদ্ধেন্দুদগুণা-
নামনামাসৌ প্রকীৰ্ত্তিতঃ। অনামা ত্বপ্রসিদ্ধত্বাদরূপো ভূতবর্জ-
নাৎ” ইত্যাদি স্মৃত্যা সমাধেয়ম্। অপ্রসিদ্ধিচ্চ প্রাকৃতবৈলক্ষণ্যে-
নাগ্রহাৎ কাৎ স্নেহাবিদিততয়া বা ॥২৮॥

ননু “অনামরূপ এবায়ং ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ। অকর্তেতি চ যো বেদৈঃ
স্মৃতিভিষ্ঠাভিধীয়তে” ইত্যাদীনি পাদাদিবাक्यानि কথং সঙ্গতমস্মীতি চেত্তব্রাহ
এবং সতীতি। স্বরূপানুবন্ধিনামরূপত্বে নির্ণীতে সতীত্যর্থঃ। অপ্রসিদ্ধিরিতি
বাসুদেবাধ্যাত্মো। এতদর্ককানন্তরম্ অপ্রাকৃতত্বাদ্রূপসাপ্যরূপোহসাবুদীর্ঘ্যতে।
সম্বন্ধেন প্রধানস্য হরেনাস্ত্যেব কর্তৃত্বা। অকর্তারমতঃ প্রাহঃ পুরাণং তং
পুরাবিদঃ” ইতি সার্কিকং বোধাম্। অনামা ইতি ব্রাহ্মে। প্রাকৃত্যেতি
দেবমানবাদিসামান্যেনাগ্রহণাদিত্যর্থঃ। “ন নামরূপে গুণকর্মজন্মভির্নিকৃপিতব্যো
তব তস্য সাক্ষিণঃ। মনোবচোভ্যামনুমেয়বত্ন’না দেব ক্রিয়ায়াং প্রতিযন্ত্যথাপিহি”
ইতি (ভাঃ ১০।২।৩৬) শ্রীদশমবাক্যে তু ‘হে দেব সাক্ষিণস্তব গুণাদিভির্ষে নামরূপে
তে হপ্রসিদ্ধে নিকৃপিতব্যো বিদুষ্যামপি যাথাহ্মেনানুভবিতুং শক্যো, ন ভবতস্তথাপি
ক্রিয়ায়াং শুদ্ধভক্তৌ সত্যং ভক্তান্তে প্রতিযন্তি যাথাহ্মেনানুভবন্ত্যেব। এষা-
মশ্রুভবন্ত্বনুমানেন জায়ত’ ইত্যাহ মন ইতি। ‘নিবৃত্তিমতা মনসা কীর্তনবতা
বচসা চ, নিদ্রেনানুমেয়ং বত্ন’ প্রেমপদ্ধতির্ষস্য তব’ ইতি ব্যাখ্যেয়ম্। সর্বথা
নামরূপাভাবে তু তল্লিরূপকানি বচাংসি ব্যাকুলোপায়ুঃ। “ন বিদ্যতে যস্য চ জন্ম-

অতএব বেদাত্মক নামসকলের ভগবৎস্বরূপের ন্যায় চিদ্রূপতা
দেখা যাইতেছে। চিদ্রূপতা যথা, স্বাক্ শ্রুতিতে “হে বিষ্ণো!
যথার্থজ্ঞানসম্পন্ন আমরা অনাদি সত্যভূত পরব্যোমের গর্ভসদৃশ
তন্মধ্যে নিহিত তোমাকে জন্মচরিত্র দ্বারা শ্রবণ ও শ্রব করিতে করিতে
এই তোমার নামের মহিমা জ্ঞাত হইয়া কেবল নাম উচ্চারণপূর্বক
ভগবদ্বিষয়িণী বিদ্যাকে ভজন করিব। এই নাম বিজ্ঞানস্বরূপ,
অতএব স্বপ্রকাশ” মোচকতা যথা, ভারতে— “যিনি একবার মাত্র
‘হরি’ অক্ষরদ্বয় উচ্চারণ করেন, তিনি মোক্ষের জন্য বদ্ধপারিকর
হন।” সাকল্যে অগোচরতা যথা স্মৃতিতে— “যাঁহার নাম কর্ম ও
স্বরূপসকল নিখিল প্রমাণদ্বারা পরিচ্ছেদের গোচর হয় না, সেই
বিষ্ণু তোমার গর্ত্তগত” ॥২৭॥

তথা “ন যত্র নাথ বিজ্ঞে নামজাত্যাদিকল্পনাঃ । তদ্বৃদ্ধ পৰমং
নিত্যমবিকারি ভবানজ ॥ ন কল্পনামৃতেহর্থস্ত সৰ্ব্বাধিগমো-
যতঃ । অতঃ কৃষ্ণাচ্যুতানন্তবিষ্ণু নামভিরীড্যসে” ইত্যুত্তরোক্তৌ
স্মৃটার্থোহপি নিরন্তঃ ॥২৯॥

অত্র কল্পনাশঙ্কো ব্যর্থঃ, নামজাত্যাদয়ো নেত্যনেনৈবেষ্ট-
সিদ্ধেঃ স্বয়মেব তত্রৈব তদ্বৃদ্ধ পৰমং নিত্যমিতি পরত্র চ রূপং

কৰ্ম বা ন নামরূপে গুণদোষ এব বা । তথাপি লোকাপ্যয়সম্ভবায় যঃ স্বমায়য়া
তাননুকালমৃচ্ছতি” (ভাঃ ৮।৩।৮) ইত্যুক্তমবাক্যে তু ‘যস্য প্রাকৃতানি জন্মাदीनि ন
সন্তি তথাপি যো লোকাপ্যয়সম্ভবায় জগৎসংহারসর্গার্থমনুকালং তত্তদবসরে
স্বমায়য়া কপর্দিপদভূরূপধরঃ সংস্তানৃচ্ছতি প্রাপ্নোতীতি ব্যাখ্যানাৎ ন
কোহপি সন্দেহগন্ধঃ । অত্র লোকস্থিতয়ে বিষ্ণুরূপধরঃ সন্ জন্মাदीনৃচ্ছতীতি
নোক্তং তজ্জন্মাदीনামমায়িকত্বাদিতি জ্ঞেয়ম্ ॥২৮॥

তথেষতি । অপ্রসিদ্ধেসুদৃগুণানামিত্যাদিস্মৃতিদৃষ্ট্যা যথা অনামরূপ এবায়-
মিত্যাদিব্যাক্যানাং প্রাতীতিকোহর্থো নিরন্তস্তথানুপপত্তির্দর্শনে ন যত্র
নাথेत্যাди বৈষ্ণববাক্যয়োঃ প্রাতীতিকোহর্থো নিরসনীয় ইত্যর্থঃ ॥২৯॥

যদি বল, বেদ ও স্মৃতিতে বলিতেছেন, “এই ঈশ্বর হরি নাম-
রহিত, রূপ রহিত ও অকর্তা,” অতএব এই সকল বাক্যের সহিত
পূর্বাপর সঙ্গতি হয় কিরূপে ? তাহার সমাধান এই— ভগবদৃগুণাদির
অপ্রসিদ্ধিহেতুই তাঁহাকে অনামা এবং তাঁহার দেহ ভৌতিক
নয় বলিয়াই তাঁহাকে অরূপ বল্য হয় । প্রাকৃত হইতে বৈলক্ষণ্য-
হেতু গ্রহণ করা যায় না বলিয়াই বা সামগ্রিক ভাবে জ্ঞানের গোচরী-
ভূত হয় না বলিয়াই তাঁহার গুণাদির অপ্রসিদ্ধি জানিতে হইবে ॥২৮॥

আরও “হে নাথ ! যাঁহাতে নাম ও জাতি প্রভৃতির কল্পনা নাই,
তুমি সেই নিত্য নির্বিকার জন্মরহিত পরব্রহ্ম । নামাদি কল্পনা
ব্যতীত কোন বিষয়েরই প্রতীতি হয় না বলিয়া তোমাকে হে কৃষ্ণ,
হে অচ্যুত, হে অনন্ত ইত্যাদি বিষ্ণু নামে অর্থাৎ ব্যাপকনামে স্তব
করা হয় ॥” এইস্থানে পূর্ববশ্লোকে নামজাত্যাদি কল্পনা নিরন্ত
করিয়া আবার পরশ্লোকে নামের কল্পনা করাতে কল্পনা শব্দের
সাধারণ অর্থেরও নিরাস হইতেছে ॥২৯॥

পরং সদিত্তি বাচকমক্ষরং যদিতি ব্রহ্মাজসচ্ছন্দানাং পারমাথিক-
নামতয়া স্বীকারাচ্চ। “অজামেকাম্” ইত্যাদিশব্দলক্ষণা জাতিশ্চ
প্রতীতা। তথা নামাদি কল্পনাং নিষিধ্য পুনঃ কৃষ্ণাদিনামকল্প-
নোক্তিবিরুদ্ধা। ন চ কল্পনয়া তদ্ব্যভাবঃ। নাপি কৃষ্ণাদিনাম-
নিয়মস্তশ্চান্ম অনিয়মাত্মকত্বাৎ ॥৩০॥

তস্মাদয়মেব তদর্থঃ। যত্র নাম্নাং কৃষ্ণাদিশব্দানাং জাতীনাং দেবত্ব-
মনুষ্যত্বাদীনামাদিপদাৎ কৰ্ম্মণাঞ্চ কল্পনা ন, কিন্তু (ভাঃ ১০।৩৭।
২২) “বিশুদ্ধবিজ্ঞানঘনং স্বসংস্থয়া সমাপ্তসর্বার্থমমোঘবাপ্তিতম্।
স্বতেজসা নিত্যনিরন্তরায়াক্ষণপ্রবাহং ভগবন্তমীর্মাহ” ইত্যুক্তাদিশা
স্বরূপশাক্তিবিনাশাত্মকান্যেব ভানি সন্তি। তদ্ব্যক্ত নিত্যমিত্যবয়বঃ।
প্রপঞ্চবৈলক্ষণ্যাত্মথেত্যাহ,— নেতি। সর্বস্তার্থস্য মনুষ্যপঞ্চাদি-

মুখ্যার্থানুপপত্তিং তাবদাহ অত্রৈত্যাदिना। ইষ্টসিদ্ধিরনামত্বম্। অজা-
মিতি প্রকৃতিজীবেশ্বরো অজান্তেষজত্বং জাতির্নিতাতে সত্যনেকসমবেতত্বাৎ।
ন চেতি। তস্য সর্বৈশ্বরস্য কৃষ্ণস্য। ঐভাবঃ স্তব্যত্যা। তস্যাং কল্পনা-
য়াম্। অনিয়মাত্মকত্বাদিতি। কল্পনায়াং নিয়মো নাস্তি মনুষ্যপঞ্চাদিষু দেব-
দত্তাদিডিষ্টাদিনাম্নাং যথেষ্টং কল্পনীয়ত্বদর্শনাৎ। ন চেয়ং প্রকৃতে শকাতে বক্তৃৎ
তত্র নামসহস্রস্য নিয়মেনোক্তেঃ ॥৩০॥

পূর্বব শ্লোকের অর্থ রক্ষা করিতে হইলে, পরশ্লোকে কল্পনা পদের
প্রয়োগ ব্যর্থ বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। কারণ পূর্ববশ্লোকে নাম-
জাত্যাদি নিষেধ করাতেই ইষ্টসিদ্ধি হইয়াছে। স্বয়ংই প্রথমে
“সেই ব্রহ্ম পরম ও নিত্য” এবং পরে “পর ও সংরূপ” “যে অক্ষর-
বাচক” “ব্রহ্ম অজ” প্রভৃতি শব্দ সকলকেই তাঁহার পারমাথিক
নাম বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। “অজা একা” ইত্যাদি স্থলে
অজত্বলক্ষণা জাতিও প্রতীত হইয়াছে। অতএব নামাদি কল্পনা
নিষেধ করিয়া অবার নামাদি কল্পনা করা বিরুদ্ধ হইতেছে। বিশেষতঃ
কল্পনাদ্বারা কিছু ভগবান্ স্তবনীয় হইতে পারেন না। সেই কল্পনাতে
কৃষ্ণাদি নামও নিয়মিত হইতে পারে না। যেহেতু কল্পনাতে কোন
নিয়মই থাকে না। মনুষ্যাদিতে নাম ইচ্ছামত কল্পিত হইতে দেখা
যায় ॥৩০॥

দৃষ্টবস্তুনঃ কল্পনাং নামাদিঘটনাং বিনা নাধিগম্যে ব্যবহারিক-
বোধো ন স্মাৎ - কল্পিতৈরেব নামাদিভিস্তস্ম্যাপ্যে ভবেদিত্যর্থঃ ।
অতস্তদ্বিলক্ষণত্বং তদ্বিলক্ষণৈরেব বিষ্ণু নামভিবিষ্মাঅকৈর্নামভি-
ব্যাপকনামাভিন্নৈরিতি যাবৎ ঐড্যসে স্তূয়সে - ব্যক্তমাহাত্ম্যী-
ক্রিয়সে ইত্যর্থঃ - তাদৃশৈরেব তৈস্তব মহিমা ব্যক্তীভবতীত্যর্থঃ ।
নান্নাং তাদৃকত্বং তু “নামচিন্তামণিঃ কৃষ্ণশ্চৈতন্যরসবিগ্রহঃ ॥
পূর্ণঃ শুদ্ধো নিত্যমুক্তোহভিন্নহান্নামনামিনোঃ” ইতি স্মৃতেঃ । কৃষ্ণা-
দিত্রিকং সম্বুদ্ধান্তম্ ॥৩১॥

তস্মাৎ পূর্ণঃ শুদ্ধো হরিরেব বেদবাচ্যঃ । স চ বেদঃ কৃষ্ণাদি-
শব্দৈরাশ্রয়ভূতং শুদ্ধং বিভূচৈতন্যং প্রতিপাদয়তি । জীবপ্রকৃতি-
কালাদিশব্দৈস্ত চিজ্জড়াত্মকমাশ্রিতমতিসিদ্ধং সর্ববেদবেদ্যত্বমিখ-

পূর্বপক্ষব্যাখ্যাং দৃষয়িত্বা সিদ্ধান্তব্যাখ্যামাহ তস্মাদিতি । পূর্বপক্ষ-
ব্যাখ্যায়া নিরস্তহাদিত্যর্থঃ । কল্পনা আরোপঃ । বিশুদ্ধবিজ্ঞানেতি শ্রীদশমে-
নারদবাক্যম্ । স্বসংস্থয়া স্বানুবন্ধিন্যা পরাখ্যায়া শক্তা সমাগাপ্তাঃ সর্বের নাম-
গুণবিভূতিক্রপাঃ অর্থা যেন তম্ নামাদীনাং মায়িকত্বং নিরাকুর্ষন্ বিশিনষ্টি
মতেজসেতি । পরাশ্রকেন প্রভাবেনেত্যার্থঃ । তস্মেতি । মনুষ্যপশাদেদৃষ্ট-
বস্তুনঃ । অসাবধিগমঃ । তদ্বিলক্ষণঃ প্রপঞ্চবিজাতীয়ঃ । তাদৃকত্বং বিষ্ণু-
অকত্বম্ । নামেতি পাদ্মে । কৃষ্ণাদীতি । হে কৃষ্ণ, হে অচ্যুত, হে অনন্তেতি
সম্বোধনবিভক্ত্যন্তমিত্যর্থঃ ॥৩১॥

অতএব ঐশ্বলের অর্থ এইরূপ—পরমেশ্বরে কৃষ্ণাদি শব্দ, রূপ,
নাম, দেবত্ব মনুষ্যত্বাদি জ্ঞাতি এবং কৰ্ম্মসকল কল্পনা নহে, কিন্তু ঐগুলি
তঁাহার স্বরূপশক্তির বিলাস । শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধে উক্ত
হইয়াছে—“বিশুদ্ধেত্যাদি।” এ সংসারে নামাদির ঘটনা ভিন্ন কোন
ব্যবহারিক বস্তুরই বোধ হয় না বলিয়া যেমন তঁাহাদিগের নামাদিকল্পনা
করা হয়, তোমার নামাদি তদ্রূপ নহে । তুমি প্রপঞ্চবিলক্ষণ এবং
ব্যাপক । ঐসকল ব্যাপক নামদ্বারাই তোমার মাহাত্ম্য কীর্তন করা
হয়, কল্পিত নামদ্বারা নহে । তোমার নামের তাদৃশই শাস্ত্রেই
উল্লিখিত আছে । তোমার নাম ও তুমি অভিন্ন । তুমি চৈতন্য-
রসবিগ্রহ, তোমার কৃষ্ণাদি নামও তদ্রূপ । উহারা তোমারই ন্যায়
পূর্ণ, শুদ্ধ ও নিত্যমুক্ত ॥৩১॥

ঋণানাদিশব্দাঃ সৰ্ব্বত্র ব্যাখ্যাতাঃ। যন্ত তেষাং স্মৃটার্থং, জল্পতি, স এবং প্রষ্টব্যঃ, তৈব্রন্ধণো বোধঃ স্মার্যবেতি ? আত্মে তেহপি তন্ত্ৰাখ্যাঃ; অন্তে তদারম্ভবৈয়র্থ্যাপত্তিঃ। সৰ্ব্বশব্দা-বাচ্যে লক্ষণা তু ন সম্ভবতি ॥৩২॥

“যতো বাচো নিবর্তন্তে”, “যদ্বাচানভ্যাদিতম্” ইত্যাদিষু তু সাকল্যেন বাচ্যত্বং তন্ত্ৰা নিষিধ্যাত্তে, ন তু সৰ্ব্বথৈবাবাচ্যত্বমুচ্যতে, “সৰ্ব্বৈ বেদা যৎপদমামনন্তি” ইত্যাদি-শ্রুতি-স্মৃতি-নিবিসয়্যাপত্তে-র্যৎপদামনন-নির্দেশানুপপত্তেচ্চ। অতস্তত্র “তত্রৈবানন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্” ইতি, “তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি” ইতি চ পুনস্তন্ত্ৰা গোচরত্বমুক্তম্ ॥ ৩৩ ॥

প্রকরণার্থং সঙ্গময়তি তস্মাদিতি বিকসিতার্থম। ইথমিতি। অপ্রসিদ্ধ-গুণতয়া নামশব্দঃ অতৌতিকমুত্তিতয়া রূপশব্দশ্চ ব্যাকৃত ইত্যর্থঃ। তেষা-মিত্যানাদিশব্দানাম্। স্মৃটার্থং নামরূপগুণ্যতারূপম্। তৈরিত্যানাদি-শব্দৈঃ। আত্মে বোধঃ স্মাদিতি পক্ষেহন্তো বোধো ন স্মাদিতিপক্ষে। যন্তনাদি-শব্দেষুপি লক্ষণা ক্রিয়তে তর্হি সাপি তন্মতে ন সম্ভবেদিতিাহ সৰ্ব্বৈতি পূর্বমভানীত্যেতৎ ॥৩২॥

অনামাদিত্তে যাং দুর্ধিয়ঃ শ্রুতিমুদাহরন্তি ন তয়া তত্ত্বং লব্ধুং শকামিত্যাঙ্কঃ যত ইত্যাদিনা। যত ইত্যপাদানে। ‘গঙ্গাতোনিবন্তো বিপ্রঃ’ ইত্যত্র গঙ্গাদর্শনং কিঞ্চিদায়াতোবেতিভাবঃ। তত্র তত্রৈব তত্ত্বদ্বাক্যান্ত এবৈত্যর্থঃ। তস্য ব্রহ্মণো গোচরত্বং বাগবিষয়ত্বমুক্তম্ ॥৩৩॥

অতএব পূর্ণ শুদ্ধ হরিই বেদগাচ্য এবং সেই বেদ কৃষ্ণাদিশব্দ-দ্বারা আশ্রয়ভূত শুদ্ধ বিভূচৈতন্যকেই প্রতিপাদন করেন। জীব প্রকৃতি বা কালাদিশব্দদ্বারা চিজ্জড়াত্মক আশ্রিত তত্ত্বই বোধিত হইয়া থাকে। এইরূপে ব্রহ্মের সর্ববেদবেত্ত্ব এবং অনামাদিশব্দ ব্যাখ্যাত হইল। যাহারা অনামাদিশব্দের সাধারণ অর্থ কল্পনা করেন, তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করি, অনামাদি শব্দদ্বারা ব্রহ্মের বোধ হয় কিনা? যদি বল, হয়, তবে অনামাদি তাঁহার নাম। আর যদি বল হয় না, তবে বেদে অনামাদিশব্দের প্রয়োগ ব্যর্থ। সকল শব্দের অবাচ্য ব্রহ্মে লক্ষণাও সম্ভবপর হয় না ॥৩৩॥

এবমেব কেনোপনিষদি জ্ঞাতত্বা জ্ঞাতত্বে দৃশ্যেভে— “যদি মন্যসে
 স্তবেদেতি দহরমেণাপি নূনং । ত্বং বেৎসুস্ত ব্রহ্মণো রূপং যদস্ত-
 ত্বং যদস্ত দেবেষথ মীমাংস্তুমেব তে মন্যে বিদিতং । নাহং মন্যে
 স্তবেদেতি নো ন বেদেতি বেদ চ । যস্তামতং মতং তস্য মতং
 যস্য ন বেদ সঃ । অবিজ্ঞাতং বিজ্ঞানতাং বিজ্ঞাতমবিজ্ঞানতাম্” ইতি ।
 ইহ হি কাৎস্ন্যেন জ্ঞাতত্বঞ্চ নাস্তি কিঞ্চিজ্জ্ঞাতত্বমস্ত্যেবেতি
 নির্ণীয়তে । এং হি স্মরন্তি— “কাৎস্ন্যেন নাজ্জোহপ্যভিধাতু-
 মীশ” ইতি, “অপ্রসিদ্ধেরবাচ্যং তদ্বাচ্যং সৰ্ব্বাগমোক্তিতঃ । অতর্ক্যং
 তর্ক্যমজ্ঞেয়ং জ্ঞেয়মেবং পরং স্মৃতম্” ইতি । অপ্রসিদ্ধিঃ কাৎ-
 স্ন্যেনাবাচ্যতাদিঃ ॥ ৩৪ ॥

স্বশক্ত্যানুসারেণ ব্রহ্মণঃ প্রতিপাদনং ন তু সামন্তোন ইত্যুক্তাং ব্যবস্থাং
 দ্রুচয়তি এবমিতি । অস্মদুক্তপ্রকারেণেত্যর্থঃ । শিষ্যে জ্ঞানাভিমানমালক্ষ্য
 গুরুরাহ যদিতি । হে শিষ্য অহং ব্রহ্ম সুবেদ সুষ্ঠু বেদ্বীতি, যদি মন্যসে তর্হি
 তব তজ্জ্ঞানং নূনং দহরমল্লমেব । তদেবাক্ষিপন্ পুনরাহ, হে শিষ্য অস্ত
 ব্রহ্মণঃ যদ্রূপং তং ত্বং বেৎসি জানাসি যদস্য দেবেষু নিয়ন্তৃতয়া স্থিতং রূপং
 তং ত্বং ন বেৎসীতি ন বেদ্বীতিচেত্তব্রাহ তদ্রূপং মীমাংস্তুমেব সতীর্থৈঃ সহ-
 বিচার্যামেবেত্যর্থঃ । গুরোরাশয়মালক্ষ্য শিষ্য আহ মন্যে ইতি । হে গুরো,
 তদ্বক্ষাহমধুনা বিদিতং-জ্ঞাতং মন্যে ॥ কথমিত্যব্রাহ । তদ্বক্ষাহং সুবেদ
 সম্যগ্বেদ্বীতি, ন সম্যগ্ বেদ ন বেদ্বীতি চ নো মন্যে কিন্তু কথঞ্চিৎ তদ্বেদ
 চ বেদেবেত্যর্থঃ । এবং স্বজ্ঞানে দর্শিতাং বিধামন্যেষামাহ য ইতি । নোহ
 স্মাকং সতীর্থানাং মধ্যে যন্তদ্বক্ষ বেদ স এবং বেদেতি বিধাং দর্শয়তি নো
 নেতি ন বেদেতি চ নো নাস্তি কিন্তু কথঞ্চিদেদেত্যর্থঃ । এতদেব পুন-

আমাদিগের মতে “যাঁহা হইতে বাক্যসকল নিবৃত্ত হয়, “যাঁহাকে
 বাক্যদ্বারা প্রকাশ করা যায় না.” ইত্যাদিস্থলে তাঁহার সাকল্যে
 বাচ্যত্বই নিষিদ্ধ হয়, কিন্তু “সর্বথা অব্যাচ্যত্ব” উক্ত হয় না, অনুথা
 “সকল বেদই যাঁহার পদ ব্যক্ত করে” ইত্যাদি শ্রুতি ও স্মৃতির নির্বিষয়-
 তাপত্তি ঘটে, এবং ঐসকলস্থলে “যাঁহার পদ ব্যক্ত করে” এরূপ
 নির্দেশই অনুপপন্ন হয় । এই কারণেই সেই সেই স্থলে “ব্রহ্মানন্দ
 জানিয়া” “সেই ব্রহ্মাকে তুমি জান” ঐসকল বাক্যদ্বারা ব্রহ্মের জ্ঞান-
 বিষয়ত্ব নির্দেশ করিয়াছেন ॥ ৩৩ ॥

ননু কাৎ স্নেহ্যনাবাচ্যত্বাদিকং কুত ইতি চেদানন্ত্যাদিতি গৃহাণ ;
 যদুক্তম্ “জন্মকর্মাভিধানানি সন্তি মেহঙ্গ সহস্রশঃ। ন শক্যন্তে-
 হনুসংখ্যাতুমনন্তত্বান্নয়াপিহি” ইতি, (ভাঃ ১০।৮৭।৪১) দ্যুপতয় এব
 তে ন যযুরন্তমনন্ততয়া ত্বমপি যদন্তরাণুনিচয়া ননু সাবরণাঃ। খ ইব
 রজাংসি বাস্তি বয়সা সহ যৎ শ্রুতয়ন্তয়ি হি ফলন্ত্যতন্নিরসনেন
 ভবন্নিধনাঃ” ইতি চ। যন্ত কাৎ স্নেহ্যনাধিপগমো ন স্মাৎ তদ-

দ্রষ্টয়তি যস্মেতি। বিজানতাং বিজ্ঞানাভিমানশূন্যানাম্। উক্তমর্থং স্মৃত্য।
 ক্ষুটয়তি এবং ইতি। কাৎস্মোনেতি। অজ্ঞো ব্রহ্মাপীতি। অপ্রসিদ্ধিরিতি
 গাক্ষে। সর্বত্র তৎপদং যোজ্যম্। তৎ ব্রহ্মতত্ত্বম্ ॥৩৪॥

কাৎস্মোনাবাচ্যত্বে হেতুং পৃচ্ছতি নন্বিতি। জন্মেতি শ্রীদশমে মুচুকুন্দং
 প্রতি ভগবদ্বাক্যম্। দ্যুপতয় এবেতি তত্রৈব ভগবন্তং প্রতি শ্রুতিবাক্যম্।
 ননু হে ভগবন্ সর্বৈশ্বর্য দ্যুপতয়ো ব্রহ্মাদয়োহপি তবাস্তং পারং ন যযুঃ
 ত্বমপি তবাস্তং ন যাসি। কুত ইত্যাহরনন্ততয়েতি। স্বরূপগুণবিভূতী নাম-
 স্তাভাবেনেত্যর্থঃ। ন চৈবং তব সার্বজ্যহানির্ন খলু খপুষ্পাঘজ্ঞানেন পণ্ডিত-
 স্যাজ্জম্মিতিভাবঃ। অনন্ততামাহঃ। যস্য তবাস্তরা মধ্যে সাবরণা অণুনিচয়া
 বাস্তি পরিভ্রমন্তি বয়সা কালচক্রেণ। তত্র দৃষ্টান্তঃ— খে বিয়তি রজাংসী-
 বেতি। সহ যুগপন্ন তু ক্রমাদিত্যর্থঃ। যৎ এবং তস্মাৎ ত্বয়ি শ্রুতয়ঃ ফলন্তি

এই নিমিত্তই কেনোপনিষদে ব্রহ্মের জ্ঞাতত্ব এবং অজ্ঞাতত্ব
 উভয়ই বলিতেছেন। যথা— “যদি মনে কর, ব্রহ্মকে উত্তমরূপ
 জানিয়াছ, তবে তুমি ব্রহ্মের স্বরূপ নিশ্চয়ই অল্প জানিয়াছ।”
 এই স্থলে ব্রহ্মের সাকল্যে জ্ঞাতত্ব না থাকিলেও কিঞ্চিজ্জ্ঞাতত্ব আছে,
 ইহা স্পষ্টরূপেই বলিলেন। স্মৃতিতেও এইরূপই বলিয়া থাকেন—
 “ব্রহ্মাও যাহাকে ^{সাকল্যে} ^{সমুদ্র} সাকল্যে বলিতে পারেন না।” অনন্ত গুণাদি
 হেতু ব্রহ্ম সাকল্যে বাচ্য নহেন, কিন্তু কিঞ্চিং বাচ্য বটে। তিনি
 সাকল্যে তর্কের অগোচর হইয়াও কিঞ্চিং তর্কের গোচর এবং
 সাকল্যে জ্ঞানের অবিষয় হইয়াও কিঞ্চিং জ্ঞানের বিষয় হন এই-
 রূপে অপ্রসিদ্ধি ও সাকল্যে অবাচ্যত্বাদি ব্যাখ্যাত হইল ॥৩৪॥

যদি বল, ব্রহ্ম সাকল্যে বাচ্য হন না কেন? আনন্ত্যই উহার
 কারণ। ভগবান্ স্বয়ংই বলিয়াছেন, “আমার জন্ম, কর্ম ও নাম

জ্ঞাতমিতি ব্যবহ্রিয়সে। “ন তদীদৃগিতি জ্ঞেয়ং ন বাচ্যং ন চ তর্ক্যতে। পশ্যন্তোহপি ন পশ্যন্ত মেরোরূপং বিপশ্চিতঃ” ইতি। তস্মাদ্বেদবাচ্যমেব পরং ব্রহ্ম। তদেব জীবজড়াত্মকাং প্রপঞ্চা-
 দ্বিম্নং জ্ঞাতং ধ্যাতঞ্চ সদবিজ্ঞাং নিবারয়তি দদাতি চ পরমা-
 নন্দং স্বপদমিতি সর্কেষাং তদ্বিবিদাং সিদ্ধান্তঃ ॥ ৩৫ ॥

স্বশক্তানুসারেণ ত্বাং বিষয়ং বিধায় সফলা ভবন্তীত্যর্থঃ। ন তু কার্ণস্মেন
 ত্বাং নিরূপয়িতুং প্রভবন্তীত্যাহ অতদिति। সমাসেন ত্বাং ধর্ম্মিণং নিরূপ্য
 ব্যাসেন নিরূপয়িতুং প্রবৃন্ত অতন্নিসনেন ভবন্নিধনা যদ্ববন্তীতি। মণিক্ষেত্রাং
 পাষণাদীনাং মপসারণেন যথা মণিলাভস্তথা প্রকৃত্যাদীনাং তদ্বন্তানাং নিরসনেন
 ব্রহ্মলাভ ইত্যনন্তানি তান্যব্রহ্মত্বেন নিরন্ত্যন্তীনাং নঃ সমাগতেন প্রলয়েন
 ভবতি ত্বয়ি নিধনং বিলয়ো ভবতীতি কথং সঃ পরো লাভ ইত্যর্থঃ। ন
 তদिति তদ্ব্রহ্ম। ঈদৃগিতি। পরিমিতস্বরূপগুণবিভূতীতি ন জ্ঞেয়ং, কিন্তু
 অপরিমিতস্বরূপাদিকং তদিত্যর্থঃ। তথাচাজ্ঞাতং ব্রহ্মোচ্যতে দৃষ্টমেকরূপি
 পুমান্ কার্ণস্মোনা দর্শনাদদৃষ্টমেকরূপার্থা। এবমুক্তং শ্রীভাগবতে। “নভঃ
 পতন্ত্যাত্মসমং পতত্রিগন্তথা সমং বিষ্ণুগতিং বিপশ্চিতঃ” ইতি। সর্কেষাং
 পরাশরাদীনাম্ ॥ ৩৫ ॥

সহস্র সহস্রই আছে, অনন্ত বলিয়া আমি নিজেও উহাদের সংখ্যা
 করিতে পারিনা।” স্মৃতিতে এবং শ্রুতিতেও বলিয়াছেন— “হে
 ভগবন্। আপনি অচিন্ত্য, কারণ, শুদ্ধ, অবিক্রিয়, অপ্ৰাকৃত-
 গুণশালী, সত্যজ্ঞানানন্দবিগ্রহ ও অনন্ত; অতএব দেবগণও আপনার অন্ত
 প্রাপ্ত হন না। আপনার অংশস্বরূপ কারণার্ণবশায়ী পুরুষের একৈক
 রোমকূপমধ্যে আবরণসহিত ব্রহ্মাণ্ডসকল আকাশে কালচক্রের
 সহিত ধূলিকণার ন্যায় ভ্রমণ করে। এইরূপ স্বরূপানুবাদপূর্বক
 শ্রুতিসকলও পর্য্যবসানরূপে তন্ন তন্ন করিয়া আপনাতেই ফলবতী
 হয়।” যাহাকে সাকল্যে জানা যায় না, তাহাকেই অজ্ঞাত বলা
 হয়। ব্রহ্ম কিন্তু সেরূপ নহেন। ব্রহ্মকে ঈদৃশ বলিয়া জানা যায়
 না। ব্রহ্ম বাক্যদ্বারা বলা যায় না, ব্রহ্ম তর্কের বিষয় হন না। জ্ঞানী
 ব্যক্তিসকল যেরূপ মেরুকে দেখিয়াও দেখেন না, তদ্রূপ ব্রহ্মাকে
 জানিয়াও জানেন না। অতএব পরব্রহ্ম বেদবাচ্য। তিনি জীব ও

এবমেব শ্রীগীতাস্থ ভগবতা পঞ্চজ্ঞানেন নিগদিতম্ (গীঃ ১৫।১৫-২০) “বেদৈশ্চ সৰ্বৈবহমেব বেত্তো বেদান্তকৃদ্ বেদবিদেব চাহম্,” “দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে ক্ষরশ্চাক্ষর এব চ। ক্ষরঃ সৰ্ব্বাণি ভূতানি কূটস্থোহক্ষর উচ্যতে ॥ উত্তমঃ পুরুষস্ত্যক্তঃ পরমাত্মেত্বাদাহতঃ। যো লোকত্রয়মাবিশ্য বিভর্ত্যব্যয় ঈশ্বরঃ ॥ যস্মাৎ ক্ষরমতীতোহহমক্ষরাদপি চোত্তমঃ। অতোহগ্নি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ ॥ যো যামেবমসংমুঢ়ো জানাতি পুরুষোত্তমম্। স

প্রাশরাদয়শ্চ তে ভগবন্তং বিজ্ঞায়ৈব তথা। তথানিন্যুরিতি তন্মতমাহ এবমেবেতি। বেদৈশ্চেতি। বেদান্তকৃদ্বাদরায়ণবপুষা চতুর্লক্ষণ্যা বেদার্থ-কর্ত্তাহমেবেত্যর্থঃ বেদবিদেব স্বরতো বর্ণতশ্চাহমেব বেদজ্ঞ ইত্যর্থঃ। কোহসৌ বেদার্থস্তত্রাহ দ্বাবিতি। লোকে বেদে লোকাতে তত্ত্বমেনেনি নিরুক্তেঃ। দ্বাবিমৌ পুরুষৌ। তৌ কাবিত্যাহ ক্ষরশ্চেতি দেহক্ষরণাৎ ক্ষরোহনেকাবস্থো বদ্ধজীববর্গঃ অচিংসংসর্গৈকধর্মসম্বন্ধাদেকত্বেন নির্দিষ্টঃ। অক্ষর-স্তৎসম্বন্ধাভাবাদেকাবস্থো মুক্তজীববর্গঃ অচিৎসিদ্ধিগৈকধর্ম্যভিসম্বন্ধাদেকত্বেন নির্দিষ্টঃ। তৌ বিশদয়তি ক্ষর ইতি। ব্রহ্মাদিস্তদ্ব্যস্তানি সৰ্ব্বাণি ভূতানি ক্ষরঃ কূটস্থঃ সৰ্ব্বদৈকাবস্থো মুক্তস্তক্ষরঃ পূর্বোক্তযুক্তেরেকত্বনির্দেশো বোধ্যঃ। মদর্থং দ্বৌ নিরূপিতৌ তমাহ উত্তম ইতি। অন্যঃ ক্ষরাক্ষরাভ্যাম্ ভিন্নো ন তু তয়ো-রেকঃ স কল্পনীয় ইতি ভাবঃ। উত্তমতাপ্রয়োজকং তস্য ধর্মমাহ য ইতি। ন চ জগদ্বিধারণপালিনলক্ষণং কস্মি বদ্ধজীবমাসম্বাৎ। ন চ মুক্তজীবস্য জগদ্ব্যাপারবর্জ্যমিতি নিষেধাৎ। ন ব্যোতি জগদ্বিভরণাদিত্যব্যয়ঃ। কথং তমহং পরিচিহ্নয়ামিতি চেন্মামেবং বিদ্বীত্যাহ যস্মাদিতি। লোকে স্মৃতি-শাস্ত্রে লোকাতে বেদার্থোহনেনেনি নিরুক্তেঃ। প্রথিতঃ প্রখ্যাতঃ,

জড় প্রপঞ্চ হইতে ভিন্ন। তিনিই জ্ঞাত ও ধ্যাত হইয়া জীবের অবিদ্যা বিনাশ করেন, তাঁহাকে পরমানন্দস্বরূপ নিজপদ প্রদান করেন, ইহাই তত্ত্ববেত্তাদের সিদ্ধান্ত ॥৩৫॥

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতেও কমললোচন শ্রীভগবান্ এইরূপ বলিয়াছেন—
“সকল বেদদ্বারা আমিই বেত্তা, আমিই বেদান্তকর্ত্তা ও বেদবিৎ। বেদে দুই পুরুষ নিরূপিত হইয়াছেন, এক ক্ষর, অপর অক্ষর। দেহের ক্ষরণহেতু অনেকাবস্থ বদ্ধ জীবকেই ক্ষর বলা হয়। আর জড় সম্বন্ধাভাবহেতু একাবস্থ মুক্ত পুরুষই অক্ষর। উত্তম পুরুষ

সর্ববিৎ ভজতি মাং সর্বভাবেন ভারত ॥ ইতি গুহ্যতমং শাস্ত্র-
মিদমুক্তং ময়ানঘ। এতদ্বুদ্ধা বুদ্ধিমান্ শ্রীং কৃতকৃত্যশ্চ ভারত”
ইতি এবমন্যত্রাপি ॥ ৩৬ ॥

ইতি সিদ্ধান্তরত্নাখ্যে ভাষ্যপীঠকে বিম্বোঃ সর্ববেদ-
বেদত্ব-নির্ণয়শ্চতুর্থঃ পাদঃ ॥ ৪ ॥

“জগৎপ্রভুং দেবদেবমনন্তং পুরুষোত্তমম্ । স্তবনামসহশ্রেন পুরুষঃ সততোথিত”
ইত্যাদি স্মৃতৌ “এষ সংপ্রসাদোহস্মাৎ শরীরাত্ সমুখায় পরং জ্যোতিরূপসংপদ-
ম্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যতে স উত্তমঃ পুরুষঃ” ইত্যাদিশ্রুতৌ চাহমেব পুরুষো-
ত্তমত্বেন প্রসিদ্ধ ইত্যর্থঃ । তাৎপর্য্যাত্মনায় পুরুষোত্তমত্বহেতুঃ । ফলমাহ
যো মামিতি । এবং মৎকৃতনিরুক্তেন ন তু মহাবৃক্ষাদিবৎ সংজ্ঞামাত্রত্বেনেত্যর্থঃ ।
অসংমূঢ়ো মম পুরুষোত্তমত্বে নিঃসন্দেহঃ সন্ স সর্ববিৎ সর্বস্য বেদস্য
ত্রিলোকার্থেন তাৎপর্য্যাত্ স এব মাং সর্বভাবেন ভজত্যববোধয়তি । তত্ত্বে
সন্ধিহানস্ত সর্ববেদজ্ঞোহপ্যজ্ঞঃ ষোড়শোপচারাং পূজাং মে কুর্বাণোহপি
অভক্ত ইতি ভাবঃ । ন চৈতৎ অপাত্রেসু প্রকাশ্যমিতি ভাবেনাহ ইতীতি ।
বুদ্ধিমান্ অপরোক্ষজ্ঞানী কৃতকৃত্যঃ পরোক্ষজ্ঞানী চ ॥ ৩৬ ॥

ইতি শ্রীগোবিন্দভাষ্যপীঠকটিপ্লব্যাং চতুর্থস্তাক্ষ্যপাদো ব্যাখ্যাতঃ ॥ ৪ ॥

পরমাত্মা এতচ্ছভয় হইতে ভিন্ন । তিনি ত্রিভুবনে প্রবিষ্ট হইয়া জগৎ
ধারণ ও পালন করিয়া থাকেন । এইজন্যই তিনি লোকে ও বেদে
পুরুষোত্তম বলিয়া খ্যাত আছেন । হে ভারত ! যিনি অসংমূঢ় হইয়া
আমাকে এইরূপ পুরুষোত্তম বলিয়া জানেন, তিনি সর্বজ্ঞ হন এবং
আমাকে সর্বভাবে ভজন করেন । হে নিষ্পাপ ! আমি এই গুহ্যতম
শাস্ত্র তোমাকে বলিলাম । হে ভারত ! তুমি ইহা জানিয়া বুদ্ধিমান
ও কৃতকৃত্য হইবে । অন্যত্রও এইরূপ উক্ত হইয়াছে ॥৩৬॥

ইতি ভাষ্যসারসিদ্ধান্তরত্নে বঙ্গভাষানুবাদে বিষ্ণুর

সর্ববেদবেদত্ব নামক চতুর্থ পাদ ॥৪॥



পঞ্চমঃ পাদঃ

তত্রাহ,—স্বতঃ পরব্রহ্মভূতশ্চৈব জীবন্ত্যাজ্ঞানহেতুঃ প্রপঞ্চঃ ।
স পুনরদ্বৈতজ্ঞানমাত্রনিবর্তনীয় ইত্যতোহস্থানর্থবীজন্ত বিনাশাস্ত্র
পরাবরাহ্মনোরদ্বৈতমেবেহ বিজিজ্ঞাস্তাং, তত্রৈব শাস্ত্রতাৎ-
পর্যমিতি ॥১॥

ইদমসং, অদ্বৈতাসিদ্ধেঃ । তথাহি—তদদ্বৈতং ব্রহ্মাতিরিক্তং
ব্রহ্মাত্মকং বা ; নাশ্চঃ. অদ্বৈতহানাং, তদতিরিক্তস্ত মিথ্যাভ্বেন
শাস্ত্রশাস্ত্রভেদকত্বাপাতাচ্চ, সত্যতাৎপ্রেদস্ত মিথোবিরুদ্ধয়োঃরূপ-

অর্থান্ স্বাভীষ্টান্নিক্রপয়তাচাঃধ্যোণান্তরাপতিতঃ কেবলাদ্বৈতী নিরন্তঃ
মধুরসালং ভুজ্ঞানেনাগতঃশেচীর ইব লোফ্টং বিনিষ্কিপতা । অথ কৃৎস্নবলভুং-
প্রতিপ্রবৃত্তন্তদ্বাদী বিভগ্নমুখতয়া নিরস্যঃ । তদর্থং বামনত্রিবিক্রেমার্থো পঞ্চম-
যষ্ঠো পাদো প্রবর্তেতে । যুক্তিচ্ছলপ্রাচুর্যাদাচো বামনঃ শ্রুতিভিরতি
দীর্ঘত্বাং পরদ্বিবিক্রমঃ । তত্রাহরিতি । অত্র বিজ্ঞানানন্দাত্মমূর্ত্তিনির্ভাষামা-
দিকঃ সর্বাবতারী মায়াদিস্বৈতরনিয়ন্তা পুরুষোত্তমঃ জ্ঞাতঃ ধাতশ্চসন্
সর্বভুঃখহর স্বপৰ্য্যন্তসর্বার্থপ্রদশ্চেতি স্বনিক্রপিতেহর্থে কেবলাদ্বৈতেনস্তমসহমানাঃ
স্বসিদ্ধান্তং দর্শয়ন্তীত্যর্থঃ । অজ্ঞানেতি । রজ্জুজ্ঞানেন যথা সর্পাদিসর্গ ইত্যর্থঃ ।
স পুনরদ্বৈতেতী রজ্জুমাত্রজ্ঞানেন যথা সর্পাদিসর্গবিনাশ ইত্যর্থঃ । অস্মেতি
অনর্থবীজন্ত ব্রহ্মভূতস্বাজ্ঞানস্য ইত্যর্থঃ । পরাবরাহ্মনোরদ্বৈতমিতি । বিজিজ্ঞাস্যাং
তত্ত্ব মস্যাদিবাকৌজ্ঞাতুমেষ্টবাম্ । ননু হা সুপর্ণেত্যাদিবচসাং কা গতিঃ তত্রাহ
তত্রৈবেতি ॥ ১ ॥

নিরস্যতি ইদমসদिति । তদতিরিক্তস্যেতি । ব্রহ্মভিন্নার্থমাত্রস্যমিথ্যাভ্বেন
তদতিরিক্তস্যাদ্বৈতস্যাপি মিথ্যাত্বং ততস্তত্ত্বমস্যাদি শাস্ত্রং মিথ্যার্থাবেদকং

এইস্থলে অদ্বৈতবাদী পূর্বপক্ষ করেন—রজ্জুর অজ্ঞানে সর্পাদির
ন্যায় পরব্রহ্মস্বরূপ জীবের অজ্ঞানহেতু সংসার এবং রজ্জুজ্ঞানে সর্প-
ভ্রমের ন্যায় অদ্বৈতজ্ঞানে জীবের সংসারনিবৃত্তি । অতএব সংসাররূপ
অনর্থের বীজস্বরূপ যে অজ্ঞান, তাহার বিনাশের নিমিত্ত “তত্ত্বমসি”
প্রভৃতি বাক্যদ্বারা জীবাত্মা ও পরমাত্মার অদ্বৈতই জিজ্ঞাসার বিষয়
এবং অদ্বৈতেই সকল শাস্ত্রের তাৎপর্য স্বীকার করা হউক ॥১॥

তরনিষেধশ্চান্যতরবিধিব্যাপ্তত্বাৎ । নাপ্যন্ত্যঃ আত্মনঃ স্বপ্রকাশ-
ত্বেন নিত্যসিদ্ধত্বাচ্ছাস্ত্রশ্চ সিদ্ধসাধনতাপত্তেঃ ॥২॥

ননু তত্বেন তস্য নিত্যসিদ্ধত্বৈহপ্যদ্বৈতাদিবিশেষাকারেণান-
ধিগতে ন তস্য তদ্বূষণং, যথা তব গুণগুণিনোরদ্বৈতেহপি
গুণিনঃ স্পর্শেনোপলন্তেহপি গুণস্য নাধিগতিরবমিতি চেৎ,
মন্দমেতৎ । আত্মনো নিক্রিয়শেষত্বাদনধিগতবিশোভাভাৎ অত-
এব গুণিদৃষ্টান্তোহপি নিরস্তুঃ । যতো রূপং ঘট্যভিন্নমপি
তদ্বিশেষতয়া মতং, ন তু তন্মাত্রম্ ॥৩॥

স্বাদিতার্থঃ । সত্যতা চ ভেদস্বেতি । ভাবাভাব রূপত্বভেদজন্তুমোবন্নিথো-
বিরুদ্ধে দ্বৈতাদ্বৈতে । ব্রহ্মাতিরিক্তেহদ্বৈতে মৃষাভূতে সতি তদ্বাধিতং দ্বৈত-
মুপজীবেদিতার্থঃ । নাপ্যন্ত্য ইতি । ব্রহ্মস্বকক্ষেদদ্বৈতং তর্হি স্বপ্রকাশতয়া
নিত্যসিদ্ধং ব্রহ্ম সাধয়চ্ছাস্ত্রং সিদ্ধসাধনং নিরর্থকং স্বাদিতি ভাবঃ ॥ ২ ॥

চিদদ্বৈতী পুনঃ প্রত্যবতিষ্ঠতে নন্বিতি । তত্বেন স্বপ্রকাশত্বেন । তস্য-
ত্বনো ব্রহ্মণঃ । তস্মেতি শাস্ত্রস্য । তৎ সিদ্ধসাধনত্বং দূষণং নেত্বার্থঃ ।
যথেতি তব দ্বৈতিনঃ । গুণগুণিনো রূপঘটয়োঃ । যথা তন্মতে ত্বগিন্দ্রিয়ণ
ঘটে সাক্ষাৎকৃতেহপি তদভিন্নরূপসাক্ষাৎকারায় প্রবৃত্তং ত্বগিন্দ্রিয়ং ন ব্যর্থং
তথা প্রকাশতয়া নিত্যসিদ্ধেহপি ব্রহ্মাত্মনোরদ্বৈতনিত্যশুদ্ধমুক্তস্বরূপত্বং বিশেষঃ

অদ্বৈতবাদীয় উক্ত পূর্বপক্ষ অসঙ্গত ; কারণ অদ্বৈত সিদ্ধ হয়
না । অদ্বৈতবাদীর যে অদ্বৈত, উহা ব্রহ্ম হইতে কি অতিরিক্ত, না
ব্রহ্মাত্মক ? উহাকে ব্রহ্ম হইতে অতিরিক্ত বলিয়া স্বীকার করিলে
অদ্বৈতের হানি হয় এবং ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ অদ্বৈত ভিন্ন বস্তু
হওয়ায় ব্রহ্মাতিরিক্ত বস্তুমাত্রের মিথ্যাত্বহেতু তৎপ্রতিপাদক
“তত্ত্বমসি” প্রভৃতি শাস্ত্রের অর্থার্থ-প্রতিপাদকত্ব ঘটে । দ্বৈত ও
অদ্বৈত পরস্পর বিরুদ্ধ । উহাদের একের নিষেধ অন্যতরের বিধিকে
ব্যাপিয়া থাকে বলিয়া ভেদের সত্যতাই সিদ্ধ হয় । দ্বিতীয় পক্ষও
স্বীকার করা যায় না । কারণ, অদ্বৈত যদি ব্রহ্মাত্মক হয়, তবে
জীব ও ব্রহ্মের অদ্বৈতত্ব স্বপ্রকাশস্বরূপ ; অতএব নিত্যসিদ্ধ
জীবদ্বৈত ব্রহ্মের সাধনে শাস্ত্রের সিদ্ধসাধনতারূপ আপত্তি বা দোষ
ঘটে ॥২॥

ননু স্ফাদিদং দূষণং শাস্ত্রক্ষেপং সদদ্বৈতমাহ ইতি ক্রমঃ ।
কিং তর্হি আবরণরূপমজ্ঞানং নিবর্তয়তি । নিবর্ত্তে আবরণে
অদ্বৈতং স্তত এব সিদ্ধম্ ইতি চেৎ, নৈতচ্চতুরশ্রম্, - ন হ্যজ্ঞানং
কস্মচিদাবরকং স্বপ্রকাশত্বেন নিত্যত্বাৎ স্বরূপস্য বিশেষাভা-
বাচ্চ ॥৪॥

বোধয়চ্ছাত্রং ন বার্থমিতার্থঃ । পরিহরতি মন্দমিতি ভ্রান্তমিতার্থঃ । অত-
এবেতি দার্শনিকসম্মতেনো নির্বিশেষত্বাদেবেত্যর্থঃ । গুণী খলু দৃষ্টান্তঃ স তু
বিশেষ এবতি ॥ ৩ ॥

বিষমদৃষ্টান্তিতয়া দূষিতশ্চিদদ্বৈতী পুনর্বিধান্তরেণ প্রত্যাবতিষ্ঠতে নম্বিতি ।
ইদং সিদ্ধসাধনত্বরূপম্ । কিন্তুহীতি মায়াবিজ্ঞাদিপর্যায়ং যদনির্বচনীয়ম্
আত্মগদ্বৈতাদিকমাবৃত্য তত্রেশ্বরত্বজীবত্বাদিপ্রপঞ্চমুদ্বাসয়তি তদজ্ঞানরূপমাবরণং
নিবর্ত্তয়তি শাস্ত্রে আবরণনিবর্ত্তেঃ পূর্বমসম্বন্ধান সিদ্ধসাধনং তদিত্যর্থঃ ।
এবং তর্হি অদ্বৈতং কুতো লভ্যং তত্রাহ নিবর্ত্তে ত্বিতি । পরিহরতি নৈতাদিতি
চতুরশ্রং চতুষ্কোণম্ । অশ্রং স্যাৎ কেশকোণয়োঃ ইতি শ্রীধরঃ । নৈতৎ
সর্বসমাধানমিতি । কস্মচিদিতি স্বরূপস্য বিশেষস্য বেত্যর্থঃ । স্বরূপস্যেত্যা-
ভিন্নত্বাৎ ইতি ॥ ৪ ॥

যদি বল, স্বরূপতঃ ব্রহ্মের নিত্যসিদ্ধত্ব থাকিলেও অদ্বৈতাদি
বিশেষরূপে অজ্ঞাত হওয়ায় শাস্ত্রের সিদ্ধসাধনতা হয় না; কারণ
মতান্তরে গুণ ও গুণীর অভেদসত্ত্বেও গুণবিশিষ্ট বস্তুর স্পর্শদ্বারা
উপলব্ধিকালে গুণের অনুপলব্ধির ন্যায় বিশেষের অনবগতি স্বীকৃত
হইতে পারে । এই উক্তি অযৌক্তিক । যেহেতু পূর্বপক্ষীর মতে আত্মা
নির্বিশেষ বলিয়া বিশেষের অনবগতি স্বীকার করা যায় না ।
অতএব গুণ ও গুণীর দৃষ্টান্ত নিবস্ত হইল । কারণ রূপ ঘট
হইতে ভিন্ন না হইলেও উহা ঘটের বিশেষরূপেই প্রতীত হইয়া
থাকে, রূপমাত্রস্বরূপে প্রতীত হয় না ॥৩॥

যদি বল, সিদ্ধ ব্রহ্মের প্রতিপাদনে শাস্ত্রের সিদ্ধসাধনতা দোষ
হয়, ইউক, কিন্তু শাস্ত্র যদি অদ্বৈতকে সং বলেন, তবেই উক্ত দোষ
স্বীকার করিব, নতুবা উহা স্বীকার করিব না । তাহার উত্তর
এই;—অজ্ঞান আত্মগত অদ্বৈতাদিকে আবৃত করিয়া সেই আত্মাতে

তথাহি—আবরণং হ্যাব্রিয়মাণেন ব্যাপ্তম্। ন চ জ্ঞানস্য তদন্তি। তন্ধি কিমাবরণোতি স্বরূপং তদ্বিশেষং বা? নাহুঃ,— তস্য নিত্যসিদ্ধপ্রকাশহাৎ, নচেত্তরঃ,—অস্বীকারাৎ। তথাচ ব্যাপকভাবাদ্ব্যাপ্যমাবরণমপ্যসম্ভবাদিতি ন তন্নিবর্তকতয়া শাস্ত্রমদোষম্ ॥৫॥

তথাহীতি উক্তমর্থং বিশদ্য দর্শয়তীত্যর্থঃ। আবরণং ইতি যত্রান্ধকারা-
দিক্রপমাবরণং তত্রাস্যৈব ভূম্যাদিক্রপমাব্রিয়মাণমিতি চেন্ন তৎ ব্যাপ্তং নিয়ত-
সাহচর্য্যমিত্যর্থঃ। ন চেতি। তদিত্যাবরণম্। অস্ত্যিতি ক্রবন্তং পৃচ্ছতি
তদ্ধীতি। তদজ্ঞানরূপমাবরণম্। নান্য ইতি। ব্রহ্মস্বরূপমাবরণোতীতি পক্ষো
ন সম্ভবতীত্যর্থঃ। তস্মেতি ব্রহ্মস্বরূপস্য। ন চেতর ইতি। ব্রহ্মনিষ্ঠং
বিশেষং গুণবিভূত্যাাদিকমাবরণোতীতি পক্ষোহপি নেত্যর্থঃ। কুত ইত্যত্রাহ
অস্বীকারাদিতি। কেবলাদ্বৈতবাদে বিশেষানঙ্গীকারাদিত্যর্থঃ। সাধিতমর্থং
দর্শয়তি তথাচেতি। বহুবদধিকদেশত্বাদাব্রিয়মাণং ব্রহ্মস্বরূপং তন্নির্বিশেষো
বা ব্যাপকং ধূমবদল্লদেশত্বাদাবরণরূপং ব্যাপ্যমুচ্যতে। অতো ব্যাপকস্য স্বরূপত-
ন্নির্বিশেষান্যতরস্য পক্ষদ্বয়নিরাকৃতত্বেনাব্রিয়মানতয়াসদ্রূপত্বাদজ্ঞানং পুনঃ
কস্মাবরণং ভবতি স্বকর্ষ্যং মায়া তন্নিবর্তকং তয়া শাস্ত্রসিদ্ধসাধনং বদসীত্যর্থঃ ॥৫॥

ঈশ্বরত্ব ও জীবত্ব প্রভৃতি প্রপঞ্চকে প্রকাশিত করেন। শাস্ত্রদ্বারা
ঐ অজ্ঞানরূপ আবরণের নিবৃত্তি হয়। অতএব আবরণের নিবৃত্তির
পূর্বে অদ্বৈতজ্ঞানের অভাবহেতু শাস্ত্রের সিদ্ধসাধনতা দোষ ঘটে না।
আবরণের নিবৃত্তিতে অদ্বৈত আপনা হইতেই সিদ্ধ হন। এই সমাধান
সম্পূর্ণ হইতেছে না; কারণ অজ্ঞান কাহারও আবরণক হইতে পারে
না, যেহেতু আত্মার স্বপ্রকাশত্বরূপে নিত্যত্বই আছে এবং তাঁহার ঐ
স্বরূপের বিশেষও নাই ॥৪॥

সত্য বটে, অন্ধকারাদি-আবরণ-আবৃত ভূমি প্রভৃতি বস্তুমাত্রকেই
ব্যাপিয়া থাকে, কিন্তু ঐ নিয়মের নিয়তসাহচর্য্য নাই। অজ্ঞানের
সম্বন্ধে ঐ নিয়ম প্রয়োগ করিতে পারা যায় না। জিজ্ঞাসা করি,
ঐ অজ্ঞানরূপ আবরণ ব্রহ্মের স্বরূপকে আবরণ করে বা ব্রহ্মনিষ্ঠ
গুণবিভূতি প্রভৃতিকে আবরণ করে? এই দুইটি পক্ষের কোনটিই
সঙ্গত হয় না। আত্মা নিত্যসিদ্ধপ্রকাশবিশিষ্ট বলিয়া প্রথম পক্ষ

এবঞ্চ সতি সিদ্ধসাধনত্বেহনুপাদেয়তাপ্রামাণ্যঞ্চ। শাস্ত্রং
খলু পরার্থং তস্য চ পরসিদ্ধবোধেনেহনুপাদেয়তা, “অনধি-
গতার্থগন্তু প্রামাণ্যম্” ইতি হি লক্ষণং তদভাবাদপ্রামাণ্য-
ক্ষেতি ॥৬॥

এবমজ্ঞানাসম্ভবাদ্বিষয়াত্মপি ন সম্ভবতি। অজ্ঞাতো হি
বিষয়ঃ,—অগুণাতিপ্রসঙ্গাৎ। প্রয়োজনঞ্চ মোক্ষঃ স চাজ্ঞান-

এবক্ষেতি উক্তরীত্য। অজ্ঞানস্বাবরণহ্রনিরাকরণেন তত্ত্বেন সঙ্গপক্ষে সত্য-
বরণনিবর্তকতেনাসিদ্ধসাধনতয়োক্তস্য শাস্ত্রস্য পুনঃ সিদ্ধসাধনত্বে স্থিতে সতি
তস্যানুপাদেয়ত্বং স্যাদপ্রামাণ্যধিকমাতমিত্যর্থঃ। অনুপাদেয়তাং গ্রাহয়তি
শাস্ত্রমিতি। পরার্থকং পরস্যান্নজিজ্ঞাসোরজ্ঞাতান্নস্বরূপজ্ঞানার্থম্। তস্মেতি
শাস্ত্রস্য। পরসিদ্ধেতি। পরস্যান্নজিজ্ঞাসোর্নিত্যস্বপ্রকাশতয়া সিদ্ধৌ যো
ব্রহ্মভূত আত্মা তদ্বোধেনেহনুপাদেয়তা অগ্রাহতা ইত্যর্থঃ। অপ্রামাণ্যে কথং
তত্রাহ অনধীতি। অনধিগতমর্থং যদ্গময়তি তৎ ‘প্রমাণম্’ আত্মা হি নিত্য-
মধিগতঃ “যৎ সাক্ষাদপরোক্ষাদ্ ব্রহ্ম” ইতি শ্রুতেঃ। ততশ্চাধিগতান্নগন্তুত্বা-
চ্ছাস্ত্রং ন প্রমাণমিতি। যন্তু হতহননবন্নিবৃত্তমেব নিবর্ততে বিস্মৃতকণ্ঠমণিবৎ
প্রাপ্তমেব প্রাপাতে ইতি ন সিদ্ধসাধনতেতাহ তদভবাদেব তথা প্রবৃত্তাৎ-
নুত্ততাপত্তেঃ তথা প্রাপ্তাদ্বেতভঙ্গাচ্ছেতি যৎকিঞ্চিদেতৎ। ৬।

স্বীকার করা যায় না। আবার আত্মার বিশেষের অস্বীকার হেতু
দ্বিতীয় পক্ষও স্বীকার করা যায় না। অতএব ব্রহ্ম হইতে ব্যাপক
বস্তুর অভাবহেতু ব্যাপ্য অজ্ঞানরূপ আবরণই অসম্ভব হইতেছে।
সুতরাং সেই অজ্ঞানের নিবর্তকতা হেতু শাস্ত্রের নির্দোষত্ব সম্ভব
হয় না ॥৫॥

এইরূপে সিদ্ধসাধনত্বে শাস্ত্রের অনুপাদেয়তা ও অপ্রামাণ্যদোষ
ঘটিতেছে। শাস্ত্র পরার্থ, অর্থাৎ আত্মজিজ্ঞাসু ব্যক্তির অজ্ঞাত
আত্মার জ্ঞান উৎপাদন করাই শাস্ত্রের প্রয়োজন। আত্মা যদি
স্বপ্রকাশই হইলেন, তবে ঐ আত্মার জ্ঞানে শাস্ত্রের অগ্রাহতা
ঘটিল। তারপর, অনধিগত অর্থের বোধনই শাস্ত্রের প্রামাণ্য
স্বীকৃত হয়। এস্থলে নিত্য অধিগত আত্মার বোধনই অসম্ভব,
সুতরাং শাস্ত্রের অপ্রামাণ্যই হইতেছে ॥৬॥

নিবৃত্তিরূপঃ। যত্নভূম্ - “অবিদ্যাস্তময়ো মোক্ষঃ সা সংসার উদাহৃতঃ” ইতি। ন চাজ্ঞানাসম্ভবে তন্নিবৃত্তিরূপপত্ততে। যচ্চ জ্ঞানহানেরাশ্রয়রূপত্বমিষ্টং তদসৎ,—আত্মনঃ পূর্ব্বসিদ্ধত্বেনাজ্ঞান-হানেরসিদ্ধতাপত্তেঃ। ন চ জ্ঞাত আত্মৈবাজ্ঞানহানিনির্নাশমাত্র-মিতি বাচ্যং,—জ্ঞানকর্ম্মতানঙ্গীকারাৎ ॥৭॥

যা চ সত্ত্বাদিপক্ষত্রয়ে দোষমাশঙ্ক্য চতুর্থপ্রকারতামজ্ঞানস্ত প্রকল্প্য তন্মাশস্ত্র্য পুনঃ পঞ্চমপ্রকারতা স্বীকৃতা, সাপ্যাজ্ঞানাসম্ভ-বে নৈব নিরস্তা ॥৮॥

অজ্ঞানস্বাবরণত্বং নিরস্ত তন্নিমিত্তকং বিষয়ত্বং প্রয়োজনত্বঞ্চ নিরস্ত্যতি এবমিতি। উক্তবুদ্ধ্যাবরণত্বেনাজ্ঞানস্বাসম্ভবাচ্ছাত্রবিষয়ঃ প্রয়োজনঞ্চ ন সম্ভবতীতার্থঃ কথং তদসম্ভবস্তব্রাহ অজ্ঞানতো হীতি। অন্যথা জ্ঞানস্বাপি শাস্ত্রবিষয়ত্বে চাক্ষুষেহপি ঘটৌ শাস্ত্রমপেক্ষ্যতেতি ভাবঃ। ন চাজ্ঞানেতি। আবরণত্বেনাজ্ঞানস্বাসম্ভবে সতি ন তস্যাজ্ঞানাবরণস্য নিবৃত্তিঃ শক্যাভিধাতুন্ম ন হি অসতি প্রচ্ছদে তদপসারণং স্যাদিতার্থঃ নন্বজ্ঞাননিবৃত্তিরাত্মৈব। অস্ম্য সত্ত্বাং প্রয়োজনসিকিরিতি চেত্তব্রাহ যচ্চেতি বিকসিতার্থম্। জ্ঞানকর্ম্মেতি “যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে” ইত্যাদিশ্রুতিপ্রামাণ্যাদিতি ভাবঃ ॥ ৭ ॥

এবং অজ্ঞানের অসম্ভবতাহেতু শাস্ত্রের বিষয় ও প্রয়োজন উভয়ই অসম্ভব হইতেছে। অজ্ঞানরূপ বিষয় অজ্ঞাত। অজ্ঞাত অজ্ঞান যদি শাস্ত্রের বিষয় হয়, তবে চাক্ষুষপ্রত্যক্ষ ঘটবিষয়েও শাস্ত্রের প্রয়োজন হয়। আবার আবরণত্বরূপে অজ্ঞানের অসম্ভবে উহার নিবৃত্তিরূপ মোক্ষের প্রয়োজনতাও বলিতে পারা যায় না। “অবিদ্যার নাশে মোক্ষ; ঐ অবিদ্যাই আবার সংসারের হেতু” এই যে উক্তি তাহাও অজ্ঞানের অসম্ভবে উপপন্ন হয় না। যদি বল, অজ্ঞানের অসম্ভব হয় হউক, কিন্তু অজ্ঞাননিবৃত্তিরূপ আত্মবস্তুর সত্তাবশতঃ শাস্ত্রের প্রয়োজন সিদ্ধ হইতেছে। এই প্রকার পক্ষও অসৎ। কারণ, আত্মার পূর্ব্বসিদ্ধত্ব দ্বারা অজ্ঞানহানির অসিদ্ধতাপত্তি হয়। যদি বল, অজ্ঞাত আত্মাই অজ্ঞানহানি, কেবল আত্মা অজ্ঞানহানি নহে, সেকথা সঙ্গত হয় না; কারণ জ্ঞানকর্ম্মতাই অঙ্গীকৃত হয় না ॥৭॥

এবং হি পরৈরঙ্গীকৃতমজ্ঞানস্য ন সম্বন্ধঃ,—অদ্বৈতহানাৎ ।
 নাপ্যসম্বন্ধঃ,—প্রতীতিবৈপরীত্যাৎ । ন চ সদসম্বন্ধঃ,—বিরোধাত্ ।
 অথ চতুর্থপ্রকারোহনির্ব্বচনীয়ত্বং স্বীকার্য্যৎ । ন চ তন্নাশোহপি
 তাদৃক্ প্রতিযোগী তন্নিবৃত্তৌ বৈলক্ষণ্যস্তাবশ্যকত্বাদিতি পঞ্চম-
 প্রকারতাজ্জীকার্য্য । যদাহ,— “ন সম্মাসন্ন সদসম্মা নির্বাচ্যশ্চ
 তৎক্ষয়ঃ । যক্ষানুরূপো বলিরিত্যাচার্য্যঃ প্রতাপীপদন্” ইতি ।
 ইদমপ্যপেশলম্ । উক্তরীত্যাঙ্গানাসম্ভবাত্তেন কল্প্যমানায়ান্তস্ত্যাঃ
 খপুষ্পাতৌল্যাৎ ॥৯॥

অজ্ঞাননিবৃত্তিঃ মোক্ষঃ ইত্যাদয়ঃ ত্রয়ঃ পক্ষা দূষিতাঃ । অথ বিধান্তরেণা-
 জ্ঞাননিবৃত্তের্মোক্ষত্বং কেবলাদ্বৈতিনা সাধিতং দূষয়তি যা চেতি । তন্নাশস্ত্যা-
 জ্ঞানপ্রসঙ্গস্য । অজ্ঞানেতি আররণতয়াঙ্গানস্য সম্ভাব্যবেনেত্যর্থঃ ॥ ৮ ॥

উক্তমর্থমুদ্ঘাটয়তি এবং হীতি । পরৈঃ কৈশ্চিচ্চিদদ্বৈতিভিঃ । নাপ্য-
 সম্বন্ধমিতি অজ্ঞানাভাবে হ্রহমভিজ্ঞ ইতি প্রত্যয়ো ন স্যাদিত্যর্থঃ । ন চ সদ-
 সম্বন্ধমিতি শৈতোষ্যবদেকত্র সম্বন্ধসম্বন্ধোর্বিরোধাদিত্যর্থঃ । অতোহজ্ঞানস্য
 সদসদ্বিলক্ষণত্বং চতুর্থপ্রকারঃ স্বীকার্য্যমিত্যর্থঃ । ন চেতি । তন্নাশোহজ্ঞান-
 নাশোহপি তাদৃক্ চতুর্থ প্রকারঃ ন সম্ভবতীত্যর্থঃ । কুত ইত্যত আহ প্রতি-
 যোগীতি । অজ্ঞাননিবৃত্তেঃ প্রতিযোগী হি অজ্ঞানং তয়োর্বিলক্ষণমাবশ্যকম্ ।
 যথা ঘটস্বঃসম্বন্ধঃ । তন্মাদজ্ঞাননিবৃত্তেঃ পঞ্চমপ্রকার ইত্যর্থঃ । অত্রাচার্য্য-
 সম্মতিমাহ ন সম্মিতি । ক্ষয়োহজ্ঞাননাশঃ স ন ভবতি উপলক্ষণত্বস্বীকারাত্ ।

‘অজ্ঞাননিবৃত্তই মোক্ষ’ ইত্যাদি তিনটি পক্ষ দূষিত হওয়াতে
 কেবলাদ্বৈতীর প্রকারান্তরে সাধিত যে অজ্ঞাননিবৃত্তির মোক্ষত্ব,
 তাহাতেও দোষারোপ করিতেছেন । অজ্ঞানলক্ষণে সৎ, অসৎ, ও
 সদসৎ, এই তিনটি পক্ষ করা হয় । উক্ত পক্ষত্রয়ে দোষারোপের
 আশঙ্কায় অজ্ঞানের চতুর্থপ্রকারতা কল্পনা করিয়া তন্নাশের যে পঞ্চম-
 প্রকারতা স্বীকৃত হইতেছে, তাহাও অজ্ঞানের অসম্ভাবনা দ্বারাই
 নিরস্ত হইতেছে ॥৯॥

এইরূপে পূর্ব্বপক্ষীর অঙ্গীকৃত অজ্ঞানের সম্ভাই ঘটে না । দেখুন,
 অজ্ঞানের সম্ভা স্বীকার করিলে, অদ্বৈতের হানি হয় । উহা
 অস্বীকার করিলে সাধারণে অজ্ঞানের যে প্রতীতি আছে, তাহার

অথ পঞ্চমপ্রকারাজ্ঞাননিবৃত্তিরাত্ম্যেতরাশ্বস্বরূপা বা? আত্মে-
ইপ্যজ্ঞানকার্য্যং ন বা? ন তাবদাত্ম্যং, তদাপ্যজ্ঞানাবস্থিতে:
সম্ভবাৎ; ন হ্যুপাদানেন বিনোপাদেয়শ্চ স্থিতিরস্তি। ন চাত্ম্যং,
আত্মেতরশ্চাত্ম্যং কার্য্যং নেতরত্বাবশ্যন্তাবাত্ম্যপগমাৎ। নাপি

বিশেষণহে নির্বিশেষবুদ্ধতিরিত্যিতি ভাবঃ। নাপ্যসং শুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বরূপোহহম-
স্মীত্যনুভববিরোধাপত্তেঃ। ন চ সদসদ্বিরোধাৎ। নাপ্যনির্বাচ্যশ্চাজ্ঞানস্য
তৎক্ষণে ততো বৈলক্ষণ্যস্যাবশ্যকত্বাৎ। তস্মাৎ সদসদ্বিলক্ষণস্তৎক্ষণ ইতি পরি-
হরতি ইদমধীতি অসুন্দরমিত্যর্থঃ। ‘পেশলো রুচিরো দক্ষ ইতি’ বিশ্বঃ।
উক্তরীত্য। ব্যাপকাত্বাৎ ব্যাপ্যমাবরণং ন সম্ভবেদিত্যেবংরূপয়া। তেনেত্য-
জ্ঞানেন। তস্যাঃ পঞ্চমপ্রকারত্যাঃ ॥ ৯ ॥

বৈপরীত্য ঘটে। আবার বিরোধহেতু উহার সত্তা এবং অসত্তা
এই বিরুদ্ধ ধর্ম্ম স্বীকার করাও সম্ভব হয় না। যদি বল, অজ্ঞানের
সদসদ্বিলক্ষণত্বরূপ চতুর্থপ্রকারতাই স্বীকার করা হউক, তাহাও সম্ভব
হয় না; কারণ, অজ্ঞানের নাশকেই ত এরূপ বলা হইয়া থাকে।
যেহেতু তাহাতে অজ্ঞানের নাশরূপ অভাব এবং তৎপ্রতিযোগী
অজ্ঞান এক হইয়া পড়ে। অভাব ও তৎপ্রতিযোগী ভিন্ন হওয়াই
উচিত। অতএব অজ্ঞানের পঞ্চমপ্রকারতাই অঙ্গীকার্য্য হইতেছে।
উক্ত আছে—অজ্ঞানের নাশ সত্য নহে, যেহেতু অজ্ঞানের সত্যতা
স্বীকৃত হয় না। উহাকে অসত্যও বলা যায় না, যেহেতু আচার্য্যের
সাহায্যে তত্ত্বসম্পদার্থের শোধনের অনন্তর, আমি শুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বরূপ
হইয়াছি, এই যে অনুভব, তাহার বিরোধ ঘটে। একই বস্তু সং
ও অসং উভয়ই হইতে পারে না, এবং উহাকে অনির্বচনীয়ও বলা
যায় না; অতএব অজ্ঞান অজ্ঞাননাশের বৈলক্ষণ্যের আবশ্যিকতা
হেতু সং ও অসং হইতে বিলক্ষণ অজ্ঞাননাশ স্বীকার করিতে হইবে।
“যক্ষের অনুরূপ বলি”। ইহাই আচার্য্যের মত। এই মতও
সুচারু নহে। কারণ, উক্ত রীতি অনুসারে অজ্ঞানের অসম্ভাবনা
হেতু তদনুসারে কল্প্যমান যে পঞ্চমপ্রকার, তাহা আকাশকুসুমতুল্য
হইতেছে ॥৯॥

দ্বিতীয়ঃ, দর্শিতদোষাপত্তেঃ । এবমজ্ঞাননিবৃত্তেরুভয়থাপ্যসম্ভবেন
স্বরূপাভাবাৎ সা পুনঃ স্বদূরাপাস্তেতি ॥ ১০ ॥

প্রকারান্তরেণ তাং দূষয়তি অথেন্তি । আত্মেহপ্য'ত্নেতরেতি পক্ষো অজ্ঞান-
নিবৃত্তিরজ্ঞানকার্য্যং ভবতীত্যর্থঃ । ন তাবদাচ্ছ ইতি । আত্মেতরা অজ্ঞান-
নিবৃত্তিঃ অজ্ঞানকার্য্যামিতি প্রথমঃ পক্ষো ন সম্ভবতীত্যর্থঃ । তদাপ্যজ্ঞান-
নিবৃত্তিকালেহপীত্যর্থঃ । বিশদয়তি ন হ্যপাদানেনেতি । ব্রহ্মাকারয়া চিত্তবৃত্ত্যা
অজ্ঞাননিবৃত্তির্জন্যতে । সা চিত্তবৃত্তিস্ত্রনিবৃত্তেরুপাদানম । নোপাদেয়ে তন্নি-
বৃত্তিরংশেনানুবর্ততে এব ততশ্চাজ্ঞানাংশসত্ত্বান্ন মোক্ষত্বমিত্যর্থঃ । ন চাস্ত্যা
ইতি । আত্মেতরা অজ্ঞাননিবৃত্তিরজ্ঞানকার্য্যামিতি দ্বিতীয়ঃ পক্ষোহপি
নাখ্যাতুং শক্য ইত্যর্থঃ । কুত ইত্যাহ আত্মেতরস্মেতি । যৎ খল্বাত্মনো
ভিন্নং তদজ্ঞানং স্যাৎ জ্ঞানকার্য্যং চ স্যাদিতি দ্বয়ান্বীকৃতত্বাদেবেত্যর্থঃ । নাপি
দ্বিতীয় ইতি পঞ্চমপ্রকারাজ্ঞাননিবৃত্তিরান্বয়রূপেবেতি প্রথমবিকল্পস্য দ্বিতীয়ঃ
পক্ষোহপি ন শক্যো ভবিতুমিত্যর্থঃ । কুত ইত্যাহ দর্শিতেতি । আত্মনঃ
পূর্বসিদ্ধত্বেন তদ্রূপাজ্ঞাননিবৃত্তেরসাধাতাপত্তেরিত্যর্থঃ । এবমিতি । উভয়-
থাপীতি । আত্মেতরত্বেনান্বয়রূপত্বেন বাজ্ঞাননিবৃত্তেঃ নিক্রপণাসম্ভবাত্ত্যাঃ
পঞ্চমপ্রকারতাতিদূরে নিক্ষিপ্তেত্যর্থঃ ॥ ১০ ॥

পঞ্চমপ্রকার যে অজ্ঞাননিবৃত্তি, তাহা আত্মেতর বা আত্মস্বরূপ ?
আবার আত্মেতর ঐ অজ্ঞাননিবৃত্তি অজ্ঞানের কার্য্য কি না ? আত্মা
হইতে পৃথক্ অজ্ঞান-কার্য্য যে অজ্ঞাননিবৃত্তি, তাহা সম্ভব হয় না ;
যেহেতু অজ্ঞাননিবৃত্তিকালেও অজ্ঞানের অবস্থিতি আছে । শেষপক্ষও
সঙ্গত হয় না ; কারণ, আত্মেতর' যে অজ্ঞাননিবৃত্তি, তাহা যদি
অজ্ঞানকার্য্য না হয়, তবে উহা অবশ্য জ্ঞানকার্য্য হইবে ; কিন্তু
জ্ঞানকার্য্য আত্মেতর অজ্ঞান অসম্ভব হইতেছে । ফলতঃ অজ্ঞান-
নিবৃত্তিকালে যে ব্রহ্মাকার চিত্তবৃত্তির উৎপত্তি হয়, সেই চিত্তবৃত্তি
সেই অজ্ঞাননিবৃত্তির উপাদান । অজ্ঞাননিবৃত্তি স্থায়ী উপাদানভূত সেই
চিত্তবৃত্তিতে অবস্থান করে । এইরূপে অজ্ঞানাংশের অস্তিত্বহেতু
মোক্ষ অসিদ্ধ হইয়া উঠে । সুতরাং প্রথমপক্ষ সঙ্গত হয় না । দ্বিতীয়
পক্ষও সঙ্গত হয় না । কারণ, আত্মার পূর্বসিদ্ধত্ব দ্বারা তৎস্বরূপা-
জ্ঞাননিবৃত্তির অসাধ্যতা হয় । এইরূপে অজ্ঞাননিবৃত্তির উভয়

কিঞ্চ, ঘটাদীনাং সত্ত্বং শশশৃঙ্গাদীনামসত্ত্বং ঘটাদীনামেব দেশকালব্যবস্থয়া সদসত্ত্বমিতি প্রকারত্রয়শ্চৈবানুভবাচ্চতুর্থ-প্রকার এব নাস্তি,—তদভাবাৎ। পঞ্চমপ্রকারতাপ্যষ্টমরসব-দশক্যসম্ভবাৎ নেতি ॥১১॥

এবঞ্চ বিষয়প্রয়োজনয়োরাভাবাদধিকারী তদভাবাৎ সম্বন্ধশ্চ নিরস্তঃ। সতামেব হি সম্বন্ধঃ স চাজ্ঞানাসম্ভবে বিষয়াদেব-

সদসদ্বিলক্ষণবস্তুনোহপ্রসিদ্ধেচ্চাজ্ঞানস্য তথাহং ন শকাং বক্তুমিত্যাহ কিঞ্চেত্যাদিনা। চতুর্থপ্রকারতাজ্ঞানস্য সদসদ্বিলক্ষণত্বম্। পঞ্চমপ্রকারতা অজ্ঞাননিবৃত্তে: সদসদ্বিলক্ষণবিলক্ষণত্বম্। তত্র দৃষ্টান্তোহষ্টমেতি। যডেব রসান্তেষু সপ্তমশ্চৈবাবাদকটমো যথা দূরপাস্তস্তদ্বদিতার্থঃ ॥ ১১ ॥

শাস্ত্রাদজ্ঞাতমর্থং কৃত্রিমজ্ঞাননিবৃত্তিরূপং প্রয়োজনঞ্চ লব্ধং তত্র শমাদ্য-পোতোহধিকারী প্রবর্ত্ততে তত্রোক্তরীতাহ। জ্ঞানাসম্ভবাদধিকারী চ ত্বম্মতে ন সম্ভবেদিত্যাহ এবঞ্চেতি। তদভাবাদ্বিষয়াদীনামসম্ভবাৎ। সম্বন্ধাভাবং দর্শয়তি সতামিতি। শাস্ত্রস্যাগ্ননা সহ বোধ্যবোধকভাবঃ সম্বন্ধঃ। অধিকারিণা সহ ধোয়ধ্যাতৃভাবঃ। আগ্ননা মোক্ষেণ চ গ্রাহগ্রাহকভাবঃ। স চৈষ

প্রকারেই অসম্ভাবনাহেতু স্বরূপাভাবে পঞ্চমপ্রকারতা সুদূরপাস্ত হইতেছে ॥১০॥

আরও ঘটাদির সত্ত্ব, শশবিষাণাদির অসত্ত্ব, আবার কোন কোন দেশে ঘট আছে, কোন কোন দেশে উহা নাই, কোনকালে উহা আছে কোনকালে উহা নাই, এই প্রকার দেশকালব্যবস্থাতে সত্ত্বাসত্ত্ব, এই তিনপ্রকারই অনুভূত হইয়া থাকে, চতুর্থ প্রকার অনুভূত হয় না। চতুর্থ প্রকারই যখন অনুভূত হয় না, তখন অজ্ঞাননিবৃত্তির পঞ্চম-প্রকারতা কিরূপে সম্ভব হইবে? রস ছয়টি, সপ্তম রসই যখন নাই, তখন অষ্টম রস বলাই যেমন অসঙ্গত তদ্রূপ ॥১১॥

এইরূপে বিষয় ও প্রয়োজনের অভাবহেতু অধিকারীর অভাব এবং তদভাবে সম্বন্ধেরও অভাব হইতেছে। সদবস্তুর সহিতই শাস্ত্রের বোধ্য-বোধক সম্বন্ধ। অধিকারীর সহিত ধোয়ধ্যাতৃভাব সম্বন্ধ। এই প্রকার বিবিধ সম্বন্ধ দৃষ্ট হইয়া থাকে। অজ্ঞানের অভাবে কোন সম্বন্ধই সম্ভব হইতেছে না। আবার সন্দিক্ত বস্তু সম্বন্ধেরই

ভাবান্নেতি বিচারারম্ভবৈয়র্থ্যঞ্চ । তস্মাদেব তথাবরণরূপমজ্ঞানং
নিবর্তয়চ্ছাস্ত্রমদোষমিতি রিত্তং বচঃ ॥১২॥

ইতি সিদ্ধান্তরত্নাখ্যে ভাষ্যপীঠকে কৈবলাদ্বৈতনিরাসঃ

পঞ্চমঃ পাদঃ ॥৫॥

বিস্তারো জ্ঞানহেতুক অজ্ঞানাভাবে তু নৈতে সম্ভবন্তীতি কস্য কেন সম্বন্ধ
ইত্যর্থঃ । বিচারেতি । সন্দিগ্ধে বস্তুনি তত্ত্বনির্ণয়ো হি বিচারঃ । সন্দেহ-
স্বজনকৃত এব । তদভাবান্ন বিচারারম্ভ ইত্যর্থঃ ॥ ১২ ॥

ইতি শ্রীগোবিন্দভাষ্যপীঠকটিপ্লন্যাং পঞ্চমো বামনপাদো ব্যাখ্যাতঃ ॥৫॥

বিচার হয় । ঐ সন্দেহ অজ্ঞানকৃত । সুতরাং অজ্ঞানের অভাবে
বিচারারম্ভ ব্যর্থ হইয়া পড়ে । অতএব আবরণরূপ অজ্ঞানের
নিবর্তকতাদ্বারা শাস্ত্রের যে অদোষত্ব বলা হইতেছিল, তাহা মিথ্যা
হইল ॥ ১২ ॥

ইতি ভাষ্যসারসিদ্ধান্তরত্নে বঙ্গভাষানুবাদে কৈবলাদ্বৈতনিরাস

নামক পঞ্চম পাদ ॥ ৫ ॥



ষষ্ঠঃ পাদঃ

অত্রাহুঃ,— ফলবত্যজ্ঞাতেহর্থে শ্রুতেস্তাৎপর্যাদভেদঃ পরমার্থঃ । অনন্তানন্দব্রহ্মভাবো হি ফলম্ । শাস্ত্রৈকগম্যো ব্রহ্মাভেদঃ । তন্মিগ্নদ্বিতীয়ে ব্রহ্মণি নানাবিধজ্ঞাতৃজ্ঞেয়জ্ঞানভেদাদি সর্বং পরিকল্পিতমতো মিথ্যেবোতি । এবমেবাহ শ্রুতিঃ,—“ব্রহ্মবিদু-
ব্রহ্মৈব ভবতি”, “ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্মাপ্যেতি, “সদেব সৌম্যেদমগ্র-
আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্”, “নেহ নানাস্তি কিঞ্চন”, “যত্র হি
দ্বৈতমিব ভবতি ; তদিতর ইতরং পশ্যতি,” “যত্র ত্বম্ সর্বমাস্মৈ-
বাভূত্তত্র কেন কং বিজানীষাৎ?” “বাচারন্তুণং বিকারো
নামধেয়ং মৃত্তিকেত্যেব সত্যম্” “ইতোহনুদ্যদার্তমেনং ব্রহ্মলোকং
ন বিদন্তি অন্তেন হি প্রত্যাচাঃ” ইত্যাদিকা ॥১॥

অথ বিদ্যান্তরে প্রতিপ্রবৃত্তঃ কেবলাদ্বৈতী প্রত্যাখ্যাতব্যাস্তদর্থং ত্রিবিদ-
মাখ্যঃ ষষ্ঠঃ পাদোহয়ং প্রবর্ততে । তত্র তাবত্তন্যতমুপন্যস্ফুটি অত্রাহরিত্যা-
দিনা । ফলবতীতি । তাদৃশব্রহ্মতাপণ্ডিত্যস্ম মুমুক্শোঃ ফলম্ । শাস্ত্রৈকেতি ।
ন তু প্রত্যক্ষাদিগমাঃ স ইত্যর্থঃ । পরিকল্পিতমিতি । তাদৃশব্রহ্মজ্ঞানাদিতি-
ভাবঃ । উক্তেহর্থে ক্রমাৎ প্রমাণমাহ ব্রহ্মবিদিত্যাদিনা । সদिति । অগ্রে
সৃষ্টেঃ প্রাক্ সদেব সত্ত্বাত্ৰং ব্রহ্মৈবাসীদিত্যর্থঃ অস্তীত্যেবোপলব্ধ্য ইতি
শ্রুতেঃ । “অপক্ষয়বিনাশাভ্যাং পরিণামদ্বিজন্মভিঃ । বর্জিতঃ শকাতে বক্তুং
যঃ সদাস্তীতি কেবলম্” ইতি স্মৃতেঃ । তদজ্ঞানাদিদং জগত্তত্র কল্পিতং তজ্-
জ্ঞানেন তু বিনংক্ষ্যতি তস্মাদেকমেবেতি সজাতীয়স্ব্যভেদশূন্যং তদিত্যর্থঃ ।
নেহেতি । ইহ ব্রহ্মণি নানাজ্ঞাতৃজ্ঞেয়াদিকল্পনা নাস্তীত্যর্থঃ । যত্র হীতি ।
ব্যবহারকালে অস্ম জীবন্তান্না ব্রহ্মৈব সর্বমভূৎ অয়ং ব্রহ্মৈবাভূদিত্যর্থঃ ।
বাচেতি । ঘটাদিকং বিকার ইতি নামধেয়ং বাচারন্তুণং বাঙ্‌মাত্রৈণারক-
মতো মৃষাভূতং তং মৃত্তিকেত্যেব সত্যম্ । তথাচ জগদ্বাচারকত্বান্মৃষাভূতং
ব্রহ্মৈব সত্যমিত্যর্থঃ । ইত ইতি । ব্রহ্মতোহনুজ্জগদার্তং মৃষেত্যর্থঃ । এন-
মিতি । অন্তেনাবিচর্যা প্রত্যাচা গ্রস্তাঃ অজ্ঞা এনং ব্রহ্মভূতং লোকং ন
বিদন্তীত্যবিচর্যেব তত্র জগদ্বানমিত্যর্থঃ ॥ ১ ॥

অদ্বৈতবাদীরা বলেন,— “মুমুক্শু জীবের অনন্তানন্দ-ব্রহ্মভাব
লাভই ফল । অজ্ঞাতফলযুক্ত অর্থে শ্রুতির তাৎপর্য্যাহেতু জীবব্রহ্মের

এবমেবাহৈকাদশে শ্রীভগবান্—(ভাঃ ১।১০।৩১-৩৩) “গুণাঃ
সৃজন্তি কৰ্ম্মাণি গুণোহনুসৃজতে গুণান্। জীবন্ত গুণসংযুক্তো
ভুঙ্ক্তে কৰ্ম্মফলান্যসৌ ॥ যাবৎ স্যাদ্গুণবৈষম্যং তাবদানাত্মনঃ।
নানাত্মনো যাবৎ পারতন্ত্র্যং তদৈব হি। যাবদস্তাস্ব-
তন্ত্রং তাবদীশ্বরতো ভয়ম্” ইতি ॥২॥

এবং শ্রুতিতে নিশ্চিত্য স্মৃতিতে নিশ্চিনোতি এবমেবাহৈত্যাदिना।
গুণা ইতি। গুণা ইন্দ্রিয়াণি কৰ্ম্মাণি সৃজন্তি কুৰ্বন্তি ন ত্বান্ন। গুণো
মৌৰ্ব্যঃ প্রধানেন রূপাদৌ সূদ ইন্দ্রিয়ে ত্যাগে শৌৰ্যাদিসম্বাদিসম্বাদা-
বৃত্তরজ্জ্বস্বিত্তি মেদিনিকরঃ। নস্বায়েবেন্দ্রিয়ে কৰ্ম্মাণি কুৰ্যাদিত্তি চেত্তব্রাহ
গুণোহবিদ্যে বাস্বচ্ছায়য়া চেতনেব গুণানিন্দ্রিয়াণি সৃজতে প্রবর্তয়তি নাত্মনঃ
কর্তৃত্বম্। অথ ভোক্তৃত্বমপ্যাত্মন আবিद्यকমেব ন তু বাস্তুবমিত্যাহ জীবন্তিত্তি।
গুণসংযুক্ত আবিद्यকেन्द्रियवर्गोपेतो जीवः कर्मफलानि सुखदुःखानि भुङ्क्ते
न तु शुद्ध इति गुणानामेव भोक्तृत्वम्। यच्छात्मनो नानात्वं तदप्याविद्यक-
मित्याह यावदिति। यावदविद्याकल्लिताया मायाया गुणानां सत्त्वादीनां
वैषम्यमहङ्कारेन्द्रियान्तःकरणरूपं स्यात्तावदेव घटेराकाशस्योवाहङ्कारादि-
भिरवच्छिन्नमात्मनः नानात्मात्मन्यार्थज्ञानेन निर्वृतेष्ववच्छेदकेष्वेकत्वं सिद्धमे-

অভেদই পরমার্থ। ঐ জীবব্রহ্মাভেদ শাস্ত্রৈকগম্য। তাদৃশ ব্রহ্মজ্ঞান
দ্বারা সেই অদ্বিতীয় ব্রহ্মে নানাবিধ ‘জ্ঞাতৃজ্ঞানজ্ঞেয়াদি’ ভেদসকল
পরিকল্পিত হয় বলিয়া তৎসমুদয় মিথ্যাভূত জানিবে। শ্রুতিতেও
এইরূপই বলিয়াছেন—“ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি ব্রহ্ম হইয়া ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন।”
সৃষ্টির পূর্বে সন্মাত্র ব্রহ্ম ছিলেন। সেই ব্রহ্ম একই—অদ্বিতীয়,
অর্থাৎ সজাতীয় বিজাতীয় স্বগত ভেদশূন্য। তাঁহাতে জ্ঞাতৃ-জ্ঞান-
জ্ঞেয়াদি-কল্পনা নাই। ব্যবহারকালে সকলই ব্রহ্মাত্মক হইয়া থাকে।
যখন এই জীবাত্মা ব্রহ্ম হন, তখন কাহার দ্বারা কাহাকে জানিবে
বা কাহার দ্বারা কাহাকে দেখিবে। বিকারভূত ঘটাদি নামসকল
বাক্যমাত্রেই আবদ্ধ, অতএব মিথ্যা; উহাদের কারণভূত মৃত্তিকাই
সত্য। ব্রহ্ম ভিন্ন জগৎ মিথ্যা। অবিद्याপ্রসূ অর্থাৎ অজ্ঞানাবৃত
প্রজ্ঞা এই ব্রহ্মভূত লোককে জানেন না। অবিद्याতেই জগতের ভান
হইয়া থাকে, ইত্যাদি ॥১॥

ইদমত্র রহস্যম্,—কর্তৃত্বভোক্তৃত্বাদিধর্মশূন্যশ্চিন্মাত্রোহদ্বিতীয়ো
হ্যাত্মা। স চাত্মন্যবিজ্ঞয়া গুণময়ীং তদৈষম্যজাং কার্য্যসংহতিং
চ কল্পয়ন্তস্মদর্থমেকং যুগ্মদর্থাংশ্চ বহুন্ কল্পয়তি। তত্রাস্মদর্থঃ
স্বস্বরূপঃ পুরুষঃ; যুগ্মদর্থাঙ্গিবিধাঃ—পুরুষান্তরাণি, জড়ানি,
সর্বৈশ্বরাত্ম্যঃ পুরুষবিশেষশ্চেতি। “জীবেশাবাভাসেন করোতি
মায়া চাবিজ্ঞা চ স্বয়মেব ভবতি” ইতি শ্রুতিশ্চ। কর্তৃত্বং
ভোক্তৃত্বং চ গুণসম্বন্ধাদাত্মাত্মদর্থোহধ্যাত্মতে। অথ তস্ম্যাম-
বিজ্ঞায়াং প্রণষ্টায়াং তৎকার্য্যরূপা মায়া বিনশ্যতি; তন্নাশান্না-
নাত্বঞ্চ। তদভাবাদীশ্বরতৎপারতন্ত্র্যম্; তদ্ব্যাদীনি সূদূরোৎ-
সারিতানীতি চিন্মাত্রাদ্বিতীয়মাত্মবস্তুতি ॥৩॥

বেতিভাবঃ। নবাত্মন একত্বে কথং পারতন্ত্র্যং কথং বা লোকপালানাং
তত্ত্বো ভয়মুক্তং তত্রাহ নানাত্বমিতি প্রকটার্থম্ ॥ ২ ॥

গুণাঃ সৃজনীত্যাদিবাক্যার্থং স্বাভিপ্রায়ং বিরূপোতি ইদমত্রেতি। অবি-
জ্ঞয়াজ্ঞানেন। জীবেশাবিতি। অবিজ্ঞা কর্ত্রী আভাসেন জীবেশৌ করোতি
রচয়তি। অন্তঃকরণং ব্রহ্মণঃ প্রতিবিশ্বেন জীবং করোতি মায়ায়াঃ প্রতি-
বিশ্বেন ত্রীশম্। নহু “বিজ্ঞাবিজে মম তনু বিদ্যাক্ষুব শরীরিণাম্। বন্ধ-
মোক্ষকরী আজে মায়া মে বিনির্গমিতে” ইতি ভগবতা মায়াবন্তিরবিজ্ঞা
পঠিতা কথমবিজ্ঞাং মায়াং কল্পয়তীত্যুচ্যতে তত্রাহ মায়া চাবিজ্ঞা চ স্বয়মেব
ভবতীতি। তথাচ ভেদকল্পনং তত্র নোক্তমিতিভাবঃ। অথেনি। আত্ম-
যাথাত্মাববোধেন তস্ম্যামবিজ্ঞায়াং প্রণষ্টায়াং নিবৃত্তায়ামিত্যর্থঃ। তন্নাশা-
দिति। নানাত্বং চাত্মনো নশ্যতীত্যর্থঃ। তদভাবাদাত্মনো নানাত্ববিনাশাৎ।
অত্র দশমো নানাত্বমস্মীতিবদাত্মবিজ্ঞা উপপদ্যতে দশমোহহমস্মীতিবৎ তস্মিন্
বিদ্বোতি বোধাম্ ॥ ৩ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশস্কন্ধে শ্রীভগবান্ও এইরূপই বলিয়াছেন—
“গুণসমূহ কৰ্ম্ম সকলের সৃষ্টি করে। গুণই গুণ সকলের সৃষ্টি করে।
এই জীব গুণসংযুক্ত হইয়াই কৰ্ম্মফল ভোগ করেন। যে পর্য্যন্ত
গুণবৈষম্য, সেই পর্য্যন্তই আত্মার নানাত্ব। যে পর্য্যন্ত আত্মার
নানাত্ব, সেইপর্য্যন্তই পারতন্ত্র্য। যে পর্য্যন্ত পারতন্ত্র্য, সেই পর্য্যন্তই
ঈশ্বর হইতে ভয়” ॥২॥

উক্ত স্থলের তাৎপর্য্য এইরূপ :- চিন্মাত্র আত্মা কর্তৃত্বভোক্তৃ-
ত্বাদিরহিত। সেই আত্মা স্বীয় অবিজ্ঞাদ্বারা সত্ত্বাদিগুণময় এবং

অথোত্তরত্র (ভাঃ ১:১২৮৮-৭) "কিং ভদ্রং কিমভদ্রং বা দ্বৈতশ্চা-
বস্তনঃ কিয়ৎ । বাচোদিতং তদনুতং মনসা ধ্যাতমেব চ ॥ ছায়া-
প্রত্যাহ্বয়াভাসা হসন্তোহপ্যর্থকারিণঃ । এবং দেহাদয়ো ভাবা
যচ্ছন্ত্যামৃত্যুতো ভয়ম্ । আত্মৈব তদিদং বিশ্বং সৃজ্যতে সৃজতি
প্রভুঃ । ত্রায়তে ত্রাতি বিশ্বাস্মা ত্রিয়তে হরিরীশ্বরঃ ॥ তস্মান্ন হ্যাত্ম-
নোহন্তস্মাদন্তো ভাবো নিরূপিতঃ । নিরূপিতেয়ং ত্রিবিধা নির্মূল্য-
ভাতিস্বাভিনি । ইদং গুণময়ং বিদ্ধি ত্রিবিধং মায়ায়া কৃতম্" ॥৪॥

অথেতি । উত্তরত্রাষ্টাবিংশেহধ্যায়ে । কিমিতি অস্ম্য প্রপঞ্চস্য মধ্যে
কিয়দ্রয়ং কিয়দভয়ং খপুস্পরন্তস্যেবেত্যর্থঃ । যথা অবস্তনো রজ্জুসর্ববন্মূষা-
ভূতস্য । অবস্ততাংমাহ— ছায়েতি । ছায়া প্রতিকৃতিঃ । প্রত্যাহ্বয়ঃ প্রতি-
ধ্বনিঃ । আভাসঃ দ্বিচন্দ্রাদিঃ । যথৈতেহপ্যসন্তোহপ্যর্থকারিণঃ এবং দেহাদয়ো
ভাবা আমৃত্যুতো ভয়ং যচ্ছন্তি । মৃত্যুর্লয়ঃ । যাবত্তত্তজ্ঞানেনৈতেন ন লীঘন্তে

ঐ গুণের বৈষম্য হইতে উৎপন্ন কার্য্যসমূহ কল্পনা করিয়া অস্মদর্থ
অর্থাৎ অহং (আমি এই) প্রত্যয়ের (বুদ্ধির) গোচর (বিষয়) যে এক
এবং যুগ্মদর্থ অর্থাৎ ত্বং (তুমি এই) প্রত্যয়ের গোচর যে বহু, তাহা
কল্পনা করেন । তন্মধ্যে স্বস্বরূপ পুরুষই অস্মৎপ্রত্যয়গোচর । আর
যুগ্মৎপ্রত্যয়গোচর ত্রিবিধ;—জীবসমূহ, জড়সমূহ ও সর্বৈশ্বরাত্মা
পুরুষবিশেষ । অন্তঃকরণে যে ব্রহ্মের প্রতিবিশ্ব, তাহাই জীব এবং
অবিদ্যার কার্য্য মায়াতে যে ব্রহ্মের প্রতিবিশ্ব, তাহাই ঈশ্বর ।
শ্রুতিতেও উক্ত হইয়াছে যে, “সেই ব্রহ্মই মায়া এবং তিনিই
অবিদ্যা ।” অর্থাৎ অবিদ্যাকার্য্য মায়াতে ও অবিদ্যাতে কোন ভেদ
নাই । ঈশ্বর ও জীব উভয়েই মায়াসম্বন্ধবিশিষ্ট । গুণের সম্বন্ধহেতু
আত্মাতে কর্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্ব এবং অস্মদর্থ অধ্যস্ত হইয়া থাকে ।
অনন্তর ঐ অবিদ্যার নাশ হইলেই তৎকার্য্যভূত মায়ার ও আত্মনানাহের
নাশ হয় । আত্মনানাহ নষ্ট হইলে জীবের ঈশ্বরপারতন্ত্র্য ও তাহা
হইতে ভয় প্রভৃতি দূরীভূত হইয়া থাকে । অতএব চিন্মাত্র অদ্বিতীয়
আত্মবস্তু স্থির হইল ॥৩॥

তদনন্তর অষ্টাবিংশ অধ্যায়ে বলিয়াছেন—“দ্বৈত বস্তুর মধ্যে
কোন্ বস্তু সৎ ও কোন্ বস্তু অসৎ, কত বস্তু সৎ ও কত বস্তু অসৎ,

“এতদ্বিদ্বান্মুদিতং জ্ঞানবিজ্ঞাননৈপুণ্যম্ । ন নিন্দন্তি ন চ
শ্রোতি লোকে চরতি সূর্য্যবৎ ॥ প্রত্যক্ষেনানুমানেন নিগমে-
নাস্ত্রসংবিদা । আদ্যন্তবদসজ্জাত্ব নিঃসঙ্গে বিচরেদিহ” ইতি ॥৫॥

তাবদ্বয়ং সংসারং জনয়ন্তোবেত্যর্থঃ । ননু যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে
ইত্যাদি শ্রুতিসিদ্ধত্বাৎ কথং দ্বৈতমনৃতং তত্রাহ আত্মৈবেতি দ্বাভ্যাম্ । আত্মৈব
বিশ্বমিত্যন্বয়ঃ । শুক্তিরেব যথা রজতম্ । ত্রাণসংহারাগাং কৰ্ম্মভূতঃ
কৰ্ত্তৃভূতশ্চাত্মৈব অজ্ঞানোপহিতঃ সন্নিতার্থঃ । ননু কৰ্ত্তুরেব কৰ্ম্মত্বং বিরুদ্ধং
তত্রাহ তস্মাদিতি । আত্মনোহন্যো ভাবোহর্থঃ যস্মান্ন হি তত্ত্ববিত্তির্নিক্রপিতঃ
কিন্তু আত্মৈব বিশ্বকৰ্ত্তা কৰ্ম্মভূতং বিশ্বমিতি নিক্রপ্যতে তদাত্মানং স্বয়মকুরু-
তেতি শ্রুতার্থঃ । তর্হি বিকারাপত্তির্নেত্যাহ অন্যস্মাদিতি । বিকারাস্পৃষ্টত্বা-
দিত্যর্থঃ । তর্হি কৰ্ম্মত্বং কথমুচ্যতে তত্রাহ নিক্রপিতেতি । ত্রিবিধা সাত্ত্বিকাদি-
রূপা ভাতিঃ প্রতীতির্নির্মূলী । ন হি রজতভ্রমে শুভ্রজ্ঞানাদন্যমূলমস্তি ।
এতদেবাহ ইদমিতি । অবিচারচিত্তাৎ মায়াকৃতমিতি । ন চাজ্ঞানমূলত্বান্নি-
র্মূলেতি বিরুদ্ধং জ্ঞানে সতি তস্য বিনাশাৎ ॥ ৪ ॥

এতস্যার্থজাতস্যানিবৃত্ত্যাভ্যুপায়মাহ । এতদিতি । মূদিতং মূক্তপ্রকারং
নৈপুণ্যং নিষ্ঠাম্ । সাধনান্তরমাহ ন নিন্দতীতি । সূর্য্যবৎ সমো ভবন্ । জ্ঞান-
বিজ্ঞাননৈপুণ্যলাভোপায়মাহ প্রত্যক্ষেনেতি । ঘটপটাদিকমাচ্ছত্তবং প্রত্যক্ষেন
তাহার নির্ণয় হয় না ; কেবল বাক্য দ্বারা কথিত বা মনের দ্বারা ধ্যাত
মিথ্যা বস্তুর অবস্তুর নিক্রপণ হয় মাত্র । যেমন প্রতিবিন্ধ, প্রতিধ্বনি
ও আভাস বস্তুতঃ অসৎ হইয়াও ভয়মোহাদি অর্থ উৎপাদন করে,
তদ্রূপ দেহাদি দ্বৈত বস্তুসকল অবস্তু এবং অসৎ হইয়াও মৃত্যু
হইতে ভয় উৎপাদন করিয়া থাকে । প্রভু পরমেশ্বর এই বিশ্বকে
আত্মাতে অভিন্নরূপে সৃষ্টি করেন ও সৃষ্ট হন, রক্ষা করেন ও রক্ষিত
হন এবং সংহার করেন ও সংহারপ্রাপ্ত হন । অতএব আত্মা হইতে
অন্য পদার্থ নিক্রপিত হয় না, কিন্তু আত্মাতে নির্মূল এই অধ্যাত্মাদি
ভাব নিক্রপিত হইয়া থাকে । এই অধ্যাত্মাদি ত্রিবিধ ভাবের যে
নির্মূলত্ব, তাহা কেবল সত্ত্বাদিত্রিগুণময়ী মায়াকর্তৃক কৃত বলিয়াই
জানিবে ॥৪॥

“সাধু ব্যক্তি আমা কর্তৃক এই জ্ঞানবিজ্ঞানসংযুক্ত বাক্য জানিয়া
কাহারও নিন্দা বা স্তব করেন না, কেবল সূর্য্যের ন্যায় সমভাবে

তথা শ্রীবিষ্ণুপুরাণে সনন্দাদয়ঃ—“পরমার্থস্বমেবৈকো নাত্যোহস্তি
জগতঃ পতে । তবৈষ মহিমা যেন ব্যাপ্তমেতচ্চরাচরম্ ॥ যদেত-
দৃশ্যতে মূর্ত্তমেতজ্জ্ঞানাত্মনস্তব । ভ্রান্তিজ্ঞানেন পশ্যন্তি জগদ্র-
পমযোগিনঃ ॥ জ্ঞানস্বরূপমখিলং জগদেতদবুদ্ধয়ঃ । অর্থস্বরূপং
পশ্যন্তো ভ্রাম্যন্তে মোহসংপ্লবে ॥ যে চাজ্ঞানবিদঃ শুদ্ধান্তে
পশ্যন্ত্যখিলং জগৎ । জ্ঞানাত্মকং প্রপশ্যন্তি হৃদ্রপং পরমেশ্বর”-
ইতি ॥৬॥

তথা শ্রীগীতাসু ভগবান্—“ক্ষত্রজং চাপি মাং বিদ্ধি সর্ব-
ক্ষেত্রেষু ভারত । ন তদস্তি বিনা যৎ শ্রাম্ময়া ভূতং চরা-
চরম্”ইতি ॥৭॥

জ্ঞাত্বা অনুমানেনাগন্তব্যং দৃশ্যং পৃথিব্যাদি নিগমেন বেদেনাগন্তব্যদদৃশ্যং খাদি
আত্মসংবিদা যানুভবেন চিদ্ ভিন্নং সর্বং দৃশ্যমাগন্তব্যদতোহসন্মৃষেতি জ্ঞাত্বা
নিঃসঙ্গঃ বিরক্তঃ সন্ বিচরেৎ ॥ ৫ ॥

তথৈতি যথৈকাদশেহভিহিতং ভগবতা তথা সনন্দাদিভিঃ শ্রীবিষ্ণুবেহপি
প্রথমেশে প্রতিপাদিতোহর্থঃ স্থির ইত্যর্থঃ । তমেব পরমার্থঃ সত্যাস্বদন্যং
সর্বং মৃষেত্যর্থঃ । ত্বংস্বরূপজ্ঞানে জগদ্বয়ি কল্পিতমিত্যাহ । ভ্রান্তীতি ।
অযোগিনঃ অদ্বিতীয়ব্রহ্মণস্তব জ্ঞানযোগেন রহিতাঃ । স্মৃটার্থমন্যং ॥ ৬ ॥

লোকে বিচরণ করেন । তিনি প্রত্যক্ষ, অনুমান, শ্রুতিবাক্য ও
স্বীয় অনুভব দ্বারা আদ্যন্তবিশিষ্ট বস্তুকে অসৎ জানিয়া নিঃসঙ্গ হইয়া
ইহ লোকে বিচরণ করিবেন” ॥৫॥

শ্রীবিষ্ণুপুরাণে সনন্দাদিও এইরূপই বলিয়াছেন—“হে জগৎপতে !
তুমিই একমাত্র পরমার্থ । আর কিছুই পরমার্থ নহে । তোমার
এই মহিমা, যদ্বারা চরাচর বিশ্ব ব্যাপিয়া আছে । এ সংসারে যাহা
কিছু মূর্ত্ত দৃষ্ট হয়, সে সকলই অযোগীব্যক্তিগণ কর্তৃক তোমার সম্বন্ধে
ভ্রান্তিজ্ঞান দ্বারা কল্পিত ও জগদ্রূপে অনুভূত হইয়া থাকে । এই
অখিল জগৎই জ্ঞানস্বরূপ । অজ্ঞব্যক্তিসকল ইহাকে অর্থস্বরূপই
দর্শন করিয়া মোহসংপ্লবে ভ্রমণ করিয়া থাকে । হে পরমেশ্বর ! যাহারা
জ্ঞানী ও শুদ্ধচিত্ত, তাহারা এই অখিল জগৎকেই জ্ঞানাত্মক তোমার
রূপ বলিয়া দর্শন করিয়া থাকেন” ॥৬॥

মিথ্যাত্বং ত্বধিষ্ঠানভূতং ব্রহ্মজ্ঞানবাধ্যত্বমেব শুভ্র্যাত্বধিষ্ঠানে
দোষবশাদেব পরিকল্পিতং রজতাদি বিজ্ঞাতে হি তন্মিহ
বাধ্যতে। দোষশ্চ স্বরূপাবৃতিবিসিদ্ধবিক্ষেপকরী সদসদ্বিলক্ষণ-
ত্বাদনির্বচনীয়ানাতিরিক্তেব তমোহজ্ঞানমায়াদিশব্দৈরপি চৈবা
ভিধীয়তে—“ন সদাসীম্নোহসদাসীত্তদানীং তম আসীৎ তমসা
গুটমগ্রে প্রকেতম্.” “ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুষরূপ ইয়তে,” “মায়াং
তু প্রকৃতিং বিদ্যাম্মায়িনন্তু মহেশ্বরম্” ইত্যাদৌ ॥৮॥

ক্ষেত্রজমিতি অন্তঃকরণেনাবচ্ছিন্নস্তম্মিন্ প্রতিবিস্থিতঃ বা যোহয়ং জীবঃ
মৎস্বরূপবিজ্ঞানেনান্তঃকরণে জাগরণে ইব স্বপ্নে বিলীনে সতি স মত্তো নাশ্য
ইত্যর্থঃ। ন তদিতি। যচ্চরাচরং জগন্ময়াবিনাভূতং তন্নাশ্তি মদজ্ঞানেন
ময়ি তদজ্ঞৈঃ কল্পিতং শুভ্রজ্ঞানেন যথা শুভ্রো রজতমিতি ॥ ৭ ॥

দ্বৈতমনুমিত্যুক্তং পুরা অথ তস্মায়ত্তত্ত্বস্য লক্ষণমুচ্যতে মিথ্যাত্বমিতি।
ধ্বংসপ্রতিযোগিত্বং তত্ত্বং বোধ্যম্। দোষবশাদিতি চাকুচিক্যাদিসহকৃতাত্তদ-
জ্ঞানাদেব হেতোরিত্যর্থঃ। তন্মিন্ শুভ্র্যাত্বধিষ্ঠানে। প্রকৃতে কো
দোষশেতি আবরণবিক্ষেপশক্তিযুক্তা অবিষ্টেব দোষ ইত্যর্থঃ। সৈবাবিষ্টেব।
তস্যাঃ সদসদ্বিলক্ষণত্বং প্রমাণয়তি ন সদিতি। তদানীং প্রলয়ে প্রাকৃতং
সর্বনিবাসভূতং ব্রহ্ম তমসা গুটং সমাপ্রিতমাসীৎ। ইন্দ্র ইতি বৃহদারণ্যকে।
ইন্দ্রঃ পরমাত্মা মায়াভিরবিদ্যাবৃত্তিভিরন্তঃকরণৈঃ পুরুষরূপোহসংখ্যেয়জীবরূপঃ
ইয়তে ভাসতে। মায়ামিতি শ্বেতাস্থতরশ্রুতিঃ ॥ ৮ ॥

গীতাতেও শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—“হে ভারত ! আমাকে সর্ব-
ক্ষেত্রে ক্ষেত্রজ বলিয়া জান। এই চরাচর বিশ্বে আমা ব্যতীত
কোন বস্তুই নাই, জানিবে” ॥৭॥

বিশ্বের অধিষ্ঠানভূত ব্রহ্মের জ্ঞান হইলেই বিশ্ব বাধিত হয়,
এই নিমিত্তই বিশ্বের মিথ্যাত্ব। যেক্ষেপ শুক্তিরূপ অধিষ্ঠানে দোষ-
বশতঃ কল্পিত রজতাদি শুক্তিজ্ঞানে বাধিত হয়, বিশ্বও তদ্রূপ
ব্রহ্মজ্ঞানে বাধিত হইয়া থাকে। ঐ দোষ স্বরূপাবরণকারিণী ও
বিসিদ্ধবিক্ষেপকারিণী, সদসদ্বিলক্ষণত্বহেতু অনির্বচনীয় অনাদি
অবিদ্যা। তমঃ, মায়া বা অজ্ঞান প্রভৃতি শব্দসকল ঐ অবিদ্যারই
বাচক। “সৎ ছিল না, অসৎও ছিল না, তৎকালে অর্থাৎ প্রলয়ে
সর্বনিবাসভূত ব্রহ্ম তমোগুণ দ্বারা আবৃত ছিলেন। সেই পরমাত্মা,

ইয়ং পুনত্রাক্ষাত্বৈক্যবিজ্ঞানান্নিবর্ততে,— “ন পুনর্মৃত্যবে তদেকং পশ্যতি,” “ন পশ্যো মৃত্যুং পশ্যতি,” “তমেব বিদিত্বাহতিমৃত্যুমেতি,” “তত্র কো মোহঃ কঃ শোক একত্বমনুপশ্যত” ইত্যাদিশ্রবণাৎ। অত্র মৃত্যুশব্দো হবিজ্ঞাতিধায়ী—“প্রমাদং বৈ মৃত্যুমহং ব্রবীমি, সদাপ্রমাদাদমৃতত্বং ব্রবীমি” ইতি স্মৃতিভাষ্যাং তস্য প্রয়োগাৎ ॥৯॥

নির্বিশেষচিন্মাত্রং খলু ব্রহ্মণঃ স্বরূপং “সত্যং জ্ঞানমনন্তং” “নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শাস্ত্রং নিরবঘাৎ নিরঞ্জনং,” “নেহ নানাস্তিকিঞ্চন,” “অথাৎ আদেশো নেতি নেতি,” “ন হেতুস্মাদিতি নেত্যন্যং পরমস্তু” ইত্যাদিভিঃ শ্রুতিভিঃ,” “প্রত্যস্তুমিতভেদং যৎ

ইয়মিত্যবিজ্ঞোচ্যতে। ন পুনরिति। যন্তদেকং ব্রহ্ম পশ্যতি স পুনর্মৃত্যবে-হবিজ্ঞায়ৈ ন পুনস্তাং ন বিন্দতীত্যর্থঃ। পশ্য একত্বদর্শী বিদ্বান্ অতিমৃত্যু-বিজ্ঞাতিক্রমং মুক্তিমিত্যর্থঃ। প্রমাদমিতি ভারতে সনৎসূজাতবাক্যম্। প্রমাদমবিজ্ঞাম্। স্বপ্রমাদাদেকত্ববিজ্ঞানাৎ। তস্যাং তস্মেতি অবিজ্ঞায়াং মৃত্যুশব্দস্যেত্যর্থঃ ॥ ৯ ॥

ব্রহ্মস্বরূপং কীদৃশমিত্যপেক্ষায়ামাহ নির্বিশেষ ইতি। সত্যমিতি। সত্যাদিস্বরূপমিত্যর্থঃ। নেহেতি। ইহ ব্রহ্মণি নানাবিধং জ্ঞেয়জ্ঞানস্বরূপং কিঞ্চ নানা নাস্তীত্যর্থঃ। যথেনি বৃহদারণ্যকে। অথ মূর্ত্তামূর্ত্তাদিরূপ-

মায়া অর্থাৎ অবিজ্ঞার বৃত্তি যে অন্তঃকরণ, তদ্বারা অসংখ্য জীবরূপে প্রকাশিত হন।” “মায়া প্রকৃতি এবং মায়ী মহেশ্বর” ইত্যাদি শাস্ত্রই উক্ত বিষয়ে প্রমাণ ॥৮॥

এই অবিজ্ঞা ব্রহ্মাত্মৈক্যবিজ্ঞানে নিবৃত্ত হন। শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে—“যিনি ব্রহ্মকে দর্শন করেন, তাঁহাকে আর মৃত্যুর কবলে পড়িতে হয় না। ব্রহ্মদর্শী ব্যক্তি আর কখনই মৃত্যুমুখে পতিত হন না। তিনি সেই ব্রহ্মকে জানিয়া মৃত্যুকে অতিক্রম করেন। যিনি একত্ব দর্শন করিয়াছেন, তাঁহার আর মোহ বা শোক কোথায়?” এই স্থলে মৃত্যুশব্দ অবিজ্ঞাতিধায়ী। “আমি প্রমাদকেই মৃত্যু বলি; যিনি সদা অপ্রমাদী, তাঁহাকেই অমৃত বলি।” ইত্যাদি স্মৃতিতে মৃত্যুশব্দে অবিজ্ঞাকেই নির্দেশ করিয়াছেন ॥৯॥

সত্ত্বামাত্রমগোচরম্ । বচসামাত্মসংবেদ্যং তজ্জ্ঞানং ব্রহ্মসম্মি-
তম্ । শশ্বৎ প্রশান্তমভয়ং প্রতিবোধমাত্রং শুদ্ধং সমং সদসতঃ
পরমাত্মতত্ত্বম্” ইত্যাদিভিঃ স্মৃতিভিঃ সমস্তবিশেষপ্রতিষেধাৎ ॥১০॥

তদন্ত্য প্রতিপত্ত্যরূপাসকন্ত্যত্বেনেতি মন্তব্যম্,—আত্মেত্যে-
বোপাসীতেত্যাদিশ্রবণাৎ, “আত্মেতিতুপগচ্ছান্তি গ্রাহয়ন্তি চ” ইতি
শাস্ত্রকৃত্যপি স্বীকৃতত্বাচ্চ ॥১১॥

নিরূপণানন্তরং তস্মাৎ জ্ঞানং পরং শ্রেয়ো ন ভবত্যতো নেতি নেত্যাদেশঃ
নেতি নেতুপদিশ্যমানং ব্রহ্মৈব জ্ঞেয়মিত্যর্থঃ । জড়চেতনয়োর্ব্রহ্মান্যয়ো-
নিষেধায় বীপ্সাক্রুতিরেবাদেশার্থং ব্রবীতি । এতস্মাদব্রহ্মণোহন্যন্ন হ্যস্তীতি
নেতুচ্যতে । তদন্ত্যো জড়চেতনৌ ন স্তু ইতি প্রথমেন নেতিনোক্তং । দ্বিতীয়েন
দৃষ্টাক্রিয়তে । ন তু প্রপঞ্চবদ্ ব্রহ্মাপি ন সম্ভবেদिति চেন্নেত্যাহ অন্যদिति ।
দৃষ্ট্যাং প্রপঞ্চান্তিন্নং পরং সর্বং ভ্রমাবধিভূতং সন্মাত্রং ব্রহ্মাস্তীতি । প্রত্যন্তেতি
বৈষ্ণববাক্যং প্রকটার্থম্ । শশ্বদिति শ্রীভাগবতে । শশ্বন্মিত্যং প্রতিবোধমাত্রং
নির্বিশেষবিজ্ঞানবপূরিত্যর্থঃ ॥ ১০ ॥

তদिति । তন্নির্বিশেষচিদ্ধপং ব্রহ্ম । আত্মেতি বৃহদারণ্যকে । সোহয়-
মিতিভাবেনেত্যার্থঃ । আত্মেতি ত্বিতি ব্রহ্মসূত্রম্ । তদব্রহ্ম মমাত্মেতি তত্ত্বজ্ঞা
উপগচ্ছন্তি বিদন্তি তথা গ্রাহয়ন্তি চ শিষ্ট্যানিত্যর্থঃ ॥ ১১ ॥

নির্বিশেষ চিন্মাত্রই ব্রহ্মের স্বরূপ । শ্রুতিতে ব্রহ্মকে “সত্য,
জ্ঞান, অনন্ত, নিষ্কল, নিষ্ক্রিয়, শান্ত, নিরবত, নিরঞ্জন” বলেন ।
“এই ব্রহ্মে জ্ঞেয়-জ্ঞানস্বরূপ কিছুই নানা নাই ।” “মূর্ত্তামূর্ত্তাদিরূপ
জ্ঞানের পর শ্রেয়ঃ নাই, এইরূপ উপদিশ্যমান ব্রহ্মই জ্ঞেয় বস্তু ।”
এইরূপ আরও একটি শ্রুতি দেখা যায় । আবার স্মৃতিতেও
বলিয়াছেন—“ব্রহ্মে কোন ভেদই নাই । তিনি সত্ত্বামাত্র ও বাক্যের
অগোচর । তিনি আত্মসংবেদ্য । তাদৃশ জ্ঞানই ব্রহ্ম ।” ব্রহ্ম নিত্য,
প্রশান্ত, অভয়, জ্ঞানমাত্র, শুদ্ধ, সম, সৎ ও অসতের অতীত পরমাত্ম-
স্বরূপ তত্ত্ব ।” এই সকল শাস্ত্রদ্বারা সমস্ত বিশেষই নিষিদ্ধ
হইয়াছে ॥১০॥

এই চিন্মাত্র নির্বিশেষ ব্রহ্মই “সোহয়ং”—সেই এই, এই রূপে
উপদেশকারীর আত্মা জানিতে হইবে । কারণ বৃহদারণ্যকে “আত্মা

ন চ সত্যাদিভিঃ পদৈঃ নির্বিশেষশ্চৈবাবগতো তেষাং পর্য্যায়-
তাপত্তিঃ, পর্য্যায়ভূতানাং যুগপদ্বচনে পৌনরুক্ত্যঞ্চ। তস্মাৎ
সত্যাদিগুণবিশিষ্টাভিধায়ীনি তানীতি বাচ্যং নিগুণশ্রুতি-
বিরোধাপত্তেঃ ॥১২॥

ততশ্চাসত্যাজ্জড়াত্ম পরিস্ফিষ্টাচ্চ ব্যাবৃত্তিঃ ক্রমাদিমানি
গময়ন্তি। ব্যাবৃত্তেস্ত ন ভাবরূপো নাপ্যভাবরূপো ধর্ম্মঃ। কিন্তু
সর্ব্বৈতরব্যাবৃত্তব্রহ্মাত্মকৈব। যথা শৌক্লাদে নৈল্যা দিব্যাবৃত্তিঃ

সতামিত্যাদিশ্রুতিং বিশিষ্টব্রহ্মপরাং দ্বৈতিনো ব্যাচক্ষতে তান্নিরাকরোতি
ন চেতি। তেষাং সত্যাদিপদানাম্ একার্থাভিধায়কত্বং পর্য্যায়ত্বং পৌন-
রুক্ত্যং চেতি ঘটকলসকুস্তানানয়েতিবং পুনরুক্তিঃ স্যাৎ ইত্যর্থঃ। ইতি ন চ
বাচ্যমিত্যন্বয়ঃ। কূত ইত্যাহ— নিগুণশ্রুতিরिति। সত্যাদিগুণবিশিষ্ট-
স্বীকারে সাক্ষী চেতাঃ কেবলো নিগুণশ্চেতি বাক্যং বিরুদ্ধং স্যাদিত্যর্থঃ-
এতদ্বাক্যং ভবতি। যথা ভরতাদিভির্বাচকলাক্ষণিকব্যাঞ্জকাস্ত্রিবিধাঃ শব্দান্তেষাম-
ভিধানক্ষণাব্যঞ্জনাস্তিস্রা বৃত্তয়স্তাভির্বোধ্যা বাচ্যলক্ষ্যব্যাঙ্গাস্ত্রয়োহর্থ্য বাঞ্জনায়া-
কাসংখ্যাতা ভেদাঃ প্রতীতিবশাং স্বীকৃতাঃ প্রতীতাশ্চ সর্ব্বৈস্তথাস্মাভিরপি
কল্প্যতে। জাত্যাदीনি প্রবৃত্তিনিমিত্তানি বিনা চ লক্ষণয়া সত্যানয়ঃ শব্দা
নির্ব্বিশেষাং চিতং বোধয়ন্তীতি নিগুণ শ্রুতিজাতয়া প্রতীত্যা স্বীকার্যাম্-
ইতি ॥ ১২ ॥

পূর্ব্বোক্তে পক্ষে পুনরুক্তিং বীক্ষ্য নির্ব্বিশেষাং চিতং স্থাপয়িতুং তদ্বাদি-
নাস্তিকাত্ম্যপগতেনানাত্মবাদেন প্রবর্ত্ততে। ততশ্চেতি। তং পূর্ব্বোক্তং পক্ষং

ভাবিয়াই সেই ব্রহ্মের উপাসনা করিতে হইবে” এইরূপ কথিত
হইয়াছে। স্মৃত্তকার বলিয়াছেন— “সেই ব্রহ্ম আমার আত্মা,
ব্রহ্মজ্ঞেরা এইরূপই বোধ করিয়া থাকেন এবং শিষ্যদিগকেও এইরূপ
শিক্ষা প্রদান করিয়া থাকেন” ॥১১॥

সত্যাদি পদদ্বারা নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মেরই বোধ হয়, অতএব ঐ
সকল শব্দের পর্য্যায়তাপত্তি হইতেছে এবং পর্য্যায়ভূত শব্দসকলের
যুগপৎ উক্তিতে পৌনরুক্ত্য-দোষ ঘটিতেছে, অতএব ঐ সকল সত্যাদি
শব্দকে সত্যাদিগুণবিশিষ্ট ব্রহ্মের অভিধায়ক বলা হউক, এরূপও
বলা যায় না ; কারণ তাহা হইলে নিগুণ শ্রুতির বিরোধ হয় ॥১২॥

শৌক্ল্যাদিরূপৈর্ন তু ধর্মাস্তরম্। এবঞ্চ সতি তেষামৈকার্থ্যম-
পর্যায়তা চেতি ন কাপি ক্ষতিরস্তি ॥১৩॥

যত্নু “দ্বা-সুপর্ণা সমুজা সখায়া” ইত্যাদিষু ভেদবাদোহবগম্যতে,
স খলু ন শাস্ত্রতাৎপর্যগোচরঃ প্রসিদ্ধেঃ ফলাভাবাচ্চ, কিন্তু
ব্যবহারগোচর এব মৃষাভূতঃ। জীবজড়াত্মকঃ প্রপঞ্চঃ খলু শুভ্রো
রূপ্যমিব ব্রহ্মণ্যধ্যস্তো মিথ্যাভূত স্তেন তদ্ভেদোহপি তথা ॥১৪॥

বিহায়েত্যর্থঃ। ল্যব্লোপে কর্ম্মণি পঞ্চমী। গোত্বমগোভিন্নত্বমিতিবৎ
সত্যত্বমসত্যভিন্নত্বমিত্যাди ব্যাবৃত্তে: স্বরূপম্। এবমিতি। তেষাং সত্যাদি-
পদানাম্ ॥ ১৩ ॥

ননু জীবেশভেদোহপি শাস্ত্রেণোচ্যতে তস্য কা গতিরিতি চেৎ তত্রাহ
যত্ত্বিতি। প্রসিদ্ধেরিতি। সর্বৈরপি স্বতরেভ্যঃ স্বভেদো জায়তে এবং ন
তত্র শাস্ত্রাপেক্ষাস্তি। ফলাভাবাচ্ছেতি। ভেদিনামীশোপাসনয়া বৈকুণ্ঠং
গতানামপি তত্রেশমুপাসীনানাং ন পারতন্ত্যানিরূপ্তিঃ নৃসেবিনামিব সম্পন্না-
নামপীতি ন তত্র ফলিত্বমস্তুীতি ভাবঃ। নন্বয়মপুরুষার্থো ভেদঃ কুতো জাত-
স্তত্রাহ জীবজড়াত্মেতি। যথা শুভ্রেরজ্ঞানাদেব তত্র রজতং ভাসতে তথা
ব্রহ্মণোহজ্ঞানাদেব তস্মিন্ প্রপঞ্চ ইতি রজতবৎ প্রপঞ্চে মৃষেব ততশ্চ
প্রপঞ্চভেদোহপি মৃষেব ॥ ১৪ ॥

অতএব সত্যাদি শব্দসকল ক্রমাযয়ে অসত্য, জড় ও পরিচ্ছিন্ন
বস্তু হইতে ব্যাবৃত্তি অর্থাৎ ভেদ বোধ করাইতেছে, ইহাই বুঝিতে
হইবে। ঐ ব্যাবৃত্তি ভাবরূপ ধর্ম বা অভাব রূপ ধর্মও নহে। কিন্তু
উহা উক্ত ইতরসকল হইতে ব্যাবৃত্ত ব্রহ্মের স্বরূপ। শৌক্ল্য
প্রভৃতি ধর্মসকল যেমন নৈল্যাদি ধর্ম হইতে ব্যাবৃত্ত হইয়া শুক্লত্বাদি
রূপ হয়, ধর্মাস্তর হয় না, ব্রহ্ম সম্বন্ধেও তদ্রূপই জানিতে হইবে।
এইরূপে ঐ সকল সত্যাদি শব্দের একার্থতা ও অপরিহার্যতা উভয়ই
স্থির হইল। অতএব উহাতে কোনরূপ ক্ষতির আশঙ্কা নাই ॥১৩॥

যদি বল, “দ্বা-সুপর্ণা” প্রভৃতি ক্ষতিতে যে জীব-ব্রহ্মের ভেদ
উক্ত আছে, তাহার কি গতি হইবে, তাহা বলিতেছি। উক্ত ক্ষতি
সকলে যে ভেদবাদ বোধিত হইতেছে, উহা শাস্ত্রতাৎপর্যের গোচর
নহে। প্রসিদ্ধ বিষয়ের কথনে কোন ফল নাই। শাস্ত্রও কখন

এবং হি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে পরাশরোহপি নিশ্চিনোতি । ২।১২-
৩৭-৪১)—“জ্যোতিংষি বিষ্ণুভূবনানি বিষ্ণুঃ স এব বিষ্ণুর্বিদিশো
দিশশ্চ । সরিৎ সমুদ্রাশ্চ স এব সর্বং যদস্তি নাস্তি চ বিপ্রবর্য্য ॥
জ্ঞানস্বরূপো ভগবান্ যতোহসৌ বিশেষমূর্তির্ন তু বস্তুভূতঃ ।
ততো হি শৈলান্ধিধরাভেদান্ জানীহি বিজ্ঞানবিজৃপ্তিতানি ॥
যদা তু শুদ্ধং নিজরূপি সর্বং কর্মক্ষয়ে জ্ঞানমপাস্তদোষম্ । তদা
হি সঙ্কল্পতরোঃ ফলানি ভবন্তি নো বস্তুষু বস্তুভেদাঃ ॥ বস্তুস্তি
কিং কুত্রচিদাদিমধ্যপর্য্যন্তহীনং সততৈকরূপম্ । যচ্চান্যথাৎসং
দ্বিজ যাতি ভূয়ো ন তত্তথা তত্র কুতো হি ভত্বম্ ॥ মহী ঘটত্বং
ঘটতঃ কপালিকা কপালিকাচ্চূর্ণরজস্ততোহণুঃ । জনৈঃ স্বকর্মা-
স্তমিতাঅনিশ্চয়ৈরালক্ষ্যতে ক্রহি কিমত্র বস্তু” ॥১৫॥

পরাশরোহপি মহর্ষিরেতমর্থমবাদীদিত্যাহ এবমিতি । জ্যোতিংষি বিষ্ণু-
রিত্যাদৌ স্থানুঃ পুরুষ ইত্যাদিবৎ সামানাধিকরণ্যং বোধ্যম্ । জ্ঞানেতি যতো
ভগবান্ জ্ঞানস্বরূপো ন তস্য শেষমূর্তিত্বম্ । শৈলান্ধিধরাদিক্রপত্বং দেবমান-
বাছ্যাকারত্বঞ্চ মূষেতার্থঃ । ততো জ্ঞানস্বরূপস্য ভগবতোহশেষমূর্তিত্বম্ভা-
দেব হেতোঃ । শৈলাদিভেদান্ জ্ঞানস্বরূপে তস্মিন্ শুভ্রাদৌ রজতাদীনিব-
তদজ্ঞানেন বিরুদ্ধেন বিজৃপ্তিতান্ কল্পিতান্ জানীহি । ক্লীবত্বমার্ষম্ । নন্যস্য ভ্রমস্য
নিবৃতিঃ কদা তত্রাহ যদা স্থিতি । যদা জ্ঞানং নিজরূপি সৎ শুদ্ধং ভবতি ।
তথাৎসং কদেতি চেতত্রাহ যদা সদৃশরূপদেশলব্ধতত্ত্বজ্ঞানেন সর্বকর্মক্ষয়ে
সতি অপাস্তদোষং বিনিবৃত্তহেদং ভবতি তদা সঙ্কল্পতরোঃ ফলানি বস্তুষু

প্রসিদ্ধ বিষয় বলিয়া নিষ্ফল হন না । কিন্তু ব্যবহারিক ভেদের
মিথ্যাত্বই উপদেশ করেন । জীবজড়াত্মক প্রপঞ্চ শুদ্ধিতে রজতের
ন্যায় ব্রহ্মে অধ্যস্ত, মিথ্যাত্বত, অতএব জীবব্রহ্মের ভেদও মিথ্যা-
ত্বতই ॥১৪॥

শ্রীবিষ্ণুপুরাণে পরাশর ঋষিও ঐরূপই বলিয়াছেন—“জ্যোতিষ্ক-
সকল, ভুবন সকল, দিক্-বিদিক্ সকল, সরিৎ ও সমুদ্রসকল বিষ্ণুই ।
হে বিপ্রবর্য্য ! যাহাকিছু আছে বা না আছে, সকলই তিনি ।
ভগবান্ জ্ঞানস্বরূপ । তাঁহার বস্তুভূত কোন বিশেষ মূর্তি নাই ।
অতএব শৈলান্ধিভেদে তাঁহার যে ভিন্ন ভিন্ন মূর্তিসকল উক্ত হয়, তাহা
অজ্ঞানকল্পিতই জানিবে । যখন কর্মক্ষয়ে জ্ঞান নিজরূপও শুদ্ধ হয়,

বিঃ পুঃ ২।১২।৪২-৪৩ “তস্মান্ন বিজ্ঞানমূতেহস্তু কিঞ্চিৎ কচিৎ
কদাচিৎ দ্বিজ বস্তুজাতম্। বিজ্ঞানমেকং নিজকৰ্ম্মভেদবিভিন্ন-
চিঠৈবৈকল্যধাত্যুপেতম্ ॥ জ্ঞানং বিশুদ্ধং বিমলং বিশোকমশেষ-
লোভাদিনিরস্তসঙ্গম্। এবং সৰ্ব্বৈকং পরমঃ পরেশঃ স বাসুদেবো
ন যতোহন্যদস্তু” ॥১৬॥

বস্তুভেদা ন ভবন্তি। শুভ্রাদিজ্ঞানেন রজতাদয় ইব শৈলাদিভেদা বিনংক্ষ্যন্তী-
ত্যর্থঃ। অসত্ত্বাদেব শৈলাদয়ো বস্তুভেদা ন ভবন্তীত্যাহ বস্তুন্তীতি। আদি-
মধ্যাপর্য্যন্তহীনং সততৈকরূপং বস্তু কিং কুত্রচিদস্তু নাস্ত্যেবেত্যর্থঃ। হে দ্বিজ
মৈত্রেয় তচ্চ শৈলাদিকমন্যথা ত্বং পরিণামং ভূয়ঃ পুনঃ পুনর্য্যতি তত্তথোক্ত-
লক্ষণং ন ভবতি। (ভূয়স্ত স্যাং পুনঃ পুনরিতি শ্রীধরঃ।) তত্র তত্ত্বং বস্তুত্বং
কুতো নাস্ত্যেবেত্যর্থঃ। অন্যথাত্বমভিনয়েনাহ। মহীতি। মহী মৃত্তিকা
কূল্যলেন ব্যাপারিতা ঘটত্বং যতি স্ফুটিতা ঘটতঃ কপালিকা ভবতি সা
চূর্ণীভাবং গতা রজো ভবতি রজসস্তুগুঃ পুনঃ পুনঃ পুনরেবমিতি শৈলাদীনাং
পরিণামিত্বম্। জনৈরিতি। স্বকৰ্ম্মস্তুক্কজ্ঞানৈর্জনৈরত্র জগতি মুহুঃ পরিণামি-
শৈলধরাदिमये किं वस्तु ब्रह्मतत्त्वमालक्ष्यते त्वं ब्रह्मीति नैवालक्ष्यते
ইত্যর্থঃ ॥ ১৫ ॥

বিজ্ঞানাত্মকং ব্রহ্মৈব বস্তু তদজ্ঞানাত্তত্র কল্লিতমন্যং সৰ্ব্বমসদ্বস্ত্বেবেত্যা-
ক্তমপি দৃঢ়ার্থং পুনরপ্যাহ। তস্মাদিত্যাদিদ্বাভ্যাম্। বিজ্ঞানাত্মকত্বং বিনাগ-
দ্বস্তুজাতং শৈলাদি নাস্তু। ননু প্রতীয়মানং কথমপলপনীয়ং তত্রাহ বিজ্ঞান-
মিতি। একমদ্বিতীয়মিত্যর্থঃ। যথা রজ্জুরেব তৎস্বরূপানভিজৈভুজঙ্গাদি

তখনই ঐ ভেদজ্ঞান তিরোহিত হইয়া যায়। তখনই সঙ্কল্লতরু
ফলবান্ হয়। তখনই বস্তুতে বস্তুভেদ অন্তর্হিত হয়। আদি-
মধ্যান্তহীন সতত একরূপ বস্তু কি কোথাও আছে?—না। হে দ্বিজ,
যাহার পরিণাম হয় না, এমন বস্তুই নাই, তবে সেই সকল বস্তুকে
কি রূপে তত্ত্ব অর্থাৎ সত্যবস্তু বলা হইবে? প্রথমে মৃত্তিকা, তারপর
ঘটত্ব, তারপর কপাল, তারপর চূর্ণরজ, তারপর অণু। নিজকৰ্ম্মে
স্তুক্কজ্ঞান মনুষ্য ইহাদের কোন্টিকে বস্তু বলিবেন, বল?” ॥১৫॥

অতএব বিজ্ঞানাতিরিক্ত আর কোন বস্তুই কখন কোথাও নাই।
নিজ কৰ্ম্মভেদে বিভিন্নচিত্ত ব্যক্তিসকল ঐ একই বিজ্ঞানবস্তুকে
বহুধা দর্শন করিতেছে। ঐ বিজ্ঞানই আত্মা। উহা বিশুদ্ধ, বিমল,

(বিঃ পুঃ ২।১২।৪৪-৪৬ “সম্ভাব এবং ভবতো ময়োক্তো জ্ঞানং যথা সত্যমসত্যমন্যৎ । এতত্তু যৎ সংব্যবহারভূতং তত্রাপি চোক্তং ভুবনাশ্রিতং তে ॥ যজ্ঞঃ পশুইবিরশেষঋত্বিক্ সোমঃ সুরা স্বর্গময়শ্চ কামঃ । ইত্যাদিকস্ম্যাশ্রিতমার্গদৃষ্টং ভূরাদি-ভোগাশ্চ ফলানি তেষাম্ ॥ যচ্চৈতদ্ভুবমবগতং ময়া তবোক্তং সর্বত্র ব্রজতি হি কস্মবশ্য একঃ । জ্ঞাত্বৈতৎ ধ্রুবমচলং সর্দৈক-রূপং তৎকুর্যাদ্বিশতি হি যেন বাসুদেবম্” ইতি ॥ ১৭ ॥

ভাবেনাভ্যুপেয়তে তথান্নবস্ত্বেব তৎস্বরূপানভিজ্ঞেঃ শৈলাদিভাবেনেতি ভুজঙ্গাদি-বত্নমৃষৈবেত্যর্থঃ । আন্ববস্তু পরিশোধয়তি জ্ঞানমিতি । বিশুদ্ধং নির্বি-শেষম্ । বিমলমিতি দেহযোগেন বিশোকমিতি অন্তর্বিহিংকরণযোগেন চ বর্জিতম । অতোহশেষেতি । এবমুক্তপ্রকারকমাত্মতত্ত্বং সর্দৈকমেকরসং বিদ্যোপহিতঃ স এব বাসুদেবঃ পরমঃ শ্রীমান্ যতঃ আন্বতত্ত্বাদন্যন্নাস্তি তদন্যং সর্বং যুযেতি ॥ ১৬ ॥

সদिति । এবং মতুক্তপ্রকারকঃ সম্ভাবঃ সমীচীনঃ শ্রুতেরভিপ্রায়ো ভবত-স্তব ময়োক্তঃ । স কীদৃগিত্যাহ জ্ঞানমাত্মতত্ত্বম্ । অন্যৎ শৈলান্ধিধরাদি । এতদिति । তত্রাপি সত্যাসত্যার্থোপাখ্যানে ভুবনাশ্রিতং জন্ম যত্তবোক্তং তত্তু সংব্যবহারমূলং স্বাপ্নিকার্থোচ্চয়বন্ তু পারমার্থিকমিত্যর্থঃ । তদর্শয়তি যজ্ঞ ইতি । তেষাং কস্মণাম্ । অকস্মফলান্যনিতানীত্যাহ যচ্চৈতি । এত-দ্বোগ্যাভোগস্থানজাতং কস্মবশ্যত্বাদেক এব তত্র সর্বত্র পর্যায়েণ ব্রজতি । এতৎ কস্মফলজাতমনিত্যং জ্ঞাত্বা জনস্তৎ সাধনং কুর্য্যাৎ যেন বাসুদেবং বিশতি তত্র নীয়তে । ধ্রুবং নিত্যমচলং পূর্ণম্ ॥ ১৭ ॥

বিশোক, অশেষ-লোভাদি-নিরস্ত-সঙ্গ, সদা একরূপ । ঐ আত্মাই পরমেশ্বর বাসুদেব । বাসুদেব হইতে অন্য কিছুই নাই” ॥১৬॥

“উক্ত প্রকার সমীচীন শ্রুতির অভিপ্রায় আমি তোমাকে বলিলাম । জ্ঞানই সত্য বস্তু, আর সকলই অসত্য । সত্যাসত্যো-পাখ্যানে পৃথিবীতে জন্মাশ্রিত এই যে কিছু বলিলাম, সে সকলই স্বাপ্নিকার্যের ন্যায় ব্যবহারমূলক, পারমার্থিক নহে । যজ্ঞ, পশু, হবি, ঋত্বিক্, সোম, সুরা ও স্বর্গ প্রভৃতি কাম্য কৰ্মসকল যাহা কস্মাশ্রিত মার্গে দৃষ্ট হইয়া থাকে, এবং উহাদের ফল ভূরাদি ভোগ প্রভৃতি সকলই অনিত্য । ঐ সকলের সর্বত্রই কস্মবশ্যতা । সদা

অতএব ভেদগ্রাহিণং শ্রুতিনিন্দতি ভয়ং চ তস্মাভিধত্তে—
 “অথ যোহন্যাং দেবতামুপাস্তে,” “যোহন্যাং অসাবন্যোহহম-
 ন্মীতি ন স বেদ যথা পশুরেবং স দেবানাম্” ইতি, “যদেবেহ
 তদমুত্র, যদমুত্র তদব্হিহ। মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি য ইহ নানৈব
 পশ্যতি ॥” “যদা হ্যেবৈষ এতন্নিম্নদরমন্তরং কুরুতে অথ তস্মা
 ভয়ং ভবতি” ইত্যাদিকা। তস্মাৎ পরাপরাভ্যনোরভেদ এব
 পারমাথিকঃ, ভেদস্তব্যবহারিক ইতি সিদ্ধম্ ॥ ১৮ ॥

“ত্বং বা অহমস্মি ভগবো দেবতে অহং বৈ ভ্রমসি ভগবো
 দেবতে”, তদ্যোহহং সোহসৌ যোহসৌ সোহহম্” ইতি “তত্ত্ব-

অত এবৈতি ভেদস্য মৃষাত্বাদেবেত্যর্থঃ। অথেতি বৃহদারণ্যকে। পর-
 মাত্মদেবতাং স্বস্মাদন্যতয়োপাসীনঃ পশুবা ইত্যর্থঃ। যদেবেতি কাঠকে।
 ইহ জীবরূপে অমুত্র ঈশ্বরস্বরূপে চ চৈতন্যমাত্রমেকং বেদ্যং তত্র নানাত্বদংশী-
 জন্মমরণপ্রবাহং বিন্দতীত্যর্থঃ। যদা হ্যেবেতি তৈত্তিরীয়কে। এতন্নিম্নানন্দ-
 ময়ে ব্রহ্মণি উদরমল্লমন্তরং বিশেষং যদেষ কুরুতে ভাবয়তি তদাস্য
 সংসারঃ ভয়মুৎপত্ততে ইত্যর্থঃ। (অবকাশে বহির্যোগে বিশেষে বসনেহস্তরম্”
 ইতি হলায়ুধঃ।) ভেদস্তব্যবহারিক ইতি। এতত্ত্ব যং সংব্যবহারমূলমিতি
 স্মৃতেঃ ॥ ১৮ ॥

স্বতঃ প্রতীতিপক্ষেহ্যাপক্ষে চ স্থূলধিয়াং যদ্যসন্তোষস্তদা লক্ষণ্যৈবা-
 দ্বৈতং সাধয়ামীতি ভাবেনাহ। ত্বং বা ইতি জাবালাঃ। তদ্যদোমিতি
 ঐতরেয়িণঃ। ভাগলক্ষণয়া জহদজহংস্বার্থয়া। বিরুদ্ধান্ বিভূত্বাণুত্বনিয়ন্তৃ-
 ত্ব-

একরূপ প্রব অচল ব্রহ্মকে জানিয়া জীব ঐ সকল কার্য্য পরিত্যাগ-
 পূর্ব্বক বাস্তুদেবের শরণাপন্ন হইবেন” ॥১৭॥

এই নিমিত্তই শ্রুতি ভেদগ্রাহীকে নিন্দা করিতেছেন, এবং তাঁহার
 ভয়ও বলিতেছেন, যথা,—“যিনি অন্য দেবতার উপাসনা করেন,
 তিনি পশু। যাহা কিছু এখানে, পরলোকেও তাহাই; পরলোকে
 যাহা, তাহা এখানেও। যিনি নানা দর্শন করেন, তিনি মৃত্যু হইতে
 মৃত্যু প্রাপ্ত হন। এই জীব যখন এই আনন্দময় ব্রহ্মে অল্পমাত্রও
 ভেদ করেন, তখন তাঁহার ভয় হয়, ইত্যাদি”। অতএব জীবাত্মা ও
 পরমাত্মার অভেদই পারমাথিক; ভেদ ব্যবহারিক মাত্র, ইহাই
 সিদ্ধ হইল ॥১৮॥

মসি” ইতি চৈবমাদিশপি ভাগলক্ষণয়া বিরুদ্ধান্ গুণাংশান্ বিহায়
সংবিদনুভূতিপর্য্যায়ং চৈতন্যমাত্রমেকং তয়োঃ স্বরূপমবগময়ীযং
নিগুণবাক্যস্থানুরোধাদেব। বলবচ্চ নিগুণবাক্যং স্বরূপ-
পরত্বাৎ ॥ ১৯ ॥

যতশ্চ কচিদ্ভূতং বর্ণয়ন্তি, তৎ কিল কল্পিতমেব— “চিন্ময়-
স্তাদ্বিতীয়স্য নিষ্কলস্তাশরীরিণঃ। উপাসকানাং কার্যার্থং ব্রহ্মণো
রূপকল্পনা” ইত্যাদি শ্রবণাৎ। কার্যঞ্চ তেষামরুদ্ধতীদর্শনন্যায়েন
ক্রমেণ প্রত্যক্ প্রবণচিত্ততৈব ॥ ২০ ॥

নিয়মাত্মাদীন্ গুণাংশান্ বিহায় তাক্।। বলবচ্চেতি। সগুণবাক্যস্ত
গুণিপরত্বাৎ দুর্বলমিত্যর্থঃ ॥ ১৯ ॥

ননু সৎপুণ্ডরীকনয়নং মেঘাভং বৈজ্ঞাতাম্বরমিত্যাদৌ ব্রহ্মণো রূপিত্বশ্রবণা-
নিগুণত্বং কথং ব্রবীষীতি চেত্তত্রাহ যত্স্যেতি। কচিৎ শ্রুতিপ্রদেশে স্মৃতিষু
চেত্যর্থঃ। চিন্ময়স্যেতি পঞ্চদশ্যাং শ্রীরামোপনিষদি দৃষ্টম্। চিন্ময়স্য
বিজ্ঞানময়স্য অদ্বিতীয়স্য দ্বিতীয়ভেদাসহস্য নিষ্কলস্য নিরংশস্য অশরীরিণঃ
দেহেন্দ্রিয়প্রাণসম্বন্ধশূন্যস্যেত্যর্থঃ। প্রতাপিতি। বিজ্ঞানমাত্রব্রহ্মণিরত-
চিত্ততেত্যর্থঃ ॥ ২০ ॥

“তুমিই আমি, আমিই তুমি, যে আমি, সেই তিনি, যে তিনি,
সেই আমি। সেই ব্রহ্মই আমি।” ইত্যাদি বাক্যে ভাগলক্ষণা
দ্বারা বিরুদ্ধ গুণাংশসকল ত্যাগ করিয়া সম্বিদভূতিপর্য্যায় চৈতন্যমাত্র
একজীব ও ব্রহ্মের স্বরূপ বোধিত হয়। নিগুণ বাক্যের অনুরোধে
দুর্বল সগুণ বাক্য পরিত্যাজ্য। নিগুণ বাক্যসকল স্বরূপপর হইয়াই
বলবৎ হয় ॥ ১৯ ॥

ঐ ব্রহ্মের যে কোথাও কোথাও রূপ বর্ণিত হইয়াছে, তাহা
কল্পিতই। “বিজ্ঞানময়, অদ্বিতীয়, নিরংশ ও দেহেন্দ্রিয়াদিরহিত
পরব্রহ্মের রূপকল্পনা উপাসকদিগের কার্যের জন্ম” ইত্যাদি শাস্ত্র
সকলই তদ্বিষয়ে প্রমাণ। উপাসকের চিত্তকে ক্রমে প্রত্যক্ প্রবণ
করাই উক্ত কার্য। যেমন বরবধুকে সপ্ততারাস্তর্গত সূক্ষ্মঅরুদ্ধতী
নক্ষত্র দেখাইবার জন্ম প্রথমতঃ স্থূল সপ্ততারা দেখান হয়, তদ্রূপ
প্রত্যক্ ব্রহ্মকে অবগত করাইবার নিমিত্ত উপাসককে স্থূল কল্পিতরূপে
অভিনিবিষ্ট করান হইয়া থাকে ॥ ২০ ॥

এবঞ্চাসত্যৈরেব শাস্ত্রাদিভিঃ সত্যভূতব্রহ্মভাবাপ্তিরসত্যৈরেব
 স্বাপ্নিকস্ত্রীসঙ্গশিরশ্ছেদাদিভিঃ সত্যভূতস্বখদুঃখাদেবরূপালম্বাৎ
 অত উক্তম্,— “ছায়াপ্রত্যাহ্বয়াভাসা হসন্তোহপ্যর্থকারিণঃ”
 ইতি । তস্মান্নির্বিশেষচিন্মাত্রাদ্বৈতং ব্রহ্মৈব সত্যং, তদগ্ৰং
 সৰ্ব্বং তত্র পরিকল্পিতং মিথ্যাভূতমিতি ॥২১॥

অত্রাচক্ষ্মহে,— ন হভেদে ফলমস্তু । অজ্ঞাননিবৃত্তিরানন্দা-
 বাপ্তিশ্চ ফলম্ । তত্র নাভ্যঃ, প্রাক্ প্রত্যাখ্যানাৎ, নাস্ত্যঃ,
 নির্বিশেষত্বক্ৰতেঃ । ন চাবাপ্তিঃ স্বরূপমেব ধৰ্ম্ম ইতি বাচ্যম্ ;
 তথা সতি সাধনবৈয়র্থ্যাভ্রাপত্তেঃ । নাপি ব্রহ্মতাপত্তৌ সা শ্রুতিঃ
 প্রমাণভাবমাবহতি,— এবশব্দস্ত তত্র সাদৃশ্যার্থকত্বাৎ । “ববা

ননু দ্বিতীয়চিহ্নাদে তদন্যেষাং সৰ্বেষামর্থানাং কল্পিতত্বেন মৃষাত্বাৎ কথং
 মৃষাভূতানাং শাস্ত্রাচার্য্যাতত্পদিক্ সাধনানাং ব্রহ্মতাপত্তিলক্ষণ মোক্ষহেতুত্বং
 স্যাত্তত্রাহ এবঞ্চাসত্যৈরেবোতি । শুক্তিরজতাদিবন্মৃষাভূতৈরেব শাস্ত্রাদিভিঃ
 সত্য্য শুক্তিৰ্ভবতীত্যত্রাপ্তি দৃষ্টান্তঃ । মৃষাভূতা অপি স্বাপ্নিকা যোদিদাম্বেষা-
 দয়ঃ সুখাদীনি সত্যানি জনয়ন্তঃ প্রতীয়ন্তে । তদেবমুক্তং ভগবতাপীত্যাহ ।
 ছায়েতি ব্যাখ্যাতে প্রাক্ । পূৰ্বপক্ষং সংকলয়তি তস্মাদিতি ॥২১॥

অত্রোতি । পূৰ্বপক্ষে পরিহারসমাধানে ক্রমহে ইত্যর্থঃ । ইহ পূৰ্ব্বোক্তান্
 পূৰ্বপক্ষান্ হৃদি নিধায় তে ধ্বে ভবনীয়ে । ন হীতি । অভেদে চিন্মাত্রাদ্বৈতে ।
 প্রাক্ পূৰ্বপাদে বামনাথো । নির্বিশেষত্বৈতি আনন্দিত্বপ্রতীতিরिति ভাবঃ ।

অদ্বৈতবাদে ব্রহ্মাভিন্ন সকল বস্তুর কল্পিতত্বহেতু মিথ্যাত্ব হইলেও
 মিথ্যাভূত বস্তুর উপদেশকারী শাস্ত্র, আচার্য্য ও তত্পদিষ্ট সাধন-
 সকল মিথ্যা হইতেছে না ; কারণ, মিথ্যাভূত রজতদ্বারা যেক্রপ
 সত্য শুক্তির জ্ঞান জন্মে, তক্রপ মিথ্যাভূত শাস্ত্রাদিদ্বারা সত্যভূত
 ব্রহ্মের জ্ঞান হইতেছে । স্বাপ্নিক স্ত্রীসঙ্গ ও শিরশ্ছেদাদি অসত্য
 হইলেও তদ্বারা তৎকালে সত্য সুখ ও দুঃখের লাভ দেখা যায় ।
 এই নিমিত্তই শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে—ছায়া, প্রতিধ্বনি ও আভাস
 প্রভৃতি সত্যবস্তুর নহিইয়াও সত্যবস্তুর গায় কার্য্য করিয়া থাকে ।”
 অতএব নির্বিশেষ চিন্মাত্র অদ্বৈত ব্রহ্মই সত্য এবং তন্নিম্ন সমস্তই
 মায়াপরিকল্পিত—মিথ্যাভূত ॥২১॥

যথা তথা বৈবং সাম্যে” ইতি হ্যনুশাসনম্। ততশ্চ ব্রহ্মৈব ব্রহ্মসম ইত্যর্থঃ। অতএব ব্রহ্মভাবানন্তরং ব্রহ্মাপ্যয়ঃ সংগচ্ছতে নানুথা; শ্রুতিশ্চ—“নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি” ইতি, “যথোদকং শুদ্ধে শুদ্ধমাসিক্তং তাদৃগেব ভবতি। এবং মুনের্বিজানত আত্মা ভবতি গোতম” ইতি চ, স্মৃতিশ্চ— (গীঃ ১৪।১) “ইদং জ্ঞান-মুপাশ্রিত্য মম সাধর্ম্যমাগতাঃ। সর্গেহপি নোপজায়ন্তে প্রলয়ে ন ব্যথন্তি চ” ইতি, “ভোগমাত্রসাম্যালিঙ্গাচ্চ” ইতি গ্রায়শ্চ ॥ ২২ ॥

ন চেতি অবাধিরানন্দলাভঃ। সা শ্রুতিঃ ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মৈব ভবতীত্যাদিকা। ববেত্যমরবাক্যম্। অতএবেতি। এবশব্দস্য সাম্যার্থকত্বেন ব্রহ্মতাপত্তের-পলীনত্বাদ্ধ্রুতভাবেন ব্রহ্মসাম্যভবনস্য ব্যাখ্যাতেত্বাচ্ছেত্যর্থঃ। অন্যথা ব্রহ্মতাপত্তি-স্বীকারে। নিরঞ্জন ইতি মুণ্ডকে নির্মায় সন্নিতার্থঃ। যথোদকমিতি কাঠকে। তাদৃক্ তৎসমম্। মুনের্ব্রহ্মধায়ায়িনো বিজানতো ব্রহ্মানুভবিনঃ জনস্য আত্মা এবমাসিক্তোদকবদ্ব্রহ্মসমঃ ভবতীত্যর্থঃ। সাম্যমত্র নৈরঞ্জন্যাংশেন জ্ঞেয়ম্। ইদমিতি শ্রীগীতাসু। সর্গপ্রলয়য়োর্জন্মব্যাথাবিরহান্মুক্তহুমুক্তম্। ভোগেতি ব্রহ্মসূত্রম্। নেতি পূর্বতোহনুবর্ততে। পরমং সাম্যমুপৈতি ইতি স্বরূপ-সামর্থ্যাভ্যাং জীবেশয়োঃ সাম্যং বাক্যার্থেনাঙ্গীকৃতম্। সোহশ্মুতে সর্বান্ কামান্ ইত্যত্র ভোগমাত্রে মুক্তস্য ব্রহ্মসাম্যবচনাল্লিঙ্গাদেবেত্যর্থঃ ॥ ২২ ॥

এই স্থলে বক্তব্য,—অভেদ পক্ষে কোন ফলই দেখা যায় না, ফল দুইটি, অজ্ঞাননিবৃত্তি এবং আনন্দপ্রাপ্তি। তন্মধ্যে অজ্ঞান-নিবৃত্তিকে অভেদের ফল বলা যায় না; কারণ তাহা পূর্বেই প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে। আবার আনন্দপ্রাপ্তিকেও উহার ফল বলা সঙ্গত হয় না; কারণ তাহা হইলে নির্বিষয়ত্বের ক্ষতি হয়। ঐ আনন্দপ্রাপ্তিকে ব্রহ্মের স্বরূপই বলা হইবে, উহাকে তাহার ধর্ম্য বলা হইবে না, একথাও বলা যায় না; যেহেতু উহাকে ধর্ম্য না বলিলে সাধনের বৈয়র্থ্য ঘটে। আবার তোমার প্রদর্শিত “ব্রহ্মবিৎ ব্যক্তি ব্রহ্মই হন” এই শ্রুতিও ব্রহ্মতাপ্রাপ্তির পক্ষে প্রামাণ্যভাব প্রাপ্ত হয় না; কারণ ঐ শ্রুতির অন্তর্গত ‘এব’ সাদৃশ্যার্থক। “ব বা যথা তথা বৈব সাম্যে” এইরূপ অনুশাসন দ্বারা “এব” শব্দের সাদৃশ্যার্থও প্রাপ্ত হওয়া যায়। অতএব “ব্রহ্মৈব” শব্দের অর্থ ব্রহ্মই নহে, পরন্তু

ন চ লোকে অজ্ঞাতো জীবব্রহ্মভেদঃ শাস্ত্রেনৈব জ্ঞায়তে, অতস্তত্র তস্মৈ ভাৎপর্যমিতি বাচ্যং,— শাস্ত্রতাৎপর্যনির্ণেতৃভিঃ ষড়্ভিলিঙ্গৈস্তদভেদশ্চৈব নির্ণেয়মাণত্বাৎ। তদদ্বৈতং ব্রহ্মাতি-
রিক্তং ব্রহ্মাত্মকং বেত্যাদিভিস্তদস্মৈ পুরা নিরাসাচ্চ তস্মান্নর-
শৃঙ্গাদিবদসত্ত্বাদেব তথাত্বং তস্মৈ ॥২৩॥

এবঞ্চ “সদেব সৌম্যেদম্” ইত্যাদাবিদং শব্দিতস্মৈ জগতঃ শক্তিম-
দ্রষ্টৃশ্চৈবোপাদানং নিমিত্তক্ষেতি বিবক্ষিতমেকবিজ্ঞানেন সৰ্ব-
বিজ্ঞানপ্রতিজ্ঞানাং পদেভ্যস্তথাভিধানাচ্চ। ন চৈতদভেদমাত্রো
মানম্—একপদেনৈব তৎসিদ্ধৌ পদান্তরবৈয়র্থ্যাপত্তেঃ। ন চ

যুক্তিমধ্যে শাস্ত্রিকগম্যো - ব্রহ্মভেদ ইত্যনেন লোকাদজ্ঞাতস্তদভেদ
ইত্যুক্তং তন্নিসৃষ্টি ন চেতি। নহু দ্বৈতিভিরদ্বৈতঞ্চ ষড়্ভিলিঙ্গৈঃ নির্ণীত-
মস্তীতি চেত্তত্রাহ তদদ্বৈতমিতি। পুরা পঞ্চমে পাদে। তথাত্বমিতি।
তস্মাদ্বৈতস্যাজ্ঞাতত্বং মিথ্যাবেত্যর্থঃ ॥ ২৩ ॥

এবঞ্চৈত্যাди একেতি। যেনাশ্রুতং শ্রুতং ভবত্যমতং মতমবিজ্ঞাতং
বিজ্ঞাতমিত্যেকবিজ্ঞানেন সৰ্ববিজ্ঞানপ্রতিজ্ঞানাদুপাদানত্বম্। পদেভ্যস্তথ্যেতি।

উহার অর্থ ব্রহ্মসম। এই প্রকার অর্থ করিলেই ব্রহ্মভাবানন্তর
ব্রহ্মপ্রাপ্তি সঙ্গত হয়। অতথা “নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি”
“যথোদকং শুদ্ধে শুদ্ধমাসিক্তং তাদৃগেব ভবতি এবং মুনেৰ্বিজ্ঞানত
আত্মা ভবতি গৌতম” ইত্যাদি শ্রুতি এবং “ইদং জ্ঞানমুপাশ্রিত্য
মম সাধর্ম্যমাগতাঃ” ইত্যাদি স্মৃতি ও “ভোগমাত্রসামালিঙ্গাচ্চ” ইত্যাদি
ন্যায়সকলের সহিত বিরোধ উপস্থিত হয় ॥২২॥

লোকে অজ্ঞাত জীবব্রহ্মের অভেদ শাস্ত্রদ্বারা জ্ঞাত হওয়া যায়,
অতএব অভেদেই শাস্ত্রের তাৎপর্য, একথা বলা যায় না; কারণ,
শাস্ত্রতাৎপর্যনির্ণেতৃগণ উপক্রমাদি ষড়্ভিধলিঙ্গ দ্বারা ঐ ভেদ নির্ণয়
করিয়াছেন। ষড়্ভিধ লিঙ্গদ্বারা অদ্বৈতই নির্ণীত হইয়াছে, এরূপ
বলিতে পারা যায় না, কারণ, তাদৃশ অদ্বৈত ব্রহ্মাতিরিক্ত কি
ব্রহ্মাত্মক, ইত্যাদি বিকল্পদ্বারা উহা পূর্বেই নিরস্তু হইয়াছে।
অতএব নরশৃঙ্গাদির ন্যায় অসত্ত্বাহেতু অদ্বৈতের অজ্ঞাতত্বও মিথ্যাই
হইতেছে ॥২৩॥

সজাতীয়বিজাতীয়স্বগতভেদনিরাসাৎ পদত্রয়মর্থবদেবেতি বাচ্য-
মভেদস্য নিরস্তত্বাৎ । তস্মাদেবাদ্বিতীয়পদে ভেদিতর সৰ্ব্বাভাবস্তস্য
চ নিরূপাখ্যত্বমধিকরণরূপত্বং চেত্যাদিকল্পনং সূদূরোৎসারিতম্ ।
কিঞ্চ, তেন কল্পনেনাপি নাভিমতং সিধ্যতি । অভাবেনৈব
সদ্বিতীয়ত্বাপত্তেঃ,—দ্বিতীয়স্য নিরূপাখ্যত্বেহপি ব্রহ্মণি তদাধা-
রত্বাপত্তেঃ । অভাবস্ত্যাধিকরণরূপত্বে তু ঘটাত্তাবো ভূবীত্যত্র
ভুবি ভূরিত্যাগ্নুভবাপত্তেঃ ব্রহ্মণো নিরূপাখ্যতাপত্তেশ্চেত্যন্তে ।
তস্মাদ্ভ্রুচ্ছমেতৎ ॥২৪॥

‘তদৈক্যত বহু স্যাৎ প্রজায়েয়’ ইতি ‘তত্তেজোহসৃজত’ ইত্যাদিষু অসৃজতেত্যাদিপ-
দেভ্যো নিমিত্তত্বস্যাভিধানাৎ চেত্যর্থঃ । ন চেতি । এতৎ সদেব সৌম্যোতি
বাক্যম্ । তৎসিদ্ধাবভেদনিষ্পত্তৌ । পদান্তরয়োরেবাদ্বিতীয়পদয়োৰ্নিষ্ফলতা-
পত্তেঃ । ন চ সজাতীয়েতি । ক্ষেত্রক্ষেভ্যঃ সজাতীয়ঃ প্রকৃতাতিভ্যো বিজা-
তীয়ঃ স্বগুণেভ্য স্বাতশ্চ ভেদঃ প্রতীয়তে তন্নিবারকতয়া ত্রীণি পদানি
সার্থকানীতি ন বাচ্যমিত্যর্থঃ । নিরস্তত্বদ্ব্যামনপাদে । তস্মাদিতি । অভে-
দস্য পূৰ্ব্বত্র নিরস্তত্বাদেব হেতোঃ । তস্য চেতি । ব্রহ্মৈতরসৰ্ব্বাভাবস্য
খপুষ্পাদিবদবস্ত্বমিত্যর্থঃ । অধিকরণরূপত্বং ব্রহ্মায়কত্বমিত্যর্থঃ । তথা চ
সৰ্বৈকরূপায়ৈরদ্বৈতমেব সাধ্যতে । তস্য চ পূৰ্ব্বং নিরস্তত্বাচ্ছপাদ্যনাং নিরর্থ-
কত্বমিতি ভাবঃ । কিঞ্চেতি । তেনাদ্বিতীয়পদেন ব্রহ্মণস্তদন্যসৰ্ব্বাভাবরূপত্ব-
কল্পনং কল্পনমেব সৰ্ব্বাভাবস্য নিরূপাখ্যত্বকল্পনে চৈত্যর্থঃ । তবাভিমতং
নির্বিশেষচিদ্বৈতং ন সিধ্যতি । দ্বিতীয়স্য তদিতরসৰ্ব্বাভাবস্য । ব্রহ্মণীতি ।
অভাবাধিকরণস্য হি ভাবরূপত্বপ্রতীতেরিতি ভাবঃ । স্বমতেন দূষণমপিতমথ
তार्কিকমতেন দূষয়তি অভাবস্তুতি । ভুবি ঘটাত্তাব ইত্যত্র ভুবি ভূরিত্যা-
পত্তেরিত্যর্থঃ । ব্রহ্মণঃ সৰ্ব্বাভাবরূপত্বে শূন্যতাপত্তেশ্চেত্যন্তে তार्কিকাস্তম্ভিন
দূষণমপর্যন্তি স্বমতে ত্বভাবস্ত্যাধিকরণরূপত্বেহপি বিশেষবলাদভাববত্বমস্তুতি
বোধ্যম্ । তস্মাদিতি । এতদদ্বিতীয়পদার্থদ্বয়কল্পনম্ ॥ ২৪ ॥

এইরূপ “সদেব সৌম্যোদমগ্র আসীৎ” এই শ্রুতিতে ইদং শব্দ-
প্রতিপাদ্য জগতের শক্তিবিশিষ্ট ব্রহ্মই উপাদান ও নিমিত্ত কারণ,
ইহাই বিবক্ষিত হইয়াছে, জানিতে হইবে । কারণ, “যেনাশ্রুতং
শ্রুতং ভবতামতং মতং” প্রভৃতি শ্রুতিতে একবিজ্ঞানে সৰ্ববিজ্ঞানের
প্রতিজ্ঞা থাকাতে উপাদানকারণত্ব এবং “তত্তেজোহসৃজত” ইত্যাদি

“নেহ নানা” ইত্যত্র ব্যাহেষু প্রতীতশ্চ ভেদস্য নিষেধঃ। তেষু নানাভেন প্রতীতিরভেদে সত্যেবোতি শ্রুতিরাহ—“একোহপি সন্ বহুধা যো বিভাতি”ইতি, “একং সন্তং বহুধা দৃশ্যমানম্”ইতি চ। ধর্মভেদস্য বায়ং প্রতিষেধঃ; শ্রুতিশ্চ—“যথোদকং দুর্গে বৃষ্টম্ ইত্যাত্মা। ন চাত্র নানাবিধজ্ঞাতৃজ্ঞেয়ত্বাদি প্রতিষেধঃ; তস্য শ্রুতিপ্রতিপাদিতত্বাৎ ॥২৫॥

নেহ নানেতি শ্রুতিং ব্যাচক্ষে নেহেত্যাदिना। ব্যাহেষু বাসুদেবাদিষু চতুষু। ধর্মভেদস্য চেতি। ব্রহ্মধর্ম্য। ব্রহ্মণো ভিন্না ন ভবন্তীতি বা তদর্থং পরাভিমতং বাক্যার্থং দুষয়তি ন চাত্রেতি। তস্য জ্ঞাতৃজ্ঞেয়াদিভাবস্য। তমায়স্থং যে তু পশুন্তি ধীরাঃ এতজ্জ্ঞেয়ং নিত্যমেবায়স্থংস্থমিত্যাदिश्रुति-
প্রতিপাদিতস্য শ্রুত্যেব প্রতিষেধে তস্যা উন্নততাপত্তিরিতি ভাবঃ ॥ ২৫ ॥

শ্রুতিতে অসৃজত ইত্যাদি পদদ্বারা উহার নিমিত্তকারণত্ব উক্ত হইয়াছে। অতএব “সদেব সৌম্যোদং” প্রভৃতি বাক্য জীবব্রহ্মের অভেদের প্রমাণ নহে। “একমেবাদ্বিতীয়ম্” এই শ্রুতিতে ‘এক’ পদদ্বারাই অভেদের নিষ্পত্তি হওয়াতে ‘এব’ পদ ও অদ্বিতীয় পদের নিষ্ফলতাপত্তি হয়। ক্ষেত্রজ জীব হইতে সজাতীয় ভেদের প্রকৃতি হইতে বিজাতীয় ভেদের এবং স্থায়ী গুণ হইতে স্বগত ভেদের নিবারণার্থ ‘এক এব অদ্বিতীয়’ পদের প্রয়োগ বলিয়া উহাদের সার্থকতা একথাও বলা যায় না; কারণ, অভেদ পূর্বেই নিরস্ত হইয়াছে। অতএব ‘এব’ ও ‘অদ্বিতীয়’ পদদ্বারা ব্রহ্মের সকল বস্তুর অভাব এবং ব্রহ্মাতিরিক্ত ঐ অভাবের আকাশকুসুমের ন্যায় অবস্ত্বত্ব ও সর্বপদার্থের ব্রহ্মাত্মকত্ব বোধিত হয়, এই প্রকার কল্পনা দুরোৎসারিত হইল। আরও তাদৃশী কল্পনাতে ও অভীষ্ট সিদ্ধি হয় না। কারণ, অভাবকে লইয়া আবার সদ্বিতীয়তাপত্তি ঘটিতেছে। ব্রহ্মের সর্বভাবের অবস্ত্বত্ব হইলেও ব্রহ্মে অভাবের অধিকরণত্ব ভাবরূপে প্রতীত হওয়াতেই তাঁহার সদ্বিতীয়ত্ব হইতেছে। অভাবকে অধিকরণস্বরূপ বলিয়া স্বীকার করিলেও নিস্তার নাই; কারণ, ভূতলে ঘটাব্যবস্থার বহির্ভূত—ভূতলে ঘটাব্যবস্থার অধিকরণ ভূতল এই প্রকার অনুভবের

“যত্র হি দ্বৈতমিব” ইত্যাদৌ চ ন ভেদস্য প্রতিষেধঃ পারমার্থিক-
কত্বাৎ । “পৃথগাত্মানং প্রেরিতারঞ্চ মত্বা জুষ্টং স্তুতশ্চেনামৃতত্বমিতি,”
“জুষ্টং যদা পশ্যতি অন্তর্মীশমস্য মহিমানমিতি বীতশোক” ইতি
তজ্জ্ঞানস্য মোক্ষহেতুত্বশ্রবণাৎ ॥২৬॥

যত্র হীতাদিভিরনুতেন হি প্রত্যাচা ইত্যন্তর্ভেদঃ কল্পিতত্বাৎ প্রতিষিদ্ধ
ইতি যদুক্তং তত্তাবগ্নিরস্যতি যত্র হি দ্বৈতমিত্যাदिনা । পারমার্থিকত্বাদিতি
নিত্যত্বাদিত্যর্থঃ । তত্ত্বে হেতুমাং পৃথগিতি শ্বেতাশ্বতরোপনিষদি । আত্মানং
স্বং প্রেরিতারঞ্চ পরেশং পৃথক্ মত্বা প্রের্যাত্ত্বপ্রেরকত্বাভ্যামণুত্ববিভূত্বাভ্যাং
ভূতাত্ত্বমিত্বাভ্যাঞ্চ ভেদং তয়োৰ্বিজায় ততস্তদনন্তরং জুষ্ঠন্ তমুপাসীনস্তেন
পার্থক্যতয়া জোষণেনামৃতত্বমিতি । জুষ্ঠমিতি প্রকটার্থম্ । তজ্জ্ঞানস্য
ভেদজ্ঞানস্য । অত্র জীবেশয়োৰ্ভেদঃ অণুত্ববিভূত্বাদিনিত্যধর্মকৃতত্বাৎ সত্যাস্তস্য
জ্ঞানঞ্চ মোচকম্ । অন্যথা তজ্জ্ঞানস্য মোচকত্বং ন শ্রুয়েত । ন হি শুক্লি-
রজতজ্ঞানং মোচকং শ্রুতম্ । তর্হি শুক্লিকজ্ঞানং সত্যত্বান্মোচকমস্ত ন শ্রু-
তত্বাৎ । ভেদজ্ঞানস্য মোক্ষহেতুত্বমুক্তং যথা ভারতে— যদা ন পশ্যতেহন্যোহমম্য
এষ ইতি দ্বিজ । তদা স কেবলীভূতং যড়্‌বিংশমনুপশ্যতীতি ॥ ২৬ ॥

আপাতিবশতঃ ব্রহ্মের সর্বাব্যাবরূপত্ব অর্থাৎ শূন্যত্ব ঘটে । অতএব
এই মত তুচ্ছ হইতেছে ॥২৪॥

“নেহ নানা”—এই ব্রহ্মে নানা নাই—ইত্যাদি শ্রুতিতে ব্রহ্মের
বুহ যে বাসুদেবাদিচতুষ্টয়, তাঁহাদের অভেদ সত্ত্বেও নানাত্বপ্রতীতি
শ্রুতিতেই উক্ত আছে—“যিনি এক হইয়াও বহুধা প্রকাশিত হন ।”
“তিনি এক হইয়াও বহুধা দৃশ্যমান হন ।” অথবা উক্ত শ্রুতি-
সকল ব্রহ্মধর্ম হইতে ব্রহ্মের ভেদ নিষেধ করিয়াছেন ! তদ্বিষয়ে
শ্রুতিও আছে—“যথোদকং দুর্গে বৃষ্টং পর্বতেষু বিধাবতি । এবং
ধর্ম্যানু ‘পৃথক্’ পশ্যাৎস্তানেবাহুবিধাবতি ।” এই স্থলে নানা বিধ
জাতত্বজ্ঞেয়ত্বাদি ধর্মের নিষেধও বলা যায় না ; কারণ, জাত-
জ্ঞেয়ত্বাদিভাব শ্রুতিতেই প্রতিপাদিত আছে ॥১৫॥

“যত্র হি দ্বৈতমিব” ইত্যাদি শ্রুতিতেও ভেদের নিষেধ হয় নাই ।
কারণ, ঐ ভেদ পারমার্থিক । “পৃথগাত্মানং” প্রভৃতি শ্রুতিতে
ঐ ভেদজ্ঞানের মোক্ষহেতুত্বই শ্রবণ করা যায় ॥২৬॥

কিস্ত্বয়মেবার্থঃ— ব্রহ্মায়ত্ত্ববৃত্তিকত্বাদ্ভ্রুক্কাত্মকমিদং জগদ্ব্যপ-
দিশ্যতে। প্রাণায়ত্ত্ববৃত্তিকত্বাৎ যথা প্রাণাত্মকং বাগাদি ব্যাপদিশ্যম্।
ছান্দোগ্যে,—“ন বৈ বাচো ন চক্ষুঃষি ন শ্রোত্রাণি ন মনাংসীত্যা-
চক্ষতে। প্রাণ ইত্যেবাচক্ষতে। প্রাণো হেবৈতানি সৰ্ব্বাণি
ভবতি”ইতি ॥২৭॥

তথা ব্রহ্মনিষ্ঠত্বাৎ ব্রহ্মব্যাপ্যত্বাদ্ভ্রুক্কাত্মকং তং স্মর্যতে—
“অগ্ৰশ্চ পরমো রাজস্তুথাত্মঃ পঞ্চবিংশকঃ। তৎস্বত্বাদনুপশ্যন্তি
হেক এবৈতি সাধব” ইতি, সৰ্ব্বং সমাপ্নোষি ততোহসি সৰ্ব্ব”
ইতি চ ॥২৮॥

চোচ্চং নিরস্য স্বমতে বাক্যার্থং সপ্রমাণমাহ কিস্ত্বিতি। ন বৈ ইতি।
বাগাদীনি ন বাগাদিশব্দব্যাপদেশ্যানি কিস্ত্ব প্রাণাধীনবৃত্তিকত্বাৎ প্রাণশব্দব্যপ-
দেশ্যানি প্রাণবাগাদীনি চ তানি যথা তদ্বৎ প্রকৃতেহপীতি ॥ ২৭ ॥

তথা ইতি গতান্তরে প্রাহ অন্যশ্চেতি মোক্ষধর্ম্মে জনকযাজ্ঞবল্ক্যসংবাদে
বিশ্বাবসুং গন্ধর্ব্বরাজং প্রতি যাজ্ঞবল্ক্যবাক্যম্। পরমো হরিঃ। পঞ্চবিংশকো
জীবঃ। তৎস্বত্বাৎ পরমাধারকত্বাৎ। একঃ পরমাভিন্নঃ। সৰ্ব্বমিতি শ্রীগীতাস্ব-
র্জুনবাক্যম্। সমাপ্নোষি ব্যাপ্নোষি। ততঃ সর্বোহসি সৰ্ব্বং ত্বদাত্মক-
মুচ্যত ইত্যর্থঃ ॥ ২৮ ॥

ঐ সকল শ্রুতির অর্থ এইরূপ— দ্বৈত বস্তুমাত্রই ব্রহ্মাধীন।
ব্রহ্মাধীন বলিয়াই জগৎকে ব্রহ্মস্বরূপ বলা হয়। যেমন প্রাণাধীন-
বৃত্তিকত্ব প্রযুক্ত বাক্ প্রভৃতি সকলকেই প্রাণাত্মক বলা হয়, তদ্রূপ
জগৎকেও ব্রহ্মাত্মক গণ্য করা হয়। যথা ছান্দোগ্যে—“এই সমুদয়
ইন্দ্রিয় প্রাণাধীন বলিয়া প্রাণই হইতেছে ॥২৭॥

এইরূপ জীবের ব্রহ্মনিষ্ঠত্ব এবং ব্রহ্মব্যাপ্যত্বহেতু তাঁহাকে ব্রহ্মা-
ত্মক বলা হইয়া থাকে। মোক্ষধর্ম্মে জনক-যাজ্ঞবল্ক্য-সংবাদেও
বলিয়াছেন—“হে রাজন্! পরমাত্মা ও জীবাাত্মা পরস্পর ভিন্ন হইলেও
জীবাাত্মা পরমাত্মাতেই থাকেন বলিয়া সাধুগণ উভয়কে একই দর্শন
করেন।” গীতাতেও বলিয়াছেন—“ভগবান্! তুমি সকলকেই ব্যাপিয়া
আছ বলিয়া তোমাকে সকল বলা হয়” ॥২৮॥

তথাচ সংসারদশায়াং তত্ত্বজ্ঞানাভাবাৎ স্বতন্ত্রমিব তদজ্ঞস্ত-
ভবতি তত্রৈতর ইতরং পশ্যতি স্বতন্ত্রম্ (ইব সন্তঃ) জানাতীত্যর্থঃ ।
যদা তু শাস্ত্রাচার্য্যপ্রসাদাদ্বিধ্যস্তাজ্ঞানঃ সততানুচিন্তনেন সজ্জাত-
ব্রহ্মসাক্ষাৎকারস্তৎস্বরূপশক্ত্যানুগ্রহেণোপলব্ধপার্ষদভাবস্তদা “কেন
কং পশ্যেৎ” অপি তু তেনৈব তং পশ্যেদিত্যর্থঃ ॥২৯॥

শ্রুতিরপ্যেবমাহ,—“যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তশ্চৈষ আত্মা
বিবৃণুতে তনুং স্বাম্” ইতি, স্মৃতিশ্চ— “প্রযুক্ত্যামানে ময়ি
তাং শুদ্ধাং ভাগবতীং তনুম্ । আরক্ককন্মনিব্বাণো ন্যপত্যং
পাঞ্চভৌতিকঃ” ইতি । “আদত্তে হরিহন্তেন হরিদৃষ্ট্যেব পশ্যতি ।

সঙ্গতিত্রয়ং প্রদর্শ্য যত্র হীতি বাক্যার্থং যোজয়তি তথাচেত্যাদি ।
তত্ত্বজ্ঞানাভাবাৎ তদায়ত্ত্ববৃত্তিকৃত্বাণ্ববোধাদিত্যর্থঃ । যদা ত্বিত্তি জ্ঞানদশায়াং
মোক্ষদশায়াঞ্চেত্যর্থঃ । বিধ্বস্তাজ্ঞানো বিনষ্টস্বাতন্ত্র্যাভিমানঃ ক্ষুরিততদায়ত্ত্ব-
ত্বাদিধর্ম্ম এষেচেত্যর্থঃ । সততচিন্তনেন সর্বদা নিদিধ্যাসনেনেত্যর্থঃ ।
স্বরূপশক্ত্যানুগ্রহেণ ভক্তভাবানুবিধায়িভগবৎ সঙ্কল্পপ্রবৃত্তপরাশক্তিহ্লাদসংবিৎপ্রসা-
দেন লব্ধপার্ষদভাবঃ সিদ্ধভগবৎসেবোপযোগিদেহ ইত্যর্থঃ । তদা প্রাকৃত-
দেহেন্দ্রিয়াণামভাবাৎ কেনাপ্রাকৃতেন চক্ষুষা কং বাক্ববাদিকং জনং পশ্যেৎ
ন কেনচিৎ কঞ্চিদিত্যর্থঃ । অপি তু তেন চক্ষুষা তং ভগবন্তং পশ্যেদিত্যর্থঃ ॥২৯॥

ভগবন্তনুং সাক্ষাৎকরোতি তৎসঙ্কল্পসিদ্ধং তনুঞ্চ বিন্দতীত্যত্র কঠশ্রুতি-
মুদাহরতি । যমেবেতি । যং মুমুক্শুং সাধনসম্পন্নং জীবং এষ পরমাত্মা বৃণুতে
স্বীকরেতি তেনৈব স লভ্যঃ । কথং লভ্যস্তত্রাহ স্বাং তনুং তস্য বৃণুতে দর্শয়তি
সঙ্কল্পসিদ্ধাং তনুং দদাতি চেত্যর্থঃ । দদাতীত্যত্র স্মৃতিযুগলমুদাহরতি ।

সংসারদশায় তত্ত্বজ্ঞানের অভাবহেতু অজ্ঞ জীবের সম্বন্ধে তদুত্তরের
ভেদ অনুভূত হইয়া থাকে । শ্রুতিতে এই বিষয়ে বলিয়া থাকেন—
“সংসারদশায় ইতর জীব ব্রহ্মকেও ইতররূপেই দর্শন করিয়া থাকে ।
পরে যখন শাস্ত্র ও আচার্য্যের প্রসাদে অজ্ঞান দূর হইলে নিদিধ্যাসন-
দ্বারা ব্রহ্মসাক্ষাৎকার হয় এবং ভগবানের স্বরূপশক্তির প্রসাদে
পার্ষদত্ব লাভ হয়, তখন সেই জীব প্রাকৃত দেহেন্দ্রিয়াদির অভাববশতঃ
অপ্রাকৃত চক্ষুদ্বারা আর কাহাকেও দর্শন করে না, কেবল সেই
ভগবানকেই দর্শন করে ॥২৯॥

গচ্ছেচ্চ হরিপাদেন মুক্তশ্রেষ্টা স্থিতির্ভবেৎ” ইতি চ। ইতরথা সর্বপদসঙ্কোচাপত্তিঃ ॥৩০॥

“বাচারন্তগম্” ইত্যাদৌ কারণাৎ ব্রহ্মণঃ কার্য্যং জগদভিন্নম্ ইত্যেবার্থঃ। আহ চৈবং ভগবান্ সূত্রকারঃ - “তদনন্তমারন্তগ-
শব্দাদিত্যঃ” ইতি। তত্র চ ব্রহ্মবৎ সত্যং জগদিতি প্রতিপন্নম্।
ইতরথা সত্যাসত্যয়োরাভেদানুপপত্তিঃ ॥৩১॥

প্রযুক্ত্যামানে ইতি প্রথমে শ্রীনারদবাক্যম। তাং ভাগবতীং তনুং প্রতি যয়ি
প্রযুক্ত্যামানে নীয়মানে সতি। আদত্ত ইতি। হরিহস্তেনেত্যাদি হরিসঙ্কল্প-
প্রবৃত্তঃ পরাশরো ক্রিয়াদিতি ভাবঃ। তৃতীয়ে ব্রহ্মবাক্যঃ। ত্বং ভক্তিয়োগ-
পরিভাবিতরূপসরোজ আসুসে শ্রুতেক্ষিতপথো নহু নাথ পুংসাম্। যদ্ যদ্বিয়া
ত উরুগায় বিভাবয়ন্তি তত্তদ্বপুঃ প্রণয়সে সদনুগ্রহায়েতি। ইতরথেন্তি।
মোক্ষে নির্বিশেষব্রহ্মাভিন্নো ভবতীতি স্বীকারে। যত্র ত্বয়া সর্বমাত্মৈবাভূদিতি
সর্বশব্দস্য সঙ্কোচঃ স্যাৎ যত্রায়মাত্মৈবাভূদিত্যেতাবতৈব বিবক্ষিতসিদ্ধিরিতি
ভাবঃ ॥ ৩০ ॥

বাচেতি। তস্যাং প্রধানক্ষেত্রজশক্তিয়ুক্তাদ্রাক্ষণোহন্যদভিন্নমেব জগৎ
কুতঃ বাচারন্তগং বিকারো নামধেয়ং মূর্ত্তিকেত্যেব সত্যমিত্যাди বাক্যোভ্য
ইত্যর্থঃ। ইতরথা শুক্তিরজতবজ্জগতো মিথ্যাত্বস্বীকারে সত্যাসত্যয়োর্ব্রহ্ম-
জগতোঃ ॥ ৩১ ॥

শ্রুতিতেও অনুরূপ উক্ত আছে—“এই পরমাত্মা যে সাধনসম্পন্ন
মুমূর্ষু জীবকে স্বীকার করেন, তাঁহাকে অন্তের অপ্রাপ্য স্বীয়
পার্ষদশরীর প্রদান করেন।” শ্রুতিতেও কথিত হইয়াছে—“আমি
যখন শুদ্ধ পার্ষদশরীর প্রাপ্ত হইতে ইচ্ছা করিয়াছিলাম, তখন
আমার প্রারব্ধের ক্ষয়ে পাঞ্চভৌতিক দেহের নাশ হইয়াছিল।”
প্রাপ্তপার্ষদ দেহ ভক্ত শ্রীভগবানের হস্তদ্বারা গ্রহণ, তাঁহার দৃষ্টি-
দ্বারা দর্শন এবং তাঁহারই চরণদ্বারা গমন করিয়া থাকেন। মুক্ত
জীবের স্থিতি এইরূপই হইয়া থাকে।” অন্যথা শ্রুতিতে সর্ব
পদের সঙ্কোচ করিতে হয় ॥৩০॥

“বাচারন্তগম্” ইত্যাদি স্থলে, কারণভূত ব্রহ্ম হইতে কার্য্যভূত
জগতের অভেদ, অর্থাৎ ঘটাদি নাম বাক্যমাত্র, মূর্ত্তিকাই সত্য, এইরূপ

ইতোহন্যদার্তমিত্যত্রাণং জগদার্তং দুঃখীত্যেবার্থঃ,—“আর্তো-
জিজ্ঞাস্বরর্থার্থী” ইত্যত্র তথাবগমাৎ । দুঃখি চেদমখিলম্—“তস্মা-
দিদং জগদশেষমসংস্বরূপং স্বপ্নাভমস্তধিষণং পুরুষদুঃখদুঃখম্”
ইত্যুক্তেঃ । “দ্বৈতম্” ইত্যাদৌ প্রত্যক্ পরতাবিরোধিকর্কশকপট-
রূপমপ্রিয়মসত্যং বাক্যমনৃতমুচ্যতে ভেন যস্মাৎ প্রজাঃ প্রত্যাচাঃ,
তস্মাদেনং ব্রহ্মলোকং ন বিদন্তীত্যেবমিত্যর্থঃ । ঋতং খলু সুনৃতং
বাক্যম্—“ঋতঞ্চ সুনৃতা বাণী” ইতি ভগবদ্ব্যাখ্যানাৎ । তদ্ভিন্নম-
নৃতম্ ॥৩২॥

এবঞ্চ “গুণাঃ স্ফজন্তী” ইত্যাদাবরবিন্দনেত্রো ভগবান্ জ্ঞানমাত্রা-
দ্বৈতবাদমুপদিশতি ইতি ন শকাৎ বদিতুম্, স্বস্ত্যপি পরেশা-
ভিমানিনো মিথ্যাভূতত্বোপপাদনেনোপদেহ্ত্বাসম্ভবাৎ পূর্ব্বাপর-

তস্মাদিতি শ্রীদশমে ব্রহ্মবাক্যম্ অসংস্বরূপং পরিণামিবপুঃ পরতন্ত্রং বা —
“সত্ত্বং দ্বাতন্ত্র্যমুদ্ভিক্তম্” ইত্যাদিস্মৃতেঃ । দ্বৈতমিতি । প্রত্যাচা গ্রস্তাঃ ঋতং খলু
সুনৃতমিতি— সুনৃতং প্রিয়ে সত্যো ইত্যমরশ্চ । ঋতং চেত্যেকাদশে ॥ ৩২ ॥

অর্থ করিতে হয় । অন্যথা শুক্তি-রজতের ন্যায় জগতের মিথ্যাত্ব
স্বীকারে সত্য ব্রহ্ম ও অসত্য জগতের অভেদের অনুপপত্তি ঘটে ॥৩১॥

“ইতোহন্যদার্তং” এই স্থানে ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন জগৎ দুঃখযুক্ত,
এইরূপ অর্থ করিতে হইবে । শ্রীমদ্ভাগবদগীতায় আৰ্ত্ত শব্দের
এইরূপই অর্থ করিয়াছেন । শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের “তস্মা-
দিদং জগদশেষমসংস্বরূপং” এই শ্লোকে নিখিল জগৎকে দুঃখী
বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন । “দ্বৈতমনৃতং” প্রভৃতি স্থলে দ্বৈত
প্রপঞ্চ মিথ্যা, এরূপ নহে ; কিন্তু ঋত অর্থাৎ সত্য প্রিয়বাক্য যে
দ্বৈতে নাই, অর্থাৎ প্রত্যক্ পরমেশ্বরের চিন্তাবিষয়ে বিরোধী বলিয়া
দ্বৈত প্রপঞ্চ প্রতিকূল কর্কশ কপট বাক্যের ন্যায় প্রিয়বাক্যরহিত,
অতএব জগতকে প্রিয়বাক্য বলা যায় না, এই প্রকার অর্থ করিতে
হইবে । ঋতিতেও “প্রজাসকল মিথ্যাভিভূত বলিয়া এই ব্রহ্মকে
জানে না” এইরূপই অর্থ করিয়াছেন । ঋত শব্দের অর্থ সত্য ।
শ্রীভগবান্ ঋত শব্দের ঐরূপই ব্যাখ্যা করিয়াছেন । অতএব ঋত
ভিন্ন যাহা, তাহাই অনৃত ॥ ৩২ ॥

নিজোক্তিবিরোধাচ্চ। পরমার্থরূপপরমেশ্বরবৈমুখ্যাদন্য জীবন্ত
সংসৃতিস্তৎসান্মুখ্যাত্তু তদুপরতিরিতি শাস্ত্রেহস্মিন্নভ্যন্ততে ॥৩৩॥

তস্মাদয়মেবার্থঃ—নশ্বরতয়া। বিশ্বং বিপশ্যন্ হৃদয়শুদ্ধিলোক-
সংগ্রহেচ্ছয়া নিরন্তরং কৰ্ম্মানুতিষ্ঠন্ যথাযথং যমনিয়মান্ ভজন্
মদভিজ্ঞগুরুরূপসত্তিবিদিততত্ত্বত্রয়ো বিবিচ্য প্রণিহিতসদ্রূপস্তদুপ-
সত্তিলক্ষয়ান্নবিদ্যয়া সংসৃতিং বিধুনোত্তীতি “ময়োদিতেষু” ইত্য-
দিভিঃ স্বমতং প্রাপ্তপদর্শিতম্। অথ তস্য পরিশুদ্ধয়ে প্রতি-
পক্ষভূতানি মতান্তরানি নিরাক্রিয়ন্তে বিংশত্যা ; তেষু “অথে-

শ্রুতিশৈলাং পরস্পরকৃতং পূর্বপক্ষং নিরস্য স্বমতং তত্র প্রদর্শিতম্।
অথ স্মৃতিশৈলাং স্বমতং দর্শয়িষ্যতা পরকৃতঃ পূর্বপক্ষস্তাবদ্যুতে এবমিত্যা-
দিনা। অগ্নিন্নেকাদশস্কন্ধে শাস্ত্রে ॥ ৩৩ ॥

সিদ্ধান্তে বাক্যার্থং যোজয়তি তস্মাদিত্যাদিনা। যথাযথং যথার্থং
যমান্নিয়মাংশ্চ ভজন্নীতি ন তেষতীবাভিনিবেশঃ কিন্তু ভক্তাবেব স ইতি ভাবঃ।
বিদিততত্ত্বত্রয় ইতি দ্বৈতত্বো জীবঃ প্রকৃতিরিতি তত্ত্বত্রয়ং কালকৰ্ম্মণোরূপ-
লক্ষণমেতৎ। বিবিচ্য প্রকৃত্যাদিভিঃ ততশ্চ পৃথক্কৃত্য প্রণিহিতং ধ্যাতং
সদ্রূপং যেন সং। তদুপসত্তিগুরূপাসনা। অথেতি। তস্য স্রোপদিষ্টস্য
সিদ্ধান্তস্য পরিশুদ্ধয়ে পরিষ্কারায় পরিপক্কজ্ঞানায়ৈতি যাবৎ। তেষ্বিতি।
‘তেষু বিংশতিশ্লোকেষু মধ্যে অথেনাদিভিঃ সপ্তদশভিঃ কৰ্ম্মজড়ানাং মতং
স্বয়ং ভগবতীবোথাপ্য স্বযুক্ত্যেব নিরাকৃতমিত্যর্থঃ। জীবন্তেতি। তদংশঃ
কৰ্ম্মজড়ৈঃ কৃতো মতংশঃ সাংখ্যামতমাশ্রিত্য ভগবতা দূষিত ইত্যন্বয়ঃ। গুণাঃ
সৃজন্তীত্যস্মা সাংখ্যামতে নৈবমর্থঃ। গুণাঃ সত্তাদয়ঃ গুণো মৌৰ্য্যামিত্যা-
দিমেদিনীকরকোষাৎ মিথোবৃত্তয়ন্তে কৰ্ম্মাণি সৃজন্তি ন হিন্দ্রিয়াণি কৰ্ম্মকৰ্ত্তৃণ্য-
নুভূয়ন্তে তত্রাহ গুণোহহঙ্কারো গুণানিন্দ্রিয়াণি সৃজন্তীতি স্বকার্য্যাহঙ্কারসৃষ্টানা-

এইরূপ একাদশ স্কন্ধে “গুণাঃ সৃজন্তি” ইত্যাদি শ্লোকে অদ্বৈতবাদ
উপদেশ করিয়াছেন, একথাও বলা যায় না ; যেহেতু তিনি স্বয়ং
পরেশাভিমानी, তাঁহার মিথ্যাভূত বস্তুর উপপাদন দ্বারা উপদেষ্টৃত্বের
অসম্ভাবনা ঘটে। এবং তাহাতে তাঁহার পূর্বাপর স্বীয় উক্তির
বিরোধও উপাস্থিত হয়। পরমার্থরূপ পরমেশ্বরের বৈমুখ্যাহেতু এই
জীবের সংসার এবং তাঁহার সান্মুখ্যেই ঐ সংসারের উপরতি বা
উপশম—ইহাই শাস্ত্রের অভিপ্রায় ॥ ৩৩ ॥

যাম্”ইত্যাদিভিঃ সপ্তদশভিঃ কৰ্মজড়ানাং মতং স্বয়মুপলব্ধ্য
দূষিতম্। জীবন্ত্য স্বতঃ কর্তৃত্বভোক্তৃত্বরূপমিত্তদংশস্ত “গুণাঃ
সৃজন্তি”ইত্যেকেন সাংখ্যমতমাশ্রিত্য নানাভূতাঃ স্বতন্ত্রাশ্চ
পুরুষা ইতি সাংখ্যমতঞ্চ “যাবৎ আৎ” ইত্যাদিনা সার্বকেন জ্ঞান-
মাত্রাদ্বৈতমাশ্রিত্য ইতি। অথ তদিদং মতত্রয়ং কুমতমিতি স্বয়ং
প্রত্যাচষ্টে—“য এতৎ সমুপাসীরংস্তে মুহন্তি শুচাপিতা” ইত্যনন্ত-
রোক্তবাক্যেনাৰ্হেনেতি ॥ ৩৪ ॥

মিদ্ৰিয়াণাং যৎ কৰ্মকর্তৃত্বং তদ্গুণানামেব সত্ত্বাদীনামিত্যর্থঃ। নম্বায়নো
ভোক্তৃত্বাৎ কর্তৃত্বঞ্চ তসৌব স্যাদিতি চেৎ তত্রাহ জীবন্ত্বিতি। গুণৈরিদ্ৰিয়ৈঃ
সংযুক্তো জীবো ন তু শুদ্ধঃ কৰ্মফলানি ভুঙ্জে অনুভবতীতি ভোক্তৃত্বমপি
গুণহেতুকত্বাদ্ গুণানামেবেতি সাংখ্যানামেষ সিদ্ধান্তঃ। যাবৎ স্যাদিত্যাদি
সার্বকং তু ব্যাখ্যাতুমেবানুসন্ধেয়ং তেন নির্বিশেষচিদ্বৈতিনাং সিদ্ধান্তেন
নানাভূতাঃ স্বতন্ত্রাশ্চ পুরুষা ইতি সাংখ্যমতঞ্চ দূষিতং নিরন্তং ভগবতা ইতি
সম্বন্ধঃ। অথ স্বয়ং তন্মতত্রয়ং দূষয়তি য ইতি। কৰ্মজড়ানাং সাংখ্যানাং
কেবলাদ্বৈতিনাঞ্চ যন্মতং যে তন্মতাবলম্বিনঃ সমুপাসীরন্ দ্বীকুর্বারন্ তে
শুচাপিতাঃ তত্তন্মতানাং ভ্রান্তিবিজৃম্বিতত্বাৎ শোকপ্রেতা মুহন্তি সংসার-
সরসি নিমজ্জন্তীত্যর্থঃ ॥ ৩৪ ॥

অতএব তত্তৎস্থলের অর্থ এইরূপ—বিশ্বের নশ্বরতা দর্শনে চিত্ত-
শুদ্ধি ও লোকসংগ্রাহের অভিপ্রায়ে নিবৃত্ত কর্মের এবং যমনিয়মা-
দির অনুষ্ঠানপূর্বক পরতত্ত্বাভিজ্ঞ গুরুর আশ্রয়ে উপস্থিত হইয়া
তদুপদেশে প্রকৃতি, জীব ও ঈশ্বর এই তত্ত্বত্রয় অবগত হইবে।
গুরুপাসনাদ্বারা যে বিদ্যা লাভ হয়, তদ্বারাই সংসারের বন্ধন ছিন্ন
হইয়া থাকে। শ্রীভগবানের এই মত, “ময়োদিতেষবহিতঃ” ইত্যাদি
শ্লোকে পূর্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে। শ্রীভগবান্ স্বেপদিষ্ট সিদ্ধান্তের
পরিশুদ্ধির জন্য তৎপ্রতিপক্ষভূত মতান্তরসকল বিংশতি শ্লোকদ্বারা
নিরাস করিয়াছেন। তন্মধ্যে “অথৈষাং” প্রভৃতি সপ্তদশ শ্লোক-
দ্বারা কৰ্মজড় লোকদিগের মত স্বয়ং উত্থাপনপূর্বক খণ্ডন
করিয়াছেন। জীবের স্বতঃকর্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্ব এই অংশটুকুকে “গুণাঃ
সৃজন্তি” এই এক শ্লোকদ্বারা সাংখ্যমতাস্রয়ে দূষিত করিয়াছেন।

ইথং চেদমিত্যাদিনৈকজীববাদরূপং রহস্যকল্পনমপি নিরস্তুম্,
— “নিত্যো-নিত্যানাঞ্চেতশ্চেতনানামেকো বহুনাং যো বিদধাতি
কামান্” ইতি শ্রুতেশ্চ। এবং সতি বিভূ-জীবেশাবিতি তর্কশাস্ত্র-
কল্পিতাবেব, ন তু শ্রুতিসিদ্ধাবিতি,—তস্মাস্তু নিত্যসিদ্ধানাদিগুণ-
কমণুর্চেতন্যং জীব ইতি নিত্যসিদ্ধানাদিগুণকবিভূচিংসুখবিগ্রহ-
স্বরূপস্তীশ্বর ইতি প্রতিপাদনাং ॥৩৫॥

তথা “কিং ভদ্রম্” ইত্যাদাবপ্যসৌ স্বশক্তিময়স্য দ্বৈতপ্রপঞ্চস্য
মিথ্যাত্বমাহেতি শঙ্কিতুমপ্যনুচিতম্—“য একোবর্ণো বহুধা শক্তি-

ইথঞ্চেতি এতস্য মতস্য ভ্রান্তিবিজৃম্বিতস্য ভগবতা প্রত্যাখ্যাতে সতীত্যর্থঃ।
তস্য গুণাঃ সৃজনীত্যাদিকস্য সার্বদ্বয়স্যৈকজীববাদপরত্বরূপরহস্যকল্পনঞ্চ নিরস্তু-
মিত্যর্থঃ। নিত্য ইত্যাদি কঠশ্রুতেশ্চৈকজীববাদো নিরস্তুঃ। য ঈশ্বরো নিত্য-
শ্চেতন একো নিত্যানাং চেতনানাং বহুনাং জীবানাং কামান্ বাঞ্ছিতানি
বিদধাতি সম্পাদয়তীত্যর্থঃ। এবং সতীতি। তৌ জীবেশৌ তর্কশাস্ত্রে
খলু জীব ঈশশচাকাশবদ্বিভূজ্জড়ঃ জ্ঞানাধিকরণমিতি স্বীক্রিয়তে। তদিদং
শ্রুতিবিরুদ্ধং ভগবন্মায়ামোহিতৈস্তার্কিকৈঃ কল্পিতম্ “অবিদ্যায়ামন্তরে বর্তমানাঃ।
স্বয়ং ধীরাঃ পণ্ডিতম্মন্যমানা দংদ্রমামান। পরিযন্তি মূঢ়া অন্ধেনৈব নীয়মানা
যথাক্লাঃ” ইতি শ্রুতেঃ। শ্রুতিসম্মতো তৌ দর্শয়তি তস্মামিতি ॥ ৩৫ ॥

পুরুষ নানাভূত ও অস্বতন্ত্র, ইহাই সাজ্যমত। “যাবৎ স্যাৎ” ইত্যাদি
সার্ক শ্লে ক দ্বারা জ্ঞানমাত্রাদ্বৈত মত আশ্রয়পূর্বক সাংখ্যের ঐ মতেও
দোষ দিয়াছেন। অনন্তর পূর্বোক্ত তিনটি মতই কুমত বলিয়া স্বয়ং
“য এতৎ সমুপাসীরন্” ইত্যাদি অনন্তরোক্ত অর্দ্ধ শ্লোকদ্বারা প্রত্যা-
খ্যান করিয়াছেন ॥ ৩৪ ॥

এইরূপ “ইদং” ইত্যাদি শ্লোকদ্বারা একজীববাদরূপ কল্পিত
রহস্যেরও নিরাকরণ করিয়াছেন। “নিত্যো নিত্যানাং” ইত্যাদি
শ্রুতিতেও একজীববাদ নিরস্তু ইহ্যাছে। উক্ত শ্রুতিদ্বারা তার্কিক-
দিগের জ্ঞানাধিকরণত্ব-হেতু জীব ও ঈশ্বরের আকাশবৎ বিভূত্ব
স্বীকারও নিরস্তু হইল। কারণ উক্তস্থলে নিত্যসিদ্ধ অনাদিগুণ-
যুক্ত অণুর্চেতন্য জীব ও নিত্যসিদ্ধ অনাদিগুণযুক্ত চিংসুখবিগ্রহ
ঈশ্বর প্রতিপাদিত হইয়াছেন ॥ ৩৫ ॥

যোগাঙ্গাননেকান্নিহিতার্থো দধাতি” ইত্যাদিশ্রুতিব্যাকোপাৎ, ষড়্বিংশতিপক্ষস্য স্বয়মেবাদ্বীকারাৎ, এতস্মাদুপদেশাৎ প্রাগৃদ্ধক তস্য স্বাত্মকত্বাপাদানাচ্চ, উপদেষ্টৃত্বাসম্ভবাচ্চ ॥৩৬॥

প্রাগ্ যথা—(ভাঃ ১১।২৮।১) “বিশ্বমেকাত্মকং পশ্যন্ প্রকৃত্যা পুরুষেন চ” ইতি। উদ্ধৃৎ যথা—(ভাঃ ১১।২৮।১৮-১৯) “জ্ঞানং বিবেকো নিগমস্তপশ্চ প্রত্যক্ষমৈতিহমথানুমানং । আত্মন্তয়োরস্য যদেব কেবলং কালশ্চ হেতুশ্চ তদেব মধ্যে ॥ যথা হিরণ্যং স্কৃতং পুরস্তাৎ পশ্চাচ্চ সর্বস্য হিরণ্যস্য ৷ তদেব মধ্যে ব্যবহার্যমাণং নানাপদৈশৈরহমস্য তদ্বং” ইতি ॥৩৭॥

তথ্যেতি অসাবরবিন্দনেত্রো ভগবান্ ঈশ্বরঃ স্বশক্ত্যা জগদ্রচয়তীতি শ্বেতাস্বতরাণাং শ্রুতিরাহ য ইতি । জগতো মিথ্যাহে শ্রুতিরেষা ব্যাহতার্থা স্যাৎ । ষড়্বিংশতীতি । স্বয়ং ভগবত্বেব । তৎপক্ষে জীবৈশ্বেদোহন্তীতি দ্বৈতং সত্যম্ । এতস্মাদিতি কিং ভদ্রমিত্যাদিকাং । তস্মেতি দ্বৈতপ্রপঞ্চস্য উপেতি তদ্বাদেহভিমতে ভগবতো মিথ্যাহেনোপদেষ্টৃত্বানুপপত্তিরিতি মুখ্যোদ্দেশ্যঃ ॥ ৩৬ ॥

প্রাগ্ যথ্যেতি । প্রকৃত্যা পুরুষেন চ সিদ্ধং বিশ্বমেকাত্মকং শক্তিমদীশ্বর-ভিন্নং পশ্যন্ য এক ইত্যাদিশ্রুতিতো বিজ্ঞানন্ পরেষাং স্বভাবান্ শাস্তবোর-মূর্তান্ কর্ম্মাণি । তাদৃশানি ন প্রশংসেয়ং গর্হয়েদিতি পূর্বেণাশ্রয়ঃ । বিমিশ্রং

এবং “কিং ভদ্রং” ইত্যাদি শ্লোকে “অবস্তু দ্বৈতের মধ্যে কিছুই ভদ্র বা অভদ্র নাই, যেহেতু বাক্যদ্বারা উক্ত এবং চক্ষু প্রভৃতি-দ্বারা উপলব্ধ বস্তু মিথ্যা” ইত্যাদি অর্থ করিয়া কেবলাদ্বৈতবাদ প্রচার করাই শ্রীভগবানের অভিপ্রায়, এইরূপ আশঙ্কা করা যায় না ; কারণ, তাহা হইলে, “য একো বর্ণো বহুধা শক্তিয়োগাৎ” ইত্যাদি শ্রুত্যর্থের সহিত বিরোধ ঘটে । শ্রীভগবান্ স্বয়ংই ষড়্বিংশতি তত্ত্ব স্বীকার করিয়াছেন । আবার উক্ত উপদেশের পূর্বে ও পরে দ্বৈত বস্তুর স্বাত্মকত্বই নির্দেশ করিয়াছেন । শ্রীভগবান্ যাহাদিগকে স্বাত্মক বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন, তাহাদিগকেই যদি আবার মিথ্যা বলেন, তবে তাঁহার উপদেষ্টৃত্বই অসম্ভব হইয়া পড়ে ॥ ৩৬ ॥

কিঞ্চ, ভ্রান্তং ব্রহ্মৈব জগদিতি তণ্ডুলপাকবৎ সংযুক্তমেব দ্বৈত-
মতো নিত্যমবাসিতমিতি শুক্তিরজতবদারোপিতত্বাদসত্যং তদिति
চ অবাস্তবস্তোপদেশান্তে স্বয়মেব নিরাকরিয়তে—“এতাবানাত্ম-
সংমোহো যদ্বিকল্পস্ত কেবলে। আত্মন্ স্বতে স্বমাত্মানমবলম্বো ন
যন্ত হি ॥ যন্তামাকৃতিভিত্ত্যাহং পঞ্চবর্ণমবাসিতম্। ব্যর্থেনাপ্যর্থ-
বাদোহয়ং দ্বয়ং পণ্ডিতমানিনাম্” ইতি। বিকল্পো ভ্রমঃ ॥৩৮॥

জগদীশ্বরং বিজ্ঞায় তস্য স্তুতিনিন্দে ত্যজ্জেদিত্যর্থঃ। উদ্ধং যথেন্তি। বিবেকো
জ্ঞানমিত্যদ্বয়ঃ। তস্য সাধনান্যাহ। নিগমঃ বেদোপবেদোক্তকায়ক্লেশঃ
প্রত্যক্ষং নিজানুভবঃ ঐতিহ্যং পারম্পরিক উপদেশঃ অনুমানং তর্কঃ। ফল-
মাহ— অস্য জগতঃ আগন্তুয়োর্বদস্তি তদেব মধ্যোহপীতি কিং তৎ কলয়তি
প্রকাশয়তি ইতি কালঃ পরেশঃ হেতুকারণং উপাদানং প্রধানজীবলক্ষণং
পরিণামনিমিত্তে কালকর্মণী ইতি বিশ্বং শক্তিমদীশ্বরভিন্নং ইতি যো বিবেকঃ
নিগমাদিসাধনৈরুৎপত্ততে তজ্জ্ঞানং ফলমিত্যর্থঃ। অত্র দৃষ্টান্তমাহ যথেন্তি।
সূষ্ঠু কল্পণাদিক্রপেণ কৃতং চিতং হিরণ্যং সর্বস্য হিরণ্যস্য কল্পণাদেকুৎপত্তেঃ
পুরস্তাৎ বিনাশাক্ত পশ্চাৎ যদস্তি তদেব মধ্যো নানাপদেশৈঃ কল্পণাদীনামিতি
ব্যবহার্যমাণং ভবতি অস্য জগত আদাবন্তে মধ্যো চাহমেব শক্তিমান্ তত্ত্বাপ-
দেশার্থঃ। অত্রোভয়ত্রোপদেশে শক্তিমদীশ্বরভিন্নং জগদিত্যুক্তম্ ॥ ৩৭ ॥

অথ কিং ভদ্রমিত্যাদৌ যো নার্মৈক্যবাদস্ত্যাভিপ্রেয়তে ন স ভগবদভিমতঃ
তদ্বাদস্তান্তে নিরাকৃতত্বাদিত্যাহ কিঞ্চেত্যাদিনা। ভ্রান্তমিতি। যথা ভ্রান্তো
রাজপুত্রঃ কৈবর্তস্তথা ভ্রান্তং ব্রহ্ম এব জীব ইতি স এব মায়াপরিমোহিতাত্মা
শরীরমাশ্রয় কৰোতি সর্বমিত্যানিশ্চিত্যার্থভাসমাশ্রিত্য বর্ণয়ন্তি তদিদং
দৃষয়তি এতাবানিত্যর্ককেন। কেবলে চিদেকরসে নিগুণে ব্রহ্মণি প্রপঞ্চ
ইদমস্মীতি বিকল্পো ভ্রম এতাবানুচ্যতে অজ্ঞানমেতৎ বক্তুমিত্যর্থঃ। ন হি

উক্ত উপদেশের পূর্বে বলিয়াছেন—“প্রকৃতি পুরুষের সহিত
বিশ্বকে এক করিয়াই দেখিতে হইবে।” আবার পরে বলিয়াছেন,
“বেদ, তপঃ, প্রত্যক্ষ, ঐতিহ্য ও অনুমান এই সকল প্রমাণদ্বারা
বিশ্বের আদিতে এবং অন্তে প্রকৃতি-জীবাদির কারণরূপে ঈশ্বরের
অবস্থিতি প্রকাশিত হইতেছে। একই সুবর্ণ যেমন তন্নির্মিত বস্তুর
আদি, অন্ত ও মধ্যে স্থিত দেখা যায়, বিশ্বকারণও তদ্রূপ বিশ্বে
অবস্থান করেন ॥ ৩৭ ॥

তন্মাদত্ৰায়মর্থঃ- পূৰ্ব্বত্ৰ প্ৰাপ্তিহেতুভূতান্য ভক্তিরূপদৃষ্টা।
তৎপ্ৰতিকূলয়োঃ পৰনিন্দাপ্ৰশংসয়োৰ্বিনৈব তস্য বিকাৰিত্বং
পারতন্ত্ৰ্য্যঞ্জেপদৰ্শয়িতি কিমিতি। অবস্তনঃ পৰিণামিনঃ ॥৩৯॥

তাদৃশো ভ্রমঃ শক্যো বক্তুম্। যথা তণ্ডুলপাকে তণ্ডুলবিক্ৰিত্যামিত্যর্থঃ।
সংপূক্তান্তথা লোকজীবাঃ প্ৰকৃত্যা সংশিতাঃ সন্তঃ কৰ্ত্তৃত্বভোক্তৃত্বে ভজন্তীতি
অজামেকামিত্যাदिश्रुतार्थाभासमाश्रित्या सांख्या वर्णयन्ति तदिदं दूषयति
आत्मेतार्द्धकेन। स्वसाधारणं सत्यसङ्ख्यमादि शक्तिकं परेशं विनाश्रुनि जीवे
विषये यस्य प्रपञ्चाश्रकस्य परिणामस्याबलस्यो न संभवति जीवच्छायाया अचेतन-
प्रकृतिकृतत्वात्तस्या जीवविषयत्वम्। न हि जीवे छायास्ति नैकरूपाय न शक्तिः
सर्वज्ञ अश्रुतत्वादिति तदसंभवां शक्तिस्वरूपानभिज्ञैर्यथा शक्तौ रजतमा-
रोपायते तथा ब्रह्मस्वरूपानभिज्ञैस्तत्र जगदारोपायते ततो रजतवत् जगन्निष्ठो-
वेति। रज्ज्वाभेर्भोगभावभावौ यथेत्यादिभ्यस्तार्थाभासमश्रित्याद्वैतैकदेशिनः
कल्लयन्ति तदिदं दूषयति यन्नामेत्येकेन। नामभिराकृतिभिश्च रूपैर्ग्राह्यं
पञ्चवर्णं भूम्यादिपञ्चकमयं द्वयं द्वैतं सत्येश्वरशक्तिमयं तदिति प्रमाण-
प्रमितत्वादवाधितं तत्र जगन्निष्ठ्या शक्तिरजतवदारोपितत्वादिति वार्थेन
संप्रतिपक्षेणानुमानेनापार्थवादो मिथ्यातार्थकथनं पण्डितमानिनामेव न तु
पण्डितानामित्यर्थः ॥ ३८ ॥

ভ্রান্ত ব্ৰহ্মই জগৎ। তবে তণ্ডুলপাক অর্থাৎ তণ্ডুলবিকার যেমন
তণ্ডুলের সংযোগেই হয়, তদ্রূপ জীব প্রকৃতিসংযোগেই কৰ্ত্তৃত্ব ও
ভোক্তৃত্ব প্রভৃতি প্রাপ্ত হয়। অতএব ঐ দ্বৈতভ্রম নিত্য ও অবাধিত।
কিন্তু উহা শুক্তিতে রজতের ছায়া আরোপিত বলিয়া অসত্য।
এই সকল মত শ্রীভগবান্ জগতের অবস্তৃত্ব উপদেশদ্বারা স্বয়ংই
নিরাস করিয়াছেন। যথা—“অসাধারণ সত্যসঙ্খ্যাদিযুক্ত পরমেশ্বর
ভিন্ন জীবে প্রপঞ্চাত্মক পরিণামের সম্যক্ অবলম্বন নাই! জীবের
তাদৃশী শক্তিই নাই যে, জীবকে উহার অবলম্বন বলা হইবে। নাম-
দ্বারা, আকৃতিদ্বারা এবং রূপদ্বারা গ্রাহ্য এই ভূম্যাदि পঞ্চভূতাত্মক
দ্বৈত সত্য, যেহেতু উহা ঈশ্বরের শক্তি। জগৎ শুক্তিরজতের ছায়ে
আরোপিত বলিয়া মিথ্যা, এইরূপ অনুমান দূষিত। পাণ্ডিত্যাভিমानी
ব্যক্তিসকল অজ্ঞতাহেতু তদ্বিষয়ে বৃথা বিবাদ করিয়া থাকেন ॥৩৮॥

“যত্ত্ব কালান্তরেণাপি নাশ্যসংজ্ঞামুপৈতি বৈ। পরিণামাদিসম্ভূতং তদন্ত নৃপ তচ্চ কিম্ ॥ অনাশী পরমার্থশ্চ প্রাঞ্জৈরভ্যুপগম্যতে। তত্ত্ব নাশি ন সন্দেহো নাশিদ্বেব্যোপপাদিতম্” ইতি স্মৃতেঃ। তচ্চ দ্বৈতমনৃতং ন স্মৃতং সত্যং প্রিয়ং বাক্যং যস্মিন্ তৎ প্রত্যক্পরতা-প্রতিকূলকর্কশকপটবাক্যবদিত্যর্থঃ। তাদৃশং বাচামগোচরীভূতং সদবগম্যত ইত্যাহ,—বাচেতি। স্মৃটার্থস্তু ন সম্ভবেৎ “যৎ কিঞ্চিৎ মনসা গ্রাহ্যং যদ্ গ্রাহ্যং চক্ষুরাদিভিঃ। বুদ্ধ্যা চ যৎ পরিচ্ছিন্নং তদ্ব্য-মখিলং তব” ইতি স্মৃতেঃ। তস্মাদলং তৎ প্রশংসয়েতি। অস্বতন্ত্রঞ্চ দ্বৈতম্। ন তস্মাৎ কিঞ্চিৎ পরমার্থরূপং ফলং কিন্তুনুষঙ্গাদপুমর্থং জনয়ত্যেবেত্যাহ—ছায়েতি, অসন্তোহস্বতন্ত্রাঃ,—“সত্যং স্বাতন্ত্র্য-মুদ্দিষ্টং তচ্চ কৃষ্ণে ন চাপরে অস্বাতন্ত্র্যাতদন্তেষামসত্যং বিদ্ধি ভারত” ইতি স্মরণাৎ, তস্মাদলং তল্লিন্দয়েতি ॥৪০॥

এবং চোদ্যং নিরস্য বাক্যার্থং স্বমতেন যোজয়তি তস্মাদিতি। তৎপ্রতি-কূলয়োৰ্ভক্তিবাধিক্যোঃ। তস্য প্রপঞ্চস্য ॥ ৩৯ ॥

অবস্তপদস্য পরিণামার্থকত্বং শ্রীবিষ্ণুপুরাণবাক্যেন (২।১৩।৯ ও ২।১৪।২৪) ব্যাচক্ষে যত্বিতি। অনাশী পরিণামরূপনামশূন্যঃ। তত্বিতি। কস্মতজ্জগৎ জগচ্চ নাশি পরিণামীত্যাৰ্থঃ। এতাৎশমনৃতং সত্যপ্রিয়বাক্যরহিত-মিত্যর্থঃ স্মৃটার্থত্বিতি। দ্বৈতং মিথ্যেত্যর্থস্তু ন সম্ভবেদিত্যর্থঃ। অত্র বাধিকাং বৈষ্ণবোক্তিমুদাহরতি যৎ কিঞ্চিদিতি শ্রীবরাহদেবং প্রতি পৃথিবী-বাক্যম্। তস্মাৎ পরিণামিত্বাত্তস্য প্রপঞ্চস্য প্রশংসয়ালং ব্যর্থম্। এবং দ্বৈতস্য বিকারিত্বমাপাচ্চ পারতন্ত্র্যমাহ অস্বতন্ত্রক্ষেতি। ছায়েত্যাদিবাক্যে ছায়াদীনামস্বাতন্ত্র্যং প্রত্যক্ষসিদ্ধম্। তদ্বাক্যে অসচ্ছকস্বাতন্ত্র্যার্থকত্বং ভারতবাক্যেন ব্যাচক্ষে সত্যমিতি। তদন্তেষাং কৃষ্ণভিন্নানাং বস্তুমাত্রা-ণামিত্যর্থঃ ॥ ৪০ ॥

অতএব তত্ত্বস্বলের অর্থ অন্তরূপ। এই গ্রন্থে পূর্বের ভগবৎ-প্রাপ্তির হেতুভূতা ভক্তি উপদিষ্ট হইয়াছে, অতএব ভক্তির প্রতিকূল পরনিন্দা ও পরপ্রশংসার প্রয়োজন নাই। তবে অবস্তরূপে প্রপঞ্চের বিকারিত্ব ও পারতন্ত্র্য বাহা দর্শিত আছে, সেই স্থলে অবস্ত শব্দের অর্থ পরিণামী, ইহাই প্রকৃতার্থ জানিতে হইবে ॥৩৯॥

বিষ্ণুপুরাণে উল্লিখিত—“যে-বস্তু কালান্তরেও পরিণামাদিকৃত অন্য নাম প্রাপ্ত হয় না, সে বস্তু কি? প্রাজ্ঞ ব্যক্তিসকল ঐ পরিণামজাত

অস্বাতন্ত্র্যঞ্চ তন্ত্ৰেশ্বরশক্তিময়ত্বাদিতি যোজয়ত্যাশ্নেতি সার্দ্ধেন,
 প্রভুসত্ত্বচ্ছক্তিযোগাৎ সমর্থঃ। তর্হি বিকারাপত্তিঃ শ্রাস্তেত্যাহ,
 অশ্রাস্তাদিতি। অষ্ট্ৰস্বজ্যাদিভাবমাপন্নেহপি তস্মিন্মবিচিন্ত্যস্বরূপ-
 মহিন্মা কথঞ্চিদপি বিকারো নেত্যগত্বং তন্ত্ৰেত্যর্থঃ। ইদং খলু
 মদীয়ং মতং যা স্বভীক্ষুং সাত্ত্বিকাদিরূপাধ্যাত্মাদিরূপা বা ত্রিবিধা
 ভাতিরাত্মনি জীবে স্বকৰ্ম্মমাত্রহেতুকৈবাক্তৈর্নিরূপিতা, সা তু
 নির্মূলৈব; নাত্র কিঞ্চিৎ প্রমাণমস্মীত্যর্থঃ, ঈশ্বরশক্তিময়ত্বং তন্ত্ৰ
 স্ফুটয়তি, ইদং গুণময়মিতি। এতদ্বিত্বানিতি, পরস্তুতিনিন্দাত্যাং

অস্বাতন্ত্র্যক্ষেতি। তস্য প্রপঞ্চস্য। প্রভুরিতি। তত্ত্বচ্ছক্তিযোগাদিত্যত্র
 য একো বর্ণো বহুধা শক্তিযোগাদিত্যাदिशक्तिरनुसङ्गे। অবিচিন্ত্যেতি।
 সার্বভৌমতাসঙ্কল্পশক্তিকস্য স্বরূপস্য প্রভাবেণেত্যর্থঃ। সঙ্কল্পমাত্রেন সৃষ্টত্বা-
 দিতি যাবৎ। যা ত্বিতি। অজ্ঞেঃ কর্মজড়ৈর্নিরীশ্বরৈঃ। তে হি স্বকৰ্ম্ম-

‘নামরূপরহিত’ বস্তুকে পারমার্থিক ‘বস্তুই’ বলিয়া থাকেন। আর
 যাহা পরিণামী, তাঁহার তাহাকে ‘অবস্তুই’ বলিয়া থাকেন।” ঐ
 দ্বৈত ‘অনৃত’ বলিলে, দ্বৈত প্রপঞ্চের মিথ্যাত্ব বোধিত হয় না,
 কিন্তু ‘সত্য’ প্রিয়বাক্য যে-দ্বৈতে নাই, সেই দ্বৈত, ইহাই বোধিত
 হইয়া থাকে। ঐ দ্বৈত পরমেশ্বরচিন্তনে প্রতিকূল, কর্কশ, কপট
 বাক্যের ন্যায় সত্যতারহিত ও প্রিয়তারহিত ইহাই উক্ত বাক্যের
 অর্থ। এই নিমিত্তই জগৎকে প্রিয়বাক্য বলা হয় না। ঐ সকল-
 স্থলে স্ফুটার্থ যে-মিথ্যাত্ব তাহা যুক্তিযুক্ত হয় না। কারণ স্মৃতিতে
 স্পষ্টই বলিয়াছেন—“যাহা কিছু মনের গ্রাহ্য, যাহা কিছু দর্শনাদি
 ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য এবং যাহা কিছু বুদ্ধির গোচর, সে সকলই তোমার,”
 অতএব পরিণামী প্রপঞ্চের প্রশংসা বৃথা। ঐ দ্বৈত অস্বতন্ত্র, এই
 বাক্যের অর্থ, দ্বৈত বস্তু কিছুই পরমার্থরূপ ফল উৎপাদন করিতে
 পারে না, কিন্তু আনুষঙ্গিক অপুরুষার্থই উৎপাদন করে। “ছায়া”
 প্রভৃতি বাক্যে অসৎ শব্দের অর্থ ‘অস্বতন্ত্র’। স্মৃতিতে উক্ত আছে,—
 “সত্য বস্তুই স্বতন্ত্র।” ঐ স্বাতন্ত্র্য শ্রীকৃষ্ণে আছে, অশ্নো নাই,
 শ্রীকৃষ্ণ ভিন্ন বস্তুমাত্রই অস্বতন্ত্র ও অসত্য; অতএব অসত্যের
 নিন্দাতেও প্রয়োজন নাই ॥ ৪০ ॥

ভক্তিপ্রাবল্যবিক্ষেপে বিক্ষুব্ধত্বৈব তদভাবান্তিকিতেজঃ পরিবৃদ্ধেচ্চ
সূর্য্যবদিতি। প্রত্যক্ষেণেতি। মদধীনোৎপত্তিভঙ্গমিদং জগদ-
 স্বতন্ত্রমিতি প্রত্যক্ষাদিভিরবগত্য তত্রাসক্তশ্চরেদিতি—নৈতাদৃশশ্চ
 কচিদপি তদ্বিক্ষেপিত্যর্থঃ। এবঞ্চামূলমেতদিত্যত্রাপ্রাশস্ত্য নঞ-
 অকেশবেণীতিবৎ, ঈশবৈমুখ্যং খলু মনঃ প্রভূতেমূলং তচ্চাপ্রাশস্ত-
 মেব। ইথামেব পরোহপি সন্দর্ভে। জীবেশ্বরয়োঃ স্বরূপানিরূপণ-
 পরতয়া পরেণ প্রপত্তিহেতুকমোক্ষপরতয়া চ ব্যাখ্যেয়ঃ ॥৪১॥

দ্বারা জীবঃ স্বয়মেব ভোগায়তনং চতুর্দশভুবনাত্মকং জগদ্রচয়তীতি মন্যন্তে।
 নাত্রেতি। প্রপঞ্চস্য জীবকর্ম্মমাত্রহেতুকত্বে প্রমাণং নাস্তীত্যর্থঃ। শক্তিমদী-
 শ্বরহেতুকং জগদিতি শ্রুত্যাदिनाह। এতদেবাহ ইদমিতি। এবঞ্চামূলমিতি
 এতদ্বাখ্যানং তু মনোরমায়াং দ্রষ্টব্যং গ্রন্থবিস্তারভিযা নাত্র লিখিতম্ ॥৪১॥

ঐ প্রপঞ্চ পরমেশ্বরের শক্তি বলিয়াই অস্বতন্ত্র। “আত্মৈব
 তদ্দিদং বিশ্বং” ইত্যাদি শ্লোকে উহা প্রতিপন্ন আছে, প্রভু অর্থাৎ
 শক্তিযোগহেতু সমর্থ পরমেশ্বরই এই বিশ্ব এবং তিনিই উহার সৃষ্টি
 করিয়া থাকেন। উহাতে তাঁহার বিকারাপত্তিও হয় না, কারণ
 পরমেশ্বর অচিন্ত্যশক্তিসম্পন্ন। তিনি এক শক্তির পরিণামে বিশ্বরূপ
 হইয়াও স্বরূপতঃ অবিকৃতই থাকেন, তিনি স্রষ্টা ও সৃষ্ট উভয়ই,
 অথচ তিনি উহাদের অতীত ও অবিকৃত। পরমেশ্বর প্রপঞ্চ হইতে
 ভিন্ন এবং সংকল্পমাত্রেই স্রষ্টা। কর্ম্মজড় নিরীশ্বরেরা জীবে সাত্ত্বিকাদি
 ত্রিবিধ প্রতীতি বলিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন, “জীব নিজ
 কর্ম্মদ্বারা নিজ ভোগায়তন চতুর্দশভুবনাত্মক জগৎ রচনা করেন।”
 কিন্তু ঐ উক্তির মূল নাই, এই জগৎ ঈশ্বর-শক্তিময় বলিয়াই ব্যক্ত
 আছে। মায়াবৃত্ত এই ত্রিবিধ গুণময় ভাব জ্ঞাত হওয়া উচিত। যিনি
 ইহা জ্ঞাত হন তিনি কাহারও নিন্দা বা স্তুতি (প্রশংসা) করেন
 না, পরের নিন্দা ও প্রশংসায় ভক্তি-বুদ্ধিপ্রাপ্তির ক্ষতি হয়। যিনি
নিন্দাস্তুতিরহিত, তাঁহার ভক্তি বুদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। অতএব সূর্য্যের
ন্যায় সর্ব্বত্র অনাসক্ত হইয়া বিচরণ করাই কর্তব্য। এই জগতের
 উৎপত্তি-লয়াদি শ্রীভগবানের অধীন, সুতরাং ইহাকে প্রত্যক্ষাদি

ননু মায়াময়মায়াকৃতাসচ্ছন্দপ্রয়োগাৎ কুহকরচিতবদবস্ত
 এতজ্জগদিত্যেচৎভ্রান্তমিদম্ ; তথাহে— “কবির্মনীষী পরিভুঃ
 স্বয়ম্ভূর্যথা তথ্যতোহর্থান্ ব্যদধাচ্ছাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ” ইতি শ্রুতেঃ
 “ব্রহ্ম সত্যং তপঃ সত্যং সত্যকৈব প্রজাপতিঃ। সত্যাদ্ভুতানি
 জাতানি সত্যং ভুতময়ং জগৎ ॥ তদেতদক্ষয়ং নিত্যং জগন্মুনিবরা-
 খিলম্। আবির্ভাবতিরোভাবজন্মনাশবিকল্পবৎ” ইতি (বিঃ পুঃ
 ১।২২.৫৮) স্মৃতেষু ব্যাকোপাপত্তিঃ ; কুহকরচিতমপি ন মুখ্য
 কুহকেন দেশান্তরাদানীয় সত্যশ্চৈব দর্শিত্বাৎ কচিদ্ভদানীং
 তস্যাপি স্থিতেশ্চ ॥৪২॥

অত্রাশঙ্কতে নহিতি। কুহকমিন্দ্রজালম্। কবিরিতি ঈশাবাস্যোপ-
 নিষদি। যথা তথ্যতঃ সত্যতয়া। (স্বতং সত্যং সমীচীনং সম্যক্ তথ্যং
 যথাযথমিতি হলায়ুধঃ)। ব্রহ্মসত্যমিতি ভারতে ব্রহ্ম পরেশঃ। তপস্তস্য
 লোচনম্। সৌহকাময়ত বহু স্যাং প্রজায়েয় স তপোহতপ্যাত তপস্তপ্তা
 ইদং সর্বমসৃজতেতি শ্রুতেঃ। তদেতদিত্যি বৈষ্ণবে (১।২২।৫৩-৫৪)।
 পূর্বত্র ঘে রূপে ব্রহ্মনস্তস্য মূর্তধামূর্তমেব চ। ক্ষরাক্ষরস্বরূপে তে সর্বভূতেশ্ব-
 বস্থিতে। অক্ষরং তৎ পরং ব্রহ্ম ক্ষরং সর্বমিদং জগৎ। একদেশস্থিতস্যাপ্নে-
 রিত্যাদিনা ব্রহ্মশক্তিরূপে জাতি ব্রহ্মবিষ্ণুশীশরূপানি পঠিত্বাহ তদেতদিত্যি।
 ঈশ্বরজীবপ্রকৃতিয়কং জগন্মিত্যক্ষয়ঞ্চ। তত্রেশ্বরভাগরূপং নিত্যমেকরসং
 জীবপ্রকৃতি-ভাগরূপং ত্বক্ষয়ং বিনাশশূন্যং পরিণামীত্যর্থঃ প্রকৃতেমহাদাদিরূপেণ
 জীবস্যা চ জ্ঞানবিকাশেন পরিণামঃ। এতদেবাহ আবির্ভাবেতি। ঈশ্বরভাগ
 আবির্ভাবতিরোভাববান্ জীবাদিভাগস্ত জন্মনাশবিকল্পবানিত্যর্থঃ। অবস্থোদয়-
 ভঙ্গাচ্ছাত্র জন্মনাশৌ ভবতঃ। কুহকেনেতি। সত্যশ্চৈব ফলাদেবস্তুতঃ।
 ননু মৌহূর্তিকত্বাভ্যাসত্বং মন্তব্যমিতি চেত্তত্রাহ কচিদিত্যি। মরুদেশে
 দাড়িমবাটিকায়ান্তেন দর্শিতায়া ইদানীমপি বিদ্যমানত্বাদিত্যর্থঃ ॥ ৪২ ॥

প্রমাণদ্বাণা অস্বতন্ত্র জানিয়া ইহাতে আসক্তিরহিত হওয়া কর্তব্য।
 এইরূপে ইহা অমূলশব্দে, অকেশবেগীর অর্থ যেক্রপ প্রশস্তবেগীরহিত
 তদ্রূপ প্রশস্তমুণ্ডেরহিত অর্থ হইতেছে, পরমেশ্বরে বৈমুখ্যই, জীবের
 মন প্রভৃতির মূল। ঐ মূল অবশ্যই প্রশস্ত অর্থাৎ উৎকৃষ্ট নহে।
 এইরূপ পরবর্তী সন্দর্ভও জীব ও ঈশ্বরের স্বরূপনিরূপণপর এবং জীবের
 পরমেশ্বরপ্রাপ্তিহতুক মোক্ষপর বলিয়াই ব্যাখ্যা করিতে হইবে ॥৪১॥

সত্যেশ্বরশক্তিময়ত্বাজ্জগৎ সত্যম্। জীবপ্রকৃত্যোশ্চ সত্যত্ব-
মজামন্ত্রাৎ পরম্মাট্মৈক্ষণববাক্যোচ্চয়াচ্চ ব্যক্তম্। জীবপ্রকৃত্যোরী-
শ্বরশক্তিত্বস্ত “ভূমিরাপোহনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ।
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা ॥ অপরেয়ম্মিতত্ত্বগ্যাং
প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্। জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং
ধারণ্যতে জগৎ” ॥ (গীঃ ৭।৪-৫) ইতি স্মৃতেঃ। জগতস্তৎকার্য্যত্বস্ত
“য একেহবর্ণো বহুধা শক্তিযোগাৎ” ইত্যাদিশ্রুতেঃ, “মম যোনি-
র্মহদ্বক্ষ্য তস্মিন্ গর্ভং দধাম্যহম্,” সম্ভবঃ সর্বভূতানাং ততো

জগতঃ সত্যত্বক্ষয়ত্বমুক্তং ততশ্চ সত্যপরেশশক্তিময়ত্বাদিতি প্রতিপাদয়তি
সত্যোতি। অজামন্ত্রাদজামেকাং লোহিতশুক্লকৃষ্ণামিত্যাদিকাং। অজাবদত্র
সত্যত্বম্। তস্য তন্ময়ত্বে প্রমাণমুদাহরতি ভূমিরিতি দ্বয়ং গীতাসু। চতু-
র্বিংশতিধা প্রকৃতিভূম্যাগ্নান্নাঋত্বা মে মদীয়া জ্ঞেয়া। ভূম্যাदिषু পঞ্চসু
তদ্বৈতানাং গন্ধাদীনাং পঞ্চানাং তন্মাত্রাণামন্তর্ভাবঃ অহঙ্কারে তৎকার্য্যাণামি-
ন্দ্রিয়াণ্যমেকাদশানাং বুদ্ধিশব্দেন মহত্ত্বং মনঃশব্দেন মনোগম্যং প্রধানমিতি
চতুর্বিংশতিধা সিদ্ধ্যতি ইয়ং প্রকৃতিরপরা জড়ত্বান্দোগ্যচ্চ নিকৃষ্টেত্যর্থঃ।
ইতোহন্যাং জীবভূতাং প্রকৃতিং পরাং চেতনত্বান্দোক্তত্বাচ্চোৎকৃষ্টাং বিদ্ধি
মে মদীয়াং যয়া প্রকৃতা স্বকর্মস্বারেদং জগৎ শযাদিবদ্ধার্থাতে ভোগায়
গৃহতে। মমেতি চ তত্রৈব মমাণ্ডকোটিস্রক্ষুরীশ্বরস্য মহদ্বক্ষ্য যোনিঃ গর্ভ-
ধারণস্থানং তস্মিন্ মহতি ঐক্ষণি যোনিভূতে প্রধানেন গর্ভং চিৎপরমাণুগণ-
মমুং দধাম্যুৎপাদয়ামি। স্ফুটমন্যং। ক্ষরমক্ষরঞ্চেতি দ্বিরূপং প্রতিজ্ঞায়

এই জগৎ মায়াময়, যেহেতু জগৎকে মায়াকৃত এবং অসৎ প্রভৃতি
শব্দদ্বারা বিশেষিত করা হইয়াছে। অতএব ইহা কুহকরচিত অসৎ
বস্তু। এই প্রকার পূর্বপক্ষ ভ্রান্ত; কারণ জগৎকে কুহক-
রচিত বলিলে, “পরমেশ্বর সত্যস্বরূপে বস্তুসকল বিধান করিয়াছেন।”
ইত্যাদি শ্রুতির এবং “এই জগৎ আবির্ভাব-তিরোভাব, জন্ম ও নাশ
প্রভৃতি বিকল্পবিশিষ্ট” ইত্যাদি স্মৃতির সহিত বিরোধ ঘটে, যাহা
কিছু কুহকরচিত তাহাই অসত্য, এরূপও বলা যায় না। কুহকীরা
অনেক দ্রব্য দেশান্তর হইতে আনয়নপূর্বক দেখাইয়া থাকে এবং
কখন সেই সকল বস্তুকে সেই সেই স্থানে থাকিতেও দেখা যায় ॥৪২॥

ভবতি ভারত", "একদেশস্থিতশ্রোত্রোৎস্রাবিস্তারিণী যথা।
পরশ্চ ব্রহ্মণঃ শক্তিস্তথৈদমখিলং জগৎ" (বিঃ পুঃ ১।২২।৫৪)
ইতিস্মৃতেশ্চ। এতেন জন্মভঙ্গান্যথানুপপত্ত্যা জগদ্বিত্যা ব্রহ্মবৎ
সত্যত্বেন তদনুপপত্তেরিতি প্রত্যুক্তম্। জন্মাদিকং হনিত্যত্ব-
ব্যাপ্যং সত্যত্বং নিত্যানিত্যসাধারণমতঃ সত্যমনিত্যং জগৎ,
“অনিত্যমস্বখংলোকম্” ইতি ভগবৎকণ্ঠোক্তেশ্চ। ত্রিকালবাহ্যং
তু মিথ্যা যথা খপুষ্পাদি ॥ ৪৩ ॥

অক্ষরং পরং ব্রহ্ম ক্ষরন্ত ব্রহ্মাদিস্বাবরান্তং জগদিত্যুক্তা তচ্চ ব্রহ্মশক্তিময়-
মিত্যাহ একদেশেতি শ্রীবৈষ্ণবে, প্রাদেশিকশ্রোত্রোৎস্রাবৈকশ্যাপি যথা
বিস্তারিণী জ্যোৎস্নাপ্রভা প্রকাশশক্তিবিস্তারস্তথা একগো বৈকুণ্ঠনিলয়স্য
শক্তিবিস্তার ইদমখিলং জগৎ। এতেনাক্ষরস্য বিলক্ষণং ক্ষরং কথং রূপং
শ্রোত্রোৎস্রাব ইতি শঙ্কা নিরস্তা। জ্যোৎস্নাদৃষ্টান্তেন ব্রহ্মাদিজীবানাং তারতম্য-
ভিন্নমতং স্ফুটয়তি। তত্রাপ্যাসন্নতদূরত্বাভ্যাং বহুত্বমল্লতা চ যথা জ্যোৎস্নাভিদোহন্তি
তচ্ছক্বেস্তদ্বৈশ্রব্যে বিদ্যতে ইত্যাদিভিঃ। যথাগ্ন্যাসন্নায়ঃ প্রভায়া বহুত্বং
ততো বিদূরায়ঃ স্বল্পত্বমেবং ব্রহ্মাদিস্বাবরান্তায়া ব্রহ্মশক্তেরপীত্যাবৃত্তিতার-
তম্যাদ্বাহল্যান্নত্বামিত্যর্থঃ। ব্রহ্মাতি চৈবম্। তয়া তিরোহিতত্বাচ্চ শক্তিঃ
ক্ষেত্রব্রহ্মসংজ্ঞিতা। সর্বভূতেষু ভূপাল তারতম্যেন বর্ততে ॥ ইতি তচ্ছক্তি-
কার্যেণ ব্রহ্মাদিষু বিষ্ণুঃ পঠিতঃ সন্ চৌরেণ মিলিতো রাজেব বিশিষ্টো
বোধ্যঃ এতেনেতাদিকমগূঢ়ার্থম্ ॥ ৪৩ ॥

সত্য ঈশ্বরের শক্তি বলিয়া জগৎকে সত্য বলা হয়। ঈশ্বর,
জীব ও প্রকৃতির সত্য “অজামেকাং লোহিতশুক্লকৃষ্ণাং” প্রভৃতি
মন্ত্র হইতে এবং পরবর্তী বৈষ্ণব বাক্যোচ্চয় হইতে ব্যক্ত হয়। জীব
ও প্রকৃতির ঈশ্বরশক্তি “ভূমিরাপোহনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব
চ” ইত্যাদি গীতাবাক্য হইতে জ্ঞাত হওয়া যায়। জগতের ঈশ্বরকার্যত্ব
“য একোহবর্ণো বহুধাশক্তিযোগাৎ” প্রভৃতি শ্রুতি এবং “মম
যোনির্মহদ্বক্ষ” প্রভৃতি স্মৃতিও ঐরূপ অর্থ ব্যক্ত করেন। এতদ্বারা
সৃষ্টি ও প্রলয়ের অন্তথা অনুপপত্তি হয় বলিয়া জগৎকে মিথ্যা বলা
হউক, কারণ ব্রহ্মের শ্রোত্র জগৎকে সত্য বলিলে, উহার সৃষ্টাদি
সম্ভব হয় না। এই যে পূর্বপক্ষ, তাহা নিরস্ত হইল। জন্মাদি
অনিত্যত্বব্যাপ্য, সত্যত্ব নিত্যানিত্যসাধারণ, অতএব জগৎ সত্য হইয়াও

“পরমার্থস্বমেবৈকো নাত্যোহস্তি” ইত্যত্র ন কদাচিদনীদৃশং জগদী-
 ত্যেবমভিধায়িভিনিত্যস্বতন্ত্রতয়া নিশ্চিতপ্রপঞ্চস্য নিষেধঃ, ন
 তু ব্রহ্মাত্মকস্ত্যাপি তস্য তদগ্রহণেনৈব গৃহীতত্বাৎ। ইতরথা
 জগৎপতিত্বোক্তিব্যাকোপঃ। ব্রহ্মাধীনস্ত ইতি দর্শয়তি—তবেতি।
 ইতরথা মহিম্নো বাধিতত্বাৎ স্তবনবিরোধাপত্তিঃ। যদেতদिति—
 জ্ঞানাত্মকস্য তবৈতজ্জগৎ স্বংসম্বন্ধি স্বচ্ছক্তিময়ত্বাদিত্যর্থঃ। যে
 ত্বযোগিন এব জ্ঞানযোগশূন্যঃ, তে দেব মনুষ্যাদি রূপং জগৎ
 পরতন্ত্রমিদং ন স্বংসম্বন্ধীতি ভ্রান্ত্যেব পশ্যন্তি, ন চ তেষাং

অথ বৈষ্ণববাক্যানি সঙ্গময়তি পরমার্থ ইত্যাদিনা। ন কদাচিদिति।
 জগৎ কদাচিদপি অনীদৃশমস্বতন্ত্রমনিত্যঞ্চ ন কিস্ত্বীদৃশং দৃষ্টরূপং স্বতন্ত্রং
 নিত্যমিত্যভিধায়িভি কস্মজড়ৈরিতার্থঃ। তস্মেতি ব্রহ্মাত্মকস্য প্রপঞ্চস্য। ব্রহ্ম-
 গ্রহণেনৈবাগতত্বাদিত্যর্থঃ। ইতরথেতি। দৃষ্টস্য প্রপঞ্চস্য ব্রহ্মানধীনত্বে সতি
 নিত্যত্বস্বতন্ত্রত্বে এব স্মাতামিত্যর্থঃ। ব্রহ্মেতি। ব্রহ্মাধীনো ব্রহ্মশক্তিরচিতঃ
 প্রপঞ্চঃ সত্যস্তথৈব শ্রবণাৎ। ইতরথা চরাচরস্য জগতোহনীশ্বরত্বেন তদ্ব্যাপ্তের-
 ভাবে সতীত্যর্থঃ। যদেতদিত্যত্র জগদ্রূপং দৃষ্টাকারং স্বতন্ত্রং নিত্যমিত্যর্থঃ।

অনিত্য, ইহাই স্থির হইতেছে। “জগৎ অনিত্যস্থখাত্মক” ইহা
 ভগবান্ স্বয়ংই লিয়াছেন। যাহা ত্রিকালবাধ্য অর্থাৎ ভূত, ভবিষ্যৎ
 ও বর্তমানে থাকে না, তাহাকে মিথ্যা বলা হয়। আকাশকুসুমাদি
 মিথ্যার দৃষ্টান্ত ॥ ৪৩ ॥

বিষ্ণুপুরাণে উক্ত হইয়াছে—“তুমিই একমাত্র পরমার্থ, অর্থাৎ
 সত্য বস্তু, অন্য কিছুই নাই” এই স্থলে “জগৎ কখন অনীদৃশ নহে,
 অর্থাৎ অস্বতন্ত্র ও অনিত্য নহে, “কিস্ত্বীদৃশ অর্থাৎ দৃষ্টরূপ এই
 জগৎ স্বতন্ত্র ও অনিত্য” এই যে মীমাংসকদিগের মত, উহাতে নিত্য
 ও স্বতন্ত্ররূপে নিশ্চিত প্রপঞ্চেরই নিষেধ হইয়াছে, নতুবা ব্রহ্মাত্মক
 প্রপঞ্চের নিষেধ হয় নাই; কারণ ব্রহ্মের গ্রহণেই ব্রহ্মাত্মক প্রপঞ্চের
 গ্রহণ হয়। অন্যথা ব্রহ্মকে যে জগৎপতি বলা হয়, তাহার ব্যর্থতা
 ঘটে। প্রপঞ্চ যে ব্রহ্মাধীন অর্থাৎ ব্রহ্মশক্তিদ্বারা রচিত, তাহা ‘তব’
 ইত্যাদি ঋতি হইতেই প্রাপ্ত হওয়া যায়। অন্যথা মহিমা বাধিত
 হয় বলিয়া স্তবনের বিরোধাপত্তি ঘটে। “যদেতৎ” ইত্যাদি বাক্যে

সংসারনিবৃত্তিরিত্যাহ—জ্ঞানস্বরূপমিতি । জ্ঞানং ব্রহ্মৈব স্বরূপং
বৃত্তিপ্রদং যন্ত তথাভূতমিদং জগৎ পরতন্ত্রমিত্যর্থঃ । তচ্চার্থস্বরূপং
ফলরূপং স্বতন্ত্রং নিত্যমিতি যাবৎ । অবুদ্ধয়ঃ - কেচিৎ কৰ্ম্মজড়া
এবং বাদরতা ইত্যর্থঃ । যে স্থিতি জ্ঞানং শাস্ত্রং তদ্বিদঃ । জ্ঞানং
ব্রহ্মৈবাস্মা প্রবৃত্তিকৃৎ যন্ত তৎ । এতদেবাহ—ত্বদ্রূপমিতি
রূপপদং খল্বস্বরূপং দৃষ্টং প্রাণসংবাদাদিমু ॥৪৪॥

জ্ঞানেত্যাৰ্থো স্বরূপমিতি স্বস্মিন্ সৃষ্টিপালনাভ্যাং রূপয়তি দর্শয়তীতি নিকৃজে-
বৃত্তিপ্রদমিত্যর্থঃ । অত ত্বদ্রূপমিত্যাগ্রে ত্বত্তো রূপং যস্য তৎ অর্থস্বরূপমিতি
স্ত্রীপুত্রাদিরিব অনুরসাদেহস্তাস্থাদেশচানুভবাদিহ সুখানি সন্তি উপরি সুরাঙ্গনা-
সুখাপানানুভবাত্তানি মহাস্তীতি । ফলরূপত্বং তত্ত্বং কারণত্বাচ্চ স্বতন্ত্রং নিত্যং
জগৎ । “অর্থঃ প্রকারে বিষয়ে বিভক্তকারণবস্তুবু । অভিধেয়েহপি শব্দানাং
নিবৃত্তৌ চ প্রয়োজনে ইতি বিশ্বঃ ।” ন হীদৃশস্য জগতঃ কোহপি কৰ্ত্তা সম্ভাষ-
য়িতুং শক্যত ইতি নিত্যং তৎ । যে স্থিতি । জ্ঞানবিদঃ শাস্ত্রজ্ঞাঃ
জ্ঞানাত্মকং ব্রহ্মহেতুক প্রবৃত্তিকং প্রপশ্যন্তি । এতদেব স্মৃটয়তি ত্বদ্রূপমিতি ।
অন্যথা ত্বামিব নিত্যং স্বতন্ত্রং প্রপশ্যন্তীতি ক্রয়ুঃ ॥ ৪৪ ॥

“তুমি জ্ঞানাত্মক; এই জগৎ তোমার অর্থাৎ তোমার শক্তিদ্বারা
রচিত, অতএব ত্বদীয়” ইহাই বোধিত হইতেছে । যাঁহারা অযোগী
যাঁহাদের ঈদৃশ জ্ঞান নাই, তাঁহারাই এই মনুষ্যাদিরূপ জগৎকে
ইহা স্বতন্ত্র, ইহা ত্বদীয় নহে, এইরূপ বিবেচনা করিয়া থাকেন ।
তাঁহাদের ঐরূপ ধারণা কিন্তু ভ্রমাত্মক । অতএব তাঁহাদের সংসারের
নিবৃত্তি হয় না । জ্ঞানস্বরূপ অর্থাৎ ব্রহ্মস্বরূপ । জ্ঞানশব্দে ব্রহ্মকেই
বোধ করায় । ‘স্বরূপ’ শব্দের অর্থ ‘বৃত্তিপ্রদ’ । এই জগৎ জ্ঞান-
স্বরূপ, অর্থাৎ জ্ঞানরূপ ব্রহ্ম এই জগতের বৃত্তিপ্রদ । অতএব জগৎ
পরতন্ত্র, এই জগৎ অর্থস্বরূপ অর্থাৎ ফলরূপ । অর্থশব্দের অর্থ
প্রয়োজন । অর্থস্বরূপ বলিতে প্রয়োজনসাধক বুঝায় । যাহা ফলরূপ
তাহা স্বতন্ত্র ও নিত্য । যাহারা অবুদ্ধি অর্থাৎ কৰ্ম্মজড়, তাহারাই
এইরূপ তর্ক করে । কিন্তু যাঁহারা শাস্ত্রজ্ঞ তাঁহারা ব্রহ্মকেই বৃত্তিপ্রদ
বলেন । ইহাই বলিতেছেন যথা, “ত্বদ্রূপ” ইত্যাদি । এইরূপ অর্থ
প্রাণসংবাদাদি হইতে প্রাপ্ত হওয়া যায় । অন্যথা জগৎকে তোমার
চায় স্বতন্ত্র, এই কথাই বলিতেন ॥৪৪॥

যে অন্যথা ব্যাচক্ষতে, তেষাং পূর্বাপরগ্রন্থবিরোধশ্চ । তথাহি পূর্বত্র হি মৈত্রেয়পরাশরয়োরেবং প্রমোত্তরে দৃষ্টে—(বিঃ পুঃ ১।৩।১৩) ‘নিগুণশ্চাপ্রমেয়শ্চ শুদ্ধশ্চাপ্যমলাস্থনঃ । কথং স্বর্গাদিকর্তৃত্বং ব্রহ্মণোহভ্যুপগম্যতে’ ইতি প্রশ্নঃ । সত্ত্বাদিগুণযোগিস্থ কৰ্ম্মাধীনেষপূর্ণেষুৎপাদনাদিকার্য্যং দৃষ্টং ব্রহ্মণি তু তদ্বিলক্ষণে কথং তদঙ্গীকার্য্যমিতি তস্মার্থঃ । তত্রোত্তরঞ্চ (বিঃ পুঃ ১।৩।২০) “শক্তয়ঃ সৰ্ব্বভাবানামচিন্ত্যজ্ঞানগোচরাঃ । যতোহতো ব্রহ্মণস্তাস্ত্ৰ সর্গাচ্চা ভাবশক্তয়ঃ ॥ ভবন্তি তপতাং শ্রেষ্ঠ পাবকশ্চ যথোক্ষতা” ইতি । অত্রায়মর্থঃ—সৰ্বেষাং ভাবানামেবাচিন্ত্যবুদ্ধিবোধ্যামিথোবিলক্ষণাঃ কার্য্যকল্যাঃ শক্তয়ো যস্মাৎ প্রতীয়ন্তে, অতঃ সৰ্ব্ববৃহত্তমশ্চ সৰ্ব্বানুগ্রাহকশ্চ ব্রহ্মণস্তথাভূতাঃ সর্গাচ্চা ভাবশক্তয়ো ভবন্তীতি ন তস্ম তৎকর্তৃত্ববিরোধঃ । তাঃ স্বাভাবিক্য এবোক্ত্যাহ,—পাবকশ্চ যথোক্তি । “পরাস্ত শক্তিঃ” ইত্যাত্মা শ্রুতিশ্চ । তু-শব্দঃ “কৈমুতাং” ত্বোতয়তি । ইহ বিচিত্রশক্তিমদ্রুক্ষেতি সূব্যক্তম্ ॥ ৪৫ ॥

যে স্থিতি কেবলান্বৈতিনঃ । অন্যথা প্রতীতার্থপরতয়া । নিগুণশ্চেতি গুণশূন্যস্য । অপ্রমেয়স্য অপরিচ্ছেদ্যস্বরূপগুণবিভূতিকস্য । শুদ্ধস্য কৰ্ম্মবশ্যতা-গন্ধরহিতস্য । সত্ত্বাদিগুণযোগেন কৰ্ম্মবশ্যতা অতন্তদ্বিলক্ষণে সত্ত্বাদিগুণ-যোগরহিতে । সৰ্বেষামিতি স্ফুটয়তি । তাস্তথাভূতা অচিন্ত্যবুদ্ধিবোধ্য ইত্যর্থঃ । ভাবশক্তয় ইতি স্বভাবভূতাঃ শক্তয় ইত্যর্থঃ । (ভাবঃ সত্ত্বা স্বভাবাভিপ্রায়চেক্টরজন্মস্থিতাদিমেদিনীকরকোষাৎ) । তাসাং স্বাভাবিকত্বং দৃষ্টান্তেন গ্রাহয়তি পাবকস্য যথোক্তি । কৈমুতামিতি । মণোষধীনাং চেদ-বিচিন্ত্যাঃ শক্তয়ঃ স্বাভাবিক্যশ্চ ভবন্তি তর্হি কিমুত ব্রহ্মণি ইতি ॥ ৪৫ ॥

যাঁহারা অন্যরূপ ব্যাখ্যা করেন, তাঁহাদিগের পূর্বাপর গ্রন্থের বিরোধ ঘটে । দেখুন, প্রথমে মৈত্রেয় ও পরাশরের এইরূপ প্রশ্ন ও উত্তর দেখা যায়—“নিগুণ, অপ্রমেয়, শুদ্ধ, ও অমলাত্মা ব্রহ্মের সৃষ্টাদি কর্তৃত্ব কিরূপে সম্ভব হয়? এইটি প্রশ্ন । সত্ত্বাদিগুণযুক্ত কৰ্ম্মাধীন ও অপূর্ণ জীবের উৎপাদনাদি কার্য্য দেখা যায়, তদ্বিলক্ষণ ব্রহ্মে তাহা কিরূপে অঙ্গীকার করা হইবে? ইহাই উক্ত প্রশ্নের তাৎপর্য্য । তদ্বিষয়ে উত্তর এই;—সকল ভাবপদার্থের যখন অচিন্ত্য-

এবমেব পরত্রাপি দৃশ্যতে, যথা—(বিঃ পুঃ ৬।৫।৭২-৭৭) “শুদ্ধে মহাবিভূত্যাখ্যে পরে ব্রহ্মণি শব্দাতে। মৈত্রেয় ভগবচ্ছব্দঃ সৰ্ব্বকারণকারণে ॥ সংভর্ত্তেতি তথা ভর্ত্তা ভকারোহর্থদ্বয়ান্বিতঃ। নেতা গময়িতা স্রষ্টা গকারার্থস্তথা মূনে ॥ ঐশ্বর্যস্য সমগ্রস্য বীৰ্য্যস্য যশসঃ শ্রিয়ঃ। জ্ঞানবৈরাগ্যয়োশ্চাপি যজ্ঞাং ভগ ইতীজ্ঞনা ॥ বসন্তি তত্র ভূতানি ভূতান্য়গ্ধিলায়ানি, স চ ভূতেশ্বশেষে বকারার্থস্ততোহব্যয়ঃ ॥ জ্ঞানশক্তিবলৈশ্বর্যবীৰ্য্যতেজাংশ্বশেষতঃ। ভগবচ্ছব্দবাচ্যানি বিনা হেয়ৈগুণাদিভিঃ ॥ এবমেব মহাশব্দো ভগবানিতি সত্তমঃ। পরমব্রহ্মভূতস্য বাসুদেবস্য নাগ্গঃ ॥ তত্র পূজ্যপদার্থোক্তিপরিভাষাসমম্বিতঃ। শব্দোহয়ং নোপচারেণ অন্যত্র হ্যুপচারতঃ ॥” ইতি ॥৪৬॥

পরমাত্মনো ভগবংশব্দেন বাচ্যত্বং প্রতিজানীতে শুদ্ধে ইতি ষষ্ঠাংশস্য পঞ্চমেধ্যায়ে, তেন লক্ষ্যত্বং নিরস্তম্। বিংশত্যাধ্যায়ে (বিভূত্যা বিশিষ্টস্য) শুদ্ধত্বোক্তেস্তুস্যাশ্চ স্বরূপবদিচ্ছিত্যত্বং তস্য চ ব্যস্তসমস্তভূতস্য স বাচ্য ইতি বর্ণয়ন্তি— সংভর্ত্তেতি। সৰ্ব্বধারণং সৰ্ব্বপালনঞ্চ ভকারস্যার্থঃ। নেতা স্বধ্যাতৃণাং স্বরূপশুদ্ধিপ্রাপকঃ। গময়িতা বিমুক্তানাং তেষাং স্বধামপ্রাপকঃ। স্রষ্টা স্বধান্নি তেষাং বিচিত্রানন্দপ্রকাশকঃ ইতি গকারস্যার্থঃ। অথ সমন্বয়ে (সমস্তয়োঃ) ভকারগকারয়োর্থমাহ ঐশ্বর্য্যস্মেতি। সমগ্রস্মেতি যজ্ঞাং

জ্ঞানগোচর শক্তি দেখা যায়, তখন ব্রহ্মের তাদৃশী শক্তি না থাকিবে কেন? হে তপোধন! অগ্নির উষ্ণতার ন্যায় ব্রহ্মের স্বাভাবিকী শক্তি স্বীকৃত হইয়া থাকে। উহার অর্থ এইরূপ—সকল পদার্থেরই অচিন্ত্যবুদ্ধিবেগ পরস্পরবিলক্ষণ কার্য্যকর শক্তি যখন প্রতীত হয়, তখন সৰ্ব্ববৃহত্তম সৰ্ব্বানুগ্রাহক ব্রহ্মের তথাভূত সর্গাদি-ভাবশক্তি স্বীকৃত না হইবে কেন? অতএব ব্রহ্মের সৃষ্টাদিকর্তৃত্ব বিরুদ্ধ হইতেছে না। ব্রহ্মের ঐ শক্তিসকল আবার বহির উষ্ণতার ন্যায় স্বাভাবিকী শক্তি। তদ্বিশয়ে “ব্রহ্মের পরাখ্যা বিবিধ শক্তি শ্রবণ করা যায়” ইত্যাদি শ্রুতিই প্রমাণ। তুশব্দ দ্বারা ‘কৈমূত্য’ জোড়িত হয়। এইস্থলে, ব্রহ্ম যে বিচিত্র শক্তি-বিশিষ্ট তাহা স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হইয়াছে ॥৪৫॥

(বি: পু: ৬।৫৮৩-৮৭) “স সৰ্বভূতপ্রকৃতিবিকারগুণাংশচ
দোষাংশচ নুনে ব্যতীতঃ। অতীতসৰ্বাবরণোহখিলাত্মা তেনাস্তৃতং
যদ্ববনাস্তুরালে ॥ সমস্তকল্যাণগুণাত্মকোহসৌ স্বশক্তিলেশাদ্-

বিশেষণম্। ঈদৃশা সংজ্ঞা। অথ বকারস্যার্থমাহ— বসন্তীতি। ভূতাত্মনি
পূৰ্বসিদ্ধস্বরূপে, নিখিলাত্মনি শক্তিমদ্রুপেণ সৰ্বোপাদানে। তথাচ সৰ্বহেতু:
সৰ্বাস্তৰ্যামী সৰ্বেভ্য: পূৰ্বে। হরিরিতি বকারস্যার্থঃ। অথ বৰ্ণনীয়স্য সমস্ত-
স্যার্থমাহ জ্ঞানেতি। জ্ঞানং সার্বজ্যম্, শক্তিঃ সত্যসঙ্কল্লেনৈব বিচিত্র-
জগৎকর্তৃতা, বলং তাদৃগ্ জগদ্বিধারণসামর্থ্যম্ ঐশ্বর্যমখিলতন্নিয়ামক-
ত্বম্, বীৰ্য্যমবিকারিত্বং ভক্তজনোদ্ধারসামর্থ্যং বা, তেজো মায়াতিরস্কারী-
প্রভাবঃ, অশেষতঃ পূর্ণানীত্যর্থঃ। এতানি ষষ্ঠ ভগবচ্ছব্দবাচ্যানি— স্বরূপা-
ভিন্নধৰ্ম্মত্বাদিতি ভাবঃ। বিনেতি। হেইয়ৈঃ প্রকৃতিগুণৈস্তৎকার্যোঃ কৰ্ম্মভিঃ
ফলৈশ্চ বিনা। এবমিতি একট্যর্থম্। তত্রৈতি পূজ্যস্য পদার্থস্য বিশেষঃ
বাচ্যতারূপা যোক্তিস্তৎপরিভাষাসম্বিতোহয়ং ভগবচ্ছব্দস্তত্র সংভর্ত্তেত্যা-
ত্মাকুলক্ষণে পরমাত্মনি উপচাৰেণ ন বৰ্ত্ততে। অন্যত্র মহৰ্ষিষু নৃপেষু চোপ-
চাৰেণ প্রযুক্ত্যতে তেষু তদগুণলেশানাং সত্ত্বাৎ। অনিয়মে নিয়মকারিণী
হি পরিভাষা ॥ ৪৬ ॥

পরেও এইরূপই দেখা যায়, যথা— ভগবৎশব্দ সৰ্বকারণকারণ,
শুদ্ধ, মহাবিভূতিযুক্ত পরব্রহ্মকে বুঝায়। ভগবৎশব্দের অন্তর্গত
ভকারের দুই অর্থ,—সংভর্ত্তা ও ভর্ত্তা। হে মুনে! ঐরূপ ভকারের
অর্থ নেতা, গময়িতা ও স্রষ্টা। ভগবৎশব্দে সমগ্র ঐশ্বর্য্য, বীৰ্য্য, যশ,
শ্রী, জ্ঞান ও বৈরাগ্য এই ছয়টি বুঝায়। ভূতাত্মা অখিলাত্মা যে
ব্রহ্মে সমস্ত ভূত বাস করে এবং যিনি এই অশেষ ভূতে বাস করেন,
ইহাই বকারের অর্থ। অশেষ জ্ঞান, শক্তি, বল, ঐশ্বর্য্য, বীৰ্য্য ও তেজ
ইহাই সমস্ত ভগবৎশব্দের অর্থ। হেয়গুণাদি বিনা উপাদেয় সমস্ত
গুণাদি ভগবৎশব্দে বোধ করায়। অতএব হে সন্তম! “ভগবৎ-শব্দ
মহাশব্দ” উহা পরম ব্রহ্মেরই বাচক; অন্যের বাচক নহে। পূজ্য
পদার্থ যে বিষ্ণু, তাঁহারই বাচ্যতারূপ পরিভাষাবিশিষ্টই ভগবৎ-শব্দ।
ভগবৎশব্দ পরব্রহ্ম বিষ্ণুতেই মুখ্যরূপে এবং তদগুণাংশযুক্ত দেবতা
ও ঋষি প্রভৃতিতে গৌণরূপেই প্রযুক্ত হইয়া থাকে ॥৪৬॥

ভূতভূতসর্গঃ। ইচ্ছাগৃহীতাভিমতোরুদেহঃ সংসারিতাশেষজগ-
 দ্বিতোহসৌ ॥ তেজোবলৈশ্বর্যমহাবোধমুর্বীর্ষ্যশক্ত্যাদিগুণৈ-
 করাশিঃ। পরম্পরাণাং সকলা ন যত্র ক্লেশাদয়ঃ সন্তি পরা-
 বরেশে ॥ স ঈশ্বরো ব্যষ্টিসমষ্টিরূপোহব্যক্তস্বরূপঃ প্রকটস্বরূপঃ।
 সর্বেশ্বরঃ সর্ববৃদ্ধ সর্ববেত্তা সমস্তশক্তিঃ পরমেশ্বরাত্ম্যঃ ॥
 সংজ্ঞায়তে যেন তদন্তদোষাৎ শুদ্ধং পরং নির্মলমেকরূপম্।
 সংদৃশ্যতে বাপ্যথ গমাতে বা তজ্জ্ঞানমজ্ঞানমতোহন্যদুক্তম্”
 ইতি চ ॥ ৪৭ ॥

স বাসুদেবঃ সর্বেষাং ভূতানাং প্রকৃতিশ্চিদচিচ্ছক্তিদ্বারোপাদানং বিকার-
 গুণান্ সত্ত্বাদীন্ দোষাংশ্চ খাতান্ ক্রৌর্যাাদীন্ ব্যতীতোহতিক্রান্তৈঃ শূন্য
 ইত্যর্থঃ। অতীতসর্বাবরণো মায়াবরণরহিতঃ। অখিলাত্মা সর্বপ্রবর্তকঃ।
 ভুবনান্তরালে যৎ কিঞ্চিদস্তি তৎ সর্বং তেনাস্তৃতং ব্যাপ্তম্। তস্য বিকারাতি-
 ক্রমিত্বাদয়ো গুণাস্ত তদভিন্না ইত্যাহ। সমস্তেতি। স্বরূপানুবন্ধিগুণগণ
 ইত্যর্থঃ। ভূতঃ ধৃতঃ। “বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ” ইতি
 তদ্বাক্যাৎ। নিক্রামানাং ভক্তানাং তন্মাত্রবিষয়েচ্ছয়া গৃহীতো বশীকৃত্তৈঃ
 স্বরূপাভেদেনাভিমত উরুরূংকৃষ্টো দেহো বিগ্রহো যস্য সঃ। অহং ভক্ত-
 পরাধীনো, বশে কুর্বন্তি মাং ভক্তোত্যাাদিতদ্বাক্যাৎ। সমস্তেত্যুক্তং
 স্ফুটয়তি তেজোবলেতি। পরাণাং নিত্যমুক্তানামপি পরঃ। যত্র ক্লেশাদয়ঃ
 সকলাঃ অংশতোহপি ন সন্তি। পতঞ্জলিনাপ্যেবমুক্তম্। ক্লেশকর্ম্মবিপাকা-
 শয়েরপরামৃষ্টঃ পুরুষবিশেষ ঈশ্বর ইতি। ব্যষ্টিসমষ্টিরূপঃ তদ্ব্যক্তিপ্রদত্তাদিনা
 তদ্রূপঃ। স্ববিমুখানাং অব্যক্তস্বরূপঃ। সর্বেশ্বর ইত্যর্কং স্ফুটার্থম্। যেনোক্ত-
 লক্ষণং ভগবৎস্বরূপং সংজ্ঞায়তে মনসা অনুভূয়তে সংদৃশ্যতে ভক্তিভাবিতেন
 চক্ষুযানুভূয়তে অথ গমাতে নিজস্বামিত্বেন প্রাপ্যতে। তচ্ছাস্ত্রেণ নিরূপ্যমাণং
 জ্ঞানং ততোহন্যত্রবিপরীতং তদৈক্যানুসন্ধিকরমজ্ঞানমিত্যর্থঃ ॥ ৪৭ ॥

তিনি সর্বভূতের প্রকৃতি। বিকারগুণ যে সত্ত্বাদি তাহা এবং
 উহাদের দোষসকল তাঁহাতে নাই। তিনি সর্বাবরণের অতীত ও
 অখিলের আত্মা। সমস্ত ভুবনে যাহা কিছু আছে, তিনি সেই
 সকলকেই ব্যাপিয়া আছেন। তিনি সমস্ত কল্যাণ-গুণাত্মক।
 তাঁহার নিজের শক্তির অংশেই এই সমস্ত জগতের উৎপত্তি হইয়াছে।
 তিনি সময়ে সময়ে স্বেচ্ছানুসারে অভিমত দেহসকল ধারণ করিয়া

অত্র হি প্রাণিনামভ্যুদয়নিঃশ্রেয়সপ্রদো নিরন্তরসমস্তদোষ
ঐশ্বর্য্যবীৰ্য্যাদিবিশুদ্ধগুণরাশিচ্চিদচিৎপদার্থানাং স্বেতরেষাং
বৃত্তিহেতুত্বাদিনা তদ্রূপস্তেষামুৎপত্তাদিকারী শাস্ত্রীয়জ্ঞানগোচরো
ভগবানিতি নিরূপণাৎ নিক্ৰিশেষচিন্মাত্রং ব্রহ্মেতি বিবুধ্যতে ।
এবমন্যচ্চ দ্রষ্টব্যম্ ॥ ৪৮ ॥

ক্ষেত্রজং চাপি মাং বিদ্বীতি চকারঃ ক্ষেত্রজং সমুচ্চিনোতি ।
অপিরবধারণে । ক্ষেত্রং ক্ষেত্রজং চ মামেব বিদ্ধি মদধীনবৃত্তিকত্বা-
দিনা মদাত্মকং জানীহীত্যর্থঃ । এবমেবানুক্তম্—“ক্ষেত্রক্ষেত্রজ-
য়োজ্ঞানং যন্তজ্জ্ঞানং মতং মম” ইতি । তয়োৰ্মদধীনবৃত্তিকত্বাদি-

স সৰ্বভূতেত্যাদিবাक्यानां বৰ্ত্তুলিতার্থমাহ— অত্র হীত্যাদিনা ।
অভ্যুদয়েতি স্বর্গাদিভোগমোক্ষদাতেত্যর্থঃ । এবমিতি । অন্যচ্চ বিষুপুৰাণদৃষ্-
মদ্বৈতপ্রত্যয়কবাক্যজাতমেনে প্রকারেণ ব্যাখ্যাতব্যং গ্রন্থগৌরবভয়ান্নাত্র
লিখিতমিত্যর্থঃ ॥ ৪৮ ॥

অথ শ্রীগীতাবাক্যং স্মরতেন ব্যাখ্যাতি ক্ষেত্রজমিত্যাদিনা । এবমিতি
অনুক্তমনুদিতম্ । এতেন ইতি । মায়াবিনাভূতং যচ্চরাচরং চ তন্নাস্তীতি

থাকেন । তাঁহার সংসারও দেহধারণের ন্যায় লীলামাত্র । তিনি
জগতের অশেষ হিতকারী । তেজ, বল, ঐশ্বর্য্য, মহ্যববোধ ও বীৰ্য্য
এই সকল শক্তি প্রভৃতি গুণের একমাত্র আশ্রয়, নিত্যমুক্ত জীবেরও
পর, যাঁহাতে কোনরূপ ক্লেষাদি নাই, সেই ঈশ্বর ব্যাপ্তিসমষ্টিরূপ ।
তিনি অব্যক্তস্বরূপ, প্রকটস্বরূপ, সর্বেশ্বর, সর্বদর্শী, সর্ববিৎ ও
সর্বশক্তিমান্ পরমেশ্বর । যদ্বারা সেই নির্দোষ, শুদ্ধ, নিৰ্ম্মল
একরূপ পরব্রহ্ম মনে অনুভূত, নয়নে দৃষ্ট ও প্রভুরূপে লব্ধ হন,
তাহাই জ্ঞান, অণু যাহা, তাহা অজ্ঞান ॥৪৭॥

এইস্থলে প্রাণিগণের অভ্যুদয় ও আত্যন্তিক কল্যাণপ্রদ সমস্ত-
দোষশূন্য, ঐশ্বর্য্যবীৰ্য্যাদি-বিশুদ্ধগুণরাশি, চিদচিৎ স্বেতরূপদার্থসকলের
বৃত্তিহেতুত্ব প্রভৃতি দ্বারা তদ্রূপ ও তাহাদিগের উৎপত্তিস্থিত্যদির
কারণ, শাস্ত্রীয়জ্ঞানগোচর ভগবান্ এই প্রকার নিরূপণহেতু, নিক্ৰিশেষ
চিন্মাত্র ব্রহ্ম, এই যে মত, তাহা বিরুদ্ধ হয় । এইরূপ অন্ত্রও
দ্রষ্টব্য ॥৪৮॥

বিষয়তয়া যৎ জ্ঞানং তৎ জ্ঞানং মম মতমিত্যর্থঃ । এতেনৈব
“ন তদস্তুি বিনা যৎ শ্রীং” ইত্যপি ব্যাখ্যাতম্ ॥৪৯॥

ননু কৈবল্যোপনিষদি শ্রুতং — “স এব মায়াপরিমোহিতাত্মা
শরীরমাস্বাস্য করোতি সর্বম্ । শ্রিয়ন্নপানাদিবিচিত্রভোগৈঃ স এব
জাগ্রৎপরিভূষ্টিমেতি ॥ স্বপ্নে স জীবঃ সুখদুঃখভোক্তা স্বমায়য়া
কল্লিতবিশ্বলোকে । সুষুপ্তিকালে সকলে বিলীনে তমোহভিভূতঃ
সুখরূপমেতি ॥ পুনশ্চ জন্মান্তরকৰ্ম্মযোগাৎ স এব জীবঃ স্বপিতি

রজ্জুসৰ্পয়োঃ সৰ্পাদিসত্তাবৎ সত্তা নাস্তীতি নার্থঃ । কিন্তু মদধীনবৃত্তিকতয়া
মদ্যাপ্যতয়া চ মদাত্মকং তদিতোবার্থঃ । ক্ষেত্রজং চাপীত্যাদিবাক্যানাং
ব্যাখ্যানান্তরং শ্রীগীতাভূষণে দ্রষ্টব্যম্ ॥ ৪৯ ॥

অত্র নির্বিশেষচিদেকাদ্বৈতী প্রতিপত্ততে ননিত্যাदिना । स परमात्मैव
राजपुत्रकैवर्तुन्यायेन मायया स्वाविद्यया परिमोहितात्मा सन् सत्त्वप्रधानं
शरीरमास्वायेश्वरो हिरण्यगर्भो भूत्वा सर्वं जगत् करोति । श्रियन्नेति ।
स परमात्मैव स्वाविद्यया बाष्पिजीवः सन् जाग्रदवस्थः श्र्यादिभोगैस्तुष्टिमेति ।
स एव स्वप्ने सुखादिभोक्ता भवति । सुषुप्तौ तु सकलेन्द्रियेहहकारे च
विलीने स एव तमसाभिभूतः सन् सुखी भवति - “सुखमहमद्याप्यं न च किञ्चिद-
वेदिष्यम्” इति श्रुतेः, स एव जीवः प्रबुद्धः सन् जन्मान्तरकर्मयोगात् स्वपिति

“ক্ষেত্রজ্ঞাপি মাং বিদ্ধি” এইস্থলে চকারদ্বারা ক্ষেত্রজ সমুচ্চিত
হন ! অপি শ.কর অর্থ অবধারণ । ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ উভয়ই
আমাকে জানিবে । উভয়ই মদধীনবৃত্তি. অতএব উভয়কেই মদাত্মক
জানিবে । এই নিমিত্তই বলিয়াছেন,—ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজের যে জ্ঞান
সেই আমার সম্মত । তছুভয়ের মদধীনবৃত্তিকত্বাদির বিষয়রূপ যে
জ্ঞান, সেই জ্ঞানই আমার অভিপ্রেত । এতদ্বারাই “পরমেশ্বরাতিরিক্ত
যাগ কিছু, তাহা নাই,” এই বাক্যও ব্যাখ্যাত হইল ॥৪৯॥

কৈবল্যোপনিষদে শ্রুতং হয়—“সেই পরমাত্মা মায়াদ্বারা পরি-
মোহিতাত্মা হইয়া শরীর-ধারণপূর্বক সৃষ্টাদি সকল কার্য সম্পাদন
করেন । তিনিই জাগ্রদবস্থাতে শ্রী ও অন্নপানাদি বিচিত্র ভোগদ্বারা
পরিভূষ্টি লাভ করিয়া থাকেন । তিনিই স্বপ্নাবস্থায় নিজ মায়াদ্বারা
কল্লিত বিশ্বলোকে সুখ ও দুঃখ ভোগ করিয়া থাকেন । তিনিই

প্রবুদ্ধঃ। পুরত্রয়ে ক্রীড়তি যশ্চ জীবন্ততন্ত জাতং সকলং বিচিত্রম্।
 আধারমানন্দমখণ্ডবোধং যস্মিন্ লয়ং যাতি পুরত্রয়ঞ্চ ॥ এতস্মা-
 জ্জায়তে প্রাণো মনঃ সৰ্বেন্দ্রিয়াণি চ। যৎ বায়ুর্জ্যোতিরাপশ্চ
 পৃথিবী বিশ্বস্য ধারিণী ॥ যৎ পরং ব্রহ্ম সৰ্ব্বাত্মা বিশ্বস্যায়তনং
 মহৎ। সূক্ষ্মাৎ সূক্ষ্মতরং নিত্যং সত্যমেব ত্বমেব তৎ ॥ জাগ্রৎ-
 স্বপ্নশ্চমুগ্ধ্যাদি প্রপঞ্চং যৎ প্রকাশতে। তদ্ব্রহ্মাহমিতি জ্ঞাত্বা
 সৰ্ববন্ধৈঃ প্রমুচ্যতে” ॥৫০॥

তৎকৰ্মফলানি শিবিকারোহণাদীনি পুনঃ পুনর্ভজতীত্যর্থঃ। যঃ পরমাত্মা
 এবং জীবঃ সন্ পুরত্রয়ে লোকত্রয়েহবস্থাভ্রয়ে চ ক্রীড়তি ততো হিরণ্যগর্ভা-
 দীশ্বরং সকলং চরাচরলক্ষণং বিচিত্রমিদং জগৎ। যদা স্বাবিচ্ছয়া ঈশ্বর-
 জীবভাবমাপন্নস্তদাপ্যানন্দাদিরূপং ব্রহ্মৈব সঃ। যস্মিন্লেব পুরত্রয়ং প্রলয়ে
 স্বসাক্ষাৎকারে চ লয়ং যাতি। এতস্মাদিতি হিরণ্যগর্ভাদীশ্বরং পরমাত্মনঃ।
 ক্ষতিজিজ্ঞাসু উপদিশতি। যদिति। সৰ্বাত্মা সৰ্বেষাং ক্ষেত্রজ্ঞানাং স্বরূপম্।
 বিশ্বস্যায়তনমিতি। রজ্জুসত্তয়া সর্পাদিবদ্যৎসত্তয়া সৰ্বং ভাসত ইত্যর্থঃ।
 জাগ্রদिति। যদ্যৎ প্রকাশতে যৎসত্তয়া ভাসতে ইত্যর্থঃ ॥ ৫০ ॥

আগার সুষুপ্তিকালে সমস্তবিষয় বিলীন হইলে, তমোহভিভূত হইয়া
 সুখী হন। তিনিই জীবরূপে প্রবুদ্ধ হইয়া জন্মান্তরকর্মযোগহেতু
 নিদ্রিত হন, অর্থাৎ নিজকৃত কর্মফল পুনর্ব্বার ভোগ করিতে থাকেন।
 যে পরমাত্মা এইরূপে জীব হইয়া লোকত্রয়ে ও জাগ্রদাদি অবস্থাভ্রয়ে
 ক্রীড়া করেন, সেই হিরণ্যগর্ভ হইতেই এই চরাচর বিচিত্র জগৎ উৎপন্ন
 হইয়াছে। তিনি যখন নিজ মায়াদ্বারা ঈশ্বরভাব ও জীবভাব
 প্রাপ্ত হন, তখনও তাঁহার আনন্দাদিরূপত্বের ক্ষতি হয় না। তিনি
 সদাই আধারভূত, আনন্দময় ও অখণ্ড জ্ঞানস্বরূপ থাকেন। প্রলয়ে
 এই পুরত্রয় তাঁহাতেই লয় পায়। ইহা হইতেই প্রাণ, মন ও ইন্দ্রিয়-
 সকল উৎপন্ন হইয়াছে। ইহা হইতেই বায়ু, তেজ, জল ও বিশ্বধারিণী
 পৃথিবীর উৎপত্তি। তিনিই পরব্রহ্ম এবং তিনিই সৰ্ব্বাত্মা অর্থাৎ
 ক্ষেত্রজ্ঞস্বরূপ। তিনিই বিশ্বের আয়তন। তিনি সূক্ষ্ম হইতেও
 সূক্ষ্মতর, নিত্য ও সত্য। তুমিই সেই তিনি। জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও
 সুষুপ্তি প্রভৃতি প্রপঞ্চ যাহাতে প্রকাশ হয়, সেই ব্রহ্ম আমি, ইহা
 জানিয়া সকল বন্ধন হইতে মুক্ত হওয়া যায় ॥৫০॥

তস্মাদিথমত্র ব্যাখ্যেয়ম্— পরেশস্যৈব সতোহবিদ্যায়ৈব ক্ষেত্রজ্ঞভাবঃ। রজ্জ্বারিব ভুজঙ্গত্বম্ তন্নিবৃত্ত্যর্থমাপ্ততমশ্চ ভগবতোহয়মুপদেশঃ — “ক্ষেত্রজ্ঞাপি মাং বিদ্ধি” ইতি। “রজ্জুরিয়ং ন ভুজঙ্গঃ” ইত্যাণ্ডোপদেশাভুজঙ্গভ্রান্তিরিব ক্ষেত্রজ্ঞভ্রান্তির-স্মাদ্বাক্যান্নিবর্ত্তত ইতি চেন্দ্রান্দমেতৎ, উপদেশোসম্ভবাৎ। তথাহি — অয়মুপদেশো ভগবাৎসত্ত্বজ্ঞো ন বা? আত্মেহদ্বিতীয়জ্ঞানমাত্রং বিজানতশ্চ নার্জ্জুনাদিভেদদৃষ্টিরিতি ন তান্ প্রত্যুপদেশঃ সম্ভবতি; অন্ত্যেহপ্যজ্ঞানাদেব নান্নজ্ঞানোপদেশিত্বম্। নাপি সৰ্ব্বেশ্বরস্যাবিদ্যাস্তি “স এব মায়া” ইতি ক্রতিমাশ্রিত্য শক্যং গদিতুম্—“য সৰ্ব্বজ্ঞঃ সৰ্ব্ববিৎ” “পরাস্য শক্তিঃ” ইত্যাদিশ্রুতেঃ, “বেদাহং সমতীতানি” ইত্যাদি স্মৃতেশ্চ ॥ ৫১ ॥

তস্মাদিতি। অত্র ক্ষেত্রজ্ঞবাক্যে। অবিদ্যয়া ভ্রমায়কেনাজ্ঞানেন। ক্ষেত্র-জ্ঞভাবো জীবত্বম্। স্মৃটার্থমন্যৎ। তথাহীতি। আত্মে তত্ত্বজ্ঞ ইতি পক্ষে। অন্ত্যে তত্ত্বজ্ঞো নেতি পক্ষে। নাপীতি। অবিদ্যা বিমোহিকা মায়া। বেদাহমিত্যাदिशक्त্যাৎ। “বিলজ্জমানয়া যস্য স্বাতুমীক্ষাপথেহমুয়া। বিমোহিতা বিকণ্ঠস্তে মমাহমিতি দুর্ধিয়ঃ” ইতি ব্রহ্মবাক্যং গ্রাহম্। এবঞ্চ বহুশাস্ত্র-বিরোধাত্ স এব মায়াপরিমোহিতায়েত্যাদি চোক্তং দুরোৎসারিতম্। মায়া খলু স্বাশ্রয়ং ন বিমোহয়তি ॥ ৫১ ॥

অতএব এস্থলে এইরূপ ব্যাখ্যা করিতে হইবে—তিনি পরমেশ্বর হইলেও অবিদ্যাহেতু তাঁহার জীবভাব হয়। ঐ ভাব রজ্জুর সর্পভাবের ন্যায়। ঐ ভাবের নিবৃত্তির জন্যই আপ্ততম ভগবানের এই উপদেশ যে, “আমাকে ক্ষেত্রজ্ঞও জানিবে।” কিন্তু “ইহা রজ্জু, সর্প নহে,” এই প্রকার আণ্ডোপদেশ হইতে সর্পভ্রমের ন্যায় ক্ষেত্রজ্ঞভ্রান্তির নিবৃত্তি হইবে, এই যে মত, তাহা ঠিক বলিয়া স্বীকার করা যায় না; কারণ, তাহাতে উপদেশেরই অসম্ভাবনা ঘটে। উপদেশকে অসম্ভব বলিবার হেতু আছে। জিজ্ঞাসা করি, যিনি ঐরূপ উপদেশ করেন, তিনি তত্ত্বজ্ঞ কিনা? তিনি যদি তত্ত্বজ্ঞ হন, তবে অবশ্য অদ্বিতীয় জ্ঞানমাত্রই তিনি অবগত আছেন। যিনি দ্বিতীয়ের জ্ঞানরহিত, তাঁহার অর্জ্জুনাদিভেদদৃষ্টি সম্ভব হয় না, এবং ভেদদৃষ্টিমূলক উপদেশও

অথাধিগতাদ্বৈতস্ত্যাপি ভগবতো বাধিতানুবৃত্তিরূপেয়ং ভেদ-
দৃষ্টিরতো নোপদেশানুপপত্তিরিতি চেন্ন, দৃষ্টান্তবিরোধোঃ মরী-
চিকাবারিবুদ্ধিবীধিতানুবৃত্ত্যাপি ন বার্য্যাহরণাদৌ প্রবর্ত্তন্যেব-
মদ্বৈতজ্ঞানবাধিতা ভেদদৃষ্টিরনুবৃত্ত্যাপি মিথ্যার্থাবধারণান্নাকো-
পদেশাদৌ প্রবর্ত্তনীয়তীতি ॥ ৫২ ॥

কিঞ্চ বাধিতানুবৃত্তিরপি ন শক্যা বক্তুম্—বাধকেন তাদৃশাত্ম-
জ্ঞানেনাত্মৈতরদ্বৈতজ্ঞানহেতোরজ্ঞানাদেব্বিনষ্টত্বাৎ । দ্বিচ্ছন্দ-
জ্ঞানাদৌ তু চৈন্দ্রেকত্বজ্ঞানেন সত্যতমিশ্রাদিদোষস্ত দ্বিচ্ছন্দজ্ঞান-

মরুমরীচিকাদৃষ্টান্তেন সাধিতামুপদেশোপপত্তিং দুষয়তাখ্যাতীতি । দৃষ্টান্তেতি
বিষমদৃষ্টান্তত্বাদিত্যর্থঃ । যুগতুষণ মরীচিকেতামরঃ ॥ ৫২ ॥

হেতুভাবাবাধিতানুবৃত্তির্ন্যূনে ন সম্ভবতীতাহ কিঞ্চেতাদিনা । তাদৃশেতি
কেবলাদ্বৈতবিষয়কেনেত্যর্থঃ । এবং চেত্তর্হি স এব মায়েত্যাদিবাক্যার্থঃ
কথং সঙ্গচ্ছতে তত্রাহ তস্মাদিতি । জীবন্ত ঈশ্বরায়ত্ত্ববৃত্তিকত্বাদিতত্ত্বভেদ

সম্ভব হয় না । দ্বিতীয়পক্ষে অজ্ঞহেতু তাঁহার আত্মজ্ঞানোপদেষ্টৃত্ব
অসম্ভব । বিশেষতঃ সর্ব্বেশ্বরে অবিদ্যার যোগ নাই । “স এব
মায়াপরিমোহিতাত্মা” এই শ্রুতিকে অবলম্বন করিয়া তাঁহাকে
কখনই অবিদ্যযুক্তা বলা উচিত হয় না । কারণ, “যিনি সর্ব্বজ্ঞ,
সর্ব্ববিৎ” প্রভৃতি শ্রুতিতেই তাঁহার অবিদ্যাযোগ প্রভৃতি নিষেধ
করিতেছেন । “বেদাহং সনতীতানি” প্রভৃতি স্মৃতিতেও ঐরূপই
বলেন ॥ ৫১ ॥

আবার যদি বল, অদ্বৈতজ্ঞানবান্ শ্রীভগবানের উপদেশরূপে যে
ভেদদৃষ্টি; তাহা বাধিতই আছে, তবে উপদেশের সময় উহার
অনুবৃত্তি হয়, অর্থাৎ উহার উপস্থিতি হয়, অতএব উপদেশ অসম্ভব
হইতেছে না, এরূপ বলাও সঙ্গত হয় না; কারণ, বাধিতানুবৃত্তির
যে দৃষ্টান্ত, তাহার বিরোধ হয় । মরীচিকাতে জলবুদ্ধি বাধিত হইয়া
পরে অনুবৃত্ত হইলেও কোন লোকই মরীচিকাতে জল আনয়নের
জন্য কাহাকেও প্রেরণ করেন না । এইরূপ অদ্বৈতজ্ঞানদ্বারা বাধিত
ভেদদৃষ্টি অনুবৃত্ত হইলেও ঐ দৃষ্টির মিথ্যার্থজ্ঞানহেতু অদ্বৈতজ্ঞানী
অন্যকে অন্ধ উপদেশাদিতে প্রবৃত্ত করেন না ॥ ৫২ ॥

হেতোরবিনাশাৎ সা যুক্তা। ইহ দ্বিতীয়জ্ঞানেন দ্বৈতশ্চ তজ্-
জ্ঞানশ্চ বিনাশশ্চ চ বিনাশাৎ কথঞ্চিদপি সা ন সম্ভবেদিতি
তুচ্ছমেতৎ। তস্মাত্তদায়ত্ত্ববৃত্তিকহাদিভিরীশ্বরভেদো জীবশ্চ-
হোপচর্য্যতে। অতএব জগজ্জন্মাদিকর্তৃপরেশগাঢ়সখ্যাবেশাদশ্চ
জীবশ্চ বিমুক্তিরিতি, তত্রৈবোচ্যতে “যৎ পরং ব্রহ্ম” ইত্যা-
দিনা” ॥ ৫৩ ॥

যত্ত্ব শূদ্রে চৈতন্যেহবিজ্ঞানকল্পিতং বিশ্বং বিজ্ঞান্য নাশ্চমিত্যে-
তচ্চৈতেন নিরন্তং,— কল্পকানিরূপণাচ্চ ; ন চাস্য ব্রহ্ম কল্পকং,
বৈশিষ্ট্যাপত্তেঃ ; নাপি জীবঃ, কল্পনাৎ প্রাক্ তত্ত্ববাসিন্দেঃ ;
ন চাবিজ্ঞা জাড্যাৎ ॥ ৫৪ ॥

ইহ গীতাবাক্যে কৈবল্যোপনিষদি চোপচর্য্যত ইত্যেবার্থঃ। অতএবেতি।
ওপচারিকাদভেদানুখ্যাত্তদাভাবাদিত্যর্থঃ। অস্ম জীবস্য ঈশ্বরমায়াবিমোহিত-
স্য সখ্যলক্ষণাৎ তদ্ভজনাদেব মুক্তিস্তত্রৈবোচ্যতে যদিতি। গাঢ়সখ্যে
সতি ত্বমহমহং ত্বমিতি ভাবঃ স্পষ্টঃ ॥ ৫৩ ॥

কেবলাদ্বৈতিনাভিমতং স এবৈত্যাদিবাক্যার্থং নিরাকর্তুমাহ যদ্বিতি।
অদ্বিতীয়ে চৈতন্যে তত্ত্বজ্ঞানাদ্রাজপুত্রধীবরন্যায়েন তত্র জীবত্বাদি কল্পাতে

বিশেষতঃ বাধিতানুবৃত্তিই বলা যায় না। কারণ, বাধক যে
তাদৃশ কেবলাদ্বৈতবিষয়ক আত্মজ্ঞান তদ্বারা আত্মতর দ্বৈতজ্ঞানের
হেতু যে অজ্ঞানাদি উহাদের বিনাশ হইয়া থাকে। দ্বিচন্দ্রজ্ঞানাদিস্থলে
চন্দ্রেকত্বজ্ঞানাদিদ্বারা দ্বিচন্দ্রাদিজ্ঞানের হেতু যে সত্য অন্ধকারাদি-
দোষ তাহার অবিনাশহেতু বাধিতানুবৃত্তি যুক্ত হয়। এখানে কিন্তু
তাহা হইতে পারে না। কারণ, এস্থলে অদ্বৈতজ্ঞানদ্বারা দ্বৈত যে
বাধিতজ্ঞান তাহার এবং তদ্বিনাশের বিনাশহেতু কোনরূপেই উহা
সম্ভব হয় না। অতএব ঐ মত তুচ্ছ। সুতরাং তদায়ত্ত্ববৃত্তি-
কহাদি দ্বারা জীবের ঈশ্বর হইতে ভেদের অভাব উপচরিত হইতেছে
বুঝিতে হইবে। অতএব জগতের জন্মাদিকর্তা যে পরমেশ্বর, তাহার
সহিত প্রগাঢ় সখ্য হইতেই জীবের মুক্তি স্বীকার করিতে হইবে।
ঐ স্থলেই “যৎ পরং ব্রহ্ম” ইত্যাদি বাক্যদ্বারা ঐ কথা
বলিয়াছেন ॥ ৫৩ ॥

কিঞ্চ, নেয়ং সত্যং বক্তুং শক্যা, অনিবৃতিপ্রসঙ্গাৎ ভেদো-
পপত্তেষ্চ ; নাপ্যসত্যা, প্রতীতিবিরোধাৎ ; ন চ সদসদ্বিলক্ষণদ্বা-
দিষ্টেসিদ্ধিঃ, তাদৃশি প্রমাণাভাবাৎ ; ন চ “ন সদাসীৎ” ইত্যাদি-
শ্রুতিরত্র প্রমাণং সদসচ্ছন্দবাচ্যে চিদচিৎস্বপ্নী তয়োঃ প্রলয়ে
পৃথগবস্তুতির্ন সাদচিৎসমষ্টৌ তমঃশব্দবাচ্যায়াম্ ভদানীং বিলীন-
ত্বাদিত্যর্থার্থাভিধানাৎ । তমঃশব্দিতা ত্বচিৎসমষ্টিরিতি স্ববালোপ-
নিষদি দৃষ্টেং - “ভূতাদিশ্রুতি বিলী য়তে ব্যক্তমক্ষরে বিলী য়তে-

জ্ঞাতে তু তত্ত্বে তজ্জ্ঞানং নশ্রুতি ইত্যোতচ্চেতেন পরমাত্মনো মায়ামোহ-
কৃতজীবত্বনিরাকরণেন নিরস্তম্ । ন চাস্মেতি । বৈশিষ্ট্যাপত্তেঃ স্বকর্মকত্ব-
প্রসঙ্গাৎ । কল্পনাং প্রাপ্তিঃ । বিশ্বকল্পকত্বে সতি তৎ পূর্বং জীবো বাচ্যঃ ।
ন চ কল্পনাং পূর্বং সোহস্তীত্যাত্মশ্রয়তাপত্তিঃ । ন চাবিচ্ছেতি । সমনাসে-
তনঃ কল্পকো দৃষ্টেঃ শুভিরজতাদৌ । ন চাবিচ্ছাচেতনত্বাৎ ॥ ৫৪ ॥

অথ পরাভিমতামবিছাৎ নিরাকর্তুমাহ কিঞ্চৈত্যাदिना । অবিছা চেৎ
সত্যা তচ্চি তস্যা নিবৃতি ন স্যাদ্ভেদাগমশ্চ । অসত্যা চেৎ অজ্ঞোহহমিতি
প্রতীতি ন স্যাৎ । নব্বয়াঃ সত্যত্বাসত্যত্বে বিচার্যো ন কিস্ত কল্পকত্ব-
মুচ্যতে । তত্ত্বং চানির্বাচ্যত্বাৎ সেৎসত্যীতি চেত্তত্রাহ ন চ সদসদिति ।
তাদৃশীতি সদসদ্বিলক্ষণায়ামবিছায়ামিত্যর্থঃ । ন চ সদসদिति । ঘটাদিঃ সন্
খপুষ্পাদিরসন্ ঘটাদিরেব দেশকালব্যবস্থয়া সদসচ্ছেতি ত্রিবিধা বুদ্ধিবিভ্রাম-
ভ্রাদেতি নাতোহন্যা বিধান্তি যা এষা শ্রুতিপ্রামাণ্যমাসীদেবেতি পুরাপো-
তদর্শিতং স্মর্তব্যম্ । স্বমতে শ্রুতেরর্থমাহ সদসদिति । উক্তেহর্থো হেতুত্বেন
শ্রুত্যাদিবাক্যমাহ ভূতাদিরিতি । ভূতাদিস্তামসাহঙ্কারঃ । নাহ ইতি

কেহ কেহ বলেন, “এই বিশ্ব অবিছাদ্বারা কল্পিত ; ব্রহ্ম শুদ্ধ
চৈতন্যস্বরূপ । বিছাদ্বারা ঐ অবিছার ও অবিছারচিত বিশ্বের নাশ
হয়” । উক্ত মতও এতদ্বারাই নিরস্ত হইল । কারণ অবিছাদ্বারা
কল্পিত বিশ্বের কল্পনার কর্তা নির্ধারণ করা যায় না । ব্রহ্মকে ঐ
কল্পনার কর্তা বলিলে, তাঁহাতে বৈশিষ্ট্যাপত্তি ঘটে । জীবকেও
কল্পক বলা যায় না, যেহেতু কল্পনার পূর্বে জীবের অস্তিত্বই দেখা
যায় না । অবিছাকেও উহার কর্তা বলা যায় না ; কারণ অবিছা
জড়বস্তু ॥ ৫৪ ॥

হক্ষরং তমসি বিলীয়তে তম একীভবতি পরস্মিন্ পরস্মান্ন
সদসৎ” ইতি; স্মৃতিশ্চ “নাহো ন রাত্রির্ন তমো ন ভূমির্নাসীত্ত-
মোজ্যোতিরভুচ্চ নাগ্৭। শ্রোত্রাদিবুদ্ধ্যানুপলভ্যমেকং প্রাধা-
নিকং ব্রহ্ম পুমাংস্তদাসীৎ”। ইত্যত্র প্রকৃতিব্রহ্মজীবাঃ প্রলয়ে
তিষ্ঠন্তীতি বিস্ফুটম্ ॥ ৫৫ ॥

নব্বেতস্মাস্তমঃ শক্তিচিৎসমষ্টেঃ সূক্ষ্মায়াঃ “মায়াস্ত প্রকৃতিং
বিজ্ঞাৎ” ইতি মায়াশব্দেনোক্তেরনির্ব্যাচ্যত্বং? মৈবৎ; তস্মা

শ্রীবৈষ্ণবে। তদা প্রলয়েহহো রাত্রিশ্চ নাসীৎ সূর্যাদেরভাবাৎ তমশ্চ
নাসীদ্রাত্রেরভাবাৎ জ্যোতিশ্চ নাসীৎ অহোহভাবাৎ। অন্যচ্চ নভোভূমা-
দিকং নাসীৎ। তর্হি কিমাসীত্তত্রাহ। শ্রোত্রাদিবুদ্ধ্যা শব্দাদিজন্যজ্ঞানে-
নানুপলভাৎ প্রাধানিকং প্রধানং স্বার্থে ঠক্ ব্রহ্ম পরেশঃ পুমান্ জীবশ্চেতি
ত্রয়মাসীদিত্যর্থঃ ॥ ৫৫ ॥

আরও উক্ত অবিজ্ঞাকে সত্য বলিলে, সত্যবস্তুর অনিবৃদ্ধিহেতু
মোক্ষাভাবপ্রসঙ্গ এবং অদ্বৈতবাদের ভঙ্গ; আর অসত্য বলিলে,
“আমি অজ্ঞ” ইত্যাদি প্রতীতির বিরোধ ঘটে। এই নিমিত্ত সত্যও
অসত্য হইতে বিলক্ষণ বলিয়াও ইষ্টসিদ্ধি করা যায় না; কারণ
সদসদ্বিলক্ষণ বস্তুর অস্তিত্বে প্রমাণ নাই। সদসদ্ব্যচক শ্রুতিসকলকেও
উহার প্রমাণ বলা যায় না; কারণ সদসৎ বলিতে চিৎ ও অচিতের
ব্যাপ্তিকে বুঝায়। সৎ ও অসতের প্রলয়ে পৃথক্ অবস্থিতি নাই।
প্রলয়ে উহার। তমঃশব্দবাচ্য অচিৎসমষ্টিতে বিলীন হইয়া যায়।
অতএব সদসৎ শব্দের অর্থ তমঃশব্দিত অচিৎসমষ্টিই হইতেছে।
সুগোলোপনিষদে দেখা যায়—“ভূতাদি মহত্ত্বেন বিলীন হয়। মহত্ত্ব
অব্যক্তে লয় পায়। অব্যক্ত অক্ষরে লয় হয়। অক্ষর তমে লীন
হয়। তমঃ পরব্রহ্মে একীভূত হয়। পরব্রহ্ম হইতে অতিরিক্ত সৎ
ও অসৎ কিছুই থাকে না”। স্মৃতিতেও উক্ত হয়—“দিন রাত্রি, তমঃ,
ভূমি, অন্ধকার বা আলোক অথবা অণু কিছুই ছিল না। শব্দাদি
জ্ঞান-দ্বারা অনুপলভ্য একমাত্র ব্রহ্ম, প্রকৃতি ও জীব তৎকালে
ছিলেন” এইস্থলে প্রলয়ে প্রকৃতি, জীব ও ব্রহ্মের স্থিতি পরিষ্কার-
ভাবেই উক্ত আছে ॥৫৫॥

সদসদ্বিলক্ষণার্থত্বাদর্শনাৎ । ন চ তাদৃশঃ কাপর্যোহস্তি যদ্বাচিনা
 তেন ভাব্যঃ; নাপি সর্বত্র তস্য দত্তবাচকতয়া নানার্থত্বাৎ ।
 তথাহি পঠন্তি—“মায়াদন্তে রূপায়াঞ্চ” ইতি, “মায়্য স্মাচ্ছান্দ্রী-
 বুদ্ধোঃ” ইতি “মায়্য বয়ুনং জ্ঞানম্” ইতি চ । তদ্ব্যভাস্য মিথ্যাভে
 বেদাপ্রামাণ্যাস্তিকতাপত্তিরিতি বক্ষ্যামঃ । তস্মান্মায়্যশব্দেনাত্র
 বিচিত্রস্বর্গকরী পারমেশ্বরী শক্তিরুচ্যতে । সা তু সত্যৈব তস্য-
 স্তথাভূতত্বং ত্রুততিদর্শয়তি— “অস্মান্মায়ী স্বজতে বিশ্বমেতৎ”
 ইতি ॥ ৫৬ ॥

ননু মায়্যশব্দাদিনির্ব্বাচ্যত্বমবিদ্যায়া বিবক্ষিতং সেৎস্যাতীতি চেন্নৈবং ছুরাশা
 কার্যোতিভাবেনাহ ননৃত্যাদিনা । মায়্যশব্দেনোক্তেরিতি কিং স্বপ্ন এত-
 ত্ত্বং দেবমায়েতি ব্রহ্মেশ্বরীকর্ত্ত্বকে বিশ্বরূপদর্শনে মায়্যশব্দেন তদৃষ্টস্যা-
 নির্ব্বাচ্যত্বপ্রত্যয়াদিতি ভাবঃ । তস্মেতি মায়্যশব্দস্য । ন চেতি । তাদৃশো
 যুগ্মবিবক্ষিতঃ সদসদ্বিলক্ষণার্থঃ ন কাপি লোকেহস্তি যদ্বাচিনা তেন
 মায়্যশব্দেন ভাব্যম্ । ননু মায়্যশব্দস্য ছদ্মবাচিত্বাত্তদর্থপ্রত্যয়াদিতি ভাবস্যা-
 নির্ব্বাচ্যত্বং সেৎস্যাতীতি চেত্তত্রাহ নাপীতি । সর্বত্র শাস্ত্রে । তস্য মায়্য-
 শব্দস্য । নানার্থত্বাৎ দত্তরূপাবুদ্ধিজ্ঞানরূপার্থত্বাৎ । মায়েতি বিশ্বঃ, মায়্য-
 স্যাদিতি ত্রিকাণ্ডশেষঃ, মায়েতি নির্ঘট্টঃ । তথাচ কচিদনৃতার্থস্থলেহস্ত
 নাম তস্য ছদ্মবাচিত্বং ন তু মায়্যং ত্রিত্যাদৌ তাত্ত্বিকস্থলে ইতি ভাবঃ ।
 ননু ছদ্মবাচিত্বায়াশ্চ সত্ত্বাৎ মায়্যং ত্রিত্যাদাবপি তেন ছদ্মবাচিনা ভবিতব্য-
 মिति চেত্তত্রাহ তদ্ব্যভাস্যেতি । বৈদিকমায়্যশব্দস্যার্থস্যেত্যর্থঃ । স্বমতে
 তদর্থমাহ তস্মাদিত্যাদিনা । বিচিত্রস্বর্গকরী আশ্চর্য্যাবুদ্ধিহেতুকসৃষ্টিকরী ।
 তদ্ব্যভাস্যত্বাৎ মায়্যোপমত্বমুক্তং শ্রীদশমে তাং দেবমায়ামিব মোহিনী-
 মिति । হরিবংশে চ রত্যাং তত্ত্বম্ । নান্না মায়্যবতী নাম মায়েব সুর-
 দর্শনেতি । সা তু সত্যৈবেতি । অজামব্রাদিতিস্তৎসত্যতা বোধ্যা । তথা-
 ভূতত্বং বিচিত্রস্বর্গকরীত্বম্ । অস্মাদিতি প্রধানাদ্বৈতোঃ ॥ ৫৬ ॥

তমঃশব্দবাচ্যা অচিৎসমষ্টি অতি সূক্ষ্মা । ঐ সূক্ষ্মা-শক্তিকে শাস্ত্রে
 প্রকৃতি ও মায়্য-শব্দে নির্দেশ করিয়াছেন । মায়্য অনির্ব্বাচ্যা ।
 অতএব ঐ শক্তি অনির্ব্বাচ্যাই হইতেছেন । এই প্রকার পূর্ব্বপক্ষ
 দোষাবহ হইতেছে । কারণ, ঐ অনির্ব্বাচ্যত্বের অর্থ সদসদ্বিলক্ষণ
 নহে । সদসদ্বিলক্ষণ এমন কোন অর্থেই দেখা যায় না, যে অর্থে

যত্নুক্তমিমাংসং পুনর্রজ্ঞানৈক্যজ্ঞানান্নিবর্ততে ইতি, তন্মন্দম্।
কীদৃশং খলু জ্ঞানং নিবর্তকম্? ন কেবলং চৈতন্যং? তস্মৈ নিত্য-
ত্বেনাবিছায়া নিত্যনিবৃত্তিপ্রসঙ্গাৎ। ততশ্চ তন্মূলকসংসারো-
পলস্তানুপপত্তেঃ সৰ্ব্বশাস্ত্রানারম্ভপ্রসঙ্গোহনুভববিরোধশ্চ। নাপি
বৃত্তিরূপং, তস্মৈ সত্যত্বে দ্বৈতাপত্তিঃ, মিথ্যাভ্বে কথমজ্ঞানন্ত-
বর্তকতা। সত্যস্মৈ হি রজ্জ্বাদিজ্ঞানস্মৈ ভুজঙ্গাদিভ্রমোপাদানাজ্ঞান-
নিবর্তকত্বমুপলব্ধম্। ন চ নিরিন্দ্রনবহিঃসং তস্মৈ স্বরূপবাধকারণত্ব-
মিতি বাচ্যং,— কারণতানিৰ্বাহিকালসত্ত্বেনাদ্বৈতহানাৎ ॥ ৫৭ ॥

ব্রহ্মান্নৈকাবিজ্ঞানাদবিছা। বিনিবর্ততে ন তু ব্রহ্মপ্রপত্তেরিতি যত্নুক্তং
তন্নিরাকৰ্ত্তুমাংসং যত্নিত্বিতি। জ্ঞানং পৃচ্ছতি কীদৃশমিতি। কেবলং নির্বিশেষম্।
তন্মূলকঃ অবিছায়েতুকঃ। অনুভবেতি। জীবোহহমজ্ঞোহহং দৈবাধীনোহহ-
মিতি সৰ্বেষামনুভবঃ স ন স্যাদিত্যর্থঃ। নাপীতি। বৃত্তিরূপং ব্রহ্মাকারান্তঃ-
করণবৃত্তিজন্যমিত্যর্থঃ। নিবর্তকস্য জ্ঞানস্য মিথ্যাত্বং নেত্যাং সত্যস্যেতি।
রজ্জ্বজ্ঞানস্য মিথ্যাভ্বে ভুজঙ্গভ্রমস্তসাং সৰ্বদৈব স্যাদিত্যর্থঃ। বৃত্তিজ্ঞানস্য
মিথ্যাত্বায় পূৰ্ব্বপক্ষে দৃষ্টান্তদ্বয়ম্। ন চ নিরিন্দ্রনেতি। বহিঃসং কাঠং
দৃষ্ট্বা স্বয়ং বিনশতি তথা বৃত্তিজ্ঞানং প্রপঞ্চভ্রমং নিবর্ত্য স্বয়মেব বিনশা-
তীত্যর্থঃ। এতন্নিরস্যতি কারণতেতি। বৃত্তিজ্ঞানং তদ্ভ্রমনিরতিকারণম্।
তল্লক্ষণঞ্চ নিয়তপূৰ্ব্ববৃত্তিভ্রমম্। ততশ্চ কারণতানিৰ্বাহিকালস্থিতাদ্বৈতাসিদ্ধিঃ
কালমপি প্রপঞ্চান্তঃপাতিত্বান্নিবর্তয়তীতি চেৎ কারণত্বং তস্য ন নির্বাহেৎ।
কালান্তরস্বীকারে স্বনবস্থা স্যাৎ। কিঞ্চ নিরিন্দ্রনস্য বহুর্মহাতেজসি

মায়া শব্দের প্রয়োগ বলা যাইবে। মায়া শব্দের সূক্ষ্ম অর্থ অনিৰ্বাচ্য-
তাও বলিতে পারা যায় না; যেহেতু মায়া শব্দ যে সৰ্বত্রই
তদর্থবাচক তাহা নহে। মায়া শব্দ দস্তাদি নানা অর্থের বাচক। মায়া
শব্দের অর্থ দস্ত, কুপা ও শাস্ত্রবুদ্ধি এবং জ্ঞান, অভিধানে পাওয়া
যায়। অতএব তদ্ব্যচ্য মায়াশব্দ, বাচ্য বস্তুমাত্রই মিথ্যা হইলে,
বেদের অপ্রামাণ্যহেতু নাস্তিকতাপত্তি বলা যায়। অতএব এস্থলে
মায়া শব্দে বিচিত্রসৃষ্টিকরী পরমেশ্বরী শক্তি উক্ত হইতেছে। ঐ
শক্তি সত্য। ঐ সত্যভূত মায়াশক্তির সৃষ্টিকরীত্ব শ্রুতিতেই দৃষ্ট হয়;
যথা, “মায়ী পরমেশ্বর এই বিশ্বের সৃষ্টি করিয়া থাকেন” ॥৫৬॥

এবঞ্চ স্বাপ্নিকস্ত্রীসঙ্গাদিব সত্যস্য সত্যসুখাদিজনকত্বদর্শনা-
দসত্যেনৈব শাস্ত্রাদিনা সত্যমোক্ষসিদ্ধিরিত্যপি নিরস্তুং,— তত্র
সত্যস্যৈব জ্ঞানস্য তত্তজ্জনকত্বাৎ। ইতরথা মরীচিকাজলাদি-
ভির্হিরিগতৃষ্ণাদিনাশাপত্তিঃ। ননু রেখারোপিতবর্ণোহর্থস্য
শঙ্কাবিষয়ং মরণস্য সাধনং দৃষ্টমিতি চেন্ন,— পদস্যার্থে ইব
রেখায়া বর্ণে সঙ্কেতিতত্বেন রেখারোপিতবর্ণস্য সত্যস্যৈবার্থবোধ-
কত্বাৎ, শঙ্কাবিষয়েহপি শঙ্কানিমিত্তভীজগৃহাতুব্যাকুলত্বস্য সত্য-
মরণহেতুত্বাৎ ॥ ৫৮ ॥

সত্ত্বাদিদ্ধনভস্মানুবিদ্যমানত্বাৎ ব্রহ্মপ্রতিপত্ত্যা তু মায়ানিবৃত্তিকৃত্তা। “মামেব যে
প্রপত্তন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে” ইতি শ্রীভগবতা ॥ ৫৭ ॥

এবঞ্চৈতি। মৃষাভূতস্যার্থস্য সত্যকার্যজনকত্বে নিরস্তুে সতীত্যর্থঃ। জ্ঞানস্য
স্ত্রীসঙ্গশিরশ্ছেদাদনুভবস্য ইত্যর্থঃ। ইতরথৈতি। মিথ্যাভূতস্যার্থস্য সত্যার্থ-
জনকত্বে সতি। নস্বিত্যাদিকমগূঢ়ার্থম্ ॥ ৫৮ ॥

এই অবিদ্যার ব্রহ্মাত্মৈক্যজ্ঞানে নিবৃত্তি হয়, এইরূপ যাহা বলা
হইয়াছে, তাহাও সঙ্গত হইতেছে না। কিরূপ জ্ঞানকে ঐ অবিদ্যার
নিবর্তক বলা হইবে? কেবল নির্বিবশেষ চৈতন্যের নিত্যত্বহেতু ব্রহ্মে
অবিদ্যা নিবৃত্তির নিত্যত্বপ্রসঙ্গ হয়। অবিদ্যানিবৃত্তি নিত্য হইলে,
আর তাঁহাতে অবিদ্যামূলক সংসার উপলব্ধ হইতে পারে না। অতএব
তদাপত্তিতে সর্বশাস্ত্রারম্ভ ব্যর্থ এবং সংসারানুভব বিরুদ্ধ হইয়া পড়ে।
অজ্ঞাননিবর্তক জ্ঞানকে ব্রহ্মাকার অন্তঃকরণের বৃত্তি হইতে উৎপন্ন
বলা যায় না; কারণ, অজ্ঞাননাশক বৃত্তিজন্ম জ্ঞানের সত্যত্বে
দ্বৈতাপত্তি এবং মিথ্যাত্বে অজ্ঞানের নিবর্তকতা ঘটে। সত্য যে
রজ্জ্বাদিজ্ঞান তাহারই সর্পাদিভ্রমের উপাদানস্বরূপ অজ্ঞানের নিবর্ত-
কতা দেখা যায়। এই নিমিত্ত ইন্ধনরহিত বহির্গতায় ঐ জ্ঞানকে
স্বরূপবাদের কারণও বলা যায় না, অর্থাৎ কাষ্ঠকে দগ্ধ করিয়া কাষ্ঠ-
রহিত অগ্নি যেমন আপনিও বিনাশ প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ অজ্ঞাননাশক
জ্ঞান অজ্ঞানকে নাশ করিয়া আপনিও নিবৃত্ত হয়, এরূপ বলা যায় না।
কারণ, কারণতার নির্বাহক যে কাল, তৎকালে ঐ কালের স্থিতিহেতু
অদ্বৈতের হানি হইতেছে। দৃষ্টান্তেও ঐরূপই বুঝিতে হইবে ॥ ৫৭ ॥

যত্ন সত্যমিত্যাদিস্থ বাক্যেযু প্রবৃত্তিনিমিত্তানি লক্ষণাঞ্চ
বিনা শুদ্ধচিদ্রক্ষ প্রতীয়তে শব্দশক্তেরবিচিন্ত্যত্বাদতদ্যাবৃত্ত্যে-
বেতি যতঃ, তদতীব্রমন্দঃ,— ভাষ্যকারাদিভিরেবমস্বীকারাৎ ॥৫৯॥

জাত্যাতিদ্বীকারে ব্রক্ষণঃ সগুণতা লক্ষণাস্বীকারে শব্দান্তরে বাচ্যতা
স্ম্যন্ততো নিগুণত্বাবাচ্যত্ববাক্যয়োর্ব্যাকোপাপত্তিরতঃ শব্দশক্তেরবিচিন্ত্যতাং
গৌরগোভিন্না ইত্যেবমতদ্যাবৃত্তিং বা শব্দার্থমাস্থিত্য নিগুণং সত্যাদিস্বরূপং
ব্রক্ষ প্রত্যোতবামিতি কেবলচিদদ্বৈতিনঃ প্রাহস্তম্নিরস্যাতি যত্ত্বিত্যাদিনা ভাষ্যেতি ।
ভাষ্যকারো নাগরাজঃ । স হি জাতি গুণক্রিয়াসংস্কারূপাণি চত্বারি শব্দানাং
প্রবৃত্তিনিমিত্তানি মন্যতে । এবং ভরতোহপ্যাচার্য্যঃ স্বীকরোতি । জাতিশক্তিঃ
মীমাংসকা বৈশেষিকা নৈয়ায়িকাশ্চ মন্যন্তে । যৎ সর্বোপজীব্যান্যদেষাং
পদ্ধতিরিত্যেবং স্থিতে কেয়ং নবীনা ব্যুৎপত্তিরচিন্ত্যা শব্দশক্তিরিতি । অত-
দ্যাবৃত্তিঞ্চ নাস্তিকা উরীচক্রুস্তামাশ্রয়ন্তো নাস্তিকান্তঃপাতিনো বিদিতাঃ ॥ ৫৯ ॥

এইরূপ, স্বাপ্নিক অসত্য স্ত্রীসঙ্গাদি যেমন সত্য সুখের জনক,
তদ্রূপ অসত্যশাস্ত্রাদি সত্য মোক্ষের জনক, এই যে মত, তাহাও নিরস্ত
হইতেছে । কারণ, মিথ্যাভূত অর্থ কখনই সত্যভূত অর্থের জনক
হইতে পারে না । স্বাপ্নিক স্ত্রীসঙ্গকালেও জাগ্রৎস্ত্রীসঙ্গাভূতবরূপ সত্য
জ্ঞানই সত্য-স্ত্রীসঙ্গসুখের জনক হয় । অনুথা মরীচিকার জলাদি
হইতে হরিণতৃষ্ণাদির নিবৃত্তি হইতে পারিত । সত্য বটে, রেখা-
রোপিত বর্ণ অর্থের এবং শঙ্কাবিষ মরণের কারণ হয়, কিন্তু সেখানেও
অসত্যের সত্যার্থজনকতা নহে । পদ যেমন অর্থে সঙ্কেতিত হয়,
তদ্রূপ রেখাও বর্ণে সঙ্কেতিত হয় । ঐ রেখাদ্বারা সঙ্কেতিত বর্ণই
পরে সত্য অর্থ বোধ করায় । এইরূপ শঙ্কাবিষও শঙ্কানিমিত্ত ভয়
উৎপাদন করে । পরে তজ্জন্ম ধাতুর ব্যাকুলতাই সত্য মরণের
হেতু হয় ॥৫৮॥

“সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রক্ষ” ইত্যাদি বাক্যে প্রবৃত্তির নিমিত্ত জাত্যাতি
এবং লক্ষণাব্যতিরেকে শব্দশক্তির অচিন্ত্যত্বহেতু তন্ন তন্ন রূপ
অতদ্যাবৃত্তিদ্বারা অগোভিন্না গোর প্রতীতির ন্যায় শুদ্ধ চিৎস্বরূপ
ব্রক্ষের প্রতীতি হয়, এই যে মত, তাহা অতিমন্দ ; কারণ নাগরাজ
প্রভৃতি ভাষ্যকারগণ উহা স্বীকার করেন না ॥৫৯॥

প্রমাণাবৃত্তেশ্চ নির্বিশেষঃ তন্ন শ্রদ্ধেয়ম্, তথাহি—ন তাবৎ
প্রত্যক্ষং তত্রপ্রমাণং, রূপাদ্যভাবাৎ, ন চোপমানং, তৎ
সাদৃশ্যাভাবাৎ; নাপি শব্দঃ প্রবৃত্তিনিমিত্তাভাবাৎ; ন চ লক্ষণা,
সর্বশব্দাবাচ্যত্বাদিত্যুক্তং প্রাক্; ন ত্বর্থাপত্তিঃ, তদ্বিনানুপপত্ত্য-
মানাভাবাৎ; ন চানুপলব্ধিভাবরূপত্বেন তদগোচরত্বাদিতি ॥৬০॥

প্রমাণাধীনা খলু প্রমেয়সিদ্ধিঃ। প্রমাণাভাবান্নিগুণং ব্রহ্ম প্রমাতুমশক্য-
মিত্যাহ প্রমাণবৃত্তেরিতি। অর্থসম্বন্ধিষ্ঠং চক্ষুরাদৌন্দ্রিয়ং ‘প্রত্যক্ষং’ রূপাদি-
মদ্বস্তগ্রাহি তচ্চ নির্বিশেষে ব্রহ্মণি ন প্রমাণং রূপাদিবিরহাৎ। অনু-
মিতিকরণমনুমানম্। পৰ্বতো বহিমান্ ধূমাদিত্যাদৌ বহ্যাদিজ্ঞান-
মনুমিতিঃ। তৎকরণং ধূমাদিজ্ঞানম্। অত্র যথা বহির্ব্যাপ্যো ধূমোবহ্নে-
লিঙ্গং ন তথা ব্রহ্মব্যাপ্যং লিঙ্গমস্তি তস্যা বিশেষাৎ। যত্র ধূমস্তত্র বহ্নিরিতি
হেতুসাধ্যোঃ সাহচর্যানিয়মো ব্যাপ্তিস্ততো নানুমানং তত্র প্রমাণম্।
উপমিতিকরণমুপমানম্। গোসদৃশঃ গবয় ইতি বাক্যে গবয়শব্দগবয়-
পিণ্ডয়োঃ সংজ্ঞাসংজ্ঞিসম্বন্ধজ্ঞানমুপমিতিঃ। অতিদেশবাক্যাস্মৃতিসহকৃতসাদৃশ্য-
বিশিষ্টপিণ্ডজ্ঞানমুপমানং তৎকরণত্বাৎ। অত্র যথা গবয়ে গোসাদৃশ্যজ্ঞানং
ব্রহ্মণি গ্রাহকং ন শক্যং ত্বয়া বক্তুমন্যস্যাভাবাদিতি নোপমানং তৎ প্রমাণম্।
নাপি শব্দ ইত্যাদি বাখ্যাতার্থম্। অন্যথানুপপত্ত্যা হর্থাপত্তিঃ প্রসূয়তে
পীনো দেবদত্তো দিবা ন ভুঙ্ক্তে ইত্যত্র দিবাভুজ্ঞানে রাত্রিভোজনং
বিনা পীনত্বস্যানুপপত্তিস্তস্য রাত্রিভোজনে প্রমাণং স্যাৎ এবং ব্রহ্ম বিনা
কস্যার্থস্যানুপপত্তিব্রহ্মণি প্রমাণং স্যাদিতি ব্রহ্মান্যস্যাভাবান্নার্থাপত্তিস্তত্র
প্রমাণম্। জগদন্তীতি তে দৃষ্টং ন সমাগতম্। নাস্তীহ ঘট ইতি ঘটোপল-
ক্কেরভাবো ঘটাবে প্রমাণম্। ব্রহ্মণস্ত ভাবরূপত্বেন নাত্রাভাবঃ প্রমাণ-
মিতি ॥ ৬০ ॥

আবার প্রমাণাভাবহেতু নির্বিশেষ ব্রহ্মে প্রত্যক্ষ প্রমাণ যাইতে
পারে না; কারণ প্রত্যক্ষ প্রমাণ যে-ইন্দ্রিয়সকল তাহারা রূপাদি-
রহিত ব্রহ্মকে গ্রহণ করিতে পারে না। ব্যাপ্যলিঙ্গের অভাবহেতু
অনুমানও ব্রহ্মের প্রমাণ হইতে পারে না। প্রবৃত্তির নিমিত্ত
জাত্যাদির অভাবহেতু শব্দও ব্রহ্মের প্রমাণ হয় না। আবার যাহা
সকল শব্দের অবাচ্য, তাহাতে শব্দের শক্তি যে-লক্ষণ তাহাও যাইতে
পারে না, ইহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। ব্রহ্মভিন্ন বস্তুত্বের অভাব

“অথাৎ আদেশো নেতি নেতি” ইত্যাদৌ রূপগতেন্তা প্রতি-
ষিদ্ধা, ন তু রূপমাত্রং “প্রকৃতৈতাবত্ত্বং হি প্রতিষেধতি ততো
ব্রবীতি চ ভূয়ঃ” ইতি গ্ৰাহ্যঃ ॥ ৬১ ॥

ন চাত্মশব্দাৎ প্রতিপত্ত্বস্বরূপং ব্রহ্মেতি বাচ্যম্— তস্মাৎ পুরুষা-
কারবিভূচিৎস্বখবস্তুপরত্বাৎ ভেদশ্রুতিভ্যশ্চ ॥ ৬২ ॥

ব্রহ্মণো নির্বিশেষত্বে যদথা ইত্যাদিবা কামুদাহৃতং তৎ প্রমাদাদেব
ইতি দর্শয়তি অথাৎ ইত্যাদিনা । তত্র হেতুমাং প্রকৃতৈতৈতি । অস্বার্থঃ
হরিরিব চেতনো জীব ইতি স্থিতম্ । নহু চিদাত্মা এব জীবঃ স্যান্নতু
হরিবচেতনঃ । বৃহদারণ্যকে হে বাবেত্যাদিনা পৃথিব্যাদীনি মাহারজনাদীনি
ব্রহ্মণো রূপাণি প্রতিপাদ্য পুনঃ ন রথৈত্যাদিনা তস্মাদন্যস্য সর্বস্য প্রতিষেধাৎ
জীবস্য তদ্বচেতি । ন ত্বেতদন্যমাত্রস্য নিষেধেন ঘটেত । তস্মাত্তদন্য-
বিশেষাভাবেন শূন্যং ব্রহ্মেতি প্রাপ্তে প্রকৃতৈতৈতি । ন খল্বেষা শ্রুতিঃ
নির্বিশেষচিদদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম ব্রবতী তদন্যনিখিলং নিষেধতি কিন্তু তত্তদ্রূপ-
বিশিষ্টং তদ্ব্রবতী তস্য প্রকৃতৈতৈতৈরুপৈতাবত্ত্বং প্রমিতত্ত্বং প্রতিষেধতি ন
তু প্রকৃতানি তানি রূপাণীত্যর্থঃ । ততঃ প্রতিষেধানন্তরং তস্য ভূয়ঃ প্রচুরং
সত্যনামাদিরূপং ব্রবীতি চ হি যস্মাদিত্যর্থঃ । অথৈতাস্যার্থঃ । অথ মূর্ত্তা-
মূর্ত্তাদিরূপনিরূপণানন্তরং যতো পরিমিতরূপং ব্রহ্মো অতো নেতি নেত্যা-
দেশঃ । ইতি শব্দস্য সমাপ্ত্যর্থত্বাদিতি পূর্ব্বোক্তং মূর্ত্তাদিলক্ষণং পরিমিতং
তস্য রূপং ন কিন্তু নেতি সত্যনামাদিকমপরিমিতং রূপমন্যদপ্তি ইতু্যপদেশ
ইত্যর্থঃ । বিশেষস্ত ভাষ্যে দৃশ্যঃ ॥ ৬১ ॥

ন চেতি । আত্মেতি ত্বেবোপাসীতেতি বাক্যে প্রতিপত্ত্বরূপাসকস্য
স্বরূপমেব ব্রহ্ম ন তু ততোহন্যদिति নর্থঃ । তস্মেতি আত্মশব্দস্য । অততি

হেতু অল্পপপত্তমানের অসম্ভাবনাশ্রযুক্ত অর্থাপত্তিও ব্রহ্মের প্রমাণ
হয় না । ভাবরূপ ব্রহ্ম অভাবের অগোচর হওয়ায় তাঁহাতে
অল্পপলক্ষি প্রমাণও যাইতে পারে না ॥ ৬০ ॥

রূপরহিত ব্রহ্মের নির্বিশেষত্ব প্রমাণ করিবার নিমিত্ত “অথাৎ
আদেশো নেতি নেতি” এই বাক্যও উদাহরণস্বরূপে প্রয়োগ করা
যায় না ; কারণ ঐ বাক্যও রূপগত ইয়ত্তারই নিষেধ হইয়াছে ।
রূপমাত্রের নিষেধ হয় নাই, “প্রকৃতৈতাবত্ত্বং হি প্রতিষেধতি”
ইত্যাদিসূত্রে উহা প্রদর্শিত হইয়াছে ॥ ৬১ ॥

ন চ নিষ্ফলো লোকজ্ঞাতো বায়ং ভেদঃ,— “পৃথগাত্মানং প্রেরিতারঞ্চ মত্বা” ইত্যাদৌ ভেদ এব ফলশ্রবণাৎ ; বিরুদ্ধধর্মাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিকস্ত তস্ত শাস্ত্রমাত্রগোচরত্বাৎ ॥৬৩॥

কিঞ্চ, “উপক্রমোপসংহারাবভ্যাসোহপূর্ব্বতা ফলম্। অর্থবাদোপপত্তৌ চ লিঙ্গং তাৎপর্য্যনির্ণয়ে” ॥ ইত্যত্র যানি শাস্ত্র-তাৎপর্য্যনির্ণেতৃণি ষড়্বিধানি লিঙ্গানি স্মর্য্যন্তে, তানি চ তত্রৈব বীক্ষ্যন্তে ॥ ৬৪ ॥

ব্যাপ্নোতি অততি প্রকাশতে অত্যতে গম্যতে মুক্তিরিতি ব্যাপ্ত্য বিভুচিংসুখবস্তুপরত্বম্। য এষ সংপ্রসাদ ইত্যাদৌ স উত্তমঃ পুরুষ ইতি শ্রুতেঃ। পুরুষাকারঃ পুরুষোত্তমঃ। আনন্দময়স্যাগ্ননঃ পুরুষবিধবচনত্বমিত্যেকো ॥ ৬২ ॥

দ্বা সুপর্ণেত্যাদিভেদশ্রুতিভাঃ প্রতিপত্ত্যঃ স্বরূপং ব্রহ্ম নেতৃত্বম্। তস্য ভেদস্য নৈষ্ফল্যাল্লোকে জ্ঞাতত্বাচ্চ ন তত্র শাস্ত্রতাৎপর্য্যমিত্যুক্তং পুরা। অথ যোক্তব্য তস্য ভেদস্য নৈষ্ফল্যালোকজ্ঞাতত্বে নিরস্য তত্র শাস্ত্রতাৎপর্য্যং দর্শয়তি ন চেতি। ফলশ্রবণাদিতি। অমূলক্ষণস্য শ্রুত্যোক্তত্বাদিত্যর্থঃ। বিরুদ্ধৈর-গুহবিভুহাদিধর্ম্মৈরবচ্ছিন্নৌ তাদৃশধর্ম্মবিশিষ্টৌ জীবেশ্বরূপৌ প্রতিযোগিনৌ যস্য ভেদস্য ইত্যর্থঃ। ন হ্যেতাদৃশো ভেদঃ লোকৈকজ্ঞাতঃ কিন্তু দেহাদিকৃত এব স তৈজ্ঞীয়তে ॥ ৬৩ ॥

অথ ষড়্ভিলিঙ্গৈর্ভেদে তত্ত্বাৎপর্য্যং দর্শয়তি কিঞ্চিতি। উপক্রমেতি বাক্যং বৃহৎসংহিতায়াম্। উপক্রমোপসংহারয়োরেকরূপ্যমিত্যেকং লিঙ্গম্। আরম্ভে সমাপ্তৌ চ ভেদোক্তিরিত্যর্থঃ। অবিশেষা পুনঃ পুনঃ শ্রুতিরভ্যাসঃ।

আবার ‘আত্মা ইতি ত্বেবোপাসীত’ এই বাক্যে ব্রহ্ম উপাসকের স্বরূপ, তিনি উপাসক হইতে অন্য নহেন, একরূপ অর্থ ব্যক্ত করা যায় না ; কারণ, আত্মশব্দের ব্যাপক-অর্থ ও প্রকাশ-অর্থদ্বারা বিভুচিংসুখ-বস্তুপরত্বই ব্যক্ত হয়। বিশেষতঃ উপাসক ও উপাস্তের ভেদবোধক শ্রুতিও দেখা যায় ॥৬২॥

লোকবিদিত ঐ ভেদ নিষ্ফল, এ কথাও বলা যায় না, কারণ, “পৃথগাত্মানং প্রেরিতারঞ্চ মত্বা” ইত্যাদি শ্রুতির ফলশ্রুতিতে ভেদই দেখা যায়। অধিকন্তু বিরুদ্ধধর্ম্মাবচ্ছিন্ন হইয়াছে যে-ভেদের প্রতিযোগী, সেই ভেদ লোকগোচর নহে, শাস্ত্রমাত্রগোচর ॥৬৩॥

তথাহি ঋতাস্তরোপনিষদি—“অজো হেকো জুষমাণোহ-
নুশেতে” ইত্যাদ্যুপক্রমঃ, “জুষ্টেং যদা পশ্যত্যগ্রমীশমশ্চ মহিমান-
মেতি বীতশোকঃ” ইত্যুপসংহারঃ ; “দ্বা সুপর্ণা”— তয়োরন্তোহন-
শ্লগ্নগ্ৰঃ” ইত্যভ্যাসঃ ; তাদৃশশ্চ ভেদশ্চ বেদান্তাধিনা লোকাদ-
প্রতীতেরপূর্ব্বতা, “বীতশোকঃ” ইতি ফলম্ ; “অশ্চ মহিমানমেতি”
ইত্যর্থবাদঃ ; “অভ্যনশ্লগ্ন” ইত্যুপপত্তিরিতি । এবমন্ত্যানি চ “পৃথগা-
ত্মানম্” ইত্যাদীনি তস্যামেব দ্রষ্টব্যানি ॥৬৫॥

মুণ্ডকোপনিষদি চ “দ্বা সুপর্ণা” ইত্যুপক্রমঃ ; “পরমং সাম্যমু-
পৈতি” ইত্যুপসংহারঃ ; “তয়োরন্তোগ্রমীশম্” ইত্যভ্যাসঃ ; “কাল-

বেদান্তৈকগম্যত্বমপূর্ব্বতা । ফলং পূমর্থঃ । অর্থবাদঃ প্রশংসা যুক্তিপ্রদর্শন-
মুপপত্তিঃ ॥ ৬৪ ॥

তথাহীতি । তাদৃশস্যোতি । “অণুত্ববিভুত্বাদিনিত্যধর্ম্মহেতুকস্যোত্যর্থঃ” ॥৬৫॥

আবার উপক্রম-উপসংহার, অভ্যাস, অপূর্ব্বতা, ফল, অর্থবাদ ও
উপপত্তি, এই যে তাৎপর্যনির্ণায়ক সড়্‌বিধ লিঙ্গ, ইহার। ভেদ-
পক্ষেই দৃষ্ট হইয়া থাকে ॥৬৪॥

ঋতাস্তরোপনিষদে “দ্বা সুপর্ণা” প্রভৃতি যে শ্রুতি কথিত
হইয়াছে, উহাতে এক জন্মরহিত জীব মায়াযুক্ত হইয়া অনুশয়ী হন,
এই অংশটি উপক্রম । জীব যখন ঈশ্বরকে আপনা হইতে অন্য অর্থাৎ
মায়ারহিত দর্শন করেন, তখন শোকবিহীন হইয়া তদীয় মহিমা জ্ঞাত
হন, ইহাই ‘উপসংহার’ । পরমাত্মা হইতে অন্য জীব কর্ম্মফল
ভোগ করেন ; জীব হইতে অন্য পরমাত্মা ভোগশূন্য হইয়া প্রকাশ
পান ; এই দুইটি ‘অভ্যাসের’ স্থল । এই প্রকার জীবাত্মার ও
পরমাত্মার ভেদ শাস্ত্রভিন্ন প্রতীত হয় না বলিয়াই ‘অপূর্ব্বতা’ ।
তাদৃশ ভেদের দর্শনে শোকশূন্যতাই পুরুষার্থ অর্থাৎ ‘ফল’ । ঈশ্বরের
মহিমা জ্ঞাত হওয়ার কথাই ‘অর্থবাদ’ । জীবাত্মা হইতে অন্য
পরমাত্মার কর্ম্মফলভোগের নিষেধ যুক্তিদ্বারা দর্শিত হইয়াছে বলিয়া
উহাই ‘উপপত্তি’ । এই সড়্‌বিধ লিঙ্গদ্বারা ভেদ স্পষ্টই প্রতিপাদিত
হইয়াছে, “পৃথগাত্মানং প্রেরিতারঞ্চ মত্বা” প্রভৃতি স্থলেও এইরূপই
দেখা যাইবে ॥৬৫॥

ত্রয়বোধ্যস্ত ভেদস্ত্যাত্তোহপ্রতিপত্তেঃ” “অপূর্বতা” ; “পুণ্যপাপৈ-
র্বিধুয়” ইত্যাদি ফলম্ ; “অস্ত মহিমানমেতি” ইত্যর্থবাদঃ ; “অনশ্বনু”
ভ্যুপপত্তিচ্চ । এবমন্ত্যাসু চোপনিষৎসু তানি দৃশ্যানি ॥৬৬॥

যন্ত প্রপঞ্চস্তাধ্যস্তহান্নিথ্যাত্বং সাধয়তি, তস্ত বেদাপ্রামাণ্য-
পত্তিঃ—“যতো বা ইমানি” ইত্যাদেরগ্নিহোত্রাদিকৰ্ম্মপরস্ত চ বাক্য-
জাতস্ত তদ্বিষয়তয়া প্রামাণ্যং ; বিষয়াভাবে “এষ বন্ধ্যাসুতো
ভাতি” ইত্যাদিবাক্যসামান্যাত্বং । ততশ্চ নাস্তিকতাপত্তিঃ ॥৬৭॥

অন্যাসু চোপনিষৎসু এতানি লিঙ্গানি সন্তীত্যাহ মুণ্ডকেতি প্রকটার্থম্ ।
অন্যতো লোকতঃ ॥ ৬৬ ॥

অথাধ্যাসবাদিনাং নাস্তিকতাপত্তিঃ দর্শয়িতুমারভতে যন্তিত্যাदिना ।
তদ্বিষয়তয়া প্রপঞ্চবিষয়তয়া । বিষয়স্য প্রপঞ্চস্তাভাবেহপি মিথ্যাত্বে সতি
কুৰ্ম্মলোমপটচ্ছন্নঃ শশশৃঙ্গধনুর্ধরঃ । এষ বন্ধ্যাসুতো ভাতি খপুস্পকৃত-
শেখরঃ ॥ ইতি বাক্যস্য যথা ব্যর্থত্বাদপ্রামাণ্যং তথা যতো বা ইত্যাদেবেদ-
বাক্যস্মেতি ॥ ৬৭ ॥

মুণ্ডকোপনিষদের “দ্বা সুপর্ণা” প্রভৃতি শ্রুতিবাক্যে দুই সুপর্ণ
অর্থাৎ পক্ষী এইটি “উপক্রম” । পরব্রহ্মের সাম্য লাভ করেন,
এইটি “উপসংহার” । তত্বভয়ের একটি জীবরূপ পক্ষী, আর অপর
ঈশ্বররূপ পক্ষী, প্রভৃতি বাক্যসকল “অভ্যাসের” স্থল । কালত্রয়বোধ্য
ভেদের অন্য হইতে অপ্রতিপত্তি হেতু “অপূর্বতা” । ‘পুণ্যপাপ
পরিত্যাগপূর্বক’ প্রভৃতি বাক্যসকল “ফল” ব্যক্ত করিতেছে ।
ইহার এই মহিমাকে দর্শন করেন, এইটি “অর্থবাদ” । অনশনে
থাকিয়া কেবল সাক্ষিরূপে তাহা দর্শন করেন, এইটি “উপপত্তি” ।
অপরাপর উপনিষদেও এইরূপই দেখা যায় ॥৬৬॥

প্রপঞ্চকে অধাস্ত বলিয়া উহার মিথ্যাত্বসাধনে বেদের অপ্রামাণ্য-
পত্তি হয় । “যতো বা ইমানি” প্রভৃতি শ্রুতিতে ‘প্রপঞ্চের সত্যত্বই’
দর্শিত হইয়াছে । অগ্নিহোত্রাদি-কৰ্ম্মপর বেদবাক্যসকল প্রপঞ্চকে
আশ্রয় করিয়াই কথিত হইয়াছে । প্রপঞ্চের মিথ্যাত্বস্বীকারে ঐ
সকল বাক্য নির্বিষয় হইয়া অপ্রমাণ হয় । নির্বিষয় বাক্য বন্ধ্যা-
পুত্রের ন্যায় মিথ্যা হয়, অতএব প্রপঞ্চের মিথ্যাত্ববাদীর নাস্তি-
কতাপত্তি ঘটে ॥৬৭॥

ননু ন বয়ং খপুস্পবত্তস্য মিথ্যাভ্বং ক্রমঃ, ব্যবহারিকসত্তা-
স্বীকারাৎ ; তেন ন বেদাপ্রামাণ্যং, নাপি নাস্তিকতাপত্তির্বিতি-
চেন্ন, অনবধানাৎ । তথাহি দ্বিবিধং খলু সত্যং পারমার্থিকম-
পারমার্থিকঞ্চ । তত্রান্ত্যং দ্বিবিধং—ব্যবহারিকং, প্রাণীতিকঞ্চ ।
তদেতৎ সত্যাসত্যচতুষ্টয়ং ক্রমাদ্ ব্রহ্মপ্রপঞ্চশক্তিরূপেয়ু
বর্ত্ততে । তত্র ব্যবহারিকসত্তাস্ত প্রপঞ্চে অঙ্গীকারাৎ ন তদ্বোধি-
বেদাপ্রামাণ্যম্ । পারমার্থিকসত্যত্বাভাবাৎ তু তস্য মিথ্যাভ্বমিতি
হি মতম্ । তদেতদযুক্তম্, বাধ্যার্থবোধকতয়া বেদাপ্রামাণ্য-
নুদ্ধারাৎ । বাধ্যে হি প্রপঞ্চঃ, যদুক্তম্— “তত্ত্বমস্তাদিবােক্যার্থ-
সম্যক্জীজ্ঞানমাত্রতঃ । অবিদ্ধা সহ কার্যেণ নাসীদস্তি ভবিষ্যতি”
ইতি ॥ ৬৮ ॥

যুক্ত্যভাসেন মায়ী পুনঃ প্রত্যবতিষ্ঠতে নন্বিতি । তস্মেতি প্রপঞ্চস্য ।
ব্যবহারিকেতি । অর্থাৎ ইতি বোধ্যম্ । তেনেতি ব্যবহারিকসত্তাঙ্গীকারেণ
প্রপঞ্চস্য সঙ্গপত্বে তদ্বোধকবেদস্বৈষ বন্ধ্যা ইত্যাদিবােক্যাবদপ্রামাণ্যং ন
ততো নাস্তিকতাপত্তির্ণেতার্থঃ দ্বিবিধং খলু সত্যমিতি মায়িনস্তব মতে-
বোধ্যম্ । বাধ্যার্থেতি । ভানকালেহপি বস্তুনোহসত্ত্বাদিতি ভাবঃ । তত্র
যুক্তবেগীকারিকাং প্রমাণয়তি তত্ত্বমসীতি । তদ্বাক্যার্থাৎ নির্বিশেষেচৈতন্য-
মেকং বাস্তবমিত্যানুভবোদয়েনেতার্থঃ । কার্যেণ প্রপঞ্চে ন সহ কালত্রয়েহপ্য-
বিদ্ধা তাবন্নাস্তীত্যর্থঃ ॥ ৬৮ ॥

আমরা প্রপঞ্চকে আকাশকুসুমের ন্যায় মিথ্যা বলি না । কেন
না, উহার ব্যবহারিক সত্তা স্বীকার করিয়া থাকি, অতএব বেদের
অপ্রামাণ্যাপত্তি বা আমাদিগেরও নাস্তিকতাপত্তি ঘটিতেছে না, এ
কথাও বলিতে পার না ; কারণ, তাহাতেও তোমাদের অনবধানতাই
প্রকাশ পাইতেছে, দোষের উদ্ধার হইতেছে না । দেখ, তোমাদের
মতে সত্য দুই প্রকার যথা,—“পারমার্থিক সত্য” ও “অপারমার্থিক
সত্য” । অন্ত্যটি আবার দুই প্রকার যথা—“ব্যবহারিক সত্য” ও
“প্রাণীতিক সত্য”, ঐ সত্যাসত্যচতুষ্টয় ক্রমান্বয়ে ব্রহ্ম, প্রপঞ্চ, শক্তি,
ও রজতে দৃষ্ট হইয়া থাকে । তন্মধ্যে অপারমার্থিক বা ব্যবহারিক
সত্যদ্বই প্রপঞ্চে অঙ্গীকৃত হয় । অতএব ব্যবহারিক সত্য প্রপঞ্চে
বোধক বেদবাক্যের অপ্রামাণ্য হইতেছে না, আবার পারমার্থিক

নাপি সত্যদ্বৈবিধ্যস্বীকৃত্য বাহ্যেভ্যো বৈলক্ষণ্যম্,—তৈরপি তস্মাদস্বীকারাৎ; যদুক্তম্—“সত্ত্বস্ত্ব দ্বিবিধং প্রোক্তং—সাংবৃতং, পারমার্থিকম্। সাংবৃতং ব্যবহার্য্যং স্মারিবৃত্তৌ পারমার্থিকম্ ॥ দ্বৈ সত্ত্বে সমুপাশ্রিত্য বৌদ্ধানাং ধর্ম্মচোদনা। লোকে সাংবৃতং সত্যত্বং সত্যঞ্চ পারমার্থিকম্ ॥ বিচার্য্যমাণে নাসত্ত্বং সত্ত্বঞ্চাপি প্রতীয়তে। যন্ত তৎ সাংবৃতং সত্যং ব্যবহারপদং চ তৎ ॥” ইতি। তস্মান্ন তেভ্যস্তৎ—“মায়াবাদমসচ্ছাস্ত্রং প্রচ্ছন্নং বৌদ্ধ-মুচ্যতে” ইত্যাদিস্মরণাচ্চ ॥৬৯॥

যত্ত্ব বৌদ্ধতাপত্তিলাঞ্জনাস্তীতি মায়িনা তল্লাঞ্জননিবৃত্তয়ে সত্ত্বদ্বয়ং স্বীকৃতং তেনাপি ন তল্লাঞ্জনান্নিস্তার ইত্যাহ নাপীতি। তৈরপি বৌদ্ধৈঃ। তস্য সত্ত্ব-স্মৃতি প্রকটার্থম্। তেভ্যস্তদ্বিতি। বাহ্যেভ্যো মায়িনাং বৈলক্ষণ্যং নেত্যর্থঃ। মায়াবাদমিতি পাদ্বে রুদ্রবাক্যম্। ময়ৈব কথিতং দেবি কলৌ ব্রাহ্মণ-রূপিণেতি বাক্যশেষঃ নারসিংহে। চৈবং যমবাক্যম্। বিষধরকণভক্ষশঙ্করোক্তি-দ্বিশবদনপঞ্চশিখাঙ্গপাদবাদান্মহদপি বিচার্যা লোকতত্ত্বং ভগবদুপাস্তিমতে ন সিদ্ধিরস্তীত্যোতৎ ॥ ৬৯ ॥

সত্যত্বের অভাবহেতু প্রপঞ্চের মিথ্যাত্বও স্থিরই আছে। ইহাই তোমাদের মত। এই মত কিন্তু অযুক্তই হইতেছে। কারণ বাধিত যে ব্যবহারিক সত্য প্রপঞ্চ, তাহার বোধক যে বেদবাক্য, তাহার অপ্রামাণ্যের উদ্ধার নাই। প্রপঞ্চের বাধ্যত্ব উক্তই আছে, যথা—“তৎ ত্বম্ অসি” প্রভৃতি বাক্যের অর্থ সম্যক্ অবগত হইলে কার্য্যভূত প্রপঞ্চের সহিত কারণভূতা অবিজ্ঞা বিলুপ্ত হয় ॥৬৮॥

সত্যের দ্বৈবিধ্য স্বীকারে বাহ্য অর্থাৎ বৌদ্ধমত হইতে মায়াবাদের কোন বৈলক্ষণ্যও হইতে পারে না; কারণ, বৌদ্ধেরাও তাহাই স্বীকার করিয়া থাকেন। তৎসম্বন্ধে উক্তি যথা—“সত্য দ্বিবিধ, সাংবৃত ও পারমার্থিক, সাংবৃত শব্দের অর্থ ব্যবহার্য্য। নিবৃত্তিপক্ষেই পারমার্থিক। এই দুই মতকে আশ্রয় করিয়াই বৌদ্ধদিগের ধর্ম্ম-চোদনা। সাংবৃত সত্য লৌকিক। পারমার্থিক সত্যের বিচারে সত্যের সত্যরূপেই প্রতীত হয়। যাহার ঐ সত্য আবৃত থাকে, তাহার সম্বন্ধেই সত্যের ব্যবহারিকতা। অতএব বৌদ্ধসম্প্রদায় হইতে

অপি চ সত্ত্বশব্দো। ন নানার্থঃ, সত্ত্বভেদে প্রমাণাভাবাৎ। যদি সত্ত্বশব্দস্য মিথ্যাপরমার্থব্যাচ্যত্যর্থভেদঃ স্ত্রীতদা সদাকারানুগতপ্রত্যয়ানুপপত্তিঃ—নানার্থসৈন্ধবাদিপদে তদদর্শনাৎ। ‘মৃষা সদ্ধিতি’ বদতো ব্যাঘাতাচ্চ। তস্মাৎ সাংবৃতশব্দবন্ধম্ব্যর্থকো ব্যবহারিকশব্দো লাল্যবক্তৃাসবাদিশব্দবৎ প্রতারণায় প্রযুক্ত ইতি সত্যসামান্যে ব্যবস্থা নোপপন্না ॥৭০॥

স্বাদেতৎ ব্রহ্মসত্ত্বয়েব প্রপঞ্চসত্ত্বা, তেন ন বেদাপ্রামাণ্যম্,—তদন্ত্যসত্ত্বাভাবাচ্চ মৃষাত্তোক্তির্ন তু নিঃস্বরূপত্বাৎ। “নেহ নানাস্তি কিঞ্চন” ইতিশ্রুতিরপি তদন্ত্যসত্ত্বানিষেধপরা। ন চাতি

অথ সত্ত্বশব্দস্য নানার্থতাং নিরাকরোতি অপি চেত্যাदिना। सत्त्वभेद इति। सर्वेषु मतेषु एकमेव सत्त्वं सामान्यनामकं नितात्वे सतानेकसमवेतत्वम्। नानार्थेति। सैন্ধवो मणिमन्त्रेहस्थे सिद्धुदेशोद्धवे त्रिष्विति त्रीधरः। स्वजातीयेष्वेव सनामसू सामान्यं गृह्यते न तु विजातीयेष्वपि सनामस्त्विति भावः। स्फुटार्थं शिष्टम् ॥ ७० ॥

নিরন্তোহপি মায়ী নিস্তপঃ পুনঃ প্রত্যবতিষ্ঠতে স্যাদিতি। নত্বিতি। নিঃস্বরূপত্বান্নিরূপাখ্যাদিত্যর্থঃ। ন চাতিপ্রসঙ্গ ইতি। ব্রহ্মসত্ত্বয়া চেৎ প্রপঞ্চঃ সত্ত্ববাংস্তর্হি ঘটসত্ত্বয়াপটোহপি সত্ত্বাবান্ স্যাদিত্যেবমতিপ্রসঙ্গোহত্র

মায়াবাদীর কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য দেখা গেল না। স্মৃতিতেও বলিয়াছেন,—“মায়াবাদ অসংশয়, উহাকে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধমত বলিয়া জানিতে হইবে” ॥ ৬৯ ॥

আরও সত্য শব্দ নানার্থও নহে। সত্যের ভেদে প্রমাণ নাই। যদি সত্য শব্দে মিথ্যার্থ ও সত্যার্থকে বোধ করাইল, তবে উহার অর্থভেদও ঘটিল। এইরূপে অর্থভেদ ঘটিলে সং আকারে যে অনুগত প্রত্যয়, তাহার অনুপপত্তি হয়। নানার্থ সৈন্ধবাদি-পদে এক আকারে অনুগত প্রতীতি দেখা যায় না। বিশেষতঃ মিথ্যাকে সত্য বলায় আপন উক্তিরই ব্যাঘাত জন্মে। অতএব সাংবৃত শব্দের ন্যায় মৃষার্থক ব্যবহারিক শব্দ প্রতারণার নিমিত্ত প্রযুক্ত হইয়াছে, ইহাই বুঝিতে হইবে। অতএব সত্যসামান্যে ব্যবস্থা উপপন্ন হয় না ॥ ৭০ ॥

প্রসঙ্গঃ কনকমুকুটয়োরিব উপাদানোপাদেয়ভাবশ্চ নিয়াম-
কত্বাৎ। ইতরথা “সর্বং খণ্ডিদং ব্রহ্ম” ইত্যত্র সামানাধিকরণ্যো-
পপত্তেয়ে তজ্জলানিতি তজ্জহাদনুপপত্তিরিতি। ইদমপ্যপেশলং
ক্ষোদাক্ষমত্বাৎ ॥ ৭১ ॥

তথাহি ব্রহ্মসত্তেতি কিং তে বিবক্ষিতম্? কিং ব্রহ্মনিষ্ঠা
সত্তা, কিং ব্রহ্মস্বরূপা সা, উত ব্রহ্মাভেদঃ, আহোহি ব্রহ্ম-
ব্যতিরেকেণাভাবঃ ॥ ৭২ ॥

ন ভবেদিত্যর্থঃ। কুত ইত্যাহ কনকেতি। যয়োৰূপাদানোপাদেয়ভাবো ন
তয়োরেবাসঙ্গতিরিতি নাতিপ্রসঙ্গঃ ‘ব্রহ্মপ্রপঞ্চয়োস্তত্ত্বাবসত্ত্বাৎ ইতরথা তত্ত্বাবা-
ভাবে সর্বমিদং ব্রহ্মেতি বাক্যে ব্রহ্মসর্বয়োঃ সামানাধিকরণ্যমুপপাদয়িতুং
সর্বস্য ব্রহ্মায়ত্ত্বাদি যুক্তমনুপপাদিতং স্যাদিত্যর্থঃ। নিরাকরোতি ইদমপীতি।
ক্ষোদাক্ষদূৰ্ণং বিচার ইতি যাবৎ। বিচারাসহত্বাদিত্যর্থঃ ॥ ৭১ ॥

প্রতিবাদিনং সিদ্ধান্তী পৃচ্ছতি ব্রহ্মসত্তেতি কিং তে বিবক্ষিতমিতি।
চতুৰ্ভিঃ পক্ষৈঃ ব্রহ্মসত্তয়োঃ ক্ষোদং করোতি কিং ব্রহ্মনিষ্ঠেত্যাदिभिः ॥ ৭২ ॥

যাহাই হউক, ব্রহ্মের সত্তাতেই প্রপঞ্চের সত্তা, এবং তজ্জগৎ
বেদের প্রামাণ্য। ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য সত্তার অভাবহেতু প্রপঞ্চের
মিথ্যাত্ব কখন নিঃস্বরূপত্ববশতঃ প্রপঞ্চকে মিথ্যা বলা হয় নাই।
“নেহ নানাস্তি কিঞ্চন” প্রভৃতি শ্রুতিতে ব্রহ্ম ভিন্ন সত্তার নিষেধ
করিতেছেন। ব্রহ্মসত্তায় প্রপঞ্চের সত্তাতে ঘটসত্তায় পটের সত্তার
অতিপ্রসঙ্গ হয় না; কারণ কনক ও মুকুটের ন্যায় উপাদানোপাদেয়
ভাবই উহার নিয়ামক। যেখানে উপাদানোপাদেয়ভাব নাই
সেখানে একের সত্তাতে অন্যের সত্তা ঘটে না। অন্যথা “সর্বং খণ্ডিদং
ব্রহ্ম” এই স্থলে সামানাধিকরণ্যের উপপাদনার্থ যে সকলকে ব্রহ্ম-
জগৎ ও ব্রহ্মাধীন প্রভৃতি বলিয়া যুক্তি প্রদর্শন করা হয়, তাহার অসঙ্গতি
ঘটে। পূর্বপক্ষীর এই প্রকার যুক্তিও সমীচীন নহে; কারণ,
উহাও বিচারসহ হইতেছে না ॥ ৭১ ॥

পূর্বপক্ষীর মতে ব্রহ্মসত্তা বলিতে কি বুঝায়? উহার অর্থ
কি, ব্রহ্মনিষ্ঠা সত্তা, ব্রহ্মস্বরূপা সত্তা, ব্রহ্মাভেদই সত্তা বা ব্রহ্মা-
তিরিক্তের অভাবই সত্তা? ॥ ৭২ ॥

আছে, সা পারমার্থিকী বাধ্য বা ? প্রথমেই পসিদ্ধান্তাপত্তিঃ, অধিষ্ঠানজ্ঞানবোধ্যন্তু ধর্মন্তু ব্রহ্মণ্যস্বীকারাৎ ; পারমার্থিক-সত্ত্বোপেতন্তু প্রপঞ্চন্তু ব্রহ্মবৎ সত্যত্বঞ্চ । ন চ তৎসত্ত্বেইপি স্বরূপা-ভাবাদসত্যত্বং, পারমার্থিকসত্ত্বোপেতন্তু ধর্মন্তু কুত্রাপি তদদর্শনাৎ । সত্ত্বোপেতশ্চেন্ন মূষা । মূষা চেন্ন সত্ত্বোপেতঃ । সত্ত্বাসামান্যশূন্যাপি সত্ত্বা সতী দৃষ্টা ; সত্ত্বোপেতোইপ্যসম্ন দৃষ্টচরঃ । কিঞ্চ, সমানানাং ভাবঃ সামান্যং, যৎ সত্ত্বাশব্দেনোচ্যতে । ন চ তন্মূষাসত্যয়োঃ সম্ভবেৎ ; যদুক্তম্ “সত্যত্বং ন চ সামান্যং মূষার্থপরমার্থয়োঃ । বিরোধাস্ত চ ব্রহ্মত্বসামান্যং সিংহব্রহ্ময়োঃ” ইতি । ন চেতরঃ, বেদাপ্রামাণ্যানুদ্বারাৎ । ন হি বাধ্যসত্ত্বা বোধকং প্রমাণম্ । কিঞ্চাস্মিন্ পক্ষে ব্রহ্মণোইসত্যতাপত্তিঃ, বাধ্যসত্ত্বাযোগাৎ ।

এবং পক্ষান্ বিরচ্য ক্রমান্তান্ দুষয়তি আত্ম ইতি । প্রথমে ইতি । ব্রহ্মণি স্থিতা সত্ত্বা পারমার্থিকীতি পক্ষে ইত্যর্থঃ । ন চ তদिति । প্রপক্ষে ব্রহ্মসত্ত্বায়াং স্থিতায়ামপি স্বরূপসত্ত্বাবিরহাস্তস্যাসত্যত্বমিত্যর্থঃ । তদদর্শনাদ-সত্যত্বাপ্রত্যাদিত্যর্থঃ । ন চেতি । তৎ সামান্যম্ । মূষাসত্ত্বয়োঃ প্রপঞ্চ-

ব্রহ্মসত্ত্বা বলিতে যদি ব্রহ্মনিষ্ঠা-সত্ত্বা বলা হয়, তবে আবার জিজ্ঞাস্য হইতেছে, ঐ সত্ত্বা পারমার্থিকী অথবা বাধ্য ? উহাকে পারমার্থিকী বলিলে অপসিদ্ধান্তাপত্তি হয় ; কারণ, অধিষ্ঠানজ্ঞান-দ্বারা বোধ্য যে-ধর্ম, তাহা ব্রহ্মে স্বীকৃত হয় না । বিশেষতঃ পারমার্থিক সত্ত্বাবিশিষ্ট প্রপঞ্চের ব্রহ্মবৎ সত্যত্ব ঘটে । উহা অর্থাৎ ঐ সামান্য থাকিলেও স্বরূপতঃ উহার অভাবহেতু অসত্যত্বই বলা যাইবে, এরূপ উক্তিও যুক্তিযুক্ত হয় না ; যেহেতু পারমার্থিক সত্ত্বা-বিশিষ্ট ধর্মের কোথায়ও স্বরূপাভাব দৃষ্ট হয় না । যাহা সত্ত্বাবিশিষ্ট, তাহা যদি মিথ্যা হয়, তবে উহা অবশ্যই সত্ত্বাবিশিষ্ট নহে । সত্ত্বা-সামান্যশূন্য সত্ত্বার অস্তিত্বই প্রতীত হয়, কিন্তু সত্ত্বাবিশিষ্টের অনস্তিত্ব কখনই প্রতীত হয় না । অধিকন্তু সমানের ভাবরূপ যে সামান্য, যাহাকে সত্ত্বাশব্দ দ্বারা নির্দেশ করা হয়, তাহা কখনই মিথ্যা অর্থাৎ প্রপঞ্চের ও সত্য অর্থাৎ ব্রহ্মের সম্বন্ধে সম্ভব হয় না । উক্ত হইয়াছে —“মূষার্থ ও পরমার্থের সত্যত্ব হয়, কিন্তু সামান্য হয় না ।”

বেদান্তাপ্রামাণ্যং চ নির্বিষয়ত্বাৎ । ন চ সত্তাভাবেহপি সঙ্গপত্বাৎ
ব্রহ্মণোহসত্যতাপত্তিঃ ; তদ্বৎ প্রপঞ্চস্তাপি তদনাপত্তেঃ “সদেব
সৌম্যোদম্” ইত্যাদিনা তস্তাপি সঙ্গপত্বশ্রবণাৎ । যত্ত্ব দীর্ঘভ্রম-
জনকত্বাদ্বেদস্ত প্রামাণ্যং, তন্মন্দম্, নভো নীলিমচন্দ্রাল্লভজ্ঞানজন-
কস্তাপি তথাহ্যৎ ॥ ৭৩ ॥

নাপি ব্রহ্মস্বরূপোতি দ্বিতীয়ঃ,—অবাধিতসত্তাযোগেন প্রপঞ্চস্ত
মিথ্যাত্বাসিদ্ধেঃ ; ন তু তৃতীয়ঃ, বিরুদ্ধয়োস্তয়োঠৈক্যানুপপত্তেঃ ।
ন চ চতুর্থঃ, সৰ্ব্বং খন্দিদমিত্যেকার্থ্যানুপপত্তেঃ ; ন হি তদভাবে

ব্রহ্মণোঃ । ন চেতর ইতি । প্রপঞ্চে স্থিতা ব্রহ্মসত্তা বাধ্যতি প্রথমকল্পস্য
দ্বিতীয়ঃ পক্ষোহপি নেতৃত্বঃ । নির্বিষয়ত্বাদিতি । বেদান্তবেদস্য ব্রহ্মণোহ-
সত্যতাপত্তিরিত্যর্থঃ । তদনাপত্তেরিতি । অসত্যতাপত্তেরভাবাদিত্যর্থঃ । যত্ত্ব-
দৌর্ধেতি । অনাদিকালিকজগদ্ভ্রমজনকত্বাদিত্যর্থঃ । তথাহ্যৎ দীর্ঘভ্রমজনক-
ত্বাৎ ॥ ৭৩ ॥

দ্বিতীয়পক্ষঃ দুষয়তি । নাপীতি স্ফুটম্ । ন তু তৃতীয় ইতি । ব্রহ্ম-
সত্তয়েব প্রপঞ্চসত্তেত্যস্য তৃতীয়ঃ পক্ষো ব্রহ্মাভিন্নং প্রপঞ্চ ইত্যর্থঃ স ন
সম্ভবতীত্যর্থঃ । কুত ইত্যাহ বিরুদ্ধয়োরিতি । চিত্তচিচ্ছজ্জড়ত্বাভ্যাং বিরুদ্ধ-

পরস্পর বিরোধহেতু সিংহ ও বৃক্ষের কখনই বৃক্ষত্বসামান্য সম্ভব হয়
না । এই প্রকার দ্বিতীয় পক্ষও সঙ্গত হয় না । কারণ, তাহাতে
বেদের অপ্ৰামাণ্যের উদ্ধার হয় না । বাধ্যসত্তা কখনই বোধক প্রমাণ
হইতে পারে না । বিশেষতঃ এইপক্ষে ব্রহ্মের অসত্যতাপত্তি ঘটে ।
কারণ, ইহাতে বাধ্যসত্তার সহিত ব্রহ্মের যোগহেতু উক্ত অনিষ্ট
ঘটিতেছে । আবার নির্বিষয়তাপ্রযুক্তও বেদের অপ্ৰামাণ্য হইতেছে ।
যেৰূপ সত্তাভাবেও সঙ্গপত্বহেতু ব্রহ্মের অসত্যত্ব ঘটিতেছে না,
তদ্রূপ প্রপঞ্চেরও অসত্যত্ব ঘটিতেছে না ; কারণ, “সদেব সৌম্যোদমগ্র
আসীৎ” প্রভৃতি ঋতিতে প্রপঞ্চেরও সঙ্গপত্ব শ্রবণ করা হয় ।
এইরূপ যেমত, তাহাও উত্তম নহে । দীর্ঘভ্রমজনকত্বহেতু বেদ-
বাক্যের প্রামাণ্য বলাও উচিত হয় না ; কারণ, তাহা হইলে নীলিম-
চন্দ্রাল্লভজ্ঞানের জনক বাহ্য, তাহারও প্রামাণ্য স্বীকার করিতে
হয় ॥ ৭৩ ॥

তদৈকার্থ্যাসম্ভবঃ ; ন চ যশ্চৌরঃ সঃ স্থাণু-ব্রিতিবদ্বাদশায়াং
তদিতি বাচ্যং, বেদাপ্রামাণ্যানিস্তারাদিতি ॥ ৭৪ ॥

অপি চ মায়ািনা দৃষ্টিসৃষ্টিঃ স্বীকৃত্য। দৃষ্টিসমসময়া সৃষ্টির্ন তু
সৃষ্টিসমনময়া দৃষ্টিরিতি। সা চৈষা ক্ষণিকবিজ্ঞানপক্ষং নাতি-
বৰ্ত্ততে,—তত্রার্থানামর্থ্যং ক্ষণিকত্বাৎ। ন চাত্রাক্ষণিকং বিজ্ঞান-
মাত্রমস্তুতি স্বীকারাৎ ততো ভেদঃ, তত্র প্রমাণাভাবাৎ, দর্শিতং
চৈতৎ প্রাক ॥ ৭৫ ॥

যোত্রক্ষপ্রপঞ্চয়োঁরেক্যাসম্ভবাদিতার্থঃ। ন চ চতুর্থ ইতি। ব্রহ্মাতিরিক্তঃ
প্রপঞ্চো নাস্তুতি পক্ষোহপি ন যুক্ত ইত্যর্থঃ। ঐকার্থ্যং সামানাধিকরণ্যম্।
তদিত্যেকার্থ্যম্ ॥ ৭৪ ॥

প্রপঞ্চমিথ্যাত্ববাদিনো নাস্তিকত্বং প্রোক্তম। অথ বৌদ্ধধর্মসাক্ষর্যাত্তস্য
তথ্যত্বং স্মৃটয়তি অপি চেতাদিনা। মায়ািনা শঙ্করেণ “বাক্সুধাখোন
প্রকরণেন দৃষ্টিঃ সমর্থিতা। তস্যাঃ স্বরূপমাহ দৃষ্টিতি। যদৈব দৃষ্টিস্তদৈব
সৃষ্টিদৃষ্টিভাবে সৃষ্টিভাব ইত্যর্থঃ। তত্রৈতি ক্ষণিকবিজ্ঞানবাদে যোগা-
চারাত্মন বুদ্ধশিষ্টেন প্রতিপাদিতে। ন চাত্রেতি। অত্র চিন্মাত্রাৎত্ববাদে
শঙ্করাভিমতে। অক্ষণিকং নিতাম। তত্রৈতি নিগুণচিন্মাত্রাৎ। প্রাগিতি
প্রামাণ্যপ্রবর্ত্তেচৈত্যাদিপূর্ব্বোক্তগ্রন্থে। তস্মাৎ যোগাচারমতাবলম্বী নিগুণ-
চিদবৈতীতি ॥ ৭৫ ॥

সত্তার ব্রহ্মস্বরূপত্বরূপ দ্বিতীয় পক্ষও যুক্ত হয় না ; কারণ,
অবাধিত সত্তার যোগহেতু প্রপঞ্চের মিথ্যাত্ব অসিদ্ধ হয়। তৃতীয়
পক্ষও সমীচীন হয় না, যেহেতু পরস্পর বিরুদ্ধ ব্রহ্ম ও ব্রহ্মভেদেরূপ
প্রপঞ্চের ঐক্য অনুপপন্ন হয়। চতুর্থ পক্ষও স্বীকার করা যায় না,
যেহেতু ব্রহ্মব্যতিরিক্তের অভাবকে সত্তা বলিলে, “সর্ব্বং খণ্ডিদং ব্রহ্ম”
এই বাক্যের একার্থতা অনুপপন্ন হয়। ব্রহ্মব্যতিরিক্তের অভাবের
সহিত ব্রহ্মের সামানাধিকরণ্যই সম্ভব হয় না। “যে চৌর, সে স্থাণু”
এই বাক্যের ন্যায় বাধদশাতে সামানাধিকরণ্যও বলা যায় না ; কারণ,
তাহাতে বেদের অপ্রামাণ্যের নিস্তার হয় না ॥ ৭৪ ॥

আরও মায়াবাদী কর্তৃক দৃষ্টি-সৃষ্টি স্বীকৃত হইয়া থাকে। সৃষ্টি
দৃষ্টিসময়া ; দৃষ্টি সৃষ্টিসময়া নহে, অর্থাৎ যখনই দৃষ্টি, তখনই সৃষ্টি,

কিঞ্চ, মাশ্মিতং শূন্যবাদান্নাতিরিচ্যতে ; অবিজ্ঞাবচ্ছিন্নং
জ্ঞানং সংবৃত্ত্যবচ্ছিন্নং শূন্যঞ্চ । “সর্বং জ্ঞানমিতি শূন্যম্” ইতি
চ ভাবনাপ্রকর্ষাদবিজ্ঞান্যঃ সংবৃত্তেশ্চ বিনাশে সতি জ্ঞানমাত্রং
শূন্যমাত্রঞ্চাবশিষ্যতে । কার্য্যনাশস্ত কারণরূপত্বাৎ, সৈব মুক্তিঃ ।
তস্য তস্য চ পরসামান্যরূপং সত্ত্বং ভাবপ্রতিযোগিকত্বরূপমসত্ত্বম্
অনুকূলবেত্ত্বরূপং স্তম্ভত্বং প্রতিকূলবেত্ত্বরূপং দুঃখত্বঞ্চ কিঞ্চিদা-
স্তবং নাস্তি । উভয়ং নির্লেপমজ্জরমমরমসম্বাদং সর্বমানাবেত্ত্বং
স্বয়ং প্রভাতম্ ॥ ৭৬ ॥

অথ মাধ্যমিকবুদ্ধিশিমতাবলম্বিত্বং নিগুণচিদদ্বৈতিনো দর্শয়তি কিঞ্চৈত্যা-
দিনা । অবিদ্বৈতি । অবিজ্ঞাবচ্ছিন্নং জ্ঞানং জগৎ সর্বং জ্ঞানমিতি ভাবনা-
প্রকর্ষণবিজ্ঞান্য বিনাশে জ্ঞানমাত্রমবশিষ্যতে ইতি নিগুণচিদদ্বৈতিনো মতং
সংবৃত্ত্যবচ্ছিন্নং শূন্যং জগৎ সর্বং শূন্যমিতি ভাবনাপ্রকর্ষণে সংবৃত্তের্বিনাশে
শূন্যমাত্রমবশিষ্যতে ইতি মাধ্যমিকস্য মতমিত্যর্থঃ । কার্য্যেতি । কারণ-
রূপত্বাদিজ্ঞানমাত্ররূপত্বাচ্ছেত্যর্থঃ । কার্য্যনাশস্যেতি কারণরূপকার্য্যনাশঃ মোক্ষ
ইত্যর্থঃ । তস্য তস্য চেতি । বিজ্ঞানমাত্রস্য শূন্যমাত্রস্য চেত্যর্থঃ । পরসা-
মাণ্যেতি । অনুরক্তধীহেতুর্নিত্যমেকমনেকানুগতঞ্চ সামান্যম্ । তৎ খলু
পরমপরঞ্চৈতি দ্বিবিধম্ । পরং সত্তা দ্রব্যাদিত্রিকবৃত্তিত্বাৎ অপরং দ্রব্যাদি-
মাত্রবৃত্তিত্বাদিতি । তথাচ দ্রব্যাদেরিব ভাবরূপত্বং নাস্তীত্যর্থঃ । ভাবেতি ।
ঘটো যস্য প্রতিযোগী স ঘটাবাবঃ ভাবপ্রতিযোগিকস্তত্ত্বং নাস্তীত্যভাবরূপ-
ত্বঞ্চ নেতি সর্বমানাবেত্ত্বমুক্তং যস্য তুল্যম্ । অন্যৎ প্রকট্যর্থম্ ॥ ৭৬ ॥

যখনই সৃষ্টি তখনই দৃষ্টি নহে । দৃষ্টির অভাবে সৃষ্টির অভাব ;
সৃষ্টির অভাবে দৃষ্টির অভাব নহে । এই দৃষ্টি-সৃষ্টি ক্ষণিকবিজ্ঞান-
পক্ষকে অতিক্রম করে না । ক্ষণিকবিজ্ঞানবাদে অর্থসকল ক্ষণিক
বলিয়াই স্বীকৃত হয় । অদ্বৈতবাদে অক্ষণিক অর্থাৎ নিত্যবিজ্ঞানমাত্র
ব্রহ্মের অস্তিত্ব স্বীকৃত হওয়ায় উক্ত ক্ষণিকবিজ্ঞানবাদ হইতে
অদ্বৈতবাদের ভেদ হইতেছে, একরূপও বলা যায় না ; কারণ, নিগুণ
চিন্মাত্র নিত্য বস্তুর অস্তিত্বের প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না । ইহা
পূর্বেই দর্শিত হইয়াছে ॥ ৭৫ ॥

নববেদ্যত্বে সত্যপরোক্ষব্যবহারাইত্মনত্যাধীনাপরোক্ষত্বং বা
 ব্রহ্মণঃ স্বপ্রকাশত্বম্, তচ্চ ন শূন্যত্বাস্তীতি কথমুভয়োঃ মান্যমিতি
 চেতুচ্ছমেতৎ। অপরোক্ষং হি স্বেনৈব স্ববিষয়কমণ্ডবিষয়কং
 বা? নাহুঃ, স্ববিষয়কতয়া মায়িনানঙ্গীকারাৎ। অঙ্গীকারে
 বা চিৎস্বয়কত্বেহপি স্বরূপদৃশ্যত্বাপত্ত্যা ব্রহ্মণো মিথ্যাত্বাপত্তি-
 বিষয়ত্বাবিসয়ত্বাভ্যাং বৈশিষ্ট্যাপত্তিঃ। নেতরঃ, মোক্ষেহন্যা-
 ভাবেনাত্ববিষয়পরোক্ষাসম্ভাবাৎ। তস্মাচ্ছূন্যসংবৃত্তয়োঃ পর্যায়-
 তয়েব জ্ঞানাবিভায়াঃ স্থিতিরिति মায়ী মাধ্যমিক এব। বেদান্তা-
 নামখণ্ডার্থবোধকত্বং সংসর্গাগোচর প্রমাজনকত্বং স্বীকুৰ্ব্বতা মায়িনা
 “সত্যং জ্ঞানমনন্তম্” ইত্যবাসজ্জড়পরিচ্ছিন্নব্যাবৃত্তং ব্রহ্মস্বরূপমেব
 তথ্যেতি ব্যাখ্যাতং—যথা গৌরগোব্যাবৃত্তা ইত্যাদিকং শূন্যবাদিনা
 বৌদ্ধেন ॥ ৭৭ ॥

অথ মাধ্যমিকাং স্বস্যা বৈলক্ষণ্যমাখ্যাতুং মায়ী প্রবর্ততে নম্বিত্যাदिना।
 ন খলু নাসাকর্ণবত্বমাত্রেন বিপ্রস্ফাপ্যন্ত্যজত্বং ত্বয়্যপি শক্যং বক্তুমিতি ভাবঃ।
 পরিহরতি তুচ্ছমেতদिति। অপরোক্ষং হি স্বেনৈবেতি ঐক্যৈব স্বং সাক্ষাৎ-
 কৰোতি তদন্যো বা জীব ইত্যর্থঃ। শিষ্টং স্পষ্টম্। ততশ্চ মায়ীমাধ্যমি-
 কয়োঃ সৰ্ব্বথা ধৰ্ম্মসাক্ষৰ্য্যাং সিদ্ধমিত্যাহ তস্মাচ্ছূন্যেতি। সাধৰ্ম্ম্যাস্তরমাহ

আর মায়াবাদের মত শূন্যবাদ হইতেও অতিরিক্ত নহে। অবিভা-
 বচ্ছিন্ন যে-জ্ঞান, তাহা সংবৃত্তাবচ্ছিন্ন ও শূন্য। সকলই জ্ঞান এবং
 শূন্য, এইরূপ ভাবনার প্রকর্ষহেতু অবিভা ও সংবৃত্তির বিনাশ হইলে
 জ্ঞানমাত্র শূন্যমাত্র অবশিষ্ট থাকে। কারণ, কার্য্যনাশই কারণ-
 নাশতুল্য। উহাই মুক্তি। বিজ্ঞানমাত্রের ও শূন্যমাত্রের পরাজাতির
 ন্যায় সত্তা নাই। এবং ঘট যাহার প্রতিযোগী, সেই ঘটাব্যাব-
 প্রতিযোগিক, কিন্তু উক্ত বিজ্ঞানমাত্রের বা শূন্যমাত্রের তাদৃশত্ব অর্থাৎ
 ভাবপ্রতিযোগিকাভাবরূপত্বও নাই। অনুকূলবেদ্যরূপ সুখত্ব ও
 প্রতিকূলবেদ্যরূপ দুঃখত্বও উহাদের নাই। অতএব উহাদের সর্ব-
 প্রামাণ্যাগোচরত্ব সদৃশই হইতেছে। আরও যাহারা বস্তুতঃ নাই
 এবং যাহারা উভয়েই নিলিপ্ত, অজর, অমর, সম, বাধ্য, সর্ব্বমানাবেদ্য
 ও স্বপ্রকাশস্বরূপ, তাহাদের তুল্যত্ব অবশ্য স্বীকার্য্য ॥ ৭৬ ॥

অপি চ জৈনসংখ্যং মাযিনো বিলোকিতম্ । জৈনঃ খলু
জাবাদীন্ ষট্ পদার্থান্ সত্ত্বাসত্ত্বাদিবিরুদ্ধধর্মযোগিনঃ বর্ণয়তি,
(কথঞ্চিৎ সৎ কথঞ্চিদসৎ ; কথঞ্চিৎ সদসদিত্যেবমাদিনা) সপ্তভঙ্গী-
ন্যায়েন । মাযী চ বিশ্বং সদসন্তিল্লম্ ; উপনিষদমপি ব্রহ্ম সর্ব-
শব্দাব্যচ্যমিত্যাदि । তস্মাচ্ছব্দান্তরেণ স্বছন্দ সমাবগম্যসং নাস্তক-
বিশেষ এবত্যস্ত বেদাশ্রামাণ্যকারিণঃ স্পর্শান্তেতব্যং বৈদিকৈ-
রिति ॥ ৭৮ ॥

বেদান্তিনামিতি । সংসর্গেতি । সংসর্গঃ গুণদ্বন্দ্বঃ স যদ্যাগোচরঃ বিষয়ো
ন ভবতি তাদৃশী নির্বিশেষাবচ্ছিন্নৈকব্রহ্মবিষয়া প্রমা তজ্জনকাঃ সর্ব-
বেদান্তা ইত্যর্থঃ । যথেন্তি । গোভিরভিন্নত্বং গোত্বমিতি বৌদ্ধানাং লক্ষণম-
তদ্ব্য বৃত্তিরূপমাহ ॥ ৭৭ ॥

যদি বল, ব্রহ্মের ঐ স্বপ্রকাশত্ব, বেদত্ব, থাকিয়া অপরোক্ষব্যবহার-
যোগ্যত্ব বা অনন্যাদীন অপরোক্ষত্ব, এই দুইএর যেটি হউক কোনটি
শূন্যের পক্ষে সম্ভব হয় না, অতএব ঐ ধর্মটি উভয়ের পক্ষে কিরূপে
স্বীকার করা হইবে, এই যে মায়াবাদিন্ ! তোমার পূর্বপক্ষ, তাহা
তুচ্ছই হইতেছে । কারণ, অপরোক্ষ বলিতে অবশ্য নিজের প্রত্যক্ষের
বিষয় বুঝিতে হইবে । যদি তাহাই হইল তবে ঐ প্রত্যক্ষবিষয়তা
স্ববিষয়ক অর্থাৎ ব্রহ্মবিষয়ক বা অন্তবিষয়ক বা তদন্তজীববিষয়ক
বলা হইবে ? মায়াবাদী কখনই উহার স্ববিষয়কতা স্বীকার করিতে
চাহিবেন না । অতএব প্রথম পক্ষ স্বীকার করা যাইবে না । যদিও
কোনরূপে উহা স্বীকার করা হয়, তাহা হইলেও ঐ স্ববিষয়কতা-পদে
চিদ্ধিষয়কতাই বুঝাইবে । চিদ্ধিষয়ক অপরোক্ষে স্বরূপের দৃশ্যতাপত্তি
এবং তাহাতে অর্থাৎ অদৃশ্য বস্তু দৃশ্য হওয়াতে ব্রহ্মের মিথ্যাত্বাপত্তি
ঘটে । বিশেষতঃ বিষয়ত্ব ও অবিষয়ত্ব দ্বারা ব্রহ্মের বৈশিষ্ট্যাপত্তিও
হইতেছে । এইরূপ দ্বিতীয় পক্ষও স্বীকার করা যুক্তিযুক্ত হয় না ;
কারণ, মোক্ষ অন্তের অর্থাৎ জীবের অভাবহেতু তদ্বিষয়ক অপরোক্ষ-
জ্ঞানের অর্থাৎ প্রত্যক্ষের অসম্ভাব হয় । অতএব শূন্য ও সংবৃত্তি
উভয়ের পর্যায়তাদ্বারা জ্ঞানের নিমিত্তই বিভ্রাদ্বয়ের স্থিতি স্বীকার
করিতে হইতেছে । সুতরাং মায়াবাদীর মত মাধ্যমিকের মতের

যন্তু “জ্যোতীংষি বিষ্ণুঃ” ইত্যাদৌ জ্ঞানমাত্রে ব্রহ্মণি ব্যবহার-
 ত্রাধ্যস্তত্বাত্ত্ব তত্ত্বেদন্ত চ বাধ্যত্বমিত্যুক্তং তদসৎ, তান্মান্নাস্তি-
 শব্দবাচ্যং চিজ্জড়াত্মকং কৃৎস্নং পরস্য বিষ্ণোঃ কায়ভূতং তদা-
 য়ত্ত্ববৃত্তিকত্বাদিত্তিস্তদাত্মকং ব্যপদিশ্যতে। স তু সৰ্ব্বাত্মাপি
 সৰ্ব্ববিজ্ঞানঃ ক্ষেত্রজস্য জীবস্য জ্ঞানস্বরূপস্যাপি দেবমনুষ্যাদি-

এবং মায়িনো বৌদ্ধত্বমাপাণ্ড জৈনত্বমাপাদয়তি অপিচেতি। সখ্যং
 সাধৰ্ম্যম্। স্ফুটার্থো গ্রন্থঃ। সপ্তভঙ্গীয়ায়োহয়ং সূত্রভাষ্যাদ্বোধ্যঃ। বিস্তর-
 ভয়ান্নাত্ৰ লিখিতঃ। নাস্তিকবিশেষ ইতি। কেনচিদ্বর্গেশ্বৰান্যত্বেহপোষ নাস্তিক
 এবেতি ভাবঃ। অস্যা স্পর্শাদ্ভেতবামিতি। যদুক্তম্। “হস্তিনা পীড়্যমানোহপি
 ন গচ্ছেজ্জৈনমন্দিরম্” ইতি ॥ ৭৮ ॥

সহিত এক হইয়া যাইতেছে। আবার মায়াবাদীরা বলেন, বেদান্ত-
 সকল অর্থগুণার্থবোধক ও সংসর্গাগোচর-প্রমাজনক। সংসর্গ-শব্দের
 অর্থ গুণসম্বন্ধ। ঐ গুণসম্বন্ধ যাহার গোচর অর্থাৎ বিষয় হয় না,
 তাদৃশী প্রমাবলিতে নির্বিশেষ ব্রহ্মবিষয়িণী প্রমা বুঝায়। বেদান্ত-
 সকল ঐ প্রমাই উৎপাদন করেন। “সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম” বলিতে
 অসৎ জড় পরিচ্ছিন্ন ব্রহ্মের স্বরূপ নহে। ইহাই মায়াবাদীর ব্যাখ্যা।
 গো যেমন অগো অর্থাৎ গোভিন্ন হইতে ভিন্ন, ব্রহ্মও তদ্রূপ অসৎ
 জড়াদি হইতে ভিন্ন, ইহাই শূন্যবাদী বৌদ্ধের মত। অতএব উভয়ের
 ঐক্য হইতেছে ॥ ৭৭ ॥

আবার মায়াবাদীর সহিত জৈনেরও ঐক্য দেখা যায়। জৈনেরা
 “সত্ত্বাসত্ত্বাদি” বিরুদ্ধধর্ম্মযুক্ত জীবাজীবাদি অষ্ট পদার্থ বর্ণন করিয়া
 থাকেন। তাঁহারা বলেন, “কথঞ্চিৎ সৎ কথঞ্চিৎ অসৎ” ইত্যাদি
 সপ্তভঙ্গী ন্যায়দ্বারা তাদৃশ অষ্টপদার্থ প্রমাণিত হয়। মায়াবাদীও
 উহাদিগের ন্যায় “সদসত্ত্বিন” বিশ্ব, উপনিষদ্ অথচ শব্দাবাচ্য ব্রহ্ম
 প্রভৃতি স্বীকার করেন। অতএব মায়াবাদীর মত শব্দান্তর দ্বারা
 আচ্ছাদিত জৈন-মতই। জৈন নাস্তিকবিশেষ, অতএব মায়াবাদীও
 তাহাই। ইহারা বেদের অপ্রামাণ্যই ঘটাইতেছেন। বেদান্তুগত
 আস্তিকসকল ইহাদিগের স্পর্শকেও ভয় করিবেন ॥ ৭৮ ॥

ভাবপ্রাপ্তৌ তদ্ব্যোগ্যজড়পরিণতৌ চ স্বরূপাবরককৰ্ম্মৈব
হেতুৰ্বিষ্ণুপদন্ত্যেব তস্য কৰ্ম্মণো বিমুক্তিরিত্যেতসৈবার্থস্য
নিরূপণাৎ ॥ ৭৯ ॥

তথাহি জ্যোতীংষীতি । ইহ বিষ্ণুয়ত্ত্ববৃত্তিকত্বাদিভিশ্চিদ-
চিৎশাস্ত্রাদ্রপ্যমভিহিতম্ । তাত্ৰ্যাং বিষ্ণোৰ্বেলক্ষণ্যমাহ —জ্ঞান-
স্বরূপ ইতি । যস্মাদসৌ ভগবান্ জ্ঞানস্বরূপঃ স্যতে, অতো-
হশেষবৃত্তিঃ পরিণামী প্রপঞ্চাকারো ন তু ভবতি, কিন্তু বস্তু-
ভূতোহপরিণামিচ্ছিন্ন ইত্যর্থঃ । প্রপঞ্চস্ত তস্মাদেব নিমিত্তা-
দুদ্ভূত ইত্যাহ,—ততোহীতি । ক্লীবত্বমর্থম্ । বিজ্ঞানার্থং জীবার্থং
বিজ্ঞপ্তিতানিত্যর্থঃ, ‘বুদ্ধীন্দ্রিয়মনঃ প্রাণান্ জনানামম্ভজৎ প্রভুঃ ।
মাত্রার্থঞ্চ ভবার্থঞ্চ আত্মনেহকল্পনায় চ’ ইতি স্মরণাৎ । জীবন্ত
জ্ঞানরূপশ্চাপ্যনাদিভগবদ্বৈমুখ্যাকৃতেঃ কৰ্ম্মভিঃ সংসারস্তংসান্মুখ্যে
সত্যসৌ বিলীয়তে স্বরূপঞ্চ ক্ষুরতীত্যাহ,—যদা তু শুদ্ধমিতি ।
যদৈব জ্ঞানমেবাত্মবস্তু স্বাস্মিন্ দেবাদিনৈবিধ্যানুসন্ধিহেতোঃ
সর্বশ্চ কৰ্ম্মণঃ সত্ত্বীর্থানুগ্রহলক্ষণা জ্ঞানপূৰ্ব্বকোপাসনয়া ক্ষয়ে-
সতি শুদ্ধং পরিশোধিতং সন্নিজরূপি ভবতি, তদা দেবাদি-

অথ প্রকৃতান্ পূৰ্ব্বপক্ষান্ নিরাকৰ্ত্তুমাহ যত্ত্বিত্যাदिना । स हि ति शक्ति-
द्वारा वा वृत्तिदातृत्वेन वा व्यापकतया वा सर्वरूपोहपि सर्वस्पर्श इत्यर्थः ।
स्वरूपावरककर्मैवेति कर्मात्राविद्यारूपं बोधाय ॥ ७९ ॥

“জ্যোতীংষি বিষ্ণুঃ” ইত্যাদি স্থলে জ্ঞানমাত্র ব্রহ্মে ব্যবহার অধ্যস্ত
বলিয়া ব্যবহার ও তদ্বদেব বাধা হইতেছে, এই যে সত্ত, তাহা সঙ্গত
নহে । সেই ক্ষতিতে পরমেশ্বর বিষ্ণুর শরীরভূত নাস্তিশব্দবাচ্য
চিহ্নজড়াত্মক সকল বস্তুকে যে তদাত্মক বলা হয়, সে কেবল ঐ
সকল বস্তুর তদায়ত্ত্ববৃত্তিকত্ব অর্থাৎ তদধীনত্ব প্রযুক্তই জানিতে হইবে ।
ঐ বিষ্ণু সর্বাত্মা হইয়াও সর্ববিলক্ষণ । ক্ষেত্রজ জীবও জ্ঞানস্বরূপ
হইলেও তাঁহার দেবমনুষ্যাদিভাবপ্রাপ্তিতে এবং তদ্ব্যোগ্যজড়রূপে
পরিণতিতে স্বরূপাবরক কৰ্ম্মই হেতু । আবার বিষ্ণুপদন্তিতে অর্থাৎ
তাঁহার শরণাগতিতেই ঐ কৰ্ম্মের মুক্তি হইয়া থাকে । ক্ষতিতে এই
বিষয়ই নিরূপিত হইয়াছে ॥ ৭৯ ॥

দেহাভিমানিনঃ অন্ত্যাত্মনঃ সঙ্কল্পপূর্ব্বককৰ্ম্মফলভূতা দেবাদিদেহ-
ভোগ্যাঃ শৈলান্ধিধরাদয়ো বস্তুভেদা ন ভবন্তি, তদ্বৈতোঃ কৰ্ম্মণঃ
প্রণাশাদিত্যর্থঃ। ইথঞ্চাচিদংশস্ত প্রতিক্ষণপরিণামিতয়া বিনষ্টে
প্রায়হ্মান্নাস্তিশব্দবাচ্যত্বং দর্শিতম্। প্রতিক্ষণমবস্থাভঙ্গস্তত্র নিমিত্ত-
মিত্যাহ,—বস্তুস্তি কিমিতি। চিদংশঃ স্বল্পাদিমধ্যাবসানহীনঃ
সদৈকরূপস্তস্ত্র ন কদাচিহ্মান্নিবুদ্ধিযোগঃ। অচিদংশস্ত কোহপি
কদাপি তথাহুতো ন দৃষ্টেঃ। ততঃ কিং? তত্রাহ যচ্চেতি।
যদনুত্যাগং পরিণামং মুহুঃ প্রাপ্নোতি, তৎ পুনস্তথা পূর্ব্ববদ-
ভবতি। তত্র পূর্ব্বাবস্থাপরাবস্থাশৃণ্ণে অপরাবস্থাভাজি বস্তুনি
তদেবেতি প্রতীত্যভাবান্ত্বমস্তিশব্দবাচ্যত্বং কুতঃ স্মার্ত্ত্যর্থঃ।
তথৈব প্রতীয়তে ইত্যাহ—মহীতি। পিণ্ডাদিদ্বারা ঘটত্বং মহী
প্রাপ্নোতি, ঘটাস্ত্যাং কপালিকা, মদিতায়াশ্চ তন্ত্যাস্চূর্ণরজঃ।
ততোহগুরতি সূক্ষ্মশ্চেত্যেবং জনৈরবস্থেব স্বভোগ্যভূতং সতত-
পরিণামিজড়মেবালক্ষ্যতে। অত্র পরিণামপরম্পরাস্যাং সততৈক-
রূপমস্তিশব্দবাচ্যং বস্তু জীবেশানুতরং কিমালক্ষ্যতে ত্বং ক্রহীতি
নৈবালক্ষ্য ইত্যর্থঃ। তত্র হেতুঃ স্বকর্মেতি ॥ ৮০ ॥

তথাহীতি সমর্থমর্থং দর্শয়তীত্যর্থঃ। তাদ্রপাং বিষ্ণুরূপত্বম্। তাভ্যাং
চিদচিদ্র্যাম্ জীবার্থং বিজৃম্বিতানিতি জীবভোগায় বিরচিতানিত্যর্থঃ। তত্র
প্রমাণং বুদ্ধীন্দ্রিয়েতি শ্রীদশমে। জীবস্মেতি অনাদিকালিকী বিষয়স্পৃহাস্য
ভগবদ্বৈমুখ্যং তেন প্রাকৃতাবাসজ্জতি কৰ্ম্মাণি চ কৰোতি তৈরুর্দ্ধমধশ্চ ভ্রমতী-

“জ্যোতীংষি বিষ্ণুঃ” এই স্থলে নাস্তিশব্দবাচ্য চিজ্জড়াত্মক জগতের
বৃত্তি বিষ্ণুর অধীন বলিয়াই জগৎকে তদাত্মক বলা হইয়াছে। ঐ
চিৎ ও জড় বস্তু হইতে বিষ্ণুর বৈলক্ষণ্যও স্থিরীকৃত হইয়াছে। যথা,
“জ্ঞানস্বরূপ” ইত্যাদি। জ্ঞানস্বরূপের উক্তিহেতু ঐ অশেষমূর্ত্তি
ভগবান্ পরিণামী (অর্থাৎ প্রপঞ্চাকারও) নহেন। কিন্তু তিনি
স্বরূপভূত অর্থাৎ অপরিণামী চিদ্রূপই হন। প্রপঞ্চ সেই কারণভূত
পরমেশ্বর হইতেই উৎপন্ন। “ততো হীতি” এই স্থলে ক্রীবত্ব আর্ষ।
বিজ্ঞানার্থ অর্থাৎ জীবের জন্ম বিজৃম্বিত অর্থাৎ প্রকাশিত। “বুদ্ধী-
ন্দ্রিয়মনঃপ্রাণান্ জনানামসৃজৎ প্রভুঃ। মাত্রার্থঞ্চ ভবার্থঞ্চ আত্মনেহ-

সম্মাদেবং তস্মাদচিদংশোহস্তিশব্দবাচ্যো ন ভবতীত্যাহ তস্মা-
 স্তেতি । চিদংশস্ত পরিণামাভাবাৎ সর্দৈকরূপো দেবাদিদেহ-
 বিলক্ষণোহপি তদাদিপ্রাপকেন নিজকৰ্ম্মভেদেন বিভিন্নচিঠৈ-
 র্জমৈবৰ্ছদা দেবমমুখ্যা দিক্রূপেণানুসংহিত ইত্যাহ,—বিজ্ঞানমেক-
 মিতি । এতচ্চ ভগবদৈমুখ্যাহেতুঃকেন কৰ্ম্মণৈব কৃতং, ন তু
 স্বরূপপ্রযুক্তমিতিহ, —জ্ঞানং বিশুদ্ধমিতি । বিশুদ্ধং কৰ্ম্মরহিতং

তার্থঃ । সত্তীর্থৈতি পুণ্যতীর্থনিষেবণলক্ষমহংকূপয়েত্যর্থঃ । ন ভবন্তি তদ্ভোগায়
 নোদয়ন্তে । অচিদংশস্য প্রাকৃতভাগস্য শৈলাক্লিধরাদেঃ । অচিদংশে নাস্তি-
 শব্দস্য প্রবৃত্তৌ নিমিত্তমাহ প্রতীতি । তৎ পুনস্তথৈতি পূৰ্ব্ববৎ চিদংশবৎ-
 সর্দৈকরূপো ন ভবতীত্যর্থঃ । তথৈবেতি নানাবস্তুতয়া । তস্মা ইতি
 কপালিকায়াঃ ॥ ৮০ ॥

কল্পনায় চ” জনসকলের বিষয়ভোগ, জন্ম, পরলোকভোগ ও মোক্ষের
 নিমিত্ত প্রভু পরমেশ্বর বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়, মন ও প্রাণের সৃষ্টি করিয়াছেন ।
 এই শ্লোক হইতে এইরূপ অর্থই প্রাপ্ত হওয়া যায়—জীব জ্ঞানরূপ
 হইলেও তাঁহার অনাদিভগবদৈমুখ্যকৃত কৰ্ম্মসকলদ্বারা সংসার এবং
 তৎসামুখ্য হইলে ঐ সংসারের ক্ষয় হয় । সংসারক্ষয়ে জীবের
 স্বরূপেরও স্ফুৰ্ত্তি হইয়া থাকে । এই নিমিত্তই বলিলেন, “যদা তু
 শুদ্ধং নিজরূপি সৰ্ব্বং কৰ্ম্মক্ষয়ে জ্ঞানমপাস্তদোষম্ । তদা হি সঙ্কল্পতরোঃ
 ফলানি ভবন্তি নো বস্তুষু বস্তুভেদাঃ” । যখন সদগুরু প্রসাদে
 জ্ঞানলাভের অনন্তর উপাসনাদ্বারা আপনাতে দেবাদিবিবিধদেহের
 প্রাপ্তিহেতু কৰ্ম্মসকলের ক্ষয় হয়, তখন জীব শুদ্ধ অর্থাৎ
 পরিশুদ্ধ নিজরূপ প্রাপ্ত হন । তখন দেবাদিদেহাভিমাত্রী এই
 জীবাত্মার কৰ্ম্মফলভূত দেবাদি-দেহ-ভোগ্য শৈলধরাদি বস্তুভেদ থাকে
 না ; কারণ, তখন ভোগহেতু কৰ্ম্ম নষ্ট হইয়া যায় । এইরূপে অচিদংশ
 প্রতিক্ষণেই পরিণামপ্রাপ্তিবশতঃ এবং তন্নিমিত্ত বিনষ্টপ্রায়
 বলিয়া উহাকে নাস্তি—নাই শব্দের বাচ্য বলিয়াছেন । প্রতিক্ষণেই
 অবস্থান্তর প্রাপ্তিহেতু যে উহাকে বিনষ্টপ্রায় বলা হইয়াছে, তাহা
 ঠিক হইয়াছে অর্থাৎ অবস্থান্তরত্বই যে বিনষ্টপ্রায়ত্বের কারণ ইহাই

বিমলং প্রকৃতিস্পর্শরহিতং বিশোকং তৎকৃতদুঃখরহিতং লোভা-
দিহেয়গুণরহিতঞ্চ। এবং মদুক্তপ্রকারং সদৈকং সর্বদৈকর-
সমিতি বিশ্বাস্ত্ববর্তিনঃ ক্ষেত্রজ্ঞস্তা শুদ্ধং স্বরূপং নিরূপিতম্।
যস্যোপসন্ত্যা মোক্ষস্তমীশং নিরূপয়তি,—পরম ইতি। পরেশস্ত
পরমো নিত্যলক্ষ্মীকঃ, বাহুদেবো বিশুদ্ধসত্ত্বাবিভাবী,—“সত্ত্বং
বিশুদ্ধং বহুদেবশক্তিং যদিয়তে তত্র পুমানপাবৃতঃ” ইতি স্মরণাৎ।
যতোহন্যাস্তি শক্তিমতস্তস্মাজ্জগদন্য ভবতীতি জীবাভেদঃ ॥৮১॥

যস্মাদিত্যাদিকং প্রকটার্থম্। বিশুদ্ধমিত্যাদিকং জীবস্য নৈজং রূপং
বোধ্যম্। জীব ঈশ্বরশ্চ অস্তিশব্দবাচ্যঃ। তত্র জীবস্তদ্বাচ্যো নিরূপিতঃ।
অথেশ্বরং নিরূপয়তি যস্যোপসন্ত্যোপসন্ত্যা ন্যা। উপসন্ত্যোপাসনয়া ইতি। জীবা-
দিতি। নিত্যলক্ষ্মীকঃ বিশুদ্ধসত্ত্বাবিভাবীত্বরহিতাং জীবাং তদ্বাদীশ্বরো ভিন্ন
ইত্যর্থঃ ॥ ৮১ ॥

উক্ত হইতেছে—“বস্তুস্তি কিমিতি”। চিদংশেরই আদি, মধ্য ও অন্ত
নাই, উহা সদা একরূপ, উহাকে কখনই ‘নাই’ বলা যায় না; কিন্তু
অচিদংশকে কেহ কখন তথাভূত অর্থাৎ চিদংশের গ্নায় আদিমধ্যান্ত-
বিহীন দেখেন নাই। তাহাতে কি হইল, ইহাই বলিতেছেন—
“যচ্চেতি”। যাহা পুনঃ পুনঃ পরিণাম প্রাপ্ত হয়, তাহা কখনই
পূর্বরূপ থাকে না। যাহার পূর্বাবস্থা বা পরাবস্থা থাকে না, যাহা
প্রতিনিয়তই স্বতন্ত্র অবস্থা প্রাপ্ত হয়। তাদৃশ বস্তুতে ‘ইহা সেই
বস্তু’ এরূপ প্রতীতি হইতে পারে না। অতএব তাহাতে ‘আছে’
বলা যায় না। এই নিমিত্তই বলিয়াছেন—মুক্তিকা-পিণ্ডাদি দ্বারা
ঘটাবস্থাকে প্রাপ্ত হয়। ঐ ঘট ভগ্ন হইয়া কপালিকা হয়। কপালিকা
আবার চূর্ণ হইলে রজোরূপে পরিণত হইয়া ক্রমে অণু প্রাপ্ত হইয়া
থাকে। জীবের ভোগ্য বস্তুসকল এইরূপে সততই পরিণাম প্রাপ্ত
হইয়া থাকে। উহার কখনই একরূপে থাকে না। অতএব
উহাদিগকে “অস্তি”—আছে, এই শব্দ দ্বারা নির্দেশও করা যায়
না। ঐ পরিণামের হেতু, জীবের নিজকর্ম ॥ ৮০ ॥

এই নিমিত্তই অচিদংশ অস্তিশব্দবাচ্য হয় না। চিদংশ কিন্তু
পরিণামের অভাবহেতু সদা একরূপ। উহা দেবাদিদেহরূপে নিরূপিত

উপসংহরতি—সম্ভাব ইতি । এবং নিত্যলক্ষ্মীকতয়াবিশুদ্ধ-
সম্ভাবির্ভাবতয়া চিন্ময়তয়া সতো ব্রহ্মণো ভাবো বিভূতিঃ স্বভাবশ্চ
তবোক্তঃ । জ্ঞানং চিদংশঃ, অগ্ন্যদচিদংশঃ । পূর্বস্তু সর্বদৈক-
রূপেণাস্তিশব্দবাচ্যত্বং সত্যত্বঞ্চ । উত্তরস্তু প্রতিক্ষণপরিণামি—
তয়া বিনাশগৰ্ভহ্মাস্তিশব্দবাচ্যত্বমসত্যত্বঞ্চ তবোক্তম্ । নন্যস্তা-
চিদংশস্ত্যোক্তিঃ কিমর্থ্য । তত্রাহ, এতত্ত্বং যদিহি । তত্রাপি বিষু-
তত্বনিরূপণে যদেতদচিদংশভূতং ভুবনাশ্রিতং শৈলান্নিধরাদি-
গদিতং তৎ সম্যক্ পরমার্থতয়া ব্যবহারভূতং, ন তু শুক্তিরজতা-
দিবল্ল্যভূতমিত্যর্থঃ । দেবমনুষ্যাদিভাবঃ কৰ্ম্মণৈবেতি বিশদয়তি
যজ্ঞঃ পশুরিতি । অচিদংশস্য সংব্যবহারভূতামাহ,—যচ্চৈতদিতি ।
কৰ্ম্মবশ্যো জীবো নানা যোনিব্রজতীতি জ্ঞাত্বা বিরক্তঃ সন্নিহ
জগতিতৎকুর্য্যাৎ যেম বাসুদেবং বিশতি প্রাপ্নোতি । “পুরং
প্রবিণতি” ইত্যত্র পুরপ্রাপ্তিরবগম্যতে । প্রবেশহেতুশ্চ ভক্তিরেব
“ভক্ত্যা মামভিজানাতি” (গীঃ ১৮।৫৫) ইত্যাদি স্মৃতিভ্যঃ ॥৮২॥

উপসংহরতীতি । সম্ভাব ইতি — সচ্ছব্দস্য ব্রহ্মাভিধায়িত্বং “ওঁ তৎসদিতি
নির্দেশো ব্রহ্মণস্ত্রিবিধঃ স্মৃতঃ” গীঃ ১৭।২৩) ইতি বাক্যাৎ । ভাবশব্দেনবিভূতিঃ
স্বভাবশ্চোচ্যতে । ভাবঃ সত্তেত্যাदि-মেদিনীকরকোষাৎ । স্মৃটমগ্ন্যং ॥ ৮২ ॥

হয় না । উহার আশ্রয়েই জীবের মোক্ষ উনি পরমেশ্বর । উনি জীব
হইতে ভিন্ন হইয়াও দেবাদিদেহপ্রাপক নিজকৰ্ম্মবশতঃ বিভিন্নচিত্তজন-
সকল কর্তৃক বহুপ্রকারে দেবমনুষ্যাদিক্রূপে দৃষ্ট হন । জীবের উক্ত ভ্রম
ভগবদৈমুখ্যহেতু কৰ্ম্মদ্বারাই ঘটে । উহা স্বরূপপ্রযুক্ত নহে । কারণ,
জীবের স্বরূপ কৰ্ম্মরহিত, প্রকৃতিস্পর্শশূন্য, শোকবর্জিত এবং লোভাদি-
হেয়গুণাস্পৃষ্ট । এই বিষয়টি “সত্ত্বং বিশুদ্ধং বসুদেবশব্দিতম্” প্রভৃতি
শ্লোকে কথিত হইয়াছে । পরমেশ্বরই একমাত্র শক্তিমান্ । তাঁহা
হইতে অন্য শক্তিমৎ তত্ত্ব নাই । শক্তিরূপ জগৎ তাঁহা হইতে ভিন্ন
নহে । অতএব জীব হইতে পরমেশ্বরের ভেদ স্পষ্টরূপে সিদ্ধান্তিত
হইতেছে ॥ ৮১ ॥

উপসংহার করিতেছেন— “সম্ভাব” ইত্যাদি । পরমেশ্বর নিত্য-
লক্ষ্মীযুক্ত বিশুদ্ধসত্ত্বাত্মক-আবির্ভাববিশিষ্ট ও চিন্ময়হেতু তাঁহার ভাব

যস্মিন্ বাধ্যাং সামানাধিকরণ্যামাশ্রিত্য ব্রহ্মৈক্যং নিব্বি-
শেষং সত্যং ততোহন্যং সৰ্ব্বমসত্যমিতি কল্পয়ন্তি ন তচ্চতুরশ্রং
পূৰ্ব্বাপরবিৰোধাদেব বাধ্যদ্রষ্টুৰগিরূপ্যত্বাচ্ ॥৮৩॥

মায়িনো ব্যাখ্যাং দুষয়তি যস্মিন্ হেত্যাदिना । অয়মর্থঃ— জ্যোতীঃষি
বিষ্ফুরিতি বাধ্যাং সামানাধিকরণ্যাদেকমেব ব্রহ্ম তত্ত্বমিতি প্রতিজ্ঞায়
জ্ঞানস্বরূপো ভগবানিতি তস্মিন্ জ্ঞানেন বিজুস্তিতং জগদধ্যারোপ্য যদা
তু শুদ্ধমিতি তদেব দৃষ্টীকৃত্য বস্তুস্তি কিমিত্যাदिভ্যাং প্রতীতিকালেহপি
তস্য মিথ্যাত্বমাপাত্ত তস্মাচ্চ বিজ্ঞানমিতি প্রতিজ্ঞাতং তস্মৈকত্বমুপসংহত্য
বিজ্ঞানমেকমিতি কস্মৈব ভেদদৃষ্টিমূলমিতি বিশদীকৃত্য জ্ঞানং বিশুদ্ধমিতি
ব্রহ্মস্বরূপং সংশোধ্য তদ্ব্যব ইতি ব্রহ্মৈব পরমার্থসত্যং তদন্যং সৰ্বং মূষা-
ভূতং তস্য সত্যত্বং ব্যবহারিকমিতি শাস্ত্রীয়ং বহস্যমত একমেব চিন্মাত্রং
ব্রহ্ম অজ্ঞানত্বনির্ব্বাচ্যং তেন শৈলান্ধিধরাदि जगत्तत्राधास्तुमिति प्रत्यायय
যচ্চৈতদিত্যেনেব ব্রহ্মাহমিত্যদ্বৈতভাবনয়োপাধিবিগমে স্বান্নমূলমেব বাসু-
দেবং ব্রহ্ম বিশতি ঘটনাশে ঘটাকাশ ইব হঠাকাশমিতি প্রতিপাদয়তি

অর্থাৎ বিভূতি ও স্বভাব উক্ত হইয়াছে । জ্ঞান শব্দে চিদংশ । তদন্য
অচিদংশ চিদংশকে সর্বদা একরূপ বলিয়া ‘অস্তিশব্দবাচ্য’ ও ‘সত্য’
এবং ‘অচিদংশকে’ প্রতিক্ষণপরিণামী ও বিনাশী বলিয়া ‘নাস্তিশব্দ-
বাচ্য’ ও ‘অসত্য’ বলা হইয়াছে । ঐ অচিদংশ স্বীকারের প্রয়োজন
দেখাইবার নিমিত্ত বলা হইয়াছে—“এতত্ত্ব যৎ” ইত্যাদি । ঐ স্থলেও
বিষ্ফুতত্ব নিরূপণ-বিষয়ে যে এই অচিদংশভূত ভুবনাশ্রিত শৈল, সমুদ্র
ও ধরা প্রভৃতি বলা হইয়াছে, তাহা সম্যক্ অর্থাৎ পরমার্থের উপযোগী-
হেতু ব্যবহারভূত হইতেছে, ইহা শুক্তিরজ্রতাদির ন্যায় মিথ্যাত্ব
নহে । দেবমনুষ্যাदिভাব যে কৰ্ম্মদ্বারাই হইয়াছে, তাহাই পরিষ্কার
করিতেছেন—“বদ্ধঃ পশুঃ” ইত্যাদি । অচিদংশের ব্যবহারভূতত্ব
বলিতেছেন—“যচ্চৈতৎ” ইত্যাদি । কৰ্ম্মবশ্য জীব নানাযোনিতে
গমন করেন, ইহা জানিয়া, বিরক্ত হইয়া, এই জগতে সেই কৰ্ম্ম
করিবে, যাহাদ্বারা বাসুদেবকে প্রাপ্ত হওয়া যায় । “পুরং প্রবিশতি”
এই স্থলে, পুর-প্রাপ্তির কথা অবগত হওয়া যায় । পুর-প্রবেশের
হেতু ভক্তি ॥ ৮২ ॥

তস্মিন্ শাস্ত্রে শ্রীমান্ পরাশরঃ পূৰ্বমীশজীবপ্রকৃতিকাল-
মিত্যানবোচৎ ; তথা হি—“অবিকারায় শুদ্ধায় প্রধানপরমাত্মনে।
সদৈকরূপরূপায়বিষ্ণবে সৰ্ব্বজিষ্ণবে ॥ প্রধানং পুরুষঞ্চাপি
প্রবিশ্ণাৎশ্চৈয়ং হরিঃ। ক্ষোভায়ামাস সংপ্রাপ্তে সৰ্গকালে
ব্যয়াব্যয়ৌ ॥ অব্যক্তং কারণং যন্তং প্রধানম্মিসমুতমৈ।
শ্ৰোচ্যাতে প্রকৃতিঃ সৃক্ষ্মা নিত্যং সদসদাত্মকম্ ॥ অনাদিৰ্ভগবান্
কালো নান্তোহস্ম্য দ্বিগ্ বিদ্বতে। অব্যুচ্ছিন্নাস্ততশ্চেতে সৰ্গস্থি-
ত্যন্তসংযমাঃ” ইতি। ন চৈষাং ভাবনয়ৈব নাশঃ নিত্যত্বব্যা-
কোপাৎ ॥ ৮৪ ॥

পরাশর ইতি ব্যাচক্ষে কেবলাদ্বৈতী, তন্মন্দম্। তত্র হেতুঃ পূৰ্বাপরেজি।
অত্র হি ত্রিভুবনকোশস্য বিস্তীর্ণং স্বরূপং নিকৃপ্য তত্রানিকৃপিতং তস্যৈব
রূপান্তরং সংক্ষেপান্নিকৃপাতে। সংক্ষেপঃ শ্রয়তাং পুনঃ। যদনু বৈষ্ণবঃ
কায়ন্ততো বিপ্র বদুন্ধরা। পদ্মাকরা সমুদ্ভূতা পৰ্বতাক্ষাদিসংযুতা। জ্যোতীঃষি
বিষ্ণুরিত্যাদেঃ। অত্র বিষ্ণুকায়োদ্ধূতে ঙ্ক্ষাণ্ডে চিদচিদ্বৃতৌ দ্বাবংশৌ।
তত্র চিদংশঃ সদৈকরূপাদন্তিশব্দবাচ্যঃ অচিদংশস্তত্ত্বগরিণামেন নাশগৰ্ভত্বাৎ
নান্তিশব্দবাচ্যঃ পরিভাষ্যতে। চিদংশস্যচিদংশাবেশাৎ সংসৃতিবিষ্ণুাবেশাৎ
তু বিমুক্তিরিতি পূৰ্ববন্নিত্যসৈব বিশেষো বর্ণ্যতে নান্যদिति। এবমেব
মৈত্রেয়স্যানুত্তিশ্চ সঙ্গচ্ছতে, “বিষ্ণুধারং যথা চৈতন্য ত্রৈলোকাং সমবস্থিতম্।
পরমার্থশ্চ যঃ প্রোক্তো যথা জ্ঞানং প্রধানতঃ” ইতি তস্মান্নাস্ত্যাসত্যশব্দাভ্যাং
প্রপঞ্চস্য নশ্বরত্বমুক্তং। বস্তুস্তি কিমিত্যাদিভ্যাং তথৈব প্রত্যয়ান্নাস্ত্যাশব্দাভ্যাং
মুক্তিবৈরাগ্যায়ৈতি তত্ত্ববিদেঃ। বাধেতি। কোহসৌ নাম দ্রষ্টা জীবশ্চৈদৃশি-
কৰ্ত্ত্বহানুপপত্তিঃ, তস্য বাধাত্মেন তাদৃশি কৰ্ম্মত্বাৎ। ঙ্ক্ষস্বরূপং চেদৈশিষ্ট্যা-
পত্তিঃ ॥ ৮৩ ॥

শ্রীবিষ্ণুপুরাণেহস্মিন্ নির্বিবশেষচিদৈকাকল্পনমতীৰ মৌঢ্যাদেবাচার্য্যহৃদয়-
বিরোধাদিতি ভাবেন প্রকরণং রচয়তি তস্মিন্নত্যাদিনা। অবিকারায়ৈত্যা-
দীনি প্রথমাংশবচাংসি। প্রধানমিতি। পুরুষং ক্ষেত্রজম্। ব্যয়াব্যয়ৌ

এই স্থলে যে বাধাতে সামানাধিকরণ্য আশ্রয় করিয়া জীবব্রহ্মের
ঐক্য নির্বিবশেষ ও সত্যস্বরূপ এবং তাহা হইতে অন্তসকলই অসম্ভ্য
এই প্রকার কল্পনা করা হয়, ঐ কল্পনা সঙ্গত হয় না ; কারণ, উক্ত
কল্পনাতে পূৰ্বাপর বিরোধহেতু বাধাদ্রষ্টার অনিরূপত্ব ঘটে ॥ ৮৩ ॥

ভেদশৈচ্যমিহ সস্তাশ্রুতে—“প্রধানপুরুষব্যক্তকালানাং পরমং
 হি যৎ। পশ্চান্তি সূরয়ঃ শুদ্ধং তদ্বিশোঃ পরমং পদম্ ॥ বিষ্ণু-
 স্বরূপাৎ পরতো হি তেহন্তো রূপে প্রধানং পুরুষশ্চ বিপ্র।
 তন্ত্বেব তেহন্তেন স্তুতে বিযুক্তে রূপেণ যন্তদ্বিজকালসংজ্ঞম্ ॥
 ন সন্তি যত্র সর্ব্বেশে নামজাত্যাদিকল্পনাঃ। সস্তামাত্রাত্মকে জ্ঞয়ে
 জ্ঞানাত্মন্যাত্মন পরে ॥ স ব্রহ্ম তৎ পরং ধাম পরমাত্মা স চেশ্বরঃ।
 স বিষ্ণুঃ সর্ব্বমেবেদং যতো নাবর্ত্ততে যতিঃ ॥ প্রকৃতির্য্যা ময়া-
 খ্যাতা ব্যক্তাব্যক্তস্বরূপিণী। পুরুষশ্চাপ্যভাবেতে লীয়তে
 পরমাত্মনি” ইত্যাদিভিঃ ॥ ৮৫ ॥

সপরিণামাপরিণারিতার্থঃ। পরিণামাবিরহান্নিত্যো জীবঃ। অনাদিরিতি
 আত্মন্তবিরহান্নিত্যঃ কালঃ ॥ ৮৪ ॥

প্রধানেতি। পরমং শ্রেষ্ঠং তেভ্যোহত্যন্তভিন্নমিতার্থঃ বিষ্ণোরিতি।
 ইহান্য শব্দো ভেদার্থকো ব্যক্তমুক্তো। ন সন্তীতি। বস্তুভূতা নামজাতিলীলা
 যত্র ন সন্তীতি ভাবঃ। আত্মনঃ জীবাৎ। পরে ভিন্নে। ঐষু প্রধানতো-
 দিদ্বয়ং প্রথমেশংশে ন সন্তীতাদিত্রয়ং তু যষ্ঠেশংশে বোধ্যম্ ॥ ৮৫ ॥

সেই শাস্ত্রে শ্রীমান্ পরাশর ঋষি প্রথমতঃ ঈশ্বর, জীব, প্রকৃতি
 ও কাল, এই চারিটি তত্ত্বকে নিত্য বলিয়াছেন, যথা—“অবিকার,
 শুদ্ধ, সদা একরূপ, সর্ব্বজ্ঞয়ী, পরমাত্মা বিষ্ণুকে নমস্কার। সেই
 শ্রীহরি সৃষ্টিসময়ে স্বেচ্ছাক্রমে প্রধান ও পুরুষে প্রবেশপূর্ব্বক তত্-
 ত্বকেই ক্ষোভিত করেন, ঋষিসত্তমসকল ঐ প্রধানকে অব্যক্ত কারণ
 বলিয়া থাকেন। ঐ প্রধানই সূক্ষ্মা প্রকৃতি; উহা নিত্য ও সদ-
 সদাত্মক। হে দ্বিজ। ঐ ‘কাল’ের অন্ত নাই। তাহা হইতেই
 এই সংসারের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় হয়। ইহাদের ভাবনাদ্বারা নাশ
 বলা যায় না; কারণ, তাহা হইলে নিত্যত্বের ব্যাকোপ হয় ॥ ৮৪ ॥ ১১

প্রকৃতি-জীবাদির ভেদও এই স্থলেই বলিয়াছেন, যথা, যাহা
 প্রধান পুরুষ ও কালাদির পরম, তাহাকেই জ্ঞানীসকল দর্শন করিয়া
 থাকেন। উহাই বিষ্ণুর পরমপদ। প্রধান ও পুরুষ, এই দুইটি
 বিষ্ণুর বিভিন্নরূপ। তিনিই এই দুইটিকে ধরিয়া আছেন। তিনি
 যদ্বারা এই দুইটিকে পৃথক্ ধরিয়া আছেন, তাহার নাম ‘কাল’। সেই

এতেনৈব পরত্র ভরতরহুগণসংবাদো ব্যাখ্যাতঃ। তত্র হি
ব্রহ্মজীবয়োরভেদোহপরমার্থঃ শুদ্ধব্রহ্মানুভবস্ত পরমার্থঃ স্ফুট-
মুক্তঃ ॥ ৮৬ ॥

অথ দ্বিতীয়াংশস্থঃ ‘ভরতরহুগণসংবাদং’ সংগময়তি এতেনৈবেতি।
নাস্ত্যসত্যশকাভ্যাং পরিণামিনঃ প্রতিপাদনেনেশ্বরাদীনাং চতুর্গাং নিত্যত্ব-
প্রতিপাদনেন শাস্ত্রেহস্মিংস্তেষাং ভেদাভ্যাসেন চেত্যর্থঃ। ব্যাখ্যাত ইতি।
ভেদপরতয়া পরেশভক্তিপরতয়া চ নীত ইত্যর্থঃ। এতদেবাহ তত্র হীত্যাদিনা।
পরমাত্মান্ননোর্যোগঃ পরমার্থ ইতীয়াতে। মিথ্যাতদন্যদ্রব্যং হি নৈতান্য-
দ্রব্যতাং যত ইতি তত্রৈব ভরতোক্তিঃ। এতদুক্তং ভবতি যো ভবান্ যন্নিমিত্তং
বেত্যাতিরহুগণেন রাজ্ঞা পৃষ্ঠো ভরতঃ অহমর্থোহপ্যাত্মা স্বাতন্ত্র্যাভিমানং
নোপৈতীতু্যপদিশতি। অথ শ্রেয়স্তেন পৃষ্ঠো ধনপুত্রাদীনি পরাশ্লেষ্যপৰ্য্যন্তানি
শ্রেয়াংস্যভিধায় তেষামপরমার্থত্বমুপপাদ্য শুদ্ধব্রহ্মানুভবস্য পারমার্থ্যমাহ। তস্ম্যাং
শ্রেয়াংস্যশেষাণি নূপৈতানি ন সংশয়ঃ। পরমার্থস্ত ভূপাল সংক্ষেপাৎ শ্রয়তাং
মম। একো ব্যাপী সমঃ শুদ্ধো নিগুণঃ প্রকৃতেঃ পরঃ। জন্মরুদ্বাদিরহিত
আত্মা সর্বগতোহব্যয়ঃ। পরো জ্ঞানময়োহসত্ত্বিনামজাত্যাতিভির্বিভূঃ। ন যোগ-
বান্ ন যুক্তোহভূন্নৈব পার্থিব যোক্ষ্যতি। তস্মাত্ত্বপরদেহেষু সতোহপ্যেকময়ং
হি যৎ। বিজ্ঞানং পরমার্থোহসৌ দ্বৈতিনোহতত্ত্বশর্শিনঃ। বেগুরক্তবিভেদেন
ভেদঃ ষড়্জাদিসংজ্ঞিতঃ। অভেদবাদ্যদ্যপিনো বায়োস্তথাসৌ পরমাত্মনঃ।
একত্বং রূপভেদশ্চ বাহ্যকর্ম্মপ্রবৃত্তিজঃ। দেবাদিভেদমধ্যান্তে নাস্ত্যাবাবরণো
হি স ইতি। এষামর্থঃ একঃ স্বতন্ত্রঃ ব্যাপী বহিরন্তশ্চ ব্যাপকঃ আত্মা চিং-
সুখবপুঃ জীবজ্ঞানাদপি পরং যৎ জ্ঞানং তন্ময়ঃ অসত্ত্বিনামাদিভির্নেতৃত্বাভেদঃ
সত্ত্বিস্তেঃ স্বরূপসিদ্ধিঃ ত্রৈকালিকযোগবানিত্যর্থঃ। তস্যোদৃশস্যাত্ত্বপরদেহেষু
স্বপরনেত্রেষু রবেরিব পৃথক্ পৃথক্ সতোহপ্যেকময়মৈক্যপ্রধানং যদ্বিজ্ঞান-
মুভূতিরসাবেব পরমার্থঃ। যে তু দ্বৈতিনস্তত্র দেহোপাধিদৃষ্ট্যা তস্যাপি

সর্বেশ্বর বিষ্ণুতে নামজাত্যাতি কল্পনা নাই। তিনি সত্ত্বামাত্রাত্মক
জ্ঞানস্বরূপ ও জেয়স্বরূপ এবং জীবাত্মা হইতে ভিন্ন। তিনিই ব্রহ্ম,
তিনিই পরম ধাম, তিনিই পরমাত্মা ও ঈশ্বর। সেই বিষ্ণুই এই
সমস্ত। যতিসকল তাঁহাকে প্রাপ্ত হইয়া পুনরাবৃত্ত হন না। আমি যে
ব্যক্তাব্যক্তস্বরূপিণী প্রকৃতি ও পুরুষের কথা বলিয়াছি, তাঁহারাও ঐ
পরমাত্মা বিষ্ণুতেই লয় পাইয়া থাকেন ॥ ৮৫ ॥

যন্তু ভূনিদাঘসংবাদস্তেন স্বেচ্ছার্থপোষায়োদাহৃতঃ, সোহপি ব্যাখ্যাতঃ। তত্র হি ক্ষুধাদিশূন্যং জীবন্ত শুদ্ধং স্বরূপং তস্য ব্যাপীশতদ্বয়ং তত্ত্বন্তু নিবাসগত্যাগত্যাदिভিশ্চেতি ব্যাক্যদ্বৈতমেবং নিরূপ্যতে ন ত্বন্যৎ। উপসংহারেহৈতৈর্যক্যমেবানয়োঃ। বিক্ষো নানাত্বদৃষ্টে নিষেধস্তত্রাশ্রিকঃ ॥ ৮৭ ॥

দেহভেদং মন্যন্তে তে অতত্ত্বদর্শিনঃ। তস্যাভেদং দৃষ্টান্তেন সাধয়তি বেধিতি। সর্বেষু বেণুরক্রেষু নিঃসরতো বায়োর্যথৈকত্বং তথা তস্য মহান্ননন্তত্বমিতানু-
যজঃ। রূপভেদো দেবমনুষ্যাदिদেহবিশেষস্ত বাহ্যস্বৈব বহিমুখস্য জীবন্ত
কর্মপ্রবৃত্তিতে জাতঃ সঃ পরমাত্মা তু দেবাদিভেদমন্তর্যামিত্বেনাধিষ্ঠায়ান্তে তত্ত-
ত্বপাধিলেপাভাবান্নান্তোবাবরণ ইত্যর্থঃ। ইহ স্বতন্ত্রো ব্যাপী চিংসুখবপূরীশ্বরঃ
জীবন্ত তত্ত্বদ্ব্যাপ্যঃ শুদ্ধশেষস্থানুভবন্ত জীবন্ত পরমার্থ ইতি নিরূপ্যঃ ॥ ৮৬ ॥

ঋভুনিদাঘসংবাদে কেবলাদ্বৈতশঙ্ক্যং পরিহরন্নাহ যত্ত্বিতি। ইত্যুক্তে
মৌলিনং ভূয়শ্চিন্তন্যনং মহীপতিম্। প্রত্যাচাখ বিপ্রোহসাবদ্বৈতান্ত-
র্গতাং কথাম্। ঋভুর্নামাভবৎ পুত্রো ব্রহ্মণঃ পরমেষ্ঠিনঃ। তস্য শিষ্যো
নিদাঘোহভূৎ পুলস্ত্যতনয়ঃ পুরা। প্রাদাদশেষবিজ্ঞানং স তস্মৈ পরয়ামুদা।
অবাণ্ডতত্ত্বজ্ঞানস্য ন তস্যাদ্বৈতবাসনাম্। স ঋভুস্তর্কয়ামাস নিদাঘস্য নরেশ্ব-
রেতি। জীবেশ্বরয়োঃ স্বরূপতো গুণতশ্চ জ্ঞানমপ্যস্তি কিন্তু ঈশ্বরব্যাপ্যত্বা-
দিনা জীবেশ্বরানতিরেকমসৌ ন বেদেত্যাদ্বৈতবাসনামেনাং ন তু কথয়ামাসে-
ত্যর্থঃ। অথ দিব্যাক্ষসহস্রান্তে স্বর্গহাগতং তম্ভুংভোজয়িত্বা তৃপ্ত্যাদি
নিবাসাদিচ নিদাঘঃ পৃচ্ছতি। অপিতে পরমা পুষ্টিকুংপন্না তুষ্টিরেব বা। অপিতো
মানসং স্বাস্থ্যমাহারেণ কৃতং দ্বিজ। ক নিবাসো ভবান্ বিপ্র ক চাগন্তুংসমুচ্চতঃ।
আগম্যতে চ ভবতা যতস্তচ্ছদ্বিজোচ্যতামিতি ঋভুস্ত ক্ষুধাদিকং প্রাণানামেব ন
ত্বান্ননো ধর্ম্যঃ স তু স্বতন্তুপ্ত ইতি শুদ্ধজীবনিরূপণেন তৃপ্ত্যাদিপ্রশ্নান্নিরাচক্রে।
ক্ষুদ্ষস্য তস্য ভুক্তেহ্ননে তৃপ্তিব্রাহ্মণ জায়তে। ন মে ক্ষুদন্তি মতৃপ্তিং কস্মাদ্
ব্রাহ্মণ পৃচ্ছসি ইত্যাদিভিঃ। অথ নিবাসপ্রশ্নাংশ্চ নিরসয়তি। ক নিবাস-
স্তবেতু্যক্তং তদগন্তাসি চ যজ্ঞয়া। কুতশ্চাগম্যতে তত্র তৃতীয়েহপি নিবোধ
মে। আত্মা সর্বগতো ব্যাপী চাকাশবদয়ং যতঃ। কুতঃ কুত্র ক। গন্তা-

এতদ্বারাই পরত্র রহুগণসংবাদও ব্যাখ্যাত হইল। ঐ স্থলে
জীবব্রহ্মের অভেদ অপরমার্থ এবং শুদ্ধব্রহ্মানুভব পরমার্থ ইহা
স্পষ্টরূপে বলিয়াছেন ॥ ৮৬ ॥

এবমুত্তরকেশিধ্বজখাণ্ডিক্যসংবাদেহপ্যাশ্চভাবাদিশব্দান্মিত্ত্ব-
চিদৈক্যাশা ন কার্য্যা, — তত্র ধোয়ধ্যাত্ভাবেন ব্যাপ্যব্যাপক-
ভাবেন চ তন্ত্ৰ স্ফুটত্বাৎ ॥ ৮৮ ॥

সীতোতদম্যার্থবৎ কথম্ । সোহয়ং ন ক গন্তা বৈ নৈকদেশনিকেতনঃ । ন
চান্যে তু ন চ ত্বঞ্চ নান্যেহন্যেনাহমপ্যাহমিতি । আত্মা চিংসুখবপূর্বাসুদেবঃ
সর্বগতো ব্যাপীতান্তর্কহিষ্ট ব্যাপ্য স্থিতঃ আকাশবদिति তথাপি ব্যাপ্য-
সংসর্গজো দোষস্তস্য ন ভবতি । তথা চ পরতন্ত্রস্য ব্যাপ্যস্য পরেশানতিরেকাৎ
কুতঃ কুত্র ক গন্তাসীতি মত্বেদেশকঃ পৃথক্ প্রশ্নোহনর্থক ইতি । এতদ্বির-
ণোতি সোহহমিতি । তদ্ব্যাপ্যত্বাৎ স এবাহং তদতিরিক্তো নাহমিত্যর্থঃ ।
নত্বেকোহহমেতাদৃশঃ কিন্তুন্যে চ সর্বৈহপীত্যর্থঃ । ননু মম চান্যেযাঞ্চ তত্র চ কর্মসু
স্বাতন্ত্র্যতদভিমানয়োঃ প্রতীতে: কথং প্রত্যক্ষবিরুদ্ধমুচ্যতে তত্রাহ ন চ
ত্বমিতি । যন্ত্বং তেষু স্বতন্ত্রঃ প্রতীয়সে স ত্বং তথা ন ভবসি যে চান্যে
স্বতন্ত্রাঃ প্রতীয়ন্তে তেহন্যে তথা ন ভবন্তি যশ্চাহং ত্বয়া স্বতন্ত্রঃ প্রতীয়তে
তাদৃশো নাহং কিন্তু সর্বৈ বয়মীশ্বরেণ ব্যাপ্যস্ততো নার্থান্তরাণি ভবামঃ
সর্বব্যবহারগোচরঃ স এবৈকো নিরূপনীয় ইতি । ব্যাপকাদ্বৈতভাবনাং
ধারয়েতি । অয়ং ভাবঃ । জীবানাং গমনাদীনি বিद्यমানান্যপি তদ্ব্যাপ্যত্বাৎ
তদীয়ান্যেব যথা রাজগমনাচ্চধীনানি সৈন্যাদীনি রাজকীয়ান্যুচ্যন্তে তদ্বৎ ।
যতপি বাসুদেবস্য বিভূত্বাৎ গমনাদীনি ন সম্ভবেরন্ তথাপ্যবিচিন্ত্যশক্ত্যা
তানি সম্ভবন্তীতি । তদীয়ৈস্তৈর্জৈবানি তান্যেকীকৃতানীতি এবমেবোপ-
সংহরতি । এবমেকমিদং ব্রহ্মব্রহ্মভেদি সকলং জগৎ । বাসুদেবাভিধেয়স্য স্বরূপং
পরমাত্মন ইতি । স্বরূপমিতি তদ্ব্যাপ্যত্বাদিনা ইতি বোধাম্ । উপসংহারেহ-
পীতি । ঋভুনিদাঘসংবাদেন স্ফোক্তং প্রাপ্য ভরতো রহুগণমাহ । তথা ত্বমপি
ধর্মজ্ঞ তুল্যাত্মরিপুবান্ধবঃ । ভব সর্বগতং জানন্নাত্মানমবনীপতে । পীতনীলাদি-

তারপর, নিজ উক্তির পোষণার্থ যে “ঋভুনিদাঘসংবাদরূপ”
উদাহরণ প্রয়োগ করা হইয়াছে, তাহাও ব্যাখ্যাত হইল । ঐ স্থলে
ক্ষুধাদিশূন্য জীবের শুদ্ধস্বরূপ বলা হইয়াছে । জীব ঈশ্বরাধীন ।
জীবের নিবাস, গতি ও আগতি সত্ত্বেও ঈশ্বরব্যাপ্যত্বহেতু ব্যাপক
অদ্বৈত নিরূপিত হইয়াছে । অত্ৰ কিছুই বলা হয় নাই । উপসংহারেও
উভয়ের ঐক্য দেখা যায় । তবে ঐ স্থলে বিষ্ণুর নানাত্বদৃষ্টির
নিষেধই অধিক ॥ ৮৭ ॥

যৎ পুনরুক্তমথ যোহন্যামিত্যাदिभिर्ভেদগ্রাহিণো নিন্দনাস্তয়-
সংশনাচ্চ ন ভেদে শাস্ত্রতাৎপর্যমিতি ; নৈতৎ স্বপেশলম্, —
ভেদে তৎ তাৎপর্যম্ প্রাপ্তক্লেঃ । অথৈতৎ হি সকামসেবকত্বাৎ
কর্মজড়ো নিন্দ্যতে, ন তু স্বস্বাদভ্যধিকত্বেন স্বামিনো ভেদং
বিদ্বান্ নিষ্কামতত্ত্বজ্ঞোহপি, তস্য জুষ্টমিত্যাदिना স্ততত্বাৎ ।
যদেবেহেতি । ব্রহ্ম ব্যুৎপাদ্য ভেদদর্শিনো যদা হেবেতি । ব্রহ্মনিষ্ঠা-
বিচ্ছেদকর্তৃশ্চ সংসৃতিভয়মুক্তম্ ॥ ৮৯ ॥

ভেদেন যথৈকং দৃশ্যতে নভঃ । ভ্রান্তদৃষ্টিভিরাহ্মাপি তথৈব স পৃথক্ পৃথক্ ।
একং সমস্তং যদিহাস্তি কিঞ্চ তদচ্যুতো নাস্তি পরং ততোহন্যৎ । সোহহং স
চ ত্বং স চ সর্বমেতদান্নস্বরূপং তাজ ভেদমোহমিতি । এষামর্থঃ । আত্মানং
বাসুদেবাচ্যুতশব্দিতং পরেষং স চাত্মৈব । তত্র সত্ত্বাদিগুণকার্যাদেব মনুস্যাদিভাব
প্রতীত্যা ভেদবুদ্ধিভ্রান্তিরেব যথা একগ্নিন্ নভসি পীতনীলাদিধর্ম্মারোপণেন
বৈবিধ্যবুদ্ধিরবৈতুষী তথা তগ্নিন্ চিংসুখবপুষীতার্থঃ । একঃ সৈবাচ্যুতঃ
সমস্তং তদ্ব্যাপ্যত্বাদিনা সর্বং ততো নাতিরিক্তমিতার্থঃ । ভেদমোহং
স্বাতন্ত্র্যাভি মানরূপং মোঢ়্যং তাজ্যোতি ব্যাপকাদ্বৈতভাবেনোপদিষ্টা ॥ ৮৭ ॥

খাণ্ডিক্যকেশিধ্বজপ্রসঙ্গেহপি কেচিৎ কেবলাদ্বৈতমুদ্বিগন্তি তন্নিরস্তুতি
এবমুত্তরেত্যাदिना । ষষ্ঠেহংশে কথাস্তি । আত্মভাবং নয়তোনং তদ্ব্রহ্ম-
ধ্যায়িনং মুনে । বিকার্যমাত্মনঃ শক্ত্যা লোহমাকর্ষকো যথা । আত্মনঃ
স্বস্ব ভাবং স্বভাবমাত্মনি স্বগ্নিন্ ভাবং বিদ্যমানতাং বেতার্থঃ ন ত্বাত্মৈক্যম্ ।
ন বাহ্যাকর্ষকস্বরূপতাপত্তিরাকৃষ্ণমাণস্য দৃশ্যতে । বিজ্ঞানং প্রাপকং প্রাপ্যো
পরে ব্রহ্মণি পাশ্বিব । প্রাপণীয়স্তথৈবাত্মা প্রক্ষীণাশেষভাবনঃ । ক্ষেত্রজঃ
করণী জ্ঞানং করণং তস্য বৈ দ্বিজ । নিষ্পাত্তং মুক্তিকার্যং বৈ কৃতকৃত্যং
নিবর্তয়েৎ । ইত্যুত্তরবাক্যাচ্চ । পরমাশ্রয়ানাঙ্গীবাস্তদ্বং প্রক্ষীণাশেষভাবনঃ
ব্রহ্মভাবনাজীব ভাবনোভয়ভাবনাচেতি ভাবনাত্রয়েণ শূন্যঃ প্রাপণীয়ো ভবতীতি
প্রাপ্যপ্রাপকভাবেনাত্র ভেদোহবশ্যং ভাব্যঃ । তদ্ব্যব ভাবমাপনো যদসৌ
পরমাশ্রয়ঃ । ভবতাভেদী ভেদশ্চ তস্মাজ্ঞানকৃতো ভবেৎ । বিভেদজনকজ্ঞানে
নাশমাত্যন্তিকে গতে । আত্মনো ব্রহ্মণো ভেদমসন্তং কঃ করিষ্যতীতি । তস্য

এইরূপ উত্তরকেশিধ্বজ-খাণ্ডিক্য-সংবাদেও আত্মভাবাদি শব্দ হইতে
নির্গুণ চিৎকৈর্যের আশা করা উচিত হইতেছে না ; কারণ, ঐ স্থলেও
ধোয়ধাতুভাবে এবং ব্যাপ্যব্যাপকভাবে উহা পরিস্ফুটই আছে ॥ ৮৮ ॥

এতেন “ত্বং বা” ইত্যাদিকমপি ব্যাখ্যাতম্, উপাসকানাং ইত্যাদৌ চ ন নির্বিশেষত্বং শ্রদ্ধেয়ম্, — উত্তরব্রাহ্মমূর্তয়ে, ব্রহ্মানন্দৈকবিগ্রহ ইতি সর্বিশেষত্বশ্রবণাৎ, ‘বেদাহম্’ ইত্যাদী- ‘আমি’দিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ’ ইতি শ্রুতেশ্চ । তস্মাৎ প্রাকৃত-রূপমাদায় তৎ সঙ্গমনীয়ম্ ॥ ৯০ ॥

ব্রহ্মণো ভাবঃ স্বভাবাদি ন তু তদৈক্যং দ্বিতীয়ভাবশব্দাসঙ্গতে: বিজ্ঞানং প্রাপকমিত্যাগন্তপূর্বোক্তবিরোধাত্মকঃ । ব্রহ্মভাবঃ খলু প্রক্ষীণাশেষভাবনত্ব-রূপস্তেন ধ্যাতেন ভাবং পরিশুদ্ধিং গত ইত্যর্থঃ । তদা য সঃ ভেদি ভবতি । কর্মরূপাজ্ঞানমূলদেবাদিদেহকৃতবিজাতীয়ভেদশূন্যো ভবতীত্যর্থঃ । এতদ্-বিব্রণোতি বিভেদেতি । দেবাদিদেহকৃত বিজাতীয়ভেদজনকে কর্মরূপাজ্ঞানে ব্রহ্মস্বভাবধ্যানেনাত্যস্তিকং নাশং গতে সতি হেতুভাবাদসন্তং ব্রহ্মণঃ সকাশা-দান্ননো জীবন্ত্যাসন্তং তং ভেদং কঃ করিষ্যতি ন কোহপীত্যর্থঃ । সজাতীয়-ভেদস্ত তদাপ্যস্তীতি ॥ ৮৮ ॥

এবং বিষ্ণুপুরাণে শঙ্কাং নিধূয়াবশিষ্টাঃ কাচিৎ শঙ্কাঃ নিধূনোতি যদিত্যাদিনা । অথযোজ্ঞামিত্যাди বাক্যাৎ পূর্বং তদ্বৈতং পশুন্নৃষিবামদেবঃ প্রতিপেদে অহং মনুরভবং সূর্যাশ্চেত্যাহমিতি স্ববৃত্তিহেতুং ব্রহ্ম বিষ্ণু তদায়ত্ত-

পুনর্ব্বার যে বলা হইয়াছে, “অথ যোহন্ত্যং” ইত্যাদি শ্রুতিদ্বারা ভেদগ্রাহীর নিন্দা ও ভয় কথন-হেতু অভেদেই শাস্ত্রতাৎপর্য্য ; অর্থাৎ বামদেব ঋষি বলিয়াছিলেন, “আমি মনু হইয়াছিলাম, আমি সূর্য্য হইয়াছিলাম,” এতদ্বারা অভেদেই শাস্ত্রতাৎপর্য্যবোধ হইতেছে, তাহা যুক্তিযুক্ত হয় না ; কারণ ঐ স্থলে অভেদে তাৎপর্য্য নহে, কিন্তু ঐ স্থলে নিজবৃত্তির হেতু ব্রহ্ম নির্দেশপূর্ব্বক সেই ব্রহ্মের সহিত একার্থদ্বারা মন্বাদিকে ব্যপদেশ করিয়াছেন । যেহেতু মন্বাদিও ব্রহ্মা-ধীনবৃত্তি । “অথ যোহন্ত্যং দেবতামুপস্তুে”—এই স্থলে যিনি অন্তজ্ঞানে দেবতাকে উপসনা করেন, এইরূপ অর্থহেতু কর্ম্মজড় সকাম ভক্তের নিন্দা করা হইয়াছে । নতুবা আপনা হইতে উৎকৃষ্টজ্ঞানে স্বামী পরমেশ্বরের ভেদ জানিয়াছেন, যে, নিকাম ভক্ত তাঁহার নিন্দা করা হয় নাই । নিকাম ভক্ত “জুষ্টং যদা” ইত্যাদি বাক্যদ্বারা প্রশংসিতই হইয়াছেন । “যদেবেহ” এইস্থলে প্রতীত যে-ভেদ তাহাই নিষেধ

যন্তু ভেদমাবিষ্টকং মোক্ষে তদাভাবাদিত্যুচ্যতে তদ্রভসাভি-
ধানম্ “নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি” ইত্যাদিবাচ্যৈস্তত্র তন্ত্রো-

বৃত্তিকত্বাদিনা মন্বাদিপ্রধানং জগত্তদাত্তকমুপদিশ্য তদ্বশ্য তদ্বুদ্ধিস্বৈবা
এতাদৃশজ্ঞানবিধুরঃ কৰ্ম্মজড়ো বিনিন্দ্যতে অথেতি । যো হি দেবতামন্যাং
স্ববৃত্তিহেতুং স্বাব্যাপিকাং কৰ্ম্মাঙ্গমাত্রৈ চ উপকারিণীং । মন্ত্রোপাস্তে ন স
বেদ নাসৌ তত্ত্ববিৎ । যথা পশুরিতিলৌকিকঃ পশুর্যথা লোকাহুপাত্ত-
জীবনন্তস্য পরিষেবয়া নিত্যং ক্লিষ্টতে তথা দেবোপকৃতঃ দেবভৃত্য ইতি
তস্য পুরুষার্থবিরহঃ । দেবাঃ খলু তন্নিষেবণাভিকাজ্জিগ্ৰহঃ তজ্জ্ঞানং প্রতি-
বল্লন্তীতি তত্রৈব বিশ্রুতম্ । ব্রহ্ম তু স্বয়মনন্তানন্দপূর্ণতয়া পরিনিষ্পৃহং
সৰ্ব্বসুহৃদা নিহেতুকোপকারী । স্বজ্ঞানস্বস্বরূপয়োৰপাসস্তবাৎ । তদ্বক্তৃত্বাৎ
তদ্বক্তৃত্বাৎ পূর্ণস্তদেবেচ্ছতি ন তু ততঃ কিঞ্চিদন্যদিতি স্তুতিযোগাৎ সাকাম-
সেবকত্বাদি । তত্র তৎপুরুষঃ কৰ্ম্মধারয়শ্চ সমাসঃ । এবং নিষ্কামং তদিত্যত্র
চ যদেবেহেত্যাত্র ব্রহ্মাবিভাবেষু জীবেষেব প্রতীতো ভেদঃ প্রত্যাখ্যায়তে ন
তু ব্রহ্মজীবয়োৰ্ভেদেহপি তাৎপর্যানিচ্ছেদঃ দর্শিতত্বাৎ । যদা হেবেতাত্রান্তর-
শব্দেন ব্রহ্মনিষ্ঠায়া বিচ্যুতিরুচ্যতে । যা খলু তদনন্তরবাক্যে প্রতিষ্ঠাশব্দে-
নোক্তা । “তস্মাৎ সৰ্ব্বান্ননা রাজন্ ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ । শ্রোতবাঃ
কোপ্তিতব্যাশ্চ স্মার্তব্যাশ্চৈচ্ছতাভয়ম্” ইত্যাত্রাজশ্রং তন্নিষ্ঠতা অভয়হেতুরূপদিশ্যতে
তদ্বিচ্ছেদে তু সংসৃতি ভয়মন্তীতাক্তম্ শ্রীশুকেন ॥ ৮৯ ॥

এতেনেতি । যো যদ্বৃত্তিহেতুঃ যদ্ব্যাপী চ ততস্তদ্বিত্তিতব্যাপ্যশ্চ নান্য
ইতি প্রাণসংবাদাদিভিঃ প্রতিপাদনেনেত্যর্থঃ । শ্রীরামতাপনীয়াং বাক্যং সমাদ-
ধাতি উপাসকানামিতি । সবিশেষেতি মুক্তহোক্তিরিত্যর্থঃ । বেদাহমিতি

করিয়া তদ্বৈদর্শীঃ এবং ব্রহ্মনিষ্ঠার অভয়হেতুত্ব নির্দেশ করিয়া
তদ্বিচ্ছেদকর্তার সংসার ভীতিব উল্লেখ করিয়াছেন ॥ ৮৯ ॥

এতদ্বারা “ত্বং বা” ইত্যাদি শ্রুতিও ব্যাখ্যাত হইল । “উপাস-
কানাং কার্য্যার্থঃ ব্রহ্মণো রূপকল্পনা” এইস্থলেও নির্বিশেষ ব্রহ্ম
স্বীকার করা উচিত নহে । কারণ, ঐ শ্রুতিরই পরবর্তী শ্রুতিতে
আত্মমুক্তি, “ব্রহ্মানন্দৈকবিগ্রহ” প্রভৃতি পদদ্বারা ব্রহ্মের সবিশেষত্ব
বলিয়াছেন । “বেদাহমেতং” প্রভৃতি শ্রুতিতেও ‘আদিত্যবর্ণং’ প্রভৃতি
ব্রহ্মের বিশেষণ প্রয়োগ করিয়াছেন । অতএব প্রাকৃত রূপদ্বারা
ঐ সকল নিগূর্ণ শ্রুতির সমন্বয় করিতে হইবে ॥ ৯০ ॥

দাহতত্বাৎ, “কৰ্ম্মক্ষয়ে যাতি স তত্ততোহন্যঃ”, “সোহশ্নুতে সৰ্ব্বান্ কামান্” ইত্যাদিবাচ্য। তস্মাৎ পারমার্থিকে জীবেশভেদঃ ॥৯১॥

অতঃ এবং স্মরতি। যথেশ্বরস্ত জীবস্ত সত্যো ভেদো বিনি-
শ্চয়াৎ। এবমেব হি মে বাচ্যং সত্যাকর্তৃমিহাইসি। যথেশ্বরস্ত
জীবস্ত সত্যভেদো পরস্পরম্। তেন সত্যেন মাং দেবাস্ত্রায়ন্তাৎ
সহকেশব ইতি ॥৯২॥

ইতি সিদ্ধান্তরত্নাখ্যে ভাষ্যপীঠকে বিধান্তরেণ

কেবলাদৈতনিরাসঃ ষষ্ঠঃ পাদঃ ॥ ৬ ॥

পুরুষসূক্তেহপি ব্রহ্মণো রূপবত্বং প্রস্মৃটম্। তস্মাদিতি প্রাকৃতং বিরাড়-
রূপমিত্যর্থঃ। তদিত্যুপাসকানামিতি বাক্যম্ ॥ ৯০ ॥

মোক্ষকালিকভেদবাক্যানি প্রাপ্তজ্ঞানি শ্রদ্ধাপি চিন্মাত্রৈক্যবাদী বাধীর্ঘ্য-
মালম্ব্য প্রত্যবতিষ্ঠতে। যত্ত্বিতি। মোক্ষে তদिति। মোক্ষকালিকভেদা-
বেদকবাক্যাভাবাদিত্যর্থঃ। কৰ্ম্মেতি শ্বেতাশ্বতরাণাং বাক্যম্। স জীবঃ
কৰ্ম্মক্ষয়ে সতি ব্রহ্ম যাতি। কীদৃশ ইত্যাহ। তত্ততোহন্যস্তদাপি বস্তুতঃ
ব্রহ্মভিন্ন ইত্যর্থঃ ॥ ৯১ ॥

বাচনিকং ভেদস্য সত্যত্বমুদাহরতি যথেন্তি ॥ ৯২ ॥

ইতি শ্রীগোবিন্দভাষ্যপীঠকটিপ্লগ্যাং ষষ্ঠপ্রবিক্রমপাদো ব্যাখ্যাতঃ ॥ ৬ ॥

জীবেশ্বরের ভেদসত্য নহে, পরন্তু অবিচ্ছিন্ন, যেহেতু মোক্ষে ঐ
ভেদ থাকে না, এরূপ বলা যুক্তিযুক্ত হয় না; কারণ, “নিরঞ্জনঃ পরমঃ
সাম্যমুপৈতি” ইত্যাদি শ্রুতিতে মোক্ষেও ভেদ কথিত হইয়াছে।
“কৰ্ম্মক্ষয়ে যাতি স তত্ততোহন্যঃ”। “সোহশ্নুতে সৰ্ব্বান্ কামান্” কৰ্ম্ম-
ক্ষয়ে ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন জীব ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন। জীবসকল কামনা ভোগ
করেন। ইত্যাদি বাক্যে ব্রহ্ম হইতে জীবের ভেদভাব স্পষ্টই দৃষ্ট
হয়। জীব-ব্রহ্মের ভেদ যে পারমার্থিক, তাহা স্থিরীকৃত হইল ॥ ৯১ ॥

স্মৃতিতে উল্লিখিত আছে “যেরূপ ঈশ্বর ও জীবের ভেদসত্য,
তদ্রূপ আমার বাক্যকে এই স্থলে সত্য বলিয়া স্থির করিতে হইবে।
ঈশ্বর ও জীবের পরস্পর ভেদ যেমন সত্য, তদ্রূপ সত্যদ্বারা কেশবের
সহিত দেবতাসকল আমাকে ত্রাণ করুন ॥ ৯২ ॥

ইতি ভাষ্যসারসিদ্ধান্তরত্নে বঙ্গভাষানুবাদে প্রকারান্তরে

কেবলাদৈত-নিরাসনামক ষষ্ঠ পাদ ॥ ৬ ॥

সপ্তমঃ পাদঃ

—:*(*)::—

অত্রোচ্চঃ—“একমেবাদ্বিতীয়ম্” “সত্যং জ্ঞানমনস্তম্” ইত্যাদিষু শক্ত্যাদিবিশেষাপ্রতীতেঃ সজাতীয়াদিভেদত্রয়শৃণুং জ্ঞানমেব পরং তদ্ব্যমিতি প্রতীয়তে। তস্মৈ চ তর্হ্যেবৈকাদিপদলঙ্ঘনেন ভেদ-
ত্রয়াভাবেনানন্তত্বং সত্যত্বঞ্চোপপত্ত্বোত যদি জ্ঞানমিত্যেতদ্ভাব-
সাধনং ভবেৎ। ইতরথা কারকসাধনে জ্ঞাতৃজ্ঞেয়তৎসাধনৈঃ
প্রবিভাগে সাস্তত্বমেব স্মাৎ। তথা কর্তৃসাধনে জ্ঞানস্মৈ কর্তৃত্বয়া
বিক্রিয়মাণস্মৈ করণসাধনে চ বাস্মাদিবজ্জড়তয়া প্রতিপন্নস্মাসত্যত্বঞ্চ
স্মাৎ। তস্মাৎ ভাবসাধনমেব স্মাৎ। তথাচ সংবিদনুভূতিজ্ঞপ্তি-
পর্য্যায়ং জ্ঞানং নাম তত্ত্বং নির্বিশেষমেব; তদন্যং সর্বং মিথ্যা-
ভূতমেব “নেহ নানাস্তি কিঞ্চন” ইত্যাদেঃ। জ্ঞানস্বরূপো ভগবান্;
যতোহসৌ বিশেষমুর্জিত্ত্বং তু বস্তুভূত ইত্যাদেশেচি চেৎ ॥ ১ ॥

পূর্বপাদেন মায়িনঃ সিদ্ধান্তো নিরস্তঃ। অথ তস্য কুটীলাঃ কাশ্চন
যুক্তীশ্ছেত্ত্বং নন্দকপাদোহয়মারভ্যতে। স এবমুদ্ভিরতি। একমিত্যাদি-
বাক্যাদখণ্ডং জ্ঞানমাত্রং ব্রহ্ম প্রতিবুধ্যতে। “জ্ঞানমিতি” ভাবার্থকজুট-
প্রত্যয়াৎ স্বরূপপরত্বাদিদং বাক্যং বলবৎ। “যঃ সর্বজ্ঞঃ” ইত্যাদিবাক্যস্ত
গুণপরত্বাৎ দুর্বলমিতি স্বরূপপরেণ বলবতা বাক্যেন পরং তত্ত্বং জ্ঞানমাত্রং
গ্রহীতব্যমিত্যেতদনুবদতি একমেবেত্যাদিনা। শক্ত্যাদি ইত্যাদিপদাদ
গুণলীলে গ্রাহ্যে। সাস্তত্বং সখণ্ডত্বম্। ইতরথা কারকেতি। জানাতীতি
জ্ঞায়তে ইদমনেন বেতি। জ্ঞানস্মেতি। কর্তরি নন্দাদিত্বাৎ জুট কৃত্যজুটৌ
বহুলমিতি সূত্রে চ বহুলমিতি যোগবিভাগেন কর্মণ্যপি জুট করণাধিকরণ-
য়োশ্চেতি করণে সঃ। বাস্মাদিবদিতি যদ্বিকারি তদসত্যমিত্যর্থঃ। তদন্যং
সর্বং মিথ্যেতি কল্পিতত্বাদিতি ভাবঃ। নেহ নানেন্ত্যাদিবাক্যাচ্চ এদতদ্ব্যা-
খ্যানং বলীতি ভাবঃ ॥ ১ ॥

“একমেবাদ্বিতীয়ম্”, “সত্যং জ্ঞানমনস্তম্” ইত্যাদি স্থলে শক্তি-
বিশেষের অপ্রতীতিহেতু সজাতীয়াদিভেদত্রয়শৃণু জ্ঞানই পরতত্ত্ব
এইরূপ প্রতীতি হয়। জ্ঞানশব্দটি যদি ‘ভাববাচ্যে সাধিত’ হয়, তবে
ঐ জ্ঞানেরই একাদি পদ হইতে লব্ধ যে ভেদত্রয়ের অভাব, তদ্বারাই
জ্ঞানন্ত্য ও সত্যত্ব উপপন্ন হয়। ভাববাচ্যে সাধন না করিয়া

নৈতৎ পটুতরং ভাবরূপস্ত্যাপি তন্ত তত্ত্বস্য “গলে গৃহীত”
 ত্রায়েন শক্তিস্তাবদবশ্যং স্বীকরণীয়া জগদাদিকার্য্যদর্শনাচ্চ-
 থানুপপত্ত্যা তন্ত্ৰা অবশ্যস্তাবাৎ । ন চার্থাপত্তিমাত্রং তত্র প্রমাণম্
 —“য একোহবর্ণো বহুধা শক্তিযোগাৎ” ইত্যাদিশ্রুতিস্মৃতিভ্যঃ ।
 নন্বস্ত শক্তিঃ, কিন্তু কল্পিতত্বান্মিথ্যৈব সতি চেদ্যৈবং অমিতব্যম্—
 “পরাস্ত শক্তিঃ” ইত্যাদিনা, “শক্তয়ঃ সর্বভাবানাং” ইত্যাদিনা চ
 তন্ত্ৰাঃ স্বাভাবিকহোক্তেঃ, কল্পকানিরূপণাচ্চ । নাপুঙ্ক্তযুক্ত্যা সান্তত্বং
 “যচ্চ কিঞ্চিজ্জগৎ সর্বম্” ইত্যাদিষু বহিরন্তশ্চ ব্যাপ্তিশ্রুতেঃ ।
 “তিলেষু তৈলং দধিনীব সপিঃ” ইতি সর্বকন্মিকাং তাং প্রত্যায়য়তি
 দৃষ্টান্তেন । ন চ কত্রাদিসাধনে সতি বিকারাত্মাপত্ত্যা তন্ত্ৰাসত্যত্ব-
 প্রসঙ্গঃ । যতো নীরূপণৈব তন্ত্ৰাতর্ক্যস্বরূপশক্ত্যা কর্তৃত্বাদি ভজ-
 মানস্ত্যাপি স্বরূপসামর্থ্যং প্রচকাস্তীতি শ্রুতিসিদ্ধত্বাৎ ॥ ২ ॥

নিরাকরোতি নৈতদिति । ভাবরূপস্যেতি জ্ঞানার্থোভাবে জুট প্রকাশ-
 লক্ষণস্যার্থস্যেত্যর্থঃ । জগদাদীতি । দিবাভুজ্ঞানস্য যথা পীনত্বমুপপন্নং সৎ
 তদুপপত্তয়ে তস্য রাত্রিভোজনং কল্পয়তি এবং জগদাদিকার্য্যং দৃশ্যমানং
 ব্রহ্মণঃ শক্তিং বিনা অনুপপন্নং সৎ তদুপপত্তয়ে তস্য শক্তিং কল্পয়তীতি
 দিবাভুজ্ঞানস্য রাত্রিভোজনমিব জগদাদিহেতোব্রহ্মণঃ শক্তির্গলে নিপততী-
 ত্যর্থঃ । কল্পকেতি ব্রহ্মণি শক্তেঃ কল্পকো বক্তব্যঃ । ব্রহ্ম চৈবৈশিষ্ট্যা-

‘কারকবাচ্যে’ সাধন করিলে, জ্ঞেয়, জ্ঞান ও তৎসাধনদ্বারা প্রবিভাগে
 জ্ঞানের আনন্ত্য না হইয়া সান্তত্ব হয় । আবার ‘কর্তৃবাচ্যে’ সাধনে
 কর্তৃত্বরূপে বিক্রিয়মাণ এবং ‘করণবাচ্যে’ সাধনে বাস্ত্যাদির ত্রায় জড়
 জ্ঞানের অসত্যত্ব ঘটে । অতএব ‘ভাববাচ্যে’ সাধনই সঙ্গত হইতেছে ।
 তাহাতে সংবিদ, অমুভূতি ও জ্ঞপ্তি প্রভৃতি যাহার পর্যায় হইতেছে,
 সেই জ্ঞান ^{সংজ্ঞা} নির্বিশেষ তত্ত্ববিশেষই হইতেছে । ঐ জ্ঞানভিন্ন সকল
 বস্তুই মিথ্যাভূত । তদ্বিশয়ে প্রমাণও দৃষ্ট হয়, যথা—“জ্ঞান ভিন্ন নানা
 কিছুই নাই” ইত্যাদি । জ্ঞানস্বরূপ ভগবান্কে যখন স বিশেষ-
 মূর্তি বলা হইয়াছে, তখন ঐ ভগবান্ সত্য নহেন, কিন্তু মিথ্যাভূত ।
 অদ্বৈতবাদীরা এইরূপ পূর্বপক্ষ করিয়া থাকেন । উহার উত্তর
 প্রদত্ত হইতেছে ॥ ১ ॥

ননু জ্ঞাতৃত্বং নাম জ্ঞানক্রিয়াকর্তৃত্বং তচ্চ বিকাররূপং জড়ম-
সত্যমেব,—অহং বিজ্ঞাতেত্যহমর্থাভেদেন প্রতীতেঃ। অহমর্থ-
স্বনাশ্চৈব স্থলোহমিত্যাদিদেহাভেদেন প্রত্যয়াৎ, তং বিনাপি
শূন্যপূর্ণাদাবানুভবদর্শনাচ্চ তস্মাদহঙ্কারবদেহবচ্চ বিজ্ঞাতৃত্ব-
মাত্মনি শুদ্ধেহধ্যস্তমিতি চেন্নন্দমেতৎ। জ্ঞানগুণাশ্রয়ত্বমেব
জ্ঞাতৃত্বম্, জ্ঞানং তু নিত্যশ্রাপ্যোৎপত্তিকধর্মত্বান্নিত্যম্।

পত্তিঃ জীবোহথবা মায়া চেদাত্মাশ্রয়তাপত্তিরিতি। নাপ্যুক্তযুক্ত্যেতি জ্ঞানস্য
কর্তৃকর্মকরণসাধনৈঃ প্রবিভাগ ইতানয়েতর্থঃ। প্রবিভাগঃ পরিচ্ছিন্নত্বম্।
তিলেশ্বিতি শ্বেতাশ্বতরাঃ। তাং ব্যাপ্তিম্। ন চেতি। কর্তৃসাধনে বিকারঃ
করণসাধনে জড়তেতিযুক্ত্যাসত্যত্বং মিথ্যাত্বং চ স্যাদিতি নেতর্থঃ। শ্রুতিসিদ্ধ-
ত্বাদিতি। “স বিশ্বকৃদ্বিশ্ববিদাত্মযোনির্নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তং নিরবত্বং নিরঞ্জনম্”
ইত্যাদী শ্রুতিঃ বিশ্বকর্তৃত্বাঙ্গণঃ নির্বিকারত্বং দর্শয়তি হি ॥ ২।

উক্ত পূর্বপক্ষ পটুতর বা সঙ্গত নহে। ভাববাচ্যে পদ সাধন
করিলেও ঐ জ্ঞানরূপ তত্ত্বের শক্তি বাধ্য হইয়াই স্বীকার করিতে
হইতেছে। শক্তি ব্যতীত যখন দৃষ্ট জগদাদিকার্য্যই সম্ভব হয় না, তখন
শক্তি অবশ্য গলগ্রহের ন্যায়ই স্বীকার করিতে হইবে। কেবল অর্থাপত্তি
যে তদ্বিশয়ে প্রমাণ, তাহা নহে; “যিনি এক অবর্ণ অর্থাৎ প্রাকৃতবর্ণ-
রহিত হইয়াও বিবিধ শক্তিদ্বারা বহুবর্ণের সৃষ্টি করিয়া থাকেন” ইত্যাদি
শ্রুতি ও স্মৃতি হইতেও উহার প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। যদি বল,
“ভাল, ব্রহ্মের শক্তি স্বীকার করিলাম, কিন্তু কল্লিতত্বহেতু ঐ শক্তির
মিথ্যাত্ব ঘটিতেছে”, এরূপ ভ্রমে পতিত হওয়া উচিত নহে; যেহেতু
“পরাস্ম শক্তিঃ” প্রভৃতি শ্রুতিসকল ব্রহ্মের ‘স্বাভাবিকী শক্তি’
নির্দেশ করিয়াছেন। ঐ শক্তিকে কল্লিত বলিলে উহার কল্লনা-
কর্ত্তাও স্বীকার করিতে হয়। ব্রহ্ম যদি নিজেই কল্লনার কর্ত্তা
হন, তবে তিনি কল্লনাশক্তিবিশিষ্ট হওয়ায়, তাঁহার বৈশিষ্ট্য ঘটিতেছে।
মায়া বা জীবকে উহার কল্লনাকর্ত্তা বলিলে, আত্মাশ্রয়তা-দোষ হয়।
অতএব ঐ শক্তির কল্লক নির্ণীত হয় নাই। তদীয় যুক্তিতে, অর্থাৎ
কারকসাধনে জ্ঞানরূপ তত্ত্বের আনন্ত্য না হইয়া সান্তত্ব ঘটে, এই
যুক্তিদ্বারা ব্রহ্মের যে সখণ্ড দোষ প্রদর্শন করা হইয়াছে, তাহা

শ্রুতিশ্চ “পরাস্মৈ শক্তিঃ” ইত্যাদ্য, “অবিনাশী বা অরে অয়মাত্মা-
নুচ্ছিন্তিধৰ্ম্মা” ইত্যাদ্য চ। জ্ঞানরূপস্য জ্ঞানাত্মশ্রয়ত্বং তু প্রকাশ-
স্বরূপস্য রবেঃ প্রকাশকত্ববদবিরুদ্ধমিতিভাবঃ। সাধনতাপি ন
বিরুদ্ধ্যতে। এবঞ্চ “বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজানীয়াৎ” ইত্যাদি-
শ্রুত্যবিরোধঃ। তস্মাজ্জ্ঞানাদিশক্তিমদেব ব্রহ্ম ন ত্বনুভূতিসং-
বিৎপর্য্যায়ং জ্ঞানমাত্রম্ ॥ ৩ ॥

অত্র শঙ্কতে। জ্ঞাতৃত্বং জড়মেব অহং জানামীতি জড়াহঙ্কারাভেদেন
প্রতীতে: অহঙ্কারস্ত জড় এব মহত্ত্বোপাদানকত্বাৎ অতোহনাত্মত্বং তস্যা-
সন্দেহম্। তত্ত্বে যুক্তান্তরঞ্চাহ তং বিনেতি। অহঙ্কারং বিনাপি সুযুগ্মা-
বান্নানুভবঃ সন্নে যদিদ্ভিগগণেহহমি চ প্রসুপ্তে কূটস্থ আশ্রয়মুতে তদনুশ্ৰুতি
র্ন ইতি বচনাৎ। অহঙ্কারস্যাত্মত্বে তদনুভবানুপপত্তিঃ। নিগময়তি তস্মা-
দिति। নিরাকরোতি মন্দমিতি। জ্ঞানেতি। ন খলু মনসঃ সংযোগেনাত্ম-
জ্ঞানং জনয়তীতি জ্ঞানক্রিয়াকর্তৃত্বং জ্ঞাতৃত্বং কিন্তু জ্ঞানগুণাশ্রয়ত্বমেব তদिति
মনস্ত তদভিব্যঞ্জকমস্ত। ননু জ্ঞানং জ্ঞ্যং কুতো নাজীক্রিয়তে তত্রাহ
জ্ঞানন্ত নিত্যস্চেতি। পরাস্চেতি। পরাত্মনো জ্ঞানং নিত্যমুচ্যতে অবিনা-
শীতি তু জীবাত্মনঃ। অস্মার্থঃ। অরে মৈত্রেয়ি অয়মাত্মা জীবঃ স্বরূপ-
তোহবিনাশী ভবতি। গুণশ্চ তথেষ্যাহ। অস্মিতি। ন চানুচ্ছিন্তিরেব
ধর্ম্মোহস্চেতিসমাসাদবিনাশিত্বমর্থঃ পুনরুক্তিপ্রসঙ্গাৎ। জ্ঞানরূপস্চেতি। সত্তা
সতীত্যাদৌ সত্তাদীনাং সত্তাচ্চাশ্রয়ত্ববজ্জ্ঞানস্য জ্ঞানাত্মশ্রয়ত্বং বোধ্যম্।
এবঞ্চ বিজ্ঞাতারমীশম্। আদিশব্দাং জীবজ্ঞাতৃত্ববোধকং কর্তা বোদ্ধা
বিজ্ঞানাত্মা পুরুষ ইতি বাকাং গ্রাহ্যম্ ॥ ৩ ॥

সম্ভব হয় না ; কারণ, “যে কিছু জগৎ, সকলই ব্রহ্মময়” ইত্যাদি
শ্রুতিতে ব্রহ্মের বহির্ব্যাপ্তি শ্রুত হয়। তিলে তৈল এবং দধিতে
ঘূতের ন্যায় সকলকে ব্যাপিয়া আছে, এই দৃষ্টান্তদ্বারাই তাদৃশী
ব্যাপ্তি বোধিত হইতেছে। কারকসাধনে বিকারিত্বাদি প্রযুক্ত সেই
জ্ঞানরূপ তত্ত্বের অসত্যত্ব হউক, একরূপও বলা যায় না ; কারণ, সেই
নীরূপ ব্রহ্মের অতর্ক্য স্বরূপশক্তি দ্বারা কর্তৃত্বাদির স্বীকারেও স্বরূপ-
সামর্থ্যবশতঃ বিশ্বকর্তা ব্রহ্মের শ্রুতিসিদ্ধিহেতু নির্বিষকারত্ব দৃষ্ট হয় ॥ ২ ॥

জ্ঞাতৃত্ব শব্দের অর্থ জ্ঞানরূপ কার্য্যের কর্তৃত্ব। ঐ জ্ঞাতৃত্ব বিকার-
রূপ জড় ও অসত্য। “আমি জ্ঞাতা” এইরূপ প্রতীতি অস্মদর্থের

নব্বুভূতিত্বং নাম বর্তমানদশায়াং স্বসত্ত্বৈব স্বাশ্রয়ং প্রতি
প্রকাশমানত্বং তত্বৈব স্ববিষয়সাধনং বা ভবতু। তত্রোভয়ত্র
তন্মাত্রবাদিনঃ শক্তিমত্বপ্রসঙ্গঃ। বিষয়প্রকাশনত্বেনৈব তস্যাঃ
স্বয়ংপ্রকাশত্বং ত্বয়া সাধিতম্। তত্ত্বস্বভাববিরহে তত্ত্বাসিদ্ধের-
নুভবান্তরাগোচরত্বাচ্চ তুচ্ছত্বৈব স্যাৎ ॥ ৪ ॥

কেবলাদ্বৈতিমতেনাপানুভূতিস্বরূপস্য ব্রহ্মণঃ সধর্ম্মকত্বম্ এবেতি অনুভূতি-
ত্বমিতি। স্বাশ্রয়মুভবিতারং প্রতি। তত্বৈবেতি স্বসত্ত্বৈব ঘটাদিপ্রকাশকত্বং
চেতর্থঃ। উভয়ত্র লক্ষণদ্বয়ে তন্মাত্রবাদিনঃ কেবলানুভূতিমানিনঃ। শক্তি-
মত্বেনিতি। স্বসত্ত্বয়া স্বাশ্রয়ং প্রতি প্রকাশমানতা স্ববিষয়প্রকাশমানতা বা তত্র
শক্তিরাগতেতর্থঃ। ন চেদং ত্বয়াশক্যমপলপিতুমিত্যাহ বিষয়েতি। তস্যাঃ
অনুভূতেঃ। ত্বয়া কেবলানুভূতিবাদিনা। তত্বেনিতি। অনুভূতেবিষয়প্রকাশ-
কত্বস্বভাববিরহে সতি স্বপ্রকাশত্বাসিদ্ধিরিত্যর্থঃ। তুচ্ছত্বৈব জড়তা খপুস্প-
তুল্যতা চ স্যাদিত্যর্থঃ ॥ ৪ ॥

সহিত অভেদেই নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। অস্বদর্থ অর্থাৎ অহঙ্কার,
অনাত্ম বস্তু; কারণ, “আমি স্থূল” ইত্যাদি স্থূলে ঐ অহঙ্কার জড়
দেহাদির সহিত অভেদই প্রতীত হইয়া থাকে। তাদৃশ অহঙ্কার
বাতীতই সুষুপ্তি প্রভৃতিতে আত্মার অনুভব দৃষ্ট হয়। অতএব
অহঙ্কারের ন্যায় এবং দেহের ন্যায় জ্ঞাতৃত্ব শুদ্ধ আত্মাতে অধ্যস্তই
জানিতে হইবে। অদ্বৈতবাদীরা এই প্রকার পূর্বপক্ষ করিয়া থাকেন।
উহার উত্তর এইরূপ—উক্ত পূর্বপক্ষ যুক্তিযুক্ত নহে; কারণ,
আমাদিগের মতে জ্ঞাতৃত্ব জ্ঞানগুণের আশ্রয়ত্ব। আমরা আত্মাকে
জ্ঞানক্রিয়ার সৃষ্টিকর্তা বলিয়া স্বীকার করি না। আমাদিগের
জ্ঞান নিত্যবস্তু; যেহেতু উহা নিত্য পরমাত্মার ঔৎপত্তিক অর্থাৎ
স্বাভাবিক ধর্ম্ম। তদ্বিষয়ে “পরাস্য শক্তিঃ”, “অবিনাশী বা অরে
অয়মাত্মানুচ্ছিন্তিধর্ম্মা” প্রভৃতি শ্রুতিসকলই প্রমাণ। প্রকাশস্বরূপ
সূর্য্য যেরূপ প্রকাশক হন, তদ্রূপ জ্ঞানরূপ পরমাত্মার জ্ঞানাশ্রয়ত্বও
অবিরুদ্ধ জানিতে হইবে। সুতরাং ‘ভাববাচ্যে’ সাধনেও কোনরূপ
বিরোধ ঘটিতেছে না। এইরূপে “বিজ্ঞাতা ব্রহ্মকে কোন্ সাধন দ্বারা
জানিবে” ইত্যাদি শ্রুতির অবিরোধ হইল। অতএব ব্রহ্ম জ্ঞানাদি-

ননু বোধস্বরূপায়ান্তত্বা ন কোহপি বোধ্যো ধর্ম ইতি চেৎ ;
ন, ত্বয়ৈব নিত্যত্বস্বয়ং প্রকাশত্বাদিধর্মাণাং প্রমাণসিদ্ধানাং স্বীকৃত-
ত্বাৎ । ন চ তেষামনিত্যত্বজড়ত্বাভাবতাৎপর্যাদিষ্টসিদ্ধিঃ, তথা-
ভূতৈরপি চৈতন্যধর্মৈরিষ্টব্যাব্যাহত্যাৎ । তস্যাং স্বরূপাতিরেকেণ
নানিত্যত্বাদিপ্রত্যনীকত্বমিত্যভাবরূপস্ত বা ধর্মস্থানদ্বীকারে তন্নি-
ষেধোক্ত্যা কিমপি নোক্তং স্মৃৎ ॥ ৫ ॥

নন্বিতি । তস্যাঃ স্বাশ্রয়ং প্রতি প্রকাশমানত্বং বিষয়প্রকাশকত্বং কচিদ্বোধ্যঃ
ধর্মো নাস্তি নির্ধাটিকা সেত্বার্থঃ । প্রমাণসিদ্ধানামিতি নিত্যো নিত্যানাং
সত্যং জ্ঞানমনস্তমিত্যাদীনি প্রমাণানি প্রোচ্য সাধিতানামিত্যর্থঃ । ন চ
তেষামিতি । অতদ্ব্যাবৃত্তিঃ শব্দার্থঃ ইত্যনেন নিত্যত্বাদিধর্মাণামনিত্যত্বাভ-
াবরূপত্বাভুতমাত্রমিষ্টং সিদ্ধমিত্যর্থঃ । তস্যামিতি । নানিত্যত্বাদীতি ।
তন্নিষেধোক্ত্যা নিত্যত্বাভাবো নানীয়তে তর্হি তদুক্তিব্যর্থত্যাৎ ॥ ৫ ॥

শক্তিবিশিষ্ট. অনুভূতি-সম্বিং-পর্যায় জ্ঞানমাত্র নহেন, ইহা স্থিরীকৃত
হইল ॥ ৩ ॥

কেবলাদ্বৈতীর মতে অনুভূতিস্বরূপ ব্রহ্মের ধর্ম অপরিত্যাজ্য
হইতেছে ; কারণ, বর্তমানদশায় নিজ সত্তাদ্বারা স্বাশ্রয়ভূত অনুভব-
কর্তার প্রতি প্রকাশমানত্ব বা তদ্বারাই স্ববিষয়ভূত ঘটাদির প্রকাশ-
কত্বকেই অনুভূতি বলা হউক, উভয়স্থলেই কেবলানুভূতিবাদীর
শক্তিমত্তার প্রসঙ্গ ঘটিতেছে । বিষয়প্রকাশনত্ব দ্বারাই উক্ত অনুভূতির
স্বয়ংপ্রকাশত্ব সাধিত হইয়াছে । যদি অনুভূতির বিষয়প্রকাশকতা-
শক্তি অস্বীকার করা হয়, তাহা হইলে, উহার স্বপ্রকাশত্বের অসিদ্ধি,
এবং অনুভবান্তরাগোচরত্বহেতু জড়ত্ব ও মিথ্যাত্ব ঘটে ॥ ৪ ॥

যদি বল, বোধস্বরূপা অনুভূতির আর কোন বোধ্য ধর্ম নাই,
তা নয়, তুমি স্বয়ংই উহার নিত্যত্ব এবং স্বয়ংপ্রকাশকত্বে প্রমাণসিদ্ধ
ধর্মসকল স্বীকার করিয়াছ এবং ঐ সকল প্রমাণের অনিত্যত্ব এবং
জড়ত্ব প্রভৃতির অভাবেই তাৎপর্য্যহেতু ইষ্টসিদ্ধিও বলিতে পার না ;
কারণ, অনিত্যত্ব ও জড়ত্ব প্রভৃতির অভাবও চৈতন্যের ধর্ম বলিয়া
তদ্বারা ইষ্টের ব্যাঘাতই ঘটিতেছে । অনুভূতিতে স্বরূপের অতি-
রিক্ততাদ্বারা অনিত্যত্বাদির নিষেধ ভিন্ন অন্য কোন পৃথক ধর্মের

কিঞ্চ, সা সিদ্ধ্যতি ন বা? আত্মে সধর্মকতা তস্যাঃ প্রাপ্তা;
অন্তো, খপুষ্পাদিবত্তুচ্ছতাপত্তিঃ। সিদ্ধিরেব সেতি চেৎ কশ্চ
কং প্রতীতি বাচ্যম্। যদি ন কশ্চচিৎ কঞ্চিৎ প্রতি সা তর্হি ন
সিদ্ধিঃ। সিদ্ধির্হি কশ্চচিৎ কঞ্চিৎ প্রতি ভবতি। অনুভূতৈরিতি
চেৎ, তর্হ্যানুভূতিসিদ্ধ্যোর্ভেদাবগতেঃ সা তস্যাঃ শক্তিরেবেত্যব-
সীয়তে, ন তু স্বরূপমাত্রম্। তদেবমাগতং জ্ঞানমাত্রস্বরূপেহপি
স্বাভাবিকজ্ঞাতৃত্বনিত্যত্বাদিধর্মকত্বম্ ॥ ৬ ॥

অথানুভূতে: ধর্মাস্তরেণ সধর্মত্বং সাধয়তি কিঞ্চেতি। তদ্বাদিনং পৃচ্ছতি
সেতি। সানুভূতিঃ সিধ্যতি সিদ্ধং বিন্দতীত্যর্থঃ। আত্মে শক্তিসধর্মকতেতি
সিদ্ধসত্ত্বাদিতি ভাবঃ। অন্তো খপুষ্পেতি। স্বরূপাভাবাদেবেতি ভাবঃ।
তদ্বাদী পুনঃ প্রত্যবতিষ্ঠতে সিদ্ধিরেবেতি। সানুভূতিঃ সিদ্ধিরেব স্বয়ং ন তু
ত্বয়্যাপি সিদ্ধে: সিদ্ধিরিতি শক্য। বক্তৃমনবস্থা প্রসঙ্গাদিতি ভাবঃ। তং প্রতি
পৃচ্ছতি কস্য কং প্রতীতি। সানুভূতিঃ কশ্চচিৎস্তনঃ সিদ্ধির্ন বামুকং প্রতি
সিদ্ধিরিতি ত্বয়া ব্যক্তমিত্যর্থঃ ॥ তদ্বাদিনা বক্তব্যং স্বয়ং প্রকটয়ন্তস্যাঃ সিদ্ধিত্বং
নিরাকরোতি যদি নেত্যাদিনা। ন খল্বনুভূতিঃ কশ্চচিৎস্তনঃ সিদ্ধির্ন বা কঞ্চিৎ
অমুকং প্রতি তৎসিদ্ধিরিত্যর্থঃ ॥ ৬ ॥

স্বীকার করা হইতেছে না, এরূপ বলিলে, ঐ নিষেধোক্তি ব্যর্থ
হইতেছে ॥ ৫ ॥

আরও জিজ্ঞাস্য এই যে, নির্ধর্মিকা অনুভূতি সিদ্ধ হয় কিনা? সিদ্ধিরূপ প্রথমপক্ষে সিদ্ধিসত্তারূপ সধর্মকতার প্রাপ্তি হয়। আর তদভাবরূপ দ্বিতীয়পক্ষে অনুভূতির স্বরূপাভাবহেতু আকাশকুসুমের ন্যায় তুচ্ছতাপত্তি ঘটে। যদি বল, ঐ অনুভূতি সিদ্ধিরই অনুভূতি। তাহা হইলে ঐ সিদ্ধি কে.ন্ বস্তুর এবং কাহার বিষয়ে তাহাও বলিতে হইবে। উহা যদি কোন্ বস্তুর বা কাহার বিষয়ে সিদ্ধি বলিতে না পারে, তবে তাহাকে সিদ্ধিই বলিতে পার না। সিদ্ধি অবশ্য কোন্ বস্তুর এবং কাহার বিষয়ে, তাহা স্থির থাকা উচিত। যদি বল, উহা অনুভূতিরই সিদ্ধি, তাহা হইলে, উহাদের পরস্পর ভেদবশতঃ, ঐ সিদ্ধি অনুভূতিরই শক্তি হইতেছে। উহা কখনই অনুভূতিস্বরূপ হইতে পারে না। অতএব ইহাই প্রাপ্ত হওয়া

যত্ত্ব ‘স্বলোহহম্’ ইতি দেহাভেদেন প্রতীতেঃ সুষুপ্তৌ তদ্বি-
 রহিতান্নপ্রতিপাদনাচ্চ দেহবদহমর্থস্থানান্নত্বমুক্তং তন্ন ; তসৈ্যব
 শুদ্ধান্নত্বাৎ। তথাহি—ন তাবদহমর্থোহসৌ যুগ্মৎপ্রত্যয়গোচরো
 জড়ো ভবিতুমর্হতি,—অস্মৎ প্রত্যয়গোচরত্বাৎ, স্বস্মৈ প্রকাশ-
 মানত্বাচ্চ। যঃ খলু স্বস্মৈ প্রকাশতে স ত্বহমিত্যেব প্রকাশতে।
 যত্ত্বহমিতি ন প্রকাশতে নাসৌ স্বস্মৈ প্রকাশতে যথা ঘটাদিঃ।
 তস্মাৎ স্বংপ্রতি স্বসত্ত্বয়েব সিদ্ধ্যন্ন জড়োহহমর্থ এবান্না। যো হহং
 জানামিতি প্রতীতিসিদ্ধং জ্ঞাতারং যুগ্মদর্থং ক্রয়ান্তস্য তু
 ‘প্রসূর্নো বক্ষ্য’ ইতি বদ্যবহিতার্থঃ ব্যাহারঃ। অসৈ্যবাহমর্থস্য
 জ্ঞাতুঃ কেবলং জ্ঞানং সুখং চাবভাসতে। ‘অহং জানাম্যহং
 সুখী’ ইতি জ্ঞানস্বরূপস্যাপি তস্য জ্ঞাতৃত্বং প্রকাশবস্ত্বনঃ সূর্যাদেঃ
 প্রকাশকত্ববদবিরুদ্ধমিত্যুচ্যামি প্রাক্ ॥ ৭ ॥

পূর্বোক্তাং শঙ্কামপাকরোতি যদ্বিতি। তদ্বিরহিতেতি। অহঙ্কারশূন্য-
 নির্ণাদিতার্থঃ। তস্মৈবেত্যহমর্থস্য। ন তাবদিতি আত্মাসাবিতার্থঃ। অহ-
 মর্থো যুগ্মদর্থ ইতি কেবলাদ্বৈতিনঃ পরিভাষা বোধ্যা। অহমর্থস্থানত্বাদেব
 স্বপ্রকাশত্বমিতি বিশদয়তি যঃ খল্বিত্যাदिना। অহমর্থজড়ত্ববাদিনমুপহসতি
 অহমিতি। যুগ্মদর্থমনান্নানম্। প্রসূর্জননী। যত্ত্বহমর্থো ঘটবদনান্না স্যান্তি
 জ্ঞাতৃত্বং সুখিত্বঞ্চ তস্য ন স্যাদিত্যাহ অস্মৈবেতি। ননু সত্যং জ্ঞানমনন্তং
 বিজ্ঞানং যজ্ঞং তনুতে ইত্যাদৌ জ্ঞানস্বরূপত্বেন শ্রুতসাহচর্যঃ জ্ঞাতৃত্বং কয়া
 যুক্তা ইতি চেৎ সত্তা সতীত্যাदिदৃक्विशेषबलेनेतिभावेनाह জ্ঞানস্বরূপ-
 স্যেতি ॥ ৭ ॥

যাইতেছে যে, ব্রহ্মজ্ঞানমাত্রস্বরূপহইয়াও স্বাভাবিক জ্ঞাতৃত্ব ও নিত্যত্ব
 প্রভৃতি ধর্মবিশিষ্ট ॥ ৬ ॥

অদ্বৈতবাদী যে বলেন, “স্বলোহহম্”—আমি স্থূল; এই স্থূল-
 দেহের সহিত অহঙ্কারের অভেদ প্রতীতিহেতু এবং সুষুপ্তিকালে
 তদ্বিরহিত আত্মার প্রতিপাদনহেতু দেহের স্থায় ঐ অহমর্থ অর্থাৎ
 অহঙ্কারও অনাত্ম হইতেছে, তাহা ঠিক নহে; উহার শুদ্ধাত্মত্বই
 আছে, অর্থাৎ নিজের প্রতি নিজের সত্ত্বাদ্বারা সিদ্ধ হইয়া ঐ অহঙ্কার
 আবার আত্মাই হইতেছেন। এই অহঙ্কার অর্থাৎ অহংপদার্থ যুগ্মৎ

ননু জ্ঞানমাত্র আত্মগ্ৰহমর্থোহধ্যস্যত ইতি চেন্ন, অধ্যাসকা-
ভাবাৎ। অনহঙ্কারস্য জ্ঞানমাত্রস্য জড়স্য চাহঙ্কারস্য তৎকর্তৃত্বং
ন সম্ভবতি। ন চ তস্মিন্নহমর্থো জ্ঞানচ্ছায়াপত্তিঃ দ্বয়োর্নৈকরূপাৎ।
ন চায়ঃপিণ্ডবহ্নিসম্পর্ককৃতৌষ্যবজ্জ্ঞানমাত্রসম্পর্ককৃতং জাতৃত্বং
তস্মিন্নহমর্থো মন্তব্যম্,—ঔষ্যবস্তৃক্ষণ্যাপ্রতিপত্তেঃ। ননুসাবহঙ্কারঃ
স্বানুসূতং তজ্জ্ঞানমভিব্যঞ্জয়ন্ জাতৃত্বং প্রাপ্নোতীতি চেন্মৈবং,

অথ নিরন্ত্রেপি তদ্বাদিনি বিধাত্তরৈঃ প্রতিপ্রবৃত্তে নিরন্তরে নন্বিত্যা-
দিনা। অধ্যাসে তদাধারশক্তিকাদিবদধ্যাসকশ্চ স্বান্তঃকরণশ্চেতনো জায়তে
তত্রানুভূতিরেকৈবাহঙ্কারমধ্যস্থতি রাজপুত্রদ্বীবরণ্যায়োনানুভূতিরৈবাব্যাস্যতীতি
চেন্ন রাজপুত্রবস্তৃক্য অহঙ্কারাভাবাৎ। অহঙ্কার ইতি চেন্ন তস্য ঘটাদিবজ্জড়-
ত্বাৎ। ননু জড়েহপাহঙ্কারেহনুচ্ছায়ায়া তপ্তায়োন্যায়েন সচেতনত্বাপত্তেঃ তস্যা-
ধ্যাসকত্বং নানুপপন্নমিতি চেন্ননোমোদকভক্ষণমেতদিতি ভাবেনাহ। ন চ তস্মি
ন্বিতি স্ফুটার্থম্। ন চেতি। ননু মানুভূতেরহমর্থো ছায়া তস্যাঃ সৎকল্প
তস্মিন্ন বর্জ্যনীয় এব। ততশ্চ তৎসম্বন্ধে নৈব তস্মিন্ সচেতনত্বং সাদিতি
চেন্ন। কুত ইত্যাহ ঔষ্যবদিতি। ঔষ্যঃ যথা বাহুঃ স্বাভাবিকো ধর্ম্ম এবং

প্রত্যয়যোগ্য জড়পদার্থ নহে; যেহেতু উহাতে অস্মৎপ্রত্যয়বিষয়ত্বই
দেখা যাইতেছে এবং উহাতে স্বনিমিত্তপ্রকাশমানত্বও আছে। যিনি
আপনার পক্ষে আপনি প্রকাশ পান, তিনিই ‘আমি আছি’ এইরূপে
অহংভাবে প্রকাশ পাইয়া থাকেন। আর যিনি অহংভাবে প্রকাশ
পান না, তিনি আপনার পক্ষেও আপনি প্রকাশ হন না, অর্থাৎ
তঁাহাকে স্বপ্রকাশও বলা যায় না। ঘটাদি জড়বস্তুরসকলই উহার
দৃষ্টান্ত। অতএব অজড় যে অহংভাব, তিনি আত্মস্বরূপ; অনাত্ম
নহেন। ‘আমি জানি’ এইরূপে সিদ্ধ জ্ঞাতাকে যিনি যুগ্মৎ প্রত্যয়ের
বিষয় জড়বস্তু বলেন, তঁাহার বাক্য “আমার জননী বন্ধ্যা” এই
বাক্যের ন্যায় বাধিতার্থের বোধক হয়। এই অহমর্থের অর্থাৎ
জ্ঞাতার ‘আমি জানি’, ‘আমি সুখী’, ইত্যাদিরূপে কেবল জ্ঞান ও কেবল
সুখ প্রকাশ পাইয়া থাকে। ঐ জ্ঞানস্বরূপ বস্তু যে অহমর্থ, তাহারও
জাতৃত্ব প্রকাশস্বরূপ বস্তু যে সূর্য্যাদি, তাহাদের প্রকাশকত্ব ধর্ম্মের
ন্যায় অবিরুদ্ধ হইয়া থাকে, ইহা পূর্বেই বলা হইয়াছে ॥ ৭ ॥

—অহঙ্কারাদিধর্মিণস্তস্য ধর্মহানুপপত্তেঃ ; স্বয়ং জ্যোতিষো
জ্ঞানস্য জড়াত্মকাহঙ্কারব্যঞ্জকত্বাযোগাৎ ; যদুক্তং—“শান্তান্ধার
ইবাদিত্যমহঙ্কারো জড়াত্মকঃ । স্বয়ংজ্যোতিষমাত্মানং ন ব্যন-
ত্বীতি যুক্তিমৎ” ইতি । তদায়ত্ত্বপ্রকাশেনাহঙ্কারেণ তস্য প্রকাশ্য-
ত্বাসম্ভবঃ ॥ ৮ ॥

জ্ঞাতৃত্বমনুভূতেরिति তবানভিমতত্বাদিতার্থঃ । নহসাবिति । জ্ঞাতৃত্বমনুভূতে-
ধর্মো নেতি সতাং কিত্ত্বেবমস্ত অহঙ্কারঃ স্বান্তর্গতামনুভূতিমভিভাঞ্জয়ন্ জ্ঞাতৃত্বং
লভতামিতি মৈবমেতৎ । অনুভূতিঃ খলু স্বৈতরেষাং সর্বেষামধিষ্ঠানং ধর্মিণী
তামহঙ্কারস্য ধর্মং বদন্তপসিদ্ধান্তী ভবসীতি ভাবঃ । উপসর্জনং হি ধর্মত্বং
সর্বাভ্যুপগতম্ । অপি চ ন খলু সূচাত্মমতিবাস্তবং কিত্ত্ব প্রকাশ্যত্বমেব । তচ্চানু-
ভূতেন সম্ভবেদিত্যাহ স্বয়মिति । শান্তেতি । শান্তান্ধারো যথাদিত্যং
ন প্রকাশয়তি এবং জড়াত্মকোহহঙ্কারঃ স্বয়ংজ্যোতিষমাত্মানং কেবলানুভূতি-
লক্ষণং ন প্রকাশয়তীতি যুক্তমিদমিতার্থঃ । তদায়ত্ত্বেন । অহঙ্কারো
হনুভূতাবীনপ্রকাশ অনুভূতিস্ত্ব স্বপ্রকাশা । ঘটসূর্য্যাবিহ দৃষ্টান্তৌ ॥ ৮ ॥

জ্ঞানস্বরূপ আত্মাতে অহমর্থ অধ্যস্ত হইয়াছে, এরূপও বলিতে
পার না ; কারণ, তদ্বিশয়ে আরোপকর্তারই অভাব ঘটিতেছে ।
অহঙ্কাররহিত জ্ঞানমাত্র আত্মার বা জড় অহঙ্কারের তৎকর্তৃত্ব সম্ভব
হয় না । ঐ অহমর্থে জ্ঞানচ্ছায়া অর্থাৎ জ্ঞানের আভাসদ্বারা
অহঙ্কারের প্রকাশও বলা যায় না ; যেহেতু জ্ঞান ও অহঙ্কার উভয়ের
নৈরূপ্যহেতু অর্থাৎ রূপাভাববশতঃ ছায়াই সম্ভব হয় না ।
আবার অগ্নিসম্পর্কে উষ্ণতাপ্রাপ্ত লৌহপিণ্ডের দাহিকাশক্তির ন্যায়
অহঙ্কারের জ্ঞানমাত্র আত্মার সম্পর্কে উৎপন্ন জ্ঞাতৃত্বধর্মও বলা যায়
না ; কারণ তাহা হইলে বহির উষ্ণতার ন্যায় আত্মারও জ্ঞাতৃত্বধর্ম
স্বাভাবিক হইয়া উঠে । কিন্তু আত্মার ঐ ধর্ম তোমার মতে স্বীকার্য
নহে । যদি বল, ঐ অহঙ্কার আপনাতে অনুশ্রুত অনুভূতিকে অর্থাৎ
আত্মজ্ঞানকে অভিব্যক্ত করিয়া জ্ঞাতৃত্ব প্রাপ্ত হয়, তাহাও হইতে
পারে না ; কারণ, অনুভূতি স্বয়ং ধর্মী পদার্থ, উহা অহঙ্কারাদি
অপর সকলেরই অধিষ্ঠান, উহাকে অহঙ্কারের ধর্ম বলা কখনই
যুক্তিযুক্ত হয় না । জ্ঞান স্বয়ং জ্যোতিঃস্বরূপ, অর্থাৎ প্রকাশস্বভাব-

ননু মিহিরকিরণগণস্য স্বাভিব্যঙ্গ্যপাণিতলাভিব্যঙ্গ্যত্বং
জ্ঞানাভিব্যঙ্গ্যত্বং জ্ঞানস্য ভবেদिति চেম, তস্য পাণিতলাভি-
ব্যঙ্গ্যত্বাভাবাৎ। পাণিতলপ্রতিহতগতিরসৌ বাহুল্যাৎ স্বয়মেব
ক্ষুটতরমুপলভ্যতে ইতি তদ্বাহুল্যমাত্রাহেতুত্বাৎ পাণিতলস্য
তদ্ব্যঞ্জকস্বভাবঃ। তস্মাৎ স্বত এব জ্ঞাতৃত্বা সিদ্ধ্যন্নহমর্থ এব
প্রত্যগাত্মা, ন তু জ্ঞানমাত্রং—“সুখমহমস্বাপ্সং ন কিঞ্চিদবেদিষম্”
ইতি স্পষ্টোক্তিহিতস্য পরামর্শাৎ। তত্রাপ্যহমর্থতা স্থখিতা জ্ঞাতৃতা
চাবগম্যতে। তদা তমোগুণাভিভবাৎ ক্ষুটতরা নাবগতিঃ।
ইথঞ্চ দেহবদহমর্থস্থানাত্মত্বং পরিস্কৃতম্। ন হি স্পষ্টো দেহস্ত-
দ্বিরহিতো বেহ প্রতীয়তে ॥ ৯ ॥

লজ্জিতস্ত বাদী স্থূলে যুক্ত্যভাসেন প্রতিপ্রবর্ততে নম্বিত্যাदिना। यथा
सूर्यांशवः स्वप्रकाशेन करतलेन प्रकाशा वीक्ष्यन्ते तथाभूतया प्रकाशे-
नाहङ्कारेण तदन्तर्गता सा प्रकाशा भवेदित्यर्थः। मैवम्। कुत इत्यत
आह तस्येति। मिहिरकिरणगणस्येत्यर्थः। मैवं पार्थिवप्रधानं हि
पाणितलं तैजसप्रधानस्तद्गणं कथमेतस्य तेन प्रकाशता शक्या वक्तुमिति
भावः। तर्हि प्रतीतिः कथमिति चेत् भ्रांत्येत्याह पाणितलेति। असे-
तद्गणः। निगमयति तस्मादिति। उक्तादर्थप्रचयान्नेतोः। सुखमिति। सुखं
यथा स्यात्तथाहमस्यैवमिति सुखित्वं क्षुटम्। न किञ्चिदवेदिषमिति तद्व्ये-
तरस्य प्राकृताहङ्कारतत्कार्याश्रोत्रादिकस्य तदा विलीनत्वात्तदज्ञानं साक्षात्-
कार्यमिति। सुखित्वादित्रिकानुभवादिज्ञातृत्वं विक्षुटम्। तत्रापि सुषुप्ते
जीवे। ननु सुषुप्ते चेदेवात्मा कथं जागरे त्वन्तःकरणेन संस्कारं सुखि-
त्वादेः प्रतीतिरिति चेत्तत्राह तदेति। तमोगुणेन निद्रयाभिभवादा-
वरणादित्यर्थः। अनुभूतमेव स्मरति नाननुभूतम् अनुभवस्मरणयोरैककरण-
नियमात्। नहीति सुषुप्ते जीवो नाहं देहः न चाहन्ताशून्यस्तदा प्रतियतेहपि
तु देहाभिन्नाहमर्थश्चेति गदितं सुष्ठु ॥ ९ ॥

বিশিষ্ট বস্তু। জড়াত্মক অহঙ্কার ঐ জ্ঞানের প্রকাশক, ইহা বলা
সঙ্গত হইতে পারে না। শাস্ত্র অঙ্গার যেমন আদিত্যকে প্রকাশ
করে না, জড় অহঙ্কারও তদ্রূপ স্বপ্রকাশ জ্ঞানকে প্রকাশ করে না।
অহঙ্কারের প্রকাশই জ্ঞানায়ত্ত। অতএব তদ্বারা জ্ঞানের প্রকাশ
কখনই সম্ভব হয় না ॥ ৮ ॥

এষ চাহং ভাবঃ ন সংসৃতিহেতুঃ,—শুদ্ধস্বরূপানুবন্ধিত্বাৎ, কিন্তু
তাদৃশতয়াবগতিস্তুতো মোচয়ত্যেব তদ্বিরোধিত্বাৎ। যদ্বয়মু-
পাধিরেব স্ফাভদা যুক্তো বিনশ্চেষ্মমিতি বিজ্ঞানংস্তুৎকথাপ্রসঙ্গা-
দপি জনোহপগচ্ছেৎ। নিবৃত্তাখিলক্লেশোহক্ষয়সুখভাক্ তেজস্বী
ভবেয়মিত্যেবং মোক্ষকাঙ্ক্ষণঃ শ্রবণাদৌ প্রবৃতিঃ। সাপি ন স্ফাৎ,
—অহমর্থস্ফাভনো মোক্ষে বিনাশভয়প্রাপ্তেঃ। ন চ নষ্টেহপি ময়ি
কিঞ্চিজ্ জ্ঞানমনুবর্তিস্থিতে স এবাস্মেতি বাচ্যমেবং প্রবৃত্ত্যদর্শনাৎ

এবমান্ননঃ অহমর্থত্বমাপাণ্ড সংসারহেতুত্বং নিরাকূর্ষন্ মুক্তিহেতুত্বং
দর্শয়তি এষ চেতি। জীবোহহমণুপরিমাণো বিজ্ঞানসুখবপুঃ সুখী বিজ্ঞাতা-
প্রাকৃতাহঙ্কারাদিশূন্যোহহমিত্যেবংলক্ষণ ইত্যর্থঃ। ততঃ সংসৃতেঃ। তদ্বিরো-
ধিত্বাদিতি। ব্রহ্মণোহহং গোঁরোহহমিন্দ্রিয়বানহমজ্ঞোহহমিতি প্রাকৃতাহঙ্কার-
বিমর্দিত্বাদিত্যর্থঃ। বিপক্ষে দোষমাহ যদ্বয়মিতি। জীবোহহমণুরহমিত্যা-
দ্রাক্তলক্ষণোহহম্ভাবো যদ্যুপাধির্মহত্ত্বাৎ জাতঃ স্যাদিতি হর্থঃ। অপগচ্ছেৎ-

যদি বল, তেজঃপ্রধান সূর্য্যাকিরণ যেরূপ পাণিতলের প্রকাশক
হইয়াও ঐ পাণিতলেই স্বয়ং প্রকাশিত হইয়া থাকে, তদ্রূপ জ্ঞানাভি-
ব্যঙ্গ অহঙ্কারই আবার জ্ঞানের প্রকাশক হইয়া থাকে। এই যুক্তিও
তুচ্ছ হইতেছে। কারণ, সূর্য্যাকিরণ কখনই পাণিতলের প্রকাশ্য
হয় না। সূর্য্যের কিরণসকল প্রকাশকালে জড় পাণিতলে প্রতিহত-
গতি হইয়া বাহ্যাবশতঃ স্বয়ংই স্ফুটতরভাবে প্রকাশ পাইয়া থাকে,
পাণিতল উহাকে প্রকাশ করে না। পাণিতল সূর্য্যাকিরণের বাহ্য-
বিধানেরই হেতুমাত্র। পাণিতলে সূর্য্যাকিরণকে প্রকাশ করিবার
শক্তি নাই। অতএব জ্ঞাতৃত্বরূপে সিদ্ধ অহঙ্কারই আত্মা। আত্মা
কেবল জ্ঞানমাত্র নহেন। নিদ্রাভঙ্গের পর, আমি সুখে নিদ্রা
গিয়াছিলাম, কিছুমাত্রই জানিতে পারি নাই; এই প্রকার পরামর্শ-
হেতু স্মৃপ্তিকালেও অহঙ্কারের সুখিহ জ্ঞাতৃত্ব অবগত হওয়া যায়।
তৎকালে তনোগুণদ্বারা অভিভবহেতু উহাদের স্ফুটতর বোধ থাকে
না। এইরূপে অহঙ্কারের দেহের ন্যায় যে অনাত্মত্ব, তাহা পরিত্যক্ত
হইল। নিদ্রাবস্থায়ও দেহের সৃপ্তিতে আত্মার দেহরূপত্ব বা অহঙ্কার-
শূন্যত্ব প্রতীত হয় না ॥ ৯ ॥

তত্র প্রমাণাভাবাচ্চ । কিম্বত্ৰ প্রমাণং বেদঃ সাক্ষী বা ? নাভ্যঃ—
অস্বীকারাৎ ; ন দ্বিতীয়ঃ—তদানীং তস্মাৎ নাশাৎ । সাক্ষিণোহহ-
মর্থত্বং প্রতিপাদয়িষ্যতে । তস্মাদহমর্থো জ্ঞাতৈব প্রত্যগাত্মেতি
সুস্থিরম্ ॥ ১০ ॥

পলায়েত । নিবৃত্তেতি । অহমর্থদ্বারৈব মুক্তিসাধনেষু মুমুক্শোঃ প্রবৃত্তিঃ তস্য
স তেষু ন স্যাৎ যদ্বয়মহমর্থো মুক্তো ন স্যাদিত্যর্থঃ । ন চেতি । ময়ি
অহমর্থো নষ্টেহপি কিঞ্চিং কিঞ্চিনির্বিশেষং জ্ঞানং স্বাস্থ্যতি নির্গতেহপি
কল্কে মণিরিব শুদ্ধ ইত্যর্থঃ । তত্র নির্বিশেষজ্ঞানে । তদানীং মোক্ষকালে ।
তস্য সাক্ষিণ অহমর্থস্য নাশস্বীকারাদিত্যর্থঃ তদা হি জ্ঞানমাত্রমেব তিষ্ঠেদिति
ত্বদীয়ং মতম্ ॥ ১০ ॥

ঐ অহঙ্কার সংসারের হেতু নহে ; কারণ উহা শুদ্ধ স্বরূপানু-
বন্ধী । অহঙ্কারের স্বরূপানুবন্ধিত্বহেতু, অর্থাৎ আমি জীব, অণু-
পরিমাণ, বিজ্ঞানসুখশরীর, সুখী ও বিজ্ঞাতা ইত্যাদির প্রতীতি-
জনকত্বনিবন্ধন এবং প্রাকৃতাহঙ্কারবিমর্দিতত্বপ্রযুক্ত উহা সংসারের
মোচক হইয়া থাকে । অন্যথা উহা যদি উপাধি অর্থাৎ মহত্তত্ত্বজাত
অহঙ্কার হইত, তাহা হইলে মুক্তিতে আমি বিনষ্ট হইব, এই প্রকার
জ্ঞান জন্মিত এবং মুক্তিকথার প্রসঙ্গ হইলে লোকে সেই স্থান হইতে
পলায়ন করিত । বিশেষতঃ মুক্তিতে আমার নিখিল ক্লেশের ক্ষয়
হইবে ; অক্ষয়সুখশালী হইব, এই প্রকার জ্ঞানে মোক্ষাকাজক্ষীর
মুক্তিসাধনাদিতে প্রবৃত্তিও হইত না । কারণ, মোক্ষাবস্থায় অনাত্ম
অহঙ্কারের বিনাশভয়ই জন্মিত । মোক্ষে অহঙ্কারের নাশ হইলেও
কিঞ্চিং নির্বিশেষ জ্ঞান থাকিবে, এবং ঐ জ্ঞানকেই আত্মা বলিব,
একথা বলিতে পার না ; কারণ, তদ্বিশয়ে কোনরূপ প্রবৃত্তি দৃষ্ট হয়
না, এবং তৎপক্ষে কোন প্রমাণও নাই । যদি বল, প্রমাণ আছে,
তবে, সে প্রমাণ কি ? বেদ অথবা সাক্ষীই উহার প্রমাণ ? তদ্বিশয়ে
বেদের প্রামাণ্য কেহই স্বীকার করেন না । দ্বিতীয়টিও সম্ভব হয়
না ; কারণ, তদানীং সাক্ষীর নাশই স্বীকৃত হইতেছে । সাক্ষী যখন
অহমর্থ বলিয়া প্রতিপাদিত হইতেছেন, তখন তৎকালে ঐ অহমর্থের
বিনাশহেতু, সাক্ষীই উহার প্রমাণ, এই যে দ্বিতীয় পক্ষ, তাহা

অতএব লব্ধবিজ্ঞানশ্চাপি বামদেবাদেবং ব্যাহারঃ । “তদৈ-
তং পশ্যন্তু স্মির্বামদেবঃ প্রতিপেদে - অহং মনুরভবং সূর্য্যশ্চ” ইতি,
“প্রাণোহস্মীতি প্রজ্ঞাত্মা” ইতি, “নষ্টো মোহঃ স্মৃতির্লব্ধা ত্বংপ্রসাদা-
ন্ময়াচ্যুত । স্থিতোহস্মি গতসন্দেহঃ করিস্থে বচনং তব”(গীঃ ১৮।৭৩)
ইতি । পরশ্চ ব্রহ্মণশ্চ যুক্তমুগ্যশ্চ “ব্রহ্ম বা ইদমগ্র আসীৎ”,
“তদাত্মানমবৈদহং ব্রহ্মান্মি” ইতি, “সেয়ং দেবতৈষ্কৃত হস্তাহমি-
মান্তিশ্রোদেবতাঃ” ইতি “অহং সর্বশ্চ প্রভবঃ” ইতি, “অহমেবা-
সমেবাগ্রে” ইতি চৈবমাদিঃ ॥ ১১ ॥

এবমহমর্থং শুদ্ধাত্মন আপাণ্ড তস্য বিদ্বদনুভবেন তত্ত্বং দর্শয়তি অতএবেতি ।
শুদ্ধাত্মনোহহমর্থত্বাদেবেত্যর্থঃ । এবং ব্যাহারোহহংভাবপ্রধানং বচনমিত্যর্থঃ ।
ব্যাহার উক্তির্লপিতং চ ভাষিতং বচনং বচ ইত্যমরঃ । তদ্বেতি বৃহদারণ্যকে ।
এতদ্ব্রহ্মস্বরূপং সর্ববৃত্তিপ্রদং সর্বব্যাপকঞ্চ পশ্যন্তুভবন্ বামদেব ঋষিঃ
প্রতিপেদে উবাচ । কিং প্রতিপেদে তদাহ অহমিতি । সদ্বৃত্তিহেতুঃ
সদ্ব্যাপি চ ব্রহ্ম এব সর্বং জগদিত্যর্থঃ । এবমগ্রেহপি বোধ্যম্ । প্রাণোহস্মীতি ।
ছান্দোগ্যে ইন্দ্রস্য । অস্য ব্রহ্মভক্তত্বং কেনোপনিষদি প্রসিদ্ধম্ । ভগবতা
সাকং প্রাতিকূল্যাচরণং তু তল্লীলাপোষায় তদিচ্ছানুগুণমেব । তথাপি যত্ত্ব
ক্ষমাপণং দাসানুচিতকৰ্ম্মত্বাদিতি ব্যাখ্যাতারঃ । “নষ্টো মোহঃ” ইতি
শ্রীগীতাস্বর্জুনস্য । পরস্মেতি । চকারাদেবং বাহরে ইতি সমুচ্চীয়তে । ব্রহ্ম
বা ইতি বৃহদারণ্যকে । সেয়মিতি ছান্দোগ্যে । সা পরমাত্মরূপেয়ং দেবতা
ঐক্ষত বিচারয়ামাস ইমান্তৈছোহবল্ললক্ষণান্তিশ্রোদেবতা অনেন জীবশক্তি-
মতা আত্মনানুপ্রবিষ্ট নামরূপে ব্যাকরবাণীত্যাগ্রিমেণ সম্বন্ধঃ । স্মৃটমন্যৎ ।
ব্রহ্ম বা ইত্যাদৌ ভগবতোহহংভাবেন স্বপরাশ্রয়ঃ স্বরূপানুবন্ধিনৈব তেন
মন্তব্যঃ সৃষ্টেঃ পূর্বে প্রাকৃতস্যাহঙ্কারস্যানুৎপত্তেরেবেতি তত্ত্ববাদিনঃ ॥ ১১ ॥

অসম্ভব হইতেছে । অতএব অহমর্থ যে জ্ঞাতা তাঁহারই প্রত্যগাত্মত্ব
স্থিরীকৃত হইল ॥ ১০ ॥

অতএব লব্ধবিজ্ঞান হইয়াও বামদেবাদি অহম্ভাবপ্রধান বাক্য
ব্যবহার করিয়াছিলেন, যথা—“সর্ব বৃত্তিপ্রদ এবং সর্বব্যাপক ব্রহ্মের
স্বরূপ অনুভব করিয়া বামদেব ঋষি বলিয়াছিলেন, আমি মনু হইয়া-
ছিলাম, এবং আমি সূর্য্য হইয়াছিলাম” । অর্জুন বলিয়াছিলেন,
“হে অচ্যুত, তোমার প্রসাদে আমি স্বরূপ লাভ করিয়াছি । আমার

এবং সিদ্ধে যন্ত “ভূমিরাপোহনলো বায়ুঃ” ইত্যাদিনা ক্ষেত্রান্ত-
 ভূতোহহঙ্কারঃ স্মর্য্যতে, স খলু আত্মনি দেহেহহঙ্কারকরণহেতু-
 ত্বাৎ তথোপদিষ্টো বোধ্যঃ। তস্মাদহঙ্কারশব্দস্য চিৎপ্রত্যয়মুৎ-
 পাত্ত ব্যুৎপাদনং দৃষ্টব্যম্। এতদহঙ্কারদ্বয়ং তু “সুখমহম্” ইত্যাদি-
 ক্ষতো, “সন্নে যদিদ্ভিয়গণেহহমি চ প্রস্বপ্তে কূটস্থ আশয়মৃতে
 তদনুস্মৃতির্ন” ইতি স্মৃতৌ চ দর্শিতম্। উপাধ্যভিমানাত্মকস্য
 প্রস্বপ্তত্বাৎ, “সুখমহম্” ইত্যেনে তদনুস্মৃতির্ন ইত্যেনে চাত্মনোহহং
 প্রত্যয়েন পরামর্শাচ্চ। অতঃ ‘মামহং নাজ্ঞাসিষম্’ ইত্যস্মিন্ পরা-

ননু চতুর্বিংশতিতত্ত্বাত্মকস্বাবয়বোহহঙ্কারা যো ভূমিরিত্যাদিবাকোন
 পঠিতঃ, যন্ত স্বরূপানুবন্ধাহঙ্কারো নিকৃপিতঃ। স খলু কপোলকল্পিত এব
 প্রমাণাভাবাদিতি চেত্তত্রাহ এবমিত্যাदि। অত্রায়মর্থঃ - আত্মাভিনোহহ-
 মর্থোহস্মচ্ছববাচ্যঃ মুখ্যঃ দেহাবয়বোহহমর্থস্ত্ব মাংস্তোহব্যয়ো বাচ্য ইতি
 বাচ্যোর্ব্যাচকয়োশ্চাভেদোহস্তু। এষ দেহাবয়বো মহত্তত্ত্বজ্ঞানো গোণঃ স্যাৎ
 কাণোহহং বধিরোহহমিত্যেনে কাণদেহাদাবহঙ্কারকরণহেতুত্বাৎ উৎপন্নঃ চিৎ-
 প্রত্যয়েন যোহহঙ্কার শব্দেন বাচ্যতে। অহস্তাবদ্বয়ে প্রমাণমাহ সুখমিত্যাदि
 সন্নে যদিতি। জাগরে শব্দাদিবিষয়গ্রাহিণি ইন্দ্রিয়গণে স জীবঃ সবিকারঃ
 স্বপ্নে সর্বেন্দ্রিয়োপাদানেনাহঙ্কারেণোপেতো বাসনয়া বিষয়াংস্তেনৈব ভুঞ্জান-
 স্তাদৃশ এব সুষুপ্তৌ তু পুরীতনুধ্যাস্তে ব্রহ্মণি সুপ্তস্য জীবস্যেন্দ্রিয়গণেহহঙ্কারে
 চ সন্নে বিলীনে সতি স কূটস্থো নির্বিকারো ভবতি। কূত ইত্যাহ আশয়-
 মৃতে ইতি আশয়স্য বিকারহেতোলিঙ্গদেহস্বাভাবাদিত্যর্থঃ। ন ত্বেবং
 প্রতীয়তে ইতি চেত্তত্রাহ তদিতি। তস্য সুখজ্ঞানস্বরূপস্য সুষুপ্তিসাক্ষিণো
 নির্বিকারস্যা ত্মনোহনুস্মৃতিঃ ন অস্মাকমন্তীতি। ব্রহ্মবিদ্যা লিঙ্গভজ্ঞাতাবাৎ

মোহ বিনষ্ট হইয়াছে। আমার সংশয়ও দূর হইয়াছে এবং যথাজ্ঞানে
 অবাস্থিত হইয়াছি। এক্ষণে আমি তোমার আদেশ পালন করিব।”
 মুক্ত ব্যঞ্জির অব্বেষণীয় ব্রহ্মেরও এইরূপ অহস্তাবপ্রধান বাক্য দেখা
 যায়; যথা—“যখন কোন জেয় বস্তুই ছিল না, এক ব্রহ্মই ছিলেন,
 তখন আমি আত্মাকে জ্ঞাত ছিলাম। আমিই ব্রহ্ম। সেই এই
 পরমাত্মরূপী দেবতা দর্শন করিলেন। এই তেজোলক্ষণা এবং অন্ন-
 লক্ষণা তিন দেবতাই আমি। আমি সকলের উৎপত্তিস্থান। সৃষ্টির
 পূর্বে আমিই ছিলাম।” ইত্যাদি ॥ ১১ ॥

মর্শেহপ্যুপাধ্যভিমানিনোহজ্ঞানবিষয়স্য নানুসন্ধিরণস্য তজ্ঞান-
সাক্ষিণোহনুসন্ধিরস্তীতি । সুষুপ্তাবজ্ঞানসাক্ষিত্বেনাত্মাস্তে ইতি
হি ভবদীয়া প্রক্রিয়া । সাক্ষিত্বং খলু সাক্ষাৎ জ্ঞাতৃত্বমেব,—
“সাক্ষাৎ দ্রষ্টরি সংজ্ঞায়াম্” ইতি পাণিনিষ্মরণাৎ । স চায়ং সাক্ষী
সাক্ষাজ্ঞানামীতি প্রতীতিপ্রসিদ্ধোহস্মদর্থ এব । মোক্ষেহপ্যাহমর্থো-
হনুবর্ততে, ইতরথা তস্মিন্ প্রবৃত্তিরনুপপত্তিরিত্যুক্তম্ ॥ ১২ ॥

সুষুপ্তে স্থিতস্য পুনর্নিন্দাযোগাদনির্মোক্ষ ইতি ভাবঃ । বাক্যদ্বয়ে অহমর্থদ্বয়ং
যোজয়তি উপাধ্যভীতি । অহমিতি ন ইতি চাস্মচ্ছব্দবাচ্যোহহমর্থঃ । প্রসুপ্ত-
ত্বাদস্য ইত্যর্থঃ । অতো মামিতি । যস্মাদহমর্থদ্বয়ং সিদ্ধং তস্মাদিত্যর্থঃ ।
কেনচিৎ পৃষ্ঠে প্রাহ মামিতি । দেহাত্তহঙ্কারস্য দেহাত্তজ্ঞানবিষয়স্য নানুসন্ধিঃ ।
অহমিতি দেহাত্তজ্ঞানস্য সাক্ষিণঃ অস্মদর্থস্য ত্বনুসন্ধিঃ । তদা ত্বন্মতেহপ্যাত্মা
ন নির্বিশেষঃ কিন্তু জ্ঞাতাহমর্থ এবেতি দর্শয়তি সুষুপ্তাবিতি । অজ্ঞান-
সাক্ষিত্বেনাত্মভিন্নদেহাত্তজ্ঞানস্য সাক্ষাৎ দ্রষ্টৃত্বেনেত্যর্থঃ । সাক্ষাদিতি ।
সাক্ষাচ্ছব্দাদিভিঃ স্যাৎ, বাদিপ্রতিবাদিনোর্বিবাদং যঃ সাক্ষাৎ পশুতি পক্ষপাত-
শূন্যঃ সন্ তস্য সংজ্ঞায়ামিতি সূত্রার্থঃ । স্মৃটমন্ত্য ॥ ১২ ॥

এই প্রকার অহঙ্কার সিদ্ধ হইলে “ভূমি, জল, অনল, বায়ু,
আকাশ, মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার, এই অষ্ট প্রকারে আমার প্রকৃতি
বিতক্ত আছে,” ইত্যাদি বাক্যে ক্ষেত্রের অন্তর্ভূত অর্থাৎ চতুবিংশতি-
তত্ত্বাত্মক দেহের অবয়বভূত যে এক অহঙ্কার গঠিত হয়, তাহা অহঙ্কার-
করণের হেতুবশতঃ দেহই উপদিষ্ট বুঝিতে হইবে । ঐ অহঙ্কার
পূর্বোক্ত আত্মা ভিন্ন অস্মচ্ছব্দবাচ্য স্বরূপাহবন্ধী মুখ্য অহঙ্কার নহে ।
পূর্বোক্ত অহঙ্কার শব্দে স্বরূপভূত অহংভাবে বুঝায় । শেষোক্ত
অহঙ্কার, যাহা অহং নয়, তাহাকে অহং করা হইয়াছে, ইহাই বুঝায় ।
এই অহঙ্কার অভূততদ্ভাব-অর্থে দ্বি প্রত্যয় করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে ।
অতএব অহঙ্কার শব্দে স্বরূপ ও অন্তরূপ দুইটি ভাবে বুঝাইতেছে ।
এই অহঙ্কারদ্বয় “সুখমহমম্বাপং”—আমি সুখে নিদ্রা গিয়াছিলাম,
ইত্যাদি ঞ্জতিতে এবং “সন্নে যদিদ্রিয়গণেহহমি চ প্রসুপ্তে কূটস্থ
আশ্রয়মূতে তদনুস্মৃতির্নঃ” ইত্যাদি স্মৃতিতে দর্শিত হইয়াছে ।
উপাধিতে অভিমানরূপ যে অহঙ্কার, তাহাই প্রসুপ্ত হয় এবং আত্ম-

শ্রীবিষ্ণুপুরাণেহপ্যহং প্রত্যয়বোধ্যতাত্মনঃ স্বীকৃতা—“যো ভবান্ যন্নিমিত্তং বা যদাগমনকারণম্ । তৎ সৰ্ব্বং ক্রয়তাং বিদ্বদ্ব্যহং শুভ্রমবে ভবান্” ইত্যেতদ্রহুগণেন পৃষ্টো ভরতস্তস্মৈ অহংশকস্ত্যাবক্তব্যত্বমাহ,—“ক্রয়তাং কোহহমিত্যেতদ্বক্তুং ভূপ ন শক্যতে” ইতি ; রহুগণস্তস্তানিরুক্তব্যত্বমাহ,— “আত্মগ্ৰেধ ন দোষায় শক্যোহহমিতি যো দ্বিজঃ” ইতি ; ভরতঃ পুনস্তৎ স্বীকরোতি,— “শক্যোহহমিতি দোষায় নাত্মগ্ৰেধ তথৈব তৎ” ইতি । জিহ্বাদিস্মু অনাত্মনস্তু অহং শক্যো ন প্রযুক্ত্যত ইত্যনুগদিতম্—“অনাত্মগ্ৰাণ্য-বিজ্ঞানং শক্যো বা আন্তিলক্ষণঃ” ইত্যাদিভিঃ ॥ ১৩ ॥

অথান্বনোহমর্থত্বং প্রস্ফুটতয়া প্রতিপাদয়তি শ্রীত্যাदिना । যো ভবানিতি দ্বিতীয়েংশে বোধ্যম্ । ক্রয়তামিতি । স্বাতন্ত্র্যাদোষভয়াত্তদিদং নিরাকরণং জ্ঞেয়ম্ । বক্তুং প্রযোক্তুং । ভরত ইতি । তদহংশকবোধ্যত্বম্ । অহমিতি শব্দঃ আত্মনি ন দোষায় তস্মান্মচ্ছবদ্বাচ্যত্বাদিতি ভাবঃ ॥ ১৩ ॥

রূপ অহঙ্কার যিনি তিনিই সুখাদি স্মরণ করেন । অতএব “আমি আমাকে জানি নাই” এই পরামর্শে ও উপাধিতে অভিমানী অজ্ঞান-বিষয়ের অনুসন্ধান হয় না । কিন্তু তদন্ত জ্ঞানসাক্ষী অহঙ্কারের অনুসন্ধান হইয়া থাকে । সুষুপ্তিতে অজ্ঞানের অর্থাৎ আত্মা হইতে ভিন্ন দেহাদিবিষয়ক অজ্ঞানের দ্রষ্টার স্বরূপে আত্মা অবস্থান করেন, ইহাই আমাদিগের মত । সাক্ষি শব্দের অর্থ সাক্ষাৎ দ্রষ্টা, পাণিনিতে সাক্ষাৎ দ্রষ্টার অর্থেই সাক্ষী শব্দ ব্যুৎপন্ন হইয়াছে । ঐ সাক্ষী, সাক্ষাৎ জানি, এই প্রকার প্রতীতি দ্বারা প্রসিদ্ধ অস্মদর্থ । উক্ত অস্মদর্থ মোক্ষেন্ত অনুবর্তন করে । অন্যথা মোক্ষে প্রবৃত্তির অনুপপত্তি ঘটে । উহা পূর্বেই বলা হইয়াছে ॥ ১২ ॥

বিষ্ণুপুরাণেও আত্মার অহং-প্রত্যয়-বোধ্যত্ব স্বীকৃত হইয়াছে । “আপনি কে, কাহার জন্ত, কি নিমিত্ত আগমন করিয়াছেন, আমি তাহা শুনিতে ইচ্ছুক, আমাকে সেই সমস্ত বলুন”, এই প্রকার রহুগণের প্রশ্নের উত্তরে ভরত তাঁহার ঐ অহং শব্দের অবক্তব্যতা নির্দেশ করিয়াছিলেন । যথা—“হে রাজন্ ! শ্রবণ কর, আমি কে, তাহা বলা যায় না ।” “আত্মার অন্বেষণে ঐ অহং শব্দের প্রয়োগে

নহুহমর্থশ্চেদাত্মা, তর্হি—“যদাত্মোহস্তি পরঃ কোহপি মন্তঃ পার্থিবসত্তম। তদৈষোহময়ং চাত্মো বক্তুম্বেবমপীশ্বতে ॥ যদা সমস্তদেহেষু পুমানেকো ব্যবস্থিতঃ। তদা হি কো ভবান্ সোহহমিত্যেতদ্বিফলং বচ” ইত্যপরিতনো গ্রন্থঃ কথং সংগচ্ছেত? মৈবং; তেনাহমর্থস্থাপ্যাত্মনঃ স্বাতন্ত্র্যাভিমানো নিরস্ততে। তথাহি—অহংশকঃ খল্বহং জানামাহং ভুঞ্জেহহং গচ্ছামীতি স্বার্থে স্বাতন্ত্র্যং সমর্পয়তি। তদস্ত্য জীবাাত্মনো ন সম্ভবতি, পার-তন্ত্র্যাৎ। ততশ্চ পরমাত্মৈব তদভিমানমর্থতি ন তু জীবঃ। স তু তদায়ত্ত্ববৃত্তিকত্বাদিনা ততো নাতিরিচ্যতে। ন চৈবমহমর্থস্ত্য ক্তিঃ, ঈশ্বরতন্ত্রোহমিত্যাদিকল্পপন্থাবিরুদ্ধস্ত্য তস্তাহানাৎ। তদেবং

স্থাপিতমাাত্মনোহমর্থত্বমাশঙ্ক্য দ্রষ্টয়তি নশ্চিত্যাদিনা। মন্তো ভরতাদ-দ্বিতীয়াৎ। হে পার্থিবসত্তম রহুগণ নৃপশ্রেষ্ঠ। তেন উপরিতনেন গ্রন্থেন। স্বার্থে জীবাাত্মন্যহমর্থো। অহানাৎ অত্যাগাৎ। ব্যবস্থ্যা বৃত্তিপ্রদত্বব্যাপকত্ব-ধারণকত্বরূপয়েতার্থঃ যোক্তোতি ভরতোক্তোত্যর্থঃ ॥ ১৪ ॥

কোন দোষযুক্ত হয় না,” ইত্যাদি বাক্যদ্বারা, রহুগণ আবার উক্ত অহঙ্কারের বক্তব্যতা জানাইলেন। “আত্মাতে ঐ অহংশকের প্রয়োগে দোষ হয় না” বলিয়া ভরতও পুনরায় তাঁহার কথা স্বীকার করিলেন। অনাত্মবস্তু জিহ্বাদিতে আত্মবোধক অহংশক প্রযোজ্য নহে। যিনি তাহাতে উহার প্রয়োগ করেন, তিনি ভ্রান্তিবশতঃই তদ্রূপ করিয়া থাকেন। ইহাই ভরতের শেষকথা ॥ ১৩ ॥

যদি বল, অহংশক যদি আত্মাকেই বুঝায় তবে, “হে রাজন্! আমাভিন্ন যদি অন্য কেহ থাকে, তবে এই “আমি”, ঐ “উনি” প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার করা যৌক্তিক হয়।” “সকল দেহেই যখন এক আত্মা, তখন “তুমি কে”, “সেই আমি” প্রভৃতি বাক্যসকল বিফল হইতেছে,” ইত্যাদি উপরিতন বাক্যসকল কিরূপে সঙ্গত হয়? তদন্তরে বক্তব্য এইঃ—পূর্বোক্ত বাক্যে অহংশকবাচ্য দ্বারা আত্মার স্বাতন্ত্র্যাভিমান নিরস্ত করা হইয়াছে। অহংশক ‘আমি জানি’, ‘আমি ভোগ করি’, ‘আমি গমন করি’, ইত্যাদি অর্থে স্বাতন্ত্র্যবোধ করায়। কিন্তু জীবাত্মার উক্তস্বতন্ত্রতা সম্ভব হয় না; কারণ, জীব

সত্যমর্থঃ — মন্তো মদেকাশ্রয়ান্দীশ্বরাদন্তঃ পরঃ স্বাতন্ত্র্যাভি-
মানী কোহপি মল্লক্ষণোহন্তো বাস্তুান্তি, তদা তদ্যবচ্ছেদেনৈ-
ষোহহময়ং তদন্ত ইতি বক্তুং যুজ্যেত। ন চৈবমন্তীত্যাহ, —
ষদেতি। পুমান্ স্বাতন্ত্র্যাভিমানী ব্যবস্থয়া স্থিতঃ, তদা কো ভবা-
নिति বহুশু সমানেষু নির্দাররূপং তে প্রস্ৰবং সোহহমিতি
বচশ্চ বিফলম্। তদেবং সতি “শ্রয়তাং” ইত্যত্রাপ্যয়মেবাভিসন্ধিঃ।
তস্মাৎ স্বাতন্ত্র্যাভিমানিনো জীবন্তাত্ৰ নিরন্ততে, ন ত্বহমর্থতা,
তথা সতি শ্রোক্ত্যাহংশদব্যাকোপাপত্তেঃ ॥ ১৪ ॥

উপসংহারেহপি দেহাহন্তাবং নিরন্ত্য শুদ্ধাহন্তাবঃ স্থাপিতঃ।
“সমস্তাবয়বেভ্যস্ত্বং পৃথকভূয় ব্যবস্থিতঃ। কোহহমিত্যেব নিপুণং

উপসংহারেহপীতি। তথাচোপসংহারয়োরেকরূপেণ লিঙ্গেনাৱনোহহমর্থত্বং
সিদ্ধমিত্যর্থঃ। এবমিতি। তত্ত্বেহহমর্থীয়স্বরূপে। পৃথগিতি স্বরূপাহন্তাবাং
পৃথগন্যদৃ যং প্রাকৃতাহঙ্কাররূপং কারণং তেনেত্যর্থঃ। নিস্পাদ্যং সাধ্যম্ ॥ ১৫ ॥

স্বভাবতঃ পরতন্ত্র। স্বতন্ত্র পরমাত্মাই তদ্রূপে অভিমান প্রকাশ
করিতে পারেন; জীব তাহা পারেন না। জীবের সমস্ত বৃত্তিই
ঈশ্বরাধীন। অতএব জীব তাঁহা হইতে কোনরূপে স্বতন্ত্র হইতে
পারেন না। তাহাতে অহমর্থের কিন্তু কোন প্রকার হানিও দেখা
যায় না। কারণ “ঈশ্বরাধীন আমি” ইত্যাদিরূপে অবিরুদ্ধ অহঙ্কার
থাকিয়া যাইতেছে। অতএব পূর্বোক্ত বাক্যসকলের এইরূপ অর্থ
হইতেছে—মন্তঃ অর্থাৎ মদেকাশ্রয় মদীশ্বর হইতে অন্য পর অর্থাৎ
স্বাতন্ত্র্যাভিমানী কোন মদ্বিধ অর্থাৎ মল্লক্ষণ অন্য আত্মা যদি থাকিত,
তবে আমি তাঁহা হইতে ভিন্ন, এই কথা বলা যাইতে পারিত।
কিন্তু তাহা নাই। যখন সমস্ত দেহে স্বাতন্ত্র্যাভিমানী পুরুষ একজন,
ইহাই ব্যবস্থা হইয়াছে, তখন ‘তুমি কে’, এবং ‘সেই আমি’ প্রভৃতি
বাক্যসকল বিফলই হইতেছে। অতএব ‘শ্রয়তাং’—শ্রবণ কর,
ইত্যাদি স্থানেও ঐরূপই অভিপ্রায় জানিতে হইবে। সুতরাং ঐশ্বলে
স্বাতন্ত্র্যাভিমানী জীবেরই নিরসন করা হইয়াছে, অহমর্থের নিরাস
করা হয় নাই। অন্যথা ভরতের উক্তিতেও অহংশব্দের প্রয়োগ
ব্যর্থ হয় ॥ ১৪ ॥

ভুজা চিন্তয় পার্থিব” ॥ ‘রাজাহং’, ‘প্রজাইমাঃ’ ইত্যাদিধীভ্রান্তি-
 রেব,— তত্ত্ববিলক্ষণশিৎসুখবপুর্নাত্মাহমিতি তু প্রমেত্যর্থঃ । এবং
 ব্যর্থস্থিতে তত্ত্বে ময়াহমিতি ভাষিতুম্ । পৃথক্কারণনিষ্পাত্ত্যং
 শক্যতে নৃপ তে কথম্ ॥” এবং দেহাদিব্যতিরেকিতয়াতত্ত্বহে-
 বস্থিতে ময়া রাজৈজ্য শত্রুহতঃ, তথৈনমহং হনিষ্যামীতি ভাষিতুং
 কথং শক্যতে, যদীদং পৃথক্কারণেন প্রাকৃতাইক্ষ্বরেণ নিষ্পাত্ত্যং
 ভবেদिति ॥ ১৫ ॥

ইহাপরে ত্বেবমাহঃ — সর্বভূতেষু স্থিতস্তাত্মজাতস্য জ্ঞানাদি-
 রূপেণৈকাকারত্বাৎ ব্যবর্তকজাত্যাত্ত্বভাবেন যো ভবান্ সোহহ-
 মিত্যাदि প্রশ্নোত্তরেণ ঘটতে ইত্যাহ,— যদান্যোহস্বীতি । পরো
 বিলক্ষণজাত্যাदिমান্ । সর্বেষু দেহেষেকাকারব্যক্তিনানাভ্রমজী-
 কৃত্য তদৈসাদৃশ্যং নিষিদ্ধম্ ; ইতরথা একত্রান্যপরপদদ্বয়াসঙ্গতে-
 রিতি ॥ ১৬ ॥

ব্যাখ্যান্তরমাহ ইতি । অপরে ত্রি বৈষ্ণবাঃ । সর্বৈতি নিখিলশরীরে-
 দ্বিতার্থঃ । আত্মজাতস্য জীবরূপস্য । ইতরথেতি । এবং ব্যাখ্যানাভাবে ।
 একত্রান্যবস্তুনি । অন্যপরেতি । তথাচ পৌনরুক্তপ্রসঙ্গঃ স্যাদिति ॥ ১৬ ॥

উপসংহারেও দেহের অহংভাব নিরস্ত করিয়া শুদ্ধ অহংভাব
 স্থাপিত হইয়াছে । “হে রাজন্ ! সমস্ত অবয়ব হইতে পৃথক্ ভাবে
 স্থিত যে আমি, সেই আমি কে, ইহা গভীর ভাবে চিন্তা কর !”
 আমি রাজা, ইহা বা প্রজা, এই প্রকার জ্ঞান ভ্রান্তিমাত্র । ঐ সকল
 হইতে বিলক্ষণ চিৎসুখবপু আত্মা আমি, এইরূপ জ্ঞান প্রমাত্মক ।
 যদি বল, এইরূপে দেহাদি ব্যতিরিক্ত আত্মতত্ত্ব ব্যবস্থাপিত হওয়ায়
 —“মৎকর্তৃক বদ্ধ হইয়া এই শত্রু নিহত হইল” এবং “আমি ইহাকে
 বধ করিব” এই প্রকার উক্তি কিরূপে সঙ্গত হয় ? তাহার উত্তর
 এই—স্বরূপাহন্ত্যাব হইতে পৃথক্ যে প্রাকৃতাইক্ষ্বার তদ্বারাই ঐ প্রকার
 উক্তি যুক্তিযুক্ত হইতেছে, ইহাই বুঝিতে হইবে ॥ ১৫ ॥

এই স্থলে অন্য বলিয়া থাকেন যে, সর্বদেহস্থিত আত্মা সকলের
 জ্ঞানাদিরূপে একাকারত্বহেতু উহার ব্যবর্তক জাত্যাতির অভাবদ্বারা
 “যে তুমি, সেই আমি”, ইত্যাদি প্রশ্নোত্তরের ঘটনা হয় এবং সেই

যত্ত্ব সঙ্গমমুভূয়তে চেতি সৰ্ব্বেষাং পদার্থানাং সত্ত্বানুভূতি-
 ঘটতত্ত্ববীক্ষণাং সৰ্বত্র তয়োঃ সিদ্ধিঃ, — সন্মাত্রং সত্যমনুবৃত্তত্বাৎ ।
 শব্দস্পর্শাদিকং তু ব্যাবৃত্তত্বাদসত্যং রজ্জুভুজঙ্গাদিবৎ রজ্জুৰ্ব্যথাধি-
 ষ্ঠানতস্যানুবৃত্ত্য। সত্য্য, ভুজঙ্গাদিকস্ত ব্যাবৃত্তত্বাদসত্যং তথৈতদ্-
 দ্রষ্টব্যম্ — জ্ঞানস্বরূপমখিলং জগদিত্যাদিস্মরণাচ্চ । যদ্রূপা হনু-
 ভূতিঃ ভেদাঙ্গীকারেণানবস্থানাং, স্বতঃসিদ্ধা চানুভূতিত্বাৎ । পরত-
 স্তৎসিদ্ধৌ শব্দাদিবজ্জাড্যপ্রসঙ্গঃ, ন চোৎপত্তিবিনাশৌ তস্যাঃ
 শক্যো বক্তৃম্, — অসাক্ষিকস্মোরসিদ্ধেঃ ন চ সৈব তয়োঃ সাক্ষিণী-
 স্বকীয়স্মোস্তয়োঃ স্বেনৈব গ্রহীতুমশক্যত্বাৎ ॥ ১৭ ॥

কেবলানুভূতিবাদিনামগ্যাং কুসৃষ্টিং নিরাকরিষ্যন্তামাহ যত্নিতি । অয়ং
 শব্দস্পর্শাদিলক্ষণোহর্থঃ সন্ ভবতি তথানুভূয়তে চেতি প্রতীতেঃ । শব্দাদিষু
 সত্ত্বানুভূতিশ্চাপি সিদ্ধ্যতি । ননু তত্তচ্ছব্দাদিরপ্যস্তুীতি ভেদাপত্তিস্তত্রাহ
 সৰ্বত্র সন্মাত্রং সত্যমিতি । সত্যঃ স্পর্শঃ সন্নিতি স্পর্শানুভবেহপি তস্যানুবৃত্তেঃ ।
 শব্দো মৃষা তস্য তত্র ব্যাবৃত্তেঃ । দৃষ্টান্তেন বিশদয়তি রজ্জুভুজঙ্গাদিবদিতি ।
 রজ্জুঃ সত্যঃ অগ্নানুভবেহপি তস্যানুবৃত্তেঃ । ভুজঙ্গো মৃষা তস্য তত্র ব্যাবৃত্তে-
 রিত্যর্থঃ । ননু সত্ত্বানুভূত্যোক্তভয়োঃ স্থিতৌ ভেদঃ সিদ্ধ ইতি চেত্তত্রাহ
 সঙ্গপা হীতি । অনুভূতিতঃ সত্ত্বা ভিন্না সত্ত্বানুভূত্যোৰ্ভেদঃ সত্ত্বানুভূতিভ্যাং
 ভিন্না ইত্যেবম্ অনবস্থাপ্রসঙ্গাদেকবাক্যাচ্চ । নন্বনুভূতিঃ সত্ত্বানতিরেকিণী
 কিঞ্চুৎপত্তিস্তস্যাঃ সাদানুভূতিত্বাৎ শব্দানুভূতির্মে জ্ঞাতেতি প্রতীতেরিতি
 চেত্তত্রাহ । স্বতঃসিদ্ধেতি । পরত ইতি শব্দাদেব বিষয়স্য জ্ঞাননিমিত্তত্ব-
 মাত্মনস্তৎসমবায়িকারণত্বমিতি তাক্ষিকমতেনান্যতো জ্ঞানোৎপত্তাবিত্যর্থঃ ।
 ন চেতি । তস্যা অনুভূতেস্তয়োঃপত্তিবিনাশয়োঃ । ন চ সৈবেতি ।
 অনুভূতিবৈব স্বেৎপত্তিবিনাশয়োঃ সাক্ষাদ্ভূতীতি ন চ বাচ্যমিত্যর্থঃ ॥ ১৭ ॥

আভাসেই “যদান্যোহস্তু” এই শ্লোকের ব্যাখ্যা করা হইয়া থাকে ।
 পর অর্থাৎ বিলক্ষণ-জাত্যাদিবিশিষ্ট । সৰ্ব্ব দেহে একাকার আত্মার
 প্রকাশের নানাত্ব অঙ্গীকার করিয়া যে বৈসাদৃশ্য, তাহাই প্রতিষিদ্ধ
 হইয়াছে । অতথা একই স্থলে অন্য ও পর এই দুই পদের প্রয়োগ
 সমীচীন নহে ॥ ১৬ ॥

কেবলানুভূতিবাদীরা বলিয়া থাকেন — “শব্দস্পর্শাদিলক্ষণ পদার্থ-
 মাত্রই সৎ এবং সঙ্গপেই অনুভূত হইয়া থাকে, অতএব তাদৃশী

ন চ তাং এহীভুমন্তানুভূতিরপেক্ষ্যা, — স্বসত্ত্বৈব প্রকাশমান
হ্যৎ। তথা হি শব্দানুভূতিসুদাদিবদেবা প্রকাশ্য প্রতীয়তে ; ন
চার্থগতাং প্রকাশ্যাতিশয়াল্লিঙ্গাং তন্ত্যা ভবেদনুমানং, শব্দাদৌ
তদ্ভিন্নস্ত প্রকাশস্তানুপপন্নহ্যৎ ; উভয়সম্মতয়া তয়ৈব সর্বব্যব-

এবমুভূতেঃ সঙ্গপত্বং স্বতঃসিদ্ধত্বাৎপত্তির্বিনাশরহিতত্বঞ্চ সাধিতম্। অথ
কিং তস্যাঃ প্রমাণমিতাপেক্ষায়াং স্বপ্রকাশায়াং ন তস্যাং প্রমাণাপেক্ষেত্যাহ
ন চ তামিতি। তস্যা অনুভূতেগ্রহণায়ান্য'নুভূতির্ন যুগোত্যর্থঃ। কুত

প্রতীতিহেতু ঐ সকল শব্দাদিতে সত্তা ও অনুভূতি সিদ্ধ হইতেছে।
ঐ শব্দাদি বিষয়সকলের স্বতন্ত্র অস্তিত্বহেতু সত্তাদি হইতে উহাদের
ভেদও বলা যায় না। কারণ, সং বস্তুমাত্রই সত্য, সত্তা সতী, স্পর্শ
সং প্রভৃতি অনুভবে ঐ সত্তারই অনুবৃত্তি দৃষ্ট হইয়া থাকে। যাহা
ব্যাবৃত্ত হয়, তাহা অসৎ। রজ্জু অধিষ্ঠানরূপে অনুবৃত্ত হইয়া সত্য
হয়। ভুজঙ্গ কিন্তু তাহা হয় না। পরন্তু উহা ব্যাবৃত্ত হইয়া অসত্যই
হইয়া থাকে। শব্দস্পর্শাদি সম্বন্ধেও ঐরূপই জানিতে হইবে।
শব্দস্পর্শাদিতে সে সত্তানুভূতি, তাহারই সর্বত্র অনুবৃত্তিবশতঃ সত্য
এবং শব্দস্পর্শাদির কুত্রাপি অনুবৃত্তি দেখা যায় না, পরন্তু ব্যাবৃত্তিই
দৃষ্ট হইয়া থাকে, এই প্রকার হেতুবশতঃ উহাদের মিথ্যাওই স্থির
হইতেছে। অখিল জগৎই জ্ঞানস্বরূপ ইত্যাদি স্মরণ হেতু, অনুভূতি
সঙ্গপা, ইহা স্থির হইতেছে। উহাদের ভেদাঙ্গীকারে অনবস্থা ঘটে
অর্থাৎ অনুভূতি হইতে সত্তা ভিন্না, সত্তা ও অনুভূতির ভেদ সত্তা
ও অনুভূতি হইতে ভিন্ন, এই প্রকার অনবস্থা উপস্থিত হয়। এইরূপে
অনুভূতি সত্তা হইতে অনতিরিক্ত হইলেও উহার উৎপত্তি স্বীকৃত
হউক, ঐরূপও বলা যায় না ; কারণ, অনুভূতির স্বতঃসিদ্ধিই সঙ্গত
হয়। উহার পরতঃ সিদ্ধি অর্থাৎ উৎপত্তি স্বীকার করিলে শব্দাদি
বিষয়ের ন্যায় জড়ত্বের প্রসঙ্গ হয়। অনুভূতির উৎপত্তি বা বিনাশের
সাক্ষী নাই। যাহার কোন সাক্ষী নাই, তাহা কখনই স্বীকার্য্য হইতে
পারে না। অনুভূতিকেও উহাদের সাক্ষী বলা যায় না ; কারণ,
উহা নিজেই নিজের উৎপত্তি ও বিনাশের সাক্ষী হইতে পারে না ॥১৭॥

হারনির্বাহে তং ক্লেপ্তে রণ্যাদ্ব্যভাৎ ; ন চ সা নানানুভূতি-
 রিত্যেকাকারেণাবভাঙ্গাৎ । প্রয়োগশ্চ — বিবাদাধ্যাসিতা অনু-
 ভূতিরৌৎপত্তিকভেদশূন্যা বিনোপাধিপরাশ্রমবিভাবামানভেদ-
 ভাৎ খবৎ । শব্দানুভূতিঃ স্পর্শানুভূতেৰ্ভিত্ত্যেহানুভূতিত্বাদগন্ধা-
 নুভূতিবদिति ॥ ১৮ ॥

ইত্যাহ স্বসত্ত্বৈবেতি । ন খলু রবিমীক্ষিতুং দীপো যুগ্যত ইতি ভাবঃ ।
 স্বপ্রকাশতাং বিশদয়তি নহীতি । নন্বনুমানজ্ঞানেন তস্যা ভবেদগ্রহণমিতি
 চেত্তব্রাহ । ন চার্হগতেতি । যথা পৰ্বতেষু ধূমজ্ঞানাং বহ্নিরনুমিতস্তথা
 শব্দাদিশূনুভূতিরনুমিতা তেষাং স্মুরণাধিক্যাল্লিঙ্গাদিতি ন বাচ্যমিত্যর্থঃ ।
 কুত ইত্যাহ শব্দাদাবিতি । তদ্বিন্যস্যানুভূতেরন্যস্য অনুভূতেৰেব প্রকাশো ন
 ত্বনুভূতেরিত্যর্থঃ । উভয়েতি । অর্থ প্রকাশরূপা হনুভূতিরুভয়বাদিসম্মতা
 ত্যৈব জ্ঞানজ্ঞেয়ব্যবহারসিদ্ধিঃ অর্থপ্রকাশাতিশয়ালিঙ্গাদনুভূতেরনুমৈয়বিকল্প-
 নমন্যায়ামিত্যর্থঃ । শব্দাদিবিষয়ভেদাদনুভূতেবিষয়িণ্য ভেদক্ষেপে কশ্চিৎ ক্রিয়াং
 তন্নिरাকরোতি ন চ সেতি । সানুভূতিঃ নানা বহুবিধা ন ভবতি শব্দানু-
 ভূতিঃ স্পর্শানুভূতিরিত্যেবং তত্র চৈক্যাবভাঙ্গাৎ । বিবাদেতি । বিমতানু-
 ভূতিঃ স্বাভাবিকভেদহীনা শব্দাদিসম্বন্ধং বিনা ভেদানবভাঙ্গনাদিত্যর্থঃ ॥ ১৮ ॥

আবার অনুভূতির গ্রহণে অন্য অনুভূতিও অপেক্ষা নাই । কারণ
 অনুভূতি স্বপ্রকাশস্বরূপ উহা নিজের সত্ত্বাদ্বারাই আপনাকে
 প্রকাশ করিয়া থাকে । শব্দাদির ন্যায় অপ্রকাশ্যরূপে প্রতীত হয়
 না । শব্দাদি স্মুরণেণ আধিক্যরূপ লিঙ্গদ্বারা শব্দাদিতে অনুভূতি
 অনুমান করা হয়, এরূপও বলা যায় না ; কারণ, শব্দাদিতে শব্দাদি
 ভিন্ন প্রকাশ উপপন্ন হয় না । অর্থপ্রকাশরূপা অনুভূতি উভয়সম্মতা ।
 ঐ অনুভূতিদ্বারা জ্ঞান জ্ঞেয় ব্যবহারের সিদ্ধিহেতু অনুমানকল্পনা
 অযুক্ত হইতেছে । ঐ অনুভূতিকে নানাও বলা যায় না ; কারণ,
 অনুভূতিপ্রয়োগের এক আকারেই অবভাস হইয়া থাকে । বিবাদা-
 ধ্যাসিতা অনুভূতি ঔৎপত্তিকভেদশূন্যা । কারণ, শব্দাদিসম্বন্ধ ব্যতীত
 ভেদের অবভাসই হয় না । শব্দানুভূতি স্পর্শানুভূতি হইতে ভিন্ন
 নহে ; কারণ, উহা গন্ধের ন্যায় অনুভূতিমাত্র ॥ ১৮ ॥

তস্মান্নিত্য স্বপ্রকাশা নির্বিশেষাদ্বিতীয়া চৈষানুভূতিঃ।
জীবশ্বেশ্বরশ্চ চ স্বরূপমেতদেব। ইতোহন্যৎ সৰ্ব্বমিহ মায়য়া
বিজৃম্বিতমিতি জল্পন্তি। তচ্চানুভূতিস্বরূপস্তান্ননোহনুভবিতৃহা-
হংপ্রত্যয়বোধ্যত্ববিষয়প্রকাশকত্ব স্বভাবহেতুকস্বয়ং-প্রকাশক-
ত্বপ্রতিপাদনেনৈব নিরন্তং বেদিতব্যম্ ॥ ১৯ ॥

কিঞ্চ, শব্দানুভূত্যান্তরে স্পর্শানুভূতিকালে ব্যাবৃত্তশ্চ শব্দস্তা-
সত্যত্বমাখ্যাভূৎ ন শক্যতে, — তদানীমেব তশ্চৈবাত্তৈরনুভূত-
মানত্বাৎ। জ্ঞানাপ্রসাদদ্যুগপদনেকাগ্রহঃ। প্রস্বতজ্ঞানাঃ খলু-
ষ্টাবধানিশ্রীতয়ো দৃশ্যন্তে; ন তেষাং বিষয়ব্যাবৃত্তিরস্তি।
ক্রমেণ পরাপরাত্মানুভবেন চ নানুভূতশ্চ ব্যাবৃত্তত্বাদসত্যত্বং,—
“নিত্যো নিত্যানাম্” ইত্যাদিশ্রুতিব্যাকোপাৎ। এতেনৈব তাবনু-

নিগময়তি তস্মাদিতি। অনুরূপত্বাৎ সত্য। উৎপত্তিবিনাশবিরহান্নিত্যা
প্রমাণনিরপেক্ষ প্রতীতিকত্বাৎ স্বয়ংপ্রকাশা চরমে বিশেষাস্পর্শাদৈকরূপ্যেণ
ভাবনাচ্চ নির্বিশেষাদ্বিতীয়াচৈষানুভূতি ব্রহ্মৈতার্থঃ। জীবশ্বেশ্বরশ্চেতি।
অবিদ্যা জীবত্বং বিদ্যা চোপাধিনা ঈশ্বরত্বং চানুভূতে: কল্পিতং তয়োরস্ত্যেবং
স্বরূপং ত্বনুভূতির্যেব ঘটাকাশমহাকাশয়োরিবাকাশমিত্যর্থঃ। ইতোহন্যদিতি।
মায়য়াহনুভূতিস্বরূপয়া জ্ঞানরূপয়া বিজৃম্বিতং কল্পিতম্ ইতি যৎ কল্পয়ন্তি কেবলানু-
ভূতিবাদিনস্তচ্চানুভূতেরান্ননোহনুভবিতৃহাদিপ্রতিপাদনেনৈব নিরন্তং বেদিত-
ব্যমিত্যানুষঙ্গঃ। সত্তাদীনাং সত্তাগ্রাশ্রয়হংজ্জ্ঞানস্বরূপস্যৈব চান্ননো বিজ্ঞাতৃ-
ত্বমিহ প্রতিপাদিতম্। তস্যৈব বিজ্ঞাতুরহমর্থত্বপ্রভৃত্যঃ স্ববিষয়প্রকাশনশীলতয়া
স্বপ্রকাশকত্বশ্চেতি হেতোস্তং কুচোক্তং পরিহৃতমিত্যর্থঃ। ন খলু বিজ্ঞানাহমর্থঃ
বিষয়প্রকাশকসত্তাক্ষাহমর্থো নির্বিশেষা চিং শক্যতে বক্তৃম্ ॥ ১৯ ॥

“অতএব এই অনুভূতি নিত্য স্বপ্রকাশস্বরূপ, নির্বিশেষ ও
অদ্বিতীয়। ইহাই জীব ও ঈশ্বরের রূপ। এই অনুভূতি হইতে
ভিন্ন সমস্তই মায়াকল্পিত।” কেবলানুভূতিবাদীর এই যে মত, তাহা
অতি তুচ্ছ। কারণ, অনুভূতিস্বরূপ আত্মার অনুভবিতৃহ, অহং-
প্রত্যয়বোধ্যত্ব, বিষয়প্রকাশকত্ব প্রভৃতি স্বভাববশতঃ স্বয়ংপ্রকাশত্ব-
প্রতিপাদন দ্বারাই ঐ মতের নিরাস হইয়াছে, জানিতে হইবে ॥১৯॥

ভুত্যাং কল্পিতাবতন্তুথেন্তুক্তিরপি নিরন্তা কল্পকানিরূপণাচ্চ ।
রজ্জুভুজঙ্গাদিকন্তু ন দৃষ্টান্তো, বৈষম্যাৎ ॥ ২০ ॥

ন চ সন্মাত্রমনুভূতির্বিষয়বিষয়িশ্চাবেন ভেদস্য সিদ্ধতাৎ ;
ন চ শব্দাত্মনুভূতিস্তথাত্ত্ববৃত্তিজ্ঞানশ্রানিত্যত্বস্বীকারাৎ ; ন চ স্বরূ-
পানুভূতিঃ সঃ — যোহহং বাল্যে স্বপিতরাবম্ভুবৎ, স এবেদানীং

আপাতরমণীয়ান্ পূর্বপক্ষার্থানধুনা নিরাকরোতি কিঞ্চৈত্যাदिना । তদানী-
মিতি । অনুভূতশব্দস্য জনস্য তদানীং স্পর্শানুভববেলায়ামিতি তস্যৈব শব্দ-
স্যাঠ্যৈঃ শ্রোতৃভিরনুভুয়মানত্বাদিতার্থঃ । ননু স্পর্শানুভবী তং শব্দং কুতো
নানুভবতি তত্রাহ জ্ঞানাপ্রসারাদিতি । দূরদৃষ্টেন জ্ঞানসঙ্কোচাদিতার্থঃ ।
যে তুগ্রপুণেন প্রসৃতজ্ঞানান্তে খলু সার্কমেবানেকানর্থাননুভবন্তীত্যাহ প্রসৃ-
তেতি । ক্রমেণেতি । অনুভূতস্য পরাত্মনঃ । নিত্য ইতি ব্যাখ্যাতে প্রাক্ ।
এতেন পরাত্মনো নিত্যত্বশ্রবণেন হেতুনা তৌ জীব পরাবমুভূত্যাং কল্পিতাবতঃ
কল্পিতত্বাদ্বেতোস্তথা মিথ্যাভূতানুভূতিরেব সত্যা ইত্যুক্তিশ্চ নিরাকৃতা নিত্যয়োঃ
কল্পিতত্বাসম্ভবাদিতি ভাবঃ । রজ্জ্বিতি । পুরস্তিত্যাং রজ্জৌ ভুজঙ্গং কল্পয়ন্
রজ্জোরণ্যো যথা প্রতীতস্তথাত্মনুভূত্যাং শব্দাদীন্ কল্পয়ন্নুভূতেরন্যঃ প্রত্যোতবাঃ
স চ তেনাস্তীতি বিষমদৃষ্টান্তী ত্বমিতি ॥ ২০ ॥

আরও শব্দানুভূতির উত্তর স্পর্শানুভূতিকালে ব্যাবৃত্ত যে শব্দ
তাহার অসত্যত্বও বলা যাইতে পারে না, কারণ তৎকালে ঐ
শব্দেরই অগ্ৰকর্তৃক অনুভব দেখা যায় । দূরদৃষ্টবশতঃ যুগপৎ
অনেক জ্ঞানের অগ্রহ হয় বলিয়াই স্পর্শানুভবী শব্দকে অনুভব
করেন না । উগ্র পুণাবশতঃ যাঁহাদের জ্ঞান প্রসারতা লাভ
করিয়াছে, তাঁহারা যুগপৎ অনেক বিষয়ই অনুভব করিয়া থাকেন ।
তাঁহাদের বিষয়ব্যাবৃত্তি নাই । ক্রমাগ্রে জীবাত্মা ও পরমাত্মার
অনুভবহেতু এবং অনুভূত বস্তুর ব্যাবৃত্ত্যহেতু জীবাত্মা ও পরমাত্মার
অগ্ৰত্বও বলা যায় না ; কারণ তাহা হইলে, “নিত্যের ও নিত্য”
ইত্যাদি ঞ্জতির বাধ হয় । এতদ্বারা জীবাত্মা ও পরমাত্মার
অনুভূতিকে কল্পিত বিবেচনা করা যে অযৌক্তিক তাহা বোধগম্য
হইতেছে । কারণ তাদৃশ কল্পনায় কল্পকের নিরূপণ হয় না । অতএব

বার্দ্ধক্যে স্বনপ্ত্বননুভবামীতি অনুভবিতুরেবাস্মদর্থস্ত তত্বেন
প্রত্যভিজ্ঞানাং ; ন চানুভূতেরনুভূতিগোচরত্বে শব্দাদিবজ্জাড্যা-
পত্তিঃ, — অনুভূতিত্বেনৈব গোচরত্বাৎ। তস্মাজ্জ্ঞানগ্রাহত্বেনাপি
ন জাড্যপত্তিঃ, “মৃগৈর্মৃগাণাং গ্রহণম্” ইত্যাদিঃ, “জ্ঞানগম্যঃ পুরা-
তনঃ” ইত্যাদিপ্রমাণাচ্চ। ন হি প্রকাঠৈকরূপস্ত রবে: প্রকাশ-
ত্বকচক্ষুর্বিষয়ত্বে সত্যপ্রকাশতাপত্তিদৃষ্টা। এবং হানোপাদা-
নাদিলিঙ্গকানুমানজ্ঞানগম্যত্বং পরানুভূতেঃ সিদ্ধ্যতি, — অহমনু-

যত্ন সঙ্গপা হনুভূতিরিতি সদনুভূত্যোর্ভেদঃ প্রতিপাদিতঃ তন্নিরসতি
ন চ তন্মাত্রমিতি। ন চ তয়োর্ভেদে গ্রহীতেহনবস্থাপত্তিস্তস্যাধিকরণরূপত্বেন
তদনাপত্তেঃ। তথাপি ভেদবত্ত্বাতিবিশেষাৎ। ন চ শব্দাদীতি। তব
কেবলানুভূতিবাদিনঃ। ন চ স্বরূপেতি। যস্মান্নীলপীতাঙ্কারা জ্ঞানবৃত্তয়ো
ভবন্তি সা ব্রহ্মস্বরূপা নিগুণানুভূতিরাশ্নেতি ত্বয়া ন শক্যমভিধাতুমিত্যর্থঃ।
কুত ইত্যত আহ যোহহমিতি। তত্বেনাত্বত্বেন। যত্ন ন চ তাং গ্রহীতু-
মগ্যানুভূতেরপেক্ষা ইত্যায়নো জ্ঞানগোচরত্বং নিষিদ্ধং তৎ প্রত্যাখ্যাতি ন

জীবাত্মা ও পরমাত্তার কল্পিতত্বহেতু যে মিথ্যাত্ব তাহা নিরস্তু হইল।
রজ্জু ও ভুজঙ্গ প্রভৃতি দৃষ্টান্তই হইতে পারে না। কারণ উক্ত
দৃষ্টান্তে সম্পূর্ণ বৈষম্য দেখা যায় ॥ ২০ ॥

অনুভূতিকে সঙ্গপও বলা যায় না ; যেহেতু বিষয় ও বিষয়ীর
ভাবে সত্তা ও অনুভূতির ভেদ সিদ্ধ আছে। শব্দাত্মনুভূতিকে অনুভূতি
বলা যায় না ; যেহেতু কেবলানুভূতিবাদীর মতে আত্মবৃত্তি জ্ঞানের
নিত্যত্বই স্বীকৃত হইয়া থাকে। অনুভূতিকে আত্মস্বরূপও বলা যায়
না ; কারণ, জ্ঞানের বৃত্তিসকল নীল-পীতাদি আকারে অনুভূত
হওয়ায় আত্মস্বরূপ নিগুণ অনুভূতি বলা অযুক্ত হয়। সেই যে
আমি বাল্যে নিজ পিতা ও মাতাকে অনুভব করিয়াছিলাম, সেই
আমি এক্ষণে বার্কক্যে পৌত্রদিগকে অনুভব করিতেছি ? এইরূপে
অস্মদর্থ অনুভবিতারই তদ্রূপ প্রত্যভিজ্ঞান হইতেছে। অতএব
ব্রহ্মস্বরূপ নিগুণ অনুভূতি বলা যাইতে পারে না। অনুভূতির
অনুভূতিগোচরত্ব হওয়ায় শব্দাদির ন্যায় জাড্যাপত্তিও বলা যায় না।

ভবামীতি স্বানুভূতেশ্চ । “উপনিষদঃ পুরুষঃ”, “জ্ঞানং জ্ঞেয়ং
জ্ঞানগম্যম্” ইত্যাত্মা শ্রুতিস্মৃতয়ো বিজ্ঞানস্বরূপস্ত ব্রহ্মণো বেদত্ব-
মুক্ত্য বোধিকা নোপরুদ্ধেয়ম্ । তস্মাদনুভবিতৈবাত্মা অনুভূ-
তিস্ত তস্য ধর্মঃ স চ বিষয়প্রকাশনসময়ে স্বপ্রকাশঃ প্রতীতঃ ;
অতাদা জ্ঞানগম্যশ্চ । “ন দৃষ্টেদ্রষ্টারং ন মতের্মন্তারম্” ইত্যত্র তু

চানুভূতেরিতি । অনুভূতিহেনৈবেতি শব্দাদিবজ্জড়হেন ইত্যর্থঃ । সজ্জাতীয়েন
গৃহীতত্বে বিজাতীয়ত্বং ন ভবতীতি বিশদয়িতুং নিদর্শনং ন হীতি । এবমিতি
জ্ঞানস্য জ্ঞানগ্রাহত্বে স্বীকৃতে সতীত্যর্থঃ । হানেতি । এষ বিপ্রো ব্রহ্ম-
বিদ্বিষয়যোগিত্বে সতি ব্রহ্মভক্তিগ্রহণত্বাদিতি বিপ্রস্য ব্রহ্মবেদনমনুমিতম্ ।
স্মৃটার্থমন্যং । এতেন ফলব্যাপাত্তমেবাস্য শাস্ত্রকৃষ্টির্নিরাকৃতম্ । ব্রহ্মণাজ্ঞান-
নাশায় বৃত্তিব্যাপ্তিরপেক্ষত ইতি নিরস্তম্ । মনসা এবানুদ্রষ্টব্যামিতিশ্রুতে-
বৃত্তিব্যাপ্যং ব্রহ্ম যন্মনো ন মনুতে ইতি শ্রুতেস্ত ফলব্যাপ্যং তন্নেতি বদন্তি ।
অন্তঃকরণবৃত্তিরাবরণনিবৃত্ত্যর্থমজ্ঞানাবচ্ছিন্নচৈতন্যং ব্যাপ্নোতি ইতি নিবৃত্তি-
ব্যাপাত্তম্ আবরণে নিবৃত্তে স্বয়ংপ্রকাশমানং চৈতন্যং ফলচৈতন্যমুচ্যাতে

কারণ উহার স্বরূপেই গ্রাহ্যত্ব দেখা যায় । অতএব জ্ঞানগ্রাহত্বেও
অনুভূতির জাড্যাপত্তি হয় না । অনুভূতির জ্ঞানগ্রাহত্ব সম্বন্ধে মোক্ষ-
ধর্ম্যে উক্ত হইয়াছে—“যে রূপ মৃগদ্বারা মৃগের, পক্ষীদ্বারা পক্ষীর এবং
গজদ্বারা গজের গ্রহণ হয়, তদ্রূপ জ্ঞেয় বস্তু জ্ঞানদ্বারাই গ্রহণ হইয়া
থাকে ।” “জ্ঞানগম্যঃ পুরাতনঃ” ইত্যাদি শাস্ত্রও তদ্বিষয়ে প্রমাণ
জানিতে হইবে । প্রকাশকরূপ রবির প্রকাশাত্মক চক্ষুর বিষয়ত্ব
সত্ত্বেও অপ্রকাশাপত্তি দৃষ্ট হয় না । অতএব জ্ঞানের জ্ঞান-গ্রাহত্ব
স্বীকারে কোন দোষ হইতেছে না । এইরূপে হানোপাদানাদিলিঙ্গক
অনুমানজ্ঞানের গম্যত্ব পরানুভূতির সম্বন্ধে সিদ্ধ হইতেছে । “আমি অনু-
ভব করিয়াছি” ইত্যাদি স্বীয়ানুভূতিও তদ্বিষয়ে প্রমাণ হইতে পারে ।
“পুরুষ উপনিষৎ-প্রতিপাত্ত ।” “তিনি জ্ঞান, জ্ঞেয় ও জ্ঞানগম্য ।”
ইত্যাদি শ্রুতি ও স্মৃতি বিজ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মের বেদত্ব বলিয়াও বাধিত
হইতেছেন না । অতএব আত্মা অনুভবিতা, অনুভূতি তাঁহার ধর্ম্য
সেই ধর্ম্য আবার বিষয়প্রকাশকালে স্বপ্রকাশরূপে প্রতীত হইয়া

তথাভূতং জীবং নিষিধ্য সর্বাস্তুরাত্মানমীশমুপাসস্বেতি ব্যাখ্যা-
নাম্ন কাচিৎ শঙ্কা ॥ ২১ ॥

ইতি সিদ্ধান্তরত্নাখ্যে ভাষ্যপীঠকে কেবলানুভূতিব্যাদাসো-

নাম সপ্তমঃ পাদঃ ॥ ৭ ॥

চেন্ন চিত্তব্র্তিৰ্যাপ্নোতি আবরণশ্চ প্রাগেব নিবৃত্তেঃ প্রয়োজনাভাবান্তদন্তঃকরণ-
স্যপি বিনাশাচ্চ কথং তদ্যাপ্তিঃ শক্যা বক্তৃম্ । তস্মাদিতি উক্ত নির্ণা-
দ্বৈতোঃ । অনুভবিতা জ্ঞানী । ন তু কেবলানুভূতিস্বরূপ ইত্যর্থঃ । অনুভূতি-
স্তস্যাহনঃ স্বাহুবন্ধী ধর্মো ভবতি । নহু জ্ঞানী চেদাত্মা তর্হি ন দৃষ্টিরিত্যাदि
জ্ঞানিত্বপ্রতিষেধঃ কথং সঙ্গচ্ছেতেতি চেত্তব্রাহ ন দৃষ্টিরিতি স্ফুটার্থম্ ।
তথাভূতং জীবং নিষিধ্যোতি । তদুপাসনে ক্লেশাধিক্যাদিতি ভনিতং ভগবতা
যে ত্বক্ষরমনির্দেশ্যমিত্যাदिভিঃ ॥ ২১ ॥

ইতি শ্রীগোবিন্দভাষ্যপীঠকটিপ্লগ্যাং সপ্তমো নন্দকপাদো ব্যাখ্যাতঃ ॥ ৭ ॥

থাকে এবং অন্য সময়ে জ্ঞানগম্যরূপেই প্রতীত হয় । যদি বল, আত্মা
জ্ঞানী, তাহা হইলে ‘আত্মা জ্ঞানী নহেন’, ‘আত্মা মননকর্ত্তা নহেন’, এই
সকল জ্ঞানাদি-নিষেধসূচক বাক্যের কিরূপে সঙ্গতি হয় ? তাহার
উত্তর এই— জ্ঞানোপাসনায় ক্লেশাধিক্য হওয়ায় জ্ঞানী জীবের
নিষেধপূর্বক সর্বাস্তুরাত্মা ঈশ্বরেরই উপাস্তৃত্ব উপদিষ্ট হইয়াছে, এই
প্রকার ব্যাখ্যা করিলে আর কোন আশঙ্কা থাকিবে না । জ্ঞান-
দ্বারা উপাসনাতে ক্লেশাধিক্য “যে ত্বক্ষরমনির্দেশ্যম্” ইত্যাদি গীতো-
ক্তিতেই প্রসিদ্ধ আছে ॥ ২১ ॥

ইতি সিদ্ধান্তরত্নাখ্য ভাষ্যপীঠকের কেবলানুভূতিব্যাদাসনামক

সপ্তম পাদের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৭ ॥



অষ্টমঃ পাদঃ

— ::(*):: —

তদেবং জ্ঞানস্বরূপো জ্ঞানাহমর্থশ্চাত্মা কর্তৃত্বাদিমান্ । স চেশো
জীবশ্চেতি দ্বিবিধঃ, - তত্রেশো বিভূঃ স্বদ্বারা জগৎকর্ত্তা, স্বায়ত্ত-
বৃত্তিকপ্রকৃতিদ্বারা তু তদুপাদানং চেতি “প্রকৃতিশ্চ প্রতিজ্ঞা-
দৃষ্টান্তানুরোধাৎ” ইত্যাদিকাং সূত্রকান্তদ্বাষ্টাচ্চাবসীয়তে ।
প্রকৃতিজীবরূপাং প্রপঞ্চাং তদাশ্রয়শ্চৈশ্বরশ্চ ভেদস্থানন্দময়াত্ম-
ধিকরণেভ্যঃ সিদ্ধঃ ॥ ১ ॥

গ্রন্থারম্ভে বিজ্ঞানানন্দস্য সার্বজ্ঞাদিগুণবত্বাকরস্য হি পতেঃ সর্বৈশ্বরস্য
বিশ্লেষণভক্তিরাত্মনিকয়োঃ সুখদুঃখপাপাপ্তিপরিস্কারয়োর্হেতুঃ । সা চ স্বসংবিত্বপূর্বকয়া
তৎসম্বিদা প্রবর্ত্তেতি ভগবতো বাদরায়ণস্য মতেনাপাদিতম্ । তদৃঢ়তায়ৈ
সর্বদেবতৈক্যাদিবাদা নিরাকৃত্যঃ । নিগুণাষ্টম্যাকাবাদস্ত পঞ্চমাদিভিত্তিভিঃ পার্শ্বে
পরিদৃষিতঃ । তেন সবিশেষব্রহ্মবাদো দৃঢ়ত্বাৎ নীতঃ । অথ তদ্বাদে উদ্ভিক্তং
পুমর্থং বর্ণয়িত্বং পদ্যপাদোহয়মারভাতে তদেবমিত্যাदिনা । স্বদ্বাবেতি স্বরূপ-
শক্তিমতান্বনৈতার্থঃ । প্রকৃতিশ্চেতি । বিশ্বস্রোপাদানং নিমিত্তঞ্চ ব্রহ্মৈব । কৃতঃ ?
একবিজ্ঞানেন সর্ববিজ্ঞানপ্রতিজ্ঞায়া মৃগপিণ্ডাদিদ্ভিচ্চানুগুণ্যাদিতার্থঃ ।
অবশিষ্টানি সূত্রানি ভাষ্যে বিজ্ঞেয়ানি ॥ ১ ॥

পূর্বেকৃত প্রকারে জ্ঞানস্বরূপ ও জ্ঞানাহম্ভাববিশিষ্ট আত্মা কর্তৃত্বাদি-
ম ন্, ইহা সিদ্ধ হইল, ঐ আত্মা জীব ও ঈশ্বর ভেদে দ্বিবিধ ।
তন্মধ্যে ঈশ্বর বিভূ, স্বশক্তিদ্বারা জগতের কর্ত্তা এবং স্বায়ত্তবৃত্তি
প্রকৃতিদ্বারা জগতের উপাদান হন । “প্রকৃতিশ্চ প্রতিজ্ঞাদৃষ্টান্তা-
নুরোধাৎ ।”—“প্রতিজ্ঞা ও দৃষ্টান্তের আনুগুণ্যপ্রযুক্ত ব্রহ্মই জগতের
প্রকৃতি অর্থাৎ উপাদান ও নিমিত্ত উভয়ই স্বীকার করিতে হয় ।”—
ইত্যাদি সূত্র ও তদ্বাচ্য হইতে উক্ত সিদ্ধান্ত উপনীত হওয়া যায় ।
প্রকৃতি ও জীবরূপ প্রপঞ্চ হইতে তদাশ্রয় ঈশ্বরের ভেদ “আনন্দ-
ময়োহভ্যাসাৎ”—“আনন্দময়শব্দে পুনঃপুনঃ ব্রহ্মেরই নির্দেশহেতু
আনন্দময় পুরুষকে ব্রহ্ম বলিয়া জানিতে হইবে ।” ইত্যাদি অধিকরণ
হইতে সিদ্ধ হইয়া থাকে ॥ ১ ॥

তস্য স্বরূপলক্ষণং সত্যানন্দজ্ঞানত্বং জগজ্জন্মাদিহেতুত্বঞ্চ
 চিদচিচ্ছক্তিমানসৌ জগন্নিমিত্তোপাদানতাং ভজতীতি তদুভয়-
 রূপতারাঃ স্বতো ব্রহ্মগতত্বেনোপাধিকত্বাভাবাদুপলক্ষণত্বনামক-
 তটস্থলক্ষণত্বনিয়মোহপি নাতীব সমঞ্জসঃ। জগজ্জন্মাদিহেতুত্বমেব
 ব্রহ্মণঃ শাস্ত্রকৃতির্দর্শিতং—“জন্মাচ্চ সত্যং যতঃ” ইতি। ইতরথা লক্ষণা-
 সঙ্গতিঃ। জগচ্চ পরমার্থতঃ সত্যমিত্যুপপাদিতম্ ॥ ২ ॥

তস্মেতি। তদভিন্নত্বে সতি তদ্বোধকং স্বরূপলক্ষণং। তত্ত্বিন্নত্বে সতি
তদ্বোধকং তটস্থলক্ষণং, যথা ব্রহ্মণঃ সত্যত্বাদি যথা চ জগজ্জন্মাদিকর্তৃত্ব-
 মিতি মাণিনো বদন্তি জগতো ব্রহ্মভিন্নত্বেহপি সর্কর্তৃকত্বেন ব্রহ্মবোধকত্ব-
 মস্তীতি ব্রহ্মোপলক্ষকত্বাতটস্থলক্ষণমিতি। নৈতৎ সুপেশলং যথাস্বাদিকং গো-
 রসাধারণং স্বরূপানতিরেকীতি সাম্পাদিমত্বং তস্য স্বরূপলক্ষণং স্যাদেবং পরাদি-
 শক্তিব্রয়ং শক্তিমতো ব্রহ্মণোহসাধারণং স্বরূপানতিরেক্যেব ন জবাপুষ্পাকরণ্য-
 বদৌপাধিকং অতন্তুব্রয়েণ তন্নিমিত্তোপাদানত্বম্। তস্য সাম্পাদিমত্ববৎ স্বরূপ-
 লক্ষণমেবেতি ভাবঃ। জন্মাদীতি। যতো হেতোরস্য জগতঃ জন্মাদি ভবতি
 তদব্রহ্মেতি সূত্রার্থঃ ॥ ২ ॥

ব্রহ্মের স্বরূপলক্ষণ সত্যানন্তজ্ঞানত্ব এবং জগজ্জন্মাদিহেতুত্ব।
 চিদচিচ্ছক্তিমান্ পরমেশ্বর জগতের নিমিত্ত এবং উপাদান উভয়
 কারণই। ঐ উভয়রূপতাই স্বরূপতঃ ব্রহ্মগত। অতএব উপলক্ষণত্ব
 নামক যে তটস্থলক্ষণ, তাহার স্বীকারে অসামঞ্জস্য ঘটে। মায়াবাদীগণ
 বলেন, “বস্তু হইতে অভিন্ন হইয়া যাহা বস্তুর বোধক হয়, তাহারই
 নাম স্বরূপলক্ষণ। সত্যত্ব, জ্ঞানত্ব প্রভৃতি ধর্ম ব্রহ্মবস্তু, হইতে
অভিন্ন হইয়া ব্রহ্মবস্তুর বোধক হওয়ায় ব্রহ্মের স্বরূপলক্ষণ হয়।
আর যাহা বস্তু হইতে ভিন্ন হইয়া বস্তুর বোধক হয়, তাহাকেই তটস্থ-
লক্ষণ বলে। জগৎকারণত্বাদি ব্রহ্মবস্তু হইতে ভিন্ন হইয়া ব্রহ্মের
 বোধক হওয়ায় ব্রহ্মের তটস্থলক্ষণ হয়।” কিন্তু এই মত যুক্তিযুক্ত
 নহে; যেহেতু জগৎকারণত্বাদিও ব্রহ্মের স্বরূপ হইতে ভিন্ন নহে।
 বস্তুতঃ উহারাও ব্রহ্মের স্বরূপলক্ষণই। তবে যদি তটস্থলক্ষণের
 এইরূপ অর্থ করা যায় যে, যাহা স্বরূপ হইতে অভিন্ন হইয়াও স্বরূপে
 প্রবেশ করে না, অর্থাৎ প্রকৃত স্বরূপকে বোধ করায় না, তাহাকেই

যে ভূ মৃধাভূতং জগৎ রজ্জুভূজঙ্গাদিবৎ ব্রহ্মণ্যারোপিতমিত্যাছ-
 স্তম্মতে নিরধিষ্ঠানং তৎ শ্রীং। সামান্যতো জ্ঞাতত্বে সত্যজ্ঞান-
 বিশেষবত্ত্বং খল্বধিষ্ঠানত্বতন্ত্রং, তচ্চ নির্বিশেষে নিঃসামান্যে
 ব্রহ্মণি ন সম্ভবতীতি মৃদঘটাদয়ো দৃষ্টান্তাঃ শ্রোতাঃ; শুক্তিরজতা-
 দয়স্ত বৌদ্ধা এব। তস্মাজ্জগন্নিমিত্তোপাদানস্বরূপত্বং ব্রহ্মণস্তস্য
 পারমাথিকম্ ॥ ৩ ॥

জগদ্ভ্রমবাদঃ নিরাকরোতি। যে হিতি। ভ্রমস্থলে ভ্রমাধিষ্ঠানং
 সামান্যতো জ্ঞাতং সৎ অজ্ঞাতবিশেষবচ্চ প্রতীতং যথা শুক্তিকারজ্জু প্রভৃতি
 ন চৈবং ত্বয়া ব্রহ্ম স্বীক্ৰিয়তেহতোহসঙ্গতোহয়ং ভ্রমবাদঃ কিঞ্চ কৈশ্চিদুচ্চৈ-
 রেবৈষবাদঃ প্রবর্তিতঃ শ্রুতিষু নোপলভ্যতে। ননু পুরাণে কচিন্তে দৃষ্টান্ত-
 ইতিচেত্তব্রাহ। বৌদ্ধা এবেতি। জগত্যানিত্যত্ববুদ্ধ্যোত্যর্থঃ। বিরক্তিকলকা
 ইতি যাবৎ। বৈরাগ্যং জিগ্রাহয়িষুভিরাচার্য্যোবুদ্ধৌ কল্পিতা ইতি ভাবঃ ॥ ৩ ॥

তটস্থলক্ষণ বলা যায়; তাহা হইলে জগৎকারণত্বাদিকে তটস্থলক্ষণ
 বলিলেও কোন হানি হয় না। বিশেষতঃ জগৎকারণত্বাদি ব্রহ্মের
 সাময়িক ধর্ম অর্থাৎ কার্য্যকালে অনুমেয় ধর্ম বলিয়াও উহাদিগকে
 তটস্থলক্ষণ বলা যাইতে পারে। সত্যত্বাদি কিন্তু সেক্ষেপ সাময়িক
 ধর্ম নহে। উহারা ব্রহ্মে সর্বদাই অবস্থিত আছে। এই নিমিত্ত
 জগৎকারণত্বাদির ন্যায় ঐ সকল ধর্ম অনুমেয় হয় না। উহারা
 শ্রুতৈক্যপ্রমাণগম্য। ফলতঃ জ্বাপুস্পগত আকৃণ্য যেরূপ স্ফটিকাদি-
 সংযুক্ত হইয়া স্ফটিকমণির ঔপাধিক ধর্ম হয়, পরাদিশক্তিত্রয় ব্রহ্মের
 সেক্ষেপ ঔপাধিকধর্ম নহে; উহারা ‘গোর’ সাস্ত্রাদির (গলকম্বলাদির)
 ন্যায় স্বরূপলক্ষণই বটে। ঐ সকল শক্তিদ্বারাই ব্রহ্ম জগতের নিমিত্ত
 এবং উপাদান উভয় কারণই হইয়া থাকেন। কি নিমিত্তত্ব, কি
 উপাদানত্ব, ইহার কোনটিই ব্রহ্মের ঔপাধিক নহে। অতএব
 তত্ত্বভয়কেই ব্রহ্মের স্বরূপলক্ষণ বলাই যুক্ত। ইহাতে তটস্থলক্ষণেরও
 কোন ক্ষতি দেখা যায় না। কারণ, স্বরূপের সান্নিধ্যই তটস্থত্ব।
 শক্তিত্রয়ই ব্রহ্মের স্বরূপলক্ষণ। জগজ্জন্মাদিকারণত্ব শক্তির স্বরূপ-
 লক্ষণ। অতএব জগন্মজ্জাদিকারণত্ব তটস্থভাবে অর্থাৎ সাক্ষাৎ না
 হইয়া পরম্পরাক্রমে ব্রহ্মের স্বরূপলক্ষণ হইতেছে। এই নিমিত্তই

এবং হি স্মরন্তি—“এষ প্রকৃতিরব্যক্তঃ কৰ্ত্তা চৈব সনাতনঃ ।
পরশ্চ সৰ্বভূতেভ্যঃ তস্মাদ্বুদ্ধতমোহচ্যুতঃ ॥ বুদ্ধিৰ্মনো মহান্ বায়ু-
স্তেজোহন্তঃ খং মহী চ য়া । চতুर्विधं यद्भूतं सर्वं कृष्ण
প্রতিষ্ঠিতম্ ॥ চতুर्वিধানাং ভূতানাং ত্রিষু লোকেষু মাধবঃ ।
প্রভবশ্চৈব সৰ্বেষাং নিধনঞ্চ যুধিষ্ঠির ॥” ইতি, “নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং
শান্তং নিরবচ্ছং নিরঞ্জনম্” (শ্বেঃ উঃ ৬ ১৯) ইত্যাদ্য । শ্রুতিস্ত-
থাপি ন কশ্চিদ্ধিকার ইতি বক্তৃণীতি সৰ্বং সমঞ্জসম্ ॥ ৪ ॥

উভয়রূপত্বে প্রমাণম্ এবং হীতি । এষ ইতি ভারতে সভাপৰ্বণি ভীষ্ম-
বাক্যম্ । প্রকৃতিরূপাদানং কৰ্ত্তা নিমিত্তঞ্চ সনাতন ইত্যবিকারিত্বম্ ।
বুদ্ধিরিতি মহত্ত্বম্ । মন ইতি তৎকারণমহত্ত্বম্ । তেন ইন্দ্রিয়তদেবতানাং
গ্রহণম্ । মহান্ বায়ুরিত্যাदिना ভূত পঞ্চকং চতুर्विधं यद्भूतं यज्जरायुजादि भूतं
প্রাণিজাতং সৰ্বমেতৎ কৃষ্ণে প্রতিষ্ঠিতং তেন পালিতমিত্যর্থঃ । প্রভবো
জনকঃ নিধনং সংহর্ত্তেতি নিখিলৈকহেতুত্বং কৃষ্ণস্যোক্তম্ । নম্বেবং জগৎ-
কর্ত্তৃত্বে সিদ্ধে তস্য নিষ্ক্রিয়ত্বং কথং শ্রাব্যতে শ্বেতাশ্বতরৈস্তত্রাহ নিষ্কলমিতি
বিকারঃ শ্রমাदिः ॥ ৪ ॥

সূত্রকার জগজ্জন্মানাদিহেতুত্বকে ব্রহ্মের স্বরূপ করিয়াই দেখাইয়াছেন ।
অন্যথা “জন্মানাশ্রয়তঃ” এই লক্ষণের অযৌক্তিকতা ঘটে । এতদ্বারা
জগৎ যে পরমার্থতঃ সত্য, ইহাও প্রতিপাদিত হইয়াছে । কারণ,
মিথ্যা জগৎ কখনই ব্রহ্মের লক্ষণ হইতে পারে না ॥ ২ ॥

যাঁহারা মিথ্যাভূত জগৎ, রজ্জুতে ভুজঙ্গের ন্যায় ব্রহ্মে আরোপিত
বলেন, তাঁহাদের মতে জগৎ অধিষ্ঠানশূন্য হইয়া উঠে । ভ্রমস্থলে
ভ্রমাদিষ্ঠান সামান্যতঃ জ্ঞাত হইয়া অজ্ঞাত-বিশেষ যুক্ত হয়, ইহাই
নিয়ম । ঐ নিয়ম নির্বিশেষ নিঃসামান্য ব্রহ্মে সম্ভব হয় না ।
এই নিমিত্তই জগৎ কারণত্ববিষয়ে শুক্তিরজতাদির পরিবর্ত্তে মৃদুঘটাदि
দৃষ্টান্তের আশ্রয় লওয়া হইয়া থাকে । তবে কোথায়ও কোথায়ও
শুক্তিরজতাদির দৃষ্টান্ত প্রয়োগ করা হইয়াছে, সে কেবল জগতের
অসারত্ব প্রদর্শনে সংসারে লোকের বৈরাগ্য উৎপাদনার্থ আচার্য্য-
কর্ত্তৃক বুদ্ধিতে কল্পিত হইয়াছে জানিতে হইবে । অতএব ব্রহ্মের
জগন্নিমিত্তোপাদানত্ব যে পারমার্থিক, ইহা সিদ্ধান্তিত হইল ॥ ৩ ॥

জীবন্তুগুঃ—“বালাগ্রশতভাগস্য শতধা কল্পিতস্য চ। ভাগেণ
জীবঃ স বিজ্ঞেয়ঃ স চানন্ত্যায় কল্যাতে” (শ্বেঃ উঃ ৫।৯)।
“এষোহগুরায় চৈতসা বেদিতব্যঃ” (মুঃ উঃ ৩।১৯), “সূক্ষ্মাণাম-
প্যহং জীবঃ” ইত্যাদি শ্রুতিস্মৃতিভ্যাঃ। তস্য কর্তৃত্বাদিকং পার-
মার্থিকং পরায়ত্ত্বঞ্চৈতি “কর্ত্তা শাস্ত্রার্থবদ্ব্যং” ইত্যাদি সূত্রদশকান্ত-
স্তায়াচ্চ বিদিতম্ ॥ ৫ ॥ * স্বাস্থ্যমস্তেব প্রাপ্য *

এবমীশং নিরূপ্যাত জীবং নিরূপয়তি জীবস্তিতি। বালাগ্রেতি শ্বেতা-
শ্বতরাণাং বাক্যম্। আনন্ত্যায় মুক্তয়ে। এষোহগুরিতি মুণ্ডকে। সূক্ষ্মাণা-
মিত্যেকাদশে। তস্মৈতি। পরায়ত্ত্বমীশতন্ত্রম্। কর্ত্তেতি। জীবঃ কর্ত্তা কুতঃ?
যজ্ঞেত ধ্যায়েদিত্যাदिশ্রুতেশ্চেতনে কর্ত্তরি সতি সার্থকাৎ প্রকৃতেঃ কর্ত্ত্বৈ
বার্থং চ স্যাদিত্যর্থঃ ॥ ৫ ॥

মহাভারতের সভাপর্ব শ্রীভীষ্মদেবের বাক্যে উক্ত হইয়াছে—
“এই অচ্যুত শ্রীকৃষ্ণ ‘প্রকৃতি’ অর্থাৎ উপাদানকারণ এবং কর্ত্তা অর্থাৎ
নিমিত্তকারণ। ইনি সর্বভূতের পর, অতএব বুদ্ধতম। বুদ্ধি, মন,
মহান্, বায়ু, তেজ, জল, আকাশ ও মহী এবং চতুর্বিধ ভূতগ্রাম,
এই সকলই শ্রীকৃষ্ণে প্রতিষ্ঠিত আছে। হে যুধিষ্ঠির, এই মাধব
তিন লোকে সকলের উৎপত্তি ও বিনাশের কর্ত্তা।” “ইনি নিষ্কল,
নিষ্ক্রিয়, শাস্ত, নিরবচ্ছ, নিরঞ্জন”, প্রভৃতি শ্রুতিতে ব্রহ্মের কর্ত্ত্বাদি
সত্ত্বেও কিছু বিকার নাই, এই প্রকার নির্দেশ করিয়া থাকেন।
অতএব সকলগুলিরই সামঞ্জস্য হইল অর্থাৎ কর্ত্ত্বাদি বিকারের
কারণ সত্ত্বেও ব্রহ্ম অবিকারী থাকেন, এইরূপ উক্তিতে সকলই সমীচীন
হইল ॥ ৪ ॥

জীব অণু। জীবকে কেশাগ্রের শত ভাগের শতাংশতুল্য অক্ষু
জানিতে হইবে। সেই জীব অনন্ত্য (মোক্ষ) লাভের যোগ্য।
“আত্মা অর্থাৎ জীব চিদ্রূপ ও অণু। ঐ জীব বিজ্ঞেয়।” “সূক্ষ্মের
মধ্যে আমি জীব।” ইত্যাদি শ্রুতি ও স্মৃতিতে জীবের তাদৃশত্ব
ব্যক্ত আছে। জীবের কর্ত্ত্ব ও ভোক্ত্ব প্রভৃতি পারমার্থিক এবং
ঈশ্বরাদীন। “কর্ত্তা শাস্ত্রার্থবদ্ব্যং” প্রভৃতি দশটি সূত্র এবং ঐ সকল
সূত্রের ভাষ্য হইতে উহাই অবগত হওয়া যায় ॥ ৫ ॥

পরমার্থতো বহুত্বঞ্চ মন্তব্যম্—“জ্ঞানেন তু তদজ্ঞানং যেষাং নাশিত-
মাত্মনঃ। তেষামাদিত্যবজ্ জ্ঞানং প্রকাশয়তি তৎপরম্॥” (গীঃ ৫।১৬)
“ইদং জ্ঞানমুপাশ্রিত্য” (গীঃ ১৪।২) ইত্যাদিষু — বিধ্বংস্তুতম্ভাং
ভগবৎসাম্যভাজাং বহুত্বাভিধানাং। জ্ঞানস্বরূপস্ত্যাপি তস্য জ্ঞান-
গুণকত্বং স্বীকার্যম্—“যো বিজ্ঞানে তিষ্ঠন্”, মন্তা বোদ্ধা কর্তা
বিজ্ঞানাত্মা পুরুষঃ” ইতি শ্রুতেঃ। নিত্য এব স গুণঃ—“ন হি
বিজ্ঞাতু বিজ্ঞাতেবিপরিলোপো বিদ্রুতে” ইত্যাদি শ্রুতেঃ, “যথা
ন ক্রিয়তে জ্যোৎস্না মলপ্রক্ষালনান্নগেঃ। দোষপ্রহাণান্ন জ্ঞান-
মাত্মনঃ ক্রিয়তে তথা। যথোদপানখননাং ক্রিয়তে ন জলান্তরম্।

ঈশ্বরো যথৈক এব ন তথা জীবঃ কিং তু বহবো জীবা ইত্যাহ পরমার্থত
ইতি। বহুত্বং জীবতত্ত্বস্যোত্থার্থঃ। জ্ঞানেনেতি শ্রীগীতাসু। প্রকাশস্য
ভানোঃ প্রকাশকত্ববজ্ জ্ঞানস্য জীবস্য জ্ঞাতৃত্বমিত্যাহ জ্ঞানস্বরূপস্ত্যাপীতি।
য ইতি বৃহদারণ্যকে। যোহন্তর্যামী বিজ্ঞানে চিদেকধাতৌ জীবে তিষ্ঠং-
স্তদন্তর্যময়তীতার্থঃ। মন্তেতি ষট্ প্রশ্নাম্। বিজ্ঞানাত্মেতি চিদেকধাতুত্বং বোদ্ধেতি
বিজ্ঞাতৃত্বম্। নহু মনসা সংযুক্তে আহুনি জ্ঞানস্যোৎপত্তেরনিত্যং তদিতি
চেত্তব্রাহ নিত্য এবেতি। ন হীতি বৃহদারণ্যকে। বিজ্ঞাতুজীবস্য বিজ্ঞাতে:
ধর্মভূত জ্ঞানস্য বিপরিলোপো বিনাশো নাস্তি অবিনাশিত্বাদিতি বাক্যশেষঃ।
অবিনাশী বা ইত্যাদিকং চাদিপদাং। যথেনি শৌনকবাক্যম্। ইহ হেয়-

জীবের পরমার্থতঃ বহুত্ব জানিতে হইবে। শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতায়
উক্ত হইয়াছে—“কিন্তু যাহাদের ভগবানের জ্ঞানদ্বারা সেই অবিদ্যা-
জনিত দেহাত্মবুদ্ধিরূপ অজ্ঞান বিনষ্ট হইয়াছে, তাহাদিগের জ্ঞান
সূর্য্যের আয় প্রকাশিত হইয়া অবিদ্যা বিনাশপূর্ব্বক পরম জ্ঞানস্বরূপ
অপ্রাকৃত পরমতত্ত্বকে প্রকাশ করে।” “এই জ্ঞান আশ্রয় করিয়া
যাঁহারা আমার সাধর্ম্ম্য পাইয়াছেন” ইত্যাদি। এই সকল স্থলে
অজ্ঞান বিনাশে ভগবৎসাম্যপ্রাপ্ত জীবের বহুত্বই কথিত হইয়াছে।
ঐ জীব জ্ঞানস্বরূপ হইলেও ঈশ্বরের আয় তাঁহার জ্ঞানগুণকত্বই
স্বীকৃত হইয়া থাকে। “জীব মননকর্তা; জীব বোদ্ধা, কর্তা ও
বিজ্ঞানাত্মা।” ইত্যাদি শ্রুতিই তদ্বিশেষে প্রমাণ। জীবের ঐ গুণ
আবার নিত্য।”, “জীবের ধর্ম্মভূত জ্ঞানের বিনাশ নাই” ইত্যাদি

সদেব নীয়তে ব্যক্তিমসতঃ সম্ভবঃ কুতঃ। তথা হেয়গুণধ্বংসা-
দববোধাদয়োগুণাঃ। প্রকাশ্যতে ন জন্মন্তে নিত্যা এবাত্মনো হি
তে ॥” ইতি শ্বতেশ্চ। কেবলানুভূতিবাদস্তা নিরাসাচ্চ। ইথং চেশ-
তুল্যোহপি স্বরূপসামর্থ্যাভ্যামল্লীয়ন্তেনোপসর্জনত্বাৎ তদংশো-
হসৌ ভগ্যত ইত্যংশাধিকরণে তদ্ভাষ্যে চ বিবৃতম্। তদেবং
নিত্যজ্ঞানাদিগুণকমণুচেতন্যং জীবস্বরূপমিতি সিদ্ধম্ ॥ ৬ ॥

যত্ত্ব বদন্তি — ব্রহ্মৈবানুভূতান্তঃকরণ উপাধিযোগাজ্জীবসংজ্ঞ-
মতো ব্রহ্মাংশত্বং জীবশ্চেতি, তদিদমবিচারিতাভিধানম্। তথাহি
— ন তাবৎ টঙ্কছিন্নপাষণখণ্ডবদাস্তবোপাধিপরিস্ফিষ্টো ব্রহ্ম-

গুণাঃ পাপুজরাদয়ঃ। অববোধগুণোহভ্যাদিতঃ সংসৃতিতিমিরং নাশয়তি যৎ
সূর্যাসহশ্রেণাপি নাপনেতুং শক্যতে যস্যানুদয়ে সর্বত্যাগিনোহপি পশোরিব
ন মুক্তিঃ। যস্যোদয়ে গৃহিণোহপি জনকাদেব ন মুক্তিরিতি। এবমুক্তং মোক্ষ-
ধর্ম্মে— “অকিঞ্চনে ন মোক্ষোহস্তু কিঞ্চনে নাস্তু বন্ধনম্। কিঞ্চনে চেতরে
চৈব জন্তুজ্ঞানেন মুচ্যতে ॥” ইতি সুলভাং ভিক্ষুকীং প্রতি জনকেন ॥ ৬ ॥

ঋতিতে ঐ নিত্যত্ব ব্যক্ত আছে। “মণির মল পরিকার করিলে
যে রূপ উহার জ্যোতিঃ জন্মে না, পরন্তু উহাতে স্বভাবতঃ ছিল যে
জ্যোতিঃ, তাহাই প্রকাশ করা হয় মাত্র, তদ্রূপ অজ্ঞানের নাশে অর্থাৎ
দোষের অপগমে জীবের জ্ঞান জন্মে না, কিন্তু ব্যক্ত হয়, ইহাই
জানিতে হইবে।”, “যেমন কূপ খনন দ্বারা পৃথক্ জল উৎপাদিত
হয় না, পরন্তু অব্যক্তরূপে ছিল যে জল, তাহাই ব্যক্ত করা হয়
মাত্র। যাহা ছিল না, তাহার উৎপত্তিও সম্ভব হয় না। তদ্রূপ
হেয় গুণের ধ্বংসে জীবের জ্ঞানোদয় বুঝিতে হইবে।” ইত্যাদি
বাক্যপরম্পরাদ্বারা কেবলানুভূতিবাদের নিরাসহেতুও জীবের নিত্য
জ্ঞানগুণ প্রমাণিত হইতেছে। এইরূপে জীব পরমেশ্বরের তুল্য
হইলেও ঈশ্বরের স্বরূপ ও সামর্থ্য হইতে জীবের স্বরূপ ও সামর্থ্য
অল্প বলিয়া অপ্রধানত্বহেতু জীবকে ঈশ্বরের অংশ বলা হইয়া
থাকে। অংশাধিকরণে ও তদ্ভাষ্যে এই বিষয়টি বিবৃত হইয়াছে।
অতএব নিত্যজ্ঞানাদিগুণক অণুচেতন্যই জীবের স্বরূপ, ইহা সিদ্ধ
হইল ॥ ৬ ॥

খণ্ডে জীবঃ, অচ্ছেদ্যত্বাৎ ওত্থাত্ত্যুপগমাত্ত ব্রহ্মণঃ, আদিমত্বাপ-
ভেষ্ট জীবন্ত। যত একশ্চৈব সতো দ্বৈধীকরণং ছেদঃ। নাপ্য-
চ্ছিন্ন এবোপাধিসংযুক্তো ব্রহ্মপ্রদেশবিশেষঃ, উপাধৌ গচ্ছত্ব্য-
পাধিসংযুক্ত ব্রহ্মপ্রদেশা কর্ষণযোগাদনুক্ষণমুপাধিসংযুক্ত ব্রহ্মপ্রদেশ-
ভেদাৎ প্রতিক্ষণবন্ধমোক্ষাপত্তেঃ ॥ ৭ ॥

ন চোপাধিসংযুক্তং ব্রহ্মস্বরূপমেব সঃ, অনুপহিতব্রহ্মব্যপ-
দেশাসিদ্ধেঃ, “য আত্মনি তিষ্ঠন্” ইত্যাদিশ্রুতিবিরোধাত্ত ॥ ৮ ॥

ব্রহ্মোপসর্জনত্বাৎ ব্রহ্মাংশত্বং জীবস্যোক্তম্। তত্রাষ্ট্রৈতিনো বদন্তি
অংশশব্দস্য বস্তুরূপদেশে শব্দত্বাৎপাধিযোগিব্রহ্মৈকদেশত্বং জীবত্বং জীবস্য
ব্রহ্মাংশত্বং নামেতি। তদিদং নিরাকর্ত্ত্বং প্রবর্ত্ততে যদ্বিত্যাদিনা। তত্র
ছেদেন তন্নিরস্যতি ন তাবৎ টঙ্কেতি। (টঙ্কঃ পাষণদারণ ইত্যমরঃ)। ননুপাধিনা
টঙ্কেনাবচ্ছেদো নোচ্যতে, কিন্তু তেন যোগমাত্রাত্ত্বংপ্রদেশস্য তত্ত্বং স্যাৎ
ততশ্চ ন বিকারাপত্তিরিতি চেত্তব্রাহ নাপ্যচ্ছিন্ন এবেতি। উপাধৌ গচ্ছতীতি
উপাধেরন্তঃকরণস্য পরিচ্ছিন্নত্বাৎ বজ্রস্থিত্বাচ্চ চলনং সম্ভবেদেব ততশ্চোপাধি-
যোগী ব্রহ্মপ্রদেশো বন্ধস্তদ্বিয়োগী তু মুক্ত ইত্যাপত্তেততার্থ ॥ ৭ ॥

উপহিতব্রহ্মজীবত্বপক্ষং নিরাকরোতি ন চোপাধীতি। অনুপহিতেতি।
শিবমদ্বৈতং চতুর্থং মন্যন্তে ইতি ব্রহ্মণস্তরীয়ত্বশ্রবণব্যাকোপাৎ য আত্মনীত্যাदि-
জীবান্তর্ধামিত্বশ্রবণব্যাকোপাচ্ছেততার্থঃ ॥ ৮ ॥

কেহ কেহ বলেন, অনুভূত অন্তঃকরণরূপ উপাধির যোগে ব্রহ্মই
জীবসংজ্ঞা ধারণ করেন এবং তন্নিমিত্তই জীবকে ব্রহ্মের অংশ বলা
হয়; স্বরূপতঃ জীব ব্রহ্মই, তদংশ নহেন। এই মত বিচারযোগ্য
হয় না। কারণ, টঙ্কছিন্ন পাষণখণ্ডের ন্যায় বাস্তব উপাধিতে
পরিচ্ছিন্ন ব্রহ্মখণ্ডই জীব, এরূপ বলিতে পারা যায় না; যেহেতু
ব্রহ্মের অচ্ছেদ্য এবং অখণ্ড প্রসিদ্ধই আছে। বিশেষতঃ উভয়
পক্ষেই জীবের আদিমত্বাপত্তি ঘটে। কারণ এক বস্তুর দ্বৈধীকরণের
নামই ছেদ। ঐ ছেদের পূর্ব্বে জীব ছিলেন না; ছেদের পর
তাহার উৎপত্তি হইল। অতএব জীব সাদি হইলেন। এই দোষের
বারণার্থ অচ্ছিন্ন ব্রহ্মপ্রদেশবিশেষই উপাধিসংযুক্ত হইয়া জীব হন,
ইহাও বলা যায় না। কারণ, তাহা হইলে, উপাধির চলনে উপাধি-

নাপি ব্রহ্মাধিষ্ঠানমুপাধিরেব সঃ, মুক্তৌ জীবনাশাপত্তেঃ ॥৯॥

ন চ ভ্রান্তঃ ব্রহ্মৈব সঃ, সার্বভৌমশ্রুতিব্যাখ্যাপাৎ ॥১০॥

ন চোপাধিপ্রতিবিস্তৃতং ব্রহ্মৈব সঃ, তস্মৈ বিভূত্বাহ্নৈরূপ্যাচ্চ ।
ন চ নীরূপরূপবত্তস্য সঃ, রূপস্য স্বাশ্রয়ত্বেন দৃষ্টান্তবৈষম্যাৎ । ন
চ জবাপুস্পারূপ্যবত্তস্য সঃ প্রতিবিস্তৃতাবচ্ছিন্নং প্রতি রূপিদ্রব্যস্য
হেতুত্বেন বিবক্ষিতাসিদ্ধেঃ । ন চাকাশবত্তস্য সঃ, বিভূত্বেন
নৈরূপ্যেণ চ তন্নিরাসাৎ । উপাধিপরিচ্ছিন্নাকাশস্থজ্যোতিরংশ-
শ্চৈব তত্ত্বয়া প্রতীতিরবৈতুষী । ইতরথা বাস্তুকালাদেবপি তৎ-
প্রসঙ্গঃ । যন্ত ব্রহ্মণঃ প্রতিবিস্তৃতং প্রতিপাদয়ন্ ধ্বনেনরিব প্রতি-

অন্তঃকরণজীবত্বপক্ষং নিরাকরোতি । নাপীতি । ব্রহ্মাধিতষ্ঠীমন্তঃকরণ
ইত্যর্থঃ । মুক্তাবিতি । তথাচ নিত্যো নিত্যানামিত্যাদিশ্রুতের্ব্যাকোপাপত্তিঃ ॥৯॥

ভ্রান্তব্রহ্মজীবত্বপক্ষং নিরাকরোতি ন চ ভ্রান্তমিতি । ভ্রান্তো রাজপুত্রো
যথা ধীবরস্তদ্বদ্ ভ্রান্তঃ ব্রহ্মৈব জীব ইতি ন বাচ্যমিত্যর্থঃ ॥ ১০ ॥

উপাধিপ্রতিবিস্তৃতিরব্রহ্মজীবত্বপক্ষং নিরাকরোতি ন চোপাধীতি । তস্মেতি
ব্রহ্মণঃ । বিভো নীরূপস্য নভসঃ প্রতিবিস্তৃতি যথা ন ভবতি তথা ব্রহ্মণোহপি
ভাদৃশস্য ন ভবেদিত্যর্থঃ । অণুরূপং বিভূ নীরূপং চ যথা দর্পণাদৌ প্রতি-

সংযুক্ত ব্রহ্মপ্রদেশবিশেষের আকর্ষণযোগ্যহেতু অনুরূপই উপাধিসংযুক্ত
ব্রহ্মপ্রদেশের ভেদবশতঃ প্রতিক্ষণেই বন্ধ ও মোক্ষের আশঙ্কা
ঘটে ॥ ৭ ॥

উপাধিসংযুক্ত ব্রহ্মস্বরূপই জীব, এরূপও বলা যায় না ; কারণ
তদসংযুক্ত ব্রহ্মপ্রদেশই অসম্ভব । “যিনি আত্মাতে থাকিয়া” ইত্যাদি
শ্রুতিরও বিরুদ্ধতা দেখা ঘটে ॥ ৮ ॥

ব্রহ্মাধিষ্ঠানভূত অন্তঃকরণরূপ উপাধির নামই জীব, একথাও
বলা যায় না ; কারণ তাহা হইলে, মুক্তিতে জীবের নাশের
আপত্তি হয় ॥ ৯ ॥

ভ্রান্ত ব্রহ্মই জীব, এরূপও বলা যায় না ; যেহেতু তাহাতে
সার্বভৌমাদি শ্রুতির ব্যাঘাত ঘটে ॥ ১০ ॥

উপাধি প্রতিবিস্তৃত ব্রহ্মই জীব, একথাও বলিতে পারা যায় না ;
কারণ ব্রহ্ম বিভূ এবং রূপরহিত । রূপরহিত বিভূবস্তুর প্রতিবিস্তৃতি

ধ্বনিং তত্র নিদর্শয়তি, স কিল প্রাচ্যাং প্রস্থিতঃ প্রতীচীমাসী-
দতি তয়োঃ সম্বন্ধস্যাদেব ॥ ১১ ॥

বিশ্বতি তদ্বদিতি চেত্তব্রাহ। ন চ নীরূপেতি। ব্রহ্মণো রূপবদাশ্রয়ত্বাভাবা-
দ্বিমোহয়ং দৃষ্টান্ত ইত্যর্থঃ। ন চ জবেতি। জবাপুষ্পারূপস্য যথাশ্রয়-
নিরপেক্ষঃ স্ফটিকপ্রতিবিম্বঃ স্যাদেবং ব্রহ্মণো নিরাশ্রয়স্য মোহস্তীতি ন বাচ্য-
মিত্যর্থঃ। তত ইত্যাহ প্রতিবিম্বত্বেন। যো যঃ প্রতিবিম্বঃ স সর্বোহপি
স্বরূপবদ্ভবাহেতুক এব দৃষ্টঃ ন তু রূপমাত্রাহেতুকঃ ততশ্চ স্ফটিকে জবা-
পুষ্পমেব প্রতিফল্যে দারুণ্যতিপ্রসারাদ্বর্ততে তদগ্রহীতুং ন শকাতে ইতি
বিবক্ষিতম্। তত্র নীরূপব্রহ্মপ্রতিবিম্বে ন সিদ্ধ্যতি। ন চাকাশেতি প্রকট্যর্থঃ।
নহু প্রতীতেঃ কঃ সমাধিস্তব্রাহ উপাধিপরীতি। গ্রহনক্ষত্রপ্রভামণ্ডলস্যাাকাশ-
প্রতিবিম্বত্বা প্রতীতিব্রাহ্মিরিত্যর্থঃ। ইতরথেন্তি। নীরূপস্য বিভোশ্চ
প্রতিবিম্বদ্বীকারে ইত্যর্থঃ। যস্ত্বিতি। তত্র প্রতিবিম্বনিরূপণে ॥ ১১ ॥

অসম্ভব। নীরূপের রূপের ন্যায় অর্থাৎ নীরূপ মুখচ্ছিত্রের প্রতি-
বিম্বের ন্যায় ব্রহ্মের প্রতিবিম্বও বলা যায় না; যেহেতু এ বিষয়ে
দৃষ্টান্তের বৈষম্য ঘটিতেছে রূপবিশিষ্ট ব্যক্তির আশ্রয়ে রূপরহিত
মুখচ্ছিত্রের প্রতিবিম্ব হইতে পারে, কিন্তু ব্রহ্মের তাদৃশ রূপবিশিষ্ট
কোন আশ্রয় না থাকায় তাদৃশ প্রতিবিম্বের সম্ভাবনা নাই।
জবাকুসুমের আরুণ্যের ন্যায় আশ্রয়নিরপেক্ষ ব্রহ্মের প্রতিবিম্বও
বলা যায় না; কারণ প্রতিবিম্বতাবচ্ছিন্নের প্রতি রূপবৎ দ্রব্যের
হেতুত্ব প্রযুক্ত বিবক্ষিত নীরূপ ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব বলায় বিবক্ষিতের
অসিদ্ধি হইতেছে। জলাদিতে নীরূপ আকাশের প্রতিবিম্ব ভ্রম-
মাত্র। আকাশস্থ গ্রহনক্ষত্রাদির প্রতিবিম্বে আকাশের প্রতিবিম্ব
প্রতীতি মাত্র। ফলতঃ আকাশের প্রতিবিম্বই হয় না। অতথা বায়ু ও
কাল প্রভৃতিরও প্রতিবিম্বের প্রসঙ্গ হইতে পারে। কেহ কেহ
ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব প্রতিপাদন করিতে গিয়া ধ্বনি হইতে প্রতিধ্বনির
দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া থাকেন। তাহাকে পূর্বদিকে গমন করিতে
বাইয়া পশ্চিমদিকে গমন বলা যাইতে পারে। ঐ দৃষ্টান্তটি আমাদেরই
পক্ষ সমর্থন করে ॥ ১১ ॥

তচ্ছাস্ত্রস্ত গৌণ্য্য বৃত্ত্যা সঙ্গতিমং । এবমাহ ভগবান্ সূত্রকারঃ
 “অম্বুবদগ্রহণাত্তু ন তথাৎ”, “বুদ্ধিহ্রাসভাক্তুমন্তুর্ভাবাত্তুভয়-
 সামঞ্জস্যাদেবম্” ইতি ॥ ১২ ॥

তস্মাদ্ ব্রহ্মবদনাদিসিদ্ধোহপি জ্ঞানাত্মা জীবঃ, ‘নিত্যো নিত্য-
 নাম্’ ইত্যাদিশ্রুতেঃ ॥ ১৩ ॥

স চ তদ্ভিন্নোহপি তচ্ছক্তিরূপত্বাৎ তদংশো নিগত্বতে —
 “ইতত্ত্বগ্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাং জীবভূতাম্” (গীঃ ৭।৫) ইতি

ননু চেদ্ ব্রহ্মণঃ প্রতিবিম্বো জীবঃ তর্হি “আকাশং হি যথা ঘটাদিষু
 পৃথগ্ ভবেৎ তথ্যৈকো হনেকম্বে জলাধারেষ্বিবাংশুমান্” ইত্যাদি প্রতি-
 বিম্বশাস্ত্রং কথমর্থবৎ স্যাদিতি চেত্তত্রাহ তৎ শাস্ত্রত্বিতি । গৌণ্য্য বৃত্ত্যা গৌণ-
 লক্ষণ্য্য সিংহো দেবদত্ত ইতিবৎ প্রতিবিম্বসাদৃশ্যেনেতার্থঃ । ইথম্বে
 সূত্রকৃতা নির্ণীতমিত্যাহ অম্বুবদিত্যসার্থঃ । অম্বুনি যথা সূর্য্যাদেঃ
 পরিচ্ছিন্নস্য রূপবতো গ্রহণং ভবিता এবং ব্রহ্মণো বিভুত্বেন নৈরূপ্যোণ
 বাবিদ্যাত্মাং ভবতীত্যতো ন তথাৎ জীবস্য একপ্রতিবিম্বত্বং নেতার্থঃ । বুদ্ধীতা-
 স্যার্থঃ । জলাধারেষ্বিবাংশুমানিতি শাস্ত্রং মুখ্যবৃত্ত্যা ন প্রবর্ততে কিন্তু বুদ্ধি-
 হ্রাসভাক্তুং সাধর্ম্ম্যাংশমুপাদায় গৌণবৃত্ত্যা প্রবর্ততে ইতি অন্তর্ভাবাৎ এতস্মি-
 ন্নংশে শাস্ত্রাশয়সমাপ্তেরেবমুভয়োরূপমানোপমেয়য়োঃ সমঞ্জসাৎ সঙ্গতেঃ সূর্য্য-
 তৎপ্রতিবিম্বো যথা বুদ্ধিহ্রাসবন্তো স্বতন্ত্রপরতন্ত্রাবুপাধিধর্ম্মাসম্পর্কসম্পর্কিণৌ
 তথেষজীবাবিতি ॥ ১২ ॥

নিগময়তি তস্মাদিতি প্রকটার্থম্ ॥ ১৩ ॥

যদি বল, এইরূপে প্রতিবিম্বপঙ্কের নিরসন হইলে ঘটাদিতে
 পরিচ্ছিন্ন আকাশের এবং জলাধারে প্রতিবিম্বিত সূর্য্যের দৃষ্টান্ত,
 বাহ্য শাস্ত্রে প্রদর্শিত হইয়া থাকে, তাহার সঙ্গতি কিরূপে হইবে ?—
 তাহা বলিতেছি । ঐ সকল শাস্ত্র গৌণীবৃত্তিদ্বারা সঙ্গতিবিশিষ্ট হইবে ।
 এ কথা ভগবান্ সূত্রকারই “অম্বুবদগ্রহণাৎ তু ন তথাৎ” প্রভৃতি
 সূত্রদ্বয়ে বলিয়াছেন ॥ ১২ ॥

অতএব অনাদিসিদ্ধ বিজ্ঞানাত্মা জীব, ইহা স্থিরীকৃত হইল ।
 “নিত্যের নিত্য” ইত্যাদি শ্রুতিই তদ্বিশয়ে প্রমাণ ॥ ১৩ ॥

স্বতেস্তুচ্ছক্তিরূপত্বং তস্য সিদ্ধম্ । অতএব সম্বন্ধ্যপেক্ষ্যাবরত্বঞ্চ ;
বর্ণিতং চৈতদংশাধিকরণভাষ্যে ॥ ১৪ ॥

তস্য তদংশভূতস্য স্বাংশিভগবদ্বৈমুখ্যাৎ মায়য়া পরিভবন্তঃ-
সান্মুখ্যে তু সা বিলীয়তে । তৎ স্বরূপসাক্ষাৎকারশ্চ সदैব
স্ফুরতি, -“ক্ষরং প্রধানমমৃতাক্ষরং হরঃ ক্ষরাত্মানাবীশতে দেব
একঃ । তস্যাভিধানাৎ যোজনাত্তত্ত্বভাবান্ত্রয়শ্চান্তে বিশ্বমায়্যা-
নিবৃত্তিঃ” ॥ “ন স পুনরাবর্ততে” ইত্যাদিশ্রবণাৎ ॥ ১৫ ॥

ভগবদংশত্বং জীবস্য তদুপসর্জনত্বাদুক্তম্ । তত্ত্বঞ্চ তস্য তচ্ছক্তিত্বাদিতি
দর্শয়তি স চেতি । ইতস্ত্বন্যামিতি শ্রীগীতাসু । প্রকৃতিং শক্তিম্ । তস্মেতি
জীবস্য । অতএবেতি শক্তিত্বাদেব ॥ ১৪ ॥

তস্মেতি জীবস্য । অংশিভগবদ্বৈমুখ্যাদিতি । “ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ
স্বাদীশাদপেতস্য বিপর্যয়োহস্মৃতিঃ । তন্মায়য়াতো বুদ্ধ অভিজ্ঞেত্বং ভৌতিকয়েশং
গুরুদেবতাত্মা ॥” (ভাঃ ১১।২।৩৭) ইতি । “জনস্য কৃষ্ণাদ্বিমুখস্য দৈবাদধর্ম্মশীলস্য
সুদৃঃখিতস্য । অনুগ্রহায়েহ চরন্তি নুনং ভূতানি ভব্যানি জনার্দনস্য ॥” ইতি
শ্রীভাগবতে । যত্র কুত্রচিন্মায়ৈব কর্ম্মভির্বা জীবস্য দেহযোগাত্মা সংসৃতিঃ বর্ণ্যতে
তত্রাপীশবৈমুখ্যমুহম্ । বৈমুখ্যাৎ ত্বনাদি । বৈমুখ্যাদৃতে মায়্যাবৃতির্ন স্যাৎ । যথা
ঘটারূতং দীপমন্ধকারস্তথা বৈমুখ্যাবৃতং জীবং মায়্যাবৃণোতীতি বোধাম্ ।
তৎসান্মুখ্যঞ্চ সংসঙ্গতেঃ । তেন বৈমুখ্যে ধ্বস্তে মায়্যাপসরতি, মুদগারপ্রহারেণ
ঘটে ধ্বস্তে যথাক্ষকারঃ পলায়তে । ততশ্চ দীপস্যেব স্বরূপং জীবস্য স্ফুরতি
পরমাত্মানঞ্চ সর্ব্বদা স বীক্ষতে । অত্র প্রমাণং ক্ষরমিতি শ্বেতাশ্বতরবাক্যম্ ।
প্রধানং পরিণামিত্বাৎ ক্ষরমুচ্যতে । হরঃ পরমাত্মা । ক্ষরাত্মানৌ প্রধান-
জীবৌ । একৌ দেবঃ পরমাত্মা হর ঈশতে নিয়ময়তি । অথ তস্য দেব-
স্যাভিধানাৎ যোজনাৎসংপ্রজ্ঞাতসমাধিতঃ তত্ত্বভাবাৎ স্বরূপদ্বয় স্ফুরণাৎ অস্তে
বিশ্বমায়্যানিবৃত্তিঃ জীবস্য ভবতি বিমুক্তিং স লভতে ইত্যর্থঃ । ন স ইতি
ছান্দোগ্যে । স মুক্তো ভগবতঃ লোকান্নাবর্ততে ন পততীত্যর্থঃ ॥ ১৫ ॥

জীব স্বরূপতঃ ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন হইয়াও ব্রহ্মের শক্তি বলিয়া
তদংশরূপে উক্ত হন । “ইহা ভিন্ন আমার শ্রেষ্ঠা স্বরূপা অপর
একটি প্রকৃতি আছে জানিবে”—এই গীতাবাক্যে জীবের শক্তিরূপত্ব
প্রসিদ্ধ আছে । এই শক্তিরূপত্বহেতু শক্তিমান্ পরমেশ্বর হইতে
জীবের অবরত্ব বৃদ্ধিতে হইবে । অংশাধিকরণভাষ্যে এই বিষয়টি
বর্ণিত হইয়াছে ॥ ১৪ ॥

তদৈমুখ্যং চানাদিকালিকমপি সংসজ্জাধিনশ্চতি ; তৎসান্মুখ্য-
 ঋবিভবতি— “অনাদিমায়য়া স্মৃন্তো যদা জীবঃ প্রবুধ্যতে ।
 অজমনিদ্রমস্বপ্নমদৈতং বুধ্যতে তদা” ॥ “মহৎসেবা দ্বারমাচ্ছবি-
 মুক্তেস্তুমোদারং যোষিতাং সজ্জিসজ্জম্ । মহান্তস্তে সমচিন্তাঃ
 প্রশান্তা বিমলবঃ সূহৃদঃ সাধবো য়ে” ইত্যাদি (ভাঃ ৫।৫২) শ্রুতি-
 স্মৃতিভ্যঃ ॥১৬॥

তদৈমুখ্যঞ্চতি । অনাদিকালং ভগবদ্বিষয়কমানসাপরোক্ষপ্রাগভাব-
 বজ্ঞাদিতি বোধ্যম্ । অনাদীতি । অনাদিবৈমুখ্যপ্রবৃত্তয়া হরিমায়য়া মোহিত
 ইত্যর্থঃ । যদা প্রবুধ্যতে সংসজ্জেন বৈমুখ্যনাশে তৎসান্মুখ্যং বিন্দতীত্যর্থঃ ।
 তদাজং হরিং বুধ্যতে স্বামিত্বেন লভত ইত্যর্থঃ । মহৎসেবামিতি পঞ্চমে
 ঋষভবাক্যং স্মৃঢ়ার্থম্ ॥ ১৬ ॥

সেই ভগবদংশভূত জীবের নিজ অংশী ভগবানে বৈমুখ্যবশতঃ
 মায়াদ্বারা পরাভূত হয়, ভগবৎ সান্মুখ্যে আবার ঐ মায়ার বিলয়
 হয় এবং সর্বদা তৎস্বরূপের সাক্ষাৎকার হয় । শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে
 বাক্ত হইয়াছে— “এক পরমাত্মা প্রধান ও জীবের নিয়ামক ।
 সেই দেবের অভিধানদ্বারা যে অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি হয়, তাহাতে
 স্বরূপদ্বয়ের স্মৃতি ও তদনন্তর বিশ্বমায়ায় নিবৃত্তিতে মুক্তিলাভ
 হয় । সেই মুক্ত জীব আর কখনই ভগবানের লোক হইতে পতিত
 হন না । মুক্ত জীবের সংসারে পুনরাগমন হয় না, ইহাই শ্রুতি-
 প্রসিদ্ধ ॥ ১৫ ॥

জীবের সেই ঈশ্বরবৈমুখ্য অনাদিকালজাত হইলেও সংসজ্জেই
 বিনষ্ট হয় এবং তদ্বিনাশে ভগবৎসান্মুখ্যেরও আবির্ভাব হইয়া থাকে ।
 যথা— “অনাদিবৈমুখ্যে প্রবৃত্তা ভগবন্মায়া কর্তৃক মোহিত জীব যখন
 প্রবুদ্ধ হন অর্থাৎ সাধুসঙ্গে বৈমুখ্যের বিনাশে আবার ভগবদ্বিমুখতা
 লাভ করেন, তৎকালে অজ, অনিদ্র, অস্বপ্ন, অদৈত ব্রহ্মের স্মৃতি
 হয়, অর্থাৎ তখন শ্রীভগবান্কে স্বামিরূপেই প্রাপ্ত হন । মহৎ-
 সেবাই মুক্তির দ্বার । যোষিৎসজ্জ ও তৎসজ্জীর সজ্জ তমোদ্বার ।
 মহান্তসকল সমচিন্ত, প্রশান্ত, ক্রোধশূণ্য ও সূহৃৎ” ॥ ১৬ ॥

সংসঙ্গবিশুদ্ধে জীবে জ্ঞানানন্দাত্মকভগবৎস্বরূপাবরকাবিছা-
বিশেষবিনাশাত্মা, বেদান্তজন্মভগবদ্বিষয়কমানসাপরোক্ষপ্রাগ্-
ভাববিনাশাত্মা বা ভগবৎসম্বন্ধঃ । স এষ সংসঙ্গহেতুকাদ্ভগবৎ-
প্রসাদশক্তিতত্ত্বং সাম্মুখ্যাদেব ভবতি । ততোহবিরতানুরক্ত্যা
জীবঃ প্রতি ভগবদ্ গুণাবরকোহবিছাবিশেষো বিনশ্চতি ;
ততস্তমসৌ সাক্ষাৎকরোতীতি দ্বয়োরবিছয়োক্ষংসো মোক্ষঃ ॥ ১৭ ॥

এবমেবাহ শ্রুতিঃ—“বিমুক্তশ্চ বিমুচ্যতে” ইতি ভূয়শ্চান্তে-
বিশ্বমায়ানিবৃত্তিঃ” ইতি চ । যে ত্বনয়া শ্রুত্যা বন্ধমিথ্যাত্বং প্রতি-
পাদয়ন্তি, তে খলু তদ্বিষয়কবেদাপ্রামাণ্যকরণান্নাস্তিকা এবৈত্য-
ভানি প্রাক্ ॥ ১৮ ॥

উক্তমর্থং বিব্রণোতি সংসঙ্গেতি । সংসঙ্গবিশুদ্ধে সংসঙ্গেন বিনষ্টভগ-
বদ্বৈমুখ্যে জীবে সংসঙ্গহেতুকাদ্ভগবৎপ্রসাদরূপাত্তৎসাম্মুখ্যাত্তৎসম্বন্ধঃ স্বয়ামি-
ভাবলক্ষণে ভবতীত্যম্বয়ঃ । স কীদৃশ ইত্যপেক্ষায়াং বিশেষণদ্বয়ং জ্ঞানান-
ন্দেতি বেদান্তজন্মেতি চ স্মৃটার্থম্ । সংসঙ্গাদ্বৈমুখ্যানাশেন সাম্মুখ্যোদয়াৎ
ভগবৎস্বরূপং জীবস্য স্মুরতি ইত্যুক্তম্ । অথ প্রেমলক্ষণয়া ভক্ত্যা তদগুণাঃ
স্মুরন্তীতাহ ততোহবিরতেত্যাदिना । ততস্তমিতি । তমনন্তগুণলীলাবিভূতিং
স্বামিনং হরিমিত্যর্থঃ ॥ ১৭ ॥

অবিছাদ্বৈতত্বৈ প্রমাণমাহ বিমুক্তশ্চেতি কাঠকে । স্বরূপাবরিকয়াবিছয়া
বিমুক্তঃ সঃ জীবঃ গুণাবরিকয়া তয়া বিমুচ্যত ইত্যর্থঃ । ভূয়শ্চেতি ।
স্বরূপাবরিকয়া মায়য়া বিমুক্তশ্চান্তে পরভক্তিলাভোত্তরকালে বিশ্বমায়ানিবৃত্তি-

সংসঙ্গদ্বারা বিশুদ্ধ জীবের ভগবৎস্বরূপাবরক অবিছার বিনাশে
জ্ঞানানন্দাত্মক ভগবৎস্বরূপের স্মৃতি হয় ; কারণ ভগবৎসম্বন্ধ বেদান্ত-
জন্ম ভগবদ্বিষয়ক মানসাপরোক্ষ-প্রাগ্ভাববিনাশাত্মা বা ভগবৎস্বরূপা-
বরকাবিছাবিনাশাত্মা । ঐ বিনাশ সংসঙ্গহেতুক ভগবৎপ্রসাদরূপ
তৎসাম্মুখ্য হইতেই হইয়া থাকে । পরে নিরন্তর প্রেমলক্ষণা ভক্তি-
দ্বারা জীবের প্রতি ভগবদ্গুণাবরক অবিছার বিনাশে ভগবদ্গুণ
সকলের স্মৃতি হয় । পরিশেষে মুক্ত জীব অনন্তলীলাগুণবিভূতি-
শালী শ্রীহরিকে নিজের স্বামিরূপে সাক্ষাৎকার করেন । অতএব
ভগবৎস্বরূপাবরক ও তদগুণাবরক অবিছাদ্বয়ের ধ্বংসই মোক্ষ ॥ ১৭ ॥

ধ্বংসকার্যাদি নিত্যম্, অভাবরূপত্বাৎ অনুবৃত্তিশাশ্বাদ্ ॥১৯॥

ন চ পরোক্ষস্বভাবস্য হরেরপরোক্ষং কথমিতি বাচ্যং, তাদৃশ-
স্ত্রাপি তস্য দেবাদিবৎ যড়্জাদিবচ্চ সার্বদিকানুশীলনেন তৎ-
সম্ভবাৎ। আহ চৈবং ভগবান্ সূত্রকারঃ—“প্রকাশশ্চ কৰ্ম্মণ্য-
ভ্যাসাৎ” ইতি। এবঞ্চ দুঃখহানিস্থখলাভরূপো মোক্ষঃ ॥ ২০ ॥

গুণাবরিকায়শ্চ পলায়নং ভবতীত্যর্থঃ। যে স্থিতি চিন্মাত্রাঐতিনঃ।
দেহাদে: শুক্তিরজতাদিবদ্ভ্রমরচিতত্ববত্তৎপ্রতীতিকালেহপি জীবো বস্তুতো
মুক্ত এবাস্তি স পুনরেকমেবাদ্বিতীয়ং, নেহ নানাস্তি কিঞ্চনেত্যাদিবেদান্ত-
বাক্যার্থপরিশীলনাগ্দ্ভ্রমেণ বিমুচ্যত ইত্যর্থঃ। এবং ভূয়শ্চেত্যত্র ব্যাখ্যা-
য়ম্। তদ্বিষয়ক ইতি যতো বা ইত্যাদি প্রপঞ্চবিষয়কেত্যর্থঃ। প্রাগিতি
ষষ্ঠে পাদে ॥ ১৮ ॥

ননু দ্বিবিধাবিছাবিধ্বংসস্য কার্যাহেনানিত্যত্বাভুদ্বিধ্বংসেহবিছায়া: পুন-
রুজ্জীবনাপত্তিরিতি চেত্তত্রাহ ধ্বংসেতি। ধ্বংসস্বরূপং কার্যং নিত্যং ধ্বংসস্য
ঘটস্য পুনরনাগতে: ॥ ১৯ ॥

ন চেতি। পরোক্ষস্বভাবস্য প্রত্যক্ষস্বরূপস্য। অপরোক্ষং সাক্ষাৎকারঃ।
সার্বদিকানুশীলনেনেতি। শ্রুতিশ্চ “ধ্যাননির্ম্মথনাভ্যাসাদেবং পশ্চেন্নিগূঢ়-
বৎ” ইতি। অনুশীলনাভ্যাদিতয়া কৃপাশক্ত্যা পরোক্ষস্বভাবস্যাপ্যপরোক্ষম্।

শ্রুতিতেও এইরূপই বলিয়াছেন—“বিমুক্ত জীব বিমুক্ত হয়েন,
অর্থাৎ ভগবৎস্বরূপাবরণকারিণী অবিছা হইতে মুক্ত জীবের অন্তে
অর্থাৎ ভক্তিলাভের উত্তর বিশ্বমায়ার অর্থাৎ ভগবদ্গুণাবরিকা
অবিছার নিবৃত্তি হয়।”; যাহারা এই শ্রুতির, শুক্তিরজততুল্য রচিতত্ব
প্রযুক্ত ভ্রান্ত দেহাদির অনুসন্ধানকালেও জীব বস্তুতঃ মুক্ত থাকেন,
এবং পরে “একমেবাদ্বিতীয়ম্” প্রভৃতি বেদান্তবাক্যের অনুশীলনদ্বারা
উক্ত ভ্রম হইতে মুক্ত হন, এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন এবং
তদনুসারে বাহ্য বস্তুর মিথ্যাত্ব প্রতিপাদন করিয়া থাকেন, তাঁহারা
নিশ্চয়ই তদ্বিষয়ক বেদের অপ্রামাণ্য কল্পনা করিয়া নাস্তিকপদবাচ্য
হন, ইহা পূর্বেই বলা হইয়াছে ॥ ১৮ ॥

অবিছাদ্বয়ের ধ্বংস কার্য হইলেও অনিত্য নহে; কারণ, অভাব-
রূপ কার্য নিত্য। অনুবৃত্তিশাস্ত্রও তদ্বিষয়ে প্রমাণ জানিবে ॥ ১৯ ॥

যত্বাচ্ছঃ,—মুক্তাবহমর্থো বিনশ্যতি চিৎস্বরূপস্ত কিঞ্চিদব-
শিষ্যতে তদেবাত্মবস্তু পুমর্থস্বরূপমিতি, তদতীব মন্দং, কেনাপ্য-
ননুভূতস্ত জ্ঞানানন্দত্বং জ্ঞানানন্দাননুভবিতুশ্চাত্মত্বমিতি পরিভাষা-
মাত্রত্বাৎ। ঈদৃক পুমর্থো হি বিগীতঃ—“দুঃখহানিঃ সুখপ্রাপ্তিঃ
শ্রেয়স্তুত্রেহ চেয্যতে” ইতি স্মৃতেঃ। “দুঃখশূণ্যঃ সুখী স্যাম” ইতি
ইচ্ছেব তস্মৈ মানং তদভাবাদপ্রমাণং তৎকল্পনম্। তদুভয়রূপঃ
পুমর্থঃ খল্বাত্মাবধিকো দৃষ্টঃ। আত্মনোহহমর্থস্য বিনাশে তু নাসৌ
সম্ভবেৎ ॥ ২১ ॥

“সচ্চিদানন্দরূপত্বাৎ স্যাৎ কৃষ্ণোহধোক্ষজোহপ্যসৌ। নিজশক্তিপ্রভাবেণ
স্বভক্তায়াদর্শয়ৎ প্রভুঃ” ইতি শাস্ত্রাৎ। প্রকাশশ্চেতি। কস্মিণি ধ্যানেহভ্যাসাদ্-
ব্রহ্মপ্রকাশো ভবতীত্যর্থঃ। এবঞ্চেত্যুক্তপ্রকারেণ ॥ ২০ ॥

মুক্তো নিদুঃখঃ সুখীত্যুক্তম্, এতৎপ্রতিকূলং কেবলানুভূতিবাদিমতং
নিবাকৃতমপি পুনঃ প্রসঙ্গান্নিরাকরোতি যত্বাহরিত্যাদিনা। কেনাপীতি।
তদা হ্যনুভবিতুঃ ধর্মিণোহভাবস্তন্মতঃ। জ্ঞানানন্দেতি। ন হি বিজ্ঞাতু-
বিজ্ঞাতেরিত্যাদিশ্রুত্যা ত্মনোহনুভবিত্বং স্বীকৃতমস্মি। ঈদৃগিতি দুঃখহানি-
সুখপ্রাপ্তিভিন্নঃ। দুঃখেতি চতুর্থো শ্রীনারদবাক্যম্। ইহেতি কস্মানুষ্ঠানে।
দুঃখশূণ্য ইতি। তস্মৈ মোক্ষস্য দুঃখহানিসুখপ্রাপ্তিরূপত্বে। তদভাবাত্তাদৃশে-
চ্ছাবিরহাৎ। তদুভয়েতি। আত্মাবধিকো জীবাত্মাশ্রয়কঃ। অসাবাত্মা-
বধিকপুমর্থঃ ॥ ২১ ॥

অপ্রত্যক্ষসভাব শ্রীহরির প্রত্যক্ষ অসম্ভব, এক্রূপ কথাও বলা
যাইতে পারে না; কারণ পরোক্ষ ষড়্জাদি স্বরের যেক্রূপ সর্বদা
অনুশীলনদ্বারা শ্রবণে প্রত্যক্ষ হয়, তদ্রূপ সর্বদা অনুশীলনদ্বারা
শ্রীভগবানের কৃপা হইলে তাঁহার সাক্ষাৎকার হইয়া থাকে। ভগবান্
সূত্রকারও বলিয়াছেন—“ধ্যানাদিকর্মের অভ্যাসেই শ্রীভগবানের
প্রকাশ হইয়া থাকে।” এইরূপে দুঃখহানি ও সুখপ্রাপ্তিরূপ মোক্ষ
সিদ্ধ হইল ॥ ২০ ॥

কেবলানুভূতিবাদীরা বলিয়া থাকেন যে, মুক্তিতে অহম্মতাবের
বিনাশ হয়, কিন্তু সুখরূপ কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকে, ঐ অবশিষ্ট সুখরূপ
বস্তুই আত্মা এবং পুরুষার্থস্বরূপ। এই মত আদৌ মনোরম নহে;

যজ্ঞাহঃ - আত্মা খলু দুঃখহেতুঃ পাপার্জনাৎ অতন্তুশ্লাশাদেব
 দুঃখনিবৃতিঃ শ্রাদ্ধিতি, তৎ কিল কুবুদ্ধিবিজৃম্বিতমেব। জাগর
 এব দুঃখোদয়ো, ন তু সুষুপ্তাবিত্যম্বয়ব্যতিরেকাভ্যামানো-
 হহমর্থশ্চ তত্রাহেতুত্বাৎ। কিঞ্চ, শরীরেন্দ্রিয়বিষয়বেদনাদেরপি
 তত্র হেতুত্বম্। জ্ঞানভোগাভ্যাং কর্মণো বিনাশে সতি, হেতু-
 ভাবেন শরীরাত্তনুৎপত্তৌ শ্রাৎ এব দুঃখনিবৃতিরতোহনুচিত
 এবাত্তবিনাশস্বীকারঃ ॥ ২২ ॥

যজ্ঞিতি। আহঃ ভাবক্ষণিকত্ববাদিনঃ বৌদ্ধাঃ। পাপার্জনাৎ পাপকর্ম্মোৎ-
 পাদনাৎ। জাগরেতি। শরীরেন্দ্রিয়বিষয়বিজ্ঞানবতী জাগ্রদবস্থা দুঃখহেতু-
 স্তম্ভ্যাং নষ্টায়াং সুষুপ্তৌ তু ন দুঃখমিত্যম্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং জাগ্রদবস্থেব
 তাদৃশী দুঃখহেতুর্নান্নৈত্যর্থঃ। জ্ঞানেতি। কর্ম্মণঃ পাপস্য হেতোঃ পাপস্যা-
 ভাবেন তৎকার্য্যস্য শরীরাদেবনুৎপত্তৌ সত্যাম্ ॥ ২২ ॥

কারণ যাহা কেহ কখন অনুভব করে নাই, তাহার জ্ঞানানন্দত্ব এবং
 যিনি কখন সেই জ্ঞানানন্দ অনুভব করেন নাই, তাঁহার আত্মত্ব,
 পরিভাষামাত্র। একরূপ পুরুষার্থ নিন্দনীয়ই হইতেছে। শ্রীমদ্ভাগ-
 বতের চতুর্থস্কন্ধ হইতে প্রাপ্ত হওয়া যায়—কর্ম্মানুষ্ঠানে দুঃখহানি ও
 সুখপ্রাপ্তিরূপ শ্রেয়ঃ ইচ্ছার বিষয় হইয়াছে। দুঃখশূন্য হইয়া সুখী
 হইব, বদ্ধ জীবের এইরূপ ইচ্ছাই মোক্ষের প্রমাণ। এতাদৃশী ইচ্ছার
 অভাবে মোক্ষকল্পনা অপ্রমাণ হয়। তত্শূন্যরূপ পুরুষার্থই আত্মার
 আশ্রিত দেখা যায়। আত্মার অহম্ভাবের বিনাশে ঐ পুরুষার্থ
 সম্পূর্ণ অসম্ভব ॥ ২১ ॥

ভাবক্ষণিকত্ববাদী বৌদ্ধেরা বলিয়া থাকেন, পাপার্জনহেতু আত্মাই
 দুঃখের হেতু হন, অতএব ঐ আত্মার বিনাশেই দুঃখের অবসান
 হইয়া থাকে। এই মত কুবুদ্ধিকল্পিত। কারণ শরীরেন্দ্রিয়-বিষয়-
 বিজ্ঞানবিশিষ্ট জাগ্রদবস্থাই দুঃখের হেতু বলিয়া জাগ্রদবস্থার নাশে
 সুষুপ্তিকালে ঐ দুঃখ দৃষ্ট হয় না। অতএব অম্বয়-ব্যতিরেকদ্বারা
 জাগ্রদবস্থাই দুঃখের হেতু, আত্মা নহে, ইহাই স্থিরীকৃত হইতেছে।
 আরও শরীর, ইন্দ্রিয় এবং বিষয়জ্ঞানেরই দুঃখহেতুত্ব দেখা যায়।
 জ্ঞানদ্বারা ও ভোগদ্বারা পাপহেতু কর্ম্মের বিনাশে পাপের অভাব

কিঞ্চ, দুঃখাভাবোহপ্যাত্মনিষ্ঠঃ সন্ পুমর্থঃ, অন্যথা স্তম্ভাদিনিষ্ঠোহপি স তথা স্মাৎ। তস্মাদাত্মভিন্নানামেব দুঃখহেতুনাং মুক্তৌ বিনিবৃতির্গহ্যায়নশ্চ। ইতরথা স্তম্ভাদিশূন্যতাপি মুক্তিঃ স্মাৎ। আত্মশূন্যস্তম্ভাদিশূন্যত্বয়োर्वিশেষাঙ্গীকারে নির্বিশেষত্ব-
ক্ষতিঃ। অপিচ—আত্মবিনাশঃ মোক্ষঃ কিমাত্মনঃ ফলমনাত্মনো
বা? নাহুঃ—তস্মৈশ্চাভাবাৎ; ন হি ফলিনোহভাবে ফলমুপ-
পত্ততে। নেতরঃ—অনাত্মনস্তেনোপকারাভাবাৎ। তস্মাদুপেক্ষ্যা
কুবুদ্ধয়ঃ ॥ ২৩ ॥

কিঞ্চেতি। অন্যথা দুঃখাভাবস্যাত্মনিষ্ঠতয়া পুমর্থত্বদ্বীকারে স্তম্ভাদিনিষ্ঠো-
হপি দুঃখাভাবঃ পুমর্থঃ স্মাদিত্যর্থঃ। তস্মাদিতি দুঃখহেতুনাং জাগরোপ-
লক্ষণরীরেন্দ্রিয়বেদনানাং তন্নেতুনাং কর্মণাং চেত্যর্থঃ। ইতরথেতি আত্ম-
নোহপি মুক্তৌ বিনিবৃতিদ্বীক'রে। স্তম্ভাদীতি। যথাত্মশূন্যতয়া ন কোহপি
দ্রষ্টা তথা স্তম্ভাদিশূন্যতয়াশ্চ ন কোহপীতি তয়োর্বিশেষদ্বীকারে তৌল্য-
ক্ষতিরিতি ভাবঃ। অপিচেতি। নাহুঃ আত্মবিনাশ আত্মনঃ ফলমিতি
প্রথমঃ পক্ষঃ, নেত্যর্থঃ। তস্মৈবেতি আত্মন ইত্যর্থঃ। নেতর, আত্মবিনাশো
দেহাদেবনাত্মনঃ ফলমিতি দ্বিতীয়োহপি পক্ষো নেত্যর্থঃ। কুতঃ অনাত্মনঃ
দেহাদেঃ আত্মবিনাশেনোপকারাভাবাৎ। আত্মনৈবদেহাদেকপকারো-
ভবতি ॥ ২৩ ॥

এবং পাপরূপ কারণের অভাবে শরীরাদির উৎপত্তির অভাব হয়।
তদভাবে দুঃখেরও অবশ্যই নিবৃতি হইয়া যায়। সুতরাং তজ্জন্ম
আত্মার বিনাশ স্বীকার করা কখনও কর্তব্য নহে ॥ ২২ ॥

অধিকন্তু দুঃখাভাব আত্মনিষ্ঠ হইয়াই পুরুষার্থ হয়। জড়নিষ্ঠ
হইলে উহার পুরুষার্থতা লোপ পায়। জড়নিষ্ঠ দুঃখাভাব যদি
পুরুষার্থ হইত, তবে স্তম্ভাদিনিষ্ঠ দুঃখাভাবও পুরুষার্থ বলিয়া স্বীকৃত
হইতে পারিত। অতএব মুক্তিতে আত্মা ভিন্ন দুঃখের কারণ সকলেরই
নিবৃতি বলিতে হইবে, আত্মার নিবৃতি নহে। অন্যথা স্তম্ভাদি-
শূন্যতাও মুক্তি বলিয়া গণ্য হউক। আত্মশূন্যত্ব এবং স্তম্ভাদিশূন্যত্বের
বিশেষও স্বীকার করা যাইবে না। কারণ তাহা হইলে নির্বিশে-
ষত্বের ক্ষতি হইয়া পড়ে। বিশেষতঃ আত্মবিনাশে মোক্ষ, উহা
কি আত্মার বা অনাত্মার ফল? উহাকে আত্মার ফল বলা যায় না;

তদেবং সৰ্বৈশ্বর্য ভগবতঃ শ্যামসুন্দরস্য জীবজড়াত্মকাং
প্রপঞ্চাভেদস্তজ্জ্ঞানভক্তিভ্যাং জীবন্তাত্যন্তিকদুঃখহানিঃ সুখ-
প্রাপ্তিসম্ভব ইতি কৃত্বা শাস্ত্রং জীবেশভেদপরং নির্ণীতম্ ॥২৪॥

তত্র যাচ্যভেদপরাণীব বাক্যানি কানিচিৎ প্রতীয়ন্তে, তানি
কচিৎস্মাত্মাত্মতত্ত্বিকতয়া, তন্নিষ্ঠতয়া, তদ্ব্যাপ্যতয়া বা, বিশ্বং
তদাত্মকমিতি বোধয়েয়ুঃ। কচিৎজীবেশয়োঃ স্থানৈক্যাত্মতৈক্যা-
চ্চাভেদং বোধয়ন্তি। কচন শক্তেঃ জীবজড়রূপায়াঃ শক্তিমতঃ
পরেণাদন্যত্বাদভেদমাচ্ছঃ। কচিচ্চ ভগবদাবিভাবেষু প্রতীতং
স্বগতভেদং নিবারণয়ন্তীতি সৰ্ব্বমনবত্তম্ ॥ ২৫ ॥

মহাপ্রকরণমুপসংহরতি তদেবমিতি ॥ ২৪ ॥

ননু শাস্ত্রং চেৎ সৰ্বভেদপরং তর্হ্যভেদবাক্যানাং সঙ্গতিঃ কথমিত্য-
পেক্ষায়াং পূর্বদর্শিতামপি তাং পুনর্বিদদতয়ান্তে দর্শয়তি। তত্রৈতি শাস্ত্রে।
তন্মাত্রৈতি ব্রহ্মাধীনস্থিতিজীবিকতয়েত্যর্থঃ। তন্নিষ্ঠতয়া ব্রহ্মাধিকরণতয়া
স্থানৈক্যাদিতি। যথা প্রাতর্বিপ্লিয়াঃ চরন্তঃ পশবঃ সায়মৈক্যাং ভজন্তীতি
মতৈক্যাদিতি যথাত্ত বিবদমানা জনাঃ শ্বৈশ্চক্যাং গন্তার ইতি স্বরূপভেদে
বিভ্রমানেহপি স্থানমতৈক্যকোনাভেদো ব্যপদিশ্যতে। কচন শক্তিরিতি
বিশেষণাং বিশিষ্টানতিরেকাদিত্যর্থঃ। কচিচ্চ ভগবদিতি। অবতারাণাম-
বতারিষ্বরূপাদিত্যর্থঃ। চিন্মাত্রৈক্যবাদে তু সৃষ্টৈরূপদেশঃ চিন্মাত্রাদেকস্মান্ন
সম্ভবতীতি তন্মতং সুধীর্ভিন্ন শ্রদ্ধেয়ম্ ইতি দিক্ ॥ ২৫ ॥

যেহেতু তৎকালে আত্মারই অভাব হইতেছে। ফলীর অভাবে
ফলও উৎপন্ন হয় না। দ্বিতীয় পক্ষও অযুক্ত হইতেছে। কারণ
অনাত্মার মোক্ষ কোন উপকারই দৃষ্ট হয় না। অতএব ঐ সকল
কুমত উপেক্ষণীয় ॥ ২৩ ॥

এই প্রকারে সৰ্বৈশ্বর্য ভগবান্ শ্যামসুন্দরের জীবজড়াত্মক প্রপঞ্চ
হইতে ভেদ, তদীয় জ্ঞান-ভক্তিদ্বারা জীবের আত্যন্তিক দুঃখহানি ও
সুখপ্রাপ্তিই সম্ভব প্রভৃতি বিষয় ব্যক্ত করিয়া সমস্ত শাস্ত্রই জীবেশ-
ভেদপর বলিয়া নির্ণয় করিলেন ॥ ২৪ ॥

সমস্ত শাস্ত্র ভেদপর হইলেও অভেদপর বাক্যসকলের অসঙ্গতি
হইতেছে না। কারণ ব্রহ্মাত্মতত্ত্বিকতা তন্নিষ্ঠতা তদ্ব্যাপ্যতা তদধি-
করণত্বনিবন্ধন শাস্ত্র বিশ্বকে ব্রহ্মাত্মক প্রতিপাদন করিয়াছেন।

যশ্ম মনঃ শরীরং, যশ্ম বুদ্ধিঃ শরীরং, যশ্মাহঙ্কারঃ শরীরং, যস্যচিন্তং
 শরীরং, যস্যাব্যক্তং শরীরং, যস্যাক্ষরং শরীরং, যস্য মৃত্যুঃ
 শরীরমেব সৰ্বভূতান্তরাঙ্গাপহতপাপা দিব্যো দেব একো নারায়ণঃ”
 ইত্যভিধানাদৈক্যশ্রুতীনাং শরীরশরীরিভাবেনাভেদবিষয়ো
 দ্বৈতশ্রুতীনাং ভূ স্বরূপভেদঃ সঃ। ইতরথা জীবগতদোষা ব্রহ্মণি
 প্রসজ্যেরশ্মিতি ভেদাভেদশ্রুত্যোৰ্বিষয়ভেদপ্রদর্শনান্নিত্যো বিরুদ্ধার্থ-
 প্রতীতি নিবর্তিতা ॥ ২৬ ॥

কালঃ শরীরশরীরিভাবেনাভেদ ইতি। যথা গবাদিশব্দানাং বিশেষণভূত-
 গোত্বাদিবাচিনাং গোত্বাদিবিশিষ্টেষু পর্য্যবসানং দৃষ্টং তথা বিশেষণভূত-
 শরীরবাচিনাং প্রকৃতিজীবকালশব্দানাং তত্তচ্ছরীরবিশিষ্টে নারায়ণে ব্রহ্ম-
 নীতি বিশিষ্টমেকং ব্রহ্মেতি নিষ্কৰ্ণঃ। স্বরূপেতি। বিভূত্বাণুত্বাদিভিনিতা-
 ধর্মৈঃ জীবব্রহ্মস্বরূপয়োৰ্যো ভেদঃ স দ্বৈতশ্রুতীনাং বিষয় ইত্যর্থঃ। ইতরথেতি।
 জীবব্রহ্মণোঃ স্বরূপতোহপ্যভেদস্বীকারে সত্যিত্যর্থঃ ॥ ২৬ ॥

সর্বেশ্বর ব্রহ্মের সকল বস্তুর সহিত অভেদ নির্দেশ করেন। আর
 “পৃথগাত্মানং প্রেরিতারঞ্চ মহা” প্রভৃতি শ্রুতিসকল ঐ সর্বেশ্বর
 ব্রহ্মের সকলবস্তু হইতে ভেদ নির্দেশ করিয়া থাকেন। অতএব
 কেবল অভেদেই নিখিল শ্রুতির তাৎপর্য্য বলা যাইতে পারে না।
 অভেদ ও ভেদবোধক দ্বিবিধ শ্রুতির পরস্পর বিরুদ্ধ অর্থ প্রতীতি
 হইলেও উভয় শ্রুতির অপ্ৰামাণ্যের অগ্ৰাযাত্ত্বহেতু উভয়েরই প্রামাণ্য
 সম্ভব হইতেছে। কারণ একতরের অপ্ৰামাণ্য গ্ৰায্য হয় না;
 যেহেতু উভয়ই অপৌরুষেয় বাক্য। সুতরাং বিষয়ভেদেই ব্যবস্থা
 করিতে হইবে। সুবালোপনিষদে “অন্তঃশরীরে নিহিতো গুহায়াম্”
 প্রভৃতি অভিধানহেতু ঐক্যবোধক শ্রুতিসকলের দেহ-দেহিভাবে
 অভেদেই তাৎপর্য্য এবং দ্বৈতবোধক শ্রুতিসকলের অণুত্ব ও বিভূত্ব
 প্রভৃতি বিরুদ্ধ ধর্মবিশিষ্ট জীবব্রহ্মের ভেদেই তাৎপর্য্য বুঝিতে হইবে।
 অতথা স্বরূপাভেদে জীবগত দোষ ব্রহ্মেও আরোপিত হইতে পারে।
 অতএব ভেদ ও অভেদবোধক শ্রুতিদ্বয়ের বিষয়ভেদ প্রদর্শনদ্বারা
 পরস্পর বিরুদ্ধার্থ-প্রতীতি জন্ম দোষ নিরাকৃত হইল ॥ ২৬ ॥

চিজ্জড়য়োৰ্ভেদস্য চাভেদস্য চ স্বাভাবিকত্বৈ ব্যাঘাতাং জড়া-
ভেদ সাধকানাং চ পুংসাং জাড্যোপপাদকত্বেন স্বব্যাঘাতাচ্চ জীব-
প্রধানব্রহ্মাভেদানুপপত্তেস্তুেষাং স্বরূপভেদঃ সিধ্যতীত্যস্মিন্নপি
পক্ষে জীবৈশ্বর্যরূপভেদপরমেব শাস্ত্রমিতি স্মৃটম্ ॥ ২৭ ॥

নবীনাস্তু কোচিচ্ছত্ত্বৈ কার্য্যকারণয়োৰ্ভেদাভেদাভ্যাং তথা
দেহদেহিনোক্তং গুণগুণিনোজীবৈশ্বর্য্যোশ্চ স্বরিতস্বরবৎ । স্বরিতস্য
যথা উদাত্তহানুদাত্তভাভ্যাং দ্বিরূপত্বং স্বরিতত্বেন ত্বেকরূপ্যমিতি ।
তথাহি — কার্য্যকারণয়োৰ্ভেদে হি কপালাদেত্ত্বরূপত্বমেকং ঘট-
দৈশ্চৈকমিতি তুলারোপে দ্বিগুণং তৎ স্ত্রাং । অভেদে তু জলা-
নয়নাদিকার্য্যাপহারঃ কারকব্যাপারবৈয়র্থ্যঞ্চ । তস্মাত্তয়োৰ্ভেদা-
ভেদৌ স্ত্রাতাম্ । ন চ বিরোধঃ, — একরূপেণ বিরোধেহপি

নবীশজীবপ্রধানানাং ভেদাভেদমূরীকৃত্য দ্বিবিধয়োঃ শ্রুত্যোরবিরোধঃ
কথং ন সমর্থ্যতে তত্রাহ চিদতি । জীবাদীনাং ত্রয়াণামভেদানুপপত্তেস্তুেষাং
স্বরূপভেদঃ সিধ্যতীত্যন্বয়ঃ কুতস্তেষাং প্রধানাদীনাং ভেদানুপপত্তিঃ চিৎতত্রাহ
চিজ্জড়য়োৰ্ভেদেনাভেদস্যভেদেন তস্য চ ব্যাঘাতাচ্চ মিথোবিমর্দিতত্বাদিত্যর্থঃ ।
যে পুরুষা জড়েন প্রধানেন সাক্ষিমায়াস্বনামভেদং সাধয়ন্তি তেষাং চিত্তস্য ব্যাঘাতো
ভবতি ইত্যেবং জীবাদীনাং ত্রয়াণামভেদাসিদ্ধেঃ স্বরূপতো ভেদঃ সিদ্ধ
ইত্যর্থঃ ॥ ২৭ ॥

অথাধুনিকীং কল্পনাং দূষয়তি নবীনাস্ত্বিতি । স্বকল্পনাসূন্যতাদোষম-
পাচিকীর্ত্ত্বো ভেদবাক্যান্যভেদবাক্যানি চ সঙ্গময়ন্তো ভট্টভাস্করাদয় ইত্যর্থঃ ।
দেহদেহিনোরিতি ভগবদ্বিগ্রহস্য ভগবতা বিগ্রহিণা সহ তদা ভেদাভেদাভ্যাং
ভাব্যমিত্যর্থঃ । এবমন্যচ্চ ব্যাখ্যেয়ম্ । অভেদে স্থিতি । ঘটশ্চেন্মৃৎপিণ্ডাস্থা
তর্হি জলানয়নাদিকমলপনীয়ম্ । মৃৎপিণ্ডশ্চৈচ্ ঘটাস্থা তর্হি কারকব্যাপার-
বৈয়র্থ্যং স্যাদিত্যর্থঃ । তস্মাত্তস্য ভেদ ইত্যর্থঃ । অন্যত্রাপ্যেবমিত্যাহ দেহেতি ।
বিগ্রহবিগ্রহিণোঃ সাক্ষিজ্যাদিতদ্বতোশ্চ ব্রহ্মত্বেন বিজ্ঞানানন্দব্রহ্মরূপত্বৈ-

চিৎ ও জড়ের ভেদ ও অভেদের স্বাভাবিকত্ব স্বীকারে ব্যাঘাত
ঘটে । জড় হইতে চিৎ এর অভেদ সাধনকারী পুরুষের জড়ত্বাপাতে
নিজেরই ব্যাঘাত জন্মে । এইরূপে জীব, প্রধান ও ব্রহ্মের অভেদের
অনুপপত্তিহেতু তত্রয়ের স্বরূপভেদই সিদ্ধ হইতেছে । অতএব শাস্ত্র
যে জীব ও ব্রহ্মের স্বরূপভেদপর ইহাই সিদ্ধান্তিত হইল ॥ ২৭ ॥

ভিন্নরূপেণাবিরোধাৎ । মৃত্তিকাত্বাদিনাভেদঃ ঘটত্বকপালত্বাদিনা
তু ভেদ ইতি দেহদেহিনোগুণগুণিনোশ্চ ব্রহ্মত্বেনাভেদঃ
গৌণত্বেন, মুখ্যত্বেন চ ভেদঃ এবং জীবেশয়োশ্চ । ইথঞ্চ
তত্ত্বদ্বিময়কাণি বচাংস্রাজস্রাং ভুঞ্জীরশ্চিতি । নৈতৎ চারু, যদি
জীবেশয়োঃ স্বরূপেণৈবাভেদস্তহীশ্রাপ্যাংশিকসুখদুঃখভোগঃ
জীবস্রা চ জগৎকর্তৃত্বাদি । যদি “বাচং ধেনুশ্চ” ইত্যাদিবদারোপিত
এবাসৌ মতস্তদা নয়ান্তরত্বাসিদ্ধিঃ । স্বরিতস্রত্বর্জনারীশ্রবাদিবৎ
দ্বিরূপত্বাৎ তত্র দৃষ্টান্তীভাবঃ । জলানয়নাদিকার্য্যাপহ্নবাদিভিঃ
কার্য্যকারণাভেদবাপ্তস্ত ন স্রাৎ । তদনন্তাত্বাধিকরণে তদ্ব্যস্ত্যে
তদ্বৈদস্য সমর্থিতত্বাদিতি । তস্মাৎ কল্পনামাত্রমিদম্ ॥ ২৮ ॥

নেতর্থঃ । গৌণত্বেনেতাদি । দেহো গুণশ্চ গৌণঃ দেহী গুণী চ মুখ্য
ইত্যর্থঃ । ইথঞ্চিতি । তদ্বিময়কাণি ভেদাভেদয়োঃ প্রতিপাদকাণি । স্রাজস্রাং
মুখ্যার্থতাং ভুঞ্জীরন্ ভবেয়ুঃ । নিরাকরোতি নৈতদ্বিতি । জগৎকর্তৃত্বাদী-
ত্যত্রাপ্যাংশিকমিতিবোধাম্ । তথাচ বাদরায়ণসিদ্ধান্তবিরোধঃ । তৎসিদ্ধান্তে
হীশ্রা কদাচিদপি ন সুখদুঃখভোক্তৃহং জীবস্রা মুক্তস্যাপি জগৎকর্তৃত্বাদীতি
সূত্রভাষ্যাদিষু দৃষ্টব্যম্ । যদিতি । অসাবভেদঃ । নয়ান্তরেতি । ভেদা-
ভেদমতাসিদ্ধিঃ শুদ্ধভেদকুক্ষিপ্ৰবেশ ইত্যর্থঃ । দৃষ্টান্তং দৃষয়তি স্বরিত ইতি ।
একমাত্রত্বাৎ ভবৈতভাক্ দীর্ঘস্বরিতো দ্বিমাত্রত্বাৎ দ্বৈতভাগিতি স ন দৃষ্টান্তঃ
দ্বৈগুণ্যং তুভয়োরস্ত । তত্র ভেদাভেদমতে । জলানয়নেতি । উপাদানো-
পাদেয়যোৰ্ভেদে পৃথক্ প্রতীতিঃ স্রাৎ সংযুক্তত্বে পরিমাণাধিকাং স্রাদতন্ত্বয়ো-
ভেদ এব । কারকব্যাপারস্ত ঘটাবস্থাভিব্যক্ত্যর্থঃ । তদভিব্যক্তৌ চ জলানয়নাদি
তেনৈব সিধ্যোদ্বিতি ন তদপহ্নব ইতি ভাষ্যে নিরূপিতং দৃষ্টব্যম্ ॥ ২৮ ॥

কোন কোন আধুনিক সম্প্রদায় কল্পনা করিয়া থাকেন যে, কার্য্য
ও কারণের ভেদাভেদ উভয়ই স্বীকার্য্য । তদ্রূপ দেহ ও দেহী,
গুণ ও গুণী, জীব ও ঈশ্বরের স্বরিত স্বরের স্রাৎ অভেদ স্বীকার
করিতে হইবে । একই স্বরিত স্বর যেরূপ উদাত্ত ও অহুদাত্ত ভেদে
দ্বিবিধ এবং স্বরিতরূপে একরূপ, তদ্রূপ উহাদিগেরও অভেদ জানিতে
হইবে । কার্য্য হইতে কারণের ভেদ স্বীকার করিলে কপালাদির
একটি গুরুত্ব এবং ঘটাদির একটি গুরুত্ব এই দুইটি মিলিয়া ঘটে
দ্বিগুণ গুরুত্ব তুলিত হওয়া উচিত । আবার কেবল অভেদ বলিলেও

যত্নু কেচিদাছঃ — একমেব নির্ধৰ্মকমিতি পরে বদন্তি
ভিন্নং ধৰ্ম্মোতি ত্বপরে। পরং ত্বত্রোভয়ত্রাপি নোপযুক্তিং
পশ্যামঃ, ভাগতো বাক্যার্থকদর্থনাৎ। কিন্তুেকমেব তৎ পর-
মার্থতঃ সৰ্ব্বাকারমিত্যেব সম্যক্। এতন্মতে জীবৈশ্বরয়োঃ স্বরূপে-
ক্যেহপি ব্যুৎপত্তদ্বিতোরিব বৈলক্ষণ্যব্যবহারো নিত্যন্তেন ন
ক্বাপি বাক্যব্যাকোপঃ। নাপ্যত্র সৰ্ব্বথা ধৰ্ম্মব্যতিকরঃ কচি-

যত্নিতি। কেচিৎ স্বকল্পনায়া নিমূলত্বং দূষণমপিনিষবো বিষ্ণুস্ম্যামু-
ষায়িনংমন্মাদা নবীনা এবোত্যর্থঃ। পরে শঙ্করাচার্য্যাঃ অপরে মধ্বাচার্য্যাঃ
উভয়ত্র মতদ্বয়েহপি। ভাগতো বাক্যার্থেতি। পরে ভেদবাক্যার্থানন্ত-
থয়ন্তাপরে ত্বভেদবাক্যার্থানিত্যর্থঃ। ভবতা কথং বাক্যার্থো বর্ণ্যত ইতি
চেত্তত্রাহ-কিং ত্বিতি। পরমার্থতো বস্তুতন্তদ্ ব্রহ্ম সৰ্ব্বাকারমীশজীবপ্রকৃতি-
কালরূপং চতুর্দশভুবনাশ্লকং চেতি নিখিলঃ প্রপঞ্চক্ষিদ্ভূতঃ এব। ইহ জড়ত্ব-

জলানয়নাদি কার্য্যের ক্ষতি এবং কারকব্যাপারের ব্যর্থতা ঘটে।
অতএব তদ্ব্যবহারে ভেদ ও অভেদ সিদ্ধ হইতেছে। বিরুদ্ধ ধর্ম্মের
স্বীকারে কোন বিরোধ দেখা যায় না; কারণ, একরূপ বিরোধ
হইলেও অগুরূপে অবিরোধ হইতেছে। মৃত্তিকাত্বরূপে অভেদ এবং
ঘটত্ব ও কপালত্বরূপে ভেদ বুঝিতে হইবে। দেহ ও দেহী, গুণ ও
গুণী এই উভয়েরই ব্রহ্মত্বহেতু অর্থাৎ বিজ্ঞানানন্দরূপত্বহেতু গৌণরূপে
অভেদ এবং মুখ্যরূপে ভেদ। জীব এবং ঈশ্বরের পক্ষেও ঐরূপই
বুঝিতে হইবে। এইরূপে ভেদাভেদ প্রতিপাদক বাক্যসকল মুখ্য
অর্থই করিবে। উক্ত কল্পনা কিন্তু সমীচীন হইতেছে না; কারণ
জীব ও ঈশ্বরের স্বরূপতঃ অভেদ স্বীকারে ঈশ্বরের আংশিক সুখদুঃখ-
ভোগ এবং জগৎকর্তৃত্বাদি স্বীকার করিতে হয়। “বাক্যরূপ ধেনুর
উপাসনা করিবে” ইত্যাদি বাক্যের আশ্রয় যদি ঐ মতকে আরোপিত
বলা যায়, তাহা হইলে ‘ভেদাভেদ’ একটি স্বতন্ত্র মত না হইয়া শুদ্ধ
ভেদপরই হইয়া উঠে। সার্বজনীন ঈশ্বরের আশ্রয় স্বরিত স্বরের দ্বৈরূপ্য-
হেতু ঐস্থলে দৃষ্টান্তত্বও ঘটিতেছে না। জলানয়নাদি কার্য্যের অপ-
লাপাদি দ্বারা কার্য্যকারণাভেদের বাধ হয় না। তদনন্তরাধিকরণে
তদ্ব্যবহারে তদভেদের সমর্থন দৃষ্ট হয়। অতএব ইহা কল্পনা মাত্র ॥২৮॥

দৈক্যোপি সতি তদদর্শনাৎ । ন হি ঘটকপালয়োক্তগুণি-
নোচ্চ সত্যপি তস্মিন্শ্রুতমীক্ষ্যমহে । সগুণনিগুণবাক্যয়োস্তু
হিংসাহিংসাবাক্যবদ্বিষয়ভেদেন ব্যবস্থেতি সর্বং নিরবস্থা-
মিতি ॥ ২৯ ॥

ভাণং তু চিদ্রূপত্বজ্ঞানহেতুকং সুবর্ণজলবদ্বাহমিত্যর্থঃ । বাহেতি— যথা
বাসুদেবাদেবুহ্ম নারায়ণেন সাক্ষিমভেদেহপি পরত্ববুহ্মত্বাভ্যাং বৈলক্ষণ্যম্ভি ।
তদ্বজ্জীবশয়োস্তনুস্তব্যং ন তু দ্বৈতমিত্যর্থঃ । তেন ন কাপীতি । দ্বা সুপর্ণে-
তাদি বৈলক্ষণ্যমাদায় দ্বাণ্যোতাদিপদপ্রয়োগ ইত্যর্থঃ । নাপ্যত্রেতি । ধর্ম্মাণাং
ব্যতিকরঃ সাক্ষ্যম্ । সত্যপীতি । অভেদে সত্যপি তং ধর্ম্মব্যতিকরং ন
পশ্যামঃ । যথা ঘটত্বং ন কপালে কপালত্বং চ ন ঘটে তথা জীবত্বং নেশ্বরে
ঈশ্বরত্বং চ ন জীবে ইতি ন ভক্তিসিদ্ধান্তহানিরিতি ভাষঃ । স্বগুণেতি—
সগুণবাক্যং স্বরূপানুবন্ধিগুণপরম্, নিগুণবাক্যং তু প্রাতিীতিকমায়িকগুণ-
নিষেধপরম্ । যথা হিংসাবাক্যং যজ্ঞীয়গুণহিংসাপরম্, অহিংসাবাক্যং তু
যজ্ঞাদন্যত্র গুণহিংসানিষেধপরং, তদ্বৎ ॥ ২৯ ॥

আবার কেহ কেহ বলেন শঙ্করাচার্য্য এক নির্ধর্ম্মক ব্রহ্ম স্বীকার
করেন । মধ্বাচার্য্য বলেন, ধর্ম্ম হইতে ধর্ম্মী ভিন্ন, উভয়ক্ষেত্রেই যুক্তি
ভাল দেখা যায় না । কারণ, শঙ্করের পক্ষে ভেদবাক্যে এবং মধ্বপক্ষে
অভেদ বাক্যের অণুথা করা হইয়াছে । কিন্তু সেই এক ব্রহ্মই
পরমার্থতঃ সর্ববাক্যের অবস্থিত বলাই সঙ্গত । এমতে প্রপঞ্চ চিদ্রূপই,
তবে যে উহার জড়ত্ব প্রতীত হয়, সে কেবল অজ্ঞানতাবশতঃ জানিতে
হইবে । এইমতে জীবেশ্বরের স্বরূপবাক্যে ও বাসুদেবাদি ব্যূহের
বুহী নারায়ণের সহিত স্বরূপতঃ অভেদ । যেরূপ পরত্ব-বুহ্মত্বাংশে
বৈলক্ষণ্য তদ্রূপ ভেদ বুঝিতে হইবে । ঐ ভেদ-ব্যবহার নিত্য ।
অতএব কেন বাক্যেরই দোষ ঘটিতেছে না । এই স্থলে সর্বথা
ধর্ম্মের কোন ব্যতিকর নাই । সত্যবটে ঐক্যস্থলে যেমন কোথায়ও
কোথায়ও ধর্ম্মব্যতিকর দৃষ্ট হয়— ঘট কপালস্বরূপ এবং গুণ ও
গুণীর অভেদে যেরূপ ধর্ম্ম ব্যতিকর ঘটে, অতএব ঘট কপাল স্বরূপতঃ
অভিন্ন হইলেও যেরূপ ঘটত্বের কপালে কপালত্বের ঘটে ব্যভিচার
দৃষ্ট হয়, তদ্রূপ জীব এবং ঈশ্বরেরও ধর্ম্ম ব্যতিকর ঘটে । কিন্তু উহা

তদেতদবিচারিতাভিধানং, দুঃখভোগানুথানুপপত্তেবোধক-
ত্বাৎ। যদি জীবো নাম ব্রহ্মৈব শ্রান্তুহি দুঃখভাক্ ন শ্রান্তঃ। ননু
জড়প্রপঞ্চস্য সত্যত্বে শ্রাদয়ং দোষঃ স তু নয়ান্তরবদিহাপি
মিথ্যেবেতি চেন্ন, বেদাপ্রামাণ্যাদিদোষাপত্তেঃ। কিঞ্চ কারুণ্যা-
দীনাং চাত্র দত্তোত্তরতাপত্তির্নিরুদ্ধেশ্চত্বাৎ। তস্মাদ্বাক্যার্থাবগাহনা-
শর্ত্ত্তেঃ কৈশ্চিৎশ্রদ্ধামতিভিঃ কল্পিতমিদং মতদ্বয়মতো যৎকিঞ্চি-
দেতৎ ॥ ৩০ ॥

নিরাকরোতি - তদেতদিতি। দুঃখভোগেতি— জন্মজরামরণনরকানু-
ভবো জীবস্য শ্রুয়তে তস্যেশ্বরাভেদে স নোপপত্ততে তদনুপপত্ত্যা তস্য
তদভেদো বাধ্যত ইত্যর্থঃ। নহ জড়ৈতি। যথা কেবলাদ্বৈতিনাং জড়প্রপঞ্চঃ
স্বাপ্নিকরথাস্থাদিবন্মূষৈব তথাস্মাকমপীতি জন্মজরাদিহুঃখানুভবস্য বস্তুতোহ-
সত্ত্বাভদনুভবানুথানুপপত্ত্যা জীবশ্বেশ্বরাভেদো ন শক্যো বাধিতুমিতি চেদি-
ত্যর্থঃ। পরিহরতি — নেতি। জড়প্রপঞ্চস্য মিথ্যা ত্বে তৎপ্রতিপাদকস্য যতো বা
ইমানীত্যাদিকস্য বেদস্য বন্ধ্যাসুতো ভাতীত্যাদিবাক্যবন্নিরর্থকত্বেনাপ্রামাণ্যা-
দৌদ্ধত্যাপত্তিরিত্যর্থঃ। কিং চেতি। যে ভগবতি কারুণ্যপাবনত্বাদয়োঃ গুণান্তেষা-
মভাবঃ স্যাৎ। করুণা খলু স্বস্মাদন্যং দীনং পতিতং চোদিশ্য প্রভোৰ্ভবতি
ন ত্য়ান্মনমেব তাদৃশমুদ্दिশ্চেতি, তস্মাভস্য কারুণিকত্বাদিবাক্যানি ন
সম্ভবেয়ুরিত্যর্থঃ। তস্মাদিতি। উভয়ে হেতে কেবলাদ্বৈতে সদোষত্বাৎ
দ্বৈতে চ নির্দোষেহপি তদ্বাদিশিষ্টতাপত্তিলাঞ্জনভয়াদরুচয়ঃ স্বাতন্ত্র্যেচ্ছবঃ
কৌলিকাঃ সন্নিহিতাশ্চ তত্ত্ববাদিভিস্তাড়নীয়া ইত্যাপেক্ষা এব কুধিয়ঃ ॥ ৩০ ॥

সর্বত্র নহে। সগুণবাক্য এবং নিগুণ বাক্যের হিংসা বাক্যের
ন্যায় বিষয়ভেদে ব্যবস্থা করিতে হইবে। হিংসাবাক্য যেক্রপ যজ্ঞীয়
পশুহিংসাপর এবং অহিংসাবাক্য যেক্রপ যজ্ঞীয়ের ব্যতিরিক্ত পশু-
হিংসানিষেধপর, তদ্রূপ সগুণবাক্যসকল স্বরূপানুবন্ধিগুণপর এবং
নিগুণবাক্যসকল প্রাতীতিক ও মায়িক গুণবিশেষপর বুঝিতে
হইবে। এইরূপে সমস্তই নিরবত্ব হইল ॥ ২৯ ॥

উক্ত মত বিচারোপযোগী নহে। কারণ, জীবব্রহ্মের ভেদের
অস্বীকারে দুঃখভোগের অনুপপত্তিতে তদ্বোধক শাস্ত্রসকলের ব্যর্থতা-
হেতু অভেদ উক্তই হইতেছে। জীব যদি ব্রহ্মই হন, তবে তিনি
অবশ্যই দুঃখভোগী হন না। যদি বল, যেক্রপ জড় প্রপঞ্চ স্বাপ্নিক

বিচারূপং ভূষণং মে প্রদায় খ্যাতিং নিন্তে তেন যো মামু-
দারঃ ॥ শ্রীগোবিন্দঃ স্বপ্ননির্দিষ্টভাষ্যো রাধাবন্ধুবন্ধুরাজঃ স
জীয়াৎ ॥ ৩১ ॥

এবং ভাষ্যপীঠকং নির্মায় ভাষ্যনির্মাণে ভগবতা কৃতমনুগ্রহং প্রকটয়নন্তে
তৎপরমোৎকর্ষাংশনং মঙ্গলমাচরতি বিদ্যেতি । যঃ শ্রীগোবিন্দো মে মহ্যং
বিচারূপং ভূষণং প্রদায় তেন তদ্রূপেণ ভূষণেন মাং খ্যাতিং প্রদিক্বি
নিন্তে প্রাপিতবান্ । নম্বেবং কুতঃ কৃতবান্ তত্রাহোদর ইতি । উদারো
দাতৃমহতোরিভ্যামরঃ । স জীয়ান্নিজোৎকর্ষং সর্বত্রাবিক্করোতু । কীদৃশঃ
রাধাবন্ধুর্বার্ধভানবীপ্রিয়ঃ । বন্ধুরাজঃ কমণীয়সর্বাবয়বঃ । স্বপ্ননির্দিষ্টভাষ্যঃ
স্বপ্নে নির্দিষ্টং ভাষ্যং যেন সঃ । অত্রৈদং বোধাম্ — নন্দাশ্লজস্বয়ংভগবৎপরতয়া
ব্রহ্মসূত্রার্থনির্ণয়ং পঠৈঃ পৃষ্ঠো ভাষ্যকৃততয়া তন্নির্ণয়শ্যালকৃত্বাদতিথিনো বভূব,
তদতিথেঃসহিয়ুঃ স ভগবান্ শ্যামসুন্দরঃ পীতাম্বরো যজ্ঞোপবীতী ধ্বতে'র্দ্ধপুঃপ্তা
নিশায়াং স্বপ্নে ত্রিরাতিদেশ । প্রথমে কুর্বিতি, দ্বিতীয়ে কুরু তব ভবিষ্যতীতি
তৃতীয়ে ব্রহ্মসূত্রানি ব্যাচক্ষুঃ তদ্ভাষ্যং তে সংসেৎসতীত্যেবং ভাষ্যসিদ্ধয়ে যো
মাং ত্রিরুক্তবানিতি । ইদমপ্রকাশ্যমপ্যুক্তং স্বামিকৃপায়া গেষহ্যাং স্বকর্তৃত্বান্তঃ
পরিহার্যত্বাচ্চ ॥ ৩১ ॥

রথাস্থাদির ন্যায় মিথ্যা, তদ্রূপ জীবের জন্ম, জরা-মরণাদিও মিথ্যা ।
উহাদের সত্যত্ব স্বীকারেই দোষ, মিথ্যাত্ব স্বীকারে আর কোন
দোষ দেখা যায় না, সে অতি তুচ্ছ কথা ; কারণ প্রপঞ্চ প্রতিপাদক
বেদবাক্যসকল অপ্রমাণিত হইয়া পড়ে । বিশেষতঃ শ্রীভগবানের
কারণ্য ও পাবনত্বাদি যে-সকল গুণ আছে । সেই সকল গুণের
অভাব হয় ; যেহেতু নিজ হইতে অগ্র দীন ও পতিতের উদ্দেশ্যেই
তঁাহাতে করুণাদির উদয় হয় ; স্বীয় উদ্দেশ্যে তঁাহার করুণা সম্ভব
হয় না । উহার অসম্ভবে উদ্বোধক বেদবাক্যসকলেরও মিথ্যাত্ব ঘটে ।
অতএব বাক্যার্থ-উদ্ধারে অক্ষম মন্দমতি ব্যক্তিদিগের উক্ত কল্পিত
মতদ্বয় তুচ্ছ বলিয়াই উপেক্ষণীয় হইতেছে ॥ ৩০ ॥

যে উদার পুরুষ আমাকে বিচারূপ ভূষণ প্রদানে আমার খ্যাতি
বিস্তার করিয়াছিলেন, যঁাহার স্বপ্নাদেশে বেদান্ত সূত্রের গোবিন্দ-

যদ্ ব্রহ্মসূত্রেষু বিভাতি ভাষাং কৃষ্ণাঙ্কং ব্যক্তনব প্রমেয়ম্ ।

তস্মোপবেশায় সুবর্ণপীঠং সিদ্ধান্তরত্নং ন ভবেৎ কিম্বেতৎ ॥ ৩২ ॥

সিদ্ধান্তরত্নকিরণাং কিল ভাষ্যচন্দ্রা-

দদ্বৈতশার্কীরহরাদমলপ্রকাশাং ॥

দৃষ্টং ন কিং কিমিহ তত্ত্বমুদগ্রধীভিঃ

শ্রীমন্মুরারিচরণাস্বজভক্তিভাগ্ভিঃ ॥ ৩৩ ॥

ভাষ্যং স্তবন্ পীঠকস্য তৎপোষকতামাহ — যদিতি । কৃষ্ণ আত্মা বর্ণ্যো যত্র তৎ পক্ষে কৃষ্ণবৎপূজাত্বং ভাষ্যসৌক্যম্ । ব্যক্তানি হরিপারতমাদীনি নবৈব প্রমেয়ানি যত্রৈতি মাধ্বত্বং স্বসৌক্যম্ । উপবেশায় সুখস্থিতয়ে । এতদুক্তাঃ শ্রুতিযুক্তীর্ণিণা ভাষ্যস্যাপোষাং । সুবর্ণং কনকং, পক্ষে শোভনান্যঙ্করাণি সিদ্ধান্তরত্নানি যত্র তৎ । এতন্নামকং পীঠমাসনম্ ॥ ৩২ ॥

তচ্চ ভাষ্যং তত্ত্ববিবিংসূনাং পরমোপকারি । হরিগুরুভক্তিমন্দিশ্চ তৈরধীতং সত্ত্বানি প্রকাশয়তি ন তু জীবিকার্থকপাপিত্যাকামনয়াধীতং সত্ত্বথেতি ভাবেনাহ সিদ্ধান্তেতি । সিদ্ধান্তরত্নপীঠকমেবামৃতবর্ষিণঃ কিরণা যস্য তস্মাৎ । অদ্বৈতং নিগুণচিদ্দৈক্যবাদস্তদেব শার্কীরং তিমিরং তদ্ধরাত্তদিনাশকাং । অমলো বিশদঃ প্রকাশো বস্তুসাক্ষাৎকারলক্ষণঃ প্রভামগুলো যস্য তস্মাৎ । কিং কিং তত্ত্বং পরেশস্বরূপং জীবস্বরূপং তদ্ধামতন্তুভক্তিস্বরূপং প্রকৃত্যাদিস্বরূপং বা ন দৃষ্টমপি তু সর্বং তত্ত্বং দৃষ্টমিতার্থঃ । মুরারিনন্দসূনুঃ স্বয়ং ভগবান্, পক্ষে স্বপূর্বচতুর্থশ্চ ॥ ৩৩ ॥

ভাষ্য প্রকাশ করিয়াছি, সেই কমনীয়ঙ্গ রাধাবন্ধু শ্রীগোবিন্দ জয়যুক্ত হউন ॥ ৩১ ॥

ব্রহ্মসূত্রে হরিপারতম্য প্রভৃতি নবপ্রমেয়সম্বলিত যে কৃষ্ণাঙ্ক ভাষ্য প্রোজ্জলভাবে বিরাজিত আছেন, এই সিদ্ধান্তরত্নাত্ম্য সুবর্ণ-পীঠক কি তাঁহার সুখাবস্থানের যোগ্য হইবে না ? ॥ ৩২ ॥

শ্রীমন্মুরারীর পাদপঙ্কজে তীক্ষ্ণবুদ্ধি ভক্তিমন্ত্ৰজনকর্তৃক ভাষ্যরূপ-চন্দ্রের অমৃতবর্ষী কিরণস্বরূপ সিদ্ধান্তরত্নের মধ্যে অদ্বৈতবাদরূপ-তমোবিনাশক তত্ত্ব কি দৃষ্ট হয় নাই ? ॥ ৩৩ ॥

বিজয়ন্তে শ্রীরাধাদামোদরপাদপঙ্কজদ্ব্যতয়ঃ ।

যাতিঃ সঙ্কুদিতাভিবির্নির্মিতো মে মহান্ মোদঃ ॥ ৩৪ ॥

বেদান্তদান্তদ্বয়ৈরচিতং ময়েতৎ

সংগৃহ যুক্তিনিচয়ং মিতভাষিতেন ।

পীতাম্বরস্য করুণাবরুণালয়স্য

কারুণ্যতঃ কৃতমুদেতু মুদে বুধানাম্ ॥ ৩৫ ॥

অথ সম্বন্ধদেশিকোৎকর্ষং মঙ্গলমন্তে প্রদর্শয়তি - বিজয়ন্ত ইতি । রাধা-
দামোদরঃ কান্যকুজবিপ্রবংশাবতংসঃ স্বস্য মস্ত্রোপদেষ্টা মহত্তমো বিদ্বদগ্রনীন্তস্য
পাদপঙ্কজদ্ব্যতয়ঃ মহত্তমতাং দ্রোতয়িতুন্ । সঙ্কুদিতি মোদঃ পরতত্ত্বাবগতি-
হেতুকঃ সংসভানুকম্পাভাজনতাহেতুকো নৃপেন্দ্রসভাজনহেতুকশ্চ । পক্ষে
শ্রীরাধা চ শ্রীদামোদরশ্চ কৃষ্ণঃ তয়োঃ পাদপঙ্কজদ্ব্যতয়ঃ, মহান্ মোদস্ত-
দেকান্তিতাহেতুকঃ ॥ ৩৪ ॥

অথ গ্রন্থস্য প্রাচীনযুক্তিষটিতত্ত্বং প্রমিতত্বঞ্চ দর্শয়ন্ স্বম্বিন্ শাস্ত্রদেশিক-
স্যানুকম্পামাহ বেদান্তেতি । বেদান্তো নামোপনিষৎ শাস্ত্রেণাধীতেন তদর্থানু-
ভবেন চ দান্তানি দমবন্তি হৃদয়ানি যেযাং তৈর্দ্বিরক্কেঃ পুরাতনৈরাচার্যোঃ
রচিতং যুক্তিনিচয়ং মিতভাষিতেন ময়া সংগৃহ্যেতং পীঠকং কৃতমিতি গ্রন্থস্যা-
বাধিতযুক্তিকত্বং প্রস্তাবার্থত্বং চ সূচ্যতে । পীতাম্বরস্য সর্বশাস্ত্রজস্য বিরক্ত-
শিরোমণেষ্কর্জ্বরেতস্তয়াতিখ্যাতবিদ্যাগুরোঃ কারুণ্যতঃ কৃতমিতি স্বস্য পূর্ণপ্রজ্ঞ-
গুরুপাসকত্বং সূচিতম্ । করুণেতি দয়াসিক্কোরিতার্থঃ । পক্ষে পীতাম্বরস্য
শ্রীগোবিন্দস্য নন্দসূনোঃ ॥ ৩৫ ॥

যাহা একবার উদিত হওয়ায় আমার মহানন্দ উদ্ভূত হইয়াছে,
সেই রাধাদামোদরের পাদপদ্মনখজ্যোতিঃ জয়যুক্ত হইতেছেন ॥ ৩৪ ॥

যাঁহারা বেদান্তশাস্ত্রাধ্যয়নদ্বারা হৃদয়কে দমিত করিয়াছেন, সেই
সমস্ত প্রাচীন আচার্য্যকর্তৃক রচিত যুক্তিনিচয় সংগ্রহ করিয়া
করুণাসিন্ধু, পীতাম্বর শ্রীগোবিন্দানুগ্রহে এই ভাষ্যপীঠক প্রণয়ন
করিয়াছি । ইহা অধুনা পণ্ডিতমণ্ডলীর আনন্দবর্দ্ধনের নিমিত্ত সমুদিত
হউক ॥ ৩৫ ॥

আনন্দতীর্থপ্লুতমচ্যুতং মে চৈতন্যভাস্বৎপ্রভয়াতিফুল্লম্ ।

চেতোহরবিন্দং প্রিয়তামরন্দং পিবত্যলিঃ সচ্ছবিতত্ত্ববাদঃ ॥৩৬॥

ইতি সিদ্ধান্তরত্নভাষ্যপীঠকে পুরুষার্থ-

নির্ণয়াখ্যোহষ্টমঃ পাদঃ ॥

॥ সমাপ্তমিদং গোবিন্দভাষ্য-পীঠকম্ ॥

অথাত্মনঃ শ্রীমাধ্বায়দীক্ষিতভগবৎকৃষ্ণচৈতন্যমতস্তত্ত্বমাহ । আনন্দেতি ।
তত্ত্ববাদঃ সর্বং বস্তু সত্যং ন কিঞ্চিদসত্যমস্মীতি মধ্বরাদ্বান্তঃ এবালিঃ ভৃঙ্গঃ
মে চেতোহরবিন্দং পিবতি তৎসিদ্ধান্তাক্রান্তমনাস্তদীয়োহহমিত্যর্থঃ । তৎ
কীদৃক্ ? আনন্দরূপে তীর্থে ঋষিজুফ্যাস্তসি প্লুতমাকষ্টমগ্নম্ । পক্ষে আনন্দ-
তীর্থেন মধ্বমুনিয়া প্লুতং ব্যাপ্তং, চৈতন্যং তত্ত্ববাদশাস্ত্রোপ্তং জ্ঞানং সৈব
ভাস্বৎ প্রভা তয়াতিফুল্লং, পক্ষে চৈতন্যঃ শ্রীশচীনন্দনঃ ভগবান্ স এব ভাস্বৎ
সূর্য্যঃ তস্য প্রভয়া ধাতয়াঙ্গকান্ত্যাতিফুল্লং বিকসিতং, প্রিয়তা হরেঃ
প্ৰীতিঃ স এব মরন্দং মকরন্দং যত্র তৎ । সচ্ছবি কান্তিমৎ ॥ ৩৬ ॥

ইহ পাঞ্চজন্মকৌমোদকীসুদর্শনতাক্ষ্যবামনত্রিবিক্রমনন্দকপদ্বকাখ্যা ক্রমাৎ

পাদান্তং সাদৃশ্যাদবগন্তব্যঃ । “হরেঃ প্রাপকে স্বপ্রভোঃ

পীঠকে যঃ প্রীত্যৈ সাধুনাং সংব্যথায়ি প্রবন্ধঃ । দয়াসিদ্ধবঃ

সাধবঃ শ্রদ্ধয়ৈনং মুহূর্লোকয়ধ্বং ততঃ শোধয়ধ্বম্” ॥

ইতি শ্রীগোবিন্দভাষ্যপীঠকটিপ্লগ্যামষ্টমঃ পদ্বকপাদো ব্যাখ্যাতঃ ॥৮॥

শ্রীমদানন্দতীর্থব্যাণ্ড, শ্রীচৈতন্য-সূর্য্যাকিরণোদ্ভাসিত শ্রীহরির প্রীতি-
রূপ অরবিন্দের মকরন্দ মধ্বসিদ্ধান্তাক্রান্তমনা আমার চিত্তভ্রমর পান
করুক ॥ ৩৬ ॥

ইতি সিদ্ধান্তরত্নাখ্য-ভাষ্যপীঠকের অষ্টমপাদের

বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ।



শ্রীনাম-মাহাত্ম্যম্

ওঁ আহস্য জানন্তো নাম চিদ্ধিবক্তন্থ মহন্তে বিষ্ণো স্মৃতিং
ভজামহে ওঁ তৎ সৎ ॥১॥ (ঋগ্বেদঃ)

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে ।

হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥

ইতি ষোড়শকং নাম্নাং কলিকল্মষনাশনম্ ।

নাতঃ পরতরোপায়ঃ সৰ্ববেদেষু দৃশ্যতে ॥২॥

(কলিসন্তরণোপনিষৎ)

মধুর-মধুরমেতন্মঙ্গলং মঙ্গলানাং

সকলনিগমবল্লী-সৎফলং চিৎস্বরূপম্ ।

সকৃদপি পরিগীতং শ্রদ্ধয়া হেলয়া বা

ভৃগুবর নরমাত্রং তারয়েৎ কৃষ্ণনাম ॥৩॥ (স্কন্দ-পুরাণম্)

চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভব-মহাদাবাগ্নি-নির্বাপণম্

শ্রেয়ঃ কৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্ ।

আনন্দানুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং

সৰ্ব্বাত্মস্বপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীৰ্তনম্ ॥৪॥

(শ্রীশিক্ষাষ্টকম্)

জয়তি জয়তি নামানন্দরূপং মুরারে-

বিরমিতনিজধর্ম্মধ্যানপূজাদিষত্মম্ ।

কথমপি সকৃদাত্তং মুক্তিদং প্রাণিনাং যৎ

পরমমমৃতমেকং জীবনং ভূষণং মে ॥৫॥

(বৃহদ্রাগবতামৃতম্)

নিখিল-শ্রুতিমৌলি-রত্নমালা-

দ্যুতিনীরাজিত-পাদপঙ্কজান্ত ।

অয়ি মুক্তকুলৈরুপাস্তমানং

পরিতস্ত্বাং हरिनाम संश्रयामि ॥৬॥ (শ্রীনামাষ্টকম্)